শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী

৺ভাগবতাচার্য্যকৃত

শ্রীমদ্ভাগবতের পয়ারানুবাদ

(৪০০ বর্ষের প্রাচীন)
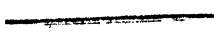
১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত

কলিকাতা

৯ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩১২

মূল্য ২৲ টাকা

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর সূচী।

প্রথম স্কন্ধ।

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

তৃতীয় স্কন্ধ।

সূচীপত্র

৪র্থ স্কন্ধ

পঞ্চম স্কন্ধ

ষষ্ঠ স্কন্ধ

সপ্তম স্কন্ধ

অষ্টম স্কন্ধ

নবম স্কন্ধ

দশম স্কন্ধ

একাদশ স্কন্ধ।

দ্বাদশ স্কন্ধ

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

বন্দে নিত্যমনন্তভক্তিনিরতং ভক্তিপ্রিয়ং সদ্গুরুং
সদীশ্বরগদাধরং দ্বিজবরং ভক্ত্যেকরূপাকৃতীং।
শ্রীমদ্ভাগবতং বিলোক্যরুচিরাং ভক্তিপ্রদাং শ্রীহরৌ
কর্ত্তুং কৃষ্ণচরিত্রপুণ্যরচনাং কুর্ব্বেতরানাং মুদে ॥১॥
এষা ভাগবতী গদাধরপদাম্ভোজৈকসম্ভাবিতা
সর্ব্বেষামঘনাশিনী শ্রুতিরণশ্রান্তামৃতস্যন্দিনী।
নানাবর্ণলয়াঙ্কিতাতিমধুরা কৃত্যা গভীরা স্বরা
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হরতু বঃ সন্তাপমন্তর্বহিঃ ॥ ২ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদহর্ন্নিশমিয়ং পীযূষসৎপ্রেমদা
সদ্ধাম্নঃ বশতা সদা যদুপতেরেব পদাম্ভোরুহাৎ ॥
স্তোত্রৈ কৃষ্ণগুণকীর্ত্তনপয়ঃ পানাম্মনোমজ্জনাৎ
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী বিজয়তে তাপত্রয়োন্মূলিনী ॥ ৩ ॥
কেচিদ্ভাগবতাচার্য্যপ্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে।
গীয়তে পরমানন্দঃ শ্রীগোবিন্দকথামৃতং ॥

জয় জয় গোপীনাথ গোকুলনন্দন।
বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজরমণীজীবন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ যার নাম এ দুই অক্ষর।
এক কৃষ্ণ নামে হয় কোটি পুণ্যফল ॥
মুখে বাক্য থাকিতে না লয় কৃষ্ণনাম।
তবে লোকসংসার ভ্রময়ে অবিরাম ॥
সুখে ভব তরিতে যাহার চিত্ত ধরে।
সে জন কেবল মাত্র কৃষ্ণনাম করে ॥
কৃষ্ণনাম বিনে ভাই গতি নাহি আর।
কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো নাহি পায় পার ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণধ্যান কৃষ্ণসেবা চরণ-বন্দন ॥

কৃষ্ণ বৈষ্ণবের হেতু সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজে।
কৃষ্ণপদভজন বৈষ্ণবপদ পূজে॥
ভক্তিযোগ হয় কৃষ্ণচরণে তাহার।
তার সুখে হয় ঘোর সংসারের পার॥
এ বোল বুঝিয়াঁ ভাই কৃষ্ণে ধর মন।
সুখে ভব তরি জাহ ছুটিব বন্ধন॥
পণ্ডিত গোশাঞি শ্রীল গদাধর নামে।
যাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে॥
ক্ষিতিতলে কৃপায়ে করিলা অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার॥
বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণ চৈতন্যমুরতি।
তাঁহার অভিন্ন তত্ত্ব সহজ শকতি॥
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ।
দেহ মন বাক্য মোর সেই সে জীবন॥
তাঁহার চরণে বহু সহস্র প্রণতি।
কৃষ্ণগুণ পাঁচালী রচিব যথামতি॥
দ্বিতীয়ে প্রণাম করোঁ গণেশ সুধীরে।
দিব্য করিমুণ্ড ধরে স্থূল শরীরে॥
যাহার প্রসাদে সর্ব্ব সিদ্ধি অব্যাহতি।
সে দেবচরণে বহু সতত প্রণতি॥
বেদব্যাস চরণে করিয়ে নমস্কার।
যাহার কৃপায়ে ভাগবত পরচার॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম সার বেদ পুরাণ-গোপিত।
হেন ভক্তিযোগ ভাগবতে প্রকাশিত॥
যাহা হৈতে হৈল ভাগবত উপাদান।
তাঁহার চরণে রহু সতত প্রণাম॥
দেব দ্বিজ চরণ বন্দিয়া গুরু জনে।
কথা ছলে ভাগবত করিব রচনে॥
পাঁচালী রচিব কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শুনিলে গোবিন্দে প্রেম হয় হেন জানি॥
জয় জয় মহাপ্রভু মৎস্য অবতার।
জয় কূর্ম্মরূপ ক্ষীরজলধিবিহার॥
জয় জয় কলেবর বরাহ মুরতি।
জয় দিব্য নরসিংহ অনন্ত শকতি॥
জয় জয় অদ্ভুত বামনবিহার।
জয় জয় ভৃগুপতি রাম অবতার॥
জয় জয় রঘুনাথ রাবণসংহার।
জয় জয় দেব বলরাম অবতার॥
জয় বুদ্ধ অবতার অসুরমোহন।
জয় কল্কিরূপ ম্লেচ্ছকুলবিনাশন॥
জয় নন্দসুত পূর্ণব্রহ্ম অবতার।
শ্রুতি মুনি অগোচর বিচিত্রবিহার॥
জয় জয় জগৎ পবিত্র গুণনাম।
জয় জয় অখিল সকল গুণধাম॥
জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার।
বিবিধ সকল ধাম বিচিত্র বিহার॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র চৈতন্যবিহার।
ভক্তকুলপ্রাণনাথ ভক্তঅবতার॥
নিত্যানন্দ বলরাম সনে নিত্য রঙ্গ।
শ্রীলাদ্বৈত হরিদাস শ্রীনিবাসসঙ্গ॥
গদাধর প্রাণনাথ ভক্ত কুলপতি।
ভক্তরূপ অবতার ত্রিজগৎ গতি॥
তবে শুন কহি ভাই হরিগুণকথা।
কথার ছলে কহিব শ্রীভাগবতমতা॥
ধীরশিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরসগান॥

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

সত্য পর নিত্য ব্রহ্ম করিব চিন্তন।
যাহা হৈতে উতপতি-প্রলয়-পালন॥
চরাচর জগতে যাহার পরবেশ।
জগতের ভিন্ন নাহি নাহি সঙ্গলেশ॥
পুরুষ প্রকৃতি পর নিত্য পরকাশ।
সহজে করুণানিধি আনন্দবিলাস॥
ব্রহ্মার আনসে কৈল বেদ সমর্পণ।
যে বেদে মোহিত হয় মহামুনিগণ॥
ত্রিগুণজনিত যত এ ভব সংসার।
মিছা হেন জান সব কৃপায় তাঁহার॥
নিজ তেজে কৈল সব কপট খণ্ডন।
হেন সত্য পরানন্দ করিব চিন্তন॥
নারায়ণমুখে ভাগবত উপাদান।
স্থাপিল ব্রহ্মার মুখে প্রভু ভগবান॥

কহিল পরমধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে।
মুক্তিপদ পর্য্যন্ত কপট নাহি যাতে॥
নির্ম্মৎসর শান্ত জন যারা অধিকারী।
হেন মহাভাগবত ধর্ম্মঅবতারী॥
পরমার্থ তত্ত্ববস্তু জানি ভাগবতে।
তাপত্রয় বিনাশ হয়েঁ যাহা হৈতে॥
আর নানাশাস্ত্র যদি করিয়ে চিন্তন।
তবে কি বান্ধিতে পারি তবে নারায়ণ॥
শুনিবারে ইচ্ছা যদি ভাগবত করি।
সেইক্ষণে চিত্তে কৃষ্ণ বাঁধিবারে পারি॥
নিগমকল্পতরু বিগলিত ফলে।
শুকমুখে পতিত অমৃত মধু তরে॥
ক্ষিতিতলে অবতরি ভাগবত নাম।
পিয়রে ভাবুক তাই রসিক সুজান॥
সর্ব্বধর্ম্ম সারধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে।
ব্যাস মুনি কহিল চিন্তিয়া লোক হিতে।
শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণের সার॥
বেদব্যাস বিচারিয়া করিল উদ্ধার।
এক এক করিয়া কহিলেন ভাগবতে॥
সর্ব্বলোক সুখে পার হৈব যাহা হৈতে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ধর্ম্ম এই।
নানা ভেদ সর্ব্ব শাস্ত্রে আন নাহি কই॥
সকল ধর্ম্মের ফল কৃষ্ণআরাধন।
মহাভাগবত বলি এই সে কারণ॥
কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষ্ণুগুণগাথা।
মহাভাগবতে না কহিল অন্য কথা॥
কৃষ্ণগুণ ধর্ম্মভাই শুন সাবধানে।
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রঘুনাথ গানে॥

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

কেদার রাগঃ।

উগ্রশ্রবাসূত গেলা নৈমিষ অরণ্যে।
ষাটিসহস্র তথা বৈসে মুনিগণে॥
শৌনক প্রধান তাহে বৃদ্ধ কুলপতি।
সূতকে জিজ্ঞাসা তিহোঁ কৈল মহামতি॥
শুন শুন সূত মহাঘোর কলিকাল।
হরি বিনে না দেখি যে জীবের নিস্তার॥
ধর্ম্ম শাস্ত্র যত যত পুরাণ বিদিত।
তুমি ভাল সর্ব্বশাস্ত্রে হও সুপণ্ডিত॥
সকল শাস্ত্রের ধর্ম্ম করিয়া উদ্ধার।
যাহা হৈতে তরে জীব এ ঘোর সংসার॥
হরিনাম হরিকথা হরিসংকীর্ত্তন।
যত যত অবতার কৈল নারায়ণ॥
কহিবে সকল কথা একত্র করিয়া।
সুখে যেন তরে জীব গোবিন্দ ভজিয়া॥
সূত মহামুনি শুনি মুনির বচন।
বাহ্যপাসরিলা হরি গুণ স্মউরণ॥
ক্ষণে বাহ্য পাঞা চিত্তে কৈল অবগতি।
গুরুর চরণে কৈল প্রণাম প্রণতি॥
অখিল বেদের সার পুরাণ গোপিত।
যাহা হৈতে হৈল ভাগবত প্রকাশিত॥
শুক মহাযোগেশ্বর মুনির প্রধান।
তাহার চরণে রহু সতত প্রণাম॥
জনমিঞা হৈলা শুক মহা যোগেশ্বর।
সেইক্ষণে অরণ্যে চলিলা একেশ্বর॥
পুত্রশোকে বেদব্যাস পাছে চলি জায়।
পুত্র পুত্র করি মোহে ডাকে ঘনরায়॥
যোগবলে বৃক্ষগণে পরবেশ করি।
বাপেরে প্রবোধ দিল বৃক্ষরূপ ধরি॥
বৃক্ষরূপে কৈল ব্যাসের মোহনিবারণ।
তাহার চরণ সূত করিয়া বন্দন॥
কহিতে লাগিলা সূত সর্ব্ব ধর্ম্মসার।
যাহা হৈতে হৈব সর্ব্ব জীবের নিস্তার॥
সেই সে পরম ধর্ম্ম সর্ব্ব বেদে কহে।
যাহা হৈতে হরির চরণে ভক্তি হয়ে॥
হরিভক্তি হৈলে তত্ত্বজ্ঞান পরকাশ।
ছিঁড়য়ে সংশয় সব অবিদ্যা বিনাশ॥
এইত কহিল কিছু ভকতি বিস্তার।
কহিতে লাগিলা তবে যত অবতার।

সুহই রাগ॥

প্রলয়ে না ছিল কিছু এ লোকরচনা।
ন চন্দ্রতারকাজ্যোতি ব্রহ্মাদি কল্পনা॥
নিরালম্ব নিরাধার এক ভগবান।
তাহা বিনে বলিতে না ছিল কিছু আন॥

ভবে বিহরিতে প্রভু জখন ইছিল।
তখনে পুরুষরূপ প্রকাশ হইল॥
আদি নারায়ণ তিঁহো পুরুষপুরাণ।
তাঁহা হৈতে সব অবতার উপাদান॥
প্রথমে সনকাদি চারি ব্রহ্মার কুমার।
ব্রহ্মচর্য্য কৈল ব্রহ্মচারি অবতার॥
দ্বিতীয় বরাহ রূপে কৈল অবতার।
দশনে তুলিয়া কৈল পৃথিবী উদ্ধার॥
আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ তথাই বধিল।
জলের উপরে প্রভু পৃথিবী স্থাপিল॥
তৃতীয়ে নারদরূপ হই হৃষীকেশ।
লওয়াইল প্রভু সত্য ভক্তি উপদেশ॥
চতুর্থে ধর্ম্মের ঘরে কৈল অবতার।
নরনারায়ণরূপ বিদিত সংসার॥
বদরিকাশ্রমতীর্থে রহি নিরন্তর।
আকল্পপর্য্যন্ত তপ করিল দুষ্কর॥
পঞ্চমে কপিলদেব হই মুনিবেশ।
মায়ে বুঝাইল ভক্তিযোগ উপদেশ॥
দত্তাত্রেয়রূপে অত্রি মুনির কুমার।
যোগধর্ম্ম লওয়াইল ষষ্ঠমাবতার॥
সপ্তমে রুচির সুত হৈলা নারায়ণ।
যজ্ঞরূপে বৈবস্বত মনুর রক্ষণ॥
অষ্টমে ঋষভদেব নাভির তনয়।
জড় ধর্ম্ম জগতে লওয়াইল মহাশয়॥
নবমে ধরিয়া প্রভু পৃথু কলেবর।
পৃথিবী দুহিয়া কৈল ঔষধি সকল॥
ধনু অগ্রে দিয়া কৈল পৃথিবী শাসনা।
পৃথিবীর নাম যশ জগতে ঘোষণা॥
মৎস্য অবতার প্রভু দশমে করিল।
পৃথিবী করিয়া স্থাপ্য বেদ উদ্ধারিল॥
মনু বৈবস্বত আর মহাঋষিগণ।
নৌকায় তুলিয়া কৈল প্রলয় রক্ষণ॥
একাদশে হৈলা প্রভু কূর্ম্মকলেবর।
অমৃতমথনে পৃষ্ঠে ধরিল মন্দর॥
দ্বাদশে উদয় কৈল ধন্বন্তরি বেশে।
দেব উদ্ধারিতে নিল অমৃত কলসে॥
ত্রয়োদশে অবতার হইলা মোহিনী।
নারীবেশে অসুর মোহিলা চক্রপাণি।
চতুর্দ্দশে কৈল নরসিংহ অবতার।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য করিল সংহার॥
পঞ্চদশে অবতার কপট বামন।
পাতালে ছলিয়া বলি নিল নারায়ণ॥
ষোড়শে পরশুরাম দ্বিজ অবতার।
নিঃক্ষত্রি পৃথিবী কৈল তিন সাত বার॥
সপ্তদশে সত্যবতীসুত বেদব্যাস।
বেদ বিভজিয়া কৈল ধর্ম্ম পরকাশ॥
অষ্টাদশে হৈলা রঘুনাথ অবতার।
সীতা উদ্ধারিতে কৈল রাবণসংহার॥
উনবিংশে হৈলা বলরাম অবতার।
অসুর বধিয়া সব খণ্ডিলা ভূভার॥
বিংশে স্বয়ং ভগবান পূর্ণ অবতার।
যাঁহা জপি জগজন ভব হয়ে পার॥
একবিংশে প্রভু বুদ্ধশরীর ধরিল।
লওয়াইঞা পাষণ্ডধর্ম্ম অসুর মোহিল॥
দ্বাবিংশে কল্কিরূপে হইবে অবতার।
ম্লেচ্ছবধ সত্য প্রচারিব আরবার॥
এই মত কতেক অনন্ত অবতার।
কহিতে উদ্দেশ জানে শকতি কাহার॥
যত যত অবতার কহেন মুরারি।
কেহো অংশ কেহো কলা বুঝহ বিচারি॥
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতারশিরোমণি॥
আন অবতারে অবতারী যদুমণি।
মোরে কৃপা কর ঠাকুর যদুরায়।
দারুণ যমের দূত লগে লগে ধায়॥
তবে আর কথা শুন কহিতে লাগিলা।
যে মতে নারদ ব্যাস সমাগম হৈলা॥
নানা বর্ণ ধর্ম্ম ব্যাস কহিলা পুরাণে।
সকল বেদের অর্থ ভারত উপাখ্যানে॥
এক বেদ চারি ভাগ বহু শাখা করি।
পঢ়াইল অনেক শিষ্য বেদ অধিকারী॥
লোক উদ্ধারিতে কৈল অনেক আয়াস।
তবু ত ব্যাসের নহে চিত্তের প্রকাশ॥
সরস্বতীতীরে ব্যাস চিন্তিতে লাগিলা।
হেন কালে নারদ আসি তথাই মিলিলা॥
শিষ্যগণসনে ব্যাস উঠিলা সত্বরে।
অতিথি বিধানে পূজি আনিল মন্দিরে॥

প্রণাম স্তবন কৈল পাদ সম্বাহন।
তবে তাঁরে পুছিল নারদ তপোধন॥
কেনে ব্যাস দেখি তোমার চিন্তিত হৃদয়।
এ কোন কারণ শোক তোমার হৃদয়॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ বিবিধ আচার।
লোক উদ্ধারিতে কৈলে বিবিধ প্রকার॥
তবে কেন ব্যাস তুমি হৃদয় চিন্তিত।
কি হেতু কারণ তুমি জ্ঞানে সুপণ্ডিত॥
উত্তর দিলেন তবে ব্যাস মহাশয়।
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয়॥
তথাপি হৃদয় মোর নহে পরসন্ন।
আপনে কহিবে তুমি ইহার কারণ॥
মহা ভাগবত তুমি ব্রহ্মার কুমার।
তিন লোক অগোচর নাহিক তোমার॥
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান তিনে সুপণ্ডিত।
বাহ্য অভ্যন্তর সব তোমার বিদিত॥
তোমার হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ।
আমার সংশয় হেতু কহ তপোধন॥
হাসিয়া নারদ তবে দিলেন উত্তর।
আপনে ঈশ্বর হঞা পাসের সকল॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ কহিলা বিচারি।
হরি সংকীর্ত্তন তুমি না কহিলে বিস্তারি॥
তে কারণে নহে তোমার প্রসন্ন হৃদয়।
আপনে চিন্তিয়া তুমি চাহ মহাশয়॥
তুমি বোল পশু ধর্ম্ম লোকের আচার।
আহার শৃঙ্গার নিদ্রা ভয় ব্যবহার॥
নিয়ম করিব তাহে ধর্ম্ম উপদেশে।
আমার বচনে লোক মানিব সন্তোষে।
স্বধর্ম্ম করিলে তবে শুদ্ধমতি হইব।
ক্ষেত্র সুখ-ত্যজি তবে মহাসুখে যাইব॥
আপনে বিচার করি ভজিব শ্রীহরি।
পাছেত যাইব লোক ভবসিন্ধু তরি॥
যে তুমি চিন্তিলা তিত হৈল অপকার।
নির্ব্বাণ প্রদীপ বাড়াইলে বার বার॥
পশুবুদ্ধি জীব তাতে না কৈল বিচার।
মানিল পরম ধর্ম্ম আহার শৃঙ্গার॥
সুখভোগ স্বর্গবাস ধর্ম্ম কর্ম্মফল।
এহ বুঝি ধর্ম্ম কর্ম্ম করে নিরন্তর॥

দান ব্রত তপ যজ্ঞ এই সবে জানে।
আপনে কহিলে ব্যাস সকল পুরাণে॥
আহার শৃঙ্গার সবে জীবের ভজনা।
ইহার কারণে করে নানা উপাসনা॥
তুমি যে নিয়ম কৈলা সে হইল বিধি।
তেকারণে সংসার ভ্রমিব পশুবুদ্ধি॥
হরি না ভজিয়া জীব সংসার ভ্রময়।
তে কারণে নহে তোমার প্রসন্ন হৃদয়॥
শুন শুন ব্যাস সত্যবতীর নন্দন।
হরিনাম হরিকথা হরি সঙ্কীর্ত্তন॥
হরির চরিত্র বিনে না করিবে আন।
জগতে করাহ তুমি হরিগুণগান॥
হরিনাম শ্রবণ প্রণাম স্তুতিবাদ।
বৈষ্ণবমহিমা কহ বৈষ্ণবপ্রসাদ॥
হরিভক্তি বিনে আন না কহিবে ধর্ম্ম।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল এই হরি আরাধন॥
এতেক বলিয়া তবে ব্রহ্মার নন্দন।
আপনার কহে পূর্ব্ব জন্মবিবরণ॥
দাসীসুত হঞা কৃষ্ণ দেখিলুঁ সাক্ষাতে।
হরির কিঙ্কর হৈলুঁ বৈষ্ণব প্রসাদে॥
দাসী সুত হঞা পাইলুঁ কৃষ্ণদরশন।
তবে জ্ঞান উপদেশ কৈল নারায়ণ॥
এত বাণী বলিয়া নারদ তপোধন।
তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিলা ততক্ষণ॥
আপনে সাক্ষাৎ হই প্রভু হৃষীকেশ।
ব্রহ্মাকে দিলেন ভাগবত উপদেশ॥
ব্রহ্মা নারদের মুখে কৈল সমর্পণ।
নারদ ব্যাসের মুখে কৈল আরোপণ॥
সংক্ষেপে কহিল ভাগবত উপদেশ।
বেদব্যাস ইহা তুমি বাঢ়াইহ বিশেষ॥
এতেক বলিয়া তবে মুনি তপোধন।
অন্তর্দ্ধান হঞা গেলা ব্রহ্মার নন্দন॥
জ্ঞান পাঞা ধ্যান কৈল ব্যাস মহামুনি।
হৃদয়ে প্রকাশ হৈলা প্রভু চক্রপাণি॥
হৃদয়কমলে ব্যাস দেখি গদাধর।
প্রেম অশ্রু পুলকে পূরিল কলেবর॥
নয়নে আনন্দ জল গদগদ বাণী।
কৃষ্ণ ভাবে বাহ্য পাসরিল মহামুনি॥

ক্ষণে চিত্ত সমাধিল ব্যাস মহাশয়।
নারদ কৃপায় হৈল ভকতি উদয়॥
সত্য কর্ম্ম ধর্ম্মে আমি জগৎ বান্ধিল।
বিষয় লম্পট করি লোক বিনাশিল॥
কৃষ্ণ না ভজিলে কভু সংসার না টুটে।
বেদ গূঢ় করি ভক্তি রাখিনুঁ কপটে॥
ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর-জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধু রসগান॥

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দীর্ঘচ্ছন্দঃ।

তবে সত্যবতীসুত, হইয়া ভকতিযুত
লোকহিত চিন্তে পরকার।
পরমহংসের মত, ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত
রচিল সকল বেদসার॥
শুক দেব তাঁর সুত, মহাযোগী যোগে রত,
চলি গেলা তা সভার স্থানে।
পঢ়াইয়া ভাগবত, বেদব্যাস সত্যব্রত,
পুন আইলা আপন ভবনে॥
ব্যাসের নন্দন তাই, রাজা পরীক্ষিত ঠাঞি
গঙ্গাতীরে মুনির মণ্ডলে।
সভার মধ্যেতে বসি, গ্রহমধ্যে যেন শশী,
ভাগবত কহিল সকলে॥
শুকদেব কৃপা কৈল, তথা বসিবারে পাইল,
পঢ়িল সকল ভাগবত।
কহিল তোমার স্থানে, তুমি মহামুনিগণে,
তবে সুত হৈলা নিশবদ॥
শুনিঞা শৌনক মুনি, সুতের অমৃতবাণী,
সাধু সাধু সুতকে বাখানে।
পুছিল বিস্ময়পর, শুক মহা যোগেশ্বর,
কেন গেলা রাজসন্নিধানে॥
তাঁর নাহি দেহ ধর্ম্ম, কেহ নাহি ভিন্নমর্ম্ম,
কোন কার্য্য রাজসম্ভাষণে।
দিব্যজ্ঞান মহাবুদ্ধি, পঢ়ি লোক তার সিদ্ধি,
কেন তেঁহো পুরাণ বাখানে॥

ইহার কারণ সুত, কহ অতি অদভুত,
আর কথা পুছিব তোমারে।
মহাভাগ কত রাজা, জগৎ যাহার প্রজা,
ব্রহ্মশাপ কে দিল তাঁহারে॥
কহ তাঁর জন্ম কর্ম্ম, শুনিলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম,
গোবিন্দ চরণে হয় মতি।
বিস্তারিয়া ভাগবত, কহিবে সকল তত্ত্ব,
শুনি লোক তরিবে দুর্গতি॥
সুত বলে শুন শুন, হেন যে অনন্ত গুণ,
মুক্তগণ প্রভু গুণ গায়।
কৃষ্ণের মহিমা গাই, অতুল আনন্দ পাই,
মুক্তিপদে সে সুখ না পায়॥
তবে সুত শুদ্ধচিত্তে, ভাগবত আদি হৈতে
কহিল সকল মুনি স্থানে।
মুনিগণ হরষিত, শুনি হৈলা আনন্দিত,
ভাগবত আচার্য্য সুগানে॥

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ভাটীয়ারী।

যত যত প্রসঙ্গ সে পুছিলা শৌনকে।
সে সকল সব সুত কহে একে একে॥
সেই ভাগবত হৈল বিস্তার কথনে।
স্কন্ধবন্ধে কহিব সে সকল সমাধানে॥
প্রথমে ভারতযুদ্ধ সংক্ষেপে কহিল।
যেমতে উত্তরাগর্ভ গোবিন্দ রাখিল॥
কুরুক্ষেত্রে শরশয্যা ভীষ্মের শয়নে।
নানা ধর্ম্ম বুঝাইল যুধিষ্ঠির স্থানে॥
সাক্ষাৎ দেখিয়া কৃষ্ণে হৈল অনুরাগ।
কৃষ্ণে মন প্রবেশিয়া কৈল দেহত্যাগ॥
মহারাজ অভিষেক করে রাজাসনে।
যুধিষ্ঠির রাজা করি স্থাপিল আপনে॥
সাগর পর্য্যন্ত দিল পৃথিবী শাসিয়া।
পৃথিবীর রাজা দিল সেবক করিয়া॥
অশ্বমেধযজ্ঞ করাইল তিনবার।
ব্রহ্মঅস্ত্রে কাটে ক্ষিতিপতি প্রতিকার॥
সত্যব্রত প্রভু কৈল সত্যের পালন।
দ্বারকাবিজয় তবে কৈল নারায়ণ॥

ভাইগণ সঙ্গে রাজা সত্যে রাজ্য পালে।
পরীক্ষিৎ জনম হইলা শুভকালে॥
তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বিদুর আগমন।
হতশেষ বন্ধুগণ কৈল সম্ভাষণ॥
ধৃতরাষ্ট্রে বুঝাইল ধর্ম্ম উপদেশে।
তিন জন উঠিয়া চলিলা রাত্রিশেষে॥
গঙ্গাদ্বারে ধৃতরাষ্ট্র মহাযোগ বলে।
জালিয়া আগুনি পোড়াইল কলেবরে॥
তার পাছে গান্ধারী পশিল হুতাশনে।
বিদুর চলিলা তবে পৃথিবী পর্য্যটনে॥
তবে যুধিষ্ঠির হৈলা শোকে অচেতন।
নারদ আসিয়া তবে বুঝাইল তখন॥
ছলে কৃষ্ণবিজয় কহিল তপোধন।
নারদ চলিলা রাজা চিন্তে মনে মন॥
ব্রহ্মশাপ ছল করি যদুকুলক্ষয়।
বৈকুণ্ঠনাথের হৈল বৈকুণ্ঠবিজয়॥
ভার্য্যাগণ আনিতে অর্জ্জুন মানভঙ্গ।
আইলা হস্তিনাপুরী হঞা নিরানন্দ॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি শ্রীহরিবিজয়।
স্বর্গ আরোহণ কৈল পঞ্চ মহাশয়॥
নবখণ্ড জম্বুদ্বীপ পৃথিবীমণ্ডলে।
পরীক্ষিৎ রাজা হঞা শাসিল সকলে॥
ধরণিমণ্ডলে যত আছিল নৃপতি।
দাস হঞা করে সবে চরণে প্রণতি॥
চতুষ্পাদ ধর্ম্ম করি নিজ অধিকারে।
নিগ্রহ করিয়া কলি স্থাপিল সংসারে॥
পরম বৈষ্ণব রাজা ধর্ম্ম অবতার।
তার গুণ কহে হেন শকতি কাহার॥
দৈব যোগে শাপ দিল মুনির কুমারে।
স্বীকার করিয়া রাজা কৈল অঙ্গীকারে॥
যে হেন সম্পদে তার নহিল বস্তু জ্ঞান।
তিলেকে সকল ত্যজি গেলা মতিমান॥
গঙ্গার উপরে ব্রত উপবাস করি।
রহিল নৃপতিসিংহ ভয় পরিহরি।
যতেক আছিল মহা মহা মুনিগণ।
কৌতুক দেখিতে গেলা রাজার মরণ॥
তাঁ সভা পূজিল রাজা করিয়া প্রণতি।
বিনয়ে পুছিল তবে পরলোকগতি॥

হেন কালে শুকদেব ব্যাসের নন্দন।
আসিয়া মিলিলা যেন দীপ্ত হুতাশন॥
সভাসদে নরপতি উঠিলা সত্বরে।
অতিথ বিধানে পূজা করিল বিস্তরে।
আসনে বসিলা তবে শুক যোগেশ্বর॥
চৌদিগে সকল মুনি রচিল মণ্ডল॥
শিরে কর জুড়ি রাজা কৈল স্তুতিবাদ।
বিনয় ভকতি বহু কৈল দণ্ডপাত॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকের চরণে।
এ ঘোর সংসারে জীব তরিবে কেমনে॥
দেবমায়ারচিত অনাদি ভববন্ধ।
কেমনে ছুটিব গোসাঞি পুন নহে সঙ্গ॥
কি জপিয়া কি চিন্তিয়া কি সেব ভজিয়া।
এ ঘোর সংসার জীব যাইব তরিয়া॥
বেদবেদান্তের সার করিয়া উদ্ধার।
যাহা হৈতে হয় সর্ব্ব জীবের নিস্তার॥
কৃপা যদি কর গোসাঞি মোর নিবেদন।
স্বধর্ম্ম কহিবে গোসাঞি জীবের কারণ।
ভূত ভব্য বর্ত্তমান তুমি সুপণ্ডিত।
বাহ্য অভ্যন্তর গোসাই তোমার বিদিত॥
তুমি শুক মহামুনি মহা গুণনিধি।
গর্ভবাসে হৈল যার মহাযোগ সিদ্ধি॥
ভক্তিরসগুরু শ্রীগদাধরজ্ঞান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।৫।
ইতি প্রথমস্কন্ধ সমাপ্তঃ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

সিন্ধুড়া।

কহিলে পরম ধর্ম্ম মহা যোগেশ্বর।
সুখে যেন তরে লোক এ সংসার ঘোর॥
সূত্রবন্ধে কহিল প্রথমস্কন্ধ কথা।
সুখে যেন শুনে লোক কৃষ্ণগুণগাথা॥
বুধজনে সবে মোর এই পরিহার।
দোষ পরিহরি গুণ করিবে বিচার॥
কৃষ্ণনাম সুধাপানে যে করে বিরোধ।
এই সে ভরসা মোর চিত্তের প্রবোধ॥

কৃষ্ণকথামৃত-মহোদধি জলপানে।
তৃপ্তি বা কাহার হয় এ তিন ভুবনে॥

সর্ব্ব দ্বিতীয় সূত্র বর্ণন।

সূত্রবন্ধে কহি যে দ্বিতীয় স্কন্ধ কথা।
সুখে যেন শুনে লোক কৃষ্ণগুণ গাথা॥
বুধজনে সবে মোর এই পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করিহ বিচার।
সুধাপান করিতে সে কে করিবে রোধ।
এই সে ভরসা মোর চিত্তের প্রবোধ॥
কৃষ্ণকথামৃত মহোদধি-জলপানে।
তৃপ্তি বা কাহার হয় এ তিন ভুবনে॥
এই সে প্রবোধ মোর চিত্তের ভরসা!
সুখে ভাগবত শুন ছাড়িয়া দুরাশা॥
রাজার বচন শুনি ব্যাসের নন্দন।
কৃষ্ণের মহিমা হৈল হৃদয়ে স্মরণ॥
নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গে।
মজিল ব্যাসের সুত আনন্দতরঙ্গে॥
বাহ্য পাসরিল চিত্তে নাহি অবধান।
অলপে অলপে কৈল চিত্ত সমাধান॥
যোগাসন করিয়া বসিলা মহাশয়।
হরি শব্দ উঠিল মঙ্গল জয় জয়॥
মুনিগণ বদন কটাক্ষে নিরখিয়া।
কহিতে লাগিলা শুক সভাতে বসিয়া॥
ধন্য ধন্য রাজা তুমি ধন্য মতিমান।
মরণ সময় তোমার হৈল দিব্য জ্ঞান॥
শুন শুন মহারাজ শুন সাবধানে।
কহিব পরম ধর্ম্ম হরিগুণগানে॥
যোগ যজ্ঞ তপ জ্ঞান দান ব্রত কহি।
তভু ত নিস্তার নাহি হরিভক্তি বহি॥
সর্ব্ব ভাবে করিয়া শ্রীগোবিন্দ ভজন।
তবে সে সংসার দুঃখ হয় বিমোচন॥
সকল ধর্ম্মের ফল হরি আরাধন।
হরিভক্তি মহাধর্ম্ম কহিতে কারণ॥
তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্য ভকতি পরিকর।
হরিভক্তি হৈলে হয় উদয় সকল॥
হরিনাম গুণ আর হরিসংকীর্ত্তন।
গোবিন্দ ভজিলে হয় ভব বিমোচন॥
কেহো কৃষ্ণ বলে কেহো বোলে ব্রহ্মময়।
কেহো স্থূল কেহো সূক্ষ্ম করয়ে নির্ণয়॥
এক কৃষ্ণে নানা মতে নানা শাস্ত্রে কহে।
সে কৃষ্ণ ভজন বিনে পরিত্রাণ নহে॥
সাংখ্য যোগ ধর্ম্ম শাস্ত্র এই অবতরি।
অখিল জন্মের লাভ যদি বোলে হরি॥
মুক্ত মুনিগণ বিধি নিষেধরহিত।
কৃষ্ণগুণ গায় তারা হঞা আনন্দিত॥
এমন প্রভুর গুণ শুন নৃপবর।
মুক্তগণে যার গুণ গায় নিরন্তর।
আমি নহি সুপণ্ডিত নাহি কর্ম্মলেশ।
বাপের নিকটে তভু লইলুঁ উপদেশ॥
ভাগবত পঢ়িলুঁ বাপের সন্নিধানে।
হরিল আমার চিত্ত কৃষ্ণগুণনামে॥
সেই ভাগবত রাজা কহিব তোমারে।
পরম বৈষ্ণব তুমি পুণ্য কলেবরে॥
জ্ঞানযোগী কর্ম্মযোগী কামপরায়ণ।
সভার সুখের হেতু হরিসংকীর্ত্তন॥
তবে শুন ভাগবত কহিব বিস্তারি।
সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণে মন ধরি॥

দেশাগ রাগ।

জয় জয় নারায়ণ পরম কারণ।
অসার সংসার লয়্যা মায়া অকারণ।
প্রথমে ধারণা ধ্যান কহি মহাশয়।
ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ পাছে বিরাট নির্ণয়।
যেমতে শরীর তেজে যোগী যোগবলে।
যেমতে পরমপদ পায় যোগেশ্বরে॥
নানা লোক নানা কামে নানা দেব ভজে।
হরিভক্তি মহিমা কহিল মুনিরাজে॥
শৌনক পুছিল তবে সুত সন্নিধানে।
কি কি জিজ্ঞাসিল রাজা শুকদেব স্থানে।
সে রাজা পরম ভাগবত মহামতি।
হরিকথা ছাড়ি অন্য নাহি অবগতি॥
বালক্রীড়াকালে কৈল কৃষ্ণ নানা কেলি।
সে কেন পুছিব অন্য কৃষ্ণকথা ছাড়ি॥
কৃষ্ণকথা বিনে যার জায় যত কাল।
দিননাথ বৃথা আয়ু হরয়ে তাহাঁর॥

যদি বোল সভে জীয়ে নিবন্ধ অবধি ।
তৃণ প্রায় জীয়ে তার আছে কোন সিদ্ধি ॥
যদি বোল তৃণগাছে নাহিক চেতনা ।
পশুজাতি খায় তাহে কি গুণ কল্পনা ॥
কুক্কুর শূকর উষ্ট্র গন্ধব সমান ।
যার কাণে নাহি জায় হরিগুণগান ॥
গর্ত্ত তুল্য তার দুই শ্রবণবিবর ।
কেশবচরিত্র যার নাহিক গোচর ॥
যে জিহ্বায় গোবিন্দ-মহিমা নাহি গায় ।
ভেকের সমান কিবা গুণ আছে তায় ॥
বিচিত্র মুকুট পাগ যেবা শিরে ধরে ।
ভার হেন মানে যদি প্রণাম না করে ॥
কঙ্কণভূষিত হস্ত কর্ম্ম নাহি করে ।
কেবল মড়ার হস্ত আছয়ে বিফলে ॥
বৈষ্ণব বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেখেন নয়নে ।
ময়ূর-পাখার চক্ষু জানিহ সমানে ॥
যে চরণে হরিক্ষেত্র না গেল চলিয়া ।
বৃক্ষমূল আছে যেন ভূমিতে পড়িয়া ॥
বৈষ্ণবচরণধূলি যে না নিল মাথে ।
জীয়ন্তেই মরা তাকে জানিহ সাক্ষাতে ।
শিলার অধিক তার কঠিন হৃদয় ।
হরিনামে নাহি যদি বিকার উদয় ॥
তবে শুক পুছিল রাজা পরীক্ষিৎ ॥
কি তার উত্তর দিল শুক সুপণ্ডিত ।
বৈষ্ণব সভায় কৃষ্ণকথা পরচার ।
সে কারণে সূত তোমায় পুছি আরবার ॥
তবে সূত কহিতে করিলা আরম্ভ ।
শুকদেব পরীক্ষিৎ যে হৈল প্রসঙ্গ ।
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকের চরণে ।
কিরূপে ভকতি গোসাঞি হয় নারায়ণে ॥
জগতের উৎপত্তি কে করে পালন ।
কে করে প্রলয় হেন বিবিধ রচন ॥
এ সব কহিবে শুক হিত উপদেশ ।
তোমার প্রসাদে যেন জানিয়ে বিশেষ ॥
নানা মূর্ত্তি ধরি প্রভু করে নানা কেলি ।
কেমতে বিবিধ লীলা করে বনমালী ॥
আপনে নির্গুণ হই সগুণ বিহার ।
এক দুই নানা রূপে করে অবতার ॥
কহ শুক এই সব তোমাতে গোচর ।
তোমার প্রসাদে যেন জানিয়ে সকল ॥
রাজার বচন শুনি শুক মহাশয় ।
কৃষ্ণভাবে পুলকিত হইল হৃদয় ॥
পুন পুন প্রণাম করিয়া নারায়ণে ।
পূর্ব্বের সম্বাদ মুনি কহে আদি হনে ॥
পূর্ব্বে নারদ গেলা ব্রহ্মার সদনে ।
ব্রহ্মা তপ করেন দেখিল তপ-বনে ॥
বিস্ময় পাইল মুনি দেখি প্রজাপতি ।
কি তপ করেন ব্রহ্মা কাহার ভকতি ॥
প্রণাম করিয়া মুনি ব্রহ্মাকে পুছিল ।
এরূপ তোমাকে দেখি বড় ভয় পাইল ।
তুমি আদিদেব তুমি জগত-কারণ ।
তোমা হৈতে উৎপত্তি প্রলয়-পালন ॥
তুমি তপ কর কোন দেব আরাধন ।
এ সব সংশয় মোর কর বিমোচন ॥
নারদের বচন শুনিঞা প্রজাপতি ।
চিন্তিতে লাগিলা ব্রহ্মা জগতের পতি ।
সত্য সত্য দেবমায়া মহা বলবতি ॥
মহাযোগী মোহে যার বলের বসতি ॥
আপনে নারদ হঞা মহা যোগেশ্বর ।
তবে না জানিয়া বোলে আমাকে ঈশ্বর ॥
যাহার সৃজিত আমি সৃজিয়ে সংসার ।
যাহার আজ্ঞায় করি এ লোক বিস্তার ॥
সেই সে সভার মূল বিশ্বের আধার ।
প্রলয় যাহাতে হয় সকল সংহার ॥
নারায়ণ পরলোক নারায়ণ গতি ।
নারায়ণ পরদেব নারায়ণ শ্রুতি ॥
নারায়ণ পরযজ্ঞ নারায়ণ ধর্ম্ম ।
নারায়ণ পরতপ নারায়ণ কর্ম্ম ॥
যার অংশ তেজ পাঞা রহে দিনকর ।
যার জ্যোতি বল পাঞা দীপ্ত শশধর ॥
দহন শকতি যেন পাঞা হুতাশন ।
যাহার প্রসাদে করে ত্রৈলোক্যদাহন ॥
যার অধিকার পাঞা যম দণ্ড ধরে ।
দেবের উপরে বজ্র ধরে পুরন্দরে ॥
হেন প্রভু থাকিতে অখিল লোকনাথ ।
আমাকে বলয়ে লোক প্রভু পরবাদ ॥

এতেক বলিয়া ব্রহ্মা দেবের দেবতা।
আদি হৈতে কহিল সকল সৃষ্টিকথা॥
কাহার শকতি কৃষ্ণ জানিতে উদ্দেশ।
কহিল তোমাকে মুনি সৃষ্টি উপদেশ॥
গোবিন্দ চরণে মোর আছে দৃঢ়মতি।
সেই সে কারণে সৃষ্টি করিতে শকতি॥
আমার হৃদয়ে বৈসে প্রভু নারায়ণ।
কুপথে না চলে চিত্ত এই সে কারণ॥
অসত্য বচন আমি না কহি বদনে।
বিকর্ম্মে না ধায় মন এই সে কারণে॥
কহিল তোমাকে মুনি শুন যোগেশ্বর।
হরি সে সভার পিতা সভার ঈশ্বর॥
কহিব তোমারে বৎস নারদ কুমার।
যে যে কর্ম্ম করে প্রভু যে যে অবতার॥

বরাড়ী রাগ।

তোমার সেবক করি, রাখ মোরে হরি হরি,
এবার উদ্ধার যদুনাথে।
দারুণ যমের ভয়, প্রাণ মোর স্থির নয়,
তোমা বহি নিবেদিব কাতে॥ ধুয়া।

ধরিয়া বরাহরূপ প্রভু চক্রপাণি।
পাতালে ভেদিয়া তোলে দশনে মেদিনী॥
হিরণ্যাক্ষ নামে দৈত্য তথাই বধিল।
জলের উপরে প্রভু পৃথিবী স্থাপিল॥
আকুতি উদরে জন্ম লভে গদাধর।
রুচির তনয় হৈলা যজ্ঞ কলেবর॥
স্বয়ম্ভুব মনু তাঁর দক্ষিণা বনিতা।
হরি অবতার কৈল সর্ব্বলোকপিতা॥
কর্দ্দমতনয় হই কপিল মুরতি।
তাহা হৈতে তত্ত্বজ্ঞান পাইল দেবহুতি॥
অত্রির তনয় হই দত্ত অবতার।
যোগধর্ম্ম জগতে করাইল প্রচার॥
সনক সনন্দ আর সনৎকুমার।
সনাতন নাম চারি মুনি-অবতার।
সুমূর্ত্তি উদরে হই ধর্ম্মের কুমার॥
নরনারায়ণ রূপে কৈলে অবতার।
করেন দুষ্কর তপ বদরিকাশ্রমে।
লোক হিতে হৈলা নর-নারায়ণ নামে॥

আদিরাজ হৈলা আর পৃথু অবতার।
ধনু অগ্রে দিঞা কৈল পৃথিবী সোঁসর॥
নানা অদভুত কর্ম্ম কৈল মহারাজে।
যাহার নির্ম্মল যশ দেবতা সমাজে॥
ঋষভ মুরতি হৈলা নাভির তনয়।
জড় ধর্ম্ম জগতে করিল পরিচয়॥
হয়গ্রীবরূপ হৈলা নাসিকাবিবরে।
কহিয়া সকল বেদ বুঝাইলা আমারে॥
কৌতুকে ধরিল প্রভু মৎস্য-কলেবর।
করিয়া বিচিত্র নৌকা মেদিনীমণ্ডল॥
চারি বেদ মুনিগণ সত্যব্রত মনু।
প্রলয়ে রাখিল প্রভু হই মৎস্যতনু॥
অমৃতমথনে তনু করিয়া বিস্তার।
মন্দার ধরিল প্রভু কূর্ম্ম অবতার॥
ধরিয়া মোহিনীরূপ প্রভু সুরেশ্বর।
অসুর মোহিয়া কৈল দেবের কুশল॥
নরসিংহরূপ আর দিব্য অবতার।
অসুর বধিয়া কৈল দেবের উদ্ধার॥
হরিরূপে অবতার কৈল নারায়ণ।
চক্রে নক্র কাটি কৈল গজেন্দ্রমোক্ষণ॥
ধরিয়া বামন বেশ প্রভু দামোদর।
বলি ছলি ত্রৈলোক্য স্থাপিল পুরন্দর॥
ধন্বন্তরিরূপ ধরি অমৃত মথনে।
যার নামে সর্ব্ব রোগ হরে সুরগণে॥
ভৃগুপতি রামরূপ দিব্য অবতার।
নিক্ষত্রি পৃথিবী কৈল তিন সাতবার॥
রাম অবতারে প্রভু রাবণ বধিল।
দেবের কুশল করি সীতা উদ্ধারিল॥
রামকৃষ্ণরূপে হই পূর্ণ অবতার।
করিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম থুইল চমৎকার॥
বিষস্তন পান করি পূতনা বধিল।
এক মাসে পায়ে ঠেলি শকট ভাঙ্গিল॥
যমল অর্জ্জুন দুই মহা তরুবর।
ভাঙ্গিল উখলী ঠেলি প্রভু দামোদর॥
অঘ বক তৃণাবর্ত্ত মারিল অসুর।
কালিনাগ দমিয়া করিল অতি দূর॥
দাবাগ্নি করিয়া পান দেব প্রভু হরি।
গোপ-গোপী-গোকুল রাখিল বনমালী॥

চৌদ্দ ভুবন প্রভু দেখান উদরে।
মায়ে ভয় পাই মনে মানিল ঈশ্বরে॥
নন্দকে হরিয়া নিল বরুণের চরে।
আপনে উদ্ধার করি আনিল সত্বরে॥
গোপগণে দেখান বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম।
যজ্ঞভাগি ইন্দ্রের করিল অপমান॥
সাত দিন গোবর্দ্ধন ধরি বামকরে।
হরিল ইন্দ্রের দর্প রাখিল গোকুলে॥
দিব্য রাস রসময় রচি বনমালী।
ব্রজবধূ সমাজে করিল নানা কেলি॥
প্রলম্ব ধেনুক কেশী অরিষ্ট অসুর।
কুবলয়াপীড় গজ মুষ্টিক চাণুর॥
কংস কালযবন বধিয়া শিশুপাল।
কাশিপুরী পোড়াইয়া মারিল শৃগাল॥
জরাসন্ধ আদি করি দুষ্ট নৃপবর।
দন্তবক্র শাল্ব আর দ্বিবিদ বানর॥
শম্বর অসুর রুক্ম বীর আদি করি।
একে একে সকল মারিল রামহরি॥
করাঞা ভারতযুদ্ধ প্রভু যদুবর।
পৃথিবীর ভার তবে হরিল সকল॥
বেদব্যাসরূপে আর করি অবতার।
ভারত পুরাণ বেদ করিল প্রচার॥
করিয়া পাষণ্ড ধর্ম্ম বৌদ্ধ অবতারে।
অসুর মোহিব হরি দেব দামোদরে॥
কল্কি অবতারে ম্লেচ্ছ করিয়া সংহার।
অধর্ম্ম করিব নাশ সত্য পরচার॥
এইরূপে কত কত অনন্ত মুরুতি।
কে জানে কিরূপ ধরে অনন্ত শকতি॥
আমি যারে না জানি না জানে মুনিগণ।
হর আদি স্মরে যারে না জানে মরম॥
দশ শত বদনে অনন্ত গুণ গায়।
অদ্ভুত গুণের যার অন্ত নাহি পায়॥
সে প্রভু চরণে যার একান্ত ভকতি।
তবে তারে দয়া যদি করে প্রাণপতি।
সেই সে তরিতে পারে প্রভুর নিজ মায়া।
অপক্ষ করিবে কভু তাঁর নাহি দয়া॥
শবর চণ্ডাল হীন পাপিজীবগণে।
যদি সেবা করে তাঁর ভকত চরণে॥

কৃষ্ণগুণমহিমা বৈষ্ণবমুখে শুনে।
সেহো তরে দেবমায়া কি কহিব আনে।
কহিল তোমারে বৎস নারদ কুমার।
কে জানে প্রভুর গুণ মহিমা বিস্তার॥
ভাগবত নাম এই তত্ত্ব উপদেশ॥
আপনে বাড়াইহ তুমি করিয়া বিশেষ।
সুখে যেন তরে লোক এ ভব সংসার।
হরিগুণ গাই যেন ভবে হয় পার॥
এই ভাগবত তুমি বাড়াইহ যতনে।
ভাগবত আচার্য্য কহিল সমাধানে॥

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ১॥

পঠমঞ্জরী।

তবে রাজা পরিক্ষিৎ করিয়া বিনয়।
শুকদেব চরণে পুছিল মহাশয়॥১
নারদ কাহারে তবে কৈল উপদেশ।
বাড়াইল ভাগবত জানিঞা বিশেষ॥২
কৃষ্ণকথা বিনে তুমি না কহিবে আন।
কৃষ্ণের চরণে যেন রহে মন প্রাণ॥৩
কৃষ্ণে মন বৈশাঞা ছাড়িব জীবন।
কহ হেন উপদেশ শুক তপোধন॥৪
হেন শুনি নারায়ণের নাভিকমলে।
ব্রহ্মার উৎপত্তি হৈল তাহার উপরে॥৫
তথা রহি চিরকাল ব্রহ্মা স্তুতি কৈল।
দেখিতে না পাই রূপ ব্যাকুল হইল॥৬
হেন অদভুত কথা কহ মুনিবর।
কল্পে বিকল্পে আর কহিবে সকল॥৭
সত্ত্ব রজ তম আর ত্রিগুণজনিত।
কিরূপে জন্মিল বিশ্ব মায়াবিরচিত॥৮
নদ নদী পাতাল সাগর দিগন্তর।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল যত বাহ্য অভ্যন্তর॥৯
মহাজন-চরিত্র ভকত-গুণগাথা।
একে একে কহ কৃষ্ণ অবতার কথা॥১০
চারি যুগ যুগধর্ম্ম যুগ-পরিমাণ।
সকল জীবের ধর্ম্ম কহ গুণগ্রাম॥১১
কৃষ্ণ আরাধন বিধি ভকতি লক্ষণ।
যোগপথ ধর্ম্ম কত মুকতি কথন॥১২

কিরূপে করয়ে প্রভু প্রলয় পালন।
কিরূপ করয়ে সৃষ্টি দেব নারায়ণ ॥১৩
এ সকল তুমি মোরে কহ মহাশয়।
যেমতে ঘুচয়ে মোর চিত্তের সংশয় ॥১৪
তোমার বচন হরিকথা সুধাময়।
শ্রবণে করিয়া পান জুড়ায় হৃদয় ॥১৫
সাত দিন উপবাস নাহি মোর মনে।
তৃপ্তি নাহি হয় আর হরিকথা বিনে ॥ ১৬
রাজার বচন শুনি মহাযোগেশ্বর।
সাধু সাধু বাখানিঞা দিলেন উত্তর ॥১৭
সেই ভাগবত নাম চারি বেদসার।
যাহার প্রসাদে পায় জগৎ নিস্তার ॥১৮
শুন শুন মহারাজ কহিব তোমারে।
প্রভুর মহিমা কিছু কহিব বিস্তারে ॥১৯
বিহার করিতে ইচ্ছা হইল যখনে।
ব্রহ্মা উতপন্ন হৈলা নাভিপদ্ম হনে ॥২০
সৃষ্টি করিবারে ব্রহ্মা কৈল অবধান।
না জানে কিরূপে হৈব সৃষ্টি নিরমাণ ॥২১
ধ্যান করি ব্রহ্মা মনে চিন্তিতে লাগিলা।
হেনকালে তপ তপ শবদ শুনিলা ॥২২
কোথা হৈতে উপজিল তপ তপ বাণী।
লখিতে না পাইল তাহা ব্রহ্মা মহামুনি ॥২৩
তবে তপ কৈল দিব্য সহস্র বৎসর।
বৈকুণ্ঠ দেখাইল তবে প্রভু সুরেশ্বর ॥২৪
নাহি শোক মোহ যথা নাহি জরা ভয়।
নাহি কালপতি যম মায়া পরিচয় ॥২৫
বিষ্ণু পারিষদ বৈসে কোটি কোটি গণ।
শ্যাম কলেবর ধরে সুপীতবসন ॥২৬
চতুর্ভুজ মহাবাহু শঙ্খচক্রধারী।
রাজীবলোচন তাঁরা দিব্য বনমালী ॥২৭
মহামুনিগণ দিব্য রত্নবিভূষিত।
মুকুট কুণ্ডল হার কঙ্কণ রঞ্জিত ॥২৮
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি ভুজে।
পীতবাস কিঙ্কিণী কেয়ূর কটি রাজে ॥২৯
অষ্ট নিধি চারি বেদ ধরিয়া মুরুতি।
তত্ত্বগণ মূর্ত্তি ধরি করে নানা স্তুতি ॥৩০
এরূপ দেখিল ব্রহ্মা প্রভু জগন্নাথ।
চরণ-পঙ্কজে কৈল বহু দণ্ডপাত ॥৩১
প্রেমভরে পুলকিত পূরিল অন্তর।
প্রেম জলে পুরিল ব্রহ্মার কলেবর ॥৩২
প্রেমে গদ গদ্গদ বাণী বাহ্য নাহি জানে।
শিরে কর জুড়িয়া রহিল বিদ্যমানে ॥৩৩
হাসিয়া উত্তর তবে দিল চক্রপাণি।
বর মাগ প্রজাপতি শুন তত্ত্ববাণী ॥৩৪
বড় দুঃখে তপ তুমি কৈলে চিরকাল।
তুষ্ট হঞা নিজরূপ দেখাইল আমার ॥৩৫
আমার এরূপ যার হয় দরশন।
সেইক্ষণে হয় ভববন্ধবিমোচন ॥৩৬
গতাগত শ্রম আর নহিব তোমার।
আজ্ঞা লঞা চল তুমি সৃষ্টি করিবার ॥৩৭
চারি শ্লোক ভাগবত কহিল সংক্ষেপে।
এই তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মা জানিহ স্বরূপে ॥৩৮
সৃষ্টিকার্য্যে চল তুমি চিন্তা নাহি কর।
তত্ত্বজ্ঞান করি এই ভাগবত ধর ॥৩৯
তুমি সৃষ্টি কর ব্রহ্মা এক মন চিত্তে।
তবে সে তোমার চিত্ত না জাবে কুপথে ॥৪০
এতেক বলিয়া দেব দেব নারায়ণ।
অন্তর্দ্ধান করি প্রভু চলিলা তখন ॥৪১
ইতিশ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥২॥

দেখরে দেখরে সুন্দর যদুনন্দনা।
ইন্দ্রনীল মণি কিয়ে এ শ্যামবরণা ॥ ধুয়া।

কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা করিয়া প্রণাম।
সৃষ্টি করিবারে ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থান ॥১
পূর্ব্বে যেরূপ ছিল কল্প-বিকল্পনা।
সেইরূপে কৈল ব্রহ্মা জগৎ রচনা ॥২
তবে মহা যোগেশ্বর নারদ কুমার।
ব্রহ্মার সদনে গেলা তত্ত্ব জানিবার ॥৩
তবে ভাগবত ব্রহ্মা কহিল তাহারে।
আপনে কহিল সেই দেবদেবেশ্বরে ॥৪
দশ বেদ লক্ষ নব পুরাণ বেদসার।
ব্রহ্মা মুখে জানিলেন নারদ কুমার ॥৫
নারদ ব্যাসেরে তবে দিলা উপদেশ।
ব্যাস আমা পঢ়াইল করিয়া বিশেষ ॥৬
সেইত ভাগবত আমি কহিব তোমারে।
সাবধান হঞা তুমি শুন নৃপবরে ॥৭

সর্গ নিসর্গ আর স্থানাস্থান পোষণ।
কর্ম্মবশে নানা মন্বন্তর বিবরণ ॥৮
ঈশ্বর চরিত্র মুক্তি প্রলয় আশ্রয়।
দশবিধ কহিল লক্ষণ পরিচয় ॥৯
জীবের স্বভাব গতি বন্ধবিমোচন।
জীবের তত্ত্ব গতি মায়ার জনম ॥১০
সত্ব রজ তম তিন গুণ উতপতি।
যেরূপে বিরাট রূপ হৈলা সুরপতি ॥১১
যেরূপে সৃজিল ব্রহ্মা এ মহীমণ্ডল।
নদ নদী স্থাবর জঙ্গম চরাচর ॥১২
যেরূপে সাগর গিরি পাতাল কল্পনা।
যেরূপে উপরে সাত লোকের রচনা ॥১৩
দেবতা দানব নর কিন্নর বানর।
সুর সিদ্ধ মুনি মর্ত্ত্য যক্ষ বিদ্যাধর ॥১৪
নর নাগ স্ত্রী পুরুষ গুহ্যক চারণে।
ভূতপ্রেত পিশাচ রাক্ষস রক্ষগণে ॥১৫
পশু পক্ষ খগ মৃগী কীটাদি পতঙ্গ।
চতুর্ব্বিধ জীব জাতি সিংহ ও মাতঙ্গ ॥১৬
জল স্থল পাতাল সকল লোকবাসী।
একে একে সৃজিল সকল লোকবাসী ॥১৭
এইরূপে সৃজে ব্রহ্মা সকল সংসার।
প্রলয় সময় হয় সকল সংহার ॥১৮
নানারূপ ধরে হরি করয়ে পালনে।
তবে পদ্মকল্প কহি শুন সাবধানে ॥১৯
পুছিল শৌনক তবে সুত সন্নিধানে।
কেন ঘর ছাড়িয়া বিদুর গেলা বনে ॥২০
সে হেন সম্পদ কেনে ছাড়ি যায় দূরে।
কিরূপে চলিলা তেঁহো তীর্থ করিবারে ॥২১
মৈত্রেয় মুনির সনে কোথা দরশন।
কি কাজ একত্র হৈল দোঁহার মিলন ॥২২
কি কথা কহিল মুনি বিদুরের স্থানে।
এ সব কহিল সুত শুনে মুনিগণে ॥২৩
তবে সুত কহিতে করিল অনুবন্ধ।
যেরূপে মৈত্রেয় সনে বিদুর প্রসঙ্গ ॥২৪
এই কথা জিজ্ঞাসিল রাজা পরিক্ষিৎ।
শুকদেব কহিলা করিয়া বিস্তারিত ॥২৫
কহিব তোমারে রাজা শুন সাবধানে।
বিদুর মৈত্রেয় কথা বিদিত ভুবনে ॥২৬
কহিল দ্বিতীয় স্কন্ধ কথা উপাখ্যানে।
ভক্তিযোগ কহিয়াছে নানা উপাদানে ॥২৭
ধন্য পুণ্য পাপহর পরম পবিত্র।
ভববন্ধ-বিদারণ গোবিন্দ-চরিত্র ॥২৮
সুখে ভাগবতকথা বুঝিহ কারণে।
গীতবন্ধে ভাগবত কহি সাবধানে ॥২৯
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান ॥৩০

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥৩॥
দ্বিতীয়স্কন্ধ সমাপ্তঃ ॥২॥

তৃতীয় স্কন্ধ।

সিন্ধুড়া রাগঃ।

ভক্তিশ্চতুর্বিধজ্ঞানং বিজ্ঞানতত্ত্বনির্ণয়ঃ।
তৃতীয়স্কন্ধচরিতং যৎপূর্ব্বং যত্র বর্ণ্যতে ॥

ধৃতরাষ্ট্র রাজা ছিল কুপুত্র অধীন।
সে যাহা কহয়ে তাহা করে মতিহীন ॥১
পঞ্চটি পাণ্ডব শুদ্ধ ধর্ম্মকলেবর।
তা সভা পোড়ায়ে রাজা থুইয়া জৌঘর ॥২
ছলে রাজ্য হারাইল দ্যূতক্রীড়া করি।
দ্রৌপদী সভাতে আনে কেশপাশ ধরি ॥৩
বিষ লাড়ু দিল ভীমে মারিবার তরে।
এইরূপে কত কত কৈল পরকারে ॥৪
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ মন্ত্রণা করিতে।
ডাক দিয়া বিদুরে আনিল সভাতে ॥৫
কহিতে লাগিলা তবে বিদুর সুমতি।
কহিব তোমারে রাজা কর অবগতি ॥৬
যুধিষ্ঠির তরে দেহ অর্দ্ধ রাজ্যখণ্ড।
দুই ভাই ভীমার্জ্জুন মহা পরচণ্ড ॥৭
কৃষ্ণ তার সহায় অখিল লোকপতি।
তার সঙ্গে ছাড় রাজা বিবাদ ভুগতি ॥৮
কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন আছে নিজ পুরে।
এ বড় বিষম দোষ দেখিয়ে তোমারে ॥৯
এ বোল শুনিঞা দুর্য্যোধন দুরাচার।
বিদুরকে দিল গালি ভর্ৎসিয়া অপার ॥১০
কে আনিল হেন দুষ্ট সভার ভিতরে।
যার অন্ন খাঞা জীয়ে তারে মন্দ বোলে ॥১১

সহজে অলপ জাতি দাসীর কুমার।
আনিতে উচিত নহে সভার মাঝার ॥১২
সভা হৈতে দূর কর কুমন ভাজন।
পর পক্ষ হঞা বোলে অসহিষ্ণু বচন ॥১৩
এ বোল শুনিঞা ধীর ব্যাসের নন্দন।
দ্বারে ধনু থুইয়া বনে চলিলা তখন ॥১৪
অবধূত বেশ ধরি শিরে জটাভার।
দণ্ড কমণ্ডলু করে পরে বাঘছাল ॥১৫
নানা তীর্থ যত যত আছে ক্ষিতিতলে।
পুণ্য নদ নদী যত পুণ্য সরোবরে ॥১৬
যে যে রূপ ধরি হরি যথা যথা বৈসে।
করিয়া সকল তীর্থ চলিলা প্রভাসে ॥১৭
যখন বিদুর আসি প্রভাসে মিলিল।
লোক মুখে বন্ধুগণ নিধন শুনিল ॥১৮
জানিল বিদুর ভার হরিলা শ্রীহরি।
ক্ষণেক বসিলা তবে চিত্ত স্থির করি ॥১৯
যুধিষ্ঠির রাজা করি প্রভু যদুবর।
শাসিয়া সকল দিল ধরণিমণ্ডল ॥২০
এ সব শুনিঞা সরস্বতীতীরে আসি।
তথা বসি নানাতীর্থ কৈল তীর্থবাসি ॥২১
তবে আসি বিদুর প্রয়াগে উত্তরিল।
উদ্ধবের সনে তথা দরশন হৈল ॥২২

মারহাটী রাগ ॥

দ্বারকার কথা জিজ্ঞাসিল একে একে।
স্মঙরিয়া উদ্ধব আকুল হৈল শোকে ॥ ২৩
সেহো মহাভক্ত জন কৃষ্ণের কিঙ্কর।
এজন পরাণে জীয়ে এ বড় দুষ্কর ॥২৪
স্মঙরি বিচ্ছেদ তাঁর জীয়ে হেন জন।
এইত অলপ নহে শকতি কারণ ॥২৫
পাঁচ বৎসরের শিশু যখন আছিল।
ভাত খাইবার তরে মায়ে ডাক দিল ॥২৬
না ছাড়িল কৃষ্ণকেলি না কৈল ভোজন।
হেন সে উদ্ধব মহাভাগবত জন ॥২৭
ভূমিতে পড়িলা তাঁই হইয়া মূর্চ্ছিত।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে স্থির কৈল চিত ॥২৮
পুলকে পূরিল তনু সজলনয়নে।
চিত্ত নিবারিয়া কথা কহে মতিমানে ॥২৯

কি কহিব কুশল বিদুর মহামতি।
হতভাগ্য সব লোক হত বসুমতী ॥৩০
হতভাগ্য যদুকুল জানে ভাল মতে।
একত্রে বসিয়া কৃষ্ণের না জানিল তত্ত্বে ॥৩১
ইঙ্গিতে সে এক মহামতি অনুভাব।
হেন হঞা না জানিল প্রভুর স্বভাব ॥৩২
যোগমায়া বলবতী কি করিব তারে।
হরয়ে সবার মতি ভ্রম করিবারে ॥৩৩
ব্রহ্মশাপ ছলে হরি যদুকুল হবে।
বৈকুণ্ঠ বিজয় কৈল প্রভু যদুবরে ॥৩৪
উদ্দেশ না জানে যার ভব আদি সুরে।
কে জানে কিরূপে হরি কোন কর্ম্ম করে ॥৩৫
কর্ত্তা হঞা কর্ম্ম করে অজ হঞা জন্ম।
কে জানে কিরূপে হরি করে কোন কর্ম্ম ॥৩৬
অসুর বধিতে জন্ম বসুদেব ঘরে।
পলাঞা গোকুলে জায় কংসাসুর ডরে ॥৩৭
আর এক দুঃখ মোর শুন মহামতি।
বাপের চরণ ধরি করয়ে কাকুতি ॥৩৮
বসুদেব দৈবকীর ধরিয়া চরণ।
আপনার অপরাধ করায় খণ্ডন ॥৩৯
শরণ পশিয়া তাঁর চরণ-কমলে।
কেবা দুঃখে নাহি তরে এ ভব সংসারে ॥৪০
সাক্ষাতে দেখিলে তুমি আর অদভুত।
কি কাজে কিঙ্কর হৈলা অর্জ্জুনের দূত ॥৪১
শিশুপাল করিয়া অশেষ অপরাধ।
চরণে প্রবেশ কৈল দেখিল সাক্ষাৎ ॥৪২
ভারতে যতেক দৈত্য পড়িল সমরে।
মুখচন্দ্র দেখি গেল বৈকুণ্ঠনগরে ॥৪৩
উগ্রসেন সাক্ষাতে দাণ্ডাঞা বনমালী।
ভয় করি আজ্ঞা মাগে কর যোড় করি ॥৪৪
কালকূট স্তনপান পুতনা করায়।
সে হেন রাক্ষসী হঞা মাতৃপদ পায় ॥৪৫
যত দৈত্যগণ মৈল সমর ভিতরে।
তারা সে বৈষ্ণব বড় মোর চিত্তে ধরে ॥৪৬
গরুড়বাহন হরি দেখিয়া সাক্ষাতে।
সবংশে বৈকুণ্ঠ চলি গেল সেই পথে ॥৪৭
সে সব কহিতে মোর মনে দুঃখ উঠে।
স্মঙরি প্রভুর গুণ মোর প্রাণ ফাটে ॥৪৮

আর কি কহিব কথা শুন হে বিদুর।
প্রাণহরি লঞা প্রভু গেল নিজ পুর॥৪৯
গোধন চরায় হরি গোপবেশ ধরি।
গোপ শিশু সঙ্গে করি করে নানা কেলি॥৫০
বিবিধ দানব মারে বিবিধ প্রকারে।
দাবাগ্নি করিয়া পান গোকুলনগরে॥৫১
দুষ্ট নাগ দমিয়া পাঠাইল নিজ ধাম।
যমুনার জল কৈল অমৃত সমান॥৫২
যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া ইন্দ্রের পূজা ভাঙ্গে।
করে গিরি ধরিয়া গোকুল পুরী রাখে॥৫৩
রাসকেলি করে ব্রজরমণীমণ্ডলে।
অখিল ভুবনে অনুপম রূপ ধরে॥৫৪
কংসে মারি উগ্রসেনে অভিষেক করে।
গুরুভক্তি লওয়াইতে গুরুভক্তি করে॥৫৫
রাজচক্র জিনিঞা রুক্মিণী দেবী হরে।
সাত বৃষ বান্ধি নাগ্নজিতী বিভা করে॥৫৬
এইমতে অষ্টদেবী বিবাহ করিঞা।
ষোল সহস্র আর আনিল হরিঞা॥৫৭
নরক মারিয়া তার পুত্রে কৈল রাজা।
স্বর্গে গেলা ইন্দ্র আদি করি নানা পূজা॥৫৮
পারিজাত আনিল জিনিঞা দেবগণে।
কল্পতরু আরোপিল দ্বারকাভবনে॥৫৯
ষোল সহস্র রূপ ধরিয়া এককালে।
ষোল সহস্র বিবাহ করিল যদুবরে॥৬০
যত যত পরচণ্ড দৈত্য অধিকারী।
জরাসন্ধ আদি সর্ব্ব মারিল মুরারি॥৬১
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে।
দুর্য্যোধন সঙ্গে কৈল বৈরি অনুবন্ধে॥৬২
হরিল সকল ভার এই লক্ষ করি।
সত্যের পালন তবে করিল শ্রীহরি॥৬৪
যুধিষ্ঠির রাজা করি নিজ অধিকারে।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল তিন বারে॥৬৫
শাসিয়া সকল দিল মেদিনীমণ্ডল।
পৃথিবীর রাজা দিল শাসিয়া সকল॥৬৬
উত্তরার গর্ভরক্ষা সত্যের পালন।
দ্বারকা চলিয়া তবে আইলা নারায়ণ॥৬৭
রাজরাজেশ্বর হৈলা দ্বারকামণ্ডলে।
গৃহ ধর্ম্ম সুখ করি বুঝাইল সংসারে॥৬৮
প্রকৃতি পুরুষ পর পুরুষ পুরাণ।
গৃহ ধর্ম্ম কৈল যেন জীবের সমান॥৬৯
কত কোটি সুত তার কে কহিতে পারে।
কত কত লীলা প্রভু করিল বিস্তারে॥৭০
কত কত যজ্ঞ দান কৈল ঘরে ঘরে।
কত কর্ম্ম কত রূপ কৈল একেবারে॥৭১
দ্বারকার সম্পদ শ্রুতির অগোচর।
তিলেকে সকল নাশ কৈল যদুবর॥৭২
সমুদ্রে মজ্জিল তবে দ্বারকানগর।
ব্রহ্মশাপ ছল করি ত্যজি নিজ পুর॥৭৩
প্রভাসে আনিঞা প্রভু কুলক্ষয় করে।
যদুকুল সংহার করিয়া যোগেশ্বরে॥৭৪
বীরাসন করিয়া বসিলা তরুতলে।
বৈকুণ্ঠবিজয় কৈল মহা কুতূহলে॥৭৫
বৈকুণ্ঠনাথের হৈল বৈকুণ্ঠবিজয়।
সুরগণ জানিলেন প্রভুর হৃদয়॥৭৬
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর শশী দিনকর।
সুর সিদ্ধ মুনিগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥৭৭
তাঁরা সব সভাই রহিলা সাবহিতে।
সভাই বলেন প্রভু যাইব এই পথে॥৭৮
নররূপ ছাড়ি হরি নিজ বেশ ধরে।
সূর্য্য কোটি জিনিঞা প্রকাশ কলেবরে॥৭৯
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি ভুজে।
ধ্বজ বজ্র বিরাজিত চরণপঙ্কজে॥৮০
দিব্য রত্ন আভরণ সর্ব্ব অঙ্গে সাজে।
দিব্য দিব্য পীতবাস শ্রীঅঙ্গে বিরাজে॥৮১
দিব্য গন্ধ তুলসী তাহে গন্ধ মালা।
দিব্য মণিময় হার চমকে চপলা॥৮২
চরণে নূপুর করে কেয়ূর কঙ্কণ।
পীতবাস পরিধান বিচিত্র ভূষণ॥৮৩
বৈকুণ্ঠের পারিষদ অষ্ট মহানিধি।
নিজ রূপ ধরি সব আইলা যোগ সিদ্ধি॥৮৪
স্বর্গে যেন তারা ছুটে বিজুলি সঞ্চরে।
হেন অলখিত গতি চলিলা সত্বরে॥৮৫
যে দেব আছিলা যথা রহিলা তেমতে।
কেহো না জানিল প্রভু গেল কোন পথে॥৮৬
তখনে আছিনু মুঞি অধম বঞ্চিত।
না জানিনু কিরূপে চলিলা আচম্বিত॥৮৭

কহিল আমার তরে দিবা যোগ জ্ঞান।
বৈকুণ্ঠ চলিলা প্রভু পুরুষ পুরাণ ॥৮৮
আজ্ঞা হৈল মোরে যাই বদরিকাশ্রম।
ভাগ্য তোমা সনে হৈল পথে দরশন ॥৮৯
নরনারায়ণ তপা পুরুষ পুরাণ।
ভক্তিযোগ সাধিব তাহার সন্নিধান ॥৯০
এই কথা শুনিঞা বিদুর মহাশয়।
কর জোড়ি বলে কিছু করিয়া বিনয় ॥৯১
কৃপা করি যদি মোরে কহ তত্ত্বজ্ঞান।
তোমার প্রসাদে মোর হয় পরিত্রাণ ॥৯২
লোক হিত করিতে বৈষ্ণব অবতার।
সর্ব্বত্র বেড়ায়ে করে জীবের নিস্তার ॥৯৩

ভাটীয়ারি।

হরি হরি শব্দ হৈল চতুর্দ্দিগে শুনি।
হাতে তালি জয় জয় নাচে বহুগণি ॥৯৪
কহিল উদ্ধব তবে জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
আমি উপদেশ দিতে না হয় উচিত ॥৯৫
মৈত্রেয় মুনিকে আজ্ঞা দিলেন আপনে।
এই জ্ঞান দিহ তুমি বিদুরের স্থানে ॥৯৬
বিদুর আমার সখা শুন মহামুনি।
মোর বিদ্যমানে কহিলেন চক্রপাণি ॥৯৭
মৈত্রেয় তোমাকে কহিবেন তত্ত্বজ্ঞান।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি মুনি সন্নিধান ॥৯৮
এতেক বলিয়া তবে হরির কিঙ্কর।
চলিলা উত্তরমুখে ভকতশেখর ॥৯৯
বিদুর অজ্ঞান হই পড়িলা ভূমিতলে।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥১০০
ক্ষণে চিত্ত স্থির করি চলিলা তখন।
গঙ্গাতীরে গিঞা পাইল মুনি দরশন ॥১০১
দেখিল মৈত্রেয় মুনি মহাগুণনিধি।
করজোড়ি প্রণাম করিলা মহাবুদ্ধি ॥১০২
প্রণত কন্ধর হই বলে স্তুতিবাণী।
জিজ্ঞাসা করিব কিছু শুন মহামুনি ॥১০৩
আমি দীনহীন জনে যদি দয়া হয়।
তত্ত্বজ্ঞান মোরে কিছু কহ মহাশয় ॥১০৪
সুখ হেতু করে লোক নানা পুণ্যকর্ম্ম।
তাহাতে না দেখি সুখ না বুঝে অধর্ম্ম ॥১০৫
পরিণামে দুঃখ সভে দেখিয়ে তাহার।
কহ মুনি তপোধন কি হয় বিচার ॥১০৬
কিরূপে করয়ে প্রভু সৃষ্টি পরিণয়।
কিরূপে পালন করে প্রভু দয়াময় ॥১০৭
প্রলয় সমুদ্রে করে অনন্তশয়ন।
যোগনিদ্রা কিরূপে করয়ে প্রভু নারায়ণ ॥১০৮
দান পুণ্য যজ্ঞ ব্রত শুনিল ভারতে।
ব্যাস মুখে শুনিঞা সন্তোষ নাহি চিত্তে ॥১০৯
হরিকথা সুধাপান করিতে শ্রবণে।
তৃপ্তিমান্ যে হেন আছয়ে কোন্ জনে ॥১১০
সর্ব্বধর্ম্মসার হরিকথা সুধাপান।
তাহা বিনে মুনি তুমি না কহিবে আন ॥১১১
বিদুরের বচন শুনিঞা মহামুনি।
সাধু সাধুবাদ করি বিদুর বাখানি ॥১১২
ব্যাসের নন্দন তুমি যম ধর্ম্মরাজ।
তুমি যে বৈষ্ণব হবে কত বড় কাজ ॥১১৩
মুনি মাণ্ডব্যের সাঁপে যম শূদ্রজাতি।
শুদ্ধভাবে ভজিলে গোবিন্দ প্রাণপতি ॥১১৪
তোমার কারণে হরি কহিল আমারে।
তব উপদেশ তুমি কহিও বিদুরে ॥১১৫
এতেক বলিয়া তবে মুনি যোগেশ্বর।
সৃষ্ট স্থিতি উৎপত্তি কহিল বিস্তর ॥১১৬
সৃষ্টিকালে প্রভুর যখন ইচ্ছা হৈল।
প্রকৃতি পুরুষ কাল সে হেতু জন্মিল ॥১১৭
অহঙ্কার পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চভূতগণ।
দশবিধ ইন্দ্রিয় দেবতা দশজন ॥১১৮
এ সব একত্র করি করিল সৃজন।
অহঙ্কারে একত্র নহিল কোনজন ॥১১৯
তারা যদি না পারিল সৃষ্টি করিবারে।
জ্যেষ্ঠেরে প্রণাম কৈল করজোড় শিরে ॥১২০
ভকতি প্রণতি স্তুতি কৈল নানা ভাবে।
সর্ব্বভাব করিয়া ভজিল সর্ব্বদেবে ॥১২১
কালরূপ ধরিয়া অনন্ত হৃষীকেশ।
সভার হৃদয় মাঝে কৈল পরবেশ ॥১২২
তবে তারা সভে মিলি হৈল একমতি।
সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড নানা বিচিত্র শকতি ॥১২৩
ব্রহ্মাণ্ড মজ্জিল তবে প্রলয়-সাগরে।
সহস্র বৎসর হৈল জলের ভিতরে ॥১২৪

তবে প্রভু ধরিয়া বিরাট কলেবর।
ব্রহ্মাণ্ড স্থাপিল তুলি জলের উপর ॥১২৫
আপনে প্রবেশ কৈল বাহ্য অভ্যন্তরে।
সুদৃঢ় ব্রহ্মাণ্ড হৈল কৃষ্ণশক্তি বলে ॥১২৬
তাহার ভিতরে হৈল ব্রহ্মাদি কল্পনা।
চৌদ্দভুবনে আর বিবিধ রচনা ॥১২৭
চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর যম হুতাশন।
কুবের ঈশান বসু বরুণ পবন ॥১২৮
সুর সিদ্ধ নর নাগ এ যক্ষ কিন্নর।
সিদ্ধ বিদ্যাধর নব নক্ষত্রমণ্ডল ॥১২৯
সুরাসুর মুনিগণ গন্ধর্ব্ব খেচর।
পশুপক্ষী খগমৃগ জলস্থলচর ॥১৩০
অশেষ বিবিধ জন্তু নানা চরাচর।
সকল সৃজিল প্রভু ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥১৩১
মুখ হৈতে ব্রাহ্মণে সৃজিল সুরপতি।
বাহুযুগে হৈল ক্ষত্রিয় উৎপত্তি ॥১৩২
বৈশ্যজাতি উরস্থানে হইল উৎপন্ন।
পদযুগে শূদ্রজাতি হইল উৎপন্ন ॥১৩৩
সর্ব্ব বর্ণ ধর্ম্ম সর্ব্ব আশ্রম আচার।
সৃজিল সভার বৃত্তি আহার ব্যবহার ॥১৩৪
অস্ত্র শস্ত্র নানা বিদ্যা শিল্প ব্যবহার।
সর্ব্বজীব জীবন উপায় পরকার ॥১৩৫
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিলা এইরূপে।
কে জানে কেমন কর্ম্ম করে কোন্ পাকে ॥১৩৬
কহিল তোমারে কিছু বুদ্ধি অনুসারে।
সকল কহিব হেন শকতি কাহারে ॥১৩৭
ভাগবত আচার্য্যের মধুর বচন।
উদ্দেশে কহিল কিছু সৃষ্টিপ্রকরণ ॥১৩৮
শুনিলে দুরিত হরে পুণ্য উপচয়।
বিষ্ণুলোকে বাস তার ঘুচে ভবভয় ॥১৩৯
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥১৪০

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে
প্রপঞ্চোৎপত্তিনামা তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥৩॥

বড়ারী রাগ।

এতেক শুনিঞা তবে বিদুর সুধীর।
নয়নে আনন্দ জল পুলক শরীর ॥১
তবে আর জিজ্ঞাসিল মুনি সন্নিধানে।
প্রণতকন্ধর হই পুছিল বিধানে ॥২
অজ নিরঞ্জন হরি নির্গুণ বিহার।
শূকর শরীর ধরি করে অবতার ॥৩
দান যজ্ঞ ব্রত বিধি নানা তপ ধর্ম্ম।
জীবগতি কহিবে সকল গুণকর্ম্ম ॥৪
কোন কর্ম্মে হয় বা দেবতা পরসন্ন।
কোন কর্ম্মে করিব গোবিন্দ আরাধন ॥৫
ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য কহিবে যোগপতি।
জ্ঞানদান দিঞা মোর ঘুচাহ দুর্ম্মতি ॥৬
কহিতে লাগিলা তবে মুনির প্রধান।
ধন্য পুণ্যবংশ যাহে তুমি উপাদান ॥৭
হরিকথা মধুপান কর্ণ মহাভাগ।
পদে পদে নব নব বাড়ে অনুরাগ ॥৮
ব্রহ্মার আননে যে কহিল সুরেশ্বরে।
সেই ভাগবত আমি কহিব বিস্তারে ॥৯
অনন্ত ধরণিধর সহস্র বয়ান।
সনকাদি চারি মুনি গেলা তাঁর স্থান ॥১০
যেরূপে তাহার স্তুতি কৈল আরাধন।
যেমতে ধরণিধর হৈলা সুপ্রসন্ন ॥১১
সনক সনন্দ আর মুনি সনাতন।
সনৎকুমার চারি ব্রহ্মার নন্দন ॥১২
ধরণিধরেন্দ্র স্থানে পাইল উপদেশ।
মৈত্রেয় কহিল তাহা করিয়া বিশেষ ॥১৩
প্রলয় সময়ে বিশ্ব করিয়া উদরে।
অনন্তশয়নে ছিলা প্রভু মহেশ্বরে ॥১৪
তাঁর নাভি কমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
চিরকাল ধ্যান করি রহে প্রজাপতি ॥১৫
কত বড় নাভিপদ্ম কি তার বিস্তার।
ব্রহ্মা হঞা না জানিল তত্ত্ব জানিবার ॥১৬
পদ্মনাল বিবরে করিয়া পরবেশ।
কোথা হৈতে হৈল পদ্ম না পাইল উদ্দেশ ॥
চিরকাল ভ্রমিয়া উঠিলা আরবার।
এইরূপে ভ্রমিতে লাগিলা চিরকাল ॥১৮
চিরপরিশ্রমে ব্রহ্মা হৈলা অবসন্ন।
তবে হরি সাক্ষাৎ দিলেন দরশন ॥১৯
অনন্তশয়নে হরি দিব্যরূপ ধরে।
নানা স্তুতি কৈল ব্রহ্মা প্রণত কন্ধরে ॥২০

প্রসন্ন হইয়া প্রভু পুরুষ পুরাণ।
ব্রহ্মাকে কহিল ভাগবত তত্ত্বজ্ঞান ॥২১
বিশ্ব সৃজিল ব্রহ্মা পাঞা উপদেশ।
কহিল মৈত্রেয় মুনি করিয়া বিশেষ ॥২২
যত যত পুছিল বিদুর মহাশয়।
সকল কহিল মুনি প্রসন্নহৃদয় ॥২৩
যতেক মানুষ সৃষ্টি কৈল পিতামহ।
তবে আর যতেক সৃজিল নিজদেহে ॥২৪
সনকাদি চারি মুনি মানসকুমার।
রুদ্রসৃষ্টি কৈল ব্রহ্মা হর অবতার ॥২৫
মনে উপজিল মুনি মরীচিতনয়।
নয়নে জন্মিল অত্রি মুনি মহাশয় ॥২৬
জন্মিলা পুলস্ত্য মুনি ব্রহ্মার শ্রবণে।
জন্মিলা পুলহ মুনি এ নাভিবিবরে ॥২৭
জন্মিলা অঙ্গিরা মুনি ব্রহ্মার বদনে।
ক্রতু মুনি জন্মিলা ব্রহ্মার দুই করে ॥২৮
চর্ম্মে জন্মিলা ভৃগু মুনির প্রধান।
প্রাণে হৈতে বশিষ্ঠ জন্মিলা মতিমান ॥২৯
দক্ষিণ অঙ্গুলি হৈতে দক্ষের জনম।
বক্ষস্থলে জন্মিলা নারদ তপোধন ॥৩০
স্তন হৈতে জন্মিলা ধর্ম্ম অবতার।
পৃষ্ঠে উপজিল মৃত্যু অধর্ম্ম প্রচার ॥৩১
হৃদয়ে জন্মিল কাম ক্রোধ ভুজযুগে।
অধরে জন্মিল লোভ বাণী হইল মুখে ॥৩২
ছায়া হৈতে জন্মিল কর্দ্দম মুনিবর।
চারিমুখে চারিবেদ সৃজে সুবিস্তর ॥৩৩
অস্ত্র শাস্ত্র যজ্ঞ হোম বিবিধ প্রচার।
আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ শিল্প ব্যবহার ॥৩৪
স্বায়ম্ভুব মনু আর শতরূপা নারী।
দুই মূর্ত্তি ধরে তবে ব্রহ্মা অধিকারী ॥৩৫
করিয়া দম্পতি ভাব তাঁরা দুইজনে।
বাড়াইল অপত্য সৃষ্টি ব্রহ্মার বচনে ॥৩৬
জ্যেষ্ঠপুত্র হৈল তাঁর প্রিয়ব্রত নাম।
আর যে উত্তানপাদ পুত্রের প্রধান ॥৩৭
তিন কন্যা হৈল তাঁর আকুতি প্রভৃতি।
দেবহুতি নাম আর কন্যা মহাসতী ॥৩৮
জননিঞা জিজ্ঞাসিল ব্রহ্মার চরণে।
কি সেবা করিব মুঞি কহ তপোধনে ॥৩৯
বিরিঞ্চি দিলেন আজ্ঞা ভজ নারায়ণ।
শতরূপা লঞা কর অপত্য সৃজন ॥৪০
ধরণি শাসিয়া কর লোকের পালন।
এই সে আমার সেবা গুরু আরাধন ॥৪১
স্বায়ম্ভুব মনু নিবেদিল আরবার।
কোথাতে রহিব লোক নাহিক আধার ॥৪২
পাতালে মজ্জিয়া রহে ধরণিমণ্ডল।
কোথাতে রহিব আমি এ লোক সকল ॥৪৩
এবোল শুনিঞা ব্রহ্মা চিন্তিল আপনে।
না কহিল পুত্র আমার অসত্য বচনে ॥৪৪
আপনে রহিলুঁ আমি সৃজিতে সংসার।
পাতালে মজ্জিল পৃথ্বী এ লোকআধার ॥৪৫
কিরূপে এখনে তবে উঠিব ধরণি।
প্রকার না দেখি বিনে প্রভু চক্রপাণি ॥৪৬
এইরূপে চিন্তিতে লাগিলা প্রজাপতি।
হেনকালে জনমিলা বরাহ মুরতি ॥৪৭
ব্রহ্মার নাসিকাপুটে হৈলা উপাদান।
শূকর বালক হই গন্ধ পরিমাণ ॥৪৮
মহানাদ কৈল রহি আকাশমণ্ডলে।
তিলেকে গগন জুড়ি কলেবর ধরে ॥৪৯
সুর সিদ্ধ মুনিগণ করিল স্তবন।
গন্ধর্ব্বে কিন্নরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥৫০
তখনে প্রবেশ কৈল পাতাল ভিতরে।
পৃথিবী উপরে কৈল দশন শিখরে ॥৫১
হিরণ্যাক্ষ নাম দৈত্য মহা ঘোরতর।
তার সনে যুদ্ধ কৈল জলের ভিতর ॥৫২
তাহাকে মারিয়া হরি পৃথিবী তুলিল।
জলের উপরে প্রভু লীলায় স্থাপিল ॥৫৩
শঙ্কর বিরিঞ্চি আদি কৈল নানা স্তুতি।
অন্তর্দ্ধান কৈল তবে বরাহ মুরুতি ॥৫৪
কহিল সংক্ষেপে কিছু যজ্ঞ অবতার।
সকল কহিতে পারে শকতি কাহার ॥৫৫
দিব্য যজ্ঞ বরাহচরিত্র পুণ্য কথা।
ভাগবত আচার্য্যের নিত্য গুণ গাথা ॥৫৬
সাবধানে শুন লোক গোবিন্দচরিত।
শুনিলে হরিব দুঃখ,খণ্ডে ভব ভীত ॥৫৭

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

শুনিল বিদুর তবে গোবিন্দ-চরিত্র।
পাপ-হর পুণ্য-কর পরম পবিত্র ॥১
আনন্দে পূরিল তনু সন্তোষ হৃদয়।
শিরে কর জুড়ি কৈল বিস্তর বিনয় ॥২
তবে জিজ্ঞাসিল পুন মুনির চরণে।
হিরণ্যাক্ষ দৈত্যযুদ্ধ কৈল কি কারণে ॥৩
কোথাতে জনম তার কোন স্থানে বৈসে।
এ সব সকল মোরে কহিবে বিশেষে ॥৪
সাধু সাধু বলি তারে করিলা বাখান।
কহিতে লাগিলা তবে মুনির প্রধান ॥৫
দিতি নামে কশ্যপের আছিল বনিতা।
দৈত্যের জননী তিঁহো দক্ষের দুহিতা ॥৬
চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর অদিতি তনয়।
তা সভা দেখিয়া দুঃখ পাইল অতিশয় ॥৭
সন্ধ্যাকালে গেলা তেঁহো কশ্যপের স্থানে।
পুত্রকামে রতিকেলি মাগিল চরণে ॥৮
কশ্যপ বিস্তর তারে কৈল নিবারণ।
এখন উচিত নহে স্ত্রীর সম্ভাষণ ॥৯
শঙ্করের অনুচর এখন ভ্রময়।
অধর্ম্ম দেখিলে তারা কারু নাহি সয় ॥১০
আসুরি বেলায় যত করি পুণ্য কর্ম্ম।
অসুরে হরয়ে তাহা সে হয় অধর্ম্ম ॥১১
এতেক শুনিঞা দিতি কশ্যপ-দয়িতা।
ধরিতে না পারে চিত্ত কামে বিমোহিতা ॥১২
বিস্তর যতন কৈল অনেক বিনতি।
তার ইচ্ছা পালিল কশ্যপ প্রজাপতি ॥১৩
স্নান করি কৈল ব্রহ্মমন্ত্র স্মরণে।
অদৃষ্ট মানিঞা মুনি রহিলা ধেয়ানে ॥১৪
গর্ব্ভযুগ ধরে তবে দিতি দৈত্যমাতা।
সুরগণ জিনিব শুনিঞা আনন্দিতা ॥১৫
তার তেজে তিন লোক দহয়ে সকল।
দেবগণ মিলি গেলা ব্রহ্মার গোচর ॥১৬
স্তুতি করি কৈল দেব দুঃখ নিবেদন।
দেবেকে শান্তিয়া ব্রহ্মা কহিল কারণ ॥১৭
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধরদাস।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥১৮
ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

ব্রহ্মার নন্দন, সনক সনাতন,
সনৎকুমার সনন্দ।
তারা কামাচারী, চলিল বৈকুণ্ঠপুরী,
দিব্যরূপ সদা আনন্দ ॥১
কহিল চতুরানন, শুন শুন সুরগণ,
তুমি সব না করিহ ভয়।
অসুর-শরীর ধরি, দিতিগর্ভে অবতরি,
জনমিল জয় বিজয় ॥২
মণি ঘরে পূর্ণকুম্ভ, স্ফটিক রচিত স্তম্ভ,
রতন মন্দির থরে থর।
স্ফটিক রচিত স্থল, বিতোরণ ঝলমল,
উজলিত বৈকুণ্ঠনগর ॥৩
ললিত বিশালজাল, বিলোল মুকুতামাল,
মণিময় রতন প্রাচীর।
দিব্য বাপী উচ্চতট, বিদ্রুম রচিত তট,
তরলিত বিমল সলিল ॥৪
নিশ্রেয়স নাম বন, শুক সারি ভৃঙ্গগণ,
জাগ স্বর সুমধুর গান।
যত পারিজাত বৈসে, বিষ্ণুরূপ ধরি বৈসে,
সর্ব্বলোক বৈকুণ্ঠ সমান ॥৫
নিজ দোষ পরিহরি, লক্ষ্মী যাতে সুকিঙ্করী,
করয়ে মন্দির মারজনে।
পুরুষ প্রকৃতি পর, বুদ্ধি মন অগোচর,
বৈকুণ্ঠের মহিমা কে জানে ॥৬
চারি মহা যোগেশ্বর, উঠিলা বৈকুণ্ঠ পর,
যায় পুর পরবেশ করি।
দুই পারিষদ বর, বিষ্ণু সমবেশ ধর,
রাখিল দুয়ারে বেত্র ধরি ॥৭
দীপ্ত হুতাশন জিনি, কোপ কৈল চারি মুনি,
তা সভাকে শাপিল বচনে।
বৈকুণ্ঠে বসতি যার, হেন মতি বুদ্ধি তার,
হেনজন বৈসে হেন স্থানে ॥৮
তোরা হেথা হৈতে পড়, নীচগতি অগোচল,
হইয়া অসুর দুরাচার।
কহেন জয় বিজয়, জন্ম যথা তথা হয়,
হরি স্মৃতি রাখহ আমার ॥৯

চারি ব্রহ্মার কুমার, কৈল বর অঙ্গীকার,
অরিভাবে করিহ স্মরণে।
দিব্য পরিচ্ছদ পরি, বৈকুণ্ঠের অধিকারী,
হেনকালে কৈল আগমনে ॥১০
তবে ত দ্বিজ ভকত, ধর্ম্মরত সত্যব্রত,
নানাস্তুতি কৈল নমস্কারে।
ভৃত্য করে অপরাধ, প্রভুর উপরে বাদ,
ক্ষম দোষ সকল আমারে ॥১১
প্রভুর মহিমা জানি, স্তুতি কৈল চারি মুনি,
বিমোহিত হৈল চারিজন।
চলিল প্রণাম করি, প্রভু গেলা নিজপুরী,
দুই বীর পড়িল তখন ॥১২
জয় বিজয় দুইজন, দিতিগর্ভে উৎপন্ন,
সুরগণ চলে নিজ স্থানে।
প্রভু হরি অবতার, হরিব অশুভ ভার,
ভাগবত আচার্য্য সুগানে ॥১৩

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

ব্রহ্মার বচন শুনি যত সুরগণে।
হরিষে চলিলা তবে নিজ নিজ স্থানে। ১
দিতিও ধরিল গর্ভ শতেক বৎসর।
প্রসব হইল তবে অপত্যযুগল ॥২
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম।
তার সনে কেহ নাহি করিতে সংগ্রাম ॥৩
ধরিয়া বরাহ রূপ আপনে শ্রীহরি।
পৃথিবী উদ্ধার কৈল হিরণ্যাক্ষ মারি ॥৪
হিরণ্যাক্ষ বধকথা কহিল সকল।
হিরণ্যকশিপু হৈল ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ॥৫
হিরণ্যাক্ষবধ কথা বরাহচরিত।
শুনিলে সুকৃতিপদ খণ্ডয়ে দুরিত ॥৬
হরিকথা শুনিঞা বিদুর মহাশয়।
হরিষে পূরিল তনু প্রসন্নহৃদয় ॥৭
ভকতি করিয়া কৈল মুনিকে প্রণাম।
বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল ভকতপ্রধান ॥৮
স্বায়ম্ভুব মনু ছিলা ব্রহ্মার কুমার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসিল একেশ্বর ॥৯
তিল মাত্র না ছাড়িল গোবিন্দভজন।
মহাভাগবত তিঁহো ব্রহ্মার নন্দন ॥১০
চারিবেদ শ্রম করি পঢ়ি চিরকাল।
ভকতি চরিত্র শুনি এই ফল সার ॥১১
হরিকথা শুনি কিবা ভকত চরিত।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সার ধর্ম্ম এই সুনিশ্চিত ॥১২
সাধু সাধু বাখানিঞা মুনি যোগেশ্বর।
প্রসন্নহৃদয় তবে দিলেন উত্তর ॥১৩
স্বায়ম্ভুব মনু তেঁহো ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার বচনে কৈল অপত্য সৃজন ॥১৪
দুই পুত্র তিন কন্যা সৃষ্টির কারণ।
শতরূপা উদরে জন্মিল পাঁচজন ॥১৫
আকূতি বিবাহ দিল রুচি মনু স্থানে।
প্রসূতি দক্ষের তবে কৈল সম্প্রদানে ॥১৬
আছিল কর্দ্দম মুনি ব্রহ্মার তনয়।
পরম যোগেন্দ্র তেঁহো মহাতপোময় ॥১৭
ব্রহ্মা আজ্ঞা দিল যদি সৃষ্টি করিবারে।
সহস্র বৎসর তপ কৈল নিরন্তরে ॥১৮
সাক্ষাতে আসিয়া বর দিল জগন্নাথে।
স্বায়ম্ভুব কন্যা লঞা আসিব এথাতে ॥১৯
বিনয় করিয়া কন্যা দিব দেবহূতি।
তবে নব কন্যা তাহে হইবে উৎপত্তি ॥২০
আপনে আসিয়া পুত্র হইবে তোমার।
ধরিল কপিল নাম মুনি অবতার ॥২১
আপনে কহিবে সাংখ্য যোগ ভক্তিজ্ঞান।
এ বোল বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥২২
যোগেন্দ্র রহিল যোগ সমাধি করিয়া।
সন্তোষ পাইল কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দেখিয়া ॥২৩
স্বায়ম্ভুব কন্যা লঞা চলিলা তৎক্ষণে।
রাজসিংহ চলিল মুনির তপোবনে ॥২৪
শতরূপা মহিষী অল্প সৈন্য সাথে।
দেবহূতি কন্যা তুলি নিল দিব্যরথে ॥২৫
সরস্বতীনদীতীরে পুণ্য সিদ্ধাশ্রম।
সদগুণে অলঙ্কৃত দিব্য তপোবন ॥২৬
তমাল হিন্তাল তাল শাল বে পিয়াল।
বকুল কদম্ব নীপ বিল্ব কোবিদার ॥২৭
চম্পক পুন্নাগ যূথি জাতি পারিজাত।
ফল ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুজাত ॥২৮
বিবিধ বিহঙ্গ ভৃঙ্গ বিবিধ ঝঙ্কার।
বিবিধ নির্ম্মাণ স্থল রতন সঞ্চার ॥২৯

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রবৃন্দ রচিত মণ্ডল।
যজ্ঞ হোম বেদধ্বনি বিবিধ মঙ্গল ॥৩০
তথা গিয়া উত্তরিলা মনু মহারাজ।
আনন্দিত হৈলা দেখি মুনির সমাজ ॥৩১
দণ্ড পরণাম করি ব্রহ্মার নন্দন।
কর্দ্দম মুনির কৈল চরণ বন্দন ॥৩২
বিবিধ বিধানে স্তুতি কৈল অতিশয়।
করযোড় করিয়া রহিল মহাশয় ॥৩৩
উঠিয়া কর্দ্দম তবে রাজা সম্ভাষিল।
বিবিধ বিধানে পূজি পাদ্য অর্ঘ্য দিল ॥৩৪
স্বাগত বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা।
মধুর বচনে কৈল অতিথি সম্ভাষা ॥৩৫
তবে স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার নন্দন।
মুনির চরণে কৈল আত্মনিবেদন ॥৩৬
মোর কন্যা দেবহুতি কুলশীলবতী।
নারদের বচনে বরিল তোমা প্রতি ॥৩৭
পিতামহ মোরে আজ্ঞা দিলেন আপনে।
কন্যাখানি সমর্পিব তোমার চরণে ॥৩৮
এতেক বলিয়া মনু কৈল শুভক্ষণ।
কর্দ্দম মুনিরে কৈল কন্যা সমর্পণ ॥৩৯
বিবিধ যৌতুক দিল বহুমূল্য ধন।
শতরূপা দেবী কিছু কৈল নিবেদন ॥৪০
আজ্ঞা মাগি দম্পতি চড়িয়া নিজ রথে।
মাহেশ্বতী নিজ পুরী গেলা নিজ পথে ॥৪১
সত্যবতী দেবহুতি মনুর দুহিতা।
সর্ব্বভাবে পতিসেবা কৈল পতিব্রতা ॥৪২
ছাড়িয়া সকল সুখ শয়ন ভোজন।
নিরবধি কৈল দেবী পতি আরাধন ॥৪৩
এইরূপে সেবন করিল চিরকাল।
কৃপা কৈল মুনিরাজ দেখি দুঃখ তার ॥৪৪
যোগবলে দিব্যরথ আনিল তখনে।
রতনে রচিত রথ খচিত কাঞ্চনে ॥৪৫
তরল কিঙ্কিণীজাল বিলুলিত মাল।
বিবিধ মন্দির পুর বিবিধ সঞ্চার ॥৪৬
দেবের নাচনী নাচে গায় বিদ্যাধর।
দেবগণে সেবে রথ দিব্য কলেবর ॥৪৭
যত ইচ্ছা করে রথ বাড়ে তত দূর।
বিচিত্র নির্ম্মিত রথ যেন সুরপুর ॥৪৮
পাটের থোপনা তাহে সুবর্ণ গাঁথনী।
হেম মরকত মাঝে দীপ্ত করে মণি ॥৪৯
বহুবিধ ভোগ দিব্য তাহে মনোহর।
সুবর্ণ ভৃঙ্গার তাহে সুশীতল জল ॥৫০
কর্পূর তাম্বুল তাহে মনোহর ভাঁতি।
স্বপনেও তাহা নাহি দেখি শচীপতি ॥৫১
ত্রিভুবনে নাহি সেই রথের তুলনা।
কাহার শকতি তার কহিব মহিমা ॥৫২
একত্র আছয়ে তাহে অষ্ট মহানিধি।
মূর্ত্তিমান্ হইল কি মুনির যোগ সিদ্ধি ॥৫৩
হেন রথ মিলিল মুনির যোগবলে।
তাহাতে হইল আর দিব্য সরোবরে ॥৫৪
ইহাতে করিয়া স্নান চড় দিব্য রথে।
তবে আমি পুরাইব তোমার মনোরথে ॥৫৫
আজ্ঞা পাঞা দেবহুতি জলেতে মজ্জিল।
জলের ভিতরে সুরসুন্দরী দেখিল ॥৫৬
অঙ্গের মার্জ্জন কেহো করয়ে মজ্জন।
বসন পরায় কেহো বিবিধ ভূষণ ॥৫৭
কেহো বেশ করে কেহো চামর ঢুলায়।
কেহো মাল্য করে কেহো তাম্বুল যোগায় ॥৫৮
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা হরের পার্ব্বতী।
ভুবন জিনিঞা রূপ ধরে দেবহুতি ॥৫৯
জলে হৈতে উঠিলা কিঙ্করীগণ সঙ্গে।
মুনির বচনে রথে চড়িলা আনন্দে ॥৬০
চলিলা কর্দ্দম মুনি মহা যোগেশ্বর।
কাম কোটি জিনি রূপ ধরে মনোহর ॥৬১
যতেক বিহার স্থল আছে ত্রিভুবনে।
যোগবলে বিহার করিল নানাস্থানে ॥৬২
পরম যোগেন্দ্র মুনি অব্যাহত গতি।
বিবিধ বিনোদ করে লঞা দেবহুতি ॥৬৩
সুর সিদ্ধি নর পুরে করেন বিহার।
এইরূপ বিহরিতে গেল চিরকাল ॥৬৪
তবে নিজ স্থানে চলি আইলা মুনিবর।
পূর্ব্বরূপ ছাড়ি হৈলা মুনি কলেবর ॥৬৫
নব কন্যা তবে প্রসবিলা দেবহুতি।
উৎপল গন্ধোত্তম মোহন মুরতি ॥৬৬
চলিলা কর্দ্দম মুনি করিঞা সন্ন্যাস।
করযোড়ে দেবহুতি দাণ্ডাইলা পাশ ॥৬৭

পূরবে আছিল আজ্ঞা হইব তনয়।
আপনে জানিঞা কৃপা কর দয়াময় ॥৬৮
পত্নীর হৃদয় বুঝি মুনির প্রধান।
কতদিন রহিল করিয়া সমাধান ॥৬৯
শুভকালে শুভক্ষণে শুভ যোগ তিথি।
আপনে আসিয়া জনমিলা সুরপতি ॥৭০
ধরিয়া কপিল নাম মহা মুনীশ্বর।
সূর্য্য কোটি সম তেজ দীপ্ত কলেবর ॥৭১
হেনকালে ব্রহ্মা আইলা সঙ্গে ঋষিগণ।
কর্দ্দম মুনির তরে কৈল সম্ভাষণ ॥৭২
ধন্য তুমি মহাযোগী সফল জীবন।
আপনে তোমার পুত্র হৈলা নারায়ণ ॥৭৩
তোমার আছয়ে কন্যা নব ধৃতব্রতা।
তাঁ সবার যোগ্যবর এ নব জামাতা ॥৭৪
নব ঋষি কুলে শীলে তোমার সমান।
বুঝিয়া করহ তুমি কন্যাসম্প্রদান ॥৭৫
আমার কুমার বৎস তোমার জামাতা।
এ বোল বলিয়া গেলা সর্ব্বলোকপিতা ॥৭৬
তবে মুনি বিচারিয়া কৈল শুভক্ষণ।
আনিঞা বলিল নব ঋষি তপোধন ॥৭৭
মরীচি ঋষিকে কন্যা দিল কলা নামে।
অত্রিকে করিল অনসূয়া সম্প্রদানে ॥৭৮
শ্রদ্ধা নামে কুমারী অঙ্গিরা মুনি পাইল।
হবির্ভু নামে দুহিতা পুলস্ত্য ভজিল ॥৭৯
পুলহে পাইল গতি ক্রিয়া ক্রতু মুনি।
খ্যাতি কন্যা পাইল ভৃগু পরম রূপিণী ॥৮০
বশিষ্ঠ পাইল কন্যা নামে অরুন্ধতী।
অথর্ব্বকে দিল শান্তি নামে সত্যবতী ॥৮১
কন্যা দিঞা কৈল মুনি বিনয় বেভারে।
সাদরে চলিলা তাঁরা নিজ নিজ ঘরে ॥৮২
বিষ্ণু অবতার দেখি কপিল কুমার।
আসিয়া কর্দ্দম মুনি কৈল নমস্কার ॥৮৩
বহুবিধ স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানে ॥
চলিতে মাগিল আজ্ঞা পুত্রের চরণে ॥৮৪
পুত্র বুদ্ধি না ঘুচিব তোমার সাক্ষাতে।
দূরে থাকি চরণ ভজিব ধ্যানপথে ॥৮৫
জগৎ উদ্ধার হেতু কৈলে অবতার।
মোর ভবকূপ যেন নহে আরবার ॥৮৬
আজ্ঞা দেহ পৃথিবী করিব পর্য্যটন।
যথা তথা থাকি যেন চিন্তিয়ে চরণ ॥৮৭
বাপের বচন শুনি কপিল কুমার।
কহিল যাহার তরে কৈল অবতার ॥৮৮
সত্যযুগে সাংখ্যযোগ আমি কহিব এখনে।
সুখে যেন তরে লোক এই দরশনে ॥৮৯
চল তুমি মহাযোগী ভজহ আমারে।
এ ঘোর সংসার তরি যাহ বিষ্ণুপুরে ॥৯০
মায়েরে কহিব ভক্তিযোগ উপদেশ।
সুখে যেন ভজে লোক জানিঞা বিশেষ ॥৯১
তরিবে দুরন্ত ভব এ ঘোর সংসার।
এই সে কারণে আমি কৈল অবতার ॥৯২
শুনিঞা কর্দ্দম মুনি পুত্রের উত্তর।
প্রদক্ষিণ করিঞা করিল জোড়কর ॥৯৩
প্রণাম করিয়া তবে পুত্রের চরণে।
চলিলা কর্দ্দম মুনি হরষিত মনে ॥৯৪
ছাড়িয়া সকল কর্ম্ম আশ্রম আচার।
নিরালম্ব নিরাশ্রয় হৈলা নিরাধার ॥৯৫
একান্ত ভকতি করি ভজি নারায়ণ।
পাইল পরমপদ ছুটিল বন্ধন ॥৯৬
তবে আইলা দেবহূতি কপিলজননী।
প্রণাম করিয়া দেবী বোলে কোন বাণী ॥৯৭
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধরজান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥৯৮

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

তুমি অজ নিরঞ্জন নির্গুণ বিকার।
লোকপরিত্রাণ হেতু কর অবতার ॥১
স্ত্রীজাতি সহজে নাহি জানি ভাল মন্দ।
কিরূপে সংসার ছুটি এই ভববন্ধ ॥২
অজ্ঞান তিমির অন্ধ মুঞি মূঢ়মতি।
জ্ঞানচক্ষু দিঞা মোর খণ্ডাহ দুর্গতি ॥৩
এ ঘোর সংসারে পার কর দয়াময় ॥
মাতৃভাবে কৃপা করি ঘুচাহ সংশয় ॥৪
মায়ের বচন শুনি প্রভু হৃষীকেশ।
কহিতে লাগিলা কিছু ধরি মুনিবেশ ॥৫

ভক্তিযোগ হয় যদি আমার চরণে।
বিষম বৈরাগ্যবান্ বাড়ে দিনে দিনে ॥৬
তবে সে তরিতে পারে এ ঘোর সংসারে।
শুন মাতা কহিব তাহার প্রকারে ॥৭
বিষয় দুর্জ্জয় পাশে জীবের বন্ধন।
তাহে সাধু সঙ্গ হৈলে কৈবল্যকারণ ॥৮
ভাগ্যশীল দয়াল জগত হিতকারী।
জগতে যাহার নাহি উপজয়ে বৈরী ॥৯
এ সব ভকতজন ভকতিভূষণ।
সর্ব্বভাবে করে যেবা গোবিন্দভজন ॥১০
সুত দারা পরিজন গৃহ ধন ত্যজে।
ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম সবে আমা ভজে ॥১১
পুণ্য কথা আমার শুনয়ে যেবা কহে।
বিবিধ সংসার তাপ কভু তার নহে ॥১২
এ সব ভকত সনে কর তুমি সঙ্গ।
সঙ্গ গুণে নহিব হরির স্মৃতি ভঙ্গ ॥১৩
ভকতজনের সঙ্গ হয় যথা তথা।
আমার চরিত্র গুণ শুনি পুণ্যকথা ॥১৪
নিরবধি হরিকথা শুনে যেবা জনে।
শ্রদ্ধা রতি ভকতি বাড়য়ে দিনে দিনে ॥১৫
ভক্তিযোগ হয় যার হয় ভাগ্যোদয়।
বিষয় বৈরাগ্য হয় খণ্ডয়ে সংশয় ॥১৬
শুদ্ধভাবে নিরবধি ভজয়ে শ্রীহরি।
তবে সে পরমপদ পায় ভবতরি ॥১৭
পুত্রের বচন শুনি মুনির দুহিতা।
আর কিছু জিজ্ঞাসিল হইয়া বিস্মিতা ॥১৮
কিরূপে ভকতজন কিরূপে ভকতি।
কেমন লক্ষণে চিনি ভকতের গতি ॥১৯
মায়ের বচন শুনি প্রভু দামোদর।
কপট কপিল-বেশ দিলেন উত্তর ॥২০
বেদমুখে বুঝায় যাহার যে যে ধর্ম্ম।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে সেই কর্ম্ম ॥২১
স্বভাবে যাহার যে যে করয়ে বিষয়।
সে সব সকল যদি কৃষ্ণ হেতু হয় ॥২২
সেই হরি ভকতি বলিব অকিঞ্চনা।
কেবল অধিক সেই ভকতিপ্রধানা ॥২৩
জীবের বাসনা বুদ্ধ হয় যে সকল।
অন্ন পান জারে যেন উদরে অনল ॥২৪
চরণ সেবন করে যে জন আমার।
কৈবল্য করিয়া কিবা বস্তু জ্ঞান তার ॥২৫
ভকতসমাজে মিলি হরিগুণ গায়।
কৈবল্য অধিক সুখ তাহা হৈতে পায় ॥২৬
আমার রুচির রূপ দেখে সেইজন।
অতিশয় নাহি যার নাহিক সমান ॥২৭
মুকতি করিয়া তার কোন প্রয়োজন।
প্রসন্নবদন কৃষ্ণ কমললোচন ॥২৮
আমার অমৃত কথা কহে নিরন্তর।
শ্যামলসুন্দর রূপ দেখে মনোহর ॥২৯
এই সুখে মন হরে হরয়ে চেতন।
তথাপি পরম পদ হয় উপসন্ন ॥৩০
অষ্টসিদ্ধি অষ্টৈশ্বর্য্য অনন্ত বিভূতি।
মিলয়ে ভকতজনে অষ্ট মহানিধি ॥৩১
ভকতজনের নাহিক বহ বিনাশ।
কালচক্রে না পারয়ে করিতে গরাশ ॥৩২
আমি যার প্রিয়সখা হিত গুরুজন।
আমি যার ইষ্টদেব সুহৃদ আপন ॥৩৩
আমার কারণে ছাড়ে সুত বিত্তদার।
ইহলোক পরলোক ত্যজে আপনার ॥৩৪
পশুবিত্ত সম্পদ সকল সুখ ত্যজে।
একান্ত ভকতি করি সভে আমা ভজে ॥৩৫
ইহাঁকে করিয়ে মুক্ত সংসারের পার।
তাহা বিনে আমার বান্ধব নাহি আর ॥৩৬
আমি সে প্রকৃতি জীব পুরুষ পুরাণ।
আমা হৈতে সকল জীবের উপাদান ॥৩৭
মোর ভয়ে বায়ু বহে বহে দিনকর।
মোর ভয়ে বরিষয়ে দেব পুরন্দর ॥৩৮
যমে দণ্ড ধরে ধর্ম্ম করিয়া নির্ণয়ে।
মোর ভয়ে সাবধানে হুতাশন দহে ॥৩৯
এইত কারণে মহা মহাযোগেশ্বর।
ভকতি করিয়া ভজে চরণযুগল ॥৪০
কহিব তোমারে ভক্তিযোগ তত্ত্ব কথা।
তত্ত্বভেদ লক্ষণ কহিব শুন মাতা ॥৪১
তত্ত্বভেদ জানিলে হৃদয়গ্রন্থি ছুটে।
তত্ত্বজ্ঞান উদয়ে অজ্ঞান বন্ধ টুটে ॥৪২
এই সে কারণে করি তত্ত্ব উপদেশ।
সুখে যেন ভজে হরি জানিঞা বিশেষ ॥৪৩

এতেক বলিয়া মহাযোগী মহাশয়।
কহিল সকল তত্ত্ব করিয়া নির্ণয় ॥৪৪
অজ নিরঞ্জন জীব নির্গুণ বিকার।
দেহ ধর্ম্ম আপনাতে করে অহঙ্কার ॥৪৫
সুখী দুঃখী ভোগী যেন আপনাকে মানে।
কর্ম্মদোষে বন্দী জীব শরীর বন্ধনে ॥৪৬
দেহ ধর্ম্ম আপনাতে করে অভিমান।
তে কারণে নানা যোনি ভ্রমে স্থানে স্থান ॥৪৭
অকারণে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে।
বিষয় ধেয়ানে দুঃখ পায় বারে বারে ॥৪৮
স্বপনে অনর্থ যেন পায় দরশনে।
জাগিলে স্বপন যেন মিথ্যা হেন জানে ॥৪৯
এইরূপ জান তুমি জীবের সংসার।
কি কারণে বন্দী জীব অধীন কাহার ॥৫০
এই সে কারণে চিত্ত করিব সংযম।
অনিবন্ধ পথ হৈতে করিয়া নিয়ম ॥৫১
গোবিন্দ চরণে চিত্ত ধরিব যতনে।
ত্যাগ শৌচ তপ সত্য সাধিব আপনে ॥৫২
কহিব আমার কথা মহিমা প্রচার।
চিন্তিব সকল জীব হিত পরকার ॥৫৩
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত মৌন আশ্রম আচার।
করিব ছাড়িব দেহ গেহে অহঙ্কার ॥৫৪
শান্তি দয়া তুষ্টি ধৈর্য্য করিব সাধনে।
এ সব উপায় চিত্ত করে সাবধানে ॥৫৫
কেশব চরণে চিত্ত করিব যতনে।
তবে সে জীবের ছুটে এ ভব বন্ধনে ॥৫৬
বিনা হরি ভকতি উপায় নাহি আন।
শ্রীকৃষ্ণভজন বিনে নহে পরিত্রাণ ॥৫৭
তবে মাতা কহি শুন যোগের লক্ষণ।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় পরসন্ন ॥৫৮
শকতি পর্য্যন্ত জীব করিব স্বধর্ম্ম।
পরম যতন করি ত্যজিব বিকর্ম্ম ॥৫৯
যথালাভ সন্তোষ ভকতপদ পূজে।
গ্রাম্যধর্ম্ম পরিত্যাগ মোক্ষধর্ম্ম ভজে ॥৬০
মিতভোজি বিরল কুশল স্থান সেবি।
অসত্যভাষণ পরহিংসা পরত্যাগি ॥৬১
প্রয়োজনে অবধি ধনের প্রয়োজন।
ব্রহ্মচর্য্য তপ শৌচ বেদ অভ্যাসন ॥৬২
পুরুষ অর্চ্চন মৌন জিনিব আসন।
বিষয় বিমুখ করি ইন্দ্রিয় রক্ষণ ॥৬৩
সমাধি ধারণা ধ্যান ধৈর্য্যাবলম্বন।
গোপীনাথলীলা ধ্যান কীর্ত্তন শরণ ॥৬৪
এতরূপ বশ করি মন দুরাচার।
কেশব চরণ ধরি করিব নির্ব্বার ॥৬৫
চিন্তিব প্রভুর দুই চরণকমল।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ বিরাজিত মনোহর ॥৬৬
উন্নত লোহিত বিলসিত নখ পাঁতি।
ভকতহৃদয়তম হরে যার জ্যোতি ॥৬৭
যার পদধৌত জল শিব শিরে ধরে।
শিব পাইলেন পদ হইয়া মহেশ্বরে ॥৬৮
সে পদপঙ্কজ ধ্যান করিয়া বিশেষে।
ভকত দুরিত কৈল খণ্ডন কুলিশে ॥৬৯
এইত সতত চিন্তিহ নরহরি।
বৈকুণ্ঠ চলিবে তবে ভববন্ধ তরি ॥৭০
তবে আর কহি মাতা শুন সাবধানে।
বহুবিধ ভক্তিযোগ কহিব বিধানে ॥৭১
দম্ভ মাৎসর্য্য হিংসা করিয়া স্বজ্ঞান।
ক্রোধভাবে যেবা ভজে হই হীন জ্ঞান ॥৭২
তামস ভকত তাঁকে জানিব বিচারি।
বৈষ্ণব ছাড়িয়া অন্য বলিতে না পারি ॥৭৩
ধন পুত্র সম্পদ বাঞ্ছিয়া ভজে হরি।
সে ভকত জানিহ রাজস অধিকারি ॥৭৪
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজে যেবা করে আরোপণ।
যে ভজে এরূপে সে সাত্বিক মহাজন ॥৭৫
কৃষ্ণগুণ শুনি চিত্ত দ্রবয়ে যাহার।
সর্ব্বভাব উদয় করয়ে এক কাল ॥৭৬
কৃষ্ণ মাত্র অবিচ্ছিন্ন যার মনে ধায়।
শতমুখে গঙ্গা যেন সাগরে মিশায় ॥৭৭
নির্গুণ ভকত তাকে বলি মহাশয়।
চারি ভেদ কহিল ভকত পরিচয় ॥৭৮
সালোক্য সারূপ্য সার্ষ্টি সামীপ্য মুকুতি।
দিলে সে না লয় আর নির্গুণ ভকতি ॥৭৯
হেন যোগ তত্ত্ব মাতা কহিল তোমারে।
অবিদ্যা বিনাশ করি কৃষ্ণ দিতে পারে ॥৮০
স্বধর্ম্ম করিব জীব ত্যজি কর্ম্ম ফল।
পরিচর্য্যা করিয়া ভজিব পদাম্বর ॥৮১

কৃষ্ণমূর্ত্তি দরশন পূজন বন্দন।
স্তুতি ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ ॥৮২
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি করিব ভাবনা।
সর্ব্ব জীবে না করিব সত্য সম্ভাষণা ॥৮৩
দেখিয়া বৈষ্ণব মূর্ত্তি করিব সম্মান।
দীনহীনে দেখিয়া করিব জ্ঞানদান ॥৮৪
সমান জনের সনে করিব মিত্তালি।
যোগধর্ম্ম যোগ কথা কহিব বিচারি ॥৮৫
হরিনাম হরিগুণ হরির কীর্ত্তন।
থাকিব বৈষ্ণবজন সঙ্গে অনুক্ষণ ॥৮৬
কৃষ্ণকর্ম্ম নিরবধি করে সাবধানে।
ভক্তিযোগ হয় তার পায় নারায়ণে ॥৮৭
চারি ভেদ ভক্তিযোগ কহিল তোমারে।
এক ভক্তি হৈলে জীব হেলে ভব তরে ॥৮৮
আর এক কহি মাতা শুন তত্ত্বকথা।
না বুঝে প্রভুর লীলা শঙ্কর বিধাতা ॥৮৯
সর্ব্ব সুখ মিলিব খণ্ডিব দুঃখ ভারে।
এই সে কারণে জীব নানা কর্ম্ম করে ॥৯০
অধ্রুব শরীর সুত গৃহ বিত্ত দার।
অধ্রুব সকল সুখ অধ্রুব সংসার ॥৯১
এই ধ্রুব মানিঞা করয়ে নানা কর্ম্ম।
নানা যোনি ভ্রমে জীব ভুঞ্জয়ে অধর্ম্ম ॥৯২
দেখিয়া কুমতি তার প্রভু নরহরি।
তিলেকে সকল হরে কালমূর্ত্তি ধরি ॥৯৩
নারকী নরক ভুঞ্জে তাহে সুখ জানে।
কুযোনি জনম সেই সুখ করি মানে ॥৯৪
সাধু সঙ্গে সাধুসেবা না কৈল বিচারি।
কুটুম্বে আসক্তি করি না ভজিল হরি ॥৯৫
গৃহ দার সুত বিত্ত চিন্তা অতিশয়।
কুটুম্ব ভরণ হেতু আকুল হৃদয় ॥৯৬
নানা পাপ করি করে ধন উপার্জ্জন।
নানা দুঃখ তাপে করে কুটুম্বপোষণ ॥৯৭
দুঃখনিবারণ হেতু নানা কর্ম্ম করে।
সেই সেই সুখ হেন তার চিত্তে ধরে ॥৯৮
বিচারে দেখয়ে নহে দুঃখ প্রতিকার।
মানয়ে কুমতি মূর্খ সুখ আপনার ॥৯৯
নানা দুঃখ করি ধন উপার্জ্জন করে।
সে সব বিনাশ হৈল কোন পরকারে ॥১০০

পুন ধন উপার্জ্জিতে করয়ে সন্ধান।
ধনের কারণে ত্যজে আপনার প্রাণ ॥১০১
দৈবক্রমে যদি তার না হইল যোগ।
হেনকালে উপার্জ্জয়ে নানা দুঃখ রোগ ॥১০২
আত্মক পুষিব সুত দার পরিজন।
করিতে না পারে নিজ উদর ভরণ ॥১০৩
জরা পরবেশ করি হরয়ে গেয়ান।
কম্পে থর থর অঙ্গ করে থকধ্যান ॥১০৪
দুঃখশোকে জরারোগে পোড়ে কলেবর।
চঞ্চল সকল অঙ্গ করে টল মল ॥১০৫
সন্ধিবন্ধ খসে সব টুটয়ে বন্ধন।
নিজ অঙ্গ করিতে না পারে সম্বরণ ॥১০৬
সুত দার পরিজনে নিতি বোলে মন্দ।
বলিতে না পারে কিছু পড়ি রহে ধন্দ ॥১০৭
আপনার ইচ্ছায় যখন যে জিজ্ঞাসে।
সেইক্ষণে যে যেহেন আপনাকে বাসে ॥১০৮
সর্ব্বক্ষণ সবাই বোলয়ে অপমান।
ভরণ পোষণ করে কুক্কুর সমান ॥১০৯
অতিশয় ক্ষুধা তার অল্প আহার।
করিতে না পারে কিছু করে অহঙ্কার ॥১১০
কফ পিত্ত কাস শ্বাস উঠে ঘনেঘন।
ক্ষণে কণ্ঠরোধ ক্ষণে করয়ে বমন ॥১১১
দেখিয়া মরণকাল সব বন্ধুজন।
চৌদিগ বেড়িয়া সবে করয়ে ক্রন্দন ॥১১২
বোলাইতে কিছুই বলিতে নাহি পারে।
কিরূপে মরিব বলি কান্দে উচ্চস্বরে ॥১১৩
কোথাতে রহিল মোর সুত বিত্ত দার।
মরিলে কোথাতে যাব কি হব প্রকার ॥১১৪
কুটুম্বভরণহেতু এত দুঃখ হয়।
এইরূপে মরয়ে গৃহস্থ জরাশয় ॥১১৫
হেনকালে দুই যম দূত ঘোরতর।
নিকটে দাণ্ডায় আসি দেখি ভয়ঙ্কর ॥১১৬
তা সভা দেখিয়া ভয়ে হরয়ে গেয়ান।
বিষ্ঠা মূত্র ছাড়ি তবু নাহি অবধান ॥১১৭
যাতনা-শরীর বান্ধি যমের কিঙ্কর।
যমপথে লঞা যায় যমের গোচর ॥১১৮
তর্জ্জন গর্জ্জন তার করয়ে তাড়ন।
পথের কুক্কুর আসি করয়ে ভোজন ॥১১৯

নিজ কর্ম্ম স্মঙরিয়া কান্দে উচ্চস্বরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে উদর আনলে ॥১২০
তপ্ত বালুকা পথে লঞা জায় বান্ধিঞা।
পৃষ্ঠেতে চাবুক মারে না চাহে ফিরিঞা ॥১২১
নাহি জল বৃক্ষ যাহে নাহিক সঞ্চার।
হেন পথে লঞা যায় পাপী দুরাচার ॥১২২
ক্ষণেক মূর্চ্ছিত হই পড়ে ভূমিতলে।
মারণের ভয়ে পুন উঠয়ে সত্বরে ॥১২৩
নৈ সহস্র শত পথ প্রহর প্রমাণ।
তিন দণ্ডে লঞা যায় যম বিদ্যমান ॥১২৪
সকল নরকভোগ করায় তাহারে।
জলন্ত আগুনে দিঞা পোড়ায় কলেবরে॥১২৫
তাহা হৈতে তার মাংস কাটিয়া খাওয়ায়।
শৃগাল কুকুর অস্থি টানিয়া খসায় ॥১২৬
যথা সর্পগণ সব দংশে কলেবর।
ডাঁশ মশা বেড়িয়া খায়য়ে নিরন্তর ॥১২৭
কাটয়ে সকল অঙ্গ করে খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে ফেলিয়া গজে প্রবেশায় দন্ত ॥১২৮
পর্ব্বতশিখর হৈতে ফেলয়ে আছাড়ি।
গর্ত্তের ভিতরে রাখি রোধেন দুয়ারি ॥১২৯
যতেক যাতনা আছে যমের সদনে ॥
একে একে ভুঞ্জয়ে সকল পাপী জনে ॥১৩০
কুটুম্বের ভরণে ব্যাকুল যে যে জন।
কেবল করয়ে যেবা উদর ভরণ ॥১৩১
ছাড়িয়া কুটুম্ব সব নিজ কলেবর।
যম পথে চলে সবে হঞা একেশ্বর ॥১৩২
পরহিংসা পরপীড়া জানিবে দুরিত।
পথের সম্বল সব জানিহ বিদিত ॥১৩৩
এইরূপে করে যেবা কুটুম্বভরণ।
নানা পাপ করিয়া পোষয়ে পরিজন ॥ ১৩৪
অন্তকালে সবে মাত্র নরকভোগ সার।
তবে মাতা শুন তুমি যে কহিব আর ॥১৩৫
ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান ॥১৩৬

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে
ষষ্ঠমধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

তবে কর্ম্মরসে জীব মায়ের উদরে।
বাপের ঔরস সনে পরবেশ করে ॥১
এক রাত্রি কল্লোল বুদ্বুদ তিন দিনে।
দশ রাত্রে হয় যেন বদর সমানে ॥২
তাহার অন্তরে হয় অণ্ড পরিমাণ।
এক মাসে হয় শির শ্রবণ নয়ান ॥৩
দুই মাসে হয় কর পদ উতপতি।
তিন মাসে নখ লোম চিহ্ন অবগতি ॥৪
চারি মাসে হয় সাত ধাতু নিরূপণ।
পাঁচ মাসে ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় উতপন্ন ॥৫
ছয় মাসে ভ্রমে শিশু মায়ের উদরে।
মায়ের ভোজন রসে নিতি নিতি বাড়ে ॥৬
বিষ্ঠা মূত্র গর্ত্তে রহে করিয়া শয়ন।
ক্রিমি কীট বেড়ি করে সর্ব্বাঙ্গ ভক্ষণ ॥৭
ক্ষণেক মূর্চ্ছিত হয়ে ক্ষণে জীঞা উঠে।
দুঃখ ভয় পাঞা অঙ্গ করে ছট ফটে ॥৮
কটু তিক্ত অম্বল মায়ের অন্ন পানে।
তাহার পরশে ক্ষণে ত্যজয়ে পরাণে ॥৯
আঁউলে বেষ্টিত চারি দিগ অন্তপাশ ॥
নড়িতে না পারে শিশু দেখিয়া তরাশ ॥১০
পৃষ্ঠ গলা ভগন উদরে শির ধরি।
এইরূপে শিশু নানা দুঃখ ভোগ করে ॥১১
দৈবযোগে যদি জ্ঞান হয় সাত মাসে।
শত শত জনম স্মঙরে ভাগ্যবশে ॥১২
এদিগে ওদিগে চালে প্রসব মারুতে।
বৈয়াকুল শিশু কিছু না পারে করিতে ॥১৩
জানিঞা ভজয়ে তবে প্রভু নরহরি।
নানা স্তুতি করে জীব শিরে কর ধরি ॥১৪
নম নম দেব দেব প্রভু নারায়ণ।
জানিঞা পশিনু দুই চরণে শরণ ॥১৫
না ভজিয়া প্রভু দুই চরণ তোমার।
এই গর্ভবাস দুঃখ পায় বারে বার ॥১৬
সংসারে পতিত জীব স্বকর্ম্ম বন্ধনে।
মায়াবলে দুঃখভোগ করে স্থানে স্থানে ॥১৭
সুখ দুঃখ রহিত কেবল জ্ঞানময়।
আনন্দে বিহরে হরি জীবের হৃদয় ॥১৮
নমো নমো প্রাণনাথ চরণে তোমার।
গর্ভবাস দুঃখ যেন নহে আরবার ॥১৯

চরাচর শরীরে বৈসয়ে হৃষীকেশ।
নির্গুণ নির্লেপ তবু নাহি পরবেশ ॥২০
চরণপঙ্কজ তাঁর না ভজিনু হেনে।
তেকারণে মজি আমি উদর কুহরে ॥২১
বারেক প্রভুর যদি মোরে দয়া হয়।
দুর্গত পাতকী তবে পরিত্রাণ পায় ॥২২
তোমার সেবক তার নাহিক জনম।
জন্মিলে ধরয়ে নাম পতিতপাবন ॥২৩
এই হৈতে বহু মোর গর্ভবাস দুঃখ।
জনমিয়া না দেখিব আর মায়া মুখ ॥ ২৪
এথাই থাকিয়া মুক্তি করিব দর্শন।
ভকতি করিয়া দৃঢ় ভজো নারায়ণ ॥২৫
তবে সে করিব হরি দয়া পরকাশ।
গর্ভবাস খণ্ডিব ছুটিব মায়াপাশ ॥২৬
দশ মাস অবধি স্তুতি এইরূপে করে।
প্রসূত মারুত তবে প্রবেশে উদরে ॥২৭
বাহিরে ঠেলিয়া ফেলে অধোমুখ করি।
তিলেকে পাসরে সব ভূমিতলে পড়ি ॥২৮
ভূমিতে পড়িয়া শিশু হরয়ে চেতনে।
বন্ধুগণ মিলি শিশু জীয়ায় যতনে ॥২৯
ক্ষণে শিশু বিষ্ঠা মূত্রে শরীর লোটায়।
ক্ষণে কৃমি কীট মশকে বেড়ি খায় ॥৩০
হস্ত পাদ আছাড়িয়া কান্দে অনুক্ষণ।
বলিতে করিতে নারে না জানে মরম ॥৩১
বন্ধুগণ জানি তার দুঃখের কারণ।
নানা পরকারে দুঃখ করে বিমোচন ॥৩২
ডাকিনী যোগিনী হয় ভূত অধিষ্ঠান।
নানা রোগ নিবারিয়া রাখয়ে পরাণ ॥৩৩
এইরূপ দুঃখ ভোগ করে শিশুকালে।
যৌবন বিষয় আসি হয়েত ব্যাকুলে ॥৩৪
হরিব পরের বিত্ত পশু গৃহদ্বার।
দিনে দিনে কাম লোভ বাড়ে অহঙ্কার ॥৩৫
বিরোধ কন্দল যুদ্ধ করে জনে জনে।
পরদুঃখ কারে বলে চিত্তেও না জানে ॥৩৬
পঞ্চভূত রচিত আপন ভিন্ন কার।
আপন শরীর বলি কুমতি দঢ়ায় ॥৩৭
করিয়া আপন বুদ্ধি অসত্য শরীরে।
হতবুদ্ধি পরহিংসা পরপীড়া করে ॥৩৮

কর্ম্মদোষে সাধু সঙ্গ না কৈল বিচার।
তে কারণে ভজে জীব নানা দুঃখভার ॥৩৯
সাধু সঙ্গে হয়ে সব চিত্ত পরসন্ন।
কর্ম্মদোষ হৈতে যদি কুসঙ্গ মিলন ॥৪০
পূরবে যেরূপ ছিল কুমতি যাহার।
সেইরূপ হয় পুন কুমতি তাহার ॥৪১
সত্য শৌচ দয়া লজ্জা যশ দান ক্ষমা।
কুসঙ্গে সকল বুদ্ধি হরয়ে মহিমা ॥৪২
স্ত্রীর রত স্ত্রীর অধীন সেই মূঢ়জনে।
এসব অসাধু সঙ্গ ছাড়িব যতনে ॥৪৩
আহার শৃঙ্গার সঙ্গে জানিল বিশেষে।
নহিল কুসঙ্গ সঙ্গ এই সব দোষে ॥৪৪
ব্রহ্মা হঞা স্ত্রীর সঙ্গে হৈলা বিমোহিত।
অনেক মহিমা তাহে এ কোন বিচিত্র ॥৪৫
সতত যতন করি কুসঙ্গ ছাড়িব।
ভকতজনের সঙ্গ যতনে করিব ॥৪৬
ভকতজনের সঙ্গে বাড়য়ে ভকতি।
ভববিমোচন হয় বিষ্ণুপদে গতি ॥৪৭
ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধু রসগান ॥৪৮

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে
সপ্তমোধ্যায়ঃ ॥৭॥

পিতৃগণ ভজে যদি পিতৃলোক জায়।
যে দেব যে ভজে সেই সেই গতি পায় ॥১
নানা দুঃখ তপ যজ্ঞ করে ব্রতদান।
কর্ম্ম ফল বিনে কভু না দেখি যে আন ॥২
সর্ব্ব কর্ম্ম করে কিবা সর্ব্বদেব পূজে।
সর্ব্ব যজ্ঞ করি যদি সর্ব্বদেব ভজে ॥৩
তবু ভাব না ঘুচয়ে ভব অন্ধকার।
কৃষ্ণ না ভজিলে কভু সংসার নহে পার ॥৪
পরম পুরুষ ব্রহ্মব্রত সত্যময়।
সভার হৃদয়ে বৈসে প্রভু সর্ব্বাশ্রয় ॥৫
সর্ব্বভাবে লহ মাতা তাহার শরণ।
তবে সে দেখি যে মাতা ভববিমোচন ॥৬
গৃহরসে গৃহে যার নিবদ্ধ হৃদয়।
পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ করে অতিশয় ॥৭

মধুরিপুচরিত্র পবিত্র দিব্য গাথা।
শুনিতে সন্তোষ যার নাহি হরিকথা ॥৮
কৃষ্ণকথা শ্রবণে যার সন্তোষ বাড়য়।
শূকর সদৃশ তাকে জানিহ নিশ্চয় ॥৯
দেবময় পিতৃময় হরি সর্ব্বময়।
হরি বিনা বলিতে জগতে কিছু নয় ॥১০
সর্ব্বরূপ ধরে হরি সর্ব্বলোকপতি।
হরি সে দিবারে পারে সুখ মোক্ষ গতি ॥১১
এতেক জানিঞা ভজ শ্রীহরিচরণ।
সর্ব্বভাবে লহ মাতা গোবিন্দ শরণ ॥১২
কহিল তোমারে মাতা এই তবে কথা।
গোবিন্দ শরণ লঞা রহ যথা তথা ॥১৩
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে এই মাত্র ভেদ।
জ্ঞান হৈলে হয় তবে ভববন্ধ ছেদ ॥১৪
ভক্তি হৈলে হয় কৃষ্ণ ভকত অধীন।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে এই মাত্র ভিন ॥১৫
চারি ভেদে ভক্তিযোগ কহিল জননী।
ভকতি করিয়া তুমি ভজ চক্রপাণি ॥১৬
উপদেশ না করাইহ খলমতি জনে।
ধর্ম্মধ্বজী হয় যেবা হয় মতিহীনে ॥১৭
গৃহে যার চিত্তবদ্ধ হয় অতিশয়।
ভকতজনের দ্বেষ যেজন করয় ॥১৮
শ্রদ্ধা ভক্তিহীন যেই জন দুরাচারে।
কদাচিত উপদেশ না করাইহ তারে ॥১৯
সর্ব্ব জীবহিত-রত ভকত সুধীরে।
বিষয় বৈরাগ্য যার মীলয়ে শরীরে ॥২০
দম্ভমান মদ হিংসা না দেখি যে যার।
না দেখ যাহার কাম ক্রোধ অহঙ্কার ॥২১
উপদেশ করাইহ এসব মহাজনে।
ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ কহিল নিরূপণে ॥২২
যেবা কহে যেবা শুনে এ সব কথন।
বৈকুণ্ঠে তাহার বাস ভববিমোচন ॥২৩
ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরসগান ॥২৪
ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোধ্যায়ঃ ॥৮॥

পুত্রের বচন শুনি কপিলের মাতা।
মহাজনে সকল ছাড়িল দুপতিতা ॥১
পুনঃ পুনঃ চরণে করিয়া দণ্ড নতি।
করজোড়ে স্তুতি কিছু করে দেবহূতি ॥২
যার নাভি পদ্মে উপজিলা প্রজাপতি।
যাহা হৈতে চরাচর বিশ্ব উতপতি ॥৩
অখিল ভুবননাথ হেন নারায়ণ।
জঠরে জনম মোর না বুঝি কারণ ॥৪
যার নাম শ্রবণ করয়ে স্মরণ।
যদি বা চণ্ডালজনে করয়ে কীর্ত্তন ॥৫
চণ্ডাল জনম দোষ হরে সেইক্ষণে।
কি বলিব সাক্ষাৎ তাঁহার দরশনে ॥৬
যাহার জিহ্বায় নাম বৈসয়ে তোমার।
জানিব সভার শ্রেষ্ঠ যদি বা চণ্ডাল ॥৭
সর্ব্ব তপ সর্ব্ব যজ্ঞ সর্ব্ব তীর্থে স্নান।
সর্ব্বদেব পূজিল সেই সে মতিমান ॥৮
কত দূর স্থান ছাড়ি দিলেন সাগর।
তথাতে রহিলা তবে মুনি যোগেশ্বর ॥৯
পুত্রমুখে তত্ত্বকথা শুনি দেবহূতি।
ভজিল মুকুন্দপদ করিয়া ভকতি ॥১০
সর্ব্বভাবে নিল যদি গোবিন্দ শরণ।
চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী ছুটিল বন্ধন ॥১১
যেবা কহে যেবা শুনে কপিলচরিত্র।
পুণ্যকর পাপহর পরম পবিত্র ॥১২
হরিপদে হয় তার ভকতি উদয়।
বিষ্ণুপদে মতি তার খণ্ডে ভবভয় ॥১৩
ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতী।
শুনিলে ত্বরিত হয়ে বিষ্ণুপদে গতি ॥১৪
কহিল তৃতীয় স্কন্ধ চরিত্র অমৃত।
পদে পদে ভক্তি যাহে জ্ঞানসম্বলিত ॥১৫
যেবা শুনে শুনায় কপিলযোগকথা।
অভদ্রের দহন মুকুন্দগুণ গাঁথা ॥১৬
বৈকুণ্ঠে বসতি তাঁর ভববন্ধ ছেদ।
নহিব সংসারে আর গতাগতি খেদ ॥১৭
গদাধর পদযুগ এই সে ভরসা।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাসা ॥১৮
চৈতন্য পদারবিন্দ মকরন্দ রসে।
প্রেমতরঙ্গিণী কহি মুদিত মানসে ॥১৯
ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে নবমোধ্যায়ঃ ॥৯॥

তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।

আকূতি যাহার নাম মনুর দুহিতা।
সত্যবতী পতিব্রতা রুচির বনিতা ॥১
তাঁহার উদরে হৈল যজ্ঞ অবতার।
দক্ষিণা লক্ষ্মীর অংশে বিদিত সংসার ॥২
মরীচি মুনির পুত্র কশ্যপ জন্মিল।
যাহার অপত্য সৃষ্টি জগৎ পুরিল ॥৩
ব্রহ্মার বচনে অত্রি মুনি যোগেশ্বর।
করিল পরম তপ শতেক বৎসর ॥৪
এক পায়ে রহে বায়ু করিয়া রোধন।
ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটিয়া উঠিল হুতাশন ॥৫
হেনকালে আইলা বিষ্ণু ব্রহ্মা মহেশ্বর।
তিন দেব দিল তারে তিন পুত্র বর ॥৬
তিন অংশে তিন পুত্র হইবে তোমার।
তোমার নির্ম্মল যশ ঘুষিবে সংসার ॥৭
এতেক বলিয়া তাঁরা কৈল অন্তর্দ্ধান।
অনুসূয়া সনে মুনি আইলা নিজ স্থান ॥৮
বিরিঞ্চির অংশে পুত্র হৈল শশধর।
শিব অংশে দুর্ব্বাসা জন্মিলা মুনিবর ॥৯
বিষ্ণু অংশে দত্ত নামে হইল কুমার।
প্রসঙ্গে কহিল দত্তাত্রের অবতার ॥১০
অঙ্গিরা মুনির দুই জন্মিল তনয়।
উতথ্য মুনি বৃহস্পতি মহাশয় ॥১১
জন্মিল অগস্ত্য মুনি পুলস্ত্য কুমার।
কনিষ্ঠ বিশ্রবা নাম বিদিত সংসার ॥১২
বিশ্রবার তিন পুত্র হৈল মহাবল।
এক পক্ষে জন্মিল কুবের ধনেশ্বর ॥১৩
আর পক্ষে জন্মিল রাবণ কুম্ভকর্ণ।
নিজ ভুজে আচ্ছাদিল তিন লোক ধর্ম্ম ॥১৪
এইরূপে নব ঋষির অপত্য বিস্তার।
একে একে কহিল সকল ধর্ম্ম সার ॥১৫
মূর্ত্তি নামে দক্ষের সুতা ধর্ম্মের ঘরণী।
তার ঘরে অবতার করে চক্রপাণি ॥১৬
নরনারায়ণরূপে কৈল অবতার।
বদরিকাশ্রমে তপ করেন প্রচার ॥১৭
যেরূপে জন্মিল দক্ষ-শঙ্করবিবাদ।
দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ আর সতীদেহত্যাগ ॥১৮
কহিল বিদুর তার যত বিবরণ।
সাবধানে শুন তুমি কৃষ্ণে ধরি মন ॥১৯

প্রসূতি মনুর কন্যা মহাগুণবতী।
শুভকালে বিভা কৈল দক্ষ প্রজাপতি ॥২০
জন্মিল ষোড়শ কন্যা তাহার উদরে।
ত্রয়োদশ কন্যা দিল ধর্ম্মরাজতরে ॥২১
এক কন্যা বিভা দিল অগ্নি সন্নিধানে।
পিতৃগণে কৈল তার এক কন্যাদানে ॥২২
আর এক কন্যা দিল শঙ্করের তরে।
সতী নামে গুণবতী বিদিত সংসারে ॥২৩
পতিসেবা করে দেবী সতী পতিব্রতা।
বাপের দুর্ম্মতি দেখি পরম দুঃখিতা ॥২৪
শিবদেবে দেখিয়া বাপের অপরাধ।
যোগবলে কৈল সতী নিজ দেহত্যাগ ॥২৫
বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল মৈত্রের চরণে।
শঙ্করে দ্বেষ দক্ষ কৈল কি কারণে ॥২৬
পরম বৈষ্ণব শিব শান্ত কলেবর।
আত্মারাম বৈরিবিবর্জ্জিত মহেশ্বর ॥২৭
কেন দ্বেষ কৈল তাঁর দক্ষ প্রজাপতি।
জামাত্রি শ্বশুরে কেন বিবাদ দুর্গতি ॥২৮
শুনিঞা মৈত্রের মুনি বিদুরের বাণী।
কহিতে লাগিলা তবে পুরাণকাহিনী ॥২৯
প্রজাপতিগণে কৈল যজ্ঞ অনুবন্ধ।
দেবগণ আইলা তাহে করিয়া আনন্দ ॥৩০
সিদ্ধি মহাঋষিগণ মুনিগণ মেলি।
সনকাদি মুনি ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি ॥৩১
সগণে শঙ্কর দেব চলিলা তাহাতে।
সভে মেলি দেবগণ বসিলা সভাতে ॥৩২
হেনকালে গেলা তথা দক্ষ প্রজাপতি।
দশদিক্ প্রকাশিত যার অঙ্গজ্যোতি ॥৩৩
দক্ষ দেখি সভাসদ উঠিলা সম্ভ্রমে।
কুণ্ড হৈতে আগুনি উঠিল ভয় মনে ॥৩৪
সভাসদ্ মেলি দেখে উঠিয়া সত্বরে।
না উঠিলা সভে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে ॥৩৫
ব্রহ্মা বিষ্ণুকে প্রণাম কৈল দক্ষ প্রজাপতি।
আজ্ঞা পাঞা আসনে বসিলা মহামতি ॥৩৬
দেখিয়া শঙ্কর দেবে ক্রোধ করি মনে।
বলিতে লাগিলা দক্ষ আঘূর্ণিত নয়নে ॥৩৭
শুন শুন দেব মুনি ব্রহ্মা ঋষিগণ।
সভাসদে কহি কিছু সাধু বিবরণ ॥৩৮

ক্রোধে নাহি বলি আমি না বলি অজ্ঞানে।
সাধু জন ধর্ম্ম কহি সভা বিদ্যমানে ॥৩৯
হের দেখ শঙ্কর নির্লজ্জ দুরাচার।
দেববিনিন্দিত পথে কেবল সঞ্চার ॥৪০
ধর্ম্মপথনাশ নাম প্রকটলোচন।
শিষ্য হঞা করে তবে গুরু-বিলঙ্ঘন ॥৪১
অগ্নি বিপ্র সাক্ষী থুই দিল কন্যাদান।
শিষ্য হঞা করে এত বড় অবজ্ঞান ॥৪২
যাহা দেখি উঠিয়া করিয়ে নমস্কার।
বচনেও তাঁর কিনা করি পুরস্কার ॥৪৩
প্রেত ভূতগণযুত উনমত বেশ।
বাঘছাল পরিধান পিঙ্গল জটাকেশ ॥৪৪
ইচ্ছায় না দিল কন্যা বিধির ঘটনা।
দৈবযোগে হয় সাধুজন-বিড়ম্বনা ॥৪৫
ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গ অস্থি-মালাধরে।
শ্মশানে বসিয়া রহে হই দিগম্বরে ॥৪৬
নষ্টাচার পতিত পিশাচ সঙ্গে রহে।
দৈবযোগে সম্বন্ধ ঘটিল তার সহে ॥৪৭
এতেক বলিয়া দক্ষ জল নিল করে।
ক্রোধ করি দিল শাপ শঙ্করের তরে ॥৪৮
আজি হৈতে যজ্ঞভাগ না হৈব ইহার॥
দেবাধম হঞা যেন হয় দুরাচার ॥৪৯
এবোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল মহেশ্বর।
উঠিয়া চলিলা শিব না দিল উত্তর ॥৫০
নন্দী আদি করি যত শঙ্করের গণ।
ক্রোধ করি তারা সব কি বলে বচন ॥৫১
মানুষ শরীর পাই এত বড় গর্ব্ব।
ঈশ্বরের দ্রোহ করিবারে এত দর্প ॥৫২
শঙ্করের অপরাধে দক্ষ প্রজাপতি।
তত্ত্বজ্ঞান দূর হউক বাড়ুক কুমতি ॥৫৩
গৃহধর্ম্মে চিত্ত বদ্ধ হউ অতিশয়।
গ্রাম্য সুখে দক্ষ সদা নিবদ্ধ হৃদয় ॥৫৪
কর্ম্মপথে দক্ষের বাড়ুক অনুরাগ।
বেদপথ ছাড়ুক হউক দুঃখ ভাগ ॥৫৫
তত্ত্বজ্ঞান দূর হউ বাড়ুক পশুমতি ॥
ছাগমুখ হউক দক্ষ জাউক অধোগতি ॥৫৬
দক্ষ পক্ষ হঞা যে যে কৈল উপহাস।
শিব অপরাধে তার হউক মতি নাশ ॥৫৭
সর্ব্ব পক্ষ হউ তার দেহ গেহ মতি।
মাগিতে ভ্রমুক তারা হউক দুর্গতি ॥৫৮
এতেক বচন শুনি ভৃগু মহামুনি।
শিবের কিঙ্করে তবে বলে কোন বাণী ॥৫৯
শিবব্রত ধরে যেবা শিবের কিঙ্কর।
পাষণ্ড নিন্দিত তারা হউ নিরন্তর ॥৬০
নষ্টাচার হউ তারা জটাভস্মধারী।
সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজে যেন বেদপথ ছাড়ি ॥৬১
শিবের কিঙ্কর যেবা শিবদেব ভজে।
সেজন পাষণ্ড হউ সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজে ॥৬২
এত শাপ দিল যদি ভৃগু মুনীশ্বর।
নিশব্দ হইলা শিব না দিলা উত্তর ॥৬৩
যজ্ঞসমাধিয়া যত দেব মুনিগণে।
সভেই চলিয়া গেলা নিজ নিজ স্থানে ॥৬৪
যজ্ঞ সমাপন কৈল সহস্র বৎসরে।
পূর্ণা দিঞা গেলা দেব নিজ নিজ পুরে ॥৬৫
এইরূপে হর-দক্ষ বাড়িল বিবাদ।
রহিল বিস্তর কাল নহিল প্রসাদ ॥৬৬
এককালে দক্ষ আনি ব্রহ্মা সুরেশ্বরে।
মহা অভিষেক করি দিল দিব্য বরে ॥৬৭
প্রজাপতিগণ অধিপতি করি দিল।
তেকারণে দক্ষের অধিক দর্প হৈল ॥৬৮
বৃহস্পতি সম নাম কৈল যজ্ঞরাজ।
যাহাতে মিলিল আসি দেবের সমাজ ॥৬৯
ব্রহ্ম ঋষি দেব ঋষি যত পিতৃগণ।
সবাই দক্ষের যজ্ঞে হৈলা উপসন্ন ॥৭০
গগনে দেবতাগণ পত্নীগণ সহে।
দেখিয়া দক্ষের যজ্ঞ মিলিলা উৎসাহে ॥৭১
সিদ্ধগণ চলি যায় আকাশমণ্ডলে।
রথে রথে ঠেকা ঠেকি বাজে উতরোলে ॥৭২
দেবগণ সিদ্ধগণ জায় তরা তরি।
দিব্য রথে চলি জায় দেবতা সুন্দরী ॥৭৩
আকাশমণ্ডলে চলে দেবঋষিগণ।
শিব বিদ্যমানে সতী কি বোলে বচন ॥৭৪
দক্ষ প্রজাপতি নাথ তোমার শ্বশুর।
যজ্ঞ আরম্ভিল তিঁহো উৎসব প্রচুর ॥৭৫
সাদরে দেবতাগণ রথে চলি জায়।
হের দেখ আকাশে বিমানগণ ধায় ॥৭৬

সকল ভগিনীগণ যায় শূন্যপথে।
নিজ পতিগণ সঙ্গে চড়ি দিব্য রথে ॥৭৭
আজ্ঞা দেহ যদি নাথ ঝাট চলি জাই।
বাপের উৎসব যজ্ঞ সভে দেখি চাই ॥৭৮
চিরকালে বাপ মায় হয় দরশন।
ভগিনীগণের সনে করিব মিলন ॥৭৯
ভগিনী-ভগিনীপতি মিলিব উৎসবে।
একত্র বান্ধবগণ দেখিব যে সবে ॥৮০
যদি আজ্ঞা কর নাথ চল চলি জাই।
সকল বান্ধবগণ দেখি এক ঠাঁই ॥৮১
তোমার মায়াতে নাথ নিন্দিত সকল।
তুমি সর্ব্বলোকপতি তুমি মহেশ্বর ॥৮২
স্ত্রীজাতি আমি তত্ব কি জানিতে পারি।
কৃপা যদি কর নাথ ঝাট করি চলি ॥৮৩
দেখ নাথ সকল ভগিনীগণ রথে।
পতিগণ সঙ্গে করি জায় শূন্যপথে ॥ ৮৪
চল নাথ দেখি গিয়া আনন্দ মঙ্গল।
ঝাট করি দেখি গিঞা বান্ধব সকল ॥৮৫
যদি বোল জাচিয়া না জাই বন্ধুঘরে।
তথাপি বাপের ঘরে দোষ নাহি ধরে ॥৮৬
পরসন্ন হও নাথ বিলম্ব না কর।
বাপের উৎসব দেখি ঝাট করি চল ॥৮৭
এতেক বচন শিব শুনিঞা শ্রবণে।
স্মঙরি পূরব কথা হাসে মনে মনে ॥৮৮
তুমি যে কহিলে সতী সে নহে অন্যথা।
জাচিয়া জাইতে হয় উচিত সর্ব্বথা ॥৮৯
যদি আমা দেখিয়া দক্ষের নহে ক্রোধ।
যদি বা দক্ষের সনে না হয় বিরোধ ॥৯০
যদি কোন মতে নহে কিছু বিপরীত।
তবে সে আমার তথা যাইতে উচিত ॥৯১
তপবৃন্ত কুলে শীলে যার বাড়ে গর্ব্ব।
অসত্য শরীরে তার হয় মহাদর্প ॥৯২
দেব দ্বিজ গুরু করি নহে তার জ্ঞান।
পাশরে সকল ধর্ম্ম বাড়ে অভিমান ॥৯৩
তার ঘরে জাইতে উচিত নাহি হয়।
যে জন বান্ধব দেখি ক্রোধ করি রয় ॥৯৪
রিপুবাণে হয় যদি অঙ্গ জর জর।
তথাপি তাহাতে ব্যথা নহে এত বড় ॥৯৫

বন্ধুজন কুবচন-বাণ বরিষণে।
যেরূপে হৃদয়ে তাপ বাড়ে অনুক্ষণে ॥৯৬
বাপের প্রধান তুমি কন্যা গুণবতী।
তোমাকে অধিক প্রেম করে প্রজাপতি ॥৯৭
তবু তথা গেলে তুমি না পাবে সন্তোষ।
আমার বনিতা দেখি হইবে তার রোষ ॥৯৮
পাপে দৃঢ়মতি যার কুচ্ছিত হৃদয়।
সম্পদে বিষম গর্ব্ব বাড়ে অতিশয় ॥৯৯
ঈশ্বর নাই যে করে ঈশ্বরের দ্বেষ।
বৃথা যেন অসুরে হিংসয়ে হৃষীকেশ ॥১০০
যদি বোল তুমি কেন না কৈলে প্রণাম।
তার কথা কহি সতী তোমা বিদ্যমান ॥১০১
দেহ গেহ দেখিয়া যাহার অহঙ্কার।
বুধজনে তাহারে না করে নমস্কার ॥ ১০২
তাহার অন্তরে আছে প্রভু ভগবান।
চিত্তের ভিতরে তারে করিয়ে প্রণাম ॥১০৩
অসত্য শরীরে যার বাড়ে অহঙ্কার।
চিত্তের ভিতরে না করে নমস্কার ॥১০৪
বাসুদেব নাম সত্ব বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।
তাহাত পরম ব্রহ্ম বৈসে ভগবান ॥১০৫
সেই বাসুদেব নাম করিয়া চিন্তন।
শরীরে প্রণাম করি কোন প্রয়োজন ॥১০৬
প্রণাম না করি আমি এই সে কারণে।
না বুঝিয়া দক্ষ ক্রোধ কৈল অকারণে ॥১০৭
তুমি না জাইহ সতী দক্ষ দরশনে।
তার দুষ্টগণ না করিবে সম্ভাষণে ॥১০৮
কৌতুকে গেলাঙ আমি যজ্ঞ দেখিবারে।
তাহাতে ভর্ৎসিয়া আমা কৈল তিরস্কারে ॥১০৯
তুমি যদি আমার বচন পরিহরি।
বাপের মন্দিরে জাহ চিত্তে ক্রোধ করি ॥১১০
তবে সতী করিবে বিষম পরমাদ।
এ বোল বুঝিয়া বহ না কর বিবাদ ॥১১১
এ বোল বলিয়া শিব হৈলা নিশবদে।
মনে দুঃখ পাঞা সতী করে ছটফটে ॥১১২
পুর হৈতে বাহির বাহির হৈতে পুর।
আইসে জায়ে সতী দেবী মন জায় দূর ॥১১৩
আঁখি বহি পড়ে নীর সকল শরীরে।
লাজে ভয়ে সতী দেবী কিছুই না বলে ॥১১৪

কারে কিছু না বলিঞা ক্রোধ করি মনে।
চলিল বাপের ঘরে সজল নয়নে ॥১১৫
বুঝিঞা দেবীর মন শিব ত্রিলোচন।
পাঠাইঞা দেবীর পাছে দিল নিজগণ ॥১১৬
ধ্বজ ছত্র পতাকা চামর দিব্য বীণা।
চলিল দেবীর পাছে শত শত সেনা ॥১১৭
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ দুন্দুভি কোলাহল।
চৌদিগে পুরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥১১৮
উত্তরিলা গিয়া দেবী বাপের মন্দিরে।
দ্বিজগণ বেদ ঘোষে পুরিত অম্বরে ॥১১৯
পশুহিংসা বলিদান বিবিধ সম্ভার।
বহুবিধ ধাতুপাত্র কাঞ্চন অপার ॥ ১২০
হেন যজ্ঞ ঘরে দেবী কৈল পরবেশ।
কেহো না বোলয়ে তারে শিবে ধরি দ্বেষ ॥১২১
নয়নে না চাহে কেহ কিছুই না বলে।
সকল ভগিনীগণ পুছিল আদরে ॥১২২
মায়ে কোল দিঞা ঘরে আনিল দুহিতা।
আসনে বসাঞা মাতা কৈলে আলিঙ্গিতা ॥১২৩
মনে ক্রোধ করি সতী চৌদিগ্ নেহারে।
না দেখি শিবের ভাগ যজ্ঞের ভিতরে ॥১২৪
বাপের দুর্নীত দেখি শিবে অবজ্ঞান।
অন্তরে জানিল সতী পাইঞা অপমান ॥১২৫
শিব শিব এত বড় দেখিল দুর্নীত।
মুনির সমাজে হয় হেন বিপরীত ॥১২৬
এ সব ব্রাহ্মণ করে যজ্ঞধূমপান।
এই অহঙ্কারে করে শিবে অবজ্ঞান ॥১২৭
যার সম ত্রিভুবনে নাহি অতিশয়।
সকল জগৎগুরু পিতা সর্ব্বময় ॥১২৮
যার বৈরিভাব নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
হেন শঙ্করের দ্বেষ করে দ্বিজগণে ॥১১৯
কোন কোন দুষ্ট জন গুণে দোষ ধরে।
সাধুজনে অল্প গুণ সেহ বড় করে ॥১৩০
অসত্য শরীরে যে আপন করি মানে।
হিংসা বুদ্ধি হয় তার সাধু মহাজনে ॥১৩১
মহাজননিন্দিত এ কোন তার কাজ।
কুসঙ্গ সংযোগে নাহি যার ভয় লাজ ॥১৩২
শিব হেন নাম যার এ দুই অক্ষর।
সর্ব্ব পাপ হরি নামে জগৎ মঙ্গল ॥১৩৩
শিবনাম কীর্ত্তনে সংসার দুঃখ হরে।
হেন শঙ্করের দ্বেষ দ্বিজগণ করে ॥১৩৪
হেন শঙ্করের সনে বাপের বিবাদ।
তাঁহার দুহিতা আমি এ বড় প্রমাদ ॥১৩৫
ব্রহ্মা আদি দেব যার তত্ত্ব নাহি জানে।
হেন শঙ্করের হিংসা করে দ্বিজগণে ॥১৩৬
জটা ভস্ম ধরে শিরে বাঘছাল পরে।
প্রেত ভূত পিশাচ ডাকিনী সঙ্গে বুলে ॥১৩৭
এ সব শিবের দোষ আনে নাহি জানে।
সবে দোষ জানে এই যজ্ঞের ব্রাহ্মণে ॥১৩৮
মহাজন নিন্দা যথা শুনি নিজ কাণে।
রাম রাম বলিয়া চলিব তথা হনে ॥১৩৯
যদি পারি তবে জিহ্বা কাটিয়া ফেলিব।
নহে বা আপন প্রাণ আপনে ছাড়িব ॥১৪০
হৈথা আসি শিবনিন্দা শুনিলুঁ শ্রবণে।
যজ্ঞভাগী নহে শিব দেখিলুঁ নয়নে ॥১৪১
হেন দক্ষ হৈতে মোর উৎপন্ন কায়।
এ দেহ রাখিতে মোরে উচিত না হয় ॥১৪২
লোভে যদি অনেক গরিষ্ঠ ভোজন করি।
সেই অন্ন পাছে যদি উগারিয়া ফেলি ॥১৪৩
তবে পাছে পরিণামে সেই ভাল হয়।
এদেহ রাখিতে আর উচিত না হয় ॥১৪৪
বেদবাদে রত মতি নহে মহাজন।
নিজ ধর্ম্ম থাকে করে স্বধর্ম্ম রক্ষণ ॥১৪৫
প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বেদমুখে শুনি।
নিবৃত্তি লক্ষণ কর্ম্ম সেহ বেদবাণী ॥১৪৬
এক কর্ত্তা দুই কর্ম্মে নহে অধিকারী।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মপথে ফল নাহি ধরি ॥১৪৭
এদেহ রাখিয়া কিছু ফল নাহি আর।
ভজিতে শঙ্কর দেব নাহি অধিকার ॥১৪৮
এ দেহ রাখিয়া মোর নাহি প্রয়োজন।
এ বড় কুচ্ছিত মোর কুযোনিজনম ॥১৪৯
এ বোল বলিয়া দেবী বসিলা ধেয়ানে।
যোগপথে কৈল দেবী চিত্ত সমাধানে ॥১৫০
শিবচরণারবিন্দ হৃদয়ে ধরিয়া।
যোগপথে নিজ দেহ আগুনি জ্বালিয়া ॥১৫১
শরীর পোড়াইয়া দেবী শিবলোক গেল।
তিনলোকে হাহাকার শবদ উঠিল ॥ ১৫২

কোন্ মনে সতী দেবী কৈল অবজ্ঞান।
কোন্ বাক্য কে বলিল কৈল অপমান ॥১৫৩
সতীদেবী শরীর ছাড়িল কি কারণে।
এইরূপে নানা বাণী বলে সর্ব্বজনে ॥১৫৪
হেনকালে শঙ্করের পারিষদগণ।
সাক্ষাৎ দেখিল সতীদেবীর মরণ ॥১৫৫
অস্ত্র তুলি ধাইল তারা মারিবার তরে।
হেনকালে ভৃগুমুনি কোন যুক্তি করে ॥১৫৬
যেই মাত্র কুণ্ডে হোম কৈল মুনিবর।
কুণ্ড হৈতে দৈত্যগণ উঠিল সত্বর ॥১৫৭
মহাভয়ঙ্কর তারা দিব্য অস্ত্র ধরে।
দুইগণে সংগ্রাম বাজিল ক্ষিতিতলে ॥১৫৮
শিবগণে ব্রহ্মতেজ সহিতে না পারি।
চৌদিগ পলাঞা গেল ভয়ে রণ ছাড়ি ॥১৫৯
শিবদেবে দক্ষ করিল অবজ্ঞান।
সতী দেবী দেহ তাজি গেলা নিজস্থান ॥১৬০
ভয়ে রণ তাজি নিজ গণের পলান।
শুনিলা নারদমুখে শিব ভগবান ॥১৬১
ক্রোধ করি শিবদেব উঠিলা সত্বরে।
দন্তে দন্তে পিষিয়া ছিঁড়িল জটাভারে ॥১৬২
তড়িত বরণ ছটা দেখি ভয়ঙ্কর।
তাহা হৈতে উঠিল পুরুষ ঘোরতর ॥১৬৩
শিরে পরশিল বীর গগনমণ্ডল।
তিন গোটা আঁখি যেন তিন দিনকর ॥১৬৪
অলন্ত আগুনি যেন বিকট দশন।
বিশাল সহস্র ভুজ ঘোর দরশন ॥১৬৫
নানা অস্ত্র করে ধরে মুণ্ডমালা গলে।
শিরে কর জুড়িয়া শিবের আগে বলে ॥১৬৬
আজ্ঞা কর কি নাশ করিব আরাধন।
শিবদেব বলে শুন আমার বচন ॥১৬৭
সগণ মারিয়া আইস দক্ষ দুরাচার।
যজ্ঞভঙ্গ কর তাঁর কুলের সংহার ॥১৬৮
গণের প্রধান তুমি নিজ অংশধর।
আমার বচনে তুমি শীঘ্র করি চল ॥১৬৯
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া পুরুষ ঘোরতর।
প্রণাম করিয়া বীর চলিল সত্বর ॥১৭০
রুদ্র পারিষদগণ ধাইল তার পাছে।
মহারব করিয়া বেড়িল চারি পাশে ॥১৭১
দেখিয়া উত্তরদিগে ধূলা অন্ধকার।
দক্ষপুরে শব্দ উঠিল হাহাকার ॥১৭২
চিন্তিতে লাগিলা দক্ষ যতেক ব্রাহ্মণ।
আকাশে উঠিল ধূলা এ কোন কারণ ॥১৭৩
নাহি ঝড় উৎপাত দুইজন ভয়।
অরাজক রাজ্য নহে দেখি পরিণয় ॥১৭৪
কোন্ দোষে কৈল দক্ষ সতী অবজ্ঞান।
পরমাদ ফলে হেন করি অনুমান ॥১৭৫
অন্তকালে যে শিব মিলিয়া জটাভারে।
দিগ্‌গজ বিন্ধিঞা শূলে করয়ে সংহারে ॥১৭৬
যার ক্রোধ আননে ব্রহ্মাণ্ডকোটী দহে।
হেন দক্ষ বিবাদ বাড়াইল তার সহে ॥১৭৭
এইরূপে বোলাবুলি করে সর্ব্বজনে।
হেনকালে আসিয়া বেড়িল রুদ্রগণে ॥১৭৮
কেহো ঘর ভাঙ্গে কেহো প্রাচীর দুয়ার।
কেহো সভা ঘর ভাঙ্গে রন্ধন আগার ॥১৭৯
কেহো কেহো কুণ্ড ভাঙ্গি আগুনি নিভায়।
কেহো যজ্ঞপাট ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলায় ॥১৮০
কুণ্ডের উপরে কেহ ছাড়ে মল মূত্র।
দ্বিজগণে বান্ধি কেহ ছিঁড়ে যজ্ঞসূত্র ॥১৮১
কেহো নারীগণ ধরি করে বিড়ম্বন।
কেহো আনি বান্ধিয়া ফেলায় মুনিগণ ॥১৮২
দেবগণ পলায়ে বান্ধিয়া কেহো আনে।
ভৃগুমুনি বান্ধিয়া আনয়ে মতিমানে ॥১৮৩
বীরভদ্র বীরে রোষে দক্ষ প্রজাপতি।
চণ্ড সে বান্ধিয়া করে পূষার দুর্গতি ॥১৮৪
নন্দীশ্বর ভগদেব বান্ধি লঞা আইসে।
চৌদিগে ভরিয়া দেব পলায় তরাসে ॥১৮৫
যে দাড়ি দেখাইয়া ভৃগু হাসিল তখনে।
সে দাড়ি মুড়াঞা তাঁর কৈল অপমানে ॥১৮৬
যেই দন্ত দেখাইয়া পূষণে হাসিল।
ভূমেতে ফেলিয়া তার দন্ত উপাড়িল ॥১৮৭
ভগদেব যে আঁখি দেখাইয়া দিল ঠার।
ভূমেতে ফেলিয়া আখি উপাড়িল তার ॥১৮৮
চাপিয়া ধরিল দক্ষে ভূমে পেলাইয়া।
খরসান খড়্গে মাথা ফেলিল কাটিয়া ॥১৮৯
কাটিতে না গেল কাটা চিন্তে মহেশ্বর ?
সংগোপন যোগ চিন্ত মনের ভিতর ॥১৯০

কাটিল দক্ষের মাথা সেই যোগবলে।
সাধু সাধু শব্দ উঠিল ক্ষিতিতলে ॥১৯১
দক্ষ শির তুলিল যজ্ঞের হুতাশনে।
হাহাকার শব্দ উঠিল দক্ষগণে ॥১৯২
দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হৈল দক্ষের মরণ।
প্রাণ লঞা দেবপুরে গেলা সুরগণ ॥১৯৩
ছিন্ন ভিন্ন হঞা দেব পলায় তরাসে।
তা দেখিয়া রুদ্রগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসে ॥১৯৪
দেব মুনিগণে বোলে না দেখি নিস্তার।
কিরূপে তরিব তারা করে প্রতিকার ॥১৯৫
ব্রহ্মাকে জানাইল গিঞা করিয়া প্রণাম।
শুনিয়া বিরিঞ্চি দেব কৈল প্রণিধান ॥১৯৬
ব্রহ্মা নারায়ণ স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনিঞা সে জগন্নাথ কি বোলে বচন ॥১৯৭
মহাজন অপরাধে না হয় কল্যাণ।
তুমি সব দেব শিরে কৈলে অবজ্ঞান ॥১৯৮
ত্রিজগৎ নাথ শিব লোকমহেশ্বর।
তার ঠাঞি অপরাধে না দেখি কুশল ॥১৯৯
সভে মেলি করি গিয়া শিব আরাধন।
ভজিলে এখন শিব হইব প্রসন্ন ॥২০০
চরণ ভজিলে মাত্র করিব প্রসাদ।
ভজিলে শঙ্করদেব ঘুচিব বিষাদ ॥২০১
মরম ভেদিলে তাঁর দক্ষ কুবচনে।
প্রিয়াহীন শঙ্করের কর আরাধনে ॥২০২
আমি নারায়ণ যার তত্ত্ব নাহি জানি।
ব্রহ্মায় না জানে তত্ত্ব কিবা সুরমুনি ॥২০৩
হেন শিবদেবে আছে কি আর উপায়।
ভজিলে করিব কৃপা এই মনে ভায় ॥২০৪
এ বোল বলিয়া হরি লঞা সুরগণ।
ব্রহ্মা লঞা আপনে চলিলা নারায়ণ ॥২০৫
কৈলাস পর্ব্বতে যথা শঙ্করের স্থান।
আপনে চলিয়া তথা গেলা ভগবান ॥২০৬
কিন্নর গন্ধর্ব্ব যক্ষ অপ্সরাবেষ্টিত।
নানা মুনি শৃঙ্গগণ দেখিতে শোভিত ॥২০৭
নানা দ্রুম লতা মণি ভ্রমর ঝঙ্কার।
নানা মণিময় পথ বিমল সঞ্চার ॥২০৮
সিদ্ধগণ বৈসে তথা মহা ঋষিগণ।
ময়ূর শবদ শুক কোকিল ভাষণ ॥২০৯
বিবিধ বিহগ মৃগ খগ বিরাজিত।
পারিজাত মন্দার সরল সুশোভিত ॥২১০
তাল তমাল শাল চূত কোবিদার।
নাগ পুন্নাগ নীপ কুন্দালি পিয়াল ॥২১১
মালতী মাধবী জাতি মল্লিকা মণ্ডিত।
রাজপূগ বীজপূর অতি সুশোভিত ॥২১২
কুন্দ কুরব নীপ মধুর বকুল।
ভূর্জ্জুস কুবজ বট চম্পক সংকুল ॥২১৩
কুমুদ কহ্লার শতপত্র উৎপল।
বিবিধ কমল যুত দিঘী সরোবর ॥২১৪
মৃগ শাখামৃগ সিংহ মত্ত মাতঙ্গ।
শরভ মহিষ খগ দেখিতে সুরঙ্গ ॥২১৫
পুণ্য নদী পুণ্য তরু পুণ্য উপবন।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল সব সুরগণ ॥২১৬
শিবের অলকাপুরী কৈলাস পর্ব্বতে।
দেবগণ আসিয়া দেখিল হরষিতে ॥২১৭
সৌগন্ধিক বন তাহে সুরম্য মধুর।
শুক পিক বিহগ নাদিত ভৃঙ্গকুল ॥২১৮
কুসুমিত দ্রুমজাল পুণ্যলতাবলি।
সুরবধূ কেলি করে পুণ্যজন নারী ॥২১৯
বিদ্রুম রচিত তট দীঘি সরোবর।
কুসুম আমোদ বন পবন শীতল ॥২২০
তার মাঝে এক মহা বট মনোহর।
শতেক যোজন গাছ দীঘল প্রসর ॥২২১
বিবিধ সন্তাপ তথা নাহি জরা ভয়।
পুণ্য গন্ধ আমোদিত পবন সঞ্চয় ॥২২২
তার তলে শিবদেব শান্ত কলেবর।
চৌদিগে বেড়িয়া আছে গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥২২৩
উপাসনা করে সিদ্ধ যোগী মুনিগণ।
সনকাদি নারদাদি করয়ে স্তবন ॥২২৪
দেবগণ দেখিল শঙ্কর মহেশ্বরে।
ত্বরাত্বরি করজোড়ি শিবের উপরে ॥২২৫
প্রণাম করিয়া দেব শিবের চরণে।
স্তুতি করে সুরগণ হরষিত মনে ॥২২৬
স্তুতি করে নারায়ণ ব্রহ্মা সুরপতি।
দেবগণ স্তুতি করে করিয়া ভকতি ॥২২৭
তুষ্ট হঞা শিবদেব কি বোলে বচন।
বর মাগ কোন বর দিব সুরগণ ॥২২৮

শিবের বচন শুনি সুরগণ মেলি।
বর মাগে সুরগণ করজোড় করি ॥২২৯
যজ্ঞ রক্ষা কর দেহ দক্ষপ্রাণদান।
জিয়াইয়া দেবগণ কর পরিত্রাণ ॥২৩০
যজ্ঞভাগ তোমারে না দিল সুরগণে।
যজ্ঞভঙ্গ তুমি প্রভু কৈলে সেকারণে ॥২৩১
দ্বিজগণে প্রাণদান দেহ একবার।
দুই আঁখি দিঞা কর ভগ প্রতিকার ॥২৩২
ভৃগুর উঠক দাড়ি পূষার দশন।
প্রাণদান দিঞা দেব কর বিমোচন ॥২৩৩
যজ্ঞভাগ তোমার রহিল সর্ব্বকাল।
যজ্ঞ রক্ষা করি কর দক্ষের উদ্ধার ॥২৩৪
দেবের বচন শুনি হর মহেশ্বর।
তুষ্ট হঞা দেবগণে কি বোলে উত্তর ॥২৩৫
দক্ষ আদি দ্বিজগণ ছাওয়াল সমান।
দেব মায়াবিমোহিত মূর্খ অজ্ঞান ॥২৩৬
তা সভার অপরাধে ক্রোধ নাহি করি।
দুষ্ট দোষ নিবারিতে খল দণ্ড ধরি ॥২৩৭
ছাগমুখ হক্ দক্ষ এই দিল বর।
মৃগীর লোচনে ভগ দেখিবে সকল ॥২৩৮
নহিবে পূষার দন্ত ভক্ষিবে পিঠালি।
দেবগণ রহে যেন কাটা অঙ্গ ধরি ॥২৩৯
ছাগলের দাড়ি যেন ভৃগুমুনি ধরে।
এই বর দিল দেব চল সুরপুরে ॥২৪০
শিবের বচন শুনি যত দেবগণে।
শিব আজ্ঞা লঞা গেলা সেই যজ্ঞস্থানে ॥২৪১
ছাগলের মুণ্ড দিঞা দক্ষমুণ্ড জুড়ি।
জীয়াই তুলিল দক্ষ অভিষেক করি ॥২৪২
তবে দক্ষ উঠিয়া চিন্তিল মনে মনে।
শিবের সন্তোষ বুদ্ধি করিব কেমনে ॥২৪৩
শিবের মহিমা দেখি কম্পিত অন্তর।
স্তুতি ভক্তি করিয়া তুষিল মহেশ্বর ॥২৪৪
পুনরপি যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মার বচনে।
পূর্ণা দিঞা যজ্ঞ সমাপিল দ্বিজগণে ॥২৪৫
কুণ্ড হৈতে আপনে উঠিলা নারায়ণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥২৪৬
মুকুট কুণ্ডল হার হেম অলঙ্কার।
আসনে আসিয়া কৃষ্ণ কৈল অবতার ॥২৪৭
ব্রহ্মা আদি দেবগণে কৈল নানা স্তুতি।
তুষ্ট হঞা বর দিঞা গেলা সুরপতি ॥২৪৮
রুদ্রভাগ দিঞা দক্ষযজ্ঞ সমাপিল।
দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ কথা সংক্ষেপে কহিল ॥২৪৯
ধন্য পুণ্য পাপহর পরম পবিত্র।
কৃষ্ণগুণসম্বলিত শঙ্করচরিত্র ॥২৫০
যেবা শুনে শুনায় দুরিত রাশি হরে।
অন্তকালে তনু ত্যজি যায় বিষ্ণুপুরে ॥২৫১
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥২৫২

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দক্ষযজ্ঞভঙ্গ-
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

তবে আর কহিব বিদুর মতিমান।
একচিত্তে শুন তুমি হইয়া সাবধান ॥১
স্বায়ম্ভুব মনুর সে দুই পুত্র শ্রেষ্ঠ।
কনিষ্ঠ উত্তানপাদ প্রিয়ব্রত জ্যেষ্ঠ ॥২
উত্তানপাদের দুই আছিল বনিতা।
সুনীতি সুরুচি নামে জগৎ বিদিতা ॥৩
সুরুচি সুন্দরী হয় রাজার বল্লভা।
সুনীতি যাহার নাম সে হয় দুর্ভগা ॥৪
সুরুচি দেবীর হৈল উত্তম কুমার।
সুনীতির পুত্র ধ্রুব বিদিত সংসার ॥৫
একদিন নৃপসিংহ রাজসিংহাসনে।
উত্তমে করিয়া কোলে বসিলা আসনে ॥৬
হেনকালে ধ্রুব গেলা রাজসন্নিধানে।
ইচ্ছা কৈল উঠিতে বাপের সিংহাসনে ॥৭
ভর্ৎসিয়া সুরুচি বলে আরেরে ছাওয়াল।
রাজাসনে বসিতে তোমার অহঙ্কার ॥৮
নাহি কর যজ্ঞ তপ কৃষ্ণ আরাধন।
আমার উদরে তোমার নহিল জনম ॥৯
তবে কেনে ইচ্ছা কর এত বড় পদে।
হেন ভাগ্য নাহি কর চল নিশবদে ॥১০
এ বোল শুনিয়া রাজা হঞা হেটমাথা।
লাজে কিছু না বলিল মনে পাইল ব্যথা ॥১১
এতেক বচন শুনি ধ্রুব মতিমান।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা মায়ের সন্নিধান ॥১২

পুত্র পুত্র বলি ধাঞা আইল জননী।
কেন পুত্র কান্দ চক্ষের পড়ে পানি ॥১৩
কি কারণে কান্দ তুমি কে বলিল মন্দ।
তোমা সনে কাহার ছাওয়ালে কৈল দ্বন্দ্ব ॥১৪
তবে ধ্রুব কহিল সকল বিবরণ।
যে বলিল সৎমায় বিরূপ বচন ॥১৫
শুনিঞা দুঃখিত হৈল ধ্রুবের জননী।
পুত্রকে শান্তিয়া তবে বোলে কোন বাণী ॥১৬
সত্য সত্য বিমাতায় বলিল তোমারে।
পুণ্য বিনে নহে বাপু কোন অধিকারে ॥১৭
ভকতবৎসল হরি সর্ব্বফলদাতা।
অখিল জগৎ গুরু সর্ব্বলোকপিতা ॥১৮
ভক্তগণে চিন্তে যার উদ্দেশে চরণ।
সর্ব্বভাবে লহ বাপু তাঁহার শরণ ॥১৯
লক্ষ্মী যার পাদপদ্ম করয়ে ধেয়ান।
কমল ধরিয়া করে পূজে অবিরাম ॥২০
ব্রহ্মা আদি দেবে যার চিন্তয়ে চরণ।
হেন লক্ষ্মী করে যার চরণ সেবন ॥২১
উচ্চ পদে যদি বাঞ্ছা আছয়ে তোমার।
যদি বাপু ইচ্ছ তুমি বড় অধিকার ॥২২
তবে কৃষ্ণপাদপদ্ম কর আরাধন।
ত্রৈলোক্য-বন্দিত পদ দিবে নারায়ণ ॥২৩
যার পদ সেবি ব্রহ্মা পাইল ব্রহ্মপদ।
যাঁহার চরণ সেবি শিবের শিবত্ব ॥২৪
সে হরিচরণে বাপু করহ ভকতি।
জগত বন্দিতে পদ দিবে দিব্য গতি ॥২৫
ধ্রুব মহামতি শুনি এতেক বচন।
ধীরে ধীরে কৈল চিত্তে ক্রোধ নিবারণ ॥২৬
মায়েরে প্রণাম করি ধ্রুব গেল বনে।
নারদ আসিয়া পথে দিল দরশনে ॥২৭
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল তপোধন।
রাজার কুমার বনে চল কি কারণ ॥২৮
পঞ্চ বৎসরের তুমি রাজার কুমার।
মান অপমান কিবা তোমার বিচার ॥২৯
খেলার ছাওয়াল তুমি শিশু খেলা খেল।
মায়ের বচনে তুমি কেনে ক্রোধ কর ॥৩০
মান অপমান দিতে পারে নারায়ণ।
না জানিঞা ক্রোধ লোক করে অকারণ ॥৩১
যার উপদেশ দিল ভজিতে শ্রীহরি।
তোমার শকতি তাঁকে ভজিতে না পারি ॥৩২
অনেক জনম ধরি মহামুনিগণে।
চিন্তিতে না পায় যার চরণ সন্ধানে ॥৩৩
তপ যোগ সমাধি করিয়া নিরন্তরে।
যোগেন্দ্র না দেখে যার চরণকমলে ॥৩৪
একে শিশু আরে তুমি রাজার কুমার।
সে প্রভু ভজিতে কিবা শকতি তোমার ॥৩৫
এতেক বলিল যবে মুনি যোগেশ্বর।
প্রণাম করিয়া ধ্রুব দিলেন উত্তর ॥৩৬
নিশ্চয় জানিলুঁ হরি হৈলা পরসন্ন।
তে কারণে তোমা সঙ্গে হৈল দরশন ॥৩৭
যে কিছু কহিলে তুমি মোর হিত বাণী।
না বহে হৃদয় মোর দোষ দেন জানি ॥৩৮
মরম ভেদিল সৎমায়ের বচনে।
কেমতে করিতে পারি চিত্ত সমাধানে ॥৩৯
জগৎ-বন্দিত পদ নাহি দেখি আন।
হেন পদ ভজিতে মোর চিত্তে অনুমান ॥৪০
কোন পুণ্য কোন তপে সে পদ মিলয়।
হেন উপদেশ মোরে কহ দয়াময় ॥৪১
ধ্রুবের বচন শুনি মুনির প্রধান।
ধন্য ধন্য করি কৈল ধ্রুবের বাখান ॥৪২
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মিলয়ে তখনে।
সর্ব্বভাবে লই যদি গোবিন্দ শরণে ॥৪৩
ভজিলে সে হরি পারে আপনা দিবারে।
উচ্চপদ দিতে কোন বস্তুজ্ঞান তাঁরে ॥৪৪
সত্য উপদেশ কৈল তোমার জননী।
ভকতবৎসল হরি ভজ চক্রপাণি ॥৪৫
যমুনা পুলিনে পুণ্য আছে মধুবন।
চল তথা গিয়া কর শ্রীহরিভজন ॥৪৬
ত্রিকাল করিয়া স্নান যমুনার জলে।
ত্রিকাল পূজিহ হরি দিব্য ফল ফুলে ॥৪৭
ধূপ দীপ নানা নৈবেদ্য উপহারে।
বিবিধ বিধানে পূজ দিনে তিনবারে ॥৪৮
ভূতশুদ্ধি করি দেহ করিহ শোধনে।
স্থির হঞা বসিহ করিহ শুদ্ধাসনে ॥৪৯
পূজিয়া গোবিন্দ রূপ করিহ চিন্তন।
নবঘন শ্যামতনু রাজীবলোচন ॥৫০

ময়ূর চন্দ্রিকা চারু কুটিল কুন্তলে।
ললিত অলকাবলী ললিত কপোলে ॥৫১
গণ্ড আগে বিলুলিত মকর কুণ্ডল।
ইন্দ্র কোটি বিরাজিত বয়ান মণ্ডল ॥৫২
হার বিরাজিত গলে বনমালা উরে।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শোভে চারি করে ॥৫৩
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম কটিতটে পীতবাস।
নখমণি জিনি চন্দ্র কোটি পরকাশ ॥৫৪
মঞ্জীর রঞ্জিত চারু চরণপঙ্কজে।
কেয়ূর কঙ্কণ যুগ চারু ভুজে সাজে ॥৫৫
সুরেন্দ্র মুনীন্দ্রবৃন্দ করয়ে স্তবন।
শঙ্কর বিরিঞ্চি করে চরণ বন্দন ॥৫৬
এরূপ চিন্তিঞা তুমি পূজ হৃষীকেশ।
কহিব তোমারে আর মন্ত্র উপদেশ ॥৫৭
দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রসার।
কহিব তোমারে মন্ত্র করিয়া প্রচার ॥৫৮
সাত দিন যদি মন্ত্র জপে নিরন্তর।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় তার সর্ব্বত্র মঙ্গল ॥৫৯
এ মন্ত্র জপিয়া কৃষ্ণ পূজি নিরন্তর।
ত্রৈলোক্যবন্দিত পদ দিবে গদাধর ॥৬০
এতেক বচন শুনি রাজার কুমার।
মুনির চরণে ধ্রুব কৈল নমস্কার ॥৬১
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা মধুবনে।
নারদ চলিয়া আইল রাজা বিদ্যমানে ॥৬২
দেখিয়া উত্তানপাদ পূজিল বিধানে।
শিরে করি লইয়া বসাইল আসনে ॥৬৩
পুছিল রাজারে তবে মুনি যোগেশ্বর।
বিষাদ করহ কেনে হঞা নৃপবর ॥৬৪
রাজা হঞা তুমি কেনে কর বিমরিষ।
কি কারণে না দেখিয়ে বদন হরিষ ॥৬৫
অকণ্টক দেখি তোমার রাজ্য অধিকার।
তোমার প্রচণ্ড দণ্ড ফিরয়ে সংসার ॥৬৬
কেহো নাহি আজ্ঞা লঙ্ঘে না দেখি অধর্ম্ম।
যদি ইচ্ছা কর তুমি নহে কোন ধর্ম্ম ॥৬৭
তবে কেনে কর তুমি হৃদয়ে বিষাদ।
রাজা হঞা কর শোক এ কোন প্রমাদ ॥৬৮
শুনিঞা উত্তানপাদ মুনির বচন।
আপন দুঃখের কথা করে নিবেদন ॥৬৯

স্বরূপ তাওয়াল মোর গেলা বনবাসে।
কেহ না দেখিল ধ্রুব গেল কোন্ দেশে ॥৭০
সৎমায় ভর্ৎসিল আমার বিদ্যমানে।
মুঞি তারে কিছু না বলিলুঁ মতিহীনে ॥৭১
স্ত্রীব শিত মুঞিত অধর্ম্ম দুরাচার।
স্ত্রীর ভয়ে উপেক্ষিলুঁ স্বরূপ তাওয়াল ॥৭২
বনে ভয় পাইয়া যদি তাওয়ালে ডরায়।
সিংহে যদি মারে কিবা ব্যাঘ্রে ধরি খায় ॥৭৩
কোপে যদি ধ্রুব মোর যায় দূর দেশে।
চাহিতে চাহিতে যদি না পায় উদ্দেশে ॥৭৪
তবে কি করিব মুঞি নারদ গোসাঞি।
স্ত্রীবৎ পুরুষ মোর সম কেহো নাঞি ॥৭৫
রাজার বচন তবে শুনি মুনিবর।
শান্তিয়া রাজার তরে দিলেন উত্তর ॥৭৬
কৃষ্ণ আরাধিব ধ্রুব তোমার তনয়।
যে পদ সাধিব যাহে নাহি কালভয় ॥৭৭
জগতে তোমার যশঃ করিবে বিস্তার।
সাধিবে সকল সিদ্ধি হৈবে ভব পার ॥৭৮
অন্যোন্যে যে যে পদ পাইতে বাঞ্ছা করে।
ধ্রুবপদ পাইবে তবে তাহার উপরে ॥৭৯
চিন্তা পরিহর তুমি শুন মহারাজ।
নিকট আসিবে ধ্রুব সাধি সব কাজ ॥৮০
এতেক বচন বলি নারদ চলিল।
ধ্রুব গিয়া পুণ্য মধুবনে উত্তরিল ॥৮১
তীর্থজলে স্নান করি কৈল উপবাস।
পর দিনে কৃষ্ণপূজা কৈল পরকাশ ॥৮২
নারদের উপদেশ বিধি অনুসারে।
কৃষ্ণ আরাধনা ধ্রুব করে নিরন্তরে ॥৮৩
তিন দিন বহি ধ্রুব করেন পারণা।
কেবল বদর ফল দেহের ধারণা ॥৮৪
এক মাস গেল তবে এই পরকারে।
ষড় রাত্রি আরম্ভিল দুইমাস গেলে ॥৮৫
পারণা দিবসে পত্র করেন ভক্ষণ।
হেনকালে তিন মাসে দিল দরশন ॥৮৬
নব রাত্রি করিয়া করয়ে জল পান।
যোগবলে ধরয়ে কেবল নিজ প্রাণ ॥৮৭
চারি মাসে দ্বাদশ দিন উপবাস করি।
শরীর রাখয়ে ধ্রুব বায়ু পান করি ॥৮৮

পাঁচ মাসে কৈল ধ্রুব পবন রোধন।
হৃদয় পঙ্কজে আরোপিল নারায়ণ ॥৮৯
স্তম্ভিয়া রাখিল বায়ু এ দশ দুয়ার।
নিশ্চলে রহিল যেন পর্ব্বত আকার ॥৯০
মনসি যোজিল ধ্রুব কেশব চরণ।
বাহ্য পাশরিল তবে কেবল ধেয়ানে ॥৯১
এক পায় পরসিয়া রহে ক্ষিতিতলে।
তারভরে পৃথিবী করয়ে টলমলে ॥৯২
নগনাগ দশ দিগ্ কম্পিত সকল।
পদভরে পাতালে তলায় ক্ষিতিতল ॥৯৩
পবন রুধিল ধ্রুব আপন শরীরে।
তিনলোক নিরোধ হইল সুরাসুরে ॥৯৪
তবে তাঁর তপোবল দেখিয়া বিদিত।
ইন্দ্র আদি সুরগণ হৈল সচকিত ॥৯৫
ভয়ে গিয়া লৈল কৃষ্ণচরণে শরণ।
বিবিধ প্রণাম কৈল বিবিধ স্তবন ॥৯৬
তবে হরি সাক্ষাৎ দিলেন দরশন।
দেবগণে সম্ভোষিলা আশিষ বচন ॥৯৭
বৈরীভাব নাহি কার ধ্রুব মহামতি।
পরম বৈষ্ণব ধ্রুব সাধয়ে ভকতি ॥৯৮
ভয় পরিহর দেব চল নিজ স্থানে।
আপনে চলিব আমি ধ্রুব সম্ভাষণে ॥৯৯
দেবগণে সন্তোষিয়া পুরুষ পুরাণ।
সেইক্ষণে আইলা প্রভু ধ্রুব বিদ্যমান ॥১০০
সমাধি করিয়া ধ্রুব আছেত ধেয়ানে।
দিব্য কৃষ্ণরূপ ধ্রুব দেখে বিদ্যমানে ॥১০১
দিব্য কৃষ্ণরূপ ধ্রুব দেখিল সম্মুখে।
বাহ্য অভ্যন্তর পাসরিলা প্রেমসুখে ॥১০২
নমো নমো নমো নমো নম জগন্নাথ।
এবোল বলিয়া ধ্রুব কৈল দণ্ডপাত ॥১০৩
ভূমেতে পড়িলা ধ্রুব হঞা অচেতনে।
তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ॥১০৪
দেখিয়া ধ্রুবের ভাব প্রভু গদাধর।
শির পরশয়ে প্রভু দিঞা নিজ কর ॥১০৫
তবে ধ্রুব পাইল বল বুদ্ধি চমৎকার।
উঠিয়া করয়ে স্তুতি রাজার কুমার ॥১০৬
কত কত স্তুতি কৈল কত দণ্ডনতি।
কত ভাব উপজিল কতেক ভকতি ॥১০৭
তবে তুষ্ট হঞা বর দিলা ভগবান।
জগৎবন্দিত তুমি লহ দিব্যস্থান ॥১০৮
ধ্রুবলোক জাহ তুমি সভার উপরে।
লক্ষ্মী সনে তথা আমি বসি নিরন্তরে ॥১০৯
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যোগ নক্ষত্র করণ।
তাঁরা সব তোমা বেড়ি করিব ভ্রমণ ॥১১০
মুনিগণ বেড়ি করিব স্তুতিবাত।
গন্ধর্ব্ব করিবে গান তোমার সাক্ষাৎ ॥১১১
ছত্রিশ সহস্র তুমি বৎসর অবধি।
রাজ্যভোগ করহ মিলিব সর্ব্ব সিদ্ধি ॥১১২
মহাযজ্ঞ করি তুমি ভজিহ আমারে।
তুমি ধ্রুবলোক তবে পাইবে অন্তকালে ॥১১৩
এতেক বচন বলি প্রভু ভগবান।
ধ্রুবের সাক্ষাতে কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥১১৪
তবে ধ্রুব উদ্দেশে করিয়া নমস্কার।
নিজ পুরে চলে ধ্রুব রাজার কুমার ॥১১৫
উত্তরিলা ধ্রুব যদি পুর সন্নিধানে।
এক জন জানাইল রাজবিদ্যমানে ॥১১৬
রাজা তাঁরে দিল হার রাজআভরণ।
হয় বা না হয় রাজা চিন্তে মনে মন ॥১১৭
নারদ কহিল আসি নিশ্চয় বচন।
আনন্দে পূরিয়া রাজা চলে ততক্ষণ ॥১১৮
কুলের প্রধান যত আছে বন্ধুগণ।
কুলপুরোহিত যত প্রধান ব্রাহ্মণ ॥১১৯
পাত্রমিত্র অমাত্য সামন্ত মন্ত্রিগণ।
চলিলা রাজার সঙ্গে সব পুরজন ॥১২০
মদমত্ত গজবাজ করি আগুয়ান।
লক্ষ লক্ষ হাতী ঘোড়া করিয়া যোগান ॥১২১
অযুত অযুত রথ শত শত সেনা।
নানাবর্ণে পতকা বিবিধ ছত্রখানা ॥১২২
বিবিধ বাজনা বাজে রাজার গমনে।
চলিলা ধ্রুবের মাতা হরষিত মনে ॥১২৩
উত্তমের জননী উত্তম পুত্র সঙ্গে।
ধ্রুব আনিবারে দেবী চলিলা আনন্দে ॥১২৪
বিবিধ সাজন সেনা সাজিয়া সুসারে।
চলিলা নৃপতিসিংহ পুর আগুসারে ॥১২৫
কত দূর গিয়া পাইল পুত্র দরশনে।
দণ্ডবত হৈলা ধ্রুব বাপের চরণে ॥১২৬

মায়ের চরণ তবে করিয়া বন্দনে।
দণ্ডবত কৈল সৎমায়ের চরণে ॥১২৭
উত্তমের সনে তবে কৈল কোলাকুলি।
বিনয় বচন আর সর্ব্বলোকে বলি ॥১২৮
তবে রাজা তুলিয়া পুত্রকে দিল কোল।
ভুবন ভরিয়া হৈল জয় জয় বোল ॥১২৯
পুত্রকোলে করি রাজা আপনা পাসরে।
তিতিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে ॥১৩০
সৎমায় কোল দিঞা কৈল আশীর্ব্বাদ।
চিরজীবি বলিয়া মাথায় দিল হাত ॥১৩১
মায় আশীর্ব্বাদ কৈল দিঞা আলিঙ্গন।
আশীর্ব্বাদ দিল যত গুরু দ্বিজগণ ॥১৩২
রথে তুলি পুত্র লঞা আইলা নিজপুরী।
পুষ্পবরিষণ কৈল যত পুরনারী ॥১৩৩
প্রবাল তণ্ডুল ফল পুষ্প বরিষণ।
পুরে পুরে কৈল যত পুরনারী জন ॥১৩৪
বসাইলা পুত্রে বাজ' দিবা রাজঘরে।
বহুবিধ নৃত্যগীত বাজন মঙ্গলে ॥ ১৩৫
এই রূপে আনন্দে রহিল কত কাল।
তবে বিভা কৈল ধ্রুব রাজার কুমার ॥১৩৬
শিশুমার নামে ছিল এক প্রজাপতি।
তার কন্যা বিভা কৈল ভূমি নামে সতী ॥১৩৭
ধ্রুবে রাজা করিয়া স্থাপিল রাজাসনে।
আপনে চলিয়া রাজা গেলা তপোবনে ॥১৩৮
যোগে দেহ ছাড়ি রাজা গেলা স্বর্গবাসে।
সুখে রাজা করে ধ্রুব গুরু উপদেশে ॥১৩৯
মৃগয়া করিতে বনে উত্তম চলিল।
তথায় গন্ধর্ব্বগণে বেড়িয়া মারিল ॥১৪০
পুত্রশোকে তার মাতা গেল অনুসারে।
অগ্নি প্রবেশ করি তেজে কলেবরে ॥১৪১
শুনিঞা ধ্রুবের কোপ হৈল অতিশয়।
সাজিয়া সকল সৈন্য চলে মহাশয় ॥১৪২
গন্ধর্ব্বগণের সনে করিয়া সমর।
কোটি কোটি গন্ধর্ব্ব কাটিল মহাবল ॥১৪৩
গন্ধর্ব্বের সৃষ্টিনাশ হয় হেনকালে।
স্বায়ম্ভুব মনু আইলা ধ্রুবের গোচরে ॥১৪৪
পরম বৈষ্ণব বৎস তুমি মহাশয়।
এত প্রাণীবধ করা উচিত না হয় ॥১৪৫
গন্ধর্ব্বের সৃষ্টি নাশ নহেত উচিত।
ভকত জনের কর্ম্ম নহে বিপরীত ॥১৪৬
এইরূপে নানা স্তুতি করে মনুরাজ।
তবে যুদ্ধ ছাড়ে ধ্রুব মনে পাঞা লাজ ॥১৪৭
তবে স্বায়ম্ভুব মনু গেলা স্বর্গবাসে।
কুবের আসিঞা তথা মিলিলা হরিষে ॥১৪৮
করিয়া কুবের তবে নানা আশীর্ব্বাদ।
মাথে হাত দিঞা তবে কৈল আশীর্ব্বাদ ॥১৪৯
রহিল গন্ধর্ব্বসৃষ্টি কৃপায় তোমার।
দেবগণে কৈল যত গন্ধর্ব্ব নিস্তার ॥১৫০
পরম বৈষ্ণব তুমি চিত্তে কৃষ্ণ ধর।
নিজ পর বুদ্ধি তুমি কভু নাহি কর ॥১৫১
ভকতবৎসল হরি ভক্তিভাবে ভজ।
নিজ পুরে চল বৎস বৈরীভাব তাজ ॥১৫২
এতেক বচন বলি কুবের চলিল।
নিজ পুরে আসি তবে ধ্রুব উত্তরিল ॥১৫৩
জনমিল পুত্র পৌত্র মহা বলবান্।
পৃথিবী শাসিয়া কৈল মহা যজ্ঞদান ॥১৫৪
দুষ্টজন খণ্ডিল দণ্ডিল দুরাচার।
সৃষ্টি পরিপালন করিল সর্ব্বকাল ॥১৫৫
হরিপূজা হরিসেবা হরিসংকীর্ত্তন।
মুকুন্দপবিত্র কথা সতত শ্রবণ ॥১৫৬
সাধুপূজা সাধুসেবা সাধুজন সঙ্গ।
তমু তার নহিল প্রচণ্ড দণ্ডভঙ্গ ॥১৫৭
চরাচর শরীরে দেখিল কৃষ্ণরূপ।
কৃষ্ণ বিনে আন কিছু না হয় স্বরূপ ।১৫৮
যদি চিত্ত স্থির হৈল গোবিন্দচরণে।
বাহ্য অভ্যন্তরে ধ্রুব কিছুই না জানে ॥১৫৯
তবে ধ্রুব পরিহরি নিজ অধিকার।
প্রধান পুত্রেরে তবে দিল রাজ্যভার ॥১৬০
ছত্রিশ সহস্র ধরি বৎসর অবধি।
রাজ্যভোগ কৈল ধ্রুব মহাগুণনিধি ॥১৬১
সে সব সম্পদ ত্যাজ গেলা মুনিবনে।
বিশাল নদীর জল তীর সুশোভনে ॥১৬২
পুণ্য জলে মজ্জিয়া পূজিল নারায়ণ।
হেনকালে দিব্যরথ দিল দরশন ॥১৬৩
দুই পারিষদ চারিভুজবিরাজিত।
পীতবাস কৃষ্ণবেশ ভূষণে ভূষিত ॥১৬৪

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চারি মহাভুজ।
রাজীবলোচন দিব্য বনমালা সাজে ॥১৬৫
কহিল ধ্রুবের তরে তাঁরা দুইজন।
দিব্য রথ তোমারে পাঠাইল নারায়ণ ॥১৬৬
এই রথে চড়ি তুমি ধ্রুবলোকে চল।
আজ্ঞা দিল জগন্নাথ বিলম্ব না কর ॥১৬৭
তবে ধ্রুব সর্ব্বলোক কৈল দণ্ড নতি।
গন্ধ পুষ্প দিঞা পূজা কৈল মহামতি ॥১৬৮
পূজিল বিমানবর বিবিধ বিধানে।
প্রণাম করিয়া গুরু বৈষ্ণবচরণে ॥১৬৯
উঠিলা বিমানে ধ্রুব করি নমস্কার।
সূর্য্য কোটি জিনিরূপ পাইল সেইকাল ॥১৭০
আকাশে উঠিয়া ধ্রুব বোলে কোন বাণী।
পরম দুঃখিতা মোর রহিলা জননী ॥১৭১
কোনমতে হয় যদি মায়ের উদ্ধার।
কহ পারিষদবর তার পরকার ॥১৭২
বুঝিয়া ধ্রুবের মন দুই পারিষদে।
দেখায়ে জননী তোমার জায় দিব্য রথে ॥১৭৩
তবে ধ্রুব চলি জায় হরষিত মনে।
দুন্দুভি বাজন বাজে পুষ্প বরিষণে ॥১৭৪
ধন্য ধ্রুব ধন্য ধ্রুব করেন বাখানে।
সুরপুর লঙ্ঘিয়া চলিলা নিজ স্থানে ॥১৭৫
নাম্বিঞা বসিল ধ্রুব হরষিত মনে।
বায়ুবেগে রথরাজ বহিল তখনে ॥১৭৬
ধ্রুব প্রদক্ষিণ করি শশি দীনকর।
বেড়িয়া ভ্রময়ে যত জ্যোতিষমণ্ডল ॥১৭৭
সপ্ত ঋষি স্তুতি করে নাচে বিদ্যাধরী।
সুরবধূগণ নাচে অতি মনোহারী ॥১৭৮
পরম বৈষ্ণব ধ্রুব বিষ্ণুপদে বাস।
ধ্রুবের চরিত্র কিছু কৈল পরকাশ ॥১৭৯
ধন্য পুণ্য পাপহর দারিদ্রনাশন।
পবিত্র চরিত্র কথা দুরিত খণ্ডন ॥১৮০
পুণ্য তীর্থ পুণ্য কালে যে বিপদে শুনে।
অশ্বমেধ সংফল হয় দিনে দিনে ॥১৮১
কৃষ্ণের চরণে ভক্তি হয় পাপক্ষয়।
বিষ্ণুপদে বাস তার ঘুঁচে ভব-ভয় ॥১৮২
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী।
ধ্রুবের চরিত্র কথা কল্পতরু জানি ॥১৮৩
ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।২।

কহিল মৈত্রেয় মুনি ধ্রুব উপাখ্যান।
বিদুর সন্তোষ পাইল ভকত প্রধান ॥১
তবে আর জিজ্ঞাসিল মৈত্রেয়চরণে।
কাঁর পুত্র দশ জন প্রচেতস নামে ॥২
কহ মুনি তার জন্ম কর্ম্ম গুণ ধাম।
মোর নিবেদন গুরু কর অবধান ॥৩
শুনিঞা মৈত্রেয় মুনি দিলেন উত্তর।
ধ্রুবের কুমার রাজা আছিল উৎকল ॥৪
রাজা হঞা নহিল তার রাজ্য অভিলাষ।
জগৎ দেখিল সব তড়িৎ প্রকাশ ॥৫
নিরবধি সমাধি নাহিক ধ্যানভঙ্গ।
কারো সনে নাহি প্রেম কার সনে সঙ্গ ॥৬
যেন জড় উন্মত্ত বধির আকার।
তাঁর মন্ত্রিগণে তবে করিল বিচার ॥৭
বৎসর কনিষ্ঠ তার করি নরপতি।
তবে রাজা পালিল শাসিল বসুমতি ॥৮
পুষ্পার্ণ কুমার তার পাইল রাজ্যভার।
ঋষ্ট নামে রাজা হৈল তাহার কুমার ॥৯
ঋষ্টের তনয় রাজা হৈল চক্ষু নামে।
চক্ষুর কুমার হৈল উল্মুখ প্রধানে ॥১০
উল্মুখের পুত্র অঙ্গ নাম নরপতি।
তার পুত্র হৈল বেন কেবল কুমতি ॥১১
দুরন্ত দুঃশীল বেন হৈল দুরাচার।
অঙ্গ না পারিল বেন করিতে নির্ব্বার ॥১২
মনে দুঃখ পাইয়া রাজা গেল তপোবনে।
দুষ্ট বেন বসিল বাপের রাজ্যাসনে ॥১৩
রাজা হঞা দুষ্ট বেন করিলা ঘোষণা।
মোর রাজ্যে কর্ম্ম জানি করে কোনজনা ॥১৪
না করিবা যজ্ঞ তপ ব্রত দান কর্ম্ম।
কেহ জানি কোন দেব করে আরাধন ॥১৫
এই আজ্ঞা দিল বেন নিজ অধিকারে।
রাজার আজ্ঞায় লোক সেই কর্ম্ম করে ॥১৬
এতেক দুর্গতি শুনি যত মুনিগণ।
আসিয়া বেনের তরে কৈল নিবারণ ॥১৭
সামদণ্ডে ভেদ করি বুঝান প্রকারে।
তভুত কুমতি না ছাড়িল দুষ্টাচারে ॥১৮
ভৎর্ছিয়া বলিল বেন আরে মুনিগণ।
এবে যে জানিনু তোরা কুমতিভাজন ॥১৯

কুপণ্ডিত তুমি সব হেন মনে বাসি।
মিথ্যা তপ কর তোরা কপট তপসি ॥২০
কারে বিষ্ণু বোল তোরা সৃষ্টিস্থিতিকারী।
কারে বোল পুরাণ পুরুষ ব্রহ্মচারী ॥২১
সর্ব্বদেবময় রাজা ইহা নাহি জান।
সাক্ষাতে থাকিতে রাজা আন দেব মান ॥২২
নিজ পতি ছাড়ি যেন নারী ভজে আর।
সেইরূপ তুমি সব কর ব্যবহার ॥২৩
ভজ পূজ আমার করহ আরাধন।
আমি তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হয় দেবগণ ॥২৪
রাজার বচন শুনি যত মুনিগণ।
ক্রোধেতে জলিল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥২৫
সাঁপিয়া মারিঞা তাঁরা গেল তপোবনে।
শুনিঞা বেণের মাতা যুক্তি কৈল মনে ॥২৬
তৈলদ্রোণে রাখিল পুত্রের কলেবর।
চোর দস্যুভয়ে রাজ্য হৈল ভয়ঙ্কর ॥২৭
অরাজক রাজ্য নাশ কৈল দস্যুগণ।
ছড়িয়া পুড়িয়া ছন্ন কৈল দুষ্টজন ॥২৮
আনে আন কাটিল হরিল আন ধন।
আনে আন খণ্ডিল দণ্ডিল অন্ত জন ॥২৯
এইরূপে ধরণীমণ্ডল ছন্ন হৈল।
মহা বনে সকল পৃথিবী বেয়াপিল ॥৩০
প্রমাদ গণিয়া সব মুনিগণ আসি।
বেণের জননী আসি সভাই জিজ্ঞাসি ॥৩১
কোন মতে হয় রাজার সন্তুতি রক্ষণ।
কহ দেখি কে করিব পৃথিবীপালন ॥৩২
শুনিয়া বেণের মাতা দিলেন উত্তর।
যতনে রাখিয়াছি বেণের কলেবর ॥৩৩
আনিঞা দিলেন তবে মুনি বিদ্যমানে।
বামউরু মথিল সকল মুনিগণে ॥৩৪
ধূম্র বর্ণ পিঙ্গল লোচন একজন।
জনমিল মহাকায় ঘোর দরশন ॥৩৫
রহিতে মাগিল স্থান মুনিগণ স্থানে।
বুলিল সকল মুনি নিষদ বচনে ॥৩৬
তেকারণে হৈল সে যে নিষাদ চণ্ডাল।
বেণ পাপে তার বংশ হৈলা দুরাচার ॥৩৭
মথিল বেণের তবে দুই ভুজ আর।
প্রকৃতি পুরুষদুই হৈল অবতার ॥৩৮

অবতার কৈল দেখি লক্ষ্মী নারায়ণে।
পরম সন্তোষ পাইল যত মুনিগণে ॥৩৯
এই সে সাক্ষাৎ বিষ্ণু পুরুষ পুরাণ।
এই লক্ষ্মীদেবী দেখ হয়ে অর্চিনাম ॥৪০
পৃথু নাম ধরিব এই সে নরপতি।
রিপুদল জিনিব শাসিব বসুমতী ॥৪১
লক্ষ্মীনারায়ণ হেন অবতার মানি।
বিবুধ সদনে হৈল জয় জয় ধ্বনি ॥৪২
গন্ধর্ব্বে কিন্নরে করে পুষ্প বরিষণ।
দেব বাদ্য বাজে নাচে সুরবধূগণ ॥৪৩
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইলা তৎকাল।
দেখিল সাক্ষাতে নারায়ণ অবতার ॥৪৪
অভিষেক করিল সকল দেব মেলি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সুরবধূ বিদ্যাধরী ॥৪৫
নদ নদী সাগর স্থাবর বন গিরি।
অভিষেক কৈল তারা নিজ মূর্ত্তি ধরি ॥৪৬
কনক আসন তাঁরে দিল ধনপতি।
বরুণে বিমল ছত্র দিল মহামতি ॥৪৭
ধর্ম্মে দিব্য মালা দিল পবনে চামর।
যমে দণ্ড দিল ইন্দ্রে কিরীটি উজ্জ্বল ॥৪৮
ব্রহ্মায়ে কবচ দিল সরস্বতী হার।
নারায়ণে দিল চক্র বিপক্ষ বিদার ॥৪৯
পাশ চক্র খড়্গ দিল হর মহেশ্বর।
দুর্গাদেবী মহাঅস্ত্র দিল খড়্গবর ॥৫০
চন্দ্র দিব্য ঘোড়া দিল বায়ুবেগগতি।
দিব্য রথ দিল বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতি ॥৫১
সূর্য্য তীক্ষ্ণ বাণ দিল চাপ হুতাশন।
পৃথিবী পাদুকাযুগ দিল মহাধন ॥৫২
ঋষিগণ মিলিয়া করিল আশীর্ব্বাদ।
শঙ্খরব কৈল তারে সাগর প্রসাদ ॥৫৩
সূত মাগধ আইল স্তুতি করিবারে।
শুনে তারে জিজ্ঞাসিল পৃথু ক্ষিতীশ্বরে ॥৫৪
কাহাকে স্তবিবে কেবা স্তব অধিকারী।
জনমিঞা আমি কোন কর্ম্ম নাহি করি ॥৫৫
কিবোল বলিয়া স্তব করিবে আমায়।
মানুষ জাতির কিবা স্তবে অধিকার ॥৫৬
এক হরি সাক্ষাতে থাকিতে ভগবান্।
তুমি সব স্তুতি কর মূর্খ অগেয়ান্ ॥৫৭

আপনার স্তুতি কর হরি গুণ গাঁথা।
সুখে যেন তরে লোক শুনি কৃষ্ণকথা ॥৫৮
সূত মাগধে শুনি পৃথুর বচন।
নিঃশব্দ হইয়া তারা রহিলা দুইজন ॥৫৯
তবে আজ্ঞা দিল তারে যত মুনিগণে।
পৃথু রাজা যত কর্ম্ম করিবে আপনে ॥৬০
সেই তোরা যশ গাও পৃথুর চরিত্র।
শুনিলে হরিবে সব লোকের দুরিত ॥৬১
যে যে কর্ম্ম করিবে জানিল ততক্ষণে।
পৃথুর নির্ম্মল যশঃ গায় দুই জনে ॥৬২
পৃথু রাজা জিনিব সকল বসুমতী।
শিষ্ট লোক পালিব খণ্ডিব দুষ্ট মতি ॥৬৩
কেবল নৃপতিরাজ ধর্ম্মপরায়ণ।
পৃথুদেশে বসিব সকল লোকজন ॥৬৪
হরিবে পৃথিবীর ধন দিবে শুভকালে।
মহাযজ্ঞ করিয়া ভজিব সুরেশ্বরে ॥৬৫
চন্দ্র সমতুল সর্ব্বজীবে দয়াপর।
প্রচণ্ড প্রতাপ হৈব জেন দিনকর ॥৬৬
পৃথুরাজ সর্ব্ব লোক বৃত্তি দিব দান।
তৃপ্তি করিব লোক ইন্দ্রের সমান ॥৬৭
পৃথিবী দুহিব বৎস করি হিমালয়।
স্থাপিব জগতে যশ পৃথু মহাশয় ॥৬৮
ধনু হুল দিয়া সুসারিব ক্ষিতিতল।
সর্ব্ব লোক তুষিব ভুষিব মহেশ্বর ॥৬৯
সাগর পর্য্যন্ত হৈব দণ্ড অধিকার।
যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকিব চমৎকার ॥৭০
সর্ব্ব ধন ব্রাহ্মণে করিব সমর্পণ।
দাস হঞা পূজিব ভকত মহাজন ॥৭১
এই রূপে করিব কত মহা কর্ম্ম।
পৃথু হৈতে বহিব রাজার রাজধর্ম্ম ॥৭২
এইরূপে স্তুতি করে সে সূত মাগধ।
না পাই মহিমা অন্ত হইলা নিশবদ ॥৭৩
তা সভা পূজিল রাজা দিঞা মহা ধন।
একে একে পূজিল সকল মহাজন ॥৭৪
বসন ভূষণ আর অন্ন দান দিঞা।
সভাকে পাঠালে রাজা বিনয় করিঞা ॥৭৫
দেবগণ মুনিগণ পূজিলা বিধানে।
চলিলা সকল লোক হরষিত মনে ॥৭৬
মুনিগণ চলিলা করিয়া আশীর্ব্বাদ।
চলিলা বিবুধগণ করিয়া প্রসাদ ॥৭৭
তবে রাজা বসিলা আপন রাজাসনে।
শিষ্ট জন স্থাপিল খণ্ডিল দুষ্টজনে ॥৭৮
যত যত মহিমা কহিল যে সভার।
সেই সেই কর্ম্ম করি থুইল চমৎকার ॥৭৯
তবে রাজা পরীক্ষিত শুরুকে পুছিল।
কি কারণে পৃথুরাজা পৃথিবী দুহিল ॥৮০
কিবা ধর্ম্ম সংস্থাপন করিল সংসারে।
বিস্তার করিয়া শুক কহিবে আমারে ॥৮১
জগতে দুর্ল্লভ ভাবগত সেইজন।
তাঁরে বিঘ্ন বাধিতে না পারে কদাচন ॥৮২
আপনে কহিল পূর্ব্বে ব্যাসমত।
ভাগবত জন হয় সংসারপূজিত ॥৮৩
একান্ত ভকতি যার দেব জনার্দ্দনে।
তাঁরে বিঘ্ন বাধিতে না পারে কদাচনে ॥৮৪
নচাগ্নি বাধিতে পারে দুষ্ট চৌরভয়।
ভূত বেতালাদি যত প্রেতচয় ॥৮৫
সর্প ব্যাঘ্র নক্র আদি দুষ্ট দস্যুগণ।
ভাগবত জনেরে না বাধি কদাচন ॥৮৬
জগত পূজিত রাজা মহাভাগবত।
কেন তারে বিঘ্ন কৈল অদিতির সুত ॥৮৭
ভাগবতজনদ্বেষ করয়ে যেজন।
ব্যর্থ তার দেহ গেহ বিফল জনম ॥৮৮
সলিল বিহনে যেন সবিতা জেমন।
পদ্মহীন সরে যেন না হয় শোভন ॥৮৯
ফলহীন তরুবর বিফল জেমন।
ভাগবতদ্বেষে ভক্তিবিহীন তেমন ॥৯০
কি বুঝিয়া ইন্দ্র দ্বেষ কৈলা নরবরে।
বিস্তার করিয়া শুক কহিবে আমারে ॥৯১
রাজার বচন শুনি শুক যোগেশ্বর।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিলা বহুতর ॥৯২
সমাহিত হয়ে রাজা শুন সাবধানে।
জাহা জিজ্ঞাসিলা কিছু করিয়ু বাখানে ॥৯৩
মহাভাগবত রাজা পৃথু নরপতি।
তাহার মহিমা কহে কাহার শকতি ॥৯৪
কহিব তোমারে কিছু অলপ বিস্তর।
একচিত্ত হঞা তুমি শুন নৃপবর ॥৯৫

মহাভাগবত রাজা পৃথু নরেশ্বর।
প্রতাপে মার্ত্তণ্ড শীলতায় শশধর ॥৯৬
এক ছত্রে নরপতি ভারতমণ্ডলে।
বিপুল অতুলধর্ম্ম স্থাপিল সংসারে ॥৯৭
ইন্দ্রের অমরাবতী সমান বিভব।
নৃপতির গুণে সুখী সকল মানব ॥৯৮
পুণ্যকর্ম্ম ফলভোগ করিল বর্দ্ধন।
সকল সংসার হৈল হরিপরায়ণ ॥৯৯
ইন্দ্র আদি উপাসনা সভেই তেজিল।
বিষ্ণুভক্তি উপাসনা সকল ব্যাপিল ॥১০০
উদ্দেশে ভজএ সভে প্রভুর চরণ।
দণ্ডপরনাম স্তুতি শ্রবণকীর্ত্তন ॥১০১
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বভোগ ভোগ সমতুল।
নিষ্কণ্টকে পৃথু ভুঞ্জ এ বিপুল ॥১০২
রাজার ঐশ্বর্য্যে ভয় পাইল পুরন্দর।
মোর ইন্দ্রপদ নিব এই নরবর ॥১০৩
এত বিমরিস ইন্দ্র করিয়া হৃদয়।
পৃথিবীর স্থানে গিয়া করিল বিনয় ॥১০৪
আমার বচন তুমি ক্রান্তচিত্তে ধর।
সংসারের যত শস্য সম্বরে ত হর ॥১০৫
এত শুনি সর্ব্ব শস্য পৃথিবী হরিল।
সংসারের যত জীব মহাকষ্ট হৈল ॥১০৬
অনাবৃষ্টি কৈল ইন্দ্র দ্বাদশবৎসর।
অসংখ্য অপার জীব মরিল বিস্তর ॥ ১০৭
দেখি পৃথু রাজা হৈলা চিন্তিত অন্তর।
পুরোহিত লঞা যুক্তি কৈলা নরবর ॥১০৮
পুরোহিত বলে রাজা কর অবধানে :
ইন্দ্রদেব রাজা হৈলা তত্ত্ব নাঞি জানে ॥১০৯
জীবহিংসা মহাপাপ বেদেতে বাখানি।
তথাপি করিলা ইন্দ্র হঞা হীন জ্ঞানী ॥১১০
জীবহিংসা সাধুজনে না করে প্রশংসা।
তবে দ্বেষ ইন্দ্রচিত্তে করিল চরাশা ॥১১১
এতেক শুনিঞা রাজা বন্দি পুরোহিতে।
ইন্দ্রেরে মারিব আজি হেন কৈলা চিতে ॥১১২
নানা অস্ত্র শস্ত্র দিব্য করিল কাচুনি।
এক রথে সুরপুরে গেলা নৃপমণি ॥১১৩
জানি ইন্দ্র পৃথু রাজা বিষ্ণু অবতার।
সঙ্গোপনে রহে সভে ত্যজি স্বর্গদ্বার ॥১১৪
একে একে স্বর্গ পৃথু সব বিচারিল।
কোথাহই ইন্দ্রের দরশন না পাইল ॥১১৫
স্বর্গে হইতে পৃথিবীতে করিল গমন।
পথে নারদের সঙ্গে হৈল দরশন ॥১১৬
নারদ বলেন রাজা কোনকর্ম্ম কর।
আগে তুমি পৃথিবীরে সত্বরেত মার ॥১১৭
তবে সে ইন্দ্রের বধ হইব নিশ্চয়।
এতবলি চলিলা নারদ মহাশয় ॥১১৮
শুনিঞা নৃপতিবাণ জুড়িয়া সন্ধানে।
সকল পৃথিবী বুলে করিয়া ভ্রমণে ॥১১৯
দেশগিরি আদি করি করিল ভ্রমণ ;
কোথাহ পৃথিবী সঙ্গে নৈল দরশন ॥১২০
ভ্রমিঞা অনেক শ্রম হৈলা কলেবরে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ক্রোধিত অন্তরে ॥১২১
শব্দভেদী বাণ পৃথু সন্ধান পুরিল।
ভয় পাঞা পৃথ্বী আসি দরশন দিল ॥১২২
গাভীরূপ ধরি তবে বলয়ে ধরণী।
প্রণতকন্ধর হই নানা স্তুতিবাণী ॥১২৩
জয় জয় অংশ অবতার নৃপমণি।
জয় মীন কলেবর দেব চক্রপাণি ॥১২৪
জয় ধন্বন্তরিরূপ নমো নারায়ণ।
নমো সূকরকায় হিরণ্যাক্ষ বিদারণ ॥১২৫
নমো কূর্ম্ম অবতার মন্দরধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপে অসুরমোহন ॥১২৬
নমো ভৃগুপতিরাম ক্ষত্রিকুলান্তক।
নমো রাম অবতার রাবণনাশক ॥১২৭
নমো নরসিংহরূপ দৈত্যবিনাশন।
নমো দিব্য অবতার নমস্তে বামন ॥১২৮
নমো বলরাম বসুদেবের নন্দন।
পূর্ণব্রহ্ম অবতার ব্রহ্মসনাতন ॥১২৯
ভবিষ্যৎ অবতার নমো বুদ্ধকায়।
নমো কল্কি অবতার স্লেচ্ছ বিনাশায় ॥১৩০
কত কত অবতার করহ আপনে।
তব লীলা বুঝে হেন কে আছে ভুবনে ॥১৩১
ব্রহ্মা হঞা না পারিল অন্ত জানিবারে।
নারদাদি মুনিগণ মহামুনিবরে ॥১৩২
হেন প্রভু আপনে ঈশ্বর নৃপমণি।
কি কারণে সংহারিতে চাহত ধরণী ॥১৩৩

ভূতহিংসা মহাপাপ পুরাণে বাখানে।
অহিংসকে হিংসিবারে চাহ কি কারণে ॥১৩৪
এতশুনি পৃথুরাজা বিস্ময় বদন।
সাম্যচিত্তে ধরণীরে বলিলা বচন ॥১৩৫
যতেক কহিলে সত্য অসত্য না হয়।
পূর্ব্বাপর আছে হেন বেদে শাস্ত্রে কয় ॥১৩৬
প্রজাস্মুখী না হইলে রাজা সুখী নয়।
পৃথিবী হরিল শস্য প্রজার সংশয় ॥১৩৭
প্রজা পালনেতে ধাতা নৃপে নিয়োজিল।
কপট করিয়া ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল ॥১৩৮
এই হেতু মহাক্রোধ হইল আমার।
ইন্দ্রেরে মারিব হেন যুক্তি কৈল সার ॥১৩৯
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমিলা ত্রিভুবন।
কোথাহ না ইন্দ্রের পাইল দরশন ॥১৪০
এই হেতু আজি সংহারিলাঙ ধরণী।
নিজ পরিচয় আমারে কহত আপনি ॥১৪১
এত শুনি গাভীরূপা বলয়ে ধরণী।
আমিত পৃথিবী রাজা সংসারধারিণী ॥১৪২
সংহারিতে রাজা তুমি চাহ অকারণে।
তত্ত্ব উপদেশ কহি শুন সাবধানে ॥১৪৩
ইন্দ্রের আজ্ঞায় শস্য আমিত হরিল।
সদয় হইয়া রাজা তোমারে বলিল ॥১৪৪
যতেক পর্ব্বত আছে সংসার ভিতরে।
ক্রমে ক্রমে বৎস করি দোহত আমারে ॥১৪৫
নানাবিধ শস্য যত হত উপজাত।
ইন্দ্র বৃষ্টি করিব শুনহ ধরানাথ ॥১৪৬
পৃথিবীর আজ্ঞা পালি রাজা আনন্দিত।
মৌন হইয়া ক্ষণেকে ভাবিল নিজ চিত ॥১৪৭
ধনুঃশর হাতে হইতে এড়িল রাজন।
মন্ত্রবলে আনিল যতেক গিরিগণ ॥১৪৮
রাজার প্রতাপে যত আছিল শিখর।
বৎস রূপ ধরি আইল রাজার গোচর ॥১৪৯
তবে আনন্দিত চিত্ত হইয়া রাজন।
আরম্ভ করিল পৃথ্বী করিতে দোহন ॥১৫০
হিমালয়ে বৎস করি প্রথমে দুহিল।
ধান্য যব আদি শস্য উপজাত হৈল ॥১৫১
তদন্তরে ত্রিকুট নামেতে গিরিবর।
তারে বৎস করি রাজা দুহিল সত্বর ॥১৫২
সরসা মুসুরি বুট আদি শস্যগণ।
উপজাত হৈল দেখি হরিষ রাজন ॥১৫৩
শতশৃঙ্গ গিরি বৎস করি তদন্তরে।
পুনরপি পৃথিবীরে দোহে নৃপবরে ॥১৫৪
গম তিল ইক্ষু আদি হৈল উতপতি।
দেখি আনন্দিত চিত্ত হৈলা নরপতি ॥১৫৫
সুমেরু করিয়া বৎস তদন্তরে রাজন।
পুনরপি পৃথিবীরে করিলা দোহন ॥১৫৬
নানাবিধ রত্ন যত হৈল উপজাত।
দেখি হরষিত চিত্ত হইল নরনাথ ॥১৫৭
গন্ধমাদন বৎস করি পুনর্ব্বার।
পৃথিবীরে নৃপতি দুহিল আরবার ॥১৫৮
অসংখ্য গন্ধর্ব্ব অস্ত্র হৈল উতপতি।
লোক দিয়া দেশে পাঠাইল নরপতি ॥১৫৯
এইরূপে ক্রমে ক্রমে যত গিরিগণ।
একে একে বৎস করি করিল দোহন ॥১৬০
নানাবিধ সত্ত্ব যত হৈল উপজাত।
হরিষে পূর্ণিত হৈল পৃথু নরনাথ ॥১৬১
পূর্ব্বে বেণ রাজা অপকর্ম্ম কৈল।
সেই দোষে দেবরাজ বৃষ্টি না করিল ॥১৬২
বীজহীন হইয়া আছিল শস্যগণ।
এবে পৃথু মহীরাজা কৈল উপশম ॥১৬৩
পৃথুর মহিমা যশ জগত পূরিল।
স্থানে স্থানে পৃথ্বী যত উচনীচ ছিল ॥১৬৪
একরথে সংসার ভ্রমিয়া নরবর।
ধনু আগ দিয়া সর্ব্ব কৈল সমসর ॥১৬৫
ধর্ম্ম অবতার হৈঞা দেব ভগবান।
বুনিলা সকল শস্য হৈঞা কৃষাণ ॥১৬৬
পৃথিবী পূরিল শস্য লোকে আনন্দিত।
অনুক্ষণ গায় সবে পৃথুর চরিত ॥১৬৭
বিষ্ণু অবতার রাজা মহামতিমান।
ইন্দ্র আদি দেব করে যাহার বাখান ॥১৬৮
লজ্জা পাঞা শেষে ইন্দ্র জল বৃষ্টি কৈল।
রাজার বিক্রমে দেবগণ ভয় পাইল ॥১৬৯
চন্দ্রের সমান রাজা প্রজার পালনে।
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাঞি জানে ॥১৭০
যজ্ঞ মহোৎসব রাজা কৈল অনুক্ষণ।
দেবতুল্য কৈল রাজা ব্রাহ্মণ পূজন ॥১৭১

ব্রাহ্মণের সেবা বিনা অন্য নাহি জানে।
অনুক্ষণ করে রাজা ব্রাহ্মণ ভরণে ॥১৭২
যাহা জিজ্ঞাসিলে তুমি রাজা পরীক্ষিত।
সংক্ষেপে কহিল কিছু তোমার বিদিত ॥১৭৩
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসরে।
পৃথুর মহিমা গুণ নারি কহিবারে ॥১৭৪
অতঃপর যে কহি এ শুন এক মনে।
পৃথুর মহিমা যশ অতুল ভুবনে ॥১৭৫
বীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরসগান ॥১৭৬

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে
৪র্থ স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

রাজসিংহ বাসনা বিচিত্র রাজাসনে।
পৃথিবীর রাজা পায়ে করয় পূজনে ॥১
রাজার মহিমাযশ অতুল ভুবনে।
যত যত কর্ম্ম কৈল না হয় বর্ণনে ॥২
শত যজ্ঞ করিয়া ভজিল গদাধর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আইলা যাহে হর মহেশ্বর ॥৩
দেব সভা আসিয়া সাক্ষাতে নিল ভাগ।
যজ্ঞ মহোৎসব দেখি লোকে অনুরাগ ॥৪
এইরূপে শত যজ্ঞ কৈল নৃপবর।
অবশেষ যজ্ঞে ভঙ্গ নিল পুরন্দর ॥৫
ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গ রক্ত বাস পরি।
তপস্বীর বেশে ইন্দ্র নিল অশ্ব হরি ॥৬
অত্রি মুনি চিনাইল পৃথুর কুমারে।
তপস্বীর বেশে অশ্ব হরে পুরন্দরে ॥৭
রাজার কুমার তবে জিনিল দেবরাজ।
আনিল বাপের অশ্ব ইন্দ্র পাইল লাজ ॥৮
পুনরপি আইলা ইন্দ্র কপট তপস্বী।
হরিতে রাজার অশ্ব দেখে অত্রি ঋষি ॥৯
রাজার কুমার তুমি বধ শচীপতি।
ঘোড়া লঞা যজ্ঞ রক্ষা কর মহামতি ॥১০
রাজার কুমার তবে জোড়ে ধনুর্ব্বাণ।
মুনিগণে রক্ষা কৈল ইন্দ্রের পরাণ ॥১১
জিনিঞা আনিল অশ্ব নিজ বাহু বলে।
বিজিতাশ্ব নাম তার থুইল সকলে ॥১২
কপট তপস্বী বেশ হৈল শচীপতি।
সে বেশ ধরিল যেন পাষণ্ড কুমতি ॥১৩
শত যজ্ঞ পৃথু রাজা কৈল সমাধানে।
শতক্রতু নাম তার হৈল ত্রিভুবনে ॥১৪
বসন ভূষণ অন্ন দিঞা বহুধন।
দেবগণ মুনিগণ পূজিল ব্রাহ্মণ ॥১৫
চণ্ডাল পর্য্যন্ত পূজা কৈল সর্ব্বজন।
চলিল সকল লোক হরষিত মন ॥১৬
মুনিগণ চলিল করিয়া আশীর্ব্বাদ।
চলিলা দেবতাগণ করিয়া প্রসাদ ॥১৭
বহুবিধ বর দিঞা চলিলা শ্রীহরি।
রাজসিংহ রহিল গোবিন্দে চিত্ত ধরি ॥১৮
উদ্দেশে করিয়া রাজা কৃষ্ণে নমস্কার।
ধর্ম্মে চিত্ত দিঞা কৈল রাজ্য অধিকার ॥১৯
মহাযোগে বহু জন্ম কৈল কর্ম্ম নাশ।
দেহ গেহ সম্পদে না হইল বিশ্বাস ॥২০
হরিভক্তি বিনা লোকে না লওয়ায় আন।
সর্ব্ব লোকে করাইল কৃষ্ণগুণ গান ॥২১
ব্রাহ্মণ-চরণ-পূজা বৈষ্ণব সেবনে।
শরীর পর্য্যন্ত কৈল দ্বিজে সমর্পণে ॥২২
এইরূপে পৃথিবী পালেন মতিমান।
সর্ব্ব লোকে যশ কহে সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥২৩
এক দিন আল্যা চারি ব্রহ্মার কুমার।
সনক সনন্দ আর সনৎকুমার ॥২৪
সনাতন নাম চারি মুনি অবতার।
চন্দ্র সূর্য্য সমতেজ দেখি তাঁ সবার ॥২৫
তাঁ সবা দেখিঞা চারি মহাযোগেশ্বরে।
সভাসতে পৃথু রাজা উঠিলা সত্বরে ॥২৬
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণামে।
বসাইয়া মুনি পূজি অতিথি বিধানে ॥২৭
কর জোড়ি বোলে রাজা বিনয় বচনে।
শুন চারি যোগেশ্বর ব্রহ্মার নন্দনে ॥২৮
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।
শরীর পর্য্যন্ত মোর দ্বিজে সমর্পণ ॥২৯
আজ্ঞা কর কিবা কর্ম্ম করিব আর।
কি দিঞা পূজিব মুঞি চরণ তোমার
দ্বিজসেবা বহি কিছু নাহি বলি আর।
সবে প্রাণপাত আছে পূজিতে সভার ॥৩১

জানিঞা ক্ষমিহ দোষ ব্রহ্মার কুমার।
এই নিবেদন করোঁ চরণে তোমার ॥৩২
রাজার বচন শুনি চারি যোগেশ্বর।
তুষ্ট হঞা প্রশংসিল রাজাকে বিস্তর ॥৩৩
তবে উপদেশ কৈল সনৎকুমার।
অন্তরীক্ষে চলে চারি মুনি অবতার ॥৩৪
তত্ত্ব উপদেশ পাই পৃথু নরপতি।
ভজিল মুকুন্দপদ একান্ত ভকতি ॥৩৫
হরিভক্তি বিনে আর না চিন্তিল আন।
সর্ব্বলোকে করাইল হরিগুণগান ॥৩৬
তবু তার কোথাও নহিল দণ্ডভঙ্গ।
সুত দার শরীরে নহিল তার সঙ্গ ॥৩৭
এইরূপে রাজ্যভোগ কৈল চিরকাল।
বৃদ্ধভাবে শরীর দেখিল আপনার ॥৩৮
পুত্রে রাজ্য দিয়া গেল তপোবনে।
যোগবলে তেজে রাজা শরীর বন্ধনে ॥৩৯
অর্চ্চি মহাদেবী প্রবেশিল হুতাশনে।
পতি সঙ্গে পতিলোক গেল ততক্ষণে ॥৪০
ধন্য ধন্য সুরলোকে উঠিল উত্থান।
বৈকুণ্ঠে চলিলা রাজা ভকত প্রধান ॥৪১
ধন্য পুণ্য শোকহর দুঃখবিনাশন।
সকল সম্পদ হয় দুরিত খণ্ডন ॥৪২
পৃথুর চরিত্র লোক শুন সাবধানে।
শুনিলে সম্পদ বাড়ে পাপ বিমোচনে ॥৪৩
শ্রীযুত শ্রীগদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥৪৪

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

বিজিতাশ্ব রাজা হৈল পৃথুর কুমার।
সাগর পর্য্যন্ত তার রাজ্য অধিকার ॥১
ইন্দ্রকে জিনিয়া অশ্ব আনিল যে কালে।
অন্তর্দ্ধান গতি তারে দিল পুরন্দরে ॥২
অন্তর্দ্ধানপুত্র হৈল নামে হবির্ধান।
রাজা [illegible] নহিল তাঁর রাজ্যে অবধান ॥৩
নিরন্তর ভক্তি রাজা কৈল দামোদরে।
যোগবলে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণুপুরে ॥৪
ছয়পুত্র হৈল তার মহা বলবান্।
প্রাচীনবর্হিষ নামে পুত্রের প্রধান ॥৫
কর্ম্মকাণ্ডে হৈল তার দৃঢ়তর মতি।
পূর্ব্ব অগ্রে কুশে আচ্ছাদিল বসুমতী ॥৬
প্রাচীনবর্হিষ নাম এই সে কারণে।
দান যজ্ঞ তপব্রত করে দৃঢ়মনে ॥৭
তাঁর দশ পুত্র হৈল প্রচেতস নামে।
বাপে আজ্ঞা দিল সৃষ্টি করিতে সৃজনে ॥৮
শিরে আজ্ঞা ধরি গেলা তপ করিবারে।
শিব সনে দরশন হৈল হেনকালে ॥৯
শঙ্কর দেখিয়া তারা কৈল প্রণিপাত।
হর তুষ্ট হঞা কৈল পরম প্রসাদ ॥১০
আমি জানি তুমি সব কৃষ্ণপরায়ণ।
তে কারণে পথে আসি দিলুঁ দরশন ॥১১
আমার বান্ধব নাঞি হরিভক্ত বিনে।
সতত বৈষ্ণব সঙ্গ করি যে যতনে ॥১২
সৎসঙ্গ স্বধর্ম্ম করয়ে নিরন্তর।
তবে সে ব্রহ্মণ্য পায় শুদ্ধ কলেবর ॥১৩
তবেত আমারে পায় তবে কৃষ্ণপদ।
তে কারণে জগতে দুর্লভ ভাগবত ॥১৪
মন্ত্র উপদেশ কহি ধর দৃঢ় মনে।
এই মন্ত্র জপিয়া ভজিহ নারায়ণে ॥১৫
এই মন্ত্র জপিয়া করিহ এই ধ্যানে।
এই বিধি ধর তুমি এই অনুষ্ঠানে ॥১৬
এই স্তব বলিয়া স্তুবিহ ভগবান।
এতেক বলিয়া শিব হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥১৭
শিবমুখে পাইল যদি তত্ত্ব উপদেশ।
দশ প্রচেতস কৈল সাগরে প্রবেশ ॥১৮
জলের ভিতরে থাকি অযুত বৎসর।
গোবিন্দ ভজিল তপ করি নিরন্তর ॥১৯
প্রাচীনবর্হিষ রাজা কর্ম্মপরায়ণ।
জানিঞা আইলা তথা নারদ তপোধন ॥২০
পুছিল নারদ তবে শুন নৃপবর।
কর্ম্ম হৈতে দেখি তোমা কেমন কুশল ॥২১
দুঃখের বিনাশ হয় সুখ উতপতি।
সুখের বিনাশ হয় দুঃখ উতপতি ॥২২
তবে আমি যে কহি শুন নরপতি।
কর্ম্ম হৈতে না দেখি তোমার সুখগতি ॥২৩

রাজা বলে মুঞি কিছু না জানি মরম।
কিরূপে নিস্তার হয় কহ তপোধন ॥২৪
রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার কুমার।
দেখাইল রাজারে তবে মহা চমৎকার ॥২৫
যজ্ঞে যত পশুবধ কৈলে নরেশ্বর।
অস্ত্র ধরি রহে তারা রাজার গোচর ॥২৬
কাটিব ছেদিব বলি করে মহানাদ।
বড় ভয় পাইল রাজা দেখিয়া প্রমাদ ॥২৭
তবে মুনি কহিল পুরাণ ইতিহাস।
জীবের শরীর ধর্ম্ম যাহে পরকাশ ॥২৮
পুরঞ্জন উপাখ্যান কহিব বিস্তারি।
বুঝাই তোমারে শুন চিত্ত স্থির করি ॥২৯
পুরঞ্জন নামে এক আছিল নরপতি।
অবিজ্ঞান নামে তার সখা মহামতি ॥৩০
সে রাজা পৃথিবীতল কৈল পর্য্যটন।
বসিবার তরে স্থান কৈল নিরূপণ ॥৩১
একে একে ভ্রমিল সকল পুরে পুরে।
আপনার যোগ্য স্থান না দেখে সংসারে ॥৩২
হিমালয় পর্ব্বতের আসিয়া দক্ষিণে।
একখানি দিব্য পুরী দেখিল নয়নে ॥৩৩
নবখানি দুয়ার পুরীর সুশোভন।
চারি পাশে প্রাচীর সুন্দর উপবন ॥৩৪
ভয়ঙ্কর গড়খাই চৌদিগে বেষ্টিত।
পতাকা তোরণ ধ্বজ দেখিতে শোভিত ॥৩৫
স্ফটিক বিদ্রুম মণি মরকত স্থল।
কাঞ্চননির্ম্মিত ঘর শোভে পরেথর ॥৩৬
সভাঘর ক্রীড়াঘর চত্বরে চত্বরে।
বিবিধ পসার ঘর শোভে থরে থরে ॥৩৭
বিদ্রুমরচিত পথ রতন সোপান।
সারি সারি শোভে হট্ট কাঞ্চননির্ম্মাণ ॥৩৮
পুণ্যজল দীঘি সরোবর মনোহর।
অলিকুল বিহগ শবদ কোলাহল ॥৩৯
হেন দিব্য পুরী দেখি রাজা পুরঞ্জন।
দুয়ারে দণ্ডাঞা রাজা চিন্তে মনে মন ॥৪০
হেন কালে তথা এক আইল দিব্য নারী।
দিব্য মূর্ত্তি দশ ভৃত্য নিজ সঙ্গে করি ॥৪১
এক এক জনের শতেক জন সঙ্গ।
পঞ্চশিরা নাগ তাঁর দুয়ারী ভুজঙ্গ ॥৪২
আপনার যোগ্য পতি বেড়ায় চাহিতে।
হেন দিব্য নারী গিয়া মিলিল তথাতে ॥৪৩
সুন্দরী দেখিয়া রাজা বলে কোন বাণী।
কোথা হৈতে কোথা যাও কাহার রমণী ॥৪৪
কি নাম তোমার তুমি কাহার বনিতা।
দিব্য রূপ বেশ ধর সর্ব্ব গুণযুতা ॥৪৫
কেবা হয় তোমার এই বা দশ জন।
দাস দাসী লইয়া কেনে করহ ভ্রমণ ॥৪৬
নারীগণ সঙ্গে দেখি বনিতা কাহার।
আগে আগে সর্প জায় কি নাম তাহার ॥৪৭
হরের পার্ব্বতী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥৪৮
কমলচরণ কর পৃথিবী সঞ্চার।
হেন বুঝি যোগ্য বর চাহ আপনার ॥৪৯
এই পুরী আগন করিয়া তুমি রহ।
ইচ্ছা যদি কর তবে বোল দুই কহ ॥৫০
রাজার বচন শুনি হাসয়ে সুন্দরী।
কহিতে লাগিল নারী লজ্জা পরিহরি ॥৫১
কিঙ্কর কিঙ্করীগণ আমার সংহতি।
পুরঞ্জনী নাম মোর জগতে খেয়াতি ॥৫২
যে দেখ আমার আগে সর্প ভয়ঙ্কর।
জাগিয়া আমার আগে থাকে নিরন্তর ॥৫৩
ভাগ্যে দরশন মোর ঘটিল তোমার।
আমা লঞা কামভোগ কর চিরকাল ॥৫৪
ভজিব তোমারে আমি শুন নরেশ্বর।
এই পুরী প্রবেশি থাকিব নিরন্তর ॥৫৫
নবমুখী পুরীখান দেখিতে সুন্দর।
ইহাতে প্রবেশি থাকি শতেক বৎসর ॥৫৬
তোমা বিনে আমি বর না বরিব আন।
নিতি নিতি নানাভোগ করিব যোগান ॥৫৭
তোমাকে ভজিলে দেখি সর্ব্বত্র কল্যাণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হৈবে উপাদান ॥৫৮
পুত্র পৌত্র সুখ ভোগ মিলিবে সকল।
জগৎ ভরিয়া যশ রহিবে বিস্তর ॥৫৯
ইহলোক পরলোক সকল সাধিব।
পিতৃদেব গুরুগণ ব্রাহ্মণ ভজিব ॥৬০
গৃহস্থ আশ্রমশ্রেষ্ঠ বলে সর্ব্ব জনে।
না ভজিব আন পতি তোমা পতি বিনে ॥৬১

গৃহধর্ম্ম করিব সাধিব সর্ব্ব সিদ্ধি।
জানিঞা ভজিলুঁ আমি তুমি গুণনিধি ॥ ৬২
এতেক বচন বলি তাঁরা দুই মিলি।
আনন্দে রহিলা পুর পরবেশ করি ॥ ৬৩
পুরীর উপরে সাত বিচিত্র দুয়ার।
হেঠে আর দুই খান দুয়ার বিশাল ॥ ৬৪
পাঁচখান দ্বার তার পুরীর সম্মুখে।
দুইখান দ্বার তার দক্ষিণ বামভাগে ॥৬৫
গতায়াত করে রাজা এ নব দুয়ারে।
যার যে যে নাম রাজা কহিব তোমারে ॥৬৬
অতিমুখ্য সুখদ্যোত দুই যার নাম।
সে দুয়ারে যবে রাজা করয়ে পয়ান ॥ ৬৭
সূর্য্য সখা করিয়া উজ্জ্বল দেশে জায়।
এইরূপে পুরঞ্জন আনন্দে বেড়ায় ॥৬৮
নলিনী নালিনী দুই সর্ম্মুখে দুয়ার।
সে দুয়ারে যদি রাজা করয়ে সঞ্চার ॥ ৬৯
সুগন্ধি নগরে জায় বায়ু সখা করি।
মুখ্যামুখে প্রথম দুয়ার নাম ধরি ॥ ৭০
সে দুয়ারে করে রাজা নানা উপভোগ।
বরুণ মিত্রের সঙ্গে করিয়া সংযোগ ॥৭১
পিতৃহু দেবহু নাম এ দুই দুয়ার।
উত্তর দক্ষিণে তার সঞ্চার ব্যাভার ॥ ৭২
আকাশ করিয়া সখা জায় পুরঞ্জন।
দক্ষিণ উত্তর দেশে করয়ে ভ্রমণ ॥ ৭৩
পাছের দুয়ার নাম আসুরী তাহার।
সে দুয়ারে করে রাজা মৈথুন আচার ॥ ৭৪
আর এক দুয়ার নির্ঋতি তার নাম।
সে দুয়ারে যদি রাজা করয়ে পয়ান ॥৭৫
সে দুয়ারে পুরঞ্জন করে মলত্যাগ।
এইরূপে সুখে বৈসে রাজা মহাভাগ ॥ ৭৬
বিসূচির সঙ্গে রাজা অন্তপুরে বৈসে।
ক্ষণে শোক ক্ষণে মোহ থাকয়ে হরিষে ॥৭৭
পুত্র দার ধন হেতু নানা উৎপাত।
নিতি নিতি কর্ম্ম করে না পায় সোয়াস্ত ॥৭৮
যে যে ইচ্ছা করে নারী আনিয়া যোগায়।
অবুধ বঞ্চিত রাজা নানা দুঃখ পায় ॥৭৯
পুরঞ্জনী কৈল যদি মজ্জন ভোজন।
তবে অন্ন পান পায় রাজা পুরঞ্জন ॥৮০
সে যদি কান্দিলে কান্দে হাসিলে হাসয়।
সে যদি বিনয়ে কিছু বিনয়ে বোলয় ॥৮১
সে যদি চলিল তার পাছে চলি জায়।
সে যথা বৈসয়ে তাঁর সম্মুখে দাণ্ডায় ॥৮২
যে দিগে শয়ন করে করয়ে শয়ন।
এই রূপে নিজ পুরে বৈসে পুরঞ্জন ॥৮৩
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধু রসগান ॥৮৪

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

মৃগয়া করিতে রাজা ইচ্ছয়ে যখনে।
দিব্য রথে ছাড়িয়া নৃপতি জায় বনে ॥১
নানা পরিচ্ছদে রথ করিয়া সাজন।
মৃগয়া করিতে চলে রাজা পুরঞ্জন ॥২
পাঁচ ঘোড়া দুই চাকা রথের সাজনী।
দুই ঈশ তিন বাঁসে করিয়া কাছনী ॥৩
এক রাগ এক চাবুক এক পঞ্চ স্বর।
মণিরত্ন হীরায় পঞ্চ বিদ্রুম চামর ॥৪
হেন দিব্য রথে চড়ি রাজা পুরঞ্জন।
পঞ্চ পরকারে বনে করয়ে গমন ॥৫
দিব্য অস্ত্র বাণ ধনু ধরে নরেশ্বর।
মৃগয়া করিতে বুলে বনের ভিতর ॥৬
ধরিয়া আস্ফুটি বুদ্ধি রাজা পুরঞ্জন।
স্ত্রীকে ঘরে ছাড়িয়া বেড়ায় বনে বন ॥৭
নানা পশু বধ রাজা করে তীক্ষ্ণবাণে।
দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ করয়ে বিধানে ॥৮
প্রাণিবধ করিয়া করয়ে পুণ্য কর্ম্ম।
প্রাণিবধগত দোষ না বুঝে অধর্ম্ম ॥৯
অহঙ্কারে যে জন করয়ে পরহিংসা।
নরকে গমন তার না করি প্রশংসা ॥১০
শল্লক শল্লকী মৃগ মহিষ শূকর।
নানা অস্ত্রে নানা পশু বধিল বিস্তর ॥১১
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজা শ্রমিত অন্তর।
বাহুড়িয়া নিজ পুরে গেল নৃপবর ॥১২
স্নান পান করিয়া বসিলা রাজাসনে।
অঙ্গ বিভূষিত কৈল বসন ভূষণে ॥১৩

হৃষ্টচিত্ত হঞা রাজা বসিল আসনে।
নিজ মহাদেবী হৈল স্মঙরণ মনে ॥১৪
বিচারিয়া চাহিল রমণী নাহি ঘরে।
দাসীগণে আসিঞা পুছিল নরেশ্বরে ॥১৫
কোথা মোর গেল নারী কহ উপদেশ।
কহ সব দাসীগণ কি জান বিশেষ ॥১৬
দাসীগণ বোলে রাজা শুন বিবরণ।
তোমার সুন্দরী আছে করিয়া শয়ন ॥১৭
ভূমিতে পড়িয়া আছে উত্তর না করে।
অন্নপানী নাহি খায় বচন না ধরে ॥১৮
তবে রাজা ধীরে ধীরে দাণ্ডাঞা নিয়ড়।
বিনয় বোলয়ে কিছু প্রবোধ উত্তর ॥১৯
মুখানি তুলিয়া চাহ পরিহর খেদ।
তিলেক সহিতে নারি তোমার বিচ্ছেদ ॥২০
বিষাদ ভাবিয়া দেবি আছ কি কারণ।
কে তোমার কৈল দেবি পীরিতি লঙ্ঘন ॥২১
তার দণ্ড করিব ব্রাহ্মণমাত্র বিনে।
কভু দণ্ড নাহি করি ভক্ত সাধু জনে ॥২২
কেহো বা করিয়া থাকে যদি আজ্ঞাভঙ্গ।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিনে তারে করি দণ্ড ॥২৩
মলিন বসন ধর মলিন বদন।
কহ মহাদেবি তুমি দুঃখের কারণ ॥২৪
পুরঞ্জন-বচন শুনিঞা পুরঞ্জনী।
সম্ভাষিয়া রাজারে বোলয়ে প্রিয় বাণী ॥২৫
এইরূপে দোঁহে মেলি রতিভোগ করে।
কত দিন রাতি জায় চিত্তেও না ধরে ॥২৬
কামে বিমোহিত রাজা হরিল গেয়ান।
কত কাল বহি জায় নাহি অবধান ॥২৭
মজিয়া রহিল রাজা গৃহ অন্ধকূপে।
অর্দ্ধেক বয়েস ক্ষয় গেল এইরূপে ॥২৮
এগার শত পুত্র তাঁর হৈল মহাবলী।
ত্রয়োদশ এক শত জন্মিল কুমারী ॥২৯
আনিঞা উত্তম বর কন্যা সমর্পিল।
কন্যাগণ আনিঞা পুত্রকে বিভা দিল ॥৩০
এক শত পুত্র হৈল এক পুত্র ঘরে।
পুত্রপৌত্রে পুরঞ্জন বাড়িল কুশলে ॥৩১
ধন রাজা বিভূষিয়া দিল পুত্রগণে।
যজ্ঞ করি কৈল দৈব পিতৃ আরাধনে ॥৩২
পশু বধ করি দেব পিতৃ আরাধিল।
যাগ ব্রত করিয়া বিস্তর কাল দিল ॥৩৩
হেন কালে আইল একাল বিদ্যমান।
চণ্ডবেগ নাম এক গন্ধর্ব্ব প্রধান ॥৩৪
তিন শত ষাঠী গন্ধর্ব্ব সঙ্গে করি।
তিন শত ষাঠী গন্ধর্ব্বগণনারী ॥৩৫
শুক্ল কৃষ্ণ বরণ গন্ধর্ব্বগণ ধরে।
বেড়িয়া গন্ধর্ব্বগণ রাজপুরী লোড়ে ॥৩৬
চণ্ডবেগ অনুচরে ভাঙ্গে পুরীখান।
ঝুঝিবারে আইল প্রজাগণ বলবান্ ॥৩৭
সাত শত কুড়ি জন গন্ধর্ব্বের সঙ্গে।
নিরবধি প্রজাগণ ঝুঝে নানা রঙ্গে ॥৩৮
শতেক বৎসর ধরি ঝুঝে একেশ্বরে।
এইরূপে প্রজাগণ পুরী রক্ষা করে ॥৩৯
ঝুঝিতে ঝুঝিতে তার ক্ষীণ হৈল বল।
তবে যুদ্ধে হারিয়া রহিল প্রজাগণ ॥৪০
তবে পুরঞ্জন রাজা মনে পাঞা ভয়।
পুরীর ভিতরে থাকি চিন্তে অতিশয় ॥৪১
কিছুই করিতে নারে বকবৎ চায়।
বন্ধুগণ আনি তারে আহার যোগায় ॥৪২
আছিল কালের এক কন্যা দুষ্টমতি।
ত্রিভুবন বেড়ায় চাহিয়া নিজ পতি ॥৪৩
কেহো তারে না বরে দেখিয়া দুষ্টচিন্তা।
চাহিয়ে বেড়ায় পতি কামে বিমোহিতা ॥৪৪
যযাতি রাজার পুত্র দিল পতি করি।
তার সনে কত দিন কৈল রতি কেলি ॥৪৫
ব্রহ্মলোক হৈতে আমি আইল ক্ষিতিতলে।
আমাকে বলিব পতি হেন অবসরে ॥৪৬
আমি যদি না বরিল সাঁপিল পাপিনী।
এক রাত্রি একত্র কোথাও থাক জানি ॥৪৭
তবে আমি দিল তারে পতি উপদেশ।
আমার বচনে গেল যবনের দেশ ॥৪৮
যবনঈশ্বর পতি ভয় নাম জানি।
বরিল তাহাকে পতি কন্যা বিচারিণী ॥৪৯
শুনিঞা যবনপতি কন্যার বচন।
কহিল কন্যায় তবে শুন বিবরণ ॥৫০
অলক্ষিত গতি তুমি কর কোন ভোগ।
সর্ব্ব লোকে হৈবে কন্যা তোমার সংযোগ ॥৫১

চলুক যবনগণ সৈন্য নিজ সাথে।
প্রজ্বারের সঙ্গে ভ্রম অলক্ষিত পথে ॥৫২
প্রজ্বার আমার ভাই তুমি সে ভগিনী।
তোমা সবা লঞা সুখে ভ্রমিব মেদিনী ॥৫৩
ভয় নাম রাজার যবন নাম সেনা।
কালকন্যা লঞা সব ঠাঞি দেয় হানা ॥৫৪
কালকন্যা প্রজ্বারে যবনগণ বেড়ি।
লুটিয়া পুড়িয়া ভাঙ্গে পুরঞ্জনপুরী ॥৫৫
পুর পরবেশ করি যবনের গণে।
ভাঙ্গিঞা রাজার পুরী কৈল খান খানে ॥৫৬
ভয় ত্যজি গেল পুত্র পাত্রমিত্রগণ।
কালকন্যা হরিল সকল রাজধন ॥৫৭
চিন্তিতে লাগিল রাজা মনে পাঞা ভয়।
করিতে না পারে কিছু চিন্তে অতিশয় ॥৫৮
হতবল হঞা রাজা চিন্তিতে রহিল।
প্রজ্বার আসিয়া তার নিকট মিলিল ॥৫৯
ভয় নামে ভাই তার করিতে পীরিতি।
পুরীখান সকল পুড়িল দুষ্টমতি ॥৬০
তবে রাজা পুরঞ্জন বন্ধুগণ লইয়া।
দুঃখ শোক করি কান্দে ব্যাকুল হইয়া ॥৬১
যবনে বেড়িয়া পুরী পুড়িল সকল।
গন্ধর্ব্বে হরিয়া তার নিল বুদ্ধি বল ॥৬২
কান্দে পুরঞ্জন রাজা কম্পিতহৃদয়।
গৃহকূপে পড়িয়া মজিল দুরাশয় ॥৬৩
বকবৎ ধ্যান করি রহে দুরাচার।
মরিয়া কোথারে জামু কি হবে প্রকার ॥৬৪
কোথায় রহিব মোর ভার্য্যা গুণবতী।
কুলশীলসুচরিতা পতিব্রতা সতী ॥৬৫
আমি না খাইলে কিছু না খায় সুন্দরী।
নিরন্তর আগা বিলোকয়ে চিত্ত ধরি ॥৬৬
আমা বিনে কোথা যে থাকিবে সুতদার।
ধন জন পুত্র মিত্র এ মহীভাণ্ডার ॥৬৭
এই মত চিন্তি রাজা আকুল শরীর।
হেন কালে ভয় নামে আইল মহাবীর ॥৬৮
ধরিয়া বান্ধিল রাজায় ভয় মহাবলী।
তা দেখিয়া বন্ধুগণ কান্দে শোক করি ॥৬৯
বলে বান্ধি নিল তারে ভয় বলবান্।
ভূমিতে পড়িয়া রহে ভাঙ্গা পুরীখান ॥৭০

যত পশুবধ রাজা কৈল যজ্ঞকালে।
তারা আসি চৌদিগ বেড়িল কাটিবারে ॥৭১
ধর মার করিয়া বেড়িল পশুগণ।
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল পুরঞ্জন ॥৭২
আর্ত্তনাদ করি রাজা কান্দে নিরন্তরে।
এইরূপে নিরবধি দুঃখ ভোগ করে ॥৭৩
দুঃখময় সাগরে মজিল নরেশ্বর।
চিরকাল দুঃখ ভোগ করে নিরন্তর ॥৭৪
স্ত্রী সঙ্গে ভুলিয়া সে মজিল নরপতি।
সঙ্গ দোষে হইল এত বড় অধোগতি ॥৭৫
স্ত্রীর রূপ চিন্তিতে আছিল অনুক্ষণ।
স্ত্রীর রূপ পাইয়া রাজা লভিল জনম ॥৭৬
বিদর্ভ রাজার ঘরে স্ত্রীর রূপ ধরি।
জনমিল পুরঞ্জন স্ত্রীর ধ্যান করি ॥৭৭
আছিল মলয়ধ্বজ পাণ্ড্যদেশপতি।
বিভা করি নিল কন্যা সতী গুণবতী ॥৭৮
এক কন্যা জনমিল তাহার উদরে।
কন্যার কনিষ্ঠ আর সাত সহোদরে ॥৭৯
দ্রাবিড় দেশের রাজা হৈল সাত ভাই।
সাত খান পুরী করি রহে সাত ঠাঞি ॥৮০
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পুত্র হৈল সাত ঘরে।
যার বংশ বেয়াপিল এ মহীমণ্ডলে ॥৮১
অগস্ত্য নৃপতি বিভা কৈল কন্যা আনি।
তাঁর গর্ভে পুত্র জনমিল মহামুনি ॥৮২
ইধ্মবাহ নামে মুনি বিদিত ভুবনে।
আছিল মলয়ধ্বজ রাজা এই মনে ॥৮৩
নিজ রাজ্য বিভজিয়া পুত্রে দিল দান।
আপনে চলিল রাজা কৃষ্ণানুসন্ধান ॥৮৪
কুলাচল পর্ব্বতে রহিলা নরপতি।
তার সঙ্গে চলিল মহিষী মহাসতী ॥৮৫
তাম্রপর্ণী চন্দ্রবসা বটোদকা জলে।
নিতি নিতি জলপান দোঁহে মেলি করে ॥৮৬
পুণ্য জলে মজিয়া শোধিল কলেবর।
দেহের ধারণ হেতু কন্দ মূল ফল ॥৮৭
শীত বাত বরিষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহি।
দোঁহে মেলি তপ করে পুণ্য তীর্থে রহি ॥৮৮
সংযম নিয়ম করি শরীর শোধিল।
তপ যোগ করি রাজা কৃষ্ণ আরাধিল ॥৮৯

ব্রহ্মে চিত্ত নিয়োজিয়া স্থির কৈল মন।
ভক্তিভাব করিয়া ভজিল নারায়ণ ॥৯০
ঈশ্বর আজ্ঞায় পাইল গুরু উপদেশ।
জ্ঞানোদ্দীপে সাক্ষাতে দেখিল হৃষীকেশ ॥৯১
ব্রহ্মে মন নিবেশিয়া ব্রহ্মে প্রবেশিল।
শুদ্ধ ভাবে তার ভার্য্যা পতিসেবা কৈল ॥৯২
স্বামীর মরণ দেখি ভার্য্যা পতিব্রতা।
বিলাপ করিয়া কান্দে দুঃখশোকযুতা ॥৯৩
চিতা করি কাষ্ঠ দিঞা জ্বালিল আগুনি।
তাহার উপরে থুইল পতিদেহ আনি ॥৯৪
তবে দেবী কৈল সেই চিতা আরোহণ।
হেন কালে পূর্ব্ব সখা দিল দরশন ॥৯৫
সখা বলে শুন দেবী কান্দ কি কারণে ॥
কেবা তুমি কার তরে কান্দ অনুক্ষণে ॥৯৬
তোমার পূরব সখা আমি গুণনিধি।
তুমি আমি একত্র ছিলাঙ নিরবধি ॥৯৭
অবিজ্ঞাত নাম সেই তুমি পাসরিলে।
আমা পাসরিয়া তুমি এত দুঃখ পালো ॥৯৮
তুমি আমি দুই পক্ষ থাকি এক গাছে।
বিষয় দেখানে তুমি পাসরিলে পাছে ॥৯৯
আমাকে ছাড়িয়া তুমি অন্ধ হঞাছিলা।
বিষয় লম্পট হঞা সব পাসরিলা ॥১০০
স্ত্রীর সঙ্গে নবমুখী পুরী পরবেশী
স্ত্রীর সঙ্গে পাসরিলে নিজ গুণরাশি ॥১০১
তে কারণে স্ত্রী হইয়া জনম তোমার।
তুমি বা কাহার নারী দুহিতা কাহার ॥১০২
পুরঞ্জনী সঙ্গে তুমি হৈলে বিমোহিত।
স্ত্রীর সঙ্গে হৈলে তুমি কেবল বঞ্চিত ॥১০৩
তোমার আমার নাহি কেবল বিচ্ছেদ।
আমা সঙ্গে তোমার তিলেক নাহি ভেদ ॥১০৪
পুরঞ্জন নহ তুমি নহি পুরঞ্জনী।
সকল আমার মায়া বিচারিলে জানি ॥১০৫
দর্পণে দেখি যে যেন আপনার ছায়া।
বিচারিলে সত্য নহে সব দেখ মায়া ॥১০৬
এইরূপে হংসীকে যদি প্রবোধিল হংস।
সেইক্ষণে হৈল তার ভববন্ধ ধ্বংস ॥১০৭
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস পান ॥১০৮
ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

প্রাচীনবর্হিষ রাজা এত বাণী শুনি।
কহিতে লাগিল তবে তত্ত্ব নাহি জানি ॥১
না বুঝি তোমার আমি হিত উপদেশ।
কর্ম্ম বিনে আমি কিছু না জানি বিশেষ ॥২
রাজার বচন শুনি মুনি তপোধন।
প্রকাশিয়া কহিল সকল বিবরণ ॥৩
চরাচর সর্ব্বদেহে জীবের সঞ্চার।
পুরঞ্জন মায়া পুরঞ্জনী নাম তার ॥৪
যে কহিল তার সখা অবিজ্ঞাত নাম।
সে কেবল ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান ॥৫
গুণে কর্ম্মে যার তত্ত্ব জানিতে না পারি।
তেকারণে অবিজ্ঞাত হেন নাম ধরি ॥৬
যে নারীর সনে রাজা কৈল গৃহ বাস।
বুদ্ধি নাম তাঁর সনে মনের বিলাস ॥৭
সখাগণ সকল ইন্দ্রিয়গণ বলী।
সখীগণ প্রাণ মন বৃত্তি অবধারী ॥৮
পাঁচ বিষয়ের নাম পাঁচ যে পঞ্চাল।
প্রকাশিয়া কহি শুন এ নব দুয়ার ॥৯
দুই আঁখি দুই নাসা এ দুই শ্রবণ।
গুহ্য লিঙ্গ মুখ নবদ্বার নিরূপণ ॥১০
দুই আঁখি দুই নাসা পুরীর সম্মুখে।
দক্ষিণ উত্তর দুই কর্ণ দুই ভাগে ॥১১
মুখ নাম আর এক সম্মুখে দুয়ার।
এই সব দুয়ারে সঞ্চরে সর্ব্বকাল ॥১২
খদ্যোত আবির্মুখী এ দুই নয়ন।
এ দুই দুয়ারে রূপ লয় মতিমান ॥১৩
নলিনী নালিনী দুই নাসিকা বিবরে।
এ দুই দুয়ারে গন্ধ লয় নরেশ্বরে ॥১৪
মুখ্যানাম দুয়ার মুখের নাম ধরি।
সে দুয়ারে রসনায় রসভেদ করি ॥১৫
পিতৃহু দেবহু দুই শ্রবণবিবর।
সে দুয়ারে শব্দভেদ লয় নিরন্তর ॥১৬
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি শাস্ত্র পঞ্চ পঞ্চাল।
পিতৃযান দেবযান শ্রবণ-সঞ্চার ॥১৭
লিঙ্গের দুর্ম্মদ নাম অপান নির্ঋতি।
মল মূত্র সে দুয়ারে ছাড়ে জীব জাতি ॥১৮
দুই হাত দুই পায় অন্ধ নাম ধরে।
গতি কর্ম্ম করে জীব সে চারির দ্বারে ॥১৯

অন্তঃপুর হৃদয় বুঝিব অনুমানে।
বিষুচি মনের নাম বিচারিলে জানে ॥২০
ইন্দ্রিয় রথের ঘোড়া রথ কলেবর।
কামগতি রথের গমন নিরন্তর ॥২১
লিঙ্গ গুহ্য যত আদি শুভাশুভ কর্ম্ম।
পঞ্চ প্রাণ বান্ধব জানিব তার মর্ম্ম ॥২২
জানিব ঘোড়ার রাগ শীঘ্রগতি মন।
রথের সারথি বুদ্ধি করায় ভ্রমণ ॥২৩
একাদশ ইন্দ্রিয় জানিবে তার সেনা।
পঞ্চ বধূ স্থানে গিয়া নিতি দেই হানা ॥২৪
এইরূপে করে জীব সুখ দুঃখভোগ।
শতেক বৎসর সবে দেহের সংযোগ ॥২৫
অজ্ঞানে মোহিত জীব করে অহঙ্কার।
দেহ কর্ম্ম সুখ দুঃখ বলে আপনার ॥২৬
আপনে নির্গুণ হঞা অসত্য ধিয়ায়।
মুক্তি মোর বলিয়া সতত দুঃখ পায় ॥২৭
কর্ম্ম করি লয় জীব আপন বন্ধন।
নানাদেহ ধরে জীব কর্ম্মের কারণ ॥২৮
গুরুরূপ আপনে সাক্ষাৎ ভগবান্।
গুরু না ভজিলে তার নহে পরিত্রাণ ॥২৯
প্রকৃতির পর জীব আপনা পাসরে।
কর্ম্ম করি শুভাশুভ শরীর সঞ্চরে ॥৩০
শুভ কর্ম্ম করিয়া উজ্জ্বল পথে জায়।
ফল ভোগ অবসানে পুনঃ দুঃখ পায় ॥৩১
কর্ম্মফল অনুরূপে নানাদেহ ধরে।
কর্ম্ম ভোগ কারণে বিবিধ ভোগ করে ॥৩২
কখন পুরুষ হয় কবু হয় নারী।
কোন কালে নপুংসক রহেন দেহ ধরি ॥৩৩
কোন কালে হয় দেব কোন কালে নর।
পশু কীট পতঙ্গ স্থাবর কলেবর ॥৩৪
কর্ম্ম অনুরূপে জীব নানা দেহ ধরে।
কর্ম্ম অনুরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করে ॥৩৫
কর্ম্ম অনুরূপে ধরে দেহ দুখময়।
কর্ম্মভোগ কারণে বিবিধ দুঃখ পায় ॥৩৬
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হয় সতত বিকল।
দীন হীন হঞা দুঃখ ভুঞ্জে নিরন্তর ॥৩৭
দুয়ারে দুয়ারে গিয়া ভিক্ষা মাগি খায়।
দৈবযোগে তাহে মান অপমান হয় ॥৩৮
ঘরে ঘরে ফিরে যেন কুক্কুর সমান।
কোন ঘরে অন্ন পায় দণ্ড কোন স্থান ॥৩৯
এইরূপে ভ্রমে জীব নানা কলেবরে।
ক্ষণে অধোগতি ক্ষণে উপরে সঞ্চরে ॥৪০
এত কর্ম্ম করি জীব করে দুঃখভোগ।
কর্ম্ম হেতু জীবের না ঘুচে দেহযোগ। ৪১
কোন প্রতীকারে নহে দেহের বিচ্ছেদ।
শুভকর্ম্মে বিকর্ম্মে কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ ॥৪২
মাথার বোঝার ভার সহিতে না পারি।
ক্ষণেক বিশ্রাম যেন রহে স্কন্ধে করি ॥৪৩
এইরূপ জান সব শুভাশুভ ফল।
শুভাশুভ কর্ম্মে মাত্র কিঞ্চিৎ অন্তর ॥৪৪
কর্ম্ম হৈতে কবু নহে একান্ত কুশল।
শয়নে স্বপনে যেন হয় মতি জড় ॥৪৫
কোন মতে জীবের সংসার নাহি ছুটে।
গুরু না ভজিলে কবু অজ্ঞান নাহি টুটে ॥৪৬
হরি-গুরু চরণে ভকতি যদি বাড়ে।
তবে সে অজ্ঞান ধ্বংস ভববন্ধ ছাড়ে ॥৪৭
ভক্তিযোগ হরিকথা শ্রবণে উদয়।
শ্রদ্ধাশয় নহিলে কবু হরিকথা নয় ॥৪৮
যথাতে ভকত জন সাধু মহাভাগ।
হরিগুণ শ্রবণ তথাতে অনুরাগ ॥৪৯
হরি কথা অমৃত-সরিত-জলপান।
শ্রবণ ভরিয়া জেবা পিয়ে অবিরাম ॥৫০
শোক মোহ জরা ভয় না হয় তাহার।
সেই সে এ ভবে হয় সংসারের পার ॥৫১
যদি বল তবে কেন হরি-গুণ-গাথা।
সর্ব্বলোক না শুনে কহিব তার কথা ॥৫২
ব্রহ্মা শিব সনকাদি দক্ষ আদি করি।
পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু যোগ অধিকারী ॥৫৩
মরীচি অঙ্গিরা ভৃগু বশিষ্ঠ কুমার।
এ সবে জানিতে নাহি পাএ তত্ত্ব যার ॥৫৪
আদি পর্য্যন্ত যার করিয়া ধেয়ান।
চিন্তিএ না পায় যোগী চরণ সন্ধান ॥৫৫
অনুগ্রহ করে হরি যখনে যাহারে।
সেই সে প্রভুর তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥৫৬
লোক বেদ দৃঢ় মতি ছাড়ে সেই জন।
তবে জানি অনুগ্রহ কৈল নারায়ণ ॥৫৭

এ বোল বুঝিয়া রাজা কর্ম্মে বুদ্ধি ছাড়।
মিথ্যা কর্ম্ম ফলে যত্ন বুদ্ধি পরিহর॥৫৮
শ্রুতিমুখে কর্ম্মফল নাহি সুখলেশ।
বৃথা কর্ম্ম করি কেন পাও নানা ক্লেশ॥৫৯
যজ্ঞধূম পান করি বৃথা দুঃখ পাও।
তত্ত্ব না জানিঞা বাপু কর্ম্মপথে ধাও॥৬০
কুশে আচ্ছাদিলে তুমি এ মহীমণ্ডল।
পশুবধ করি কর্ম্ম কর নিরন্তর॥৬১
বুঝ দেখি তাহে গতি কি হয় তোমার।
জন্ম মৃত্যু গর্ভে বাস সবে দুখসার॥৬২
সেই কর্ম্ম যাহা হৈতে তুষ্ট হন হরি।
সেই বিদ্যা যাহা হৈতে কৃষ্ণে মন ধরি॥৬৩
সর্ব্বলোক আত্মা হরি সভার ঈশ্বর।
সর্ব্ব জীবগতি পতি প্রকৃতির পর॥৬৪
তাঁর পদকমল সকল সিদ্ধিহেতু।
অপার সংসারসিন্ধু পরিত্রাণ সেতু॥৬৫
সেই পর সেই আত্মা সেই সে শরণ।
এমত একান্ত চিত্ত জানে যেবা জন॥৬৬
সেই সে পণ্ডিত গুরু সর্ব্ব তত্ত্ব জানে।
না জানিঞা আর বিপ্র গুরু করি মানে॥৬৭
কহিল তোমারে রাজা এই সুনিশ্চিত।
কর্ম্মপথ ত্যজি তুমি কৃষ্ণে দেহ চিত॥৬৮
স্ত্রীর ঘরে স্ত্রীসুখ মধু সম তুল।
কাম্য কর্ম্ম করে জীব হইয়া ব্যাকুল॥৬৯
স্ত্রীর ঘরে নিসেবিত সতত হৃদয়।
সুখভোগ হেতু কর্ম্ম করে দুরাশয়। ৭০
দিন রাত্রি কাল রূপে পরমায়ু হরে।
যমপাশে আপন বান্ধব নাহি ডরে। ৭১
না কর না কর রাজা কর্ম্ম অভিলাষ।
সুখে পার হবে যদি ভজ শ্রীনিবাস॥ ৭২
শ্রুতিসুখ মাত্র পুত্রদার মধুভাষা।
না কর না কর রাজা ছাড় দুষ্ট আশা॥ ৭৩
প্রাচীনবর্হিষ রাজা শুনিঞা এত বাণী।
কহিতে লাগিলা কিছু করি জোড় পাণি॥ ৭৪
মোর গুরুগণ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
সর্ব্ববেদতত্ত্ব জানে কুলপুরোহিত॥ ৭৫
তবে কেনে তারা মোরে না কৈল উপদেশ।
হেন বুঝি তাঁরা কিছু না জানে বিশেষ॥৭৬
হেন বুঝি বঞ্চিত কেবল ঋষিগণ।
বেদপথে বিমোহিত কর্ম্মপরায়ণ॥ ৭৭
রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন।
তত্ত্ব উপদেশ তারে দিল তপোধন॥ ৭৮
জীবগতি দরশিয়া কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্যলোকে চলিল নারদ মতিমান্॥ ৭৯
প্রাচীনবর্হিষ রাজা নারদের স্থানে।
উপদেশ পাঞা কৈল চিত্ত সমাধানে॥ ৮০
পুত্রগণে কৈল রাজা রাজ্য সমর্পণ।
সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বকর্ম্ম ত্যজে ততক্ষণ॥ ৮১
কৃষ্ণে মন ধরি রাজা গেল তপোবনে।
কৃষ্ণ আরাধিল গিয়া কপিল আশ্রমে। ৮২
ভক্তিভাব করিয়া ভজিল হৃষীকেশ॥
কৃষ্ণময় হঞা কৈল কৃষ্ণে পরবেশ॥ ৮৩
পুরঞ্জন উপাখ্যান মুকুন্দচরিত।
ভুবন পবিত্র কথা শুক-মুখরিত॥ ৮৪
যেজন কীর্ত্তন করে ভক্তিভাব ধরে।
ভববন্ধ নহে তার বিষ্ণুপদে চলে॥ ৮৫
ভক্তিরসগুরু শ্রীল গদাধর জান।
শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান॥ ৮৬

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।৭।

বিদুর জিজ্ঞাসা কৈল মুনির গোচর।
দশ প্রচেতস ছিল জলের ভিতর॥১
কৃষ্ণ আরাধিয়া তারা পাইল কোন সিদ্ধি।
সে সব কহিবে মোরে গুরু মহাবুদ্ধি॥২
শুনিঞা মৈত্রেয় মুনি বিদুর বচন।
সে পুণ্যচরিত্র কহে আনন্দিতমন॥৩
অযুত বৎসর থাকি জলের ভিতর।
তপ করি কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তর॥৪
তুষ্ট হঞা দরশন দিল হৃষীকেশ।
গরুড়বাহনে প্রভু ধরি দিব্য বেশ॥৫
তবে তাঁরা স্তুতি কৈল গদগদ বাণী।
পরম সন্তোষে বর দিল চক্রপাণি॥ ৬
তবে তাঁরা নিবেদিল প্রভুর চরণে।
আন বর না মাগিব ভক্তসঙ্গ বিনে॥ ৭

কর্ম্ম-নিবন্ধনে জন্ম হয় যথা তথা।
ভকত জনের সঙ্গ ঘটুক সর্ব্বথা ॥ ৮
ক্ষণেক শঙ্কর সনে হৈল দরশন।
কৃপায় কহিল কিছু ভক্তি নিরূপণ ॥ ৯
তোমার দর্শন পাইল শঙ্কর প্রসাদে।
হেন সে বৈষ্ণব সঙ্গ কে বুঝিব তত্ত্বে ॥ ১০
তাঁ সবার বচন শুনিঞা গদাধর।
হাসিয়া সন্তোষে হরি দিলেন উত্তর ॥ ১১
বাপের বচন তুমি করিলে পালনে।
রহিল নির্ম্মল যশ এ তিন ভুবনে ॥ ১২
কণ্ডুমুনি প্রম্লোচা অপ্সরা সমাগমে।
জনমিল এক কন্যা কমলনয়নে ॥১৩
অপ্সরা তেজিঞা তারে গেলা মহাবনে।
কন্যা বাস দিয়া তারে রাখে বৃক্ষগণে ॥ ১৪
সে কন্যা ক্ষুধায় কান্দে বনের ভিতর।
অমৃত অঙ্গুলি মুখে দিল শশধর ॥ ১৫
অমৃত ভোজনে তার রহিল জীবনে।
তারে পরিণয় গিয়া করে দশ জনে ॥ ১৬
জনমিবে তাহাতে তনয় মহাবল।
ভুজ বলে শাসিবে সকল ক্ষিতিতল ॥ ১৭
একান্ত ভকতি করি আমাকে ভজিহ।
অন্তকালে তনু ত্যজি বিষ্ণুপুরে যাহ ॥ ১৮
এতেক বলিয়া হরি হৈলা অন্তর্দ্ধানে।
জলে হৈতে উঠিলা তাহারা দশজনে ॥ ১৯
বৃক্ষগণে বেয়াপিত দেখিল মেদিনী।
ক্রোধ করি মুখ হৈতে আনিল আগুনি ॥ ২০
পোড়াঞা পৃথ্বীর বৃক্ষ কৈল ভস্মসাত।
হেনকালে আইলা ব্রহ্মা ত্রিভুবননাথ ॥ ২১
বৃক্ষ সৃষ্টি না পোড়াহ এই বাক্য ধর।
বৃক্ষগণে কন্যা দিবে তারে বিভাকর ॥ ২২
এবোল বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে।
হেন কালে কন্যা আনি দিল বৃক্ষগণে ॥ ২৩
সেই কন্যা বিভা কৈল দশ সহোদর।
রাজ্য ভোগ কৈল দশ সহস্র বৎসর ॥ ২৪
দক্ষ পুত্র জন্মাইল দশ সহোদরে।
পূর্ব্বজন্মে বিড়ম্বিল যাঁরে মহেশ্বরে ॥ ২৫
শিব শাপে ছাগমুখ দক্ষের আছিল।
সে তনু ছাড়িয়া আর শরীর ধরিল ॥ ২৬
তবে তাঁরা দশ ভাই ভজিয়া শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণু পুরী ॥ ২৭
উত্তানপাদের বংশ করিল বিস্তার।
কহ পরীক্ষিত রাজা কি কহিব আর ॥ ২৮
ধন্য পুণ্য পাপহর বিচিত্র আখ্যান।
কহিল চতুর্থ স্কন্ধ বিচিত্র বাখান ॥
ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ২৯

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

—

প্রিয়ব্রত উপাখ্যান।

দেশড়ারাগ।

রাজা বলে শুন গুরু মুনি যোগেশ্বর।
প্রিয়ব্রত রাজা ছিল ধর্ম্মকলেবর ॥ ১
পরম বৈষ্ণব রাজা মহা যোগনিধি।
কামভোগ বিষয় বৈরাগ্য নিরবধি ॥ ২
হেন হঞা কেন কৈল রাজ্য অধিকার।
ভকত জনের নহে উচিত সংসার ॥৩
কহ মুনি প্রিয়ব্রত চরিত্র ব্যাখ্যান।
সার্ব্বভৌম নরপতি ভকত প্রধান ॥ ৪
রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি।
ধন্য ধন্য সাধু সাধু রাজাকে বাখানি ॥ ৫
স্বায়ম্ভুব মনু ছিল ব্রহ্মার তনয়।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত মহাশয় ॥ ৬
বাপে রাজ্য দিল তার না কৈল অঙ্গীকার।
দেখিল সংসারবন্ধ রাজ্য অধিকার ॥ ৭
না কৈল সংসার তিঁহো বাপের বচনে।
হেন কালে ব্রহ্মা আসি দিল দরশনে ॥ ৮
ব্রহ্মা বলে শুন বৎস কোন যুক্তি কর।
কোন দোষে বাপের বচন নাহি ধর ॥ ৯
কহিব বৈষ্ণব ধর্ম্ম শুন সাবধানে।
মিথ্যা বুদ্ধি না করিহ আমার বচনে ॥ ১০
আমি ব্রহ্মা হর সুর মহা ঋষিগণে।
যার বশ হঞা আজ্ঞা বহি সর্ব্বজনে ॥ ১১
যদি যোগ তপ যজ্ঞ নানা কর্ম্ম করে।
তবু ত প্রভুর কর্ম্ম খণ্ডিতে না পারে ॥১২

ভয় শোক সুখ দুঃখ প্রভু দিব যারে
খণ্ডিতে না পারি আমি হর সুরেশ্বরে ॥ ১৩
যার বেদবাণীপাশে আছয়ে বন্ধনে।
যাহার ইচ্ছায় কর্ম্ম করি সাবধানে। ১৪
নাকে দড়ি দিঞা যেন বলদ গাঁথুনী ॥
আমি সবে বদ্ধীআছি যার বেদবাণী ॥ ১৫
যে কর্ম্মে যাহারে প্রভু করে নিয়োজিত।
সে কর্ম্ম সবাই করি হঞা সাবহিত ॥ ১৬
নড়ি ধরি আনে যেন অন্ধেরে হাঁটায়ে।
সেইরূপে সুখ দুঃখ জীবের ভুঞ্জায়ে ॥১৭
ছয় রিপু দেহে বৈসে করিয়া নিবাস।
না ঘুচে সংসার ভয় নহে ভবনাশ ॥ ১৮
গৃহে বৈসে ছয় রিপু করে নিবারণ।
গোবিন্দ ভজিলে ঘুচে সংসার বন্ধন ॥ ১৯
ছয় রিপু জিনিব যাহার আছে মনে।
ঘরে থাকি যুদ্ধ করি জিনিব যতনে ॥ ২০
পাছে যথা তথা রহে বহি বা মন্দিরে।
গোবিন্দচরণ ভজিলে ভবে তরে ॥ ২১
ভকত উত্তম তুমি পরম পণ্ডিত।
বাপের বচন লঙ্ঘ নাহেত উচিত ॥ ২২
রাজা হঞা রাজ্য ভোগ মহাসুখে কর।
ছয় রিপু জিনিঞা গোপালে ভক্তি কর ॥ ২৩
দেহে গেহে রাজপদে ত্যজি অহঙ্কার।
ভজিয়া গোবিন্দ পদ ভবে হবে পার ॥ ২৪
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে।
প্রিয়ব্রত রাজা হৈল ব্রহ্মার বচনে ॥২৫
পুত্রে রাজ্য দিয়া মনু গেলা তপোবনে।
তত্ত্ব-উপদেশ পাইল নারদের স্থানে ॥২৬
তপযোগ সাধিয়া ভজিল গদাধর।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল ত্যজি কলেবর ॥২৭
প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপে এক নরপতি।
নিজ ভুজে শাসিল সকল বসুমতী ॥২৮
বিশ্বকর্ম্মা কন্যা বিভা দিল বর্হিষ্মতী।
দশপুত্র হৈল তাতে কন্যা উর্জ্জস্বতী ॥২৯
একাদশ অর্ব্বুদ বৎসর পরিমাণ।
প্রিয়ব্রত রাজা কৈল নৃপতি প্রধান ॥৩০
অস্তগিরি যাবত উঠয়ে দিনকর।
তাবৎ নৃপতিসিংহ এক দণ্ড ধর ॥৩১

কৃষ্ণপদ প্রতাপ ভকতিযোগবলে।
সপ্তদ্বীপ নরপতি অখণ্ড মণ্ডলে ॥৩২
মনোগত রথ রাজা করি আরোহণে।
রজনী করিব দিবা হেন হৈল মনে ॥৩৩
ধরণী বেড়িয়া প্রদক্ষিণ সাত দিল।
চতুর্ম্মুখ আসিয়া রাজারে নিবারিল ॥৩৪
রাত্রিদিন করিতে সূর্য্যের অধিকার।
ক্ষিতিতল পালিতে তোমার নিজ ভার ॥৩৫
তবে ব্রহ্মা চলি গেলা আপন ভবনে।
নিজপুরে রাজা হৈল ব্রহ্মার বচনে ॥৩৬
এক চক্র রথে দিল সাত প্রদক্ষিণ।
সাত সিন্ধু হৈল সাত রথ রেখা চিন ॥৩৭
জম্বুপ্লক্ষ শাল্মলী কুশক্রৌঞ্চ নামে।
শাক পুষ্কর দ্বীপ বিদিত ভুবনে ॥৩৮
লবণ জলধি ইক্ষুরস সুরোদধি।
ঘৃতসিন্ধু দধিসিন্ধু ক্ষীরজলনিধি ॥৩৯
আর জলনিধি সাত সিন্ধু সপ্ত নামে।
সাত দ্বীপ সাত সিন্ধু হৈল হেন মনে ॥৪০
জম্বু দ্বীপ লবণ সমুদ্র পরিমাণে।
প্লক্ষদ্বীপ হয় তার দ্বিগুণ প্রমাণে ॥৪১
দ্বিগুণ হইল সিন্ধু দ্বীপের বিস্তার।
ত্রিভুবনে রহিল বিক্রম চমৎকার ॥৪২
মহা অনুভবে রাজা অতুল শকতি।
সপ্তদ্বীপ সাত পুত্রে দিল নরপতি ॥৪৩
উর্দ্ধরেতা হঞা তিন পুত্র গেল বনে।
পরমহংসের গতি পাইল তিন জনে ॥৪৪
এইরূপে কত কত কৈল মহা কর্ম্ম।
সপ্তদ্বীপে স্থাপিল আপন নিজ ধর্ম্ম ॥৪৫
একান্ত ভকতি করি ভজিল গোপাল।
ভকতজনের সঙ্গ নিল সর্ব্বকাল ॥৪৬
পরম বৈরাগ্য তবে জন্মিল হৃদয়।
বিষয় লম্পট মুঞি হৈনু অতিশয় ॥৪৭
স্ত্রীসঙ্গে রাজা ভোগ গেল এতকাল।
না ভজিনু জগন্নাথ নহিল নিস্তার ॥৪৮
পুত্রে রাজ্য বিভজিয়া ত্যজিল সংসার।
প্রবেশিল তপোবনে মনুর কুমার ॥৪৯
সে হেন সম্পদ ভোগ ছাড়িঞা বসতি।
কৃষ্ণ গতি পাইল রাজা সাধিয়া ভকতি ॥৫০

দশ পুত্র প্রধান অগ্নীধ্র নাম যার।
জম্বুদ্বীপে হৈলা যার রাজ্য অধিকার ॥৫১
গুণশীল বলবীর্য্য বাপের সমান।
নিজভুজে পৃথিবী শাসিল বলবান্ ॥৫২
পুত্র কামে তপ কৈল পর্ব্বত গহ্বরে।
পূর্ব্বচিত্তি অপ্সরা পাঠাইল দামোদরে ॥৫৩
তাঁর সঙ্গে বিহার করিল নিরবধি।
রাজ্যভোগ কৈল লক্ষ বৎসর অবধি ॥৫৪
নব পুত্র হৈল তাঁর মহা ধনুর্দ্ধর।
পূর্ব্বচিত্তি গেল তবে প্রভুর গোচর ॥৫৫
অগ্নীধ্র ত্যজিল তনু অপ্সরা ধিয়ানে।
চলিল অপ্সরা লোক দেবের ভুবনে ॥৫৬
নব খণ্ডে জম্বুদ্বীপে নব নরপতি।
নবপুত্রে শাসিল সকল বসুমতী ॥৫৭
জ্যেষ্ঠ পুত্র নাভি নামে তাহাতে প্রধান।
জম্বুদ্বীপে রাজা হৈল মহাবলবান্ ॥৫৮
পুত্র কামে যজ্ঞ কৈল ভজিল শ্রীহরি।
কৃষ্ণ দরশন দিল দিব্য রূপ ধরি ॥
স্বগণে প্রণাম স্তুতি কৈল নরেশ্বর।
জয় জয় নমঃ নমঃ প্রণতি বিস্তর ॥৬০
তুষ্ট হঞা বর দিল প্রভু দামোদর।
হইব তোমার পুত্র নরকলেবর ॥৬১
জগতে তোমার যশ করিব বিস্তার।
হইব তোমার পুত্র অংশে অবতার ॥৬২
এতেক বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
নাভি রাজা পৃথিবী শাসিল বলবান্ ॥৬২
শুভকালে জনমিলা নাভির তনয়।
অংশ অবতার কৈল প্রভু দয়াময় ॥৬৪
শৌর্য্য বীর্য্য বল যশ গুণের নিধান।
ধরিল ঋষভ নাম পুত্র মতিমান্ ॥৬৫
পুণ্যকালে পুত্রে রাজ্য কৈল সমর্পণ।
নাভি রাজা চলি গেল তবে তপোবন ॥৬৬
বিশালা নদীর তীরে কৃষ্ণ আরাধিল।
অন্তে তনু ত্যজি কৃষ্ণপদে প্রবেশিল ॥৬৭
বসিলা ঋষভদেব রাজসিংহাসনে।
নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া পালিল প্রজাগণে ॥৬৮
গুরুভক্তি লওয়াইল সেবি গুরুগণ।
দেব দ্বিজ বৈষ্ণব সেবিল অনুক্ষণ ॥৬৯

জন্মিল শতেক পুত্র ভরত প্রধান।
বৈষ্ণব বলিতে নাহি ভরত সমান ॥৭০
ঊর্দ্ধরেতা নব পুত্র মহা যোগেশ্বর।
অন্তরীক্ষে নব মুনি চলিল সত্বর ॥৭১
নব খণ্ডে নব পুত্র নব নরপতি।
নিজ ধর্ম্ম স্থাপিয়া শাসিল মহামতি ॥৭২
একাশি কুমার হৈল কর্ম্মপরায়ণ।
যজ্ঞশীল কর্ম্মশীল শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ॥৭৩
আপনে ঋষভ দেব বিষ্ণু অবতার।
নিজ ধর্ম্ম জগতে করাইল পরচার ॥৭৪
শত যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণে।
সর্ব্বকালে সর্ব্ব সুখ দিল সর্ব্বজনে ॥৭৫
শিখাইল সকল লোকে ভক্তি উপদেশ।
ভক্তিযোগ কহি লোকে বুঝাইল বিশেষ ॥৭৬
নরদেহে কামভোগ উচিত না হয়।
কামভোগী নারকীরে নরকে পচায় ॥৭৭
কৃষ্ণে ভক্তি সাধিব মানুষ দেহ ধরি।
অন্তর সুধীর ব্রহ্ম সুখ অধিকারী ॥৭৮
ভকতজনের সেবা মুকতি দুয়ার।
স্ত্রী-সঙ্গী সঙ্গে হয় নরক সঞ্চার ॥৭৯
শান্ত সমচিত্ত সর্ব্বভূতহিতকারী।
সেই সে ভকত জন জানিব বিচারি ॥৮০
আমাতে পীরিতি যেবা করে দৃঢ় মনে।
আমি ইষ্ট বন্ধু তার আমি প্রভুজনে ॥৮১
আহার শৃঙ্গার যার সতত বাসনা।
তার সঙ্গে পীরিতি করয়ে যেবা জনা ॥৮২
সুত দার রিপুগৃহে দৃঢ়চিত্ত মতি।
তার সনে যার নাহি কবহুঁ পীরিতি ॥৮৩
প্রয়োজন অবধি তাহার সঙ্গে করে।
সেই জনে জান সাধু বিষ্ণুকলেবরে ॥৮৪
দেহের পীরিতি হেতু যে যে কর্ম্ম করি।
সেই সেই বিকর্ম্ম বুঝিব অবধারি ॥৮৫
পুনঃপুন দেহবন্ধ হয় যাহা সনে।
সেই সেই বিকর্ম্ম বুঝিব অনুমানে ॥৮৬
তত্ত্বজ্ঞান যাবৎ জিজ্ঞাসা নাহি করে।
গতাগত দুঃখ তার তাবৎ না ছাড়ে ॥৮৭
যাবৎ জীবের কর্ম্ম করি দৃঢ়মনে।
তাবৎ না ঘুচে তার শরীর বন্ধনে ॥৮৮

যাবৎ আমার সনে প্রেম নাহি হয়।
তাবৎ না ঘুচে তার এ ঘোর সংশয় ॥৮৯
প্রকৃতি পুরুষ সঙ্গে শরীরবন্ধন।
এ বোল বুঝিয়া সে তাজিব বুধজন ॥৯০
সুত বিত্ত গৃহ দারে না করি পীরিতি।
যার সঙ্গে ভববন্ধে হয় দৃঢ়মতি ॥৯১
হরি-গুরু-চরণে ভকতি হয় যার।
বিষম বৈরাগ্য হঞা হয় ভব পার ॥৯২
সতত ভকত সঙ্গে হরিকথা কহে।
হরিগুণকীর্ত্তনে ভকত রঙ্গে রহে ॥৯৩
দেহে গেহে নহে যার প্রেম অনুবন্ধ।
এ সব জনের কবু নহে ভব বন্ধ।
গুরু সেই শিষ্যে করে তত্ত্ব উপদেশ।
বুঝায় সকল ধর্ম্ম করিয়া বিশেষ ॥৯৫
সহজে সকল লোক কর্ম্মপথে চলে।
গুরু হৈলে কর্ম্মে উপদেশ নাহি করে ॥৯৬
সুখলেশ হেতু জন্তু নানা কর্ম্ম করে।
পরিণামে দুঃখ সবে দেখিয়ে বিচারে ॥৯৭
দুঃখময় কর্ম্ম মূঢ় জন নাহি জানে।
আপনে বুঝিয়া গুরু ছাড়ুয়ে যতনে ॥৯৮
গুরু নহে পিতা নহে নহে বন্ধুজন।
মাতা নহে পতি নহে নহে দেবগণ ॥৯৯
যদি খণ্ডাইতে নারে মৃত্যু যমভয়।
কিবা গুরু কিবা পিতা কেহো কার নয় ॥১০০
চরাচর জীব শ্রেষ্ঠ যাহে জীব বৈসে।
নজিবে তাহাতে শ্রেষ্ঠ যাহে জ্ঞান আছে ॥১০১
তাহাতে জানিহ শ্রেষ্ঠ মানুষ জনম।
বুঝিব তাহাতে শ্রেষ্ঠ সুরসিদ্ধগণ ॥১০২
তাহাতে প্রধান মুনি হয় যোগেশ্বর।
তাহার প্রধান হয় হর মহেশ্বর ॥১০৩
তাহার প্রধান হয় ব্রহ্মা প্রজাপতি।
সবার* প্রধান হয় বিষ্ণু সুরপতি ॥১০৪
আমার প্রধান হয় দ্বিজকলেবর।
(তাহাতে প্রধান হয় বৈষ্ণব সকল ॥১০৫
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হয় মোর কলেবর।)
ব্রাহ্মণ প্রসাদে আমি বিষ্ণু সুরেশ্বর ॥১০৬

ব্রাহ্মণের মুখে আমি করি যে ভোজন।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে সৃষ্টি করি যে পালন ॥১০৭
ব্রাহ্মণ পূজিহ ভক্তি করিহ ব্রাহ্মণে।
প্রণাম করিহ দ্বিজ-বৈষ্ণব-চরণে ॥১০৮
সেই সে আমার পূজা ভক্তি আরাধন।
বুঝিয়া ভজিহ দ্বিজ বৈষ্ণবচরণ ॥১০৯
এইরূপে নানা লোক ধর্ম্মশিক্ষা করি।
স্থাপিল ভরতে রাজ্য অভিষেক করি ॥১১০
শতেক* পুত্রের শ্রেষ্ঠ ভরত কুমার।
তার তরে দিল† রাজা রাজ্য অধিকার ॥১১১
আপনে ঋষভ দেব ধরি মুনিবেশ।
বৃক্ষছাল পরে শিরে পিঙ্গল জটা কেশ ॥১১২
যেন উনমত্ত অবধূত দুরাচার।
লোক ধর্ম্ম‡ বেদ পথ তাজিল আচার ॥১১৩
শৌচ আচমন স্নান তাজিল বসন।
যেন অন্ধ বধির করয়ে পর্য্যটন ॥১১৪
বিষ্ঠা মূত্র লেপিত ধূসর কলেবরে।
আপনে ঈশ্বর হঞা হেন কর্ম্ম করে ॥১১৫
লোক বুঝাইতে প্রভু হেন বেশ ধরে।
কেহ জানি কোথাও কাহার সঙ্গ করে ॥১১৬
সঙ্গ হৈতে জনম মরণ দুঃখ তার।
সঙ্গদোষে না ঘুচয়ে এ ঘোর সংসার ॥১১৭
এ বোল বুঝিয়া জানি কেহ সঙ্গ করে।
লোক বুঝাইতে প্রভু হেন সঙ্গ করে ॥১১৮
জড় ধর্ম্ম লওয়াইল ঋষভ অবতার।
আপনে করিয়া কর্ম্ম বুঝাইল সংসার ॥১১৯
ঋষভ চরিত্র লোক শুন সাবধানে।
শুনিলে দুরিত হরে ভবই বিমোচনে ॥১২০
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী।
ভাগবতকথা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥১২১

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ১।

---

* 'তাহাতে'।

* 'শতেক'। † 'তাহারে দিলেন'। ‡ 'কর্ম্ম'।
§ 'পাপ'। ¶ 'সাবধানে শুন লোক'।

জড়-ভরত-উপাখ্যান।

ধানসীরাগ দীর্ঘচ্ছন্দ*।

মহাভাগবত রাজে, ভরত বসিল রাজ্যে
শাসিল সকল ক্ষিতিতলে।
ভারতবরষ করি, নিজ অধিকারে ধরি,
থুইল রাজা† ভুবনমণ্ডলে ॥১
বহুবিধ যজ্ঞ করি আরাধিল শ্রীহরি‡
পাঁচ পুত্র হৈল মহাবল।
কৃষ্ণ নাম গুণ গান, স্তুতি পূজা জপ ধ্যান,
রাজা কৈল অযুত বৎসর ॥২
রাজ্য-সুখ বিভুঞ্জিয়া, পুত্রে অধিকার দিঞা§
ভরত চলিল তপোবনে।
চক্রনদী নাম যথা পুলহ আশ্রম তথা
ভরত রহিলা হেন স্থানে ॥৩
তপযোগ সুসমাধি, ভকতি প্রণতি স্তুতি,
জপ করি কৃষ্ণ আরাধিলা¶।
চক্রনদী জলে মজি, ত্রিকাল কেশব পূজি,
ফল পত্র আহার করিল‖ ॥৪
এককালে তীর্থ জলে, ভরত মজ্জন করে
জল পাতে আইল হরিণী।
বনে সিংহনাদ কৈল, হরিণী তরাস পাইল,
ঝাঁপ দিল চক্রনদী পানি ॥৫
হরিণীর গর্ভ খসি, তার জল মধ্যে ভাসি,
মৃগ মৈল জলের ভিতরে।
ভরতরাজ ধ্যান ছাড়ি, মৃগ শিশু কোলে করি,
লঞা গেল আপন মন্দিরে ॥৬
পালন পোষণ করি, মৃগ শিশু প্রেম ধরি,
ভরত পোষয়ে নিজ ধর্ম্ম।
হরিণে আসক্তি ভজি, অন্তকালে তনু ত্যজি,
হরিণী উদরে পাইল জন্ম ॥৭
কৃষ্ণ আরাধনা পুণ্যে, জাতিস্মর হঞা জন্মে,
ভয় পাই চিন্তে মনে মনে।
সকল সংসার* ছাড়ি, হরিণে আসক্তি করি,
পশুজন্ম হৈল তে কারণে ॥৮
শালগ্রাম তীর্থে যাই,† পুণ্য জলে স্নান পাই‡
করি রাজা রহে নিরন্তর।
নিরবধি হরি কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করি,
ত্যজিল হরিণ কলেবর ॥৯
তবে পুণ্য দ্বিজকুলে, জনম লভিল ছেলে,§
জনমিঞা হইল জাতিস্মর।
কৃষ্ণগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন পদ যুগ ধ্যান,[1]
মনে মনে করে নিরন্তর ॥১০
পিতা দশ কর্ম্ম করি, নিজ বেদ পড়াইল,
তাহে তার নহিল অবগতি।
অন্ধ বধির জড় যেন, নিরন্তর রহে তেন,
বুঝিয়া না বুঝে মহামতি[2] ॥১১
অনেক যতনে পুত্র, বুঝাইতে না পারিল,
জ্যেষ্ঠ পুত্রে কৈল সমর্পণে।
অন্তে তনু ত্যজি দ্বিজ পরলোক গতি গেল,[3]
জননী পশিল হুতাশনে ॥১২
জ্যেষ্ঠ ভাই গণে নানা,[4] বেদ ধর্ম্ম[5] পড়াইল,
তাহে না করিল অবধান।
মৃগ সঙ্গী করি মৃগ, শরীর ধরিল দেখি[6]
রহে জড় বধির সমান ॥১৩
শৌচ আচমন ত্যজি, অবধূত বেশ ধরি,
কপট মলিন বেশ ধরে।
তার দুরাচার দেখি, সকল বান্ধব ত্যজি,[7]
নিজ সুখে আনন্দে বিহরে ॥১৪
তর্জ্জন তাড়ন কেহ, দণ্ড পরিহার কেহ,[8]
কহে সব গর্জ্জন বচনে[9]।

---

* 'ভাটীয়ালি রাগ। ত্রিপদীচ্ছন্দ'।
† নাম', 'বল'। ‡ 'কৃষ্ণ আরাধিল রাজা'।
§ 'পুত্রে দিল সমর্পিয়া'।
¶ 'তপ যোগ সমাধিয়া, ভকতি প্রণতি হৈয়া,
কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তর।'
‖ 'করয়ে আহার'।

---

* 'আসক্তি'। † 'জান'। ‡ 'পান'। § 'রাজা'।
(১) 'স্মরণ পদপূজন।'
(২) 'নরপতি।'
(৩) 'অন্তকালে তনু তেজি, দ্বিজ পরলোকগতি।'
(৪) 'তার।'
(৫) 'নানা বেদ।'
(৬) 'মৃগ সঙ্গে সঙ্গ করি, মৃগের শরীর ধরি।'
(৭) 'তেজিল বান্ধবগণে।'
(৮) 'করে।'
(৯) 'কেহ করে কেশ ঘড়িষণ।'

গন্ধ চন্দন কেহ, পান ভোজন দেয়,
সুখ দুঃখ নাহি তার মনে ॥১৫
ভক্তি যোগ জ্ঞান বশে, তৃপ্ত কলেবর ধরে,
বাহ্য আভ্যন্তর সুখ পায়(১)।
স্থূল বলবান্ দেখি, বেড়ায় খাটায় তারে,
যার মনে যে যে কর্ম্ম লয় ॥১৬
কোদালে কাটিয়া মাটি, বান্ধয়ে খেতের আলি,
ভাইগণে নিয়োজিল তারে।
আছিল বৃষল রাজা, করিবে দেবীর পূজা,
বলি পলাইল হেন কালে ॥১৭
চাহিতে রজনী-যোগে, পাইক ধায় দশদিগে(২)
নরবলি চাহিতে বেড়ায়।
বান্ধিয়া আনিঞা তারে, বৃষলের গোচরে,
দেখি রাজা মহাসুখ পায় ॥১৮
পুণ্য জলে স্নান করি, গন্ধ চন্দন দেই ভরি,
আনিল চণ্ডিকা বিদ্যমানে।
করিয়া পার্ব্বতী-পূজা, আইল বৃষল রাজা,
খড়্গ নিল কাটিবার মনে ॥১৯
ভক্ত জনে অপরাধ, দেখি বড় পরমাদ,
ক্রোধ করি দেবী(৩) ভগবতী।
ভয়ঙ্কর রূপ ধরি, রাজখড়্গ নিল কাড়ি,
সবংশে কাটিল নরপতি ॥২০
সুখের আগুনি জ্বালি, পোড়াইল সব পুরী,(৪)
সবে এক ভরত রহিল।
ভরত পরিত্রাণ করি, জগজ্জননী দেবী,
নিজ লোকে আপনে চলিল ॥২১
জড় কর্ম্ম করি জড়, ভরত রাখিল নাম,
পুণ্য রাজা ভকত প্রধানে।
ভরতচরিত্রকথা শুনিলে দুরিত হরে,
ভাগবত আচার্য্য সুগানে ॥২২

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

---

(১) 'বাহ্য অন্তর সুখকর।'
(২) 'ধাইল বেগে।'
(৩) 'চণ্ডী।'
(৪) 'নগর।'

রহূগণ-সংবাদ।

সিন্ধুড়ারাগ।

সিন্ধু দেশে রাজা ছিল রহূগণ নাম।
জন্মিল বৈরাগ্য তার ভকতি গেয়ান ॥১
রাজ্য তেজি চলে রাজা কপিলের স্থানে।
ভরতের সঙ্গে হইল পথে দরশনে ॥২
চৌদল বহিতে আনে রাজার কিঙ্করে।
বহিতে না জানে দোলা রাজা কোপ করে ॥৩
ক্রোধ করি বলে তবে রাজা রহূগণ।
বিষম করিয়া দোলা বহ কি কারণ ॥৪
মরিবারে চাহ তোরা নাহি বাস ডর।
তালমতে না যাহ ভুঞ্জিবে প্রতিফল ॥৫
শুনিঞা বাহকগণ রাজার বচন।
সম্ভ্রমে রাজার তরে কহে বিবরণ ॥৬
আমি সব যতনে বহি যে সাবধানে।
কিন্তু বেগারিয়া তার বহিতে না জানে ॥৭
সঙ্গদোষে আমি সব ব্যর্থ দুঃখ পাই।
অতিশয় সাবধানে দোলা লই যাই ॥৮
এতেক বচন শুনি রাজা রহূগণ।
যদ্যপি ব্রাহ্মণ-গুরু-সেবা-পরায়ণ ॥৯
তথাপি কিঞ্চিৎ ক্রোধ উঠিল হৃদয়।
রজোগুণে হৈল কিছু মতিবিপর্য্যয় ॥১০
ব্রাহ্মণের তরে রাজা বলে কোন বাণী।
ভালে ভালে অহে ভাই আসি ভাল জানি ॥১১
না ধর বিস্তর বল নহ অতি স্থূল।
একেশ্বর দোলা বহি আন এত দূর ॥১২
এত পরিশ্রম পাইলে নহ বক্রকায়।
বৃদ্ধকালে এত দুঃখ করিতে না যুয়ায় ॥১৩
এত উপালম্ভ কৈল যদি নরেশ্বরে।
নিশবদে দোলা বহে না দিল উত্তরে ॥১৪
সুখ দুঃখ নাহি তার চিত্তে অবধান।
অসত্য শরীরে তার নহে বস্তু জ্ঞান ॥১৫
সেইরূপে দোলা বহে ব্রাহ্মণকুমার।
সুসারে না চলে দোলা দোলে আরবার ॥১৬
ক্রোধ করি রাজা তারে ভর্ৎসিল অপার।
কাটিয়া ফেলিব তোরে আরে দুরাচার ॥১৭

যদি বা চৌদল না বহিস সাবধানে।
তবে আজি মোর হাতে না জীবি পরাণে ॥১৮
রাজার বচনে তার নাহি অবধান।
কার দোলা বহে কেবা করে অপমান ॥১৯
রহুগণ রাজায় তত্ত্ব সাধিবারে।
যুগতি চিন্তিল মনে ব্রাহ্মণকুমারে ॥২০
তত্ত্বপদ সাধিতে রাজার আগমন।
বুঝিয়া করিব আমি কুমতি খণ্ডন ॥২১
সাধুজনে কপট উচিত নাহি হয়।
কথাচ্ছলে কহিবে আপন পরিচয় ॥২২
সত্য সত্য যে কিছু কহিলে নরপতি।
অজ্ঞানজনের হয় এ সব কুমতি ॥২৩
কেবা রাজা কিবা রাজ্য কার অধিকার।
আপনে কহ যে কেবা করে অহঙ্কার ॥২৪
তত্ত্ব না জানিঞা জীব করে অভিমান।
ভ্রময়ে সকল জীবে এক ভগবান্ ॥২৫
তুমি যে কহিলে রাজা তবে সত্য মানি।
যদি ভার থাকে তবে ভারী হেন জানি ॥২৬
যদি কেহ জায় হেন থাকে গম্যদেশ।
তবে সে তোমার ঘটে বচন বিশেষ ॥২৭
স্থূল বলবান্ তুমি বলিলে কাহারে।
এ সব বচন রাজা পণ্ডিতে না বলে ॥২৮
স্থূল কৃশ আধি ব্যাধি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়।
ক্রোধ করি নিদ্রা রতি মদ মনে হয় ॥২৯
এসব শরীর ধর্ম্ম দম্ভ অহঙ্কার।
আমি দেহ নহি তাহে কি দায় আমার ॥৩০
জীবন্মৃত করিয়া বলিলে নরেশ্বর।
জীবন্মৃত আমি নহি কেবল কলেবর ॥৩১
জন্ম মৃত্যু গত রাজা সভার শরীর।
জীবন্মৃত কারে তুমি বল মহাবীর ॥৩২
যে তুমি কহিলে আজ্ঞা লঙ্ঘিস আমার।
আর কথা কহি কিছু সাক্ষাতে তোমার ॥৩৩
যদি স্বামী সাম্যভাব থাকে সুনিশ্চিত।
তবে সে এ সব বাণী বলিতে উচিত ॥৩৪
যদি রাজা ভৃত্যভাব থাকয়ে বিশেষ।
তবে সে এ সব বাণী করি উপদেশ ॥৩৫
তুমি সত্য রাজা নহ আমি নহি ভৃত্য।
অভিমানে জড় বল সকল অনিত্য ॥৩৬

দণ্ড করি শিখাইব যে তুমি বলিলে।
সেহ বাক্য নিরর্থক না ঘটে আমারে ॥৩৭
আমি জড় উন্মত্ত অজড় ব্রহ্মময়।
তুমি শিখাইলে কি শিখিব অতিশয় ॥৩৮
যদি আমি মত্ত স্তব্ধ এই হয় দড়।
তবে তুমি কেন আর ব্যর্থ শিক্ষাকর ॥৩৯
পিঠালি পিষিলে তাহে কোন প্রয়োজন।
তবে নিশবদে দোলা বহিল ব্রাহ্মণ ॥৪০
ভোগে বিপ্র করে দেহ হেতু কর্ম্মক্ষয়।
পুনরপি রাজদোলা বহে মহাশয় ॥৪১
তবে সিন্ধুপতি রাজা হরষিত চিত্তে।
শ্রদ্ধাযুত হইয়া রাজা তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে ॥৪২
সর্ব্বযোগশাস্ত্রসার বিপ্রের বচন।
শুনিলে হৃদয়গ্রন্থি অবিদ্যাখণ্ডন ॥৪৩
ত্বরিতে নামিয়া রাজা পড়িল চরণে।
নিজ অপরাধ রাজা খণ্ডায় ব্রাহ্মণে ॥৪৪
রাজা অভিমান ত্যজি বলে কোন বাণী।
কি রূপে কে তুমি ভ্রম কহ দ্বিজমণি ॥৪৫
গূঢ় রূপে ভ্রম তুমি ব্রহ্মসূত্রধর।
অবধূতবেশে কোথা হৈতে কোথা চল ॥৪৬
কি মোর কুশল কোন কারণে গমন।
হেন বুঝি সাক্ষাৎ কপিল তপোধন ॥৪৭
শঙ্করের ত্রিশূল যমের যমদণ্ড।
তেন শঙ্কা নাহি তর্ক বহ্নি পরচণ্ড ॥৪৮
তেন শঙ্কা নাহি মোর ইন্দ্রের কুলিশে।
যত বিপ্র অবজ্ঞান তেন শঙ্কা বৈসে ॥৪৯
কেবা তুমি জড়বৎ নিগূঢ় চরিত।
অনন্ত মহিমা সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিত ॥৫০
যতেক কহিলে তুমি যোগশাস্ত্রসার।
মনেও না জানি কিছু তত্ত্ব জানিবার ॥৫১
কিন্তু তুমি যোগেশ্বর তত্ত্ববিদাম্বর।
নারায়ণ জ্ঞান অংশে মুনি কলেবর ॥৫২
তাহার নিকট যাই তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে।
সেই বা কপিল তুমি মিলিলা সাক্ষাতে ॥৫৩
যোগেশ্বর গতি মুক্তি জানিব কেমনে।
গৃহে বসি নিরবধি বিষয়-বাসনে ॥ ৫৪
এই কৃপা করি কি আইলা যোগেশ্বর।
তোমার বাক্যের কিছু কহিব উত্তর ॥৫৫

তুমি যে বলিলে শ্রম নাহিক আমার।
অনুমানে তার এই বুঝিল বিচার ॥৫৬
যদি তার বহ তুমি তবে বলি শ্রম।
কর্ত্তা যদি নহ শ্রম বলি অকারণ ॥৫৭
যত কিছু বলি মাত্র সব ব্যবহার।
ব্যবহার পথ বিনে না দেখি যে আর ॥৫৮
বিনে ঘটে জল যেন না পারি আনিতে।
এইরূপ সত্য সব ব্যবহারপথে ॥৫৯
তুমি যে কহিলে স্থূল কৃশ আদি চিহ্ন।
এ সব দেহের ধর্ম্ম আমি দেহ ভিন্ন ॥৬০
কেবল সংযোগ মাত্র যদি দেহে থাকে।
তবে সে এ সব না ঘুচিবে কোন পাকে ॥৬১
যেন স্থালী তাপে হয় জলের সন্তাপ।
তার তাপে তণ্ডুলের ভাত পরিপাক ॥৬২
তবেত তণ্ডুলের হয় অন্তরে বন্ধন।
এইরূপে দেহযোগে জীবের জনম ॥৬৩
দেহের সন্তাপে সব ইন্দ্রিয় তাপিত।
তার তাপে হয় প্রাণগণ বিমোহিত ॥৬৪
তার তাপে হয় তবে মনের সন্তাপ।
তার অনুরোধে হয় জীবের বিপাক ॥৬৫
এ সবে অসত্য নহে ব্যবহারপথে।
তবে আর নিবেদন করিল সাক্ষাতে ॥৬৬
যদ্যপি সকল মিথ্যা কিছু সত্য নয়।
তবে সে সংসারপথে এই সে নিশ্চয় ॥৬৭
দণ্ড অনুগ্রহ করে যে হয় নৃপতি।
ঈশ্বর কিঙ্কর করে ঈশ্বর ভকতি ॥৬৮
পিষ্ট-পেষ নাহি করে অচ্যুতদাস হঞা।
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালে কপট বর্জ্জিঞা ॥৬৯
স্বধর্ম্ম করিয়া করে ঈশ্বর ভজন।
অশেষ দুরিতচয় করে বিমোচন ॥৭০
কিন্তু মুঞি নরদেহ হেন অভিমানে।
অবজ্ঞান কৈল আমি হেন মহাজনে ॥৭১
কৃপাদৃষ্টি কর মোরে আতুর জনবন্ধু।
যেন সাধু অবজ্ঞান তারা পাপসিন্ধু ॥৭২
যদ্যপি তোমার নাহি মান অপমান।
বিকার-বর্জ্জিত তুমি সর্ব্বত্র সমান ॥৭৩
আমি সব তথাপি মহান্ত কৃতদাসে।
শূলপাণি হঞা যদি মজিয়ে সবংশে ॥৭৪

সব অবতারে কহি চৈতন্যমহিমা।
তথাপি চৈতন্য নাম নাহি জানে সীমা ॥৭৫
চৈতন্য কিঙ্করগুণ চরিত্রবর্ণনা।
কে কহিতে পারে কোথা আছে হেন জনা ॥৭৬
সর্ব্বময় গৌরচন্দ্র পূর্ণ অবতার।
ভক্তিরস সুধাসিন্ধু আনন্দবিহার ॥৭৭
ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতী।
চৈতন্য পদারবিন্দে গদাধর গতি ॥৭৮

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।৩

শরীরনির্ণয়।

কামোদরাগ।

বিপ্রবলে রাজা তুমি মূর্খ অগেয়ান।
পণ্ডিতের কথা কহ পণ্ডিত সমান ॥১
ব্যবহার সত্য করি বল অকারণ।
কিন্তু সত্য বিচারে না বলে বুধজন ॥২
কহিব তোমারে আমি সত্য বেদবাণী।
গৃহধর্ম্ম যজ্ঞ যাতে বিস্তারে বাখানি ॥৩
শুদ্ধ তত্ত্ববাদ তাহে প্রকাশ না কর।
কি পুন কহিবে রাজা লোক ব্যবহারে ॥৪
তত্ত্ব লওয়াইতে যেই বেদান্ত বচনে।
গৃহ সুখ স্বপন সমান যেন জানে ॥৫
বিচারিয়া অনুমানে ছাড়িব সংসার।
তার রস নহে কভু মন দুরাচার ॥৬
সত্ত্ব রজ তম গুণে রস করি রাখে।
শুভাশুভ জীবের সৃজয়ে কর্ম্মপাকে ॥৭
সেই কর্ম্ম বিবিধ বাসনাযুত হই।
বিচিত্র বিধানে তনু সৃজে কর্ম্ম লই ॥৮
অশেষ বাসনা যুত বিষয়-জড়িত।
এ দিগে ওদিগে তিন গুণে বিচলিত ॥৯
দেব-দানব-নর-কীট রূপ ধরে।
নানা দেহ নানা যোনি ভ্রময়ে সংসারে ॥১০
সুখ দুঃখ সৃজে মন নানা কর্ম্মফলে।
জীব আলিঙ্গিয়া মন থাকে নিরন্তর ॥১১
মন-নিবন্ধনে হয় জীবের সংসার।
নহে যদি সত্য জীব নিত্য নির্ব্বিকার ॥১২

সংসারের হেতু মন বলিতে কারণে।
এ বোল বুঝিয়া মন বধির যতনে ॥১৩
এই দুষ্ট মন যদি গুণহীন হয়।
মুকতি কারণ সেই জানিহ নিশ্চয় ॥১৪
গুণযুত হঞা সৃজে নানা দুঃখ তার।
গুণহীন হৈলে সেই মুকতি দুয়ার ॥১৫
তৈল সলিতায় যেন প্রদীপের শিখা।
ধূমময় হঞা নানা বর্ণে দেই দেখা ॥১৬
তৈল বাতি না থাকিলে নিজ রূপ ভজে।
ভকতি কারণে মন যদি গুণ ত্যজে ॥১৭
মনের কল্পনা সব বিবিধ বাসনা।
শত শত কোটি কোটি না জায় গণনা।১৮
অন্য হৈলে না হয় কিছু না হয় আপনে।
অশেষ বাসনাময় মন নিবন্ধনে ॥১৯
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর প্রভু অনন্ত শকতি।
তাহা হৈতে মনের বিভূতি উৎপত্তি ॥২০
মায়া-বিরচিত লিঙ্গদেহ মনোময়।
আবির্ভাব তিরোভাব সব তাহে হয় ॥২১
যে পুন ক্ষেত্রজ্ঞ জীব সেতেজে বিষয়।
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর তাহে নিত্য শুদ্ধময় ॥২২
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর আত্মা পুরুষ পুরাণ।
অজ নিরঞ্জন নারায়ণ ভগবান্ ॥২৩
স্বপ্রকাশ বাসুদেব পরম ঈশ্বর।
নিজ মায়াবসে জীব সৃজয়ে সকল ॥২৪
যাবৎ জিজ্ঞাসা করি জ্ঞান নাহি বুঝে।
জ্ঞানে মায়া ছেদিয়া ঈশ্বর নাহি ভজে ॥২৫
যাবৎ ঈশ্বরতত্ত্ব বিচার না করে।
তাবৎ ভ্রময়ে জীব এ ঘোর সংসারে ॥২৬
যাবৎ না জানে মনলিঙ্গদেহময়।
অশেষ সংসারে তাপকত্র-কর্ম্মচয় ॥২৭
শোক মোহ রোগ রাগ লোভ নিবন্ধন।
তাবৎ ভ্রময়ে জীব না ঘুচে বন্ধন ॥২৮
এ বোল বুঝিয়া রাজা করি বিমরীষ।
মহাবল মহাক্রম মন দুর্দ্ধরীশ ॥২৯
গুরুরূপ হরিপদ সেবা অস্ত্রধর॥
আত্ম-বিনাশন মন শীঘ্র কাটি ফেল ॥৩০
এতেক বচন শুনি রাজা রহূগণ।
ক্ষিতিতলে পড়ি করে আত্মনিবেদন ॥৩১
নম অবধূত দ্বিজ কলেবর।
নমো নিগূঢ় কারণ তত্ত্ব ধর ॥৩২
নিজানন্দপূর্ণ নিত্য অনুভবানন্দ।
নমো নিরবধি বন্দ পাদপদ্ম ॥৩৩
রোগীর ঔষধ যেন হিত রোগহর।
নিদাঘে সন্তাপে যেন সুশীতল জল ॥৩৪
এসব শরীর অভিমান ফল ধরে।
দংশিল সকল মোর অজ্ঞান আঁখিবলে ॥৩৫
তোমার অমৃতময় বচন বরিষে।
অজ্ঞান গরল মোর হরিল বিশেষে ॥৩৬
পাছে মুঞি জিজ্ঞাসিব নিজ প্রয়োজন।
যাহা হৈতে হয় মোর অজ্ঞানখণ্ডন ॥৩৭
যে তুমি কহিলে বিপ্র দুর্ব্বোধ বচন।
বেকত করিয়া মোরে বুঝাহ এখন ॥৩৮
কিবা ভার কিবা ভারি করি প্রয়োজন।
ব্যবহার মাত্র সবে কেবল ভরম ॥৩৯
এসব কহিলে তুমি সব ব্যবহার।
সাক্ষাৎ দেখিতে কেন নহে আপনার ॥৪০
এই সে মনের মোর ভ্রম অতিশয়।
তত্ত্ব বিচারিয়া কহ খণ্ডাহ সংশয় ॥৪১
রাজার বচন শুনি ব্রাহ্মণকুমার।
কহিতে লাগিলা তত্ত্ব করিয়া বিচার ॥৪২
শুনহে পার্থিব যারে বলি কলেবর।
মৃত্তিকার পিণ্ড তারে নাহি বুদ্ধিবল ॥৪৩
সেই ভার বহে সেই ধরে নিজ নাম।
পিতার কারণ কথা শুন উপাদান ॥৪৪
যদি তার শ্রম ভারে সেই ভার বহে।
বিচারিয়া চাহ যদি সেহ সত্য নহে ॥৪৫
পায়ের উপরে জানু জানু কটিদেশে।
তাহার উপরে নাভি উদর বিশেষে ॥৪৬
তাহার উপর বক্ষঃস্থল শিরোধার।
যুবা দেখি কি কি ভার বহে কলেবর ॥৪৭
কাষ্ঠময় দোলা আছে কান্ধের উপরে।
তাহে তুমি আছ রাজা বোলাহ কাহারে ॥৪৮
মাটি পিণ্ড আছে তার সিন্ধুপতি নাম।
তাহে তুমি রাজা হেন কর অভিমান ॥৪৯
দেহ মদে অন্ধ তুমি আপনা পাসর।
দেহ ভিন্ন তুমি ভিন্ন কাবে রাজা বল ॥৫০

বেঠায় খাঠায় দীন হীন জন ধরি।
অহঙ্কারে আপনাকে মান অধিকারী ॥৫১
মিথ্যা গর্ব্ব কর তুমি লজ্জা নাহি বাস।
কোন মতে আপনাকে আপনে প্রশংস ॥৫২
যদি বল চরাচর দেহের জনম।
মাটি হৈতে হয় তার মাটিতে নিধন ॥৫৩
নানা ভেদ কহি আর মাটির বিকার।
সেই সত্য নহে সার মাটি মাত্র সার ॥৫৪
ব্যবহার বিনে যদি পার নিরূপিতে।
অনুমানে বিচারিয়া বুঝ দেখি চিতে ॥৫৫
মাটির বিকার দেহ নানা পরকার।
কত হয় কত যায় মাটি মাত্র সার ॥৫৬
ক্ষিতি সত্য বল যদি সেহো সত্য নয়।
অন্তকালে পরমাণু রূপে পরিণয় ॥৫৭
পরমাণু সত্য যদি বলিবে নিশ্চিত।
মনের কল্পনা সেহো মায়াবিরচিত ॥৫৮
পরমাণুগণে করি পৃথিবীরচনা।
এতেকে অসত্য সব মনের কল্পনা ॥৫৯
এইরূপে দুই হেন বস্তু যারে বলি।
কার্য্য কারণে স্থূল কৃষ্ণ আদি করি ॥৬০
জীব অজীব যত নাহি দেখি শুনি।
মায়া-বিনির্ম্মিত সব বুঝ অনুমানি ॥৬১
সত্য এক পরমাত্মা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান।
অন্তরে বাহিরে সেই পরিপূর্ণধাম ॥৬২
নিত্য শান্ত ভগবান্ বাসুদেব নাম।
সবে সত্য সেই নাম বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ॥৬৩
শুন রহুগণ তত্ত্ব কহিব তোমারে।
তপ যোগ যজ্ঞ করি না পাই তাহারে ॥৬৪
দান ব্রত গৃহত্যাগ সন্ন্যাস বিধানে।
অগ্নি জল সূর্য্য সেবা তীর্থ পর্য্যটনে ॥৬৫
বিনে ভাগবত-পদ-রজ পরশনে।
সেহ বিনা পাই রাজা বিবিধ বিধানে ॥৬৬
ভাগবত সমাজে হয় হরিগুণগাথা।
যাহার শ্রবণে দূর জায় গ্রাম্যকথা ॥৬৭
নিরবধি হরিকথা করিতে শ্রবণ।
শ্রীহরিচরণে মতি হয় অনুক্ষণ ॥৬৮
আমার পূরব কথা শুন রহুগণ।
কহিব তোমারে কিছু পূর্ব্ব বিবরণ ॥৬৯

ভরত আমার নাম পূরবে আছিল।
চক্রবর্ত্তী রাজা হঞা পৃথিবী শাসিল ॥৭০
কৃষ্ণ আরাধন করি নানা যজ্ঞদানে।
পুত্রে রাজ্য দিঞা আমি প্রবেশিনু বনে ॥৭১
সমাধি ধারণা ধ্যান করিয়া বিস্তর।
সর্ব্বভাবে হরি আরাধিনু নিরন্তর ॥৭২
মৃগশিশু সঙ্গে আমি সর্ব্বনাশ করি।
জনম লভিল আমি মৃগরূপ ধরি ॥৭৩
জাতিস্মর মৃগ হঞা জনম লভিল।
হরিসেবা অনুভবে স্মৃতি ভঙ্গ নহিল ॥৭৪
চক্রনদীতীরে ত্যজি মৃগকলেবর।
জনম লভিল আমি দ্বিজবর-ঘর ॥৭৫
তে কারণে আমি সর্ব্বসঙ্গ পরিহরি।
অবধূত বেশে ভ্রমি মনে শঙ্কা করি ॥৭৬
যদি সেই জ্ঞানখড়্গা ভক্তিভাবে ধরি।
সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিত সাধুসঙ্গ করি ॥৭৭
জ্ঞান খড়্গা সব সঙ্গ ফেলিব কাটিঞা।
হরিকথা হরিলীলা শ্রবণ করিঞা ॥৭৮
তবে জ্ঞানযোগে ভব পথে হই পার।
তবে সে শ্রীহরি লভে জন্ম নাহি আর ॥৭৯
ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতী।
চৈতন্যপদারবিন্দে গদাধর গতি ॥৮০

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

ভবাটবীনির্ণয়।

সুহইরাগ।

ভবপথ কহি রাজা শুন রহুগণ।
দুরন্ত সংসার-পথে ভ্রমে সর্ব্বজন ॥১
দেবমায়ানিপতিত ভ্রমে ভবপথে।
গুণভেদে কর্ম্ম করে সর্ব্ব সঙ্গ সাথে ॥২
যেন বাণিজ্যায় সঙ্গে লঞা সাধুগণ।
এদিকে ওদিগে জায় ধনের কারণ ॥৩
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যেন জায় নানা দেশে।
ধন লোভে করে যেন সাগরে প্রবেশে ॥৪
এই রূপে ভবাটবী নামে মহাবন।
সুখ হেতু প্রবেশিয়া ভ্রমে সর্ব্বজন ॥৫

ছয় গোটা শত্রু তাহে মহাবলি আর।
সর্ব্বধন হরি তারা মারে বাণিজার ॥৬
শৃগাল আসিয়া তাহে বেড়ি কামড়ায়।
ভেড়া ধরি কুক্কুরে বেড়িয়া যেন খায় ॥৭
কোন ঠাঞি তৃণলতা পূরিত অন্তরে ॥
প্রবেশ করয়ে গিয়া কঠোর গহ্বরে ॥৮
ডাঁস মসা মত তাহে বেড়ি কামড়ায়।
কোন ঠাঞি গন্ধর্ব্ব নগরে চলি জায় ॥৯
তথা গিয়া বিস্তর সুন্দর ধন দেখে।
ধনের কারণে ধায় এ দিগ ও দিগে ॥১০
কোন ঠাঞি মহাবাত ঝড় উতপাতে।
ধূম্রবন্ত দশদিগ ধূলায় আচ্ছাদে ॥১১
দেখিতে না পায় কিছু আঁখি বুজি রহে।
যত উৎপাত নানা দুঃখ সহে ॥১২
কোন ঠাঞি দেখি ঝিল্লির কর উঠে।
সহিতে না পারে ব্যথা দুই কান কাটে ॥১৩
কোন ঘুঘু পক্ষ ডাকে ঘোর তর।
সহিতে না পারে তাহা দুঃখিত অন্তর ॥১৪
কোন ঠাঞি পাপবৃক্ষ অতি দুঃখময়।
ক্ষুধায় আকুল হঞা করয়ে আশ্রয় ॥১৫
কোন ঠাঞি মৃগতৃষ্ণা জল বুদ্ধি করি।
বড় দিয়া ধাইয়া তথা জায় তারাতারি ॥১৬
কোন ঠাঞি নদ নদী দেখি ধাঞা জায়।
সুখান দেখিয়া নদী মনে দুঃখ পায় ॥১৭
কোন ঠাঞি দাবাগ্নি বেড়িয়া অঙ্গ পোড়ে।
কোন ঠাঞি যক্ষগণ বেড়িধন লোভে ॥১৮
কোন ঠাঞি বলে ধন হরে বরি বলি যারে।
শোকে বিমোহিত কহিতে না পারে ॥১৯
কোন ঠাঞি গন্ধর্ব্ব নগরোপর বৈসে।
ক্ষণমাত্র থাকে তথা চিত্তের সন্তোষে ॥২০
কোন ঠাঞি কণ্টক দুর্গম বনে জায়।
হাটিতে না পারে গাছে উঠিবারে চায় ॥২১
ক্ষণে ক্ষণে উদর অনলে তনু দহে।
ক্রোধ করি বন্ধুগণ মারিবারে চাহে ॥২২
কোন ঠাঞি অজগর সর্পে ধরি গিলে।
অবসা হইয়া রহে বনের ভিতরে ॥২৩
কোন ঠাঞি সর্প আসি দংশে কলেবরে ॥
অচেতন হঞা থাকে বনের ভিতরে ॥২৪
কোন ঠাঞি অন্ধকূপে পড়ে অন্ধ হঞা।
কোন ঠাঞি সুখে রহে ক্ষুদ্র সুখ পাঞা ॥২৫
তথাতে বেড়িয়া মাছি করয়ে উৎপাত।
সুখ হেতু ব্যাকুল সে না পায় সোয়াস্ত ॥২৬
কেহো গালি দেয় কেহো করে তিরস্কার।
ভর্ৎসন তাড়ন দণ্ড পায় বারে বার ॥২৭
সহিতে না পারে দুঃখ কোন পরকারে।
সেই ধন লঞা গিয়া কোথাও উত্তরে ॥২৮
তথায়ে বেড়িয়া ধন লোভে অন্যে অন্যে।
দৈবযোগে তথা হৈতে গেলে আর স্থানে ॥২৯
তথা তারে অন্যে অন্যে বান্ধিয়া ফেলায়।
দণ্ড মুণ্ড করি সব ধন লঞা জায় ॥৩০
কোন ঠাঞি শীত তাপ ঝড় বরিষণে ॥
নানা দুঃখ ভোগ করে বহে সেই মনে ॥৩১
কোন ঠাঞি বিরোধ কন্দল গালিবাজে।
অন্যে অন্যে জড়াজড়ি হয় অল্প কাজে ॥৩২
দৈব দুর্ব্বিপাকে যদি হৈল ধননাশ।
নাহি শঙ্কা নাহি জ্ঞান নাহি গৃহবাস ॥৩৩
মাগিয়া অন্যের ঠাঞি যে বা কিছু আনে।
তাহা লঞা তুষ্ট হয় মনে অনুমানে ॥৩৪
যদি কিছু না পায় অন্তরে পরিতাপ।
পরের সম্পদে দেখি করয়ে বিলাপ ॥৩৫
অন্যোন্যে করিতে ধন ব্যয় অপব্যয়।
বন্ধুগণ সনে বৈরি অনুবন্ধ হয় ॥৩৬
তথাপি অন্যোন্যে মিলি সকল বান্ধবে।
বিবাহ মঙ্গল কর্ম্মে বিবিধ উৎসবে ॥৩৭
বিবাহ করিতে রহে তাড়ে বিম্নোপরে।
রাজভয় দস্যুভয় নানা দুঃখ মিলে ॥৩৮
সম্পদে বিপদ আসি মিলে আচম্বিতে।
মৃতবৎ হয় কিছু না পারে কহিতে ॥৩৯
এই ভবপথে লোক এত দুঃখে ভ্রমে।
কত কত দুঃখ ভোগ করে পরিশ্রমে ॥৪০
এইরূপে সর্ব্ব লোক ভ্রমে ভবপথে।
বাহুড়িয়া কেহো আর আইসে কোন মতে ॥৪১
নাহি কেহো হৈতে পারে ভবপথে পার।
এইরূপে গতাগত শ্রম মাত্র সার ॥৪২
মহাসুর মহাবীর নৃপতিমণ্ডল।
দিগ্‌গজ জিনিঞা যারা ধরে মহাবল ॥৪৩

মোর মোর বলি তারা এই ক্ষিতিতলে।
বৈরী অনুবন্ধে যুদ্ধ কৈল নিরন্তরে॥৪৪
তথাতে যুঝিয়া মৈল বীরগণ।
নহে ভবপথে পার হৈল কোন জন॥৪৫
কোন ঠাঞি লতাভুজ করি আরোহণ।
শুক পিক কলরব মধুর ভাষণ॥৪৬
শুনিতে আনন্দ তার বাড়ে অতিশয়।
সেই সঙ্গে সন্তোষে বিহরে দুরাশয়॥৪৭
কোন ঠাঞি কালচক্র দেখিয়া তরাসে।
কঙ্ক বক করে কেলি যে বনে প্রবেশে॥৪৮
তারা সব যদি তাহে বঞ্চিল কপটে।
হংসকুলে প্রবেশয় পড়িয়া সঙ্কটে॥৪৯
তাসভার গুণ জানি করিয়া আচার।
বানরগণের সঙ্গে করে আরবার॥৫০
তাসভার জাতি অনুসার ক্রীড়ারসে।
অন্যোন্যে বিহরে সেই সন্তোষ বিশেষে॥৫১
মৃত্যুকাল আছে হেন মনে না ভায়।
দ্রুম আরোহণ করি বিহরিতে জায়॥৫২
সুতদার পরিজন দয়ারসবশে।
অতিশয় সুখ রতি সন্তোষ বিশেষে॥৫৩
আপন বন্ধন জীব ছাড়িতে না পারে।
কোন ঠাঞি পরবেশ পর্ব্বত গহ্বরে॥৫৪
কন্দরে পড়িয়া হয় ভয়ে অচেতন।
গজ ভয়ে লতাবলী করে আরোহণ॥৫৫
যদি কদাচিৎ হয় আপদ নিস্তার।
পুনরপি সেই সঙ্গ লয় আরবার॥৫৬
এইরূপে ভবপথে এ লোক সকল।
দেবমায়া নিপতিত ভ্রমে নিরন্তর॥৫৭
এই ভবপথে লোক এখন ভ্রময়।
তার মাঝে এক-গুটি নাহি পার হয়॥৫৮
তুমি রহুগণ এই পথে নিপতিত।
এ বোল বুঝিয়া ঝাট হও সাবহিত॥৫৯
হরিসেবা করি তুমি জ্ঞানখড়্গ ধর।
বিষয়আসক্তি রাজা বুদ্ধি মন ছাড়॥৬০
সর্ব্বভূতে দয়া সেই দণ্ড পরিহর।
শীঘ্র এই ভবপথে পার হঞা চল॥৬১
তবে কোন বাণী বোলে রাজা রহুগণ।
অহো ধন্য অতি ধন্য মানুষ জনম॥৬২
স্বর্গে দেবজন্ম তাহে কোন প্রয়োজন।
তোমা সব সঙ্গে যাহে নাহি সমাগম॥৬৩
অন্তর সুশীল যার হরিগুণরসে।
তুমি সব মহান্ত মুদিত কৃষ্ণরসে॥৬৪
তোমা সব সনে যথা প্রচুর সঙ্গম।
নাহি যদি স্বর্গবাসে কোন প্রয়োজন॥৬৫
তোমার পদারবিন্দরজ-পরসনে।
সর্ব্ব পাপ হরে ভক্তি হয় নারায়ণে॥৬৬
এই কোন অদ্ভুত মহিমা তোমার।
ক্ষণ আজি তব সঙ্গ ঘটিল আমার॥৬৭
কুতর্ক সন্ধানে অতিশয় বদ্ধমূল।
হেন অবিবেক মোর সব গেল দূর॥৬৮
নমো নমো মহান্ত চরণে নমস্কার।
নমো দ্বিজ বটু শিশু চরণে তোমার॥৬৯
অবধূতবেশে প্রভু ভ্রম ক্ষিতিতলে।
নমো নমো ব্রাহ্মণ-চরণে নিরন্তরে॥৭০
শুক মুনি বোলে রাজা শুন পরীক্ষিত।
তবে অবধূত রাজা জ্ঞানে সুপণ্ডিত॥৭১
রাজারে বুঝাই অতি উপদেশ দিল।
চরণে প্রণাম করি সে রাজা চলিল॥৭২
তত্ত্ব উপদেশ পাঞা রাজা রহুগণ।
জ্ঞানদীপে নিবারিল আত্মগত ভ্রম॥৭৩
অবিদ্যারচিত ভেদ তাজি অহংকার।
ভজিয়া শ্রীহরি হৈল ভবপথে পার॥৭৪
অবধূত দ্বিজ তবে পরিপূর্ণ রসে।
জিনিঞা তরঙ্গ চক্র সিন্ধুজলে ভাসে॥৭৫
নিজ সুখে ভ্রমে দ্বিজ ছাড়িয়া কল্পনা।
কহিল তোমারে রাজা ভরত-মহিমা॥৭৬
রাজা বলে শুন শুকদেব মহামতি।
তুমি যে কহিলে তাহে নহিল অবগতি॥৭৭
ভবপথ নিরূপিলে পরোক্ষ বচনে।
বিচারিল কদাচিৎ বুঝি বুধ জনে॥৭৮
মূর্খ লোক বুঝিতে না পারয় ততকাল।
প্রকাশিয়া কহ কিছু করিয়া বিস্তার॥৭৯
ভাগবত আচার্য্যের প্রকাশ বচন।
ভবাটবীপ্রসঙ্গ শুনহ সর্ব্বজন॥৮০
ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ॥৫॥

মুনি বোলে শুন রাজা কর অবধান।
প্রকাশিয়া ভবাটবী করিব ব্যাখান ॥১
এই সব জীবলোক বিষ্ণুমায়ারসে।
দুর্গম সংসারপথে ভ্রমে কর্ম্মদোষে ॥২
ভবাটবী প্রবেশিয়া ভ্রমে নিরন্তরে।
শ্রীহরিচরণ নাহি ভজে কোন কালে ॥৩
হরিগুরুচরণারবিন্দ-মধুকরে।
তারা সব ভক্তিযোগ স্থাপিল সংসারে ॥৪
হেন ভক্তিযোগ এত কালে নাহি পায়।
দুর্গম সংসারপথে ভ্রমিতে বেড়ায় ॥৫
শুভাশুভ ভক্তিগুণকল্পিত কর্ম্ম করে।
কর্ম্মতন্ত্র অবধানে পুন দেহ ধরে ॥৬
দেহ গেহ সুত দারা সংযোগ বিচ্ছেদ।
নানা কর্ম্ম বিনির্ম্মিত বহুবিধ খেদ ॥৭
বহুবিধ প্রতিকার করে বহুমতে।
সাধিতে না পারে কিছু ভ্রমে ভবপথে ॥৮
যেন বাণিজার গণ ধন উপার্জ্জনে।
ধন হেতু ব্যাকুল প্রবেশে বনে বনে ॥৯
এইরূপে ভবপথে ভ্রমে হতবুদ্ধি।
শুভাশুভ কর্ম্ম করি মরে নিরবধি ॥১০
এই ভবাটবী মাঝে ছয় রিপু বৈসে।
ইন্দ্রিয় তাঁহার নাম বিষয় প্রবেশে ॥১১
বহু জন্ম দুঃখ করি করে উপার্জ্জন।
সঞ্চয় করিয়া যত রাখে পুণ্যধন ॥১২
দস্যুগণ বেড়ি তার সব ধন লোটে।
বিষয় লম্পট করি বুদ্ধি মন টুটে ॥১৩
এদিগে ওদিগে তার কন্দল রাজায়।
পরলোক ধন তার সব বেড়ি খায় ॥১৪
ধনে বাণিজ্যে যেন চলে সাধুগণে।
কোন এক সজ্জি সঙ্গে বৈসে মহা বনে ॥১৫
আচম্বিতে বেড়ি যেন দস্যুগণে লোড়ে।
এই রূপে গ্রাম্য সুখে গৃহবাসী মরে ॥১৬
এ বন্ধু বান্ধব সুত দার পরিবারে।
নাম যে কুটুম্ব কার্য্য কেবল শৃগালে ॥১৭
কামী কুপুরুষ তারা বেড়ি কামড়ায়।
কুকুরে বেড়িয়া যেন ভেড়া ধরি খায় ॥১৮
বৎসরে বৎসরে যেন কৃষি করে খেতে।
যদি বীজ পোড়াইতে নারে কোন মতে ॥১৯
সেই খেতে শস্য যদি বপিল কৃষাণ।
তৃণ গুল্ম ঘাসে হয় গহ্বর সমান ॥২০
এইরূপ গৃহাশ্রম বলি কর্ম্ম খেত্রে।
কত কর্ম্ম উঠে তার নাহি পরিচ্ছেদে ॥২১
করিতে না টুটে কর্ম্ম বাড়ে অতিশয়।
কর্ম্ম করি গৃহবাসে মরে দুরাশয় ॥২২
এ ঘর বসতি সে যে কামের কোদণ্ড।
কত কাম উঠে তার কেবা পায় অন্ত ॥২৩
যেন কর্পূরের ভাণ্ডে গন্ধ নহে দূর।
কর্পূর না থাকিলে তবু গন্ধ প্রচুর ॥২৪
এইরূপ স্ব স্ব গৃহে উঠে নানা কাম।
তাহে দুষ্ট লোক ডাঁস মসার সমান ॥২৫
পতঙ্গ শকুন্ত চোর মুষা সমতুল।
তারা সব বেড়ি প্রাণ করয়ে ব্যাকুল ॥২৬
এই রূপে ভ্রমে জীব নানা কুসন্ধানে।
অবিদ্যারচিত কাম কর্ম্মনিবন্ধনে ॥২৭
কদাচিৎ কখন মধুর পুরে জায়।
গন্ধর্ব্বনগর স্থল দেখি সুখ পায় ॥২৮
কোন ঠাঞি ফিরায় বিষয় অভিলাষে।
মৃগ তৃষ্ণা সমতুল নাহি সুখ লেশে ॥২৯
পানভোজনাদি রতি সুখ ভোগলেশ।
এখনে মানয়ে সুখ অন্তে মাত্র ক্লেশ ॥৩০
কোন ঠাঞি সুবিমল অঙ্গার-বরণ।
তাহার কারণে ধায় মানিক্য কাঞ্চন ॥৩১
উল্কামুখ কেবল পিচাস সমতুল।
অগ্নি কামে ধায় তাহে হইয়া ব্যাকুল ॥
উল্কামুখ পিচাশ ভ্রময়ে বনে বনে।
আগুনি বলিয়া ধায় শীতাতুর জনে ॥৩৩
এইরূপ কোন ঠাঞি কাঞ্চন সমতুল।
তাহা দেখি ধায় জীব হইয়া ব্যাকুল ॥৩৪
কনক না পায় যদি কর্ম্মবশে ধায়।
সেই হেম কারণে আপনে মরি জায় ॥৩৫
ভাল জল স্থল দেখি তাহা করে বাস।
বিবিধ জীবিকা হেতু বিবিধ প্রয়াস ॥৩৬
এদিগে ওদিগে ভ্রমে এ ভববন্ধনে।
তবে আর কহি রাজা শুন সাবধানে ॥৩৭
কোন ঠাঞি যুবতী করিয়া কোলে রহে।
সাধুর নিন্দিত কথা শুনে আর কহে ॥৩৮

সকল মর্য্যাদা পরিহরে এক বারে।
পাতকী সভায় যেন অন্ধকার স্থলে ॥৩৯
দেব দ্বিজ কাল দেশ পাসরে সকল।
যুবতী করিয়া কোলে অজ্ঞানে বিহ্বল ॥৪০
যেন বাতচক্রে করে ধূলায় আন্ধল।
না জানে বিদিগ্ দিগ্ কিবা নিজ পর ॥৪১
এইরূপে ভ্রমে তবে ভবমহাবনে।
সুখভোগ করে মাত্র অসত্য পেয়ানে ॥৪২
ক্ষণ মাত্র বিষয় অসত্য হেন জানে।
মতিভ্রম হয় পুন দেহ অভিমানে ॥৪৩
বিষয় সন্ধানে পুন হয়েত ব্যাকুল।
না জানে বিষয় মৃগতৃষ্ণাসমতুল ॥৪৪
কত কত ঠাঞি তত্ত্ব ভ্রমিতে বেড়ায়।
কোন ঠাঞি দুর্জ্জন ভর্ৎসন গালি খায় ॥৪৫
রিপুগণে দেয় গালি রাজার কিঙ্করে।
তর্জ্জন তাড়ন নানা পরিবাদ বোলে ॥৪৬
কার কুবচন শুনি মনে দুঃখ উঠে।
সহিতে না পারে ব্যথা দুই কাণ ফাটে ॥৪৭
বনে যেন নানা ঝিল্লি করে ঝনঝনী।
সহিতে না পারে লোক উৎপাত ধ্বনি ॥৪৮
কোন ঠাঞি ক্ষীণপুণ্য আপনারে দেখি।
হাহাকার করি তবে বিধাতাকে লেখি ॥৪৯
দান ভোগবিহীন বণিক ঘরে ধায়।
নহে কিছু প্রয়োজন দুঃখ মাত্র পায় ॥৫০
বিষদ্রুম লতা যেন করিয়া আশ্রয়।
বিষজল পানে যেন দুঃখ অতিশয় ॥৫১
কোন কালে হয় যদি কুসঙ্গ কুমতি।
পাষণ্ড দুর্জ্জয় মনে করয়ে সংহতি ॥৫২
সুখান নদীর গর্ত্তে কেহো যেন পড়ে।
হস্ত পাদ ভাঙ্গি যেন শির ফুটি মরে ॥৫৩
যদি ধনহীন হৈল অন্ন নাহি মিলে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে উদর আনলে ॥৫৪
বাপ পুত্র বলি কিছু যার ঠাঞি পায়।
তৃণবৎ হইয়া তবে ভিক্ষা মাগি খায় ॥৫৫
কোন কালে দেখি ঘরে নাহি বড় সুখ।
দাবানল সমতুল পরাণের দুঃখ ॥৫৬
শোকানলে পুড়িয়া মরয়ে নিরন্তর।
রহিতে না পারে ঘরে চলে নিরন্তর ॥৫৭

কোন ঠাঞি কাল দোষে রাজা দুষ্টমতি।
ধন প্রাণ হরে সব এ ঘর বসতি ॥৫৮
রাক্ষসে বেড়িয়া যেন প্রজা ধরি খায়।
এইরূপে প্রাণধন হরি লঞা যায় ॥৫৯
জীবন উপায় কিছু না দেখি সংসারে।
মৃতবৎ হঞা চিন্তা করে নিরন্তরে ॥৬০
কোন ঠাঞি মনোরথ রচিত সংসার।
পিতা পুত্র ধন জন এ মহীভাণ্ডার ॥৬১
অসত্য মানয়ে সত্য তড়িতচঞ্চল।
প্রবেশিয়া রহে যেন গন্ধর্ব্বনগর ॥৬২
স্বপন সমান সুখ ক্ষণ মাত্র পায়।
সুখের কারণে মন নানা দুঃখ পায় ॥৬৩
কোন ঠাঞি গৃহ কর্ম্ম বিধি অনুষ্ঠান।
গুরুতর গিরি যত বিবিধ বিধান ॥৬৪
বুঝিতে কষ্টের অন্ত কর্ম্মগিরি চড়ে।
তাহে কত কত দুঃখ নানামতে পড়ে ॥৬৫
সেহো দুঃখ সহি জীব করে কর্ম্মরাশি।
কণ্টকপুরিত যেন খেতে পরবেশি ॥৬৬
নিরবধি কর্ম্ম করি পায় অবসাদ।
সর্ব্ব দুঃখ মাত্র সবে না হয় প্রসাদ ॥৬৭
কোন কালে দুগ্ধ বিষ উদর আনলে।
বুদ্ধি বল হবে সব আকুল অন্তরে ॥৬৮
ক্রোধ করি গালি দেয় বন্ধু পরিজনে।
নিদ্রা অজগরে ধরি গিলে কোন ক্ষণে ॥৬৯
অন্ধতমে মজিয়া না জানে ভাল মন্দ।
যেন শূন্যবনে প্রবেশিয়া রহে অন্ধ ॥৭০
কোন কালে আসিয়া দুর্জ্জন রণ করে।
চৌদিগে বেড়িয়া তারা দংশে কলেবরে ॥৭১
ক্ষণেক না যায় নিদ্রা অন্তরে দুঃখিত।
জড়বৎ যেন অন্ধকূপে নিপতিত ॥৭২
কোন কালে মধু লোভে কাম অভিলাষে।
পরদার পরদ্রব্য হরে কর্ম্মবশে ॥৭৩
ধরিয়া মারিয়া আনে অন্তে লঞা যায়।
রাজার কিঙ্কর পাইলে মারিয়া ফেলায় ॥৭৪
নরকে পড়িয়া তবে করে দুঃখ ভোগ।
তে কারণে বলি ভবপথ কর্ম্মযোগ ॥৭৫
পরদার পরদ্রব্য হরয়ে যে জনে।
বান্ধিয়া ফেলায় তারে আনে ধরি আনে ॥৭৬

সেই সেই বন্ধ ছাড়ি জায় যথা যথা।
আনে আনে বান্ধিঞা ফেলায় তথা তথা ॥৭৭
কেহ বান্ধে কেহ মারে ধন লঞা জায়।
কাকবৎ মহাপাপী ভ্রমেতে বেড়ায় ॥৭৮
কোন কালে দৈবগত হয় দুঃখ শোক।
কোন কালে নানা প্রাণীগত কর্ম্মযোগ ॥৭৯
কোন জন্মে দেহগত হয় আধিব্যাধি।
খণ্ডিতে না পারে দুঃখ চিন্তয় সর্ব্বথা॥৮০
কোন কালে অন্যান্য লইয়া বন্ধুগণে।
ধন উপভোগ করে বিবিধ বিধানে ॥৮১
কারো যদি পাঁচ গণ্ডা কড়ি কৈল ধার।
তবে কলি কন্দল বাঝিল ততকাল ॥৮২
এই ভবপথে হয় এত উৎপাত।
সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ হরিষ বিষাদ ॥৮৩
শোক দুঃখ অভিমান হয় মদ ভয়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা রোগ জন্ম পরলয় ॥৮৪
মোহ মাৎসর্য্য হিংসা মান অভিলাষ।
এত উৎপাত বেড়ি করে কর্ম্মনাশ ॥৮৫
স্ত্রীজাতি দেবমায়া ভুজ আলিঙ্গনে।
বিবেক বিজ্ঞান জ্ঞান হরে সেই ক্ষণে ॥৮৬
স্ত্রীর ঘরে সদা চিত্ত আকুল হৃদয়।
শয়ন ভোজন পানে চিন্তা অতিশয় ॥৮৭
তনয় কলত্র মৃদু মধুর ভাষণে।
চঞ্চল আলোল লোল বিলাস গমনে ॥৮৮
চিত্ত হরে তিল মাত্র ছাড়িতে না পারে।
আপনারে আপনে মজায় অন্ধকারে ॥৮৯
কোন কালে নাহি হয় ঈশ্বর সাক্ষাত।
ব্রহ্মাণ্ডাদি পর্য্যন্তে কবুত ভজে পাত ॥৯০
সৃষ্টি স্থিতি পরিলয় কালের বিনাশ।
কাল ভয় চিত্তে যদি উঠিল তরাস ॥৯১
হেন কালচক্র যার অস্ত্র নিজ করে।
হেন প্রভু সাক্ষাৎ থাকিতে পরিহরে ॥৯২
পাষণ্ড আলাপ করে পাষণ্ড আগমে।
পাষণ্ড দেবতা সেবে পাষণ্ড বচনে ॥৯৩
নানা দেবগণ ভজে কাকবকপ্রায়।
তে কারণে কালচক্র ভ্রমিতে বেড়ায় ॥৯৪
যদি বা পাষণ্ড সঙ্গ হৈল কদাচিৎ।
কুসঙ্গ আপনে কৈল আপনে বঞ্চিৎ ॥৯৫
কুল শীল নিজ ধর্ম্ম ত্যজি আপনার।
নিগম ব্রাহ্মণ বিধি বিধান আচার ॥৯৬
শূদ্রবৎ হঞা শূদ্র কুলধর্ম্ম ভজে।
পাষণ্ড কথনে নিজ জাতিধর্ম্ম ত্যজে ॥৯৭
শূদ্রের কুলের ধর্ম্ম নিগম আচার।
কুটুম্ব ভরণ মাত্র স্ত্রীর সঙ্গ সার ॥৯৮
হেন শূদ্র জাতি যেন আচারে বানর।
তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বিহরে নিরন্তর ॥৯৯
লাজ ভয় পরিহরি কৃপণ বঞ্চিত।
অন্যান্যে কুতর্ক কর্ম্ম করে বিনিন্দিত ॥১০০
মৃত্যুপথ আছে হেন মনেও না লয়।
অহঙ্কারে মত্ত লোভে নিরবধি রয় ॥১০১
কখন মরিব হেন মনেও না জানে।
এইরূপে গ্রাম্য সুখে ভ্রমে ভববনে ॥১০২
কোন ঠাঞি গৃহবাসে আকুল হৃদয়।
সুতদার পরিবার হয় অতিশয় ॥১০৩
আহারে শৃঙ্গারে কাল জায় নিরন্তর।
গাছের উপরে যেন বিহরে বানর ॥১০৪
কোন ঠাঞি শীত বাত নানা উৎপাত।
দৈবগত দেহগত দুষ্কৃত বিপাক ॥১০৫
নিবারিতে নারে কিছু নাহি বুদ্ধিবল।
বিষাদ ভাবিয়া মনে চিন্তে নিরন্তর ॥১০৬
এইরূপে ভবপথে নানা দুঃখ শোকে।
নিরবধি ভ্রমে জীব নানা কর্ম্ম পাকে ॥১০৭
এক সাথে ভবপথে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
একজন তার মাঝে না পারে চলিতে ॥১০৮
শক্তিহীন হৈল কিবা মৈল সেই ঠাঞি।
সঙ্গীগণ জায় তারে ত্যজিয়া তথাই ॥১০৯
ক্ষণে শোক ক্ষণে মোহ কান্দে উচ্চস্বরে।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে নাচে হরিষ অন্তরে ॥১১০
ক্ষণে কেহ ধরে মারে করে অপমান।
এই রূপে ভবপথে ভ্রমে অবিরাম ॥১১১
যে জায় সে জায় মাত্র পালটি না আইসে।
নহে কেহ পার হৈতে পারে কর্ম্মদোষে ॥১১২
নহে ভক্তিজ্ঞান উপদেশ কেহো লয়।
নহে বা নিস্তার পথ কারো চিত্তে ভায় ॥১১৩
ন্যস্তদণ্ড মুনিগণ শান্ত সমধীর।
যে পদ সাধয় তারা উজ্জ্বল শরীর ॥১১৪

সে পদ সাধিতে কারো মনেও না লয়।
তে কারণে ভবপথে ভ্রমে দুরাশয় ॥১১৫
দিগ্‌গজ জিনিঞা তাঁরা শাসিল মেদিনী।
মহাবল পরাক্রম নৃপশিরোমণি ॥১১৬
অন্যোন্যে যুঝিল তারা মোর মোর করি।
তারা সব কোথা গেল রাজা পরিহরি ॥১১৭
কর্ম্মলতা অবলম্ব করি দুরাচার।
আপদ সম্পদ মাত্র ভুঞ্জে বারে বার ॥১১৮
কেহ কি করিতে পারে লতা আরোহণে।
কর্ম্ম অবলম্ব করি তরে কোন জনে ॥১১৯
এইরূপে কর্ম্মলতা অবলম্ব করি।
ভবপথে ভ্রমে কেহো তরিতে না পারি ॥১২০
স্বর্গ নরকভোগ গতাগত সার।
কিন্তু ভবপথে কেহো কভু নহে পার ॥১২১
কহিল তোমারে রাজা এই সুনিশ্চিত।
কর্ম্ম হৈতে কেহো পার নহে কদাচিৎ ॥১২২
হরিভক্তি বিনে রাজা গতি নাহি আর ॥
কৃষ্ণ না ভজিলে কভু সংসারে নহে পার ॥১২৩
হেন মহাপুরুষ ভকত নৃপসিংহ।
হরিপদকমলে রসিক মত্তভৃঙ্গ ॥১২৪
হেন কোন নৃপ আছে এ মহীমণ্ডলে।
মনেও ঋষভসুত পথ অনুসরে ॥১২৫
গরুড়ের পথে যেন মাছি না সঞ্চারে।
ভরতের পথ কেবা বুঝিব সংসারে ॥১২৬
সে হেন সম্পদ রাজ্য সুত বিত্তদার।
সে হেন সামন্ত মন্ত্রী সে মহী ভাণ্ডার ॥১২৭
যুবা কালে সকল ত্যজিয়া গেলা বনে।
মলবৎ সকল দেখিল নয়নে ॥১২৮
কৃষ্ণ যশলাভ মানস মহাশয়।
তিলেকে ত্যজিল সব মুদিত হৃদয় ॥১২৯
সে হেন কলত্র সুবৃত্তি পরিজন।
সে হেন সম্পদ যাহা বাঞ্ছে সুরগণ ॥১৩০
তিলেকে ত্যজিল সব নহিল বস্তু জ্ঞান।
ভকত জনের এই উচিত বিধান ॥১৩১
মধুরিপু পদযুগ সেবাগতমতি।
উদার চরিত্র যার একান্ত ভকতি ॥১৩২
কৈবল্য মুক্তিকে সেহো অল্প হেন মানে।
বস্তু বুদ্ধি নাহি তার এ তিন ভুবনে ॥১৩৩

নমো যজ্ঞ রূপ নমো যজ্ঞফলদাতা।
নমো বিধি বিধান-কারণ জগৎপিতা ॥১৩৪
নমো নমো নারায়ণ কারণ ঈশ্বর।
সাঙ্খ্যযোগ ফলদাতা যোগযোগেশ্বর ॥১৩৫
এই রূপে কৈল রাজা হরিসংকীর্ত্তন।
মৃগতনু ত্যজি গেল ছুটিল বন্ধন ॥১৩৬
হেন ভরতের কেবা কহিব উপমা।
ভরতের উপকার কহিলা মহিমা ॥১৩৭
হেন মহা ভাগবত ভরত আছিল।
যাহা হৈতে যোগ-বল প্রকাশ হৈল ॥১৩৮
ধন্য পুণ্য চরিত্র দুরিত বিনাশন।
কহিলে শুনিলে হয় ভববিমোচন ॥১৩৯
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শুন সাবধানে।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গানে ॥১৪০

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

ভরতবংশকথা।

সিন্ধুড়া।

ভরত রাজার ছিল সুমতি তনয়।
তাঁর পুত্র দেবতাজিৎ নাম মহাশয় ॥১
তার পুত্র দেবদ্যুম্ন নামে বলবান্।
তার পুত্র প্রতীহ জন্মিল মতিমান ॥২
প্রতিহর্ত্তা তৎপুত্র হৈল মহাবল।
জনমিল তার পুত্র ভূমা নরেশ্বর ॥৩
ভূমার তনয় হৈল উদ্গীথ নরপতি।
তার পুত্র প্রস্তাব জন্মিল মহামতি ॥৪
জনমিল পৃথুসেন তনয় তাহার।
তার পুত্র বিভু নামে জন্মিল কুমার ॥৫
সহনিস জনমিল নক্ত পুত্র স্তুতি।
রতির কুমার গয় নামে নরপতি ॥৬
বিষ্ণু অংশে জনমিল গয় বলবান্।
নহিল নহবে রাজা গয়ের সমান ॥৭
যজ্ঞদান করিয়া ভজিল নারায়ণ।
গুরু দ্বিজ পূজিল ভকত মহাজন ॥৮
গয়ের নির্ম্মল যশ জগতে বিস্তার।
গয় মহা নরপতি বিদিত সংসার ॥৯

গয়ের তনয় চিত্ররথ মহাবল।
তার সুত সম্রাট্ মরীচি তত:পর ॥১০
তার পুত্র জনমিল নামে বিন্দুমান।
মধু নামে সুত তার রাজা বলবান্ ॥১১
মধুর তনয় মন্থ্য নামে নরপতি।
ভৌবন কুমার তার জন্মিল মহামতি ॥১২
জনমিল ত্বষ্টা নামে তাহার তনয়।
ত্বষ্টার বিরজ নামে পুত্র মহাশয় ॥১৩
বিরজের সুত হৈল মহা বলবান্।
শতজিৎ হৈল শত পুত্রের প্রধান ॥১৪
প্রিয়ব্রতবংশ কথা কহিনু তোমারে।
শতজিৎ অবধি সন্ততি পরচারে ॥১৫
তবে আর কহিব ভূগোলচক্র কথা।
সপ্ত দ্বীপ সপ্ত সিন্ধু বৈসে যথা যথা ॥১৬
দ্বীপে দ্বীপে যত যত প্রমাণ বিস্তার।
যথাতে যেরূপে হরি করে অবতার ॥১৭
নবখণ্ড জম্বুদ্বীপ স্থাপন সংস্থান।
সপ্তসিন্ধু কহিনু বিস্তার পরিমাণ ॥১৮
যত যত নদী নদ গিরি তরুবরে।
কহিব ভূগোলচক্র করিয়া বিস্তারে ॥১৯
জ্যোতিষ মণ্ডল তার কহিব বিস্তার।
সপ্ত পাতালের আর বর্ণিব বিস্তার ॥২০
অনন্ত ধরণীধরের কহিব মহিমা।
ব্রহ্মা ভব আদি দেবে দিতে নারে সীমা ॥২১
সূর্য্যকোটি সমতেজ পাতাল বিবর।
লোক হেতু তথা বৈসে প্রভু হলধর ॥২২
সর্পরাজকন্যা করে চরণ বন্দন।
অহিপতিগণ যার করয়ে সেবন ॥২৩
পতিত দুঃখিত যে বা হয় যে যে জন।
অকস্মাৎ করে যদি নাম সংকীর্ত্তন ॥২৪
উপহাসে গুণ কিবা করয়ে স্মরণ।
সেই ক্ষণে অশেষ দুরিত বিমোচন ॥২৫
সহস্র শীরের এক শিরের উপর।
সর্ষপ আকার রহে ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ॥২৬
হেন প্রভু অনন্ত অনন্ত শক্তি ধরে।
তাঁহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে ॥২৭
বলরাম অনন্ত মুরতি ভগবান্।
কহিব তাঁহার কিছু মহিমা বাখান ॥২৮
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।
সাবধানে শুন ভাই কৃষ্ণগুণবাণী ॥২৯
ইতিশ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।৭।

নরকবর্ণন।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুক মুনিবরে।
রাজারে ব্যাখ্যান করি দিলেন উত্তরে ॥১
দক্ষিণে নরক ভূমি পৃথিবীর তলে।
পাতালে নরক লোক জলের উপরে ॥২
যমরাজা বৈসে তাহে হঞা দণ্ডধর।
প্রভুর আজ্ঞায় দণ্ডধরে নিরন্তর ॥৩
অন্ধতামিস্র আর তমিস্র নরকে।
মহা রৌরব আর রৌরব কুম্ভীপাকে ॥৪
কালসূত্র অসিপত্র শূকরবদন।
তরঙ্গ পাতাল আর রাক্ষসভোজন ॥৫
ক্ষার কর্দ্দম আর ত্রিশূল গাথন।
অন্ধকূপ তপ্ততমিস্র ক্রিমিভোজন ॥৬
সংদংশ নরক আর বজ্রকণ্টক।
শাল্মলী নরক যাহে এ প্রাণসঙ্কট ॥৭
নদী বৈতরণী নাম পরা নিরোধন।
বিশসন আদি নানা কুক্কুরভোজন ॥৮
গর্ত্ত নিবর্ত্তন আর নামে দণ্ডশূক।
পর্য্যাবর্ত্ত নরক আতুর সূচীমুখ ॥৯
এই সব নরকে পাতকীগণ পচে।
এইরূপে কতেক নরকভূমি আছে ॥১০
পরবিত্ত পরনারী হরে যেবা জন।
যমদূতে আনে তারে করিয়া বন্ধন ॥১১
তামিস্র নরকে তারে বান্ধিয়া ফেলায়।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি নরক ভুঞ্জায় ॥১২
মহাদণ্ড করে তারে নির্ঘাত তাড়ন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে না হয় মরণ ॥১৩
পরকে না দিঞা যে উত্তম দ্রব্য খায়।
ভাল ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য যতনে লুকায় ॥১৪
অন্ধতামিস্রে তার হয় নিপাতন।
যমদূতে যমদণ্ডে করয়ে তাড়ন ॥১৫
পরহিংসা পরপীড়া করয়ে যে জন।
পরধন হরি করে কুটুম্ব পোষণ ॥১৬

কুটুম্ব ছাড়িয়া পাছে চলে একেশ্বরে।
রৌরব নরকে পড়ি পাপভোগ করে॥১৭
যত যত প্রাণীবধ কৈল পূর্ব্ব কালে।
ঘোর মূর্ত্তি ধরি তারা করয়ে প্রহারে॥১৮
যে কেবল দম্ভাচারে উগ্র ঘোরতরে।
পশু পক্ষিভোগ করি ভরয়ে উদরে॥১৯
কুম্ভীপাক নরকে তবে তাহারে ফেলি।
যাতনা ভুঞ্জায় পাছে তপ্ত তৈলে ফেলি॥২০
ব্রহ্মঘাতী যেবা জন কালসূত্রে পড়ে।
অযুত যোজন তার দীর্ঘ পরিসরে॥২১
তবে তাম্র তপ্ত খোলে ফেলায় তাহারে।
তার হেঠে উপরে চৌদিগে অগ্নি জ্বালে॥২২
সকল শরীর পুড়ি হয় খণ্ড খণ্ড।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে তাহে যমদণ্ড॥২৩
কোটি কোটি বৎসর নরকভোগ করে।
মহা পাতকীর শাস্ত্রে না দেখি নিস্তারে॥২৪
নিজ ধর্ম্ম পরিহরি পর ধর্ম্ম করে।
করিয়া পাষণ্ড সঙ্গ বেদপথ ছাড়ে॥২৫
চাবুক মারিয়া ফেলে অসিপত্রবনে।
অসিধার পত্রে অঙ্গ করে খান খানে॥২৬
তালবন তীক্ষ্ণ তার পত্র ভয়ঙ্কর।
খণ্ড খণ্ড করয়ে কাটিয়া কলেবর॥২৭
লোক দণ্ড করে রাজা লঙ্ঘিয়া ব্রাহ্মণ।
শূকরবদনে তার হয় নিপাতন॥২৮
পর দুঃখ দিয়া যেবা পরবৃত্তি ধরে।
সে পাতকী অন্ধকূপে পচে নিরন্তরে॥২৯
ডাঁস মসা পশু পক্ষী যেবা বধ করে।
অন্ধকূপে পড়িয়া নরকভোগ করে॥৩০
বিভুঞ্জিয়া না খায় না করে যদি দানে।
ক্রিমিভক্ষ নরকে তাহার নিপাতনে॥৩১
ক্রিমিকুণ্ড এক এক লক্ষ প্রহর বিস্তার।
ক্রিমিকীট বেড়ি খায় তাহার ভিতরে॥৩২
যেবা হরে পর ধন বল ছল করি।
ব্রাহ্মণের ধন যেবা আনে পরিহরি॥৩৩
তপ্ত সাঁড়াশি দিঞা যমের কিঙ্করে।
খসায় অঙ্গের মাংস পরাণে না মারে॥৩৪
অগম্য পুরুষ সঙ্গ যেবা নরে করে।
অগম্যা পুরুষ সঙ্গ যেবা নারী করে॥৩৫
লৌহময় নর নারী তপ্ত করিয়া।
ধরিয়া যেয়ায় ফেলে চাবুক মারিয়া॥৩৬
নানা যোনি গমন করয়ে যেবা নরে।
শাল্মলীকণ্টক বনে ফেলায় তাহারে॥৩৭
সিমুলগাছের কাঁটা বজ্রের সমান।
তাহা আলিঙ্গন দিঞা হরয়ে পরাণ॥৩৮
ধর্ম্মশীল সাধুজন যেবা নিন্দা করে।
বৈতরণী নদীজলে ফেলায় তাহারে॥৩৯
বিষ্ঠা মূত্র রক্ত মাংস তরঙ্গ কল্লোলে।
তাহাতে মজ্জিয়া পাপী মরে চিরকালে॥৪০
দম্ভ যজ্ঞ পূজা করি পিতৃদেব পূজে।
ছাগল মহিষ পশু বলি দিয়া পূজে॥৪১
সে সব নরক তাতে বধস্থল বলি।
নরক ভুঞ্জয়ে তারে তথা নিঞা ফেলি॥৪২
ছাগ মহিষ রূপ ধরি ভয়ঙ্কর।
খণ্ড খণ্ড করয়ে তাহার কলেবর॥৪৩
আর্ত্তনাদ করি কান্দে হইয়া কাফর।
মহাশূলে তারা অঙ্গ বিন্ধে নিরন্তর॥৪৪
পর ঘর পর গ্রাম লুটি পুটি খায়।
অন্তকালে যমদূত বান্ধিয়া ফেলায়॥৪৫
শত শত কুক্কুর বিকট দন্ত ধরে।
খসাঞা অঙ্গের মাংস খায় নিরন্তরে॥৪৬
বড়শীর কানা হেন দন্ত সারি ধরে।
কামড়ে ছিঁড়িয়া মাস খায় নিরন্তরে॥৪৭
অসত্য বচন বলে সভার ভিতরে।
মিছা সাক্ষী দিঞা যেবা স্থায় ভঙ্গ করে॥৪৮
শতেক প্রহর উচ্চ পর্ব্বতে তুলিয়া।
হেঁঠ মাথা করি তারে ফেলায় ঠেলিয়া॥৪৯
এইরূপ শত শত মারেন আছাড়ে।
পরাণে না মরে পাপী না হয় উদ্ধারে॥৫০
অতিথ দেখিয়া যেবা ক্রোধ করি মনে।
ভক্ষ্য ভয়ে না করয়ে তার সম্ভাষণে॥৫১
বজ্রতুণ্ডে গৃধকাক মহা ভয়ঙ্করে।
টান দিঞা তার আঁখি বেড়িয়া উপাড়ে॥৫২
এইরূপে যত আছে সহস্র যাতনা।
কাহার শকতি পারে করিতে গণনা॥৫৩
নারকী নরক ভোগ করে একে একে।
সকল নরক ভোগ করে কর্ম্ম পাকে॥৫৪

পাতকীর পাপগতি কহিনু সংক্ষেপে।
বুঝিয়া গোবিন্দপদ ভজ সর্ব্বলোকে ॥৫৫
যেবা শুনে শুনায় নরক উপাখ্যান।
পাপ বুদ্ধি নহে আর হয় দিব্যজ্ঞান ॥৫৬
ভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী।
সাবধানে শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥৫৭

ইতি শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।৮।

ভূগোল-বর্ণন*।

দেশড়া রাগ।

এত শুনি জিজ্ঞাসিল উত্তরাতনয়।
ভূগোল বর্ণন কথা কহ মহাশয় ॥১
কিরূপে জ্যোতিষ-চক্র করয়ে ভ্রমণ।
কতেক বিস্তার তার কহ বিবরণ ॥২
মুনি বলে শুন রাজা উত্তরাকুমার।
ভূগোল বর্ণন কথা কহিব বিস্তার ॥৩
সমাহিত হইয়া শুনহ এক মনে।
সংক্ষেপে কহিব কিছু তোমা বিদ্যমানে ॥৪
যখন সংসার এই বিধাতা সৃজিলা।
ওর অন্ত না পাইয়া হৃদয়ে ভাবিলা ॥৫
দুরন্ত জগৎ ওই ওর অন্ত নাঞি।
কোন জীব শক্তি করিব কোন ঠাঞি ॥৬
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর যক্ষ বিদ্যাধর।
খগ পক্ষ আদি জন্তু বানর কিন্নর ॥৭
কীট কৃমি পতঙ্গাদি বহু জীবগণ।
কোন ঠাঞি বসতি করিব কোন জন ॥৮
কোন কি বিষয়ভোগ করিব সংসারে।
সবিস্ময় হইলা ব্রহ্মা চিন্তিয়া অন্তরে ॥৯
জানিয়া এসব তত্ত্ব দেব হৃষীকেশ।
শূন্যবাণী হইয়া কহিলা উপদেশ ॥১০
না ভাব সংশয় তুমি তত্ত্বজ্ঞান ধর।
প্রকারেতে জগতের উপকার কর ॥১১
স্থাপহ সকল জীব যথাযোগ্য স্থানে।
উপায় করিয়া কার্য্য করহ সাধনে ॥১২

উপায়েত সর্ব্ব কর্ম্ম সাধিবারে পারি।
এত বলি অন্তর্ধান হইলা শ্রীহরি ॥১৩
শুনিয়া চিন্তিলা ব্রহ্মা সৃজন প্রকারে।
যতেক পর্ব্বতগণ দেখিল সুসারে।১৪
সভা হইতে উচ্চতর সুমেরু পর্ব্বত।
নয় গোটা শৃঙ্গ তার দেখিতে অদ্ভুত ॥১৫
ছয় লক্ষ যোজন অর্ব্বুদ পরিসর।
শত শঙ্খ পদ্ম পরিমাণ ভয়ঙ্কর।১৬
উচ্চে একাদশ পথ যোজন প্রমাণ।
শতেক সহস্র কোটী তাহার বাখান ॥১৭
নয় গোটা শৃঙ্গ দীর্ঘ অতি সুবিস্তার।
অষ্ট দিকে অষ্ট শৃঙ্গ বিচিত্র সুসার ॥১৮
মধ্যেতে শৃঙ্গ তার প্রমাণ অপার।
তার কথা কহি শুন উত্তরাকুমার ॥১৯
উভেতে পঞ্চাশ কোটি যোজন দীঘল।
তাহার দ্বিগুণ হয় বিস্তারে প্রসর ॥২০
দুই খণ্ড কৈল তারে ব্রহ্মা সুরপতি।
এক খণ্ডে বৈকুণ্ঠ সৃজিলা মহামতি ॥২১
চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু শঙ্খচক্রধারী।
লক্ষ্মীর সহিত তথা বৈসেন মুরারি ॥২২
জরা ভয় শোক ব্যাধি নাহিক তাহাতে।
বৈকুণ্ঠ আশ্চর্য্য গুণ না পারি বলিতে ॥২৩
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম-ধারী।
বিষ্ণুর সদৃশ মূর্ত্তি দুয়ারী প্রহরী ॥২৪
কহিব প্রভুর পুরী দীঘল বিস্তার।
এক চিত্তে হয়ে রাজা শুন সারোদ্ধার ॥২৫
সত্তরি যোজন দীর্ঘ পঞ্চাশ বিস্তার।
সাত প্রস্থ প্রাচীর সে মণ্ডিত সুসার ॥২৬
হেম রূপ্য মুক্তা-রচিত মনোহর।
রতন মন্দির দিব্য তাহার ভিতর ॥২৭
মুকুতার ঝারা সব কাঞ্চনে মণ্ডন।
কাহার শকতি তাহা করিতে বর্ণন ॥২৮
রতনরচিত খট্বা মন্দির ভিতর।
সুগন্ধি সমীর বহে অতি মনোহর ॥২৯
লক্ষ্মী সহ কৌতুকে দেব জনার্দ্দন।
কৌতুক বিলাস হাসে করয়ে শয়ন ॥৩০
চারি শত অষ্টবিংশ পুরীর দুয়ার।
দ্বারে দ্বারে জাগিয়া দুয়ারী রাখে দ্বার ॥৩১

---

* এ অংশ আদর্শ পুথিতে নাই।

বিষ্ণুময় রূপ সবে বিষ্ণুময় বেশে।
বেত্র হাথে করি দ্বারে রাখয়ে হরিষে ॥৩২
তপযোগ ধ্যান করি যে ভজে শ্রীহরি।
অন্ত কালে তনু ত্যজি যায় সেই পুরী ॥৩৩
বিষ্ণুদূতে লইয়া যায় উত্তর দুয়ারে।
প্রহরী জানায় গিয়া প্রভুর গোচরে ৩৪
আজ্ঞামাত্র লয় যথা লক্ষ্মীনারায়ণ।
দিব্য রূপ প্রভুর করএ নিরীক্ষণ ॥৩৫
তবে পুনরপি লইয়া আইসে প্রহরী।
যথা যোগ্য রহিবারে দেই দিব্য পুরী ॥৩৬
কার্য্য অনুসারে ভোগ ভুঞ্জে কতকাল।
অতঃপর যে কহিয়ে শুন মহীপাল ॥৩৭
বৈকুণ্ঠ উপরে রাজা গোলোক সঞ্চার।
স্বয়ং বিষ্ণু আপনে তাহাতে অবতার ॥৩৮
শতেক সহস্র দীর্ঘ প্রস্থতে যোজন।
তার মধ্য স্থান দিব্য পুরীর রচন ॥৩৯
রতন প্রাচীর দিব্য রতন আওয়াস।
নির্গুণ পুরুষ তাতে বৈসে শ্রীনিবাস ॥৪০
দ্বিভুজ বিচিত্র শ্যাম সুন্দর শরীর।
নির্লেপ নির্গুণ নিরাকার গুণধীর ॥৪১
নিরাহার নিরালম্ব ব্রহ্ম সনাতন।
চারি বিষ্ণু চারি দ্বার করয়ে রক্ষণ ॥৪২
চতুর্ভুজ রূপ দিব্য বেশ মনোহর।
সজাগ হইয়া দ্বার রাখে নিরন্তর ॥৪৩
বহু ভক্তি পুণ্য হলে জন্ম জন্মান্তরে।
সহস্রেক মধ্যে তথা একজন চলে ॥৪৪
দরশন মাত্রে গিয়া লিপ্ত হয় অঙ্গে।
পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম পাশরে ভ্রূভঙ্গে ॥৪৫
আদি বিষ্ণু গোলকেতে বিহরে শ্রীহরি।
অতঃপর কহি শুন কুরুবংশধারী ॥৪৬
অষ্টগোটা শৃঙ্গ আর বিস্তার প্রমাণ।
এক চিত্ত হইয়া তুমি শুন মতিমান ॥৪৭
দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে সত্য লোকের স্থাপন।
আপনে বিলাস তাতে কৈলা পদ্মাসন ॥৪৮
বৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্য্য ভোগ সদৃশ বাখানে।
ব্রহ্ম ঋষি দেব ঋষিগণের উদ্যান ॥৪৯
বৈকুণ্ঠ প্রমাণ অর্দ্ধ দীঘল প্রসর।
বিচিত্র ব্রহ্মার পুরী অতি মনোহর ॥৫০

তৃতীয় শৃঙ্গেতে স্বর্গ ভুবননির্ম্মাণ।
ইন্দ্রের অমরাবতী অতুল প্রমাণ ॥৫১
দেব ঋষি রাজঋষি যত পুণ্য জন।
অমর নগরে বৈসে সদা হর্ষমন ॥৫২
শোক দুঃখ জরা আদি নাহিক কাহার।
ব্রহ্মচর্য্যশীল সবে সদাব্রতাচার ॥৫৩
চতুর্থ শৃঙ্গেতে ব্রহ্মা কৈলাস নির্ম্মিল।
কুবেরেরে রাজা করি তাহাতে স্থাপিল ॥৫৪
যক্ষের ভুবন সেই অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
ইন্দ্র আদি দেব করে যাহার বাখান ॥৫৫
শতেক সহস্র লক্ষ যোজন প্রসর।
আড়ে দীঘে সমসর চিত্রিল নগর ॥৫৬
রথের উদ্যান যত দেবের সমর।
নন্দনাদি বন তাতে অতি মনোহর ॥৫৭
হরের আলয় তাতে অতুল বর্ণন।
নানা চিত্র মণিগণ না হয় লিখন ॥৫৮
পঞ্চম শৃঙ্গেতে ব্রহ্মা ভুবর্লোক সৃজে।
ভূত প্রেতগণ তাতে আনন্দে বিরাজে ॥৫৯
পঞ্চাশ সহস্র শত যোজন বিস্তার।
আড়ে দীঘে সমসর উদ্যান অপার ॥৬০
ষষ্ঠম শৃঙ্গেতে তপোলোকের নির্ম্মাণ।
মহর্ষিগণ সব বৈসে সেই স্থান ॥৬১
ন দুঃখ ন শোক জরা নাহিক তাহাতে।
পঞ্চবিংশ যোজন সহস্র দীর্ঘ প্রস্থে ॥৬২
সপ্তম শৃঙ্গেতে তপোলোকের বসতি।
তাহার প্রমাণ কহি শুন মহামতি ॥৬৩
বিচিত্র নির্ম্মাণ সেই অপূর্ব্ব নগর।
শতেক সহস্র লক্ষ যোজন প্রসর ॥৬৩
অষ্টম শৃঙ্গেতে পুরী স্বর্গের নির্ম্মাণ ॥৬৪
দেব ঋষিগণ করে যাহার বাখান ॥৬৫
শত লক্ষ যোজন দীঘল পরিসর।
স্বর্গ সম বৈভব বিচিত্র মনোহর ॥৬৬
পতি সহ অনুমৃতা হয় যেই নারী।
সেই পুরে নিবসয়ে দিব্য মূর্ত্তি ধরি ॥৬৭
নবম শৃঙ্গেতে ধ্রুবলোকের রচন।
অতি উচ্চতর সেই অপূর্ব্ব গঠন ॥৬৮
পঞ্চাশ কোটি যোজন দীঘল পরিসর ॥৬৯
নক্ষত্রলোক বৈসে অতি মনোহর ॥৭০

জ্যোতি-শ্চক্রের কথা তবে শুন নরপতি।
সুমেরুর নাভি দেশ সুবিস্তার অতি ॥৭১
চক্রাকার ছত্রসম অপূর্ব্ব গঠন।
অষ্ট দিকে অষ্টগোটা শৃঙ্গ বিচক্ষণ ॥৭২
চন্দ্র সূর্য্য গতায়াত তাহাতে ভ্রমণ।
নিরবধি ফিরে চক্র বিচিত্র গঠন ॥৭৩
উত্তর দক্ষিণমুখে দুয়ার বসতি।
দুই শৃঙ্গে সদা কাল দুহাকার গতি ॥৭৪
দুইজনে এক মুখে যেই দিনে হয়।
সেই দিনে অমাবস্যা যোগ তিথি পায় ॥৭৫
পক্ষান্তরে সমাগম হয়েত দুহার।
জ্যোতিশ্চক্রেতে ভ্রমি করয়ে বেহার ॥৭৬
সুমেরু বেড়িয়া দুহে করি প্রদক্ষিণে।
রাত্রি দিন অধিকার পালয়ে যতনে ॥৭৭
ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক জন।
মহর্লোক তপ সত্য সপ্তাদি ভুবন ॥৭৮
অতল বিতল আদি সুতল নিতল।
তলাতল রসাতল সপ্ত পাতাল ॥৭৯
এই চৌদ্দ ভুবন সৃজিলা পদ্মাসনে।
যথাযোগ্য বুঝি স্থল দিল সর্ব্বজনে ॥৮০
সুমেরু দক্ষিণ হইতে ভারত ভুবন।
সপ্তদ্বীপ হইতে জম্বুদ্বীপের কথন ॥৮১
অদ্যাবধি ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
জম্বুদ্বীপ মধ্যে সভে বাঞ্ছয়ে জনম ॥৮২
ইহাতে জন্মিঞা ভক্তি সাধি নারায়ণে।
সর্ব্ব দ্বীপ হইতে শ্রেষ্ঠ এই সে কারণে ॥৮৩
জম্বুদ্বীপ মধ্যে জন্মি নরদেহ ধরি।
ভক্তিযোগ সাধি যেই না ভজে শ্রীহরি ॥৮৫
আত্মঘাতী যেই পাপী জানিব বিশেষে।
আপনা বঞ্চিত সেই আপনা বিনাশে ॥৮৬
ইহার দ্বিগুণ প্লক্ষদ্বীপের বাখান।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ সিন্ধুদ্বীপ পরিমাণ ॥৮৭
দশ কোটি পর্ব্বত আছয়ে পৃথিবীতে।
হিমালয় মলয়াদি না পারি গণিতে ॥৮৮
তরুলতা আদি পশু পক্ষী জন্তুগণ।
কতেক বর্ণিতে পারি অসংখ্য কথন ॥৮৯
সংক্ষেপে কহিল রাজা ভূগোল বর্ণন।
তবে আর কি কহিব কহত রাজন্ ॥৯০

ধন্য পুণ্য পাপহর পবিত্র আখ্যান।
কহিলে শুনিলে হয়ে সর্ব্বত্র সম্মান ॥৯১
ইতি ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯॥

পঞ্চম স্কন্ধ সমাপ্ত।

তবে পরীক্ষিৎ রাজা ভয় পাই মনে।
সবেই নরক ভোগ করে জনে জনে ॥১
সুকৃত দুষ্কৃত কেবা নাহিক বিচার।
এমতে না দেখি কেন জীবের নিস্তার ॥২
প্রথমে নিবৃত্তি ধর্ম্ম কহিলে ত সার।
প্রবৃত্তি কহত তাহা করিয়া বিস্তার ॥৩
অধর্ম্ম লক্ষণ নানা নরক কহিলে।
একে একে পুণ্য পাপ সকল বর্ণিলে ॥৪
কিরূপে নরকভোগ জীবের না হয়।
এ সব কহিয়া মোর খণ্ডাহ সংশয় ॥৫
মুনি বলে শুন রাজা ভয় পরিহর।
আমার বচন তুমি দৃঢ়চিত্তে ধর ॥৬
পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত না করে যে জন।
অন্তকাল হয় তার নরকে গমন ॥৭
এ বোল বুঝিয়া জীব যতন করিয়া।
লঘু গুরু পাপ পুণ্য করে বিচারিয়া ॥৮
কায়মনোবাক্যে যেবা প্রায়শ্চিত্ত করে।
সে জন না যায় রাজা যমের গোচরে ॥৯
রাজা বলে মোর চিত্তে এ বোল না লয়।
প্রায়শ্চিত্তে কেমনে দুরিত নাশ হয় ॥১০
আপনই জানে পাপে হয় অধোগতি।
জানিঞা করয়ে পাপ এ কোন যুগতি ॥১১
প্রায়শ্চিত্তে কি মতে রে পাপ দূর হয়।
মোর চিত্তে মুনি তুমি করিলে সংশয় ॥১২
জানিঞা যে করে পাপ না করে বিচার।
ব্যর্থ প্রায়শ্চিত্ত তার এ কোন প্রতীকার ॥১৩
মুনি বলে ভাল রাজা তুমি সুপণ্ডিতে।
আমি যাহা কহি তাহা শুন সাবহিতে ॥১৪
কর্ম্মনাশ কর্ম্ম হৈতে একান্ত না হয়।
মূর্খ দেখি প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নির্ণয় ॥১৫
পণ্ডিতে করিবে পাপ এ কোন বিচার।
প্রায়শ্চিত্তে ধরি মূর্খজন অধিকার ॥১৬

পথ্যযোগে রোগিজনে করয়ে আহার।
কুপথ্য ছাড়িলে রোগ টুটয়ে তাহার ॥১৭
এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম করিয়া।
পাপ হৈতে পাপী জীব আনে নিবারিয়া ॥১৮
শুভ কর্ম্ম তাহাকে করাই নিরন্তর।
অল্পে অল্পে পাপী পাপ অন্ত লইল সকল ॥১৯
শুভ কর্ম্ম করিতে নির্ম্মল হয় চিত্ত।
তত্ত্বজ্ঞান হয় তার খণ্ডয়ে দুরিত ॥২০
তে কারণে করি প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ।
আর কথা কহি রাজা স্থির কর মন ॥২১
কেহ কেহ ভকতি করিয়া নারায়ণে।
অশেষ দুরিতচয় করয়ে খণ্ডনে ॥২২
দান ব্রত তপ যজ্ঞ নানা কর্ম্ম করে।
তথাপি তেমত তার দুরিত না হরে ॥২৩
বৈষ্ণব চরণ ভজে কৃষ্ণে ধরি মন।
সেরূপে তাহাতে হয় পাপ-বিমোচন ॥২৪
এইত উত্তম পথ এইত কুশল।
হরিপরায়ণ যথা রহে নিরন্তর ॥২৫
প্রায়শ্চিত্ত শতেক যতন করি করে। *
গোবিন্দবিমুখ জন নাহি নাহি তরে ॥২৬
সুরাকুম্ভ শুদ্ধ যেন নহে গঙ্গাজলে।
শ্রীহরি বিমুখ জন পুণ্যে নাহি তরে ॥২৭
একবার কৃষ্ণপদে যেবা ধরে মন।
আমুক সকল রূপ করিব চিন্তন ॥৩০
সর্ব্বভাবে ভজিব আমুক তার কথা।
যেজন সেজন হউ রহে যথা তথা ॥৩১
অনুরাগে চিত্ত ধরে শ্রীহরিচরণে।
স্বপনেও নহে তার যম দরশনে ॥৩২
কিবা যম যমদূত না দেখে স্বপনে।
আমুক মরণ-কালে নহে দরশনে ॥৩৩
সর্ব্বপাপ-প্রায়শ্চিত্ত হঞা থাকে যার।
সেই সে গোবিন্দে পারে চিত্তে ধরিবার ॥৩৪
কহিব তোমারে ইতিহাস পুরাতন।
যমদূত বিষ্ণুদূত সম্বাদ কথন ॥৩৫

শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী।
সাবধানে শুন ভাই কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥†৩৬
ইতি শ্রীভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

——

অজামিল উপাখ্যান।

কান্যকুব্জ দেশে এক আছিল ব্রাহ্মণে।
দাসীপতি দুষ্টাচার অজামিল নামে ॥১
পরপীড়া করিয়া হরয়ে পর ধন।
কপট কৈতব করি ভাণ্ডে সর্ব্বজন ॥২
নানা পাপ করি পোষে সুত আর দার।
সর্ব্ব লোকে পীড়ায় পাতকী দুরাচার ॥৩
অষ্টাশী বৎসর তার গেল এই মনে।
মরণ সময় আসি হৈল উৎপন্নে ॥৪
দাসীর উদরে পুত্র হৈল দশ জন।
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম থুইল নারায়ণ ॥
শিশুভাব হৈতে তারে বান্ধিল হৃদয়।
পুত্রস্নেহে তার মন আন নাহি লয় ॥৫
শয়ন ভোজন পান করয়ে যখনে।
ডাক দিঞা শিশু পুত্র আনয়ে তখনে ॥৬
শয়ন ভোজন পান করাই তনয়।
পাছে অজামিল স্নান ভোজন করয় ॥৭
এইরূপ থাকিতে মরণ কাল হৈল।
তিন যমদূত আসি দরশন দিল ॥৮
মহা ঘোরতর তারা বিকট দশনে।
অজামিল বলে ধরি বান্ধিল যতনে ॥৯
দূরে খেলা খেলে শিশু পুত্র নারায়ণে।
আকুল হৃদয়ে পুত্র ডাকিল ব্রাহ্মণে ॥১০
ঘর্ঘর শবদে বলে অরে নারায়ণ।
হেন কালে বিষ্ণুদূত আইল চারি-
জন ॥১১
তাঁরা বলে ছাড় ছাড় আরে দুষ্টাচার।
কেন বা বান্ধিস্ বিপ্র করিস্ প্রহার ॥১২
ব্রাহ্মণের মুখে উচ্চারিল হরিনাম।
তবু তারে লঞা যাবি এত বড় প্রাণ ॥১৩

* "নাহি ত্রাণ তরে।"

† "ভাগবত আচার্য্যের মধুর পদাবলী।
সাবধানে শুন ভাই কৃষ্ণে মন সবি।"

তা সবার বচন শুনিঞা যমদূতে।
মনে ভয় পাইয়া তবে লাগিলা বলিতে ॥১৪
তুমি সব কেবা হও দূত বা কাহার।
কোথা হৈতে কোথা যাও কি নাম তোমার ॥১৫
নব ঘন শ্যাম তনু মধুর মুরতি।
সূর্য্যসম তেজ ধর নিরমলকান্তি ॥১৬
শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধর চারি ভুজে।
হেম মণি অলঙ্কার শরীরে বিরাজে ॥১৭
তোমা সব দেখি মহাপুরুষ লক্ষণ।
তবে কেন কর ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ॥১৮
আমি সবে হই ধর্ম্মরাজ অনুচর।
কেন তাঁর আজ্ঞা ভঙ্গ কর এত বড় ॥১৯
এতেক বচন শুনি পারিষদগণ।
হাসিয়া উত্তর দিল তারা চারিজন ॥২০
যদি তোরা হইস্ ধর্ম্ম রাজার কিঙ্কর।
কি কর্ম্ম জানিস কহ আমার গোচর ॥২১
এ বোল শুনিঞা যমদূত তিনজনে।
ধর্ম্ম কহে কৃষ্ণ পারিষদ বিদ্যমানে ॥২২
বেদমুখে শুনি ধর্ম্ম দেব নারায়ণে।
বেদ বুঝাইলে ধর্ম্ম করি সর্ব্বজনে ॥২৩
বেদবিনিন্দিত পথ অধর্ম্ম জানিবে।
ত্রিগুণে জনিত বেদমুখ বিচারিবে ॥২৪
শশী সূর্য্য দিবস রজনী হুতাশন।
পৃথিবী আকাশ দিগ্ আপ্ যে পবন ॥২৫
এ সব ধর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্মতত্ত্ব জানে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় বুঝায় দশজনে ॥২৬
শুভ কর্ম্ম করে যদি ধর্ম্মফল পায়।
পাপ কর্ম্ম করিয়া নরক অনুভায় ॥২৭
পাপ পুণ্য ভোগ পাপ পুণ্য অনুসারে।
এক জীব নানা মতে কর্ম্মভোগ করে ॥২৮
যার যেন শুভাশুভ বুঝি অনুমানে।
পূর্ব্ব জন্ম পাপ পুণ্য করি নিরূপণে ॥২৯
যদি বলে মুক্তি কর্ম্ম না করিব আর।
স্বভাবে করায় কর্ম্ম কি দোষ তাহার ॥৩০
কর্ম্মে জীব আপনা বান্ধিয়া বিমোহিত।
কর্ম্ম বন্ধে অনাদি সংসার নিয়োজিত ॥৩১
অবিদ্যা প্রসঙ্গ করি জীবের বন্ধন।
ভজিলে গোবিন্দপদ ছাড়য়ে তখন ॥৩২
সর্ব্ব ধর্ম্মযুত ছিল এই অজামিল।
শান্ত দান্ত ব্রত সত্য আর দয়াশীল ॥৩৩
দেব দ্বিজ গুরুগণ করিয়া সেবন।
সর্ব্বভূতহিত রত আছিল ব্রাহ্মণ ॥৩৪
সর্ব্ব ধর্ম্মে সুপণ্ডিত ধর্ম্ম পরায়ণে।
এক দিন বনে গেল বাপের বচনে ॥৩৫
ফল ফুল কুশ কাষ্ঠ লঞা দ্বিজবর।
ব্রাহ্মণ আইসে পুন বাপের গোচর ॥৩৬
পথে এক শূদ্রা সনে হৈল দরশন।
করিয়া মদিরা পান কামে অচেতন ॥৩৭
দাসী সঙ্গে ক্রীড়া করে নাচয়ে খেলয়।
বৃষলী করিয়া কোলে হাসে অবনয় ॥৩৮
দোঁহার বসন নাহি দোঁহে নাহি জানে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৈল কামে অচেতনে ॥৩৯
যতন করিয়া কৈল চিত্ত সমাধান।
চিত্ত নিবারিতে না পারিল মতিমান ॥৪০
কামে বিমোহিত হৈল দাসী দরশনে।
কুল শীল লজ্জা ভয় ত্যজিল ব্রাহ্মণে ॥৪১
যতেক আছিল ধন বাপের সঞ্চিত।
তাহা দিঞা সন্তোষিল বৃষলীর চিত্ত ॥৪২
চুরি করি মিছা বলি কৈতব প্রবন্ধ।
পরবিত্ত পরদ্রব্য আনি নানা ছন্দ ॥৪৩
পর পীড়া করিয়া আনিল পরধন।
এই মতে করে তার কুটুম্ব ভরণ ॥৪৪
কুলবতী সতী নারী ত্যজি আপনার।
কুলটার সঙ্গে ত্যজে আশ্রম আচার ॥৪৫
নিরবধি মদ্যপান করয়ে ব্রাহ্মণ।
বৃষলীর সঙ্গে রহে কামে অচেতন ॥৪৬
তে কারণে লঞা যাই যম বিদ্যমান।
যমদণ্ড হৈলে দ্বিজ পাইব পরিত্রাণ ॥৪৭
এতেক বচন শুনি শ্রীহরি কিঙ্কর।
যমদূতের তরে কিছু দিলেন উত্তর।
হরি হরি এত বড় দেখিল প্রমাদ।
ধর্ম্মরাজ হঞা করে এত অপরাধ ॥৪৯
অকুণ্ঠে দণ্ডয়ে পুণ্যলোকে পাপ ধরে।
ধর্ম্মরাজ হঞা হেন দুষ্ট কর্ম্ম করে ॥৫০

সকল লোকে পিতা গুরুরহিতকারী।
সে যদি কিরূপ করে কারে ভাল বলি ॥৫১
কাহাতে শরণ পশি এ লোক তরিবে।
কাহা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম সংসারে জানিবে ॥৫২
মহাজন যে যে কর্ম্ম করয়ে আচার।
সেই অনুসার অন্যে করে ব্যবহার ॥৫৩
পশুমতি আপনে না জানে ভাল মন্দ।
দেখিয়া বড়র কর্ম্ম করে অনুবন্ধ ॥৫৪
পাপ পুণ্য যদি নাহি যমের বিচার।
সর্ব্বলোকের তরে এই রহিল আচার ॥৫৫
এ ব্রাহ্মণ কৈল কোটিজন্মপাপক্ষয়।
হরিনাম মুখে হৈল যখন উদয় ॥৫৬
সর্ব্ব পাপ প্রায়শ্চিত্ত কৈল সেই ক্ষণে।
নারায়ণ আইসে বলি বুলিল যখনে ॥৫৭
মিত্রদ্রোহী গুরুদ্রোহী স্বর্ণঅপহারী।
স্ত্রীরাজ-পিতৃবধি হরে গুরুনারী ॥৫৮
মদ্যপান গোবধ যতেক পাপ করে।
হরিনাম উচ্চারিলে সব্ব পাপ হরে ॥৫৯
সর্ব্বপাপ প্রায়শ্চিত্ত বেদে যত কহে।
কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ আদি যত দুঃখ সহে ॥৬০
তাহা হইতে তরিতে নহে পাপ ক্ষয়।
হরি নামে যতেক পাতক নাশ হয় ॥৬১
প্রায়শ্চিত্তে পাপ হরে শুদ্ধ নহে মন।
পুনরপি পাপে চিত্ত ধায় তে কারণ ॥৬২
সর্ব্ব পাপ খণ্ডাইতে যার মনে লয়।
হরিগুণগান করি সুধিব আশয় ॥৬৩
এ ব্রাহ্মণে সর্ব্ব পাপ প্রায়শ্চিত্ত কৈল।
মরণ সময় হরিনাম উচ্চারিল ॥৬৪
ছাড় ছাড় অরে দূত ইহার বন্ধন।
অশেষ দুষ্কৃত বিপ্র কৈল বিমোচন ॥৬৫
সঙ্কেতে বা পরিহাসে বলে এক বার।
হেলায় করয়ে কিবা গোবিন্দ উচ্চার ॥৬৬
স্বধর্ম্মবিহীন কিবা আশ্রমপতিত।
অশেষ পাতকযুত সন্তাপ তাপিত ॥৬৭
হয়ে হেন শব্দক বচন একবার।
তবে ত নরকবাস না হয় তাহার ॥৬৮
গুরু লঘু পাপ পুণ্য করিয়া বিচার।
করয়ে পণ্ডিত জনে পাপ প্রতিকার ॥৬৯
তাহা হৈতে হয় সব দুরিত খণ্ডন।
অধর্ম্মজনিত নহে হৃদয় শোধন ॥৭০
যত যত প্রায়শ্চিত্ত বেদমুখে কহে।
বিনা হরি ভজিলে হৃদয় শুদ্ধ নহে ॥৭১
অজ্ঞানে বিজ্ঞানে করে হরিসংকীর্ত্তন।
সেই ক্ষয় করে সব দুরিত খণ্ডন ॥৭২
আগুনের কণা যেন দহে কাষ্ঠ চয়।
এক হরি নামে মহাপাপ রাশি ক্ষয় ॥৭৩
না জানিঞা করে যদি ঔষধ ভক্ষণ।
তবু তার গুণে হয় রোগনিবারণ ॥৭৪
হরিনাম এইরূপ সর্ব্ব ধর্ম্ম সার।
তোরা সব না জানিস দুষ্ট দুরাচার ॥৭৫
এতেক বচন বলি পারিষদ্‌গণ।
ব্রাহ্মণের কৈল যমপাশবিমোচন ॥৭৬
অপমান পাই তিন যমের কিঙ্কর।
সকল কহিল গিঞা যমের গোচর ॥৭৭
অজামিল যমদণ্ডে পাঞা প্রতিকার।
চিন্তিতে লাগিল দ্বিজ দেখি চমৎকার ॥৭৮
প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ-কিঙ্কর চরণে।
কি বোল বলিব দ্বিজ চিন্তে মনে মনে ॥৭৯
হেন কালে তারা সবে কৈল অন্তর্দ্ধান।
আপনার চিত্তে দ্বিজ করে অনুমান ॥৮০
শুনিল বিষ্ণুর ধর্ম্ম বৈষ্ণব বদনে।
পরম বৈষ্ণব সনে হৈল দরশনে ॥৮১
সেই ক্ষণে বিষ্ণুভক্তি হৈল উপাদান।
পূর্ব্ব দোষ চিত্তে বিপ্র করে অনুমান ॥৮২
মুঞি ছার অধম পাপিষ্ঠ দুরাচার।
আপনাকে সর্ব্ব নাশ কৈনু আপনার ॥৮৩
মোর কুলে কলঙ্ক রহিল এত বড়।
বৃষলীর সঙ্গে মোর মজিল সকল ॥৮৪
কুলশীলবতী নারী আপনার ত্যজি।
অসত্য মদ্যপ স্ত্রী দাসী সঙ্গে ভজি ॥৮৫
বৃদ্ধ পিতা মাতা মোর অনাথ দুঃখিত।
তাঁ সবা ত্যজিনু মুঞি হেন দুষ্টচিত্ত ॥৮৬
কোন গতি হৈবে মোর কি হয় উপায়।
অবশ্য নরকভোগ এড়ান না যায় ॥৮৭
স্বপন দেখিনু কিবা কিবা বিদ্যমান।
বন্ধন খসাইল মোর চারি বলবান্ ॥৮৮

দিব্য মহাপুরুষ পরম শুদ্ধময়।
খসাই বন্ধন মোর খণ্ডাইল সংশয় ॥৮৯
এই ক্ষণে কত হৈত যমের তাড়ন।
হেন দুঃখভোগ মোর হৈল বিমোচন ॥৯০
হেন মহাজন সনে হৈল দরশন।
অবশ্য উদ্ধার হৈল হেন লয় মন ॥৯১
মুঞি ছার বৃষলীপতি কেবল অধম।
মোর জিহ্বায় না কৈল হরিনাম কীর্ত্তন ॥৯২
ব্রহ্মঘাতী কপট নির্লজ্জ দুরাচার।
মোর মুখে নারায়ণ শব্দ উচ্চার ॥৯৩
এখন যতন করি ভজিব শ্রীহরি।
এ ঘোর নরকভোগ যাহা হৈতে তরি ॥৯৪
স্ত্রীময়ী মায়াদড়ি মোহের বন্ধন।
শ্রীহরিচরণ ভজি করে বিমোচন ॥৯৫
হরিনাম হরিকথা করিব কীর্ত্তন।
হরিপদ ভজিব চিন্তিব অনুক্ষণ ॥৯৬
এতেক বচন বলি দ্বিজ অজামিল।
দেহ মন গোবিন্দ-চরণে নিয়োজিল ॥৯৭
গঙ্গাদ্বারে গিয়া কৈল কৃষ্ণ আরাধন।
কৃষ্ণে মন ধরি দ্বিজ ত্যজিল জীবন ॥৯৮
সেই ক্ষণে চারি মহাপুরুষ আসিঞা।
অজামিলে নিল দিব্য রথেতে তুলিঞা ॥৯৯
পতিত নিন্দিত দাসীপতি দুরাচার।
অজামিল সম পাপী নাহি বলি আর ॥১০০
নারায়ণ নাম ধরি পুত্রে ডাক দিল।
হেন মহাপাতকীর পাতক খণ্ডিল ॥১০১
হরিনাম বিনে কর্ম্ম বন্ধ নাহি টুটে।
বিনে কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নাহি টুটে ॥১০২
অজামিল উপাখ্যান বৈষ্ণব-চরিত্র।
পাপহর পুণ্যকর পরম পবিত্র ॥১০৩
ভকতি করিয়া যেই করয়ে কীর্ত্তন।
না জায় নরক নহে যম দরশন ॥১০৪
একে অজামিল তাহে মরণ সময়।
পুত্রচ্ছলে হরিনাম মুখে উচ্চারয় ॥১০৫
তবু ত তাহার হৈল বৈকুণ্ঠে গমন।
শ্রদ্ধা ভক্তি করি যে বা করয়ে কীর্ত্তন ॥১০৬
স্বপ্ন কালে সন্তোষে যে হরিনাম বলে।
তাহার মহিমা কেবা বলিবারে পারে ॥১০৭

রাজা বলে যমদূত জানাইল গোচর।
ধর্ম্মরাজ দিল কি কি তাহার উত্তর ॥১০৮
তিন লোকে যার দণ্ড ভঙ্গ নাহি শুনি।
তবে দণ্ড ভঙ্গ হয় এ সংশয় মানি ॥১০৯
মুনি কহে শুন রাজা কহিব তোমারে।
যমদূত জানাইল যমের গোচরে ॥১১০
এক অধিকারে আছে কত দণ্ডধর।
যদি বা সংসারে হৈল বিবিধ ঈশ্বর ॥১১১
তবে পাপ পুণ্য কিছু নহিলে নির্ণয়।
কেহো বা মুকতি পাইবে কারো মৃত্যুভয় ॥১২
তা যাহার ইচ্ছা যে যার যেন গতি হয়।
এ সব লোকের তরে দেখি যে সংশয় ॥১১৩
পাপ পুণ্য বিচারিয়া তুমি দণ্ড কর।
এই সে কারণে ধর্ম্মরাজ নাম ধর ॥১১৪
এবে আর তোমার না দেখি অধিকার।
এ সব লোকের আর না দেখি নিস্তার ॥১১৫
চারি মহা পুরুষ অদ্ভুত রূপ ধরে।
আসিয়া তোমার আজ্ঞা দণ্ডভঙ্গ
করে ॥১১৬
মহাপাপী অজামিল আনিবে বান্ধিঞা।
ছাড়িয়া দিলেন তারা বন্ধন খসাইয়া ॥১১৭
কি নাম তাহার তাঁরা কাহার কিঙ্কর।
এ সব আমারে প্রভু কহিবে সকল ॥১১৮
ধর্ম্মরাজ বলে আরে শুন দূতগণ।
চরাচর জগতে ঈশ্বর নারায়ণ ॥১১৯
যার অংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু হর মহেশ্বর।
যাঁর মায়াপাশে বন্দী সব চরাচর ॥১২০
আমি সবে বন্দী যার বেদমায়া পাশে।
সবাই প্রভুর আজ্ঞা পালি যে তরাসে ॥১২১
নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ গাঁথয়।
সাবধান হঞা রহে গৃহস্থের প্রায় ॥১২২
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র আদি বরুণ পবন।
আপনে বিরিঞ্চি হর সিদ্ধসাধ্যগণ ॥১২৩
এ সবে যাঁহার মায়া বুঝিতে না পারে।
সেই সে সবার প্রভু সবার ঈশ্বরে ॥১২৪
তাঁর পারিষদগণ ভ্রময়ে সংসারে।
অলক্ষিত রূপে কেহো দেখিতে না
পারে ॥১২৫

ভকত রক্ষণ হেতু সংসারে ভ্রময়।
কিরূপে কোথাতে রহে কেহো না বুঝয় ॥১২৬
ভাগবতধর্ম্ম কৃষ্ণ কহিল আপনে।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার তত্ত্ব নাহি জানে ॥১২৭
বিরিঞ্চি নারদ শম্ভু সনৎকুমার।
স্বায়ম্ভুব মনু আর কপিল প্রহ্লাদ ॥১২৮
শুক বলে ভীষ্ম আদি জনক রাজনে।
ভাগবততত্ত্ব জানি এ দ্বাদশ জনে ॥১২৯
ভাগবত ধর্ম্ম কেহো নাহি বুঝে আর।
পরম গোপিত ধর্ম্ম সূক্ষ্ম গতি যার ॥১৩০
এই সে পরম ধর্ম্ম জানিবে সংসারে।
ভক্তি ভাবে হরিনাম গুণ গান করে ॥১৩১
দেখ দূত হরিনাম কীর্ত্তনের ফল।
অজামিল হইয়া যায় বৈকুণ্ঠনগর ॥১৩২
হরিনাম গুণ কর্ম্ম কীর্ত্তন শ্রবণে।
সকল দুরিত হরে বলে যেবা জানে ॥১৩৩
তাবা তারা কীর্ত্তন মহিমা নাহি জানে।
হরি নামে পাপ হরে এই বড়মানে ॥১৩৪
এক হরিনামে সর্ব্ব পাপ দূর হয়।
অজামিল হঞা কেনে মুক্তি পদ পায় ॥১৩৫
যত যত মহাজন প্রায় বেদ জড়।
বিষ্ণু মায়া বিমোহিত সে সব সকল ॥১৩৬
অশ্বমেধ আদি মহা কর্ম্মপরায়ণ।
মধু পুষ্প সম ফল স্বর্গ আরোহণ ॥১৩৭
এ বোল বুঝিয়া সে যতেক বুধজনে।
সর্ব্বভাবে ভক্তি করয়ে নারায়ণে ॥১৩৮
তাহাতে আমার নাহি দণ্ড অধিকার।
যদি বা অশেষ পাপ দেখিয়া তাহার ॥১৩৯
সর্ব্বপাপ হরে তার হরি-সংকীর্ত্তনে।
তুমি সব না জাইহ তার সন্নিধানে ॥১৪০
তাহার পবিত্র যশ গায় সুরগণে।
নহে কাল ভয় তার যম দরশনে ॥১৪১
মুকুন্দ পদারবিন্দ মকরন্দ রসে।
সতত বিমুখ যার দেখ হরি শেষে ॥১৪২
দেহ গেহে দেখ যার দৃঢ় অনুবন্ধ।
বৈষ্ণব জনের সনে নাহি যার সঙ্গ ॥১৪৩
তা সবা আনিহ তাহে নাহিক বিচার।
করিহ তাহারে তোরা দণ্ড পরিহার ॥১৪৪
যার জিহ্বা হরি নাম কভু নাহি বলে।
যার শির কৃষ্ণপদে প্রণাম না করে ॥১৪৫
যার চিত্ত কৃষ্ণ পদ না করে চিন্তনে।
তা সবা আনিহ তোরা মোর বিদ্যমানে ॥১৪৬
নারায়ণ পুরুষ পুরাণ জগন্নাথ।
একবার ক্ষেম প্রভু মোর অপরাধ ॥১৪৭
সেবকের অপরাধে প্রভু দণ্ড পায়।
ভৃত্য অপরাধে প্রভু দণ্ডিতে জুয়ায় ॥১৪৮
নমো নমো নারায়ণ নমো নমস্কার।
মোর অপরাধ প্রভু ক্ষম একবার ॥১৪৯
হরিনাম সংকীর্ত্তন জগৎ মঙ্গল।
মহাভয় বিনাশন মহাপাপ ফল ॥১৫০
হরি নাম শ্রবণ কীর্ত্তন গুণ গানে।
শুন বাছা বেদে যার মহিমা না জানে ॥১৫১
এতেক বচন শুনি যম দূতগণে।
নামের মহিমা শুনি ভয় পাইল মনে ॥১৫২
আছুক বৈষ্ণব না যাইবে সন্নিধানে।
বৈষ্ণবের নাম শুনি ভয় কৈল মনে ॥১৫৩
আছেন অগস্ত্য মুনি মলয় পর্ব্বতে।
আপনে কহিল তেঁহো মুনি সভাগতে ॥১৫৪
কহিল তোমারে রাজা শুন পরীক্ষিৎ।
হরিবংশে কীর্ত্তন ফল জগতে গোপিত ॥১৫৫
ভক্তি রস শুক ছিল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥১৫৬
ইতি শ্রীভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ॥২॥

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুক দেব স্থানে।
দক্ষ সৃষ্টি বিস্তারিয়া কহিবে এক্ষণে ॥১
রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর।
সাধু সাধু বাখানিয়া দিলেন উত্তর ॥২
প্রাচীন বর্হিষি রাজা পূরবে আছিল।
প্রচেতস নামে তার দশ পুত্র হইল ॥৩
জলের ভিতরে রহি সহস্র বৎসর।
কৃষ্ণ আরাধিল তপ করিয়া দুষ্কর ॥৪
আপনে আসিয়া বর দিল নারায়ণে।
জলে হৈতে উঠে তবে তাঁরা দশজনে ॥৫
বৃক্ষগণে ব্যাপিত দেখিল মেদিনী।
ক্রোধ করি মুখে হৈতে আসিল আগুনি ॥৬

পোড়াঞা পৃথিবীর বৃক্ষ কৈল ভস্মসাৎ।
হেন কালে আইলা ব্রহ্মা ত্রিভুবননাথ ॥৭
বৃক্ষ সৃষ্টি না পোড়াহ এই বাক্য ধর।
বৃক্ষগণে কন্যা দিবে তাহা বিভা কর ॥৮
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজস্থানে।
হেনকালে কন্যা আনি দিল বৃক্ষগণে ॥৯
সেই কন্যা বিভা কৈল দশ সহোদর।
রাজ্য ভোগ কৈল দশ সহস্র বৎসর ॥১০
দক্ষ পুত্র জন্মাইল দশ সহোদরে।
পূর্ব্ব জন্মে যারে বিড়ম্বিল মহেশ্বরে ॥১১
শিব সাঁপে ছাগমুখ দক্ষের আছিল।
সে দেহ ছাড়িয়া আর শরীর ধরিল ॥১২
তবে তারা দশ ভাই ভজিয়া শ্রীহরি।
অন্তঃকালে তনু ত্যজি গেলা বিষ্ণুপুরি ॥১৩
দক্ষ প্রজাপতি পাইল রাজ্য অধিকার।
নানা কর্ম্ম করি মহা থুইল চমৎকার ॥১৪
তবে দক্ষ প্রজাপতি মহাতপ করি।
বিষ্ণুপদ গিরিতটে ভজিল শ্রীহরি ॥১৫
পুণ্যতীর্থ আছে তথা অঘবিমোচন।
ত্রিকাল করিয়া স্নান পূজে নারায়ণ ॥১৬
স্তুতি ভক্তি প্রণতি বিবিধ মতে কৈল।
তুষ্ট হঞা বর তারে জগন্নাথ দিল ॥১৭
পাঞ্চজন্য নামে এক আছিল নৃপতি।
তার কন্যা বিভা কৈল দক্ষ প্রজাপতি ॥১৮
অসিক্নী তাঁহার নাম রাজার দুহিতা।
পরম সুন্দরী দেবী দক্ষের বনিতা ॥১৯
এককালে জনমিল অযুত কুমার।
দক্ষ আজ্ঞা দিল তারে সৃষ্টি করিবার ॥২০
বাপের আজ্ঞায় তারা গেল তপোবনে।
পথেতে নারদ আসি দিল দরশনে ॥২১
আরেরে বণিক তোরা কোন যুক্তি কর।
আমার বচন তোরা এক চিত্তে ধর ॥২২
পৃথিবীর অন্ত হৈল পর্য্যটন করি।
তবে তোরা পাছে সৃষ্টি করিহ বিচারি ॥২৩
এতেক বচন যদি নারদ কহিলা।
পৃথ্বী পর্য্যটনে তারা সবাই চলিলা ॥২৪
মনে দুঃখ পাঞা তবে দক্ষ প্রজাপতি।
অযুততনয় পুনঃ কৈল উৎপত্তি ॥২৫
বাপে আজ্ঞা দিল সৃষ্টি কর নিরমাণে।
সকলে মিলিয়া কর অপত্য সৃজনে ॥২৬
আজ্ঞা পাঞা গেল তাঁরা তপ করিবারে।
পথে আসি কহিল নারদ যোগেশ্বরে ॥২৭
জ্যেষ্ঠ বন্ধু গেল তোর পৃথ্বী পর্য্যটনে।
আগে তার উদ্দেশ করহ ভাইগণে ॥২৮
বাপের বচন পাছে করিহ পালন।
এতেক বলিয়া মুনি গেলা তপোবন ॥২৯
এইরূপে গেলা তারা অযুত তনয়।
দুঃখ পাইয়া দক্ষ কোপ কৈল অতিশয় ॥৩০
ভালত নারদ তুমি হরিভক্তি বল।
ভাল শান্ত তুমি সদা পরহিত কর ॥৩১
সাপিব তোমাকে আমি কেবা রাখিতে পারে।
নিরবধি জগতে ভ্রমিহ একেশ্বরে ॥৩২
একদিন এক স্থানে নহে মন স্থিতি।
স্বীকার করিয়া নৈল মুনি মহামতি ॥৩৩
দুঃখ শোক পাঞা দক্ষ রহিল আপনে।
কন্যা সৃষ্টি কৈল পাছে ব্রহ্মার বচনে ॥৩৪
যাটিকন্যা জনমিল দক্ষের মন্দিরে।
সাতাইশ দুহিতা তার দিল শশধরে ॥৩৫
দশ কন্যা কৈল তার ধর্ম্মে সম্প্রদান।
কশ্যপেরে কৈল ত্রয়োদশ কন্যাদান ॥৩৬
শিবে তার দুই কন্যা কৈল পরিণয়।
দুই কন্যা অঙ্গিরাকে দিল মহাশয় ॥ ৭
কৃশাশ্বরে দুই কন্যা দিল প্রজাপতি।
তার্ক্ষ্য বিভা কৈল চারি কন্যা মহাসতী ॥৩৮
দেব দানব নাগ অসুর কিন্নর।
যক্ষ রাক্ষস পশু পক্ষী চরাচর ॥৩৯
এইরূপে নানা সৃজি জগৎ পুরিল।
কহিব কশ্যপ সৃষ্টি যত রূপ হৈল ॥৪০
দিতি দনু কাষ্ঠা নাম অদিতি সুরসা।
সুরভি অরিষ্টা ইলা মৌনি ক্রোধবশা ॥৪১
তিমিতাম্রা নাম আর সরমা কুমারী।
কশ্যপের এই ত্রয়োদশ ধর্ম্ম নারী ॥৪২
তিমির তনয় যত হৈল জলচরে।
ব্যাঘ্রজাতি জনমিল সরমা উদরে ॥৪৩
সুরভির বংশসন্তু গো মহিষজাতি।
তাম্রার উদরে হৈল পক্ষীর উৎপত্তি ॥৪৪

জন্মিল অপ্সরাগণ মৌলির* উদরে।
ক্রোধবশার বংশ হৈল যত ফণাধরে ॥৪৫
ইলার উদরে জনমিল তরুগণ।
সুরসার† গর্ভে যত যান উৎপন্ন ॥৪৬
অরিষ্টার পুত্র যত গন্ধর্ব্ব জন্মিল।
তুরঙ্গ গর্দ্দভ কালা গর্ভেতে হইল ॥৪৭
দনুর উদরে দানবের উপাদান।
কহিব যতেক তার দানব প্রধান ॥৪৮
দ্বিমূর্দ্ধা শম্বর হয়গ্রীব বলবান্।
বিভাবসু শঙ্কুশিরা অয়োমুখ নাম ॥৪৯
অরিষ্টা কপিল আর স্বর্ভানু অরুণ।
একচক্র বৃষপর্ব্বা পুলোমা দারুণ ॥৫০
ধূম্রকেশী বিপ্রচিত্তি বিরূপাক্ষ নাম।
এই সব মহাবীর দানবপ্রধান ॥৫১
বৃষপর্ব্বা দানবের জন্মিল কুমারী।
যযাতি রাজার বিভা কৈল মহাবলি ॥৫২
বৈশ্বানর দানবের চারি কন্যা হৈল।
তার দুই কন্যা বিভা কশ্যপেরে দিল ॥৫৩
কলকার যত পুত্র কালকের নাম।
পুলোমার যত পুত্র পুলোমপ্রধান ॥৫৪
ষাটী সহস্র পুত্র দানব প্রখরে।
তোমার বাপের বাপে মারিল তাহারে ॥৫৫
অদিতির বংশ যত হৈল দেবগণ।
যাহার উদরে জন্ম লইল নারায়ণ ॥৫৬
সূর্য্য বিভা কৈল সংজ্ঞা নামে কুলবতী।
তার পুত্র শ্রাদ্ধদেব মনুর উৎপত্তি ॥৫৭
যম আর যমুনা যমক দুইজন‡।
সংজ্ঞার উদরে তিন হৈল উৎপন্ন ॥৫৮
ছায়া নামে তার একপত্নী শুদ্ধ হৈল।
তাহার উদরে মনু সাবর্ণ জন্মিল ॥৫৯
এইরূপে হৈল সূর্য্যবংশের বিস্তার।
তবে রাজা শুন কথা যে কহিব আর ॥৬০
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
শ্রীপবত আচার্য্যের মধুরসপান ॥
ইতি ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

ত্রিপুবধ* ।

ত্রিভুবনে এক রাজা হৈল পুরন্দর।
সুর সিদ্ধ বিদ্যাধরে সেবে নিরন্তর ॥১
গুরু অবজ্ঞানে তার শ্রীভ্রষ্ট হইল।
বুঝিয়া অসুরে ইন্দ্র মারিয়া খেদিল ॥২
ভয়ে যুদ্ধ ত্যজিয়া পলাইল দেবগণ।
ব্রহ্মার চরণে গিঞা লইল শরণ ॥৩
কৃপা করি উত্তর ব্রহ্মা দিলেন আপনে।
তুমি সব অধর্ম্মে মজিলে সুরগণে ॥৪
গুরু অবজ্ঞানে তুমি কৈলে সর্ব্বনাশ।
সেই ছিদ্র দেখি পাইল অসুর প্রকাশ ॥৫
শুক্র আরাধিয়া তারা মহাবল ধরে।
এখন উচিত নহে যুদ্ধ করিবারে ॥৬
গুরু বৃহস্পতি তোমার কৈল অন্তর্দ্ধান।
চাহিলেও তুমি সব না পাবে সন্ধান ॥৭
বিশ্বরূপ নামে বিশ্বকর্ম্মার তনয়।
পরম তপস্বী তেঁহো যতি মহাশয় ॥৮
তুমি সব তারে পুরোহিত করি লয়।
তাঁর উপদেশ লঞা তবে যুদ্ধ কর ॥৯
এতেক বচন শুনি যত সুরগণে।
সেইরূপ আইলা বিশ্বরূপ দরশনে ॥১০
দেবগণ মিলিয়া বরিল পুরোহিত।
যজ্ঞ আরম্ভিল বিশ্বরূপ সুপণ্ডিত ॥১১
রিপুজয় যজ্ঞ করাইল পুরন্দরে।
নারায়ণকবচ পরাইল কলেবরে ॥১২
তবে ইন্দ্র যুদ্ধ করি অসুর জিনিল।
দেবগণ সনে নিজ অধিকার পাইল ॥১৩
এইরূপে যজ্ঞ করে দ্বিজ বিশ্বরূপে।
দৈব যোগে অসুরকে দিল যজ্ঞভাগে ॥১৪
এ বোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল পুরন্দর।
ব্রাহ্মণের তিন মাথা কাটিল সত্বর ॥১৫
বিশ্বরূপ দ্বিজের আছিল তিন মুণ্ড।
ইন্দ্র তাহা কাটিয়া করিল চারি খণ্ড ॥১৬
ব্রহ্মবধ সঞ্চরিল ইন্দ্রের শরীরে।
ইন্দ্র চারি ভাগ করি বিভজিল তারে ॥১৭

---

* 'মুনিতি'। † 'সরমা'। ‡ 'যামুন ত্রিজন'।

* অন্য পুথিতে এখান হইতে অধ্যায় আরম্ভ নহে।

দ্রুম জল ভূমি আর যত নারীগণ।
চারি ভাগে ব্রহ্মবধ পাইল চারিজন ॥১৮
পৃথিবীর ব্রহ্মবধ বিদিত উষরে।
ফেণ বুদ্‌বুদ ব্রহ্মবধ জানি সরোজলে ॥১৯
তরুগণে ব্রহ্মবধ আঠা রূপে বহে।
নারীগণে ব্রহ্মবধ রজযোগে রহে ॥২০
এতেক প্রকারে ইন্দ্র ব্রহ্মবধে তরে।
পুত্রবধ শুনি বিশ্বকর্ম্মা ক্রোধ করে ॥২১
বৃত্রনামে অসুর সৃজিল ভয়ঙ্কর।
প্রলয় কালের যেন জলন্ত অনল ॥২২
ধূম্রবর্ণ বিকট দশন ঘোরতর।
পদ ভরে ধরণী করয়ে টলবল ॥২৩
তিনলোক জুড়ি নাদ করয়ে গভীর।
ত্রিশূল তুলিয়া বৃত্র নাচে মহাবীর ॥২৪
তিনলোক নাশ কৈল দৈত্য দুষ্করিস।
তাহা দেখি দেবগণ হৈল বিমরিস ॥২৫
পরম দারুণ রণ বাজিল তখনে।
বৃত্র সনে মহারণ কৈল সুরগণে ॥২৬
সমরে হারিয়া সুর পলায় সত্বরে।
শরণ পশিল কৃষ্ণ-চরণ-কমলে ॥২৭
দিব্যরূপ ধরি হরি দিলা দরশন।
দেখি দেবগণ কৈল প্রণাম স্তবন ॥২৮
তুষ্ট হঞা বর দিল প্রভু হৃষীকেশ।
শুন শুন দেবগণ কহি উপদেশ ॥২৯
দধীচি পরম মুনি আছে মহাজন।
মাগিয়া তাহার অঙ্গ লহ সুরগণ ॥৩০
তার অঙ্গ দিয়া কর বজ্র নিরমান।
তবে ইন্দ্র তাহাকে মারিবে বলবান ॥৩১
মাগিলেই দিবে দ্বিজ আপনার অঙ্গ।
মাগিলে না করে মহাজন আজ্ঞা ভঙ্গ ॥৩২
এতেক বলিয়া গেলা প্রভু ভগবান।
ইন্দ্র আদি দেব আইলা মুনি বিদ্যমান ॥৩৩
প্রণাম করিয়া ইন্দ্র দধীচি-চরণে।
সুরগণে কৈল তবে আত্ম-নিবেদনে ॥৩৪
যশধন মহাধন পরহিতকারী।
বস্তুজ্ঞান নাহি তার দেহ গেহ করি ॥৩৫
আপনার অঙ্গ যদি কর সংপ্রদান।
তবে সব সুরগণ পায় পরিত্রাণ ॥৩৬

শুনিঞা দধীচি মুনি দিলেন উত্তর।
অধ্রুব শরীর প্রাণ অধ্রুব সকল ॥৩৭
অধ্রুব শরীরে যদি ধ্রুবপদ পাই।
তবে কেন তাহা ছাড়ি অন্য কর্ম্মে ধাই ॥৩৮
এ শরীরে হয় যদি দেবের উপকার।
তবে আমি শরীর ত্যজিব আপনার ॥৩৯
এ বোল বলিয়া বিপ্র যোগ-ধ্যান করি।
শরীর ত্যজিয়া তেঁহো গেলা বিষ্ণুপুরী ॥৪০
বিশ্বকর্ম্মা সেই অঙ্গে বজ্র নিরমিল।
পরম উজ্জ্বল বজ্র ইন্দ্র হস্তে দিল ॥৪১
তবে ইন্দ্র ঐরাবতে করি আরোহণ।
বজ্র হস্তে ধরিয়া করিতে গেলা রণ ॥৪২
অসুরের সনে তবে বাজিল সংগ্রাম।
যুঝিবারে আইল যত দৈত্যের প্রধান ॥৪৩
হয়গ্রীব শম্ভুশিরা নমুচি শম্বর।
বৃষপর্ব্বা আহতি প্রহতি খরতর ॥৪৪
অজমুখ বিপ্রচিত্তি দ্বিমূর্দ্ধ প্রখর।
মালী সুমালী আদি দৈত্য ভয়ঙ্কর ॥৪৫
দৈত্য দানব যক্ষ রক্ষ কোটি কোটি।
চৌদিকে বেড়িল তারা বাণ ছুটাছুটী ॥৪৬
সিংহনাদ করি ধায় শত শত সেনা।
বাদ্যভাণ্ড বাজে উঠে ছত্র ধ্বজ নানা ॥৪৭
শেল পট্টিস মুদ্গর গদা পরিঘ তোমর।
শূল পরশূল খড়্গ অস্ত্র খরতর ॥৪৮
অস্ত্রে শস্ত্রে কাটাকাটি বাণ-বরিষণ।
বাজিল অসুর দেবে ঘোর মহা রণ ॥৪৯
যত দেবগণ ছিল সমরে প্রচণ্ড।
অসুরের অস্ত্র কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥৫০
পৃথিবী ভিতরে রণ হৈল ভয়ঙ্কর।
নগ নাগ কাঁপিল সকল চরাচর ॥৫১
দৈত্য দানব যত রণে খরতর।
তারা সব পলাইল ত্যজিয়া সমর ॥৫২
তবে বৃত্র বলে আরে শুন দেবগণ।
তোরা সব মোর সনে করসিয়া রণ ॥৫৩
সমর ত্যজিয়া ভয়ে যে সব পলায়।
তার সনে যুঝিবারে কভু না জুয়ায় ॥৫৪
মোর সঙ্গে রহিয়া যে জন করে রণ।
আজি পাঠাইব তারে যমের সদন ॥৫৫

এতেক বচন বলি মহানাদ কৈল।
মূর্চ্ছিত হইয়া দেব ভূমিতে পড়িল ॥৫৬
আকর্ণ সন্ধান করি বৃত্র মহাসুর।
দুই পায়ে সন্ধিয়া দেবতা কৈল চুর ॥৫৭
তবে ইন্দ্র দেবরাজ জানিল অন্তরে।
ফেলিয়া মারিল গদা বৃত্রের উপরে ॥৫৮
আকাশে উঠিল গদা পড়িল উপরে।
লীলায় ধরিল বৃত্র দিঞা বাম করে ॥৫৯
সেই গদা ভ্রমাইয়া তুলিল তিনবার*।
ঐরাবত গজে কৈল গদার† প্রহার ॥৬০
গদাঘাতি খাঞা গজ ঘুরিতে লাগিল।
ইন্দ্রসহ শত ধনু রণ ত্যজি গেল ॥৬১
অমৃত অঙ্গুলী ইন্দ্র গজমুখে দিল।
খণ্ডিল অঙ্গের ব্যথা গজ স্থির হৈল ॥৬২
ক্রোধ করি বলে বৃত্র আরে পুরন্দর।
তুমি সে মারিলে মোর ভাই সহোদর ॥৬৩
ব্রহ্মবধ গুরুবধ ভ্রাতৃবধ করি।
আপনে বোলাহ ইন্দ্র দেব অধিকারী ॥৬৪
সুধিব ভাইয়ের ধার বধিব তোমারে।
আজি তোমা বেড়ি খাব শুকনী শৃগালে ॥৬
মোর হাতে জীঞা যাবে‡ হেন মনে লয়।
এইরূপে ইন্দ্রকে ভর্ৎসিল অতিশয় ॥৬৬
তবে বৃত্র পুরন্দরে বাজিল সংগ্রাম।
নাহি হয় যুদ্ধ আর তাহার সমান ॥৬৭
অসুরে অমরে যুদ্ধ বাণ ছুটাছুটি।
মুদ্গর প্রহার শিরে খড়্গে কাটাকাটি ॥৬৮
এ গাছ পাথর কেহো পর্ব্বত ফেলায়।
কেহ কেহ মুখ মেলি খাইবারে ধায় ॥৬৯
বৃত্রে ইন্দ্রে যুদ্ধ তার নাহি সমতুল।
গদার প্রহারে কৈল কোটি কোটি চুর ॥৭০
দেবতা অসুরে যুদ্ধ পরম দারুণ।
নর নাগ তিনলোক কাঁপিল বরুণ ॥৭১
পড়িল অসুরদেব সমর ভিতরে।
তবে বৃত্র ডাক দিঞা বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥৭২
তোর অস্ত্রে ইন্দ্র মুঞি তাজিব শরীর।
অনন্ত চরণে তবে চিত্ত কৈল স্থির ॥৭৩
তবে মোর খণ্ডিবে সকল ভববন্ধ।
নিরবধি করিব ভকত জন সঙ্গ ॥৭৪
হরিদাস তাঁর দাস দাস অনুদাস।
জনমে জনমে হঞা থাকি এই আশ ॥৭৫
যদি মনে করে কৃষ্ণ গুণ সঙরণ।
দুই কর হয় যদি কৃষ্ণপরায়ণ ॥৭৬
যদি মোর বদনে গোবিন্দ গুণ গায়।
যদি নারায়ণ কর্ম্ম করে মোর কায় ॥৭৭
তবে ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ যোগসিদ্ধি।
সার্ব্বভৌম পদ নাহি বাঞ্ছি মহানিধি ॥৭৮
ভকত জনের সঙ্গে বাস যদি হয়।
কর্ম্মবন্ধে জন্ম তবে যথা তথা নয় ॥৭৯
এতেক বচন বলি বৃত্র মহাবলী।
ধাইল ইন্দ্রের আগে দিয়া বাহু তালি* ॥৮০
শূলমুখে জলিছে প্রলয়† হুতাশন।
শূল পাট দেখিয়া কাঁপিল ত্রিভুবন ॥৮১
আকাশে ভ্রমাঞা শূল ফেলিল অসুরে।
ঘুরিয়া পড়িছে শূল ইন্দ্রের উপরে ॥৮২
বজ্রে কাটি ইন্দ্র শূল কৈল খণ্ড খণ্ড।
কাটিল বৃত্রের আর এক ভুজ দণ্ড ॥৮৩
হস্ত কাটা গেল কোপে জলিল অসুর।
মারিল ইন্দ্রের গালে চাপড় নিঠুর ॥৮৪
ইন্দ্রের হাতের বজ্র খসিয়া পড়িল।
হাহাকার তুমুল শবদ উপজিল ॥৮৫
দৈত্যের চাপড়ে ইন্দ্র হইলা মূর্চ্ছিত।
পরাণে না মৈল ইন্দ্র পাইল সম্বিৎ ॥৮৬
তবে দেবরাজ বজ্র তুলিয়া না লয়।
বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে ভর্ৎসিল অতিশয় ॥৮৭
যুদ্ধকালে বীরের বিষাদ নহে ধর্ম্ম।
জয় পরাজয় দেখ ঈশ্বরের কর্ম্ম ॥৮৮
কাষ্ঠের পুতলী নাচে কুহক ইচ্ছায়।
পত্রের হরিণী যেন বাদিয়া নাচায় ॥৮৯
এইরূপে প্রভু যারে যে কর্ম্ম করায়।
প্রভু-নিয়োজিত কর্ম্ম খণ্ডন না যায় ॥৯০
পিঞ্জরের পাখী যেন থাকয়ে বন্ধনে।
সেইরূপ ব্রহ্মা আদি প্রভুর অধীনে ॥৯১

* 'তুলিয়া ভ্রমায় সাতবার'। † 'মুষ্ট হস্তে করিল'।
‡ 'প্রাণ লয়ে'।

* 'শূল হস্তে করি'। † 'প্রচণ্ড'।

মূর্খজন আপনাতে করে অভিমান।
খণ্ডিতে না পারে কেহ* ঈশ্বর নিধান ॥৯১
একজনে আর জন সাজায় শ্রীহরি।
আন জন দিঞা প্রভু আনজন মারি ॥৯২
করয় করায় সেই তুঙ্গয় তুঙ্গায়।
ব্রহ্মা আদি যার কর্ম্মে অন্ত নাহি পায় ॥৯৩
এবোল বুঝিয়া ইন্দ্র ত্যজ বিমরিষ।
মোর সনে যুঝ চিত্তে হইয়া হরিষ ॥৯৪
বৃত্রের বচন শুনি দেব পুরন্দর।
হাসিয়া বৃত্রের তরে দিলেন উত্তর ॥৯৫
ধন্য মহাপুরুষ ভকত মহাভাগ।
শ্রীহরি-চরণে এত বাড়ে অনুরাগ ॥৯৬
বিষ্ণু-মায়া তুমি সে তরিলে মহাশয়।
নহিবে তোমার আর ভব মহাভয় ॥৯৭
তমগুণে জন্মিয়া অসুর দুরাচার।
এত বড় বিষ্ণুভক্তি দেখিনু তোমার ॥৯৮
এবোল বলিয়া ইন্দ্র বজ্র হস্তে করি।
বৃত্র সঙ্গে যুদ্ধ করে দেব মহাবলী ॥৯৯
বাম হাতে পরিঘ তুলিয়া মহাসুর।
মারিল ইন্দ্রের পৃষ্ঠে† প্রহার নিষ্ঠুর‡ ॥১০০
পড়িতেই পরিঘ কাটিল মহাসুর§।
তবে পুন কাটিল বৃত্রের আর কর ॥১০১
দুই হাত কাটা গেল বৃত্র কোপে জলে।
হুহুকার করিয়া পড়িল ভূমিতলে ॥১০২
মুখ খান মেলে দৈত্য আকাশ জুড়িঞা।
ঐরাবত সমে ইন্দ্র ফেলিল গিলিঞা ॥১০৩
হাহাকার শব্দ উঠিল ত্রিভুবনে।
মহাবলী দেবরাজ না মৈল পরাণে ॥১০৪
উদর ভেদিয়া ইন্দ্র বাহির হইল।
বজ্রে মাথা কাটিয়া বৃত্রের প্রাণ নৈল ॥১০৫
পড়িল অসুর জয় হৈল ত্রিভুবনে।
দুন্দুভি বাজন বাজে পুষ্প বরিষণে ॥১০৬
গন্ধর্ব্বে সংগীত গায় অপ্সরা নাচন।
জয় জয় শব্দ পুরিল ত্রিভুবন ॥১০৭
এইরূপে পড়িল অসুর মহাবলী।
মনে দুঃখ পাইল ইন্দ্র ব্রহ্মবধ করি ॥১০৮

কি গতি হইবে মোর কি হয় প্রকার।
কোন মতে ব্রহ্মবধ হব প্রতীকার ॥১০৯
এতেক বচন শুনি সুর মুনিগণে।
আসিঞা ইন্দ্রের সনে কৈল সম্ভাষণে ॥১১০
বিষাদ না কর তুমি ত্যজহ সংশয়।
ব্রহ্মবধ করিয়া তোমার কিবা ভয় ॥১১১
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি ভজহ শ্রীহরি।
গোবিন্দ ভজিলে কত ব্রহ্মবধে তরি ॥১১২
পিতৃমাতৃগুরুবধী গো-ব্রাহ্মণঘাতী।
চণ্ডাল কুক্কুর আদি হীন পাপ জাতি ॥১১৩
এ সবে যাহার নাম করিয়া কীর্ত্তন।
অশেষ পাতক বন্ধ করয়ে খণ্ডন ॥১১৪
অশ্বমেধ করি তুমি ভজ দামোদর।
হরিনাম কীর্ত্তন করহ নিরন্তর ॥১১৫
জগৎ মারিয়া যদি জগৎ সংহারে।
সেই পাপী হরিনামে হেলে পাপ তরে ॥১১৬
মুনির বচন শুনি দেব পুরন্দর।
বুঝিয়া মারিল বৃত্র রণের ভিতর ॥১১৭
মূর্ত্তিমান হঞা ব্রহ্মবধ উপজিল।
ধাঞা ব্রহ্মবধ ইন্দ্রে খাইবারে গেল ॥১১৮
অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল মুনিগণে।
নিরবধি কৈল হরি-গুণ-সংকীর্ত্তনে ॥১১৯
ব্রহ্মবধ ঘুচিল ইন্দ্রের হৈল জয়।
বৃত্রের চরিত্র বধ শুনিলে পাপ ক্ষয় ॥১২০
ধন্য পুণ্য পাপহর হরির কৃপায়।
ভাগবত আচার্য্য কহিল পুণ্যময় ॥১২১

ইতি শ্রীভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

রাগ পাহাড়ী।

তবে রাজা পরীক্ষিত ভাবিয়া বিস্ময়।
পুছিল মুনির পায়ে করিয়া বিনয় ॥১
তামস দুরন্ত বৃত্র পাপ দুরাচার।
কোন পুণ্যে হরি ভক্তি জন্মিল তাহার ॥২
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী রেণু করি গণি।
তার সম চরাচর জীব হেন জানি ॥৩

---

* 'তাহা'। † 'মুণ্ডে'। ‡ 'প্রচুর'।
§ 'পুরন্দর'।

তার মধ্যে পুণ্য কর্ম্ম করে নর জাতি।
তার মধ্যে কেহ কেহ সাধয়ে মুকতি* ॥৪
কোটি কোটি মধ্যে কেহ মুক্তিপদ পায়।
মুক্তি কোটি কোটি মধ্যে বিচারিয়া চায় ॥৫
তবুত তাহার মধ্যে ভকত দুর্লভ।
বৃত্র হঞা কোন পুণ্যে পাইল হেন পদ ॥৬
কহ মহামুনি তুমি ইহার কারণ।
কি রূপে বৃত্রের ভক্তি হৈল উৎপন্ন ॥৭
শুক বলে শুন রাজা কহিব তোমারে।
চিত্রকেতু নামে রাজা আছিল সংসারে ॥৮
শূরসেন দেশে সার্ব্বভৌম নরপতি।
আছিল তাহার দশ সহস্র যুবতী ॥৯
ধন জন সম্পদ সেহেন নারীগণে।
কোথাও অপ্রীতি তার নহে পুরজনে† ॥১০
আছিল অঙ্গিরা মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
দৈবযোগে তার স্থানে কৈল আগমন ॥১১
আতিথ্য বিধানে রাজা পূজিল তাহারে।
কনক আসন দিয়া বসাইল মন্দিরে ॥১২
পূজিল অঙ্গিরা মুনি শুন নরেশ্বরে।
অন্তরে চিন্তিত কেন দেখিয়ে তোমারে ॥১৩
চিত্রকেতু বলে সত্য বলিলে গোসাঞি।
বাহ্য অভ্যন্তর তোমার অগোচর নাঞি ॥১৪
জিজ্ঞাসিলে তবু তুমি চাহি কহিবারে।
অপুত্রের হয় কোন পুণ্যে প্রতীকারে ॥১৫
এই সে কারণে মনে কিছু নাহি লয়।
নহিল সন্ততি মোর কোন গতি হয় ॥১৬
রাজার বচন শুনি মুনি কৃপা কৈল।
যজ্ঞ করি চরুশ্বাসী রাজারে সঁপিল ॥১৭
প্রধান মহিষী তার নাম কৃতদ্যুতী।
যজ্ঞ চরু তাহাকে খাওয়াইল নরপতি ॥১৮
মুনি বলে ইহা হৈতে হৈবে পুত্রবর।
হরিষ বিষাদে তোমার পুরিব অন্তর ॥১৯
এবোল বলিয়া মুনি গেলা নিজ স্থান।
আনন্দে রহিল তবে নৃপতি প্রধান ॥২০
শুভ কালে শুভক্ষণে কুমার জন্মিল।
শুনিঞা রাজার চিত্ত আনন্দ হইল ॥২১
গজদান রথদান পৃথিবী কাঞ্চন।
পুত্রের উৎসবে রাজা দিল মহাধন ॥২২
ঘরে ঘরে পুরে পুরে আনন্দ মঙ্গল।
নৃত্য গীত বাজনে পুরিল ক্ষিতিতল ॥২৩
তবে রাজকুমার বাড়য়ে দিনে দিনে।
পুত্রস্নেহে চিত্রকেতু আন নাহি জানে ॥২৪
পুত্র ছাড়ি তার চিত্ত অন্য নাহি চায়।
অধনের ধন যেন হারাইলে পায় ॥২৫
পুত্রের জননী করি প্রেম অতিশয়।
আর নাহি গণে তার টুটিল হৃদয় ॥২৬
সতীনের সম্পদ দেখিয়া নারীগণে।
শোকে অচেতন হই চিন্তে মনে মনে ॥২৭
এক দিন সবাই মেলিয়া যুক্তি কৈল।
বিষ দিঞা বালকেরে ক্ষীর পিয়াইল ॥২৮
শয়নে শোয়াইল শিশু থুইয়া রাজঘরে।
মায়ে আজ্ঞা দিল ধাই পুত্র আনিবারে ॥২৯
ধাই যায় কোলে করি পুত্রে ডাক দিল।
হাহা শব্দ করি মাতা ভূমিতে পড়িল ॥৩০
করে শির হানিঞা কান্দয়ে উচ্চস্বরে।
এবোল শুনিয়া রাজা উঠিল সত্বরে ॥৩১
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে চিত্রকেতু রাজা।
রাজার কান্দন দেখি কান্দে যত প্রজা ॥৩২
পাত্র মিত্র সভাসদে যত পুরজন।
রাজাকে বেড়িয়া সবে করয়ে ক্রন্দন ॥৩৩
শিরে করাঘাত করে চুল সে উপড়ে।
উঠিয়া উঠিয়া রাজা ভূমিতলে পড়ে ॥৩৪
অযুত-বনিতা কান্দে যত পুরনারী।
কান্দয়ে সকল লোক বালকেরে বেড়ি ॥৩৫
শিরে করাঘাত মারে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত ক্ষণে দেয় ঝাঁপ ॥৩৬
কত কাল আর তার নাহি অবধান।
রাত্রি দিবা নাহি জানে নাহিক গেয়ান ॥৩৭
এই রূপ কান্দে রাজা শোকে অচেতন।
হেন কালে দুই মুনি কৈল আগমন ॥৩৮
বুঝায়ে রাজারে তত্ত্ব উপদেশ করি।
চিত্ত স্থির কর রাজা শোক পরিহরি ॥৩৯
কে তোমার পুত্র হয় তুমি পিতা কার।
পূর্ব্বে আছিলে কোথা এখনে কাহার ॥

* ভকতি।
† কোথাও পীরিতি তার নহে পূর্ব্ব জনে।

স্রোতে বহে তৃণ যেন স্রোতে লঞা জায়।
এইরূপ সর্ব্ব জীব কালেই চালায় ॥৪১
জীব হৈতে জীবের জনম সত্য নয়।
এক জীব হৈতে যেন আর জীব হয় ॥৪২
এক জীব হৈতে আর জীবের জনম।
অজর অমর জীব নিত্য সনাতন ॥৪৩
এক হরি সৃজে সেই করয়ে সংহার।
মিছা জীব বলে পুত্র দার আপনার ॥৪৪
এতেক শুনিঞা রাজা অবধান না হৈল।
তবে জীব গতি তারে মুনি দেখাইল ॥৪৫
যোগবলে পুত্রকে আনিঞা মুনিবর।
অন্তরীক্ষ হঞা জীব রহিল সত্বর ॥৪৬
মরা বালকের তরে কহে যোগেশ্বর।
বাপ মায় কান্দে কেন না দেহ উত্তর ॥৪৭
রাজ্যভোগ কর তুমি বৈস রাজাসনে।
বাপের সন্তোষ কর উঠিয়া আপনে ॥৪৮
এতেক বচন যদি বলিল মুনিবরে।
অন্তরীক্ষ হঞা করিল উত্তরে ॥৪৯
কে তোমার পুত্র পিতা তুমি বা কাহার।
কর্ম্ম ভোগ করে জীব করিয়া সংসার ॥৫০
দৈব যোগে পুত্র মিত্র বন্ধু সঙ্গ হয়।
বিচারিয়া চাহ রাজা কেহো কারো নয় ॥৫১
বিকাইলে সোনা অন্তেতে নঞা জায়।
এইরূপে দেখ জীব ভ্রমিয়ে বেড়ায় ॥৫২
যাবৎ যাহাতে থাকে আপন সম্বন্ধ।
তাবৎ তাহার সনে প্রেম অনুবন্ধ ॥৫৩
নিত্য নিরঞ্জন জীব অজর অমর।
পুত্র মিত্র নাহি তার নাহি ভিন্ন পর ॥৫৪
বালকের বচন শুনিঞা নরপতি।
পুত্রশোক তাজি রাজা হৈল শুদ্ধমতি ॥৫৫
এ বোল শুনিঞা রাজা ত্যজিল ক্রন্দন।
অলপে অলপে কৈল শোক সম্বরণ ॥৫৬
অবধূতবেশধর দীপ্তকলেবর।
তোমা সব দেখি যেন মহাযোগেশ্বর ॥৫৭
মহামুনিগণ সব ভ্রময়ে সংসারে।
জ্ঞান উপদেশ করে জীবের নিস্তারে ॥৫৮
আমি সবে পশুবুদ্ধি মূঢ় অগেয়ান।
জ্ঞানদীপ দিঞা কর জীব পরিত্রাণ ॥৫৯
রাজার বচন শুনি দুই মুনীশ্বর।
আপনার পরিচয় দিলেন উত্তর ॥৬০
আমি সে অঙ্গিরা মুনি ব্রহ্মার কুমার।
পূরবে আসিয়া পুত্র সাধিল তোমার ॥৬১
ইহাকে নারদ বুলি মুনির প্রধান।
ইহা হৈতে রাজা তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥৬২
তুমি হেন রাজা হঞা পুত্রশোকে মজ।
ভক্তিপথ ছাড়িঞা সংসারধর্ম্ম ভজ ॥৬৩
পরম বৈষ্ণব তুমি পূরবে আছিলে।
এ দেহ ধরিয়া তুমি ভক্তি পাসরিলে ॥৬৪
ভক্তি উপদেশ দিতে হৈনু উপসন্ন।
বিকল দেখিল তোমা পুত্রের কারণ ॥৬৫
সে কারণে তখনে না কৈল উপদেশ।
এখন কহিব রাজা শুনহ বিশেষ ॥৬৬
পুত্র হৈতে দেখ রাজা শোকমাত্র সার।
মিছা ধনজন রাজ্য মিছা সুতদার ॥৬৭
পুত্র হৈতে সবে শোক বুঝ অনুমানে।
তত্ত্ব উপদেশ লহ নারদের স্থানে ॥৬৮
অঙ্গিরার বচন শুনিঞা নরপতি।
নারদ চরণযুগে করিল প্রণতি ॥৬৯
মন্ত্র উপদেশ তারে করিল নারদ।
অনন্ত প্রসন্ন হৈবে যাহার প্রসাদ ॥৭০
শিব আদি যার পদ করিয়া সেবন।
শিব পদ পাইল ভ্রম করিয়া খণ্ডন ॥৭১
হেন অনন্তের মন্ত্র কৈল উপদেশ।
তবে ভক্তিপথে রাজা কৈল পরবেশ ॥৭২
আপনার তত্ত্ব রাজা বুঝিয়া আপনে।
রাজ্যপদ ত্যজি গেল পুণ্য মধুবনে ॥৭৩
যমুনার জলে স্নান ত্রিকাল করিয়া।
অনন্তচরণ পূজে এক চিত্ত হঞা ॥৭৪
যে মন্ত্র নারদ মুনি উপদেশ দিল।
একান্ত ভকতি করি সে মন্ত্র জপিল ॥৭৫
সাত দিনে মন্ত্র সিদ্ধি হৈল নরেশ্বরে।
গন্ধর্ব্বের অধিপতিপদ দিল তাঁরে ॥৭৬
অনন্ত ধরণিধর ভকতবৎসল।
দরশন দিল অতি দীপ্ত কলেবর ॥৭৭
প্রসন্নবদন প্রভু অরুণ লোচন।
মুকুট কুণ্ডল চারু এ নীল বসন।

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র সিদ্ধগণে স্তুতি করে।
নিজ প্রভু চিত্রকেতু দেখিল গোচরে ॥৭৯
বলরাম দরশনে খণ্ডিল দুরিত।
বাড়িল আনন্দ ভাব নির্ম্মল চিত্ত ॥৮০
নয়নে আনন্দ জল পুলকিত অঙ্গ।
প্রেমে গদ গদ বাণী হৈল স্বরভঙ্গ ॥৮১
তবে রাজা ক্ষণ চিত্ত কৈল সমাধান।
দিব্য স্তুতি করিয়া তুষিল বলরাম ॥৮২
তুষ্ট হঞা প্রভু বলে শুন নরেশ্বর।
পূরবে আছিলে তুমি আমার কিঙ্কর ॥৮৩
নারদ কৃপায়ে হৈলে এখন উদ্ধার।
এইরূপ জান তুমি অনিত্য সংসার ॥৮৪
আমার বচন তুমি ধরহ যতনে।
দেহ গেহ পুত্র দার ত্যজ একমনে ॥৮৫
ভকতি করিয়া ভজ চরণ আমার।
যথা তথা রহ তুমি সুখে হবে পার ॥৮৬
এতেক বচন বলি প্রভু নারায়ণ।
অন্তরীক্ষ হঞা প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধান ॥৮৭
চিত্রকেতু রাজা হৈল বিদ্যাধরপতি।
দিব্যরথে আকাশে বিহরে নিরবধি ॥৮৮
গগন মণ্ডল ভ্রমে রথের উপরে।
আনন্দে বিহরে রাজা কোটি যে বৎসরে ॥৮৯
সিদ্ধসাধ্যবিদ্যাধর করয়ে স্তবন।
কোটি কোটি বিদ্যাধর করয়ে সেবন ॥৯০
দিব্য রথে চড়িয়া ভ্রময়ে নিরন্তর।
নিরবধি হরিগুণ গায় বিদ্যাধর ॥৯১
একদিন ভ্রমে রাজা আকাশ মণ্ডলে।
কৈলাস পর্ব্বত তটে দেখিল শঙ্করে ॥৯২
চৌদিকে বেষ্টিত সিদ্ধ মুনি শিষ্যগণে।
তবে যোগে মহাদেব আপনে বাখানে ॥৯৩
দেবী দিগম্বরী কোলে হর দিগম্বর ॥
তত্ত্ব কথা কহে শিব সবার গোচর ॥৯৪
চিত্রকেতু রাজা দেখি হাসে মনে মনে।
হেন অদ্ভুত নাহি দেখি ত্রিভুবনে ॥৯৫
সকল লোকের পিতা গুরু মহেশ্বর।
পরম তপস্বী বেশ শিরে জটাভার ॥৯৬
স্ত্রীকে কোলে করি রহে সভার ভিতরে।
মত্ত উন্মত্ত সেহ এই কর্ম্ম করে ॥৯৭
আপনে শঙ্কর হঞা করে হেন কাজ।
জগৎ ভরিয়া হৈল এত বড় লাজ ॥৯৮
আপনে ঈশ্বর হঞা হেন কর্ম্ম করে।
আনে যে করিব মন্দ কি বলিব তারে ॥৯৯
এতেক বচন শুনি পর্ব্বত-দুহিতা।
ক্রোধ করি বলে দেবী ত্রিভুবন-মাতা ॥১০০
হরে দুষ্ট কর্ম্ম করে এই সব জানে।
ব্রহ্মা হঞা না জানিল যত মুনিগণে ॥১০১
এই জানে শঙ্কর নির্লজ্জ দুরাচার।
এই সে দেখিল হর দুষ্ট ব্যবহার ॥১০২
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যার চরণ ধেয়ায়।
সুর সিদ্ধগণে যার অন্ত নাহি পায় ॥১০৩
এই জানে শিবকর্ম্মা করে বিপরীত।
আজি সে ইহার দণ্ড করিব উচিত ॥১০৪
ভকত জনের কভু নহে অহঙ্কার।
ভক্তিপথে ইহার নাহিক অধিকার ॥১০৫
এই পাপে অসুর জনম যেন পায়।
এ হেন কুচ্ছিত বুদ্ধি কভু যেন নয় ॥১০৬
এবোল শুনিঞা চিত্রকেতু বিদ্যাধরে।
দুই হাত পাতি শাপ লইল আদরে ॥১০৭
ভূমিতে পড়িয়া রাজা হৈল নমস্কার।
এইত উচিত দণ্ড করিলে আমার ॥১০৮
অজ্ঞান মোহিত জন্ত ভ্রময়ে সংসারে ॥
সুখ দুখ পাপ পুণ্য ভুঞ্জে চিরকাল ॥১০৯
শাপবিমোচন দেবী না কর আমার।
এক নিবেদন করি চরণে তোমার ॥১১০
এই সে কারণে দেবী চরণ ভজিনু।
তুমি হেন জনে মুঞি অপরাধ কৈনু ॥১১১
সেই দোষ খানি মোর ক্ষমহ পার্ব্বতী।
তবে যেন নহে মোর শাপে অধোগতি ॥১১২
আজ্ঞা পাঞা চিত্রকেতু চলিল বিমানে।
হর কথা কহে তবে দেবী বিদ্যমানে ॥১১৩
দেখ দেবি ভকত মহিমা পরকাশ।
ভকত জনের নাহি সুখভোগ আশ ॥১১৪
অপবর্গ নরকে সমান বুদ্ধি যার।
তোর মোর দেহ গেহ নহে অহঙ্কার ॥১১৫
প্রসাদ নিগ্রহে তার নাহি বস্তু জ্ঞান।
ভকত জনের চিত্তে সকল সমান ॥১১৬

আমি হয় বিরিঞ্চি সনক আদি করি।
যাহার মহিমা কেহ বুঝিতে না পারি ॥১১৭
শত্রু মিত্র নাহি তার নাহি ভিন্ন মর্ম্ম।
আমি সব জানিতে না পারি যার ধর্ম্ম ॥১১৮
সে প্রভুর ভকত অনন্ত গুণধরে।
শুনিলে সাক্ষাৎ যে কহিল বিদ্যাধরে ॥১১৯
শিবের বচন শুনি দেবী মহামায়া ॥
চিন্তিয়া রহিলা মনে বিস্ময় ভাবিয়া ॥১২০
সেই চিত্রকেতু রাজা বৃত্র রূপ ধরে।
মারিল সমরে তারে দেব পুরন্দরে ॥১২১
কহিল তোমারে রাজা এ পুণ্য চরিত্র ॥
ভকত জনের কথা পরম পবিত্র ॥১২২
ধন্য পুণ্য পাপহর পরম পাবন।
শুনিলে দুর্গতি হরে দুরিত খণ্ডন ॥১২৩
ভক্তিরসগুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্যের মধুরসগান ॥১২৪

ইতি শ্রীভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥
ষষ্ঠস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

অথ সপ্তম স্কন্ধ লিখ্যতে।

দেবসৃষ্টি ঋষিসৃষ্টি যত রূপ হৈল।
একে একে শুক মুনি সকল কহিল ॥১
দিতিগর্ভে হৈল যত দৈত্য ঘোরতর।
হিরণ্যকশিপু রাজা দৈত্যের ঈশ্বর ॥২
জম্ভ নামে ছিল দৈত্য তাহার কুমারী।
কয়াধু তাহার নাম পরম সুন্দরী ॥৩
হিরণ্যকশিপু তারে কৈল পরিণয়।
তাহার উদরে হইলা চারি তনয় ॥৪
কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ তার ভকত প্রধান।
প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন বলবান ॥৫
তার পুত্র বলি রাজা বলিপুত্র বাণ।
শতেক ভায়ের মাঝে আছেন প্রধান ॥৬
এই রূপে কহিল সকল সৃষ্টিকথা।
যে রূপে অসুরের সৃষ্টি হৈল যথা তথা ॥৭
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুন মুনীশ্বর।
জগতে কৃষ্ণের কেহ নাহি নিজ পর ॥৮
তবে কেন বৈরীভাব করে নারায়ণে।
অসুর বিনাশে প্রভু দেবের কারণে ॥৯
সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু হৃষীকেশ।
কি কারণে অসুর দানবে করে দ্বেষ ॥১০
কহ গুরু মুনীশ্বর ইহার কারণ।
চিত্তের সংশয় মোর কর নিবারণ ॥১১
রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি।
সাধু সাধু বাদ করি রাজাকে বাখানি ॥১২
প্রণাম করিয়া মুনি গোবিন্দ চরণে।
কৃষ্ণলীলা কথা কহে হরষিত মনে ॥১৩
পুরুষ প্রকৃতিপর এক ভগবান।
সব ঠাঞি বৈসে প্রভু সর্ব্বত্র সমান ॥১৪
অসুর দানব সৃষ্টি হয় তমোগণে।
সত্ত্ব গুণে সৃষ্টিপালে যত দেবগুণে ॥১৫
অসুর দানবে করে জগৎ বিনাশ।
সে কারণে অসুর হরয়ে শ্রীনিবাস ॥১৬
দেব রক্ষা করি করে সৃষ্টির পালন।
অসুর সংহরে প্রভু এই সে কারণ ॥১৭
আর কথা কহি রাজা শুন সাবধানে।
নারদে কহিল যুধিষ্ঠির বিদ্যমানে ॥১৮
আছিল তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মের নন্দন তেঁহো নৃপতি সুধীর ॥১৯
রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভিল নরেশ্বর।
জিনিঞা পৃথিবী রাজা আনিল সকল ॥২০
দেব ঋষি নরঋষি রাজঋষিগণ।
আপনে শঙ্কর ব্রহ্মা ব্রহ্মার নন্দন ॥২১
সবাই কৌতুকে আইলা যজ্ঞ দেখিবারে।
আনের আস্থক কাজ কৃষ্ণ নিরন্তরে ॥২২
এক দিন বিস্ময় ভাবিল নরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল নারদেরে সভার ভিতর ॥২৩
শুন শুন অদ্ভুত মুনি যোগেশ্বর।
ভূত ভব্য বর্ত্তমান তোমার গোচর ॥২৪
জিজ্ঞাসিব যোগেশ্বর তোমার চরণে।
শুনিব তোমার মুখে-সব মুনিগণে ॥২৫
এক অদ্ভুত আমি সাক্ষাৎ দেখিল।
শিশুপাল হইয়া কৃষ্ণে পরবেশ কৈল ॥২৬
পাইতে দুর্লভ যাহা একান্ত ভকতি।
শিশুপাল হইয়া লভিল হেন গতি ॥২৭

জনম অবধি বেটা কৃষ্ণে করে দ্বেষ।
[illegible] করে কৃষ্ণের চরণে প্রবেশ ॥২৮
[illegible] নামে এক রাজা দুরন্ত আছিল।
কৃষ্ণনিন্দা করিয়া সে নরকে পড়িল ॥২৯
জনম অবধি বেটা নিন্দে নারায়ণে।
জিহ্বায় নহিল তার কুষ্ঠ কি কারণে ॥৩০
সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম এই ভগবান্।
চরণে প্রবেশ বেটা কৈল বিদ্যমান ॥৩১
এ বড় আমার চিত্তে ভ্রম নিরন্তরে।
প্রদীপের শিখা যেন পাবকে সঞ্চারে ॥৩২
কহিতে কারণ তার মুনি মহাশয়।
তোমার বচনে মোর খণ্ডিবে সংশয় ॥৩৩
রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর।
হাসিয়া রাজায় তবে দিলেন উত্তর ॥৩৪
অবিচারমূঢ় লোক তত্ত্ব নাহি জানে।
স্তুতি নিন্দা পুরস্কার দেহ অভিমানে ॥৩৫
মুক্তি মোর বলিয়া শরীরে অহঙ্কার।
দেহ ধর্ম্ম* মানে জীব বধ আপনার ॥৩৬
শরীর করিয়া তার নাই অভিমান।
স্তুতি নিন্দা হিংসা তার সকল সমান ॥৩৭
অখিল জীবের জীব প্রভু যদুরায়।
দণ্ড করি দুষ্ট জনে দুরিত খণ্ডায় ॥৩৮
অরিভাব করে যেবা ভয়ে ভক্তি ধরে।
কাম লোভ কিবা তার শরীরে সঞ্চারে ॥৩৯
সকলে ভক্তগণ যেন তেন প্রকারে।
ভিন্ন পর জ্ঞান কভু কাহাকে না করে ॥৪০
বৈরি অনুবন্ধ যেন হয়ে কৃষ্ণময়।
হেন জন ভক্তিযোগে তেন গতি হয় ॥৪১
কুমারীর পোকা যেন আনে কীট ধরি।
কুড়ির ভিতরে তাকে রাখে বন্দী করি ॥৪২
ক্রোধভরে নিরন্তর তাহাকে খোঁড়রে।
নিজ রূপ ছাড়িয়া তাহার রূপ ধরে ॥৪৩
বৈরি ভাবে নিরন্তর যদি চিন্তে হরি।
কৃষ্ণ গতি পায়ে লোক কৃষ্ণ ক্রোধ করি ॥৪৪
কামক্রোধ ভয়ে প্রেমে গোবিন্দ ধরিয়া
দেখিল অনেক গেল সংসার তরিয়া ॥৪৫

প্রেমে গোপী ভয়ে কংস বৈরী শিশুপাল।
সম্বন্ধ করিয়া যদুবংশের নিস্তার ॥৪৬
তুমি সব প্রেম করি ভেজ শ্রীহরি।
তার মাঝে বেণ রাজা গণন না করি ॥৪৭
যেন তেন প্রকারে কৃষ্ণে ধরি মন।
সেই ক্ষণে ছোটে তার সংসারবন্ধন ॥৪৮
শিশুপাল দন্তবক্র দুই ভাই তোমার।
বিষ্ণু পারিষদ নর বংশে অবতার ॥৪৯
জয় বিজয় দুই বৈকুণ্ঠে দুয়ারি।
বিপ্রশাপে আছিল অসুর দেহ ধরি ॥৫০
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভাবিয়া বিস্ময়।
তার বাব জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥৫১
সকল বৈকুণ্ঠবাসী লীলা কলেবর।
আনন্দ মুরতি ধরে ভকত প্রবর ॥৫২
তা সভাবে বিপ্রশাপে কি করিতে পারে।
বল মুনি এ বড় বিস্ময় হৈল মোরে ॥৫৩
এ বোল শুনিয়া তবে ব্রহ্মার নন্দন।
কহিল রাজার তরে সব বিবরণ ॥৫৪
ব্রহ্মার কুমার চারি সনকাদি করি।
এক দিনে গেলা তারা বৈকুণ্ঠনগরী ॥৫৫
পঞ্চ বরিষের তারা শিশু দিগম্বর।
প্রবেশ করিল তার বৈকুণ্ঠ ভিতর ॥৫৬
দুয়ার নিষেধ করি রাখিল দুয়ারি।
মুনিগণ শাপিল তাহা ক্রোধ করি ॥৫৭
হেন দুষ্ট এথাতে থাকিলে না ক্ষমাযে।
অধোগতি অসুর জনম যেন পায়ে ॥৫৮
তিন জন্ম ধরিব অসুর কলেবর।
তবে শুদ্ধ হব সেই পারিষদ পর ॥৫৯
এই দুই পারিষদ প্রথম জনমে।
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নামে ॥৬০
দ্বিতীয় জন্মেতে হয় পুরুষ পুরাণ।
ধরিল রাবণ আর কুম্ভকর্ণ নাম ॥৬১
[illegible] শিশুপাল।
[illegible] দন্তবক্র নাম তার ॥৬২
আপনে করিয়া নরসিংহ অবতার।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য করিল সংহার ॥৬৩
বরাহশরীর ধরি প্রভু গদাধর।
হিরণ্যাক্ষ বধ কৈল জলের ভিতর ॥৬৪

* 'বধে'।

রামরূপে কুম্ভকর্ণে বধিলা রাবণে।
শিশুপাল দন্তবক্র মারিল এখনে ॥৬৫
মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদ আছিল।
যাহার নির্ম্মল যশ জগৎ পূরিল ॥৬৬
হিরণ্যকশিপু রাজা বহু পরকারে।
মারিতে উপায় কৈল প্রহ্লাদ কুমারে।৬৭
শান্ত দান্ত সর্ব্বভূতহিত দয়াপর।
হৃদয়ে বৈসেন যার প্রভু গদাধর ॥৬৮
সকল উপায় ব্যর্থ হৈল একে একে।
পুত্রেরে মারিতে সে নারিল কোন পাকে ॥
এবোল শুনিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
পুছিল মুনিকে তবে বিনয় সুধীর ॥৭০
বাপ হৈয়া পুত্রে কেন মারিতে ইচ্ছিল।
কোন পুণ্যে প্রহ্লাদের ভকতি জন্মিল ॥৭১
রাজার বচন শুনি কহে যোগেশ্বর।
সাবধানে শুন রাজা হৈয়া তৎপর ॥৭২
হিরণ্যাক্ষ বধ যদি কৈল গদাধরে।
হিরণ্যকশিপু তবে জানিল অন্তরে ॥৭৩
আকাশে তুলিয়া হাত ফিরায়ে ত্রিশূল।
দশনে দশনে পিষি বলয়ে নিষ্ঠুর ॥৭৪
ভ্রূকুটি কুটিল মুখ উজ্জ্বল নয়নে।
উচ্চস্বরে বলে রাজা শুনে মন্ত্রিগণে ॥৭৫
আরেরে হয়গ্রীব ত্রিশিরা সম্বর।
শতবাহু ত্রিনয়ন নমুচি ঈশ্বর ॥৭৬
আমার বচন তোরা শুন সাবধানে।
আজ্ঞা লৈয়া শেষে কর্ম্ম করিবে যতনে ॥৭৭
অল্পজাতি দেবগণ কপট প্রখর।
কপটে মারিল মোর ভাই সহোদর ॥৭৮
কপট চতুর কৃষ্ণ নানা মায়া জানে।
গোপনে সবার চিত্তে থাকে সাবধানে ॥৭৯
কপটে ধরিয়া হরি বরাহ মূরতি।
মারিল আমার ভাই অতুল শকতি ॥৮০
হৃদয় বিন্ধিব তার [illegible]
ভায়ের তর্পণ তবে ক[illegible]
সকল দেবের মূল দুষ্ট নারায়ণ।
তাহাকে মারিলে মরে সব দেবগণ ॥৮২
সকল উপায় কৃষ্ণ করিব নিধন।
কাটিব গাছেরে কিবা ডালে প্রয়োজন ॥৮৩

ধরণি-মণ্ডলে তোরা শীঘ্রগতি চল।
তপ যজ্ঞ দানব্রত গোব্রাহ্মণ মার ॥৮৪
যে যে দেশে গোব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম আচার।
সে সে দেশ লুটিয়া পুড়িহ বার বার ॥৮৫
ধর্ম্মমূল কৃষ্ণ দেব-দ্বিজ-পরায়ণ।
এসব মারিলে যেন মরে নারায়ণ ॥৮৬
রাজার বচন শিরে ধরে দৈত্যগণে।
আসিয়া পৃথিবীতল কৈল পর্য্যটনে ॥৮৭
গোব্রাহ্মণ মারিল ভাঙ্গিল পুরগ্রাম।
কাটিয়া প্রাচীর পুরী কৈল খান খান ॥৮৮
কাটিল ফলিত বৃক্ষ পুড়িল নগর।
লুটিয়া পুটিয়া লোক নাশিল সকল ॥৮৯
স্বর্গ মর্ত্ত্য পুড়িয়া লুটিয়া ছন্ন কৈল।
দান ব্রত তপ যজ্ঞ সকল নাশিল ॥৯০
দেবগণ নর রূপ ধরিয়া গোপতে।
পৃথিবী ভ্রময় তারা হঞা অলক্ষিতে ॥৯১
হিরণ্যকশিপু রাজা চিন্তে মনে মনে।
পরলোক কর্ম্ম তার করিল বিধানে ॥৯২
বন্ধুগণাবৃত মাতা শোকে বেয়াকুলি।
তা সবা প্রবোধিল রাজা তত্ত্ব মন ধরি ॥৯৩
না করিহ শোক মাতা শুন বন্ধুগণ।
পুত্রদার সংযোগ জানিহ অকারণ ॥৯৪
জলচ্ছত্রে লোক যেন মিলে এক ঠাঞি।
কোন দিগে কেবা চলে উদ্দেশ না পাই ॥৯৫
এইরূপ সুতদার জানিহ সংযোগ।
না জানিঞা অকারণে করে দুঃখ শোক ॥৯৬
নিত্য নিরঞ্জন জীব শুদ্ধ সত্ত্বময়।
মায়ায় শরীর ধরে মায়ায় তেজয় ॥৯৭
তরুগণ কাঁপে যেন জলের কম্পনে।
পৃথিবী কম্পয়ে যেন আঁখির ভ্রমণে ॥৯৮
এইরূপ মায়ায় চঞ্চল মন যাব।
মনের ভরমে দেখ জীবের সংসার ॥৯৯
সংযোগ বিয়োগ শোক জনম বিনাশ।
এ সব জানিহ মাতা কর্ম্মের বিলাস ॥১০০
করিয়া বিবিধ কর্ম্ম বিবিধ প্রকারে।
সুখ দুঃখ শোক মোহ পায় নিরন্তরে ॥১০১
কহিব তোমারে মাতা পূরব কথন।
যম রাজাকে কহিল প্রবোধ বচন ॥১০২

আছিল সুযজ্ঞ নামে রাজা উশীনরে।
রিপুগণে সে রাজারে মারিল সমরে ॥১০৩
আছিল যতেক তাঁর পাত্র মিত্রগণ।
রাজারে বেড়িয়া তারা কররে রোদন ॥১০৪
নারীগণে নানা রূপে কররে বিলাপ।
শিরে কর হানিঞা কররে কুচঘাত ॥১০৫
বিবিধ বিলাপ করে করুণা রোদনে।
রাজার শরীর ধরি রাখিল যতনে ॥১০৬
পোড়াইতে না দিল রাজার কলেবর।
রাত্রি পরবেশ অস্ত গেল দিনকর ॥১০৭
আপনে বালক হঞা যম ধর্ম্মরাজ।
আসিয়া রহিল সেই নারীর সমাজ ॥১০৮
তুমি সব আমা হৈতে বয়েসে আগল।
তোমা সব চাহি আমি বুদ্ধি কত বড় ॥১০৯
দেখিয়া শুনিঞা শোক কর অকারণ।
যথা হৈতে আইসে তার তথাই গমন ॥১১০
জননী জনক আমার মৈল বিগুমানে।
তাহাতে আমার শোক নাহি অকারণে ॥১১১
বাঘে নাহি খায় আমা হস্তিতে না মারে।
সেই রাখে যে দেখিল গর্ত্তের ভিতরে ॥১১২
জগৎ সৃজয়ে প্রভু পালয়ে সংহরে।
আপন ইচ্ছায় তার যখন যে করে ॥১১৩
প্রভু যে করিব তাহাকে করিবে আন।
এ বোল বুঝিয়া চিত্তে কর সমাধান ॥১১৪
দৈবে যাহা রাখে তাহা পথে না হারায়।
দৈব না রাখিলে বস্তু ঘরে নাশ যায় ॥১১৫
অনাথ বালক কেহ যদি বৈসে বনে।
সেই বনে জীয়ে যদি রাখে নারায়ণে ॥১১৬
বন্ধুজনে রাখে যারে ঘরের ভিতরে।
প্রভু যারে না রাখিবে সেহো মরে ঘরে ॥১১৭
কর্ম্মফলে একৈ হৈতে একের জনম।
দৈব যোগে এক হৈতে একের মরণ ॥১১৮
শরীরে শরীর সৃজে শরীরে মারয়।
জীবের তাহাতে কিছু নাহি অপচয় ॥১১৯
কাষ্ঠ হৈতে ভিন্ন যেন দেখি যে অনল।
এইরূপ ভিন্ন জীব ভিন্ন কলেবর ॥১২০
সুযজ্ঞ না শুনে কিছু না করে উত্তর।
ভূমিতে পড়িয়া আছে মরা কলেবর ॥১২১
কাহার কারণে শোক কর এত বড়।
স্বপন সদৃশ দেখ অসত্য সকল ॥১২২
আর এক কথা কহি স্থির কর চিত্ত।
অরণ্যে দেখিল এক ব্যাধ আচম্বিত ॥১২৩
বিপিনে পাতিয়া জাল নানা পাখি মারে।
দেখিল কুলিঙ্গ দুই হেন অবসরে ॥১২৪
আস্তে ব্যস্তে পাতিল বিষম জাল দড়ি।
কুলিঙ্গ পড়িল তাহে লোভে বেয়াকুলি ॥১২৫
তা দেখিয়া কুলিঙ্গ আকুল চিত্ত হই।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে দুঃখশোক পাই ॥১২৬
কে নিল ঘরণী মোর সতী পতিব্রতা।
কার সনে বঞ্চিব কহিব কারে কথা ॥১২৭
কি মোর শরীর আর কি মোর জীবনে।
হেন নারী মরে যার জীয়ে অকারণে ॥১২৮
বাসাতে রহিল মোর শিশু পক্ষিগণ।
কেমনে করিব তার পোষণ পালন ॥১২৯
মায়েব বিলম্ব দেখি চাহে এক দিঠে।
দুর্গত বালক তার পাখা নাহি উঠে ॥১৩০
এইরূপে কান্দে পক্ষ নানা পরকারে।
দুষ্ট ব্যাধ মারিল বিবিধ অনুসারে ॥১৩১
এইরূপ সকল অনিত্য করি জান।
বুঝিয়া বিচার কর চিত্তে অনুমান ॥১৩২
এতেক বচন বলি যম অধিকারী।
অন্তরীক্ষ হঞা তেঁহো গেলা নিজপুরী ॥১৩৩
মন্ত্রিগণে নারীগণে করিয়া বিচার।
রাজার শরীর লঞা করিল সৎকার ॥১৩৪
জীব কার শত্রু মিত্র নহে ভিন্ন পর।
সর্ব্বত্র সমান জীব অজর অমর ॥১৩৫
শুনহে জননি সুত শুন বন্ধুগণ।
তবে চিত্ত ধরি শোক কর নিবারণ ॥১৩৬
পুত্রের বচন শুনি দৈত্যমাতা দিতি।
শোক পরিহরি কৈল তত্ত্ব অবগতি ॥১৩৭
হিরণ্যকশিপু কৈল চিত্তে অনুমান।
অজর অমর হৈব মহাবলবান্ ॥১৩৮
জগতে দুর্জ্জয় হয় ত্রিভুবন রাজা।
আমা বিনে জগতে নহিব কার পূজা ॥১৩৯
সংকল্প করিয়া তবে মহা দৈত্যেশ্বরে।
তপ করিবারে গেলা বনের ভিতরে ॥১৪০

মন্দার পর্ব্বত গুহা পরবেশ করি।
নিরাহার নিরালম্ব উর্দ্ধবাহু করি ॥১৪১
বামপদ অঙ্গুলী পরশি ক্ষিতিতল।
উর্দ্ধনয়নে তপ করে নিরন্তর ॥১৪২
হিরণ্যকশিপু তপ করে এই মনে।
ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটিয়া উঠিল হুতাশনে ॥১৪৩
তিনলোক দহে যেন প্রলয় অনল।
নদ নদী তরু গিরি ক্ষুভিত সাগর ॥১৪৪
সপ্তদ্বীপ সহিতে কাঁপিল ভূমিতল।
খসিয়া পড়িল সব নক্ষত্র মণ্ডল ॥১৪৫
দশ দিগ্ কাঁপিল কাঁপিল ত্রিভুবন।
ভয়ে দেব লইল গিয়া ব্রহ্মার শরণ ॥১৪৬
নিবেদিল দেবগণ ব্রহ্মার চরণে।
ত্রৈলোক্য দহিল দৈত্য তপ হুতাশনে ॥১৪৭
যাবৎ সকল লোক নাশ নাহি জায়।
তাবৎ রাখিতে লোক করহ উপায় ॥১৪৮
কহিল সংকল্পে তার চরণে তোমার।
তবু আমি সব করি চরণে গোচর ॥১৪৯
বিচার করিয়া পাছে বুঝিবা সকল।
তপ অনুভাবে ব্রহ্মা জগৎ সৃজিল ॥১৫০
সবার উপরে সত্যলোকে বাস কৈল।
আপনে ঈশ্বর হঞা করে ঠাকুরাল ॥১৫১
চৌদ্দ ভুবনে যার এক অধিকার।
তিনলোক অগোচর নাহিক তোমার ॥১৫২
অনেক কাল ধরি তপ করিব নিশ্চয়।
যতকালে ব্রহ্মপদ মোর সিদ্ধ হয় ॥১৫৩
অন্যে আন করিব স্থাপিব অন্য ধর্ম্ম।
প্রলয় কালেও যেন নহে আজ্ঞাভঙ্গ ॥১৫৪
হেন শুন এই তার সঙ্কল্প নিশ্চয়।
আপনে বুঝিয়া কর কি যুগতি হয় ॥১৫৫
দেবের বচন শুনি কমল-আসন।
আশ্বাসিয়া পাঠাইল সব সুরগণ ॥১৫৬
আপনে চলিয়া ব্রহ্মা গেলা সেই বনে।
যথা তপ করে দৈত্য যে তীর্থ আশ্রমে ॥১৫৭
বল্মীক পীপড়ে তার খাইল কলেবর।
তাহার উপরে হৈল বল্মীক টীকর ॥১৫৮
ঘাস বাঁস তাহার উপরে মহাঝাড়।
মাংস শোণিত নাহি সবে আছে হাড় ॥১৫৯
অদ্ভুত দেখিয়া ব্রহ্মা হংস সে বাহনে।
বিস্ময় ভাবিয়া ব্রহ্মা বলিল বচনে ॥১৬০
উঠ উঠ আরে বাপ হৈল তপ সিদ্ধি।
বর মাগ বর দিব শুন মহাবুদ্ধি ॥১৬১
হেন অদ্ভুত নাহি দেখি কোন কালে।
বাল্মীক পীপড়ে তোর ভক্ষিল শরীরে ॥১৬২
হাড়ের ভিতরে প্রাণ রহিল প্রবেশী।
হেন তপ করে কেবা আছয়ে তপস্বী ॥১৬৩
শতেক বৎসর তুমি আছ নিরাহারে।
হেন তপ করে কেবা শকতি কাহারে ॥১৬৪
তুষ্ট হৈনু বর মাগ দিতির নন্দন।
যত বর মাগ দিব আমি এইক্ষণ ॥১৬৫
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা কমণ্ডলু জলে।
অভিষেক কৈল হৈল দিব্য কলেবরে ॥১৬৬
তপ্ত কাঞ্চন জিনি ব্যক্ত যে আনন।
পরম সুদীপ্ত রূপ করে ঝলমল ॥১৬৭
সম্মুখে দেখিল ব্রহ্মা হংসের উপরে।
দণ্ডবৎ হঞা দৈত্য পড়িল সত্বরে ॥১৬৮
নানাস্তুতি কৈল দৈত্য কর জোড়ে শিরে।
নয়নে আনন্দ জল পুলক শরীরে ॥১৬৯
বর মাগে দৈত্যরাজ গদগদ বাণী।
মোর বর কহি প্রভু শুন পদ্মযোনি ॥১৭০
তোমার সৃজিত আছে যত চরাচর।
তাহা হৈতে কর মোরে অজর অমর ॥১৭১
দিবস রজনীকালে অন্তর বাহিরে।
অস্ত্র শস্ত্রে না মরিব না ভূমি অম্বরে ॥১৭২
নর মৃগ সুরাসুর উরগ কিন্নর।
মোর মৃত্যু নহে যেন ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥১৭৩
ত্রিভুবন রাজা করি করহ স্থাপন।
মোর সম যুদ্ধে যেন নহে কোন জন ॥১৭৪
দৈত্যের বচন শুনি ব্রহ্মা সুরেশ্বর।
তুষ্ট হঞা দিল জত সে মাগিল বর ॥১৭৫
মাগিল দুর্ল্লভবর দিতির নন্দন।
তবু বর দিল আমি সন্তোষ কারণ ॥১৭৬
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা হংস পৃষ্ঠে চড়ি।
অন্তরীক্ষ হঞা তবে গেলা নিজপুরী ॥১৭৭
বর পাঞা দৈত্যরাজ বলে কোন বাণী।
সেনাপতি সব আনি ত্রিভুবন জিনি ॥১৭৮

সুরাসুর নরপতি গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সিদ্ধ চারণ যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর ॥১৭৯
সকল জিনিয়া বশ কৈল ত্রিভুবন।
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র জিনি জিনিল পবন ॥১৮০
কুবের বরুণ যম জিনি লোকপাল।
ত্রিভুবনে স্থাপিল আপন অধিকার ॥১৮১
বিশ্বকর্ম্মা আনিঞা নির্ম্মাইল দিব্যপুরী।
ত্রৈলোক্য সম্পদ ভোগ করে মহাবলী ॥১৮২
বিদ্রুম সোপান ঘর মরকত স্থলে।
স্ফটিকনির্ম্মিত স্তম্ভ স্বর্ণ সমস্থলে ॥১৮৩
বিচিত্র বিতান পদ্মরাগ-সিংহাসন।
পয়ঃফেন সম শয্যা মুকুতা তোরণ ॥১৮৪
বহুমূল্য বস্ত্রপুরী হেন পরিচ্ছেদ।
একত্র করিল ত্রিভুবনের সম্পদ ॥১৮৫
বণিত নূপুর পায়ে সুরবধূগণে।
ললিত লাবণ্য রূপ রতন ভূষণে ॥১৮৬
হিরণ্যকশিপু রাজা ত্রিভুবন জিনি।
আসনে বসিল যেন দীপ্ত দিনমণি ॥১৮৭
সুরাসুরে করে তার চরণ বন্দনে।
কেবল প্রতাপে বশ কৈল ত্রিভুবনে ॥১৮৮
বিবিধ সম্ভার দিবা দিঞা সুরগণ।
চকিত নয়নে করে চরণ বন্দন ॥১৮৯
তুম্বুর নারদ গীত গায় সুললিত।
সিদ্ধ ঋষিগণে স্তুতি করে সচকিত ॥১৯০
দেবের নাচনী নাচে দেখিতে সুন্দর।
বিবিধ বাজন বাজে অতি মনোহর ॥১৯১
নানা যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণ সব ভুঞ্জে।
নানা ধর্ম্ম করি নানা লোক সব পূজে ॥১৯২
সপ্তদ্বীপা ধরণী আপনে শস্য ধরে।
নানা অদ্ভুত হৈল আকাশ মণ্ডলে ॥১৯৩
সপ্ত সাগরের আনি রতন সকল।
তরঙ্গে তুলিয়া ধরে মনে পাঞা ভয় ॥১৯৪
নানা ফল ফলরস দিল ক্রমগণে।
পূরিল পর্ব্বতগণ মাণিক্য রতনে ॥১৯৫
বাসুকি তক্ষক আদি ফণাধরগণে।
দিব্যবস্ত্র মাল্য আনি যোগায় যতনে ॥১৯৬
হিরণ্যকশিপু এক ত্রিভুবন রাজা।
সুরাসুর মুনিগণে করে তার পূজা ১৯৭

এইরূপে করে দৈত্য রাজা অধিকার।
দুঃখ শোকে সর্ব্বলোক বহে চিরকাল ॥১৯৮
ইন্দ্র আদি দেব মেলি কৃষ্ণ আরাধিল।
বহুবিধ প্রণাম বিবিধ স্তুতি কৈল ॥১৯৯
নিরাহারে নিরালম্বে কৈল উপাসনা।
অন্তরীক্ষে বাণী হৈল আকাশে ঘোষণা ॥২০০
আরে আরে সুরগণ ভয় পরিহর।
হিরণ্যকশিপু কার শঙ্কা নাহি কর ॥২০১
আমি ভালে জানি দৈত্য দুষ্ট দুরাচার।
পুত্র হৈতে হয় শীঘ্র মরণ তাহার॥ ২০২
মরণ অবধি তার আছে কত দিন।
পুত্র অপরাধে মৃত্যু পাইব মতিহীন ॥২০৩
দেবদেবীবিনিন্দক গোব্রাহ্মণ হিংসে।
নিকট হইব তার মরণ সবংশে ॥২০৪
একান্ত ভকতপুত্র হইব তাহার।
প্রহ্লাদ তাহার নাম বিদিত সংসার ॥২০৫
আমার ভকত পুত্র দেখি দৈত্যপতি।
মারিবার তরে তাকে করিবে শকতি ॥২০৬
আমার কৃপায় তার নাহিবে মরণ।
মারিব অসুররাজ এই সে কারণ ॥২০৭
সুর গুরু বচন শুনিয়া দেবগণে।
আনন্দে চলিয়া গেলা আপন ভুবনে ॥২০৮
জনমিল তার পুত্র প্রহ্লাদ কুমার।
শুদ্ধসত্ত্ব জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার ॥২০৯
শান্ত দান্ত সর্ব্বভূতহিতপ্রিয়কর।
পিতৃতুল্য দানবনপরিমাণপর ॥২১০
দাসতুল্য মহাজন চরণ বন্দনে।
ভ্রাতৃতুল্য প্রিয় সব চষ্ট সম্ভাষণে ॥২১১
গুরু আরাধন করে ঈশ্বর ভাবনা।
কৃষ্ণ বিনে চিত্তে আর নাহি উপাসনা ॥২১২
জিতকাম জিতক্রোধ ছিন্নমোহজাল।
দৈত্য ঘরে হৈল হেন প্রহ্লাদ কুমার ॥২১৩
যার যশ মহাজনে কবিগণে গায়।
গণিতে মহিমা তার ওর নাহি পায় ॥২১৪
সুরাসুর সভা যে যাহার গুণ গান।
উপমা করিতে যার গুণের বাখান ॥২১৫
একান্ত ভকতি যার গোবিন্দ চরণে।
বাল্যক্রীড়া ছাড়ি কৃষ্ণ চিন্তে মনে মনে ॥২১৬

জড় উনমত্ত যেন ভূত অধিষ্ঠান।
কিরূপে কোথাতে থাকে নাহি অবধান॥২১৭
শয়ন ভোজন পান পর্য্যটন কালে।
কিছুই না জানে কিন্তু সদাই বিহ্বোলে॥২১৮
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে আকুল হৃদয়।
ক্ষণে উন্মত্ত উঠে ডাকে অতিশয়॥২১৯
উন্মত্ত হইয়া ক্ষণে নাচে গুণ গায়।
কৃষ্ণভাবে প্রস্তচিত্ত আন নাহি ভায়॥২২০
ক্ষণে কৃষ্ণ ধেয়ানে করয়ে আলিঙ্গন।
স্তব্ধ হইয়া বহে বাহ্য নাহিক স্মঙরণ॥২২১
নয়নে আনন্দ জল পুলকিত অঙ্গ।
তিলমাত্র নাহি কৃষ্ণ দরশন ভঙ্গ॥২২১
হেন পুত্র মহাভাগবত গুণনিধি।
হিরণ্যকশিপু রাজা হিংসিল কুবুদ্ধি॥২২৩
ভক্তিরসগুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান।২২৪
শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রথমোধ্যায়ঃ॥১॥

তবে যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্মের তনয়।
এ বোল শুনিঞা চিত্তে ভাবিল বিস্ময়॥১
হেন অদ্ভুত নাহি শুনি কোন কালে।
বাপ হঞা কেহোত পুত্রকে নাহি মারে॥২
পুত্রে দোষ পাইলে কিছু করয়ে তাড়নে।
ধর্ম্ম উপদেশ দিঞা বুঝায় যতনে॥৩
সাধু পুত্র প্রহ্লাদ কেবল গুণময়।
বাপে কেনে কৈল তার মরণ সংশয়॥৪
কহ মুনি নারদ ইহার তত্ত্ব কথা।
ভকত জনের শুনি পুণ্য গুণগাথা॥৫
রাজার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন।
পরম হরিষে তাঁরে কহেন কারণ॥৬
দৈত্যগুরু শুক্র গেলা যজ্ঞ করিবারে।
ষণ্ডামার্ক দুই পুত্র রহিল তার ঘরে॥৭
দৈত্যেশ্বর তা সবাকে কৈল নিয়োজিত।
পড়াঞা প্রহ্লাদ পুত্র কর সুপণ্ডিত॥৮
আজ্ঞা পাঞা শিশু তারা নিল নিজঘরে।
রাজপুত্র যতনে পড়ায় নিরন্তরে॥৯
যে যে পাঠ পড়াইল তারা দুই জনে।
পড়িল প্রহ্লাদ তাহা শুনিল শ্রবণে॥১০
প্রহ্লাদের মনে তাহা নাহি অবধান।
নানা ভেদ দেখি তাহা কুমন্ত্র সন্ধান॥১১
এক দিন দৈত্যরাজ পুত্রে ডাকি আনে।
কহ পুত্র কি পাঠ পড়িলে গুরু স্থানে॥১২
শুন পিতা কহি পাঠ তোমার গোচর।
বিচার করিয়া আমি বুঝিব সকল॥১৩
অন্ধকূপ ঘর আত্মা পতন কারণে।
আসক্তি ছাড়িব তার পরম যতনে॥১৪
ঘরে বেয়াকুল চিত্ত অনর্থ ধেয়ান।
গৃহ ছাড়ি গোবিন্দ ভজিব মতিমান॥১৫
এই সে উত্তম পাঠ দেখিল বিচারি।
ভজিব গোবিন্দপদ গৃহ সঙ্গ ছাড়ি॥১৬
পুত্রের বচন শুনি দৈত্য নিজ কানে।
হাসিঞা কহিল শুন দ্বিজ গুরুজনে॥১৭
হরি সে আমার বৈরী তার অনুচর।
কপটে গোপিত বেশ থাকয়ে বিস্তর॥১৮
বালক শিখাইয়া তারা আন বুদ্ধি করে।
এবোল শুনঞা শিশু লঞা জায় ঘরে॥১৯
করে ধরি শিশু ঘরে আনি গুরুগণে।
প্রশংসা করিয়া পুছে বিনয় বিধানে॥২০
শুন হে প্রহ্লাদ তোরে থাকুক কল্যাণ।
মিছা জানি কহ বাপু গুরু বিদ্যমান॥২১
কে তোমার মতি ভেদ করাইল ছলে।
আপনার বুদ্ধি কিবা কহিবা আমারে॥২২
দৈত্যপুত্র বলে গুরু মোর বাণী শুন।
তোর আমার হেন বুদ্ধি অকারণে মান॥২৩
যাহার মায়াতে করে ভিন্নপরমতি।
সে দেব চরণে মোর রহুক প্রণতি॥২৪
শত্রু মিত্র নিজ পর মায়ায় করায়।
পশু বুদ্ধি নয় তাহারে বা বিদ্যা চায়॥২৫
তোর মোর ভিন্ন মর্ম্ম সব অগেয়ান।
এক জীব নানা ভেদে সর্ব্বত্র সমান॥২৬
ব্রহ্মা আদি দেবে যার মায়ায় মোহিত।
সে দেব চরণ বিনে অন্য নাহি চিত্ত॥২৭
এতেক বচন শুনি শুক্রের তনয়।
ক্রোধ করি বালক বুঝাইল অতিশয়॥২৮
আরে আরে আন বেত্র করিব প্রহার।
দৈত্যকুলে জনমিল হেন কুলাঙ্গার॥২৯

মোর অপযশ বেটা কৈল এত বড়।
শক্রপক্ষ লঞা কথা কহে নিরন্তর ॥৩০
তর্জ্জন গর্জ্জন করি ভর্ৎসিল বিস্তর।
বশ করি বালক পড়াইল আরবার ॥৩১
অস্ত্রশাস্ত্র কামশাস্ত্র তর্ক রাজনীতি।
স্থায় দণ্ড ব্যবহার যত ছিল শ্রুতি ॥৩২
সকল পড়াইয়া শিশু কৈল সুপণ্ডিত।
শিষ্যে লঞা গুরু গেলা রাজার বিদিত ॥৩৩
বাপের চরণ শিশু করিল বন্দন।
পুত্র কোলে করি দৈত্য দিল আলিঙ্গন ॥৩৪
বদন চুম্বন কৈল পুত্র লঞা কোলে।
প্রেম যুক্ত হঞা তবে দৈত্য রাজ বলে ॥৩৫
কহ কহ আরে পুত্র কুল আনন্দন।
গুরু ঘরে কৈলে যত উত্তম পঠন ॥৩৬
এতেক শুনিঞা বলে দৈত্যের তনয়।
শুন বাপে কহি মোর মনে যাহা লয় ॥৩৭
শ্রবণ কীর্ত্তন হরি চরণ সেবন।
স্মরণ অর্চ্চন পদ-কমল বন্দন ॥৩৮
দাস্য ভাব সখ্য ভাব আত্মনিবেদন।
এই নববিধি হরি ভকতি লক্ষণ ॥৩৯
এই নব বিধি ভক্তি করে যেবা জনে।
সেই সে উত্তম পাঠ পড়িল যতনে ॥৪০
পুত্রের বচন শুনি দৈত্যের ঈশ্বর।
স্ফুরিত অধর কোপে জ্বলিল অন্তর ॥৪১
আরে আরে দুষ্ট দ্বিজ কোন কাম কৈলে।
অসার পড়াইয়া মোর পুত্র বিনাশিলে ॥৪২
রিপু পক্ষ লই সদা করে স্তুতিবাদ।
কুপাঠ পড়াঞা তোরা কৈলে পরমাদ ॥৪৩
রাজার বচন শুনি শুক্রের তনয়।
কর যোড়ে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥৪৪
শুন শুন মহারাজ ক্রোধ পরিহর।
গুরুর বচন জানি মিছা বুদ্ধি কর ॥৪৫
আমি যাহা পড়াইল না পড়াইল অন্তে।
আপনার চিত্তে নাহি করে অনুমানে ॥৪৬
কে কি জানে কহে কিছু কাহারবচনে।
স্বভাবে বলয়ে হেন বুঝি অনুমানে ॥৪৭
দৈত্যরাজ বলে আরে কহরে ছাওয়াল।
কি তোর হৃদয় কৈল কুমতি সঞ্চার ॥৪৮

এবোল শুনিঞা শিশু দিলেন উত্তর।
কহি তোমার বাপ শুন দৈত্যেশ্বর ॥৪৯
এই মোর গৃহদার সংকল্প ধেয়ান।
অজিতইন্দ্রিয় যার হয়ে গেয়ান ॥৫০
চতুর্ব্বিধ চর্ব্বণ করে না ছাড়ে বিষয়।
কৃষ্ণপদ তার চিত্তে কোন কালে লয় ॥৫১
গুরু মুখে নালয়ে আপনে নাহি জানে।
সাধু সঙ্গ করিয়া না করে অনুমানে ॥৫২
দান পুণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম কেবল করায়।
ভবপথে তেহোঁ গতাগতিদুঃখ পায় ॥৫৩
হেন দরশয় কুপণ্ডিত গুরু যার।
কভু নাহি টুটে ভববন্ধন তাহার ॥৫৪
আঁধনের পাছে যেন আঁধন গোড়ায়।
পথ না জানিঞা অন্ধকূপে পড়ি জায় ॥৫৫
এইরূপে গুরু শিষ্য দুই জন মরে।
কৃষ্ণ না ভজিয়া মজে এ ঘোর সংসারে ॥৫৬
যাবৎ ভকত পদ রজ নাহি ভজে।
তাবৎ সংসারকূপে পড়ি জীব মজে ॥৫৭
পুণ্য জন করে যদি ভকত সেবন।
তবে তার নহে আর এ ঘোর বন্ধন ॥৫৮
প্রহ্লাদ কহিল যদি এ সব বচন।
দৈত্যরাজ শরীরে জ্বলিল হুতাশন ॥৫৯
ক্রোধে পুত্র ঠেলিয়া ফেলিল ভূমিতলে।
ডাক দিঞা দৈত্যরাজ বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥৬০
আরে আরে হয়গ্রীব নমুচি শম্বর।
হেতি প্রহেতি আর যত যোদ্ধাধর ॥৬১
মার মার পুত্র তোরা বিলম্ব না কর।
পুত্রচ্ছলে রিপু মোর ঘরের ভিতর ॥৬২
খুড়াকে বধিল যার বিষ্ণু দুরাচারে।
তার দাস হঞা বেটা তারে স্তুতি করে ॥৬৩
শরীর উপজে ব্যাধি শত্রু করি মানে।
বনের ঔষধ হেন হিত করি জানে ॥৬৪
নিজ অঙ্গ কাটি যদি দুষ্ট হেন দেখি।
আপনার প্রাণ হেতু কি কিনা উপেক্ষি ॥৬৫
দুষ্ট পাত্র দুষ্ট পুত্র কভু নাহি রাখি।
দুষ্ট দূর কৈলে পাছে সবে থাকে সুখী ॥৬৬
সকল উপায়ে তোরা পুত্র লঞা মার।
আমার বচনে তোরা বিলম্ব না কর ॥৬৭

এ বোল শুনিঞা যত দৈত্য ঘোরতর।
বিকট দশন মুখ মহা ভয়ঙ্কর ॥৬৮
বিশাল ত্রিশূল ধরে বিশাললোচন।
ধর মার করিয়া বেড়িল দৈত্যগণ ॥৬৯
ছিড় ছিড় শব্দ উঠিল ঘনে ঘনে।
প্রহ্লাদের অঙ্গে কৈল অস্ত্র বরিষণে ॥৭০
গোবিন্দে ধরিয়া মন রহিল কুমার।
জলবরিষণে কৈল ত্রিশূল প্রহার ॥৭১
নানা অস্ত্র শস্ত্রে তারা মরম বিন্ধিল।
মহাভাগবত শিশু কিছু না জানিল ॥৭২
হিরণ্যকশিপু তবে ভয় পাঞা মনে।
বিবিধ উপায় শিশু মারিতে যতনে ॥৭৩
মহাগজ মহাসর্প পর্ব্বত প্রমাণ।
জলেতে মজাইল অঙ্গ দিল হুতাশন ॥৭৪
গর্ত্তের ভিতর থুই বান্ধিল দুয়ার।
বিষ দিল উপবাস করাইল অপার ॥৭৫
এত পরকারে শিশু নহিল নিধনে ॥
ভয় পাঞা দৈত্যরাজ চিন্তে মনে মনে ॥৭৬
মহা অনুভব পুত্র অজয় অমর।
এতেক উপায় কৈল হইল বিফল ॥৭৭
এত পরকারে মৃত্যু নহিল যাহার।
মোর বধ হেতু এই জন্মিল কুমার ॥৭৮
চিন্তায় আকুল দৈত্য চিন্তে হেঠ মাথে।
ষণ্ডামার্ক দুই বিপ্র কহে জোড় হাতে ॥৭৯
কটাক্ষে জিনিলে তুমি এ মহীমণ্ডল।
সুরপতি যার ভয়ে ত্যজিল সকল ॥৮০
ধনুর টঙ্কারে যার কাঁপে ত্রিভুবন।
হেন বীর হঞা তুমি চিন্ত কি কারণ ॥৮১
বালকের দোষ গুণে না কর বিচার।
মনে ভয় পাঞা জানি পলায় কুমার ॥৮২
নাগপাশে রাখ শিশু করিয়া বন্ধন।
যাবৎ শুক্রের হয় হেথা আগমন ॥৮৩
বুদ্ধি হৈলে বালকের কুমতি খাণ্ডব।
শুক্রে উপদেশ দিঞা ধর্ম্ম বুঝাইব ॥৮৪
গুরুপুত্র বচন শুনিঞা দৈত্যপতি।
মনে দাড়াইল এই উত্তম যুগতি ॥৮৫
বান্ধিঞা বালক তোরা লঞা জাহ ঘরে।
পড়াহ যতন করি নানা পরকারে ॥৮৬
রাজার বচন তারা শুনি দুই জন।
ঘরে আনি বালক পড়ায়ে সাবধান ॥৮৭
ধর্ম্ম অর্থ কাম শাস্ত্র যত রাজনীত।
শুনিঞা বালক তাহে না পায় পীরিত ॥৮৮
ডাক দিঞা নিল যত দৈত্যের তনয়।
কহিতে লাগিল শিশু করিয়া বিনয় ॥৮৯
শুন শুন দৈত্য-সুত হিত উপদেশ।
কহিব তোমারে আমি করিয়া বিশেষ ॥৯০
তুমি সব প্রিয়সখা বান্ধব আমার।
তে কারণে কহি শুন দৈত্যের কুমার ॥৯১
গুরু যাহা পড়াইল না জানিহ ভাল।
তত্ত্ব পরিহরি গুরু পড়ায় অসার ॥৯২
কত কত মরি গেল দেখ বিদ্যমান।
অসার করিয়া সার ঘুসি অকারণ ॥৯৩
তত্ত্ব ছাড়ি গুরু যত অনিত্য বুঝায়।
উত্তম জনের তাহা চিত্তে নাহি ভায় ॥৯৪
আঁধনের কাছে যেন গোড়ায় আঁধল।
পথ না ছাড়িয়া পড়ে কূপেব ভিতর ॥৯৫
কেহো নহে শত্রু মিত্র কেহো নিজ পব।
কুমতি নিমিত্ত সব জানিহ সকল ॥৯৬
দুর্ল্লভ মানুষ জন্ম অধ্রুব ভাবিয়া।
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণ ভজিল জানিয়া ॥৯৭
হরিষে সবার ভাব বন্ধু প্রিয় ইষ্টধন।
সর্ব্ব ধর্ম্মসার কৃষ্ণ-চরণ-ভজন ॥৯৮
যদি বল সুখভোগ ত্যজিব কেমনে।
দুঃখে কৃষ্ণ ভজিলে বা কোন প্রয়োজনে ॥৯৯
দেহ ধর্ম্ম সুখ দুঃখ মিলে সব ঠাই।
যেন দুঃখ তেন সুখ অযতনে পাই ॥১০০
মিছা কাজে কেন এত ব্যর্থ কাল জায়।
না ভজিয়া জগন্নাথ ব্যর্থ দুঃখ পায় ॥১০১
কৃষ্ণ না ভজিলে নহে দুঃখ বিমোচন।
বিচারিয়া বুঝিব আপনে বুধজন ॥১০২
যাবৎ শরীর নাহি পড়ে অকারণে।
তাবৎ বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজিব যতনে ॥১০৩
সবে দেখ পরমায়ু শতেক বৎসর।
নিদ্রায় অর্দ্ধেক তার হরয়ে বিফল ॥১০৪
শিশুকালে অগেয়ানে জায় কত কাল।
শেসে বৃদ্ধ ভাবে কুড়ি বৎসর তাহার ॥১০৫

তবে যেবা কিছু থাকে যৌবন সময়।
তাহাতে জন্ময়ে কত শত কামোদয় ॥১১১
যদি বোল যৌবনে বিষয় ভোগ করি।
পাছে সব ছাড়িঞা সে ভজিব শ্রীহরি ॥১১২
হেন কি পুরুষ আছে জগৎ ভিতরে।
বিষয়লম্পট চিত্ত নিবারিতে পারে ॥১১৩
শরীর অধিক প্রাণ দুর্লভ সভায়।
হেন প্রাণ দিয়া ধন কিনে বাণিজ্যায় ॥১১৪
প্রাণ বিকলিয়া জায় ধনের কিঙ্কর।
ধনের কারণে প্রাণ ত্যজয়ে তস্কর ॥১১০
হেন ধন বিষয় যাঁহার প্রেম বাড়ে।
পাছে তাহা ত্যজিয়া চলয়ে একেশ্বরে ॥১১৫
স্ত্রীর সম্ভাষণ পুত্র মধুর ভাষণ।
বন্ধু মিত্র অনুরাগ করিতে স্মরণ ॥১১৬
বৃদ্ধ পিতামাতা মোর বালক তনয়।
এ সব বলিতে প্রেম বাড়ে অতিশয় ॥১১৭
দিব্য ঘর পুরী মোর আছে বহুধন।
কোথা কে থাকিব কেবা করিব রক্ষণ ॥১১৮
এইরূপ কত কত নিরন্তর করে।
সুখভোগ বিনে চিত্তে আন নাহি ধরে ॥১১৯
জিহ্বার আস্বাদ রস বড় করি মানে।
স্ত্রীসঙ্গসুখ বিনে আন নাহি জানে ॥১২০
কুটুম্ব ভরণে নিজ পরমায়ু জায়।
কামে মত্ত হইয়া তত্ত্ব বুঝিয়া না চায় ॥১২১
পরধন হরি করে পর অপকার।
নানা পাপে কুটুম্ব পোষয়ে আপনার ॥১২২
কুটুম্ব ভরণে যত দোষ গুণ হয়।
জানিতে না পারে তত্ত্ব চিত্তে অতিশয় ॥১২৩
এইরূপ মূঢ়জন মজয়ে সংসারে।
কামে বিমোহিত চিত্ত নিবারিতে নারে ॥২৪
তে কারণে কহি আমি শুন শিশুগণে।
সত্য করি ধর তুমি আমার বচনে ॥১২৫
শুন শুন ভাইগণ মোর উপদেশ।
সকল ছাড়িয়া ভজ প্রভু হৃষীকেশ ॥১২৬
হেন জানি বোল কৃষ্ণ ত্যজিতে আয়াস।
সব ঠাঞি আছে কৃষ্ণ জগতনিবাস ॥১২৭
চরাচর স্থাবর-জঙ্গমে ভগবান।
তৃণতরু স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বত্র সমান ॥১২৮
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু আনন্দস্বরূপ।
এক হরি নানা ভেদে দেখি বহুরূপ ॥১২৯
এবোল বুঝিয়া সর্ব্ব জীবে দয়া কর।
ছাড়িয়া অসুর ভাব কৃষ্ণে মন ধর ॥১৩০
কিবা না লভিয়ে তুষ্ট হৈলে নারায়ণ।
প্রভুর সন্তোষ হেতু ভকত সেবন ॥১৩১
সর্ব্ব সমর্পণ করি হরির চরণে।
ভকত ভজিয়া ভক্তি সাধে নারায়ণে ॥১৩২
পূরবে নারদে গেলা বদরিকাশ্রমে।
তথয়ে করেন তপ নরনারায়ণে ॥১৩৩
নারদে কহিল তেঁহো এই তত্ত্বজ্ঞান।
কহিল আমারে তেঁহো মুনি মতিমান ॥১৩৪
আমি তোমা সবাকে কহিল শুদ্ধচিত্তে।
এই শুদ্ধ ভাগবত জ্ঞান জাব তত্ত্বে ॥১৩৫
এতেক বচন শুনি দৈত্য পুত্রগণে।
পুছিল বিনয় করি প্রহ্লাদের স্থানে ॥১৩৬
কহিলে প্রহ্লাদ তুমি অপূর্ব্ব কাহিনী।
ষণ্ডামর্ক দুই গুরু আমি সবে জানি ॥১৩৭
নারদের সনে তুমি কোথা দরশন।
কহত প্রহ্লাদ তুমি ইহার কারণ ॥১৩৮
দৈত্যপুত্র বচন শুনিঞা শিশুবর।
হৃদয় সন্তোষ পাঞা দিলেন উত্তর ॥১৩৯
আমার জনক গেলা তপ করিবারে।
পিপড়ি বল্মীক তার স্থাকল শরীরে ॥১৪০
ইন্দ্র আদি দেবগণ পাঞা অবসর।
উদযোগ করিয়া আইল করিতে সমর ॥১৪১
চতুরঙ্গ দেবসেনা দেখি ভয়ঙ্কর।
চৌদিকে বেড়িল যদি অসুর নগর ॥১৪২
ধন পুত্র কলত্র ত্যজিয়া দৈত্যগণ।
ত্রাস পাঞা পলাইল রাখিয়া জীবন ॥১৪৩
বেড়িয়া পুড়িল দেব অসুর নগর।
আমার জননী লঞা গেল পুরন্দর ॥১৪৪
ভয়ে কম্পবান মাতা করিছে ক্রন্দন।
ইন্দ্রের নারদ সনে পথে দরশন ॥১৪৫
মুনি বোল ছাড় ছাড়এ না পরনারী।
ভাল পুরন্দর তুমি দেব অধিকারী ॥১৪৬
ইন্দ্র বলে শুন মুনি করি নিবেদন।
ইহার উদরে আছে পুত্র একজন ॥১৪৭

দৈত্যবধূ তাবত থাকিবে মোর ঘরে।
পুত্র প্রসবিলে পাঠাইব নিজপুরে ॥১৪৮
নারদ কহিল ইন্দ্র বচন ধরিবে।
ইঁহার গর্ভের পুত্র মারিতে নারিবে ॥১৪৯
মহাভাগবত সেই পুরুষ প্রধান।
শত্রু মিত্র নাহি তার সর্ব্বত্র সমান ॥১৫০
গোবিন্দ চরণে তার আছে দৃঢ়মন।
তাহাকে মারিবে হেন আছে কোনজন ॥৫
নারদের বচন শুনিঞা শচীপতি।
মুনি প্রদক্ষিণ করি কৈল দণ্ডনতি ॥১৫২
জননী ছাড়িয়া ইন্দ্র গেল নিজপুরে।
নারদ আনিল তাঁরে আপন মন্দিরে ॥১৫৩
আশ্বাস করিয়া আজ্ঞা দিল মুনিবর।
সুখে তুমি এথা থাক না করিহ ডর ॥১৫৪
তপ করি যাবৎ তোমার পতি আইসে।
তাবৎ থাকহ তুমি এই গৃহ বাসে ॥১৫৫
এবোল শুনিঞা মাতা সতী গুণবতী।
নারদের পরিচর্য্যা করেন ভকতি ॥১৫৬
মাগিয়া নিলেন বর নারদ চরণে।
তখন প্রসব হৈব ইচ্ছিব যখনে ॥১৫৭
বর দিঞা ঋষি তারে দিল তত্ত্ব জ্ঞান।
আমার কারণে কৃপা কৈল মতিমান ॥১৫৮
স্ত্রীর ভাবে চিরকালে মায়ে বিসরিল।
মুনির কৃপায়ে আমি হৃদয়ে ধরিল ॥১৫৯
সেই তত্ত্ব জ্ঞান কহি শুন সাবধানে।
আপনারে শিশু বুদ্ধি না করিহ মনে ॥১৬০
শোক মোহ জরা ব্যাধি জনম মরণ।
এ সব শরীর যোগে হয় উৎপন্ন ॥১৬১
জীব এক নিত্য নিরঞ্জন জ্ঞানময়।
অধিকার সুপ্রকাশ ব্যাপক আশ্রয় ॥১৬২
হেন গুণনিধি জীব আপনা পাসরে।
মুঞি মোর বলি দেহ-অহঙ্কার করে ॥১৬৩
দেহ গেহ অভিমান ত্যজিব সকল।
হৃদয়ে চিন্তিলে তত্ত্ব পাই নিরমল ॥১৬৪
ত্রিগুণ চরিত্র দেহে পঞ্চভূতময়।
তাহা হৈতে জীব ভিন্ন এক নিত্যময় ॥১৬৫
সুখ দুঃখ সবে মাত্র জীবের আশ্রয়।
দেহে বৈসে জীব সে শরীর মায়াময় ॥১৬৬
অনিত্য শরীর করি অসত্য ভাবনা।
সেই দেহে সত্য ব্রহ্ম করি উপাসনা ॥১৬৭
অল্পে অল্পে করিবে সে ইন্দ্রিয় বোধন।
তবে খণ্ডাইতে পারি এ ভববন্ধন ॥১৬৮
জীবের সংসার দেখ অজ্ঞান কারণ।
মিছা হেন জানি যেন জাগিলে স্বপন ॥১৬৯
অজ্ঞানে ভ্রময়ে জীব এ ঘোর সংসারে।
জ্ঞান হইলে ভ্রম ছুটায় সেই কালে ॥১৭০
এবোল বুঝিয়া ভাই করহ উপায়।
যাঁহা হৈতে এঘোর সংসার বন্ধ যায় ॥১৭১
সহস্র উপায় আছে তরিতে সংসার।
তাহাতে কহিল কৃষ্ণ উপায়ের সার ॥১৭২
হরির চরণে ভক্তি হয় যাহা হলে।
তাহা সে সাধিবে জীব পরম যতনে ॥১৭৩
গুরু পায়ে গুরুসেবা সর্ব্ব সমর্পণ।
ভকত জনের সঙ্গ কৃষ্ণ আরাধন ॥১৭৪
হরি কথা শ্রবণ কীর্ত্তন গুণনাম।
হরির চরণে ধ্যান স্তুতি পরণাম ॥১৭৫
কৃষ্ণের অদ্ভুত মূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিচর্য্যা করিয়া পূজিব মতিমান ॥১৭৬
সর্ব্বভূতে দেখিব আছেন নারায়ণ।
কৃষ্ণ বুদ্ধ্যে করিব সবার সম্ভাষণ ॥১৭৭
এইরূপে হয় তবে ভকতি উদয়।
কৃষ্ণের চরণে রতি বাড়ে অতিশয় ॥১৭৮
গোবিন্দের নানা কর্ম্ম গুণনাম শুনি।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক হয় গদগদ বাণী ॥১৭৯
উচ্চস্বরে ডাকে নাচে ক্ষণে গুণ গায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে চরণ ধেয়ায় ॥১৮০
ক্ষণে ভাবগ্রস্ত হয় উঠে উনমাদ।
ক্ষণে লোক চরণে করয়ে দণ্ডপাত ॥১৮১
গোবিন্দ মাধব বলি ডাকে উচ্চস্বরে।
চিন্তিতে প্রভুর লীলা আপনা পাসরে ॥১৮২
হেনরূপ যার হয় ভকতি উদয়।
কর্ম্মবন্ধ ছিণ্ডে তার এ ঘোর সংশয় ॥১৮৩
গোবিন্দ ভজিতে কিছু নাহিক আয়াস।
হৃদয়ে চিন্তিলে কৃষ্ণ ছুটে ভবপাশ ॥১৮৪
হরিবে সভার পতি প্রিয় সখা ধন।
হরি ছাড়ি অন্য দেব সবে অকারণ ॥১৮৫

পশু ভৃত্য দেহ গেহ সুত পরিবার।
রাজ্যসুখ রাজ্যভোগ এ মহী ভাণ্ডার ॥১৮৬
স্বর্গ ফল স্বর্গবাস দেব দেহ ধরে।
এসব চিন্তিঞা বুঝ তড়িৎ চঞ্চলে ॥১৮৭
এ বোল বুঝিয়া ভজ শ্রীহরিচরণ।
ভজিলে অনন্ত সুখ দিব নারায়ণ ॥১৮৮
সুখ উপাদান হৈব দুঃখ বিমোচন।
ইহার কারণে কর্ম্ম করে সর্ব্বজন ॥১৮৯
কর্ম্ম হৈতে কিছুত না দেখি সুখলেশ।
প্রথমে করিতে কর্ম্ম দুঃখ পরবেশ ॥১৯০
ফল ভোগ করিতে বিবিধ উৎপাত।
অবশেষে হয় পুন জনম প্রমাদ ॥১৯১
কর্ম্ম ফল অধ্রুব অধ্রুব কলেবর।
ইহার কারণে কর্ম্ম করিয়া বিফল ॥১৯২
বড়র অধীন কিবা রাজার কিঙ্করে।
কুকুরে ভক্ষিব কিবা দহিবে অনলে ॥১৯৩
হেন দেহ মোর করি করে অহঙ্কার।
ভবপথে নিরন্তর ভ্রমে বারে বার ॥১৯৪
কর্ম্মফলে মিলে দেহ দার পুত্র ধন।
পশু ভিন্ন গজরথ বিবিধ বাহন ॥১৯৫
প্রদীপের শিখা যেন পবনে চঞ্চল।
ইহার কারণে কর্ম্ম করে নিরন্তর ॥১৯৬
মরণ অবধি যার ধর্ম্ম আদি করি।
দুঃখ বিনে আর কিছু বলিতে না পারি ॥১৯৭
এ বোল বুঝিয়া শুন আমার বচনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাহার চরণে ॥১৯৮
সেই সে সভার প্রভু প্রিয় গতি পতি।
সে হরি চরণ ভজ ছাড়িয়া দুর্ম্মতি ॥১৯৯
দেবতা অসুর নর কিন্নর বানর।
গোবিন্দ ভজিলে হয় শুদ্ধ কলেবর ॥২০০
দেব দেহ হয় কিবা মুনি দেহ ধরে।
দান ব্রত তপ যজ্ঞ নানা ধর্ম্ম করে ॥২০১
তবু কৃষ্ণে সন্তোষিতে নহিব শকতি।
আর সব বিড়ম্বন ছাড়িয়া ভকতি ॥২০২
ভকতি করিয়া যদি ভজে দয়াময়।
আপনারে দিঞা প্রভু তার বশ হয় ॥২০৩
শুন দৈত্যসুতগণ ভাই মোর নিবেদন।
সর্ব্বভাবে কর ভাই গোবিন্দ ভজন ॥২০৪
দৈত্য দানব যক্ষ রাক্ষস বানর।
খগ মৃগ পশুজাতি পতিত পামর ॥২০৫
এসব ভজিয়া কৃষ্ণ হৈল কৃষ্ণময়।
এবোল বুঝিয়া কিছু না কর সংশয় ॥২০৬
এই সে পরম ধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্ম ফল।
একান্ত ভকতি করি ভজ দামোদর ॥২০৭
এতেক বচন শুনি দৈত্য সুতগণে।
তত্ত্ব উপদেশ পাই ধরিল যতনে ॥২০৮
গুরু উপদেশ তারা না কৈল আদর।
ভয়ে জানাইল গুরু রাজার গোচর ॥২০৯
হিরণ্যকশিপু শুনি গুরুর বচন।
কোপেতে জলিল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥২১০
দুষ্ট দৈত্যে পাঠাইয়া পুত্র ধরি আনে।
যোড় হাতে দাণ্ডাইলা রাজ বিদ্যমানে ॥২১১
সভাতে দারুণ দৈত্য বলে খরতর।
আরে বেটা কেন তুঞি গেলি রসাতল ॥২১২
কুলের অধম তুঞি দুষ্ট দুরাচার।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার ॥২১৩
মুঞি ক্রোধ কৈলে কাঁপে এ তিন ভুবন।
মোর পুত্র হঞা তুঞি লঙ্ঘিস বচন ॥২১৪
কোন বলে বেটা তুঞি না করহ ডর।
হের দেখ কাটীয়া পাঠাও যম ঘর ॥২১৫
বাপের বচনে প্রহ্লাদ দিলেন উত্তর।
কর জোড় করি শিশু প্রণতকন্ধর ॥২১৬
কেবল তুমি সে আমি এই দুই জনে।
স্থাবর জঙ্গম যত আছে ত্রিভুবনে ॥২১৭
সে হরি স্বভাব বল স্বভাব শকতি।
যার বলে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা প্রজাপতি ॥২১৮
শিব যার বলে করে এ লোক সংহার।
যার বলে বিষ্ণুরূপে পালেন সংসার ॥২১৯
হরি বিনে জগতে বলিতে নাহি আন।
ছাড়িয়া অসুর ভাব কর অবধান ॥২২০
দেহের ভিতরে হয় রিপু বলবান্।
ঘরের ভিতরে রিপু বাহিরে পরাণ ॥২২১
জিনিলে ঘরের রিপু না থাকিবে ভয়।
আপনে বিচার করি বুঝ মহাশয় ॥২২২
হিরণ্য কশিপু বলে আরে দুরাচার।
মোর আগে এই কথা কহ বারবার ॥২২৩

আরে বেটা আমি বিনে কে আছে ঈশ্বর।
জগতের গতি পতি আমি দণ্ডধর ॥২২৪
আজি তোর শির কাটি রাখুক ঈশ্বর।
এবোল বলিয়া দৈত্য উঠিল সত্বর।২২৫
সব ঠাঞি আছে কৃষ্ণ বলিস কাহারে।
তবে কেনে স্তম্ভ হৈতে না হয় বাহিরে ॥২৬
পাষাণের স্তম্ভ পঞ্চ যোজন প্রমাণ।
খড়্গে কাটি কোপে স্তম্ভ কৈল দুইখান ॥২৭
বিক্রম করিয়া কহে দেখি ভয়ঙ্কর।
এখন দেখাও কৃষ্ণ দেখোঁ তার বল ॥২২৮
এবোল বলিয়া দৈত্য ডাকিল নিষ্ঠুর।
মুঠকি মারিয়া স্তম্ভসত্ত্ব কৈল চুর ॥২২৯
স্তম্ভ গুড়াইয়া ধূলী উঠিল আকাশে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ পড়িল তরাসে ॥২৩০
স্তম্ভ হইতে শব্দ উঠিল ঘোরতর।
কাঁপিল সকল লোক ধরণী মণ্ডল ॥২৩১
ব্রহ্মাণ্ডের খোলা ফুটী হৈল দুই খান।
ব্রহ্মা ভব আদিদেব হৈল কম্পমান ॥২৩২
শব্দ শুনি দৈত্যরাজ চৌদিগ নেহারে।
কাহার শব্দ হৈল বুঝিতে না পারে ॥২৩৩
হিরণ্যকশিপু তবে চিন্তে মনে মনে।
কহিল প্রহ্লাদ সত্য বুঝি অনুমানে ॥২৩৪
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি বুঝি যে কারণ।
সত্য করিলেন বুঝি ভৃত্যের বচন ॥২৩৫
এতেক বচন যদি বলিল অসুরে।
স্তম্ভ হৈতে প্রকাশ দিলেন গদাধরে ॥২৩৬
তপত কাঞ্চন জিনি নয়নযুগল।
ভ্রুকুটি করাল মুখ অতি ভয়ঙ্কর ॥২৩৭
করাল কেশরজাল দুরন্ত আনন।
ছটা ছটী বিজুলিত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ॥২৩৮
বিকট দশন জিহ্বা ক্ষুরধার তুল।
পর্ব্বত কন্দর কর্ণ গর্জ্জন নিষ্ঠুর ।২৩৯
খরতর ভয়ঙ্কর নখকরজাল।
গুরুগিরিসম নাসা বয়ান বিশাল ॥২৪০
আকাশমণ্ডল জিনি শরীর বিস্তার।
তত রূপ বিলুলিত [illegible] ॥২৪১
ভয়ঙ্কর রূপ দেখি দৈত্য মহাবলী।
সম্মুখে রহিল আসি খড়্গ চর্ম্ম ধরি ॥২৪২

উড়িয়া পতঙ্গ যেন পড়ে হুতাশনে।
আসিয়া দাণ্ডায় দৈত্য প্রভু বিদ্যমানে ॥৪৩
বিক্রম করিয়া দৈত্য রহিল গোচর।
লীলায় ধরিল তারে প্রভু গদাধর ॥২৪৪
হাতে হৈতে খসি দৈত্য হইল অন্তর।
ভয় পাই দেবগণ মেঘের ভিতর ॥২৪৫
অট্ট অট্ট হাস করি প্রভু নরহরি।
দুয়ারে আনিল দৈত্য বাম করে ধরি ॥২৪৬
উরুর উপরে ধরি থুই দৈত্যেশ্বর।
নখ দিঞা বিদারিল তার বক্ষঃস্থল ॥২৪৭
জিহ্বায় লেহিয়া তার রক্ত কৈল পান।
নখে দৈত্যে বিদারিয়া কৈল খান খান ॥৪৮
মারিল সকল দৈত্যে নখের প্রহারে।
দৈত্যগণ মারিয়া ডাকিল উচ্চৈস্বরে ॥২৪৯
ছটাছট ছুটী মেঘ পড়িল ভাঁগিয়া।
স্বর্গে হৈতে তারাগণ পড়িল খসিয়া ॥২৫০
নাকের পবনে হৈল ক্ষোভিত সাগর।
শব্দেতে কাঁপিল দশ দিগের কুঞ্জর ॥২৫১
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।
গায়ের বাতাসে তরু গিরি থর থর ॥২৫২
মহাভয়ঙ্কর রূপে দৈত্য বধ করি।
রাজাসনে বসিলা আপনে নর হরি ॥২৫৩
সুরবধূগণ কৈল পুষ্প বরিষণ।
আকাশে বাজিল শঙ্খ দুন্দুভি বাজন ॥২৫৪
গন্ধর্ব্বে কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে করযোড় করি ॥৫৫
দূরে দূরে থাকি দেব করয়ে স্তবন।
ভয় পাই নিকট না আইল কোনজন ॥৫৬
ব্রহ্মা ভব স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানে।
ইন্দ্র স্তুতি কৈল আর দেব ঋষিগণে ॥২৫৭
পিতৃগণে সিদ্ধগণে বিদ্যাধরগণে।
নাগ লোক স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানে ॥৫৮
মুনি প্রজাপতি যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
গুহ্যক চারণগণ সিদ্ধ বিদ্যাধর ॥২৫৯
বৈকুণ্ঠের পারিষদ করযোড় করি।
নারদে করেন স্তব ভকতি বিস্তারি।২৬০
ব্রহ্মা আদি দেব কেহো না গেল নিকটে।
পাঠাইয়া দিল লক্ষ্মী পড়িয়া সঙ্কটে ॥২৬১

লক্ষ্মীদেবী ভয়ে তার না গেল নিয়ড়।
প্রহ্লাদ আনিঞা ব্রহ্মা বলিল বিস্তর ॥২৬২
তুমি যদি যাহ বাপু প্রভু বিদ্যমানে।
তবে শান্ত হয় প্রভু হেন লয় মনে ॥২৬২
ব্রহ্মার বচন শুনি দৈত্যের তনয়।
শিরে কর যুড়িয়া বলিল মহাশয় ॥২৬৩
দণ্ড পরণাম করি পড়িলা চরণে।
শিরে কর দিঞা প্রভু তুলিল আপনে ॥২৬৪
করপদ্ম পরশনে কৈল দিব্যজ্ঞান।
স্তুতি করে দৈত্যপুত্র মহামতিমান ॥২৬৫
প্রেমে গদগদ বাণী অঙ্গ পুলকিত।
কৃষ্ণের চরণে শিশু আরোপিলা চিত্ত ॥২৬৬
ব্রহ্মা আদি সুরগণে সেবে এতকাল।
বুঝিতে না পারে তবু চরিত্র তাহার ॥২৬৭
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার না বুঝিল মর্ম্ম।
তার স্তুতি কি করিব অসুর অধম ॥২৬৮
বুদ্ধি বল তপযোগ শ্রুতি কুলধন।
কৃষ্ণ আরাধিতে নহে এসব কারণ ॥২৬৯
গুণহীন পশুজাতি গজেন্দ্র আছিল।
ভকতি দেখিয়া তারে প্রভু উদ্ধারিল ॥২৭০
ভক্তিহীন দ্বিজ সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত।
তাহা হৈতে ভকত চণ্ডাল সুপূজিত ॥২৭১
ধন মন বচন গোবিন্দে আরোপণ।
সবংশে পবিত্র তারে করে নারায়ণ ॥২৭২
পরিতুষ্ট ভগবান স্বতন্ত্র বিহার।
না মাগে কাহার পূজা ভক্তি পুরস্কার ॥২৭৩
প্রভুরে পূজিলে পূজা হয় ত্রিভুবনে।
মুখের ভূষণ যেন দেখিয়ে দর্পণে ॥২৭৪
এই সে ভরসা মোর শ্রীহরি ভজনে।
বুদ্ধি অনুসারে স্তুতি করিব আপনে ॥২৭৫
নীচ পামরেত তবে প্রভু গুণ গায়।
এই ত ভরসা কিছু করিবারে চায় ॥২৭৬
ব্রহ্মা ভব আদি দেব পুরুষকিঙ্কর।
চিরকাল ধরি তোমা ভজে নিরন্তর ॥২৭৭
এ সবের কৈল মহাভয় নিবারণ।
ক্রোধ ছাড়ি শান্ত রূপ ধরে নারায়ণ ॥২৭৮
দন্ত মুখ বিকট কঠোর ভয়ঙ্কর।
এরূপ দেখিতে মোর নাহি কিছু ডর ॥২৭৯

এ ঘোর সংসার দেখি মোর বড় ভয়।
কতকালে প্রভু তুমি হইবে সদয় ॥২৮০
ব্রহ্মা ভব আদি দেব সভায় ভিতরে।
তোমার মহিমা কথা কহে নিরন্তরে ২৮১
এই গুণ কথা যেন নিরন্তর গাঙ।
ভকত সমাজে যেন আনন্দে বেড়াঙ ॥২৮২
এই দয়া কর মোরে প্রভু নরহরি।
তিলেক না রহি যেন গুণকথা ছাড়ি ॥২৮৩
এই রূপে কত কত কৈল স্তুতিবাদ।
নরসিংহ তুষ্ট হই করিলা প্রসাদ ॥২৮৪
বর মাগ দৈত্যপুত্র যত ইচ্ছা মনে।
আমি তুষ্ট হৈলে নাহি দুর্ল্লভ ভুবনে ॥২৮৫
হসিঞা প্রহ্লাদ তবে দিলেন উত্তর।
বর দিঞা ভাণ্ড তুমি আপন কিঙ্কর ॥২৮৬
সেবক অধম সেবা করে কাম্য করি।
কাম দিয়া ভাণ্ড দাস ঈশ্বর না বলি ॥২৮৭
মুক্তি বর না মাগিব তোমার চরণে।
তুমি মোরে বর কভু না দেহ আপনে ॥২৮৮
অকাম ভকত মুক্তি তুমি নিরাশ্রয়।
তোমায় আমায় প্রভু এই সে নিশ্চয় ॥২৮৯
বর হৈতে অমায় নাহিক প্রয়োজন।
সেবকের সেবায় তোমার কর্ম্ম কোন ॥২৯০
তুমি পূর্ণব্রহ্ম আমি অকাম কিঙ্কর।
বর দিঞা কেনে মোরে ভাণ্ড গদাধর ॥৯১
যদি বর দিবে হেন নিশ্চয় তোমার।
মোর চিত্তে নহে যেন কাম অহঙ্কার ॥২৯২
নারদ কহিল মোরে মন্ত্র উপদেশ।
সেই মন্ত্র জপি যেন কাময়া বিশেষ ॥২৯৩
আর বর দেহ মোরে প্রভু মহেশ্বর।
পিতা মোর তোমাকে নিন্দিল নিরন্তর ॥৯৪
তোমার ভকত মুক্তি তনয় তাহার।
সে কারণে কৈল মোর নানা পরকার ॥৯৫
তোমার চরণে মোর লবে এই বর।
তার অপরাধ তুমি ক্ষমিবে সকল ॥২৯৬
এ বোল শুনিঞা প্রভু বোলে নারায়ণ।
সাবধানে শুন বাপু আমার বচন ॥২৯৭
সুখে পরিত্রাণ পাইল জনক তোমার।
তিন সাত কুল আর পাইল প্রতিকার ॥৯৮

যে বংশে জন্মিলে তুমি ভকত প্রধান।
সে বংশে তাহার কুল পাইল পরিত্রাণ ॥২৯৯
যার বংশে ভকত জনের উৎপত্তি।
হীন পামর কিবা দুষ্ট পাপজাতি ॥৩০০
পবিত্র সকল কুল বংশের উদ্ধার।
সাধু সঙ্গে তরে সব পাপী দুরাচার।৩০১
রাজ্য ভোগ কর তুমি এক মন্বন্তর।
পুণ্য কথা আমার কহি যে নিরন্তর ॥৩০২
আমাতে করিহ তুমি চিত্ত আরোপণ।
সর্ব্বভূতে আছি আছি করিহ স্মরণ ॥ ০৩
পাপ পুণ্য কর্ম্ম ভোগ করিহ খণ্ডন ॥
জগতে নির্ম্মল যশ করিহ স্থাপন।৩০৪
অন্তকালে কর্ম্মবন্ধ ত্যজি কলেবর।
পাইবে আমারে বন্ধ ছুটিবে সকল।৩০৫
তোমার আমার যেই চরিত্র বাখান।
খণ্ডিবে দুরিত তার হৈব পরিত্রাণ।৩০৬
অগ্নি দানে বাপের করিবে প্রেত কর্ম্ম।
রাজাসনে বসিয়া পালিহ নিজ ধর্ম্ম।৩০৭
হেন কালে ব্রহ্মা আদি দেবের দেবতা।
দেবগণে স্তুতি আসি কৈল লোকপিতা।৮
দেবগণে স্তুতি করে প্রভু বিদ্যমান।
দেবের সাক্ষাতে প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধান।৩০৯
বিস্ময় ভাবিয়া দেব সকল রহিল।
দৈত্যের ঈশ্বর করি প্রহ্লাদে স্থাপিল ॥৩১০
প্রহ্লাদে পূজিল দেব ব্রহ্মা মহেশ্বর।
নিজ নিজ স্থানে দেব চলিল সকল ॥৩১১
সেই পারিষদ দুই দিতির নন্দন।
অবতার করি হরি মারিল এখন ॥৩১২
সেই দুই দৈত্য হৈল রাক্ষস মুরতি।
রাবণ কুম্ভকর্ণ নাম জগতে খেয়াতি ॥৩১৩
রাম অবতারে হরি তা সবা বধিল।
সেই দুই দৈত্য আসি হেথাতে জন্মিল ॥১৪
বৈরী অনুবন্ধ করি দৈবকীনন্দন।
বৈরীভাব করি কৈল বৈকুণ্ঠ গমন ॥৩১৫
কহিল তোমারে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
বৈরীভাব করি দৈত্য হৈল বিমোচন ॥৩১৬
নর সিংহ অবতার পুণ্য গুণ গাথা।
প্রহ্লাদ চরিত্র মহাভাগবত কথা ॥৩১৭
ধন্য পুণ্য পাপহর পবিত্র ব্যাখান ॥
কহিলে শুনিলে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।৩১৮
তুমি সব ধন্য জন জগতপাবন।
যার ঘরে বৈসে পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।৩১৯
তুমি সব বল ভাই বান্ধব আমার।
সারথি বলিয়া যারে কর অহঙ্কার।৩২০
সেই পূর্ণব্রহ্ম হরি ধরে নরবেশ।
ব্রহ্মাহর আদি যার না জানে উদ্দেশ।৩২১
ভক্তি রস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান।৩২২
ইতি শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়

এই হরি পুরবে স্থাপিল নিজ ভার।
ত্রিপুর মারিয়া যশ থুইল চমৎকার ॥১
শঙ্কর দেবের কৈল সঙ্কট মোচন।
সাক্ষাৎ তোমার ঘরে হৈল নারায়ণ ॥২
এ বোল শুনিঞা তবে রাজা জিজ্ঞাসিল।
কিরূপে ত্রিপুর বধ কি কারণে কৈল।৩
নারদ বলিল রাজা শুন সাবধানে।
যেরূপে ত্রিপুর বধ কৈল নারায়ণে।৪
দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল পৃথিবী ভিতরে।
অসুর হারিয়া যুদ্ধে গেল রসাতলে।৫
ময়দানবের গিয়া পশিল শরণে।
ত্রিপুর নির্ম্মিঞা ময় দিল তৎক্ষণে।৬
একখানি পুরী কৈল লোহার নির্ম্মাণ।
কনক রজত আর পুরী দুই খান।৭
তিন খানী পুরী তার একত্র করিয়া।
বেড়ায় অসুর সব তাহাতে চড়িয়া ॥৮
যে যে দেশে চাপি পড়ে তিন গোটাপুর।
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহা করয়ে নির্ম্মূল।৯
এইরূপে করে তারা তিন লোক নাশ।
দেবগণ মিলি গেলা শঙ্করের পাশ।১০
আরাধিয়া শঙ্কর আনিল দেবগণে।
শঙ্করের যুদ্ধ হৈল ত্রিপুরের সনে।১১
শঙ্কর যুড়িয়া বাণ ধনুক সন্ধানে।
মারিল অসুরগণ বাণ বরিষণে।১২
মহাযোগে মায়া তাহে সৃজিল প্রকার।
যোগ বলে দৈত্য গণে আনিল পাতাল।১৩

রস কূপে কেলি ময়া অসুর জীয়ায়।
মনে দুঃখ পাই শিব না দেখি উপায়।১৪
হেন কালে করে কার্য্য দেবকীনন্দন।
ধেনু রূপ আপনে ধরিলা তৎক্ষণ।১৫
ব্রহ্মায় করিয়া বৎস চলিলা শ্রীহরি।
রস কূপ পান কৈল ধেনুরূপ ধরি।১৬
তবে শিব সন্ধান সে করিলা তৎকাল।
ত্রিপুর অসুর মারি করিলা সংহার॥১৭
ত্রিপুর বধিয়া শিব হইল ত্রিপুরারি।
শঙ্করের যশ থুইল জগতে বিস্তারি।১৮
দুন্দুভি বাজন বাজে আকাশমণ্ডলে।
পুষ্প বরিষণ কৈল গন্ধর্ব্ব কিন্নরে।১৯
ইন্দ্র আদি দেব স্তুতি কৈল বিদ্যমানে।
ত্রিপুর পুড়িয়া শিব গেলা নিজ স্থানে।২০
এই রূপ লীলা করি করে কত কর্ম।
কহিতে শকতি কার কে বুঝিবে মর্ম।২১
কৃষ্ণের মহিমা কিছু কহিল উদ্দেশ।
আর কিবা জিজ্ঞাস তার কহিবে বিশেষ।২২
ভক্তি রস শুক শ্রীল গদাধর জান॥
ভাগবত আচার্য্যের মধু রস পান।২৩
ইতি শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তবে যুধিষ্ঠির রাজা করি যোড় কর।
বর্ণাশ্রম ধর্ম জিজ্ঞাসিল নৃপবর।১
মহাভাগবত তুমি ব্রহ্মার নন্দন।
লোক পরিত্রাণ হেতু কর পর্য্যটন।২
বর্ণাশ্রম ধর্ম মোরে কহ মহাশয়।
শুনিলে তোমার মুখে খণ্ডয় সংশয়॥৩
এ বোল শুনিয়া বলে মুনি তপোধনে।
কহিব তোমারে শুন সাবধানে।৪
ধর্ম্মের নন্দন নরনারায়ণ নামে।
আকর করেন তপ বদরিকাশ্রমে।৫
তারা দুই জনে ধর্ম কহিল আমারে॥
সে ধর্ম কহিব রাজা তোমার গোচরে।৬
সর্ব্বভূতময় হরি ধর্ম্মের কারণ।
ধর্মময় এক ভগবান্ নারায়ণ।৭
সত্য শান্ত তপ শৌচ দয়া শম দম।
শান্তি তুষ্টি ব্রহ্মচর্য্য ইন্দ্রিয়সংযম।৮
গ্রাম্য ধর্ম পরিত্যাগ ভকত সেবন।
সর্ব্ব জীবে করি অন্ন পান বিতোষণ।৯
সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ বুদ্ধি শ্রবণ কীর্ত্তন।
স্মরণ বন্দন দাস্য আত্মনিবেদন॥১০
এসব ধর্ম্মের সর্ব্ব বর্ণ অধিকারী।
যাহা হৈতে তুষ্ট হয় প্রভু শ্রীল হরি॥১১
যজন যাজন বিপ্র করি অধ্যয়নে।
বেদ পড়াইব দান করিব ব্রাহ্মণে॥১২
সন্ধ্যা কর্ম করি কৃষ্ণ পূজিব ত্রিকাল।
সামান্য কহিল লোক ব্রাহ্মণ আচার॥১৩
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রাজা সংগ্রামে কুশল।
রিপু দল জিনিয়া শাসিব ক্ষিতিতল॥১৪
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপিব অধিকারে।
প্রজা ধর্ম্মে পালিব দণ্ডিবে দুষ্টাচার।১৫
কৃষি কর্ম গো রক্ষণ ধার উপধার।
বৈশ্য ধন বাড়াইব দঞা বাণিজ্যার।১৬
সঞ্চয় করিয়া দান করিব ব্রাহ্মণে।
দ্বিজ দেব পূজিব ভজিব সাধুজনে।১৭
শূদ্র কুলের ধর্ম ব্রাহ্মণ সেবনে।
চিত্ত বৃত্তি সমর্পিব ব্রাহ্মণ চরণে।১৮
দৈব যোগে ধন যদি মিলয়ে তাহার।
ধন হৈতে ধন মদে বাড়ে অহঙ্কার॥১৯
সে কারণে ধন সমর্পিব দ্বিজকুলে।
দাস হইঞা সেবিব ত্যজিব মায়া ছলে।২০
সর্ব্বদেবময় বিপ্র গোবিন্দ সমান।
দ্বিজ সেবা বহি শূদ্রের ধর্ম নাহি আন॥২১
ব্রাহ্মণ ভকতি ক্ষমা প্রসাদ বিনয়।
ধৈর্য্য শৌর্য্য তপ শ্রম মন শুদ্ধময়॥২২
সত্য দম তপ শৌচ অচ্যুত ভজন।
শান্তি কান্তি জ্ঞান দয়া ব্রাহ্মণ লক্ষণ।২৩
দান যজ্ঞ এই সব ক্ষত্রিয় লক্ষণ॥
বৈশ্যের লক্ষণ শুন কহিব এখন।২৪
স্বধর্ম করিয়া ধন করিবে অর্জ্জন।
ধন দিঞা সন্তোষিবে দ্বিজ গুরু জন॥২৫
দেব দ্বিজ ভকতি করিব নিরন্তর॥
শূদ্র জাতি ধর্ম কহি শুন নরেশ্বর।২৬
দাস ভাবে দ্বিজ সেবা মায়া পরিহরি।
দ্বিজ ভক্তি করিয়া ভজিব শ্রীহরি॥২৭

সত্য শৌচ থাকিব ত্যজিব দুষ্ট ধর্ম।
মন্ত্র উচ্চারণ করি না করিব কর্ম ॥২৮
মার্জ্জন লেপন গৃহ করিবে মণ্ডন।
পতিধর্ম্ম ব্রত তার সতত শ্রবণ ॥২৯
স্ত্রীকুলে পতির সেবা মহাধর্ম্ম বাণী।
পতি সেবা বড় ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখানি ॥৩০
পবিত্র শরীর করি পতি সম্ভাষণ।
বচনে করিবে প্রেম সন্তোষ কারণ ॥৩১
ক্রোধ লোভ ছাড়িব থাকিব সত্য দয়া।
কৃষ্ণ ভাবে পতি ভক্তি না করিবে মায়া ॥৩২
সকল জাতির ধর্ম্ম নিজ নিজ আছে।
সেই সেই ধর্ম্মে পতিব্রতা ধর্ম্ম ভজে ॥৩৩
অন্ত্যজ চণ্ডাল কিবা শবর পামর।
আপনার নিজ ধর্ম্ম করিব সকল ॥৩৪
নিজ ধর্ম্মে থাকিয়া ভজিব নারায়ণ।
কহিল তোমারে ধর্ম্ম সর্ব্ব বিবরণ ॥৩৫
নিজ ধর্ম্মে থাকিব সে ভজিবে শ্রীহরি।
একান্ত ভজিব তবে সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি ॥৩৬
তবে রাজা কহি শুন আশ্রম আচার।
ব্রহ্মচারী ধর্ম্ম শুন ধর্ম্মের কুমার ॥৩৭
ব্রহ্মচারী গুরু কুলে সতত বসিব।
চিত্ত সমাধান করি গুরু আরাধিব ॥৩৮
দাস ভাবে নীচরত করি ব্যবহার।
সন্ধ্যা কর্ম্ম বহি কর্ম্ম করিবে ত্রিকাল ॥৩৯
গুরু আজ্ঞা দিলে বেদ করি অধ্যয়ন।
সাঙ্গ অনুভাব কালে চরণ বন্দন ॥৪০
দণ্ড কমণ্ডলু জটা চর্ম্ম পরিধান।
ধরিব করিব তবে চিত্তে সমাধান ॥৪১
প্রাতঃকালে সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা পর্য্যটন।
আনিঞা করিব ভিক্ষা গুরু সমর্পণ ॥৪২
গুরু আজ্ঞা দিলে দ্বিজ করিব ভোজন।
গুরু আজ্ঞা না হৈলে করিব উপাসন ॥৪৩
মজ্জন মার্জ্জন জল অঙ্গ পরিষ্কার।
না করিব শরীরে পিরিতি ব্যবহার ॥৪৪
গুরুদার নিকট নহিব কোন কালে।
হেন জানি নারী জাতি জলন্ত অনলে ॥৪৫
পুরুষ জানিহ ঘৃত কলস সমান।
স্ত্রীসঙ্গ কভুও না করিবে মতিমান ॥৪৬
কন্যা যদি হয় তাহা দূরে পরিহরি।
ব্রহ্মচারী স্ত্রীর সঙ্গ কভু নাহি করি ॥৪৭
স্ত্রীর সঙ্গ না করিবে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ।
কোন মতে নহে যেন নিজ ব্রত ভঙ্গ ॥৪৮
সকল ইন্দ্রিয়গণ মহা বলবান।
হরয়ে যোগীর মন নাহি বস্তু জ্ঞান ॥৪৯
এইরূপে ব্রহ্মচারী গুরু আরাধিব।
পড়িয়া সকল বেদ শুদ্ধপথ হৈব ॥৫০
গুরুকে দক্ষিণা দিঞা চলিব মন্দিরে।
সন্ন্যাসী হইয়া তবে চলিব দিগন্তরে ॥৫১
সকল ছাড়িয়া কিবা বনে প্রবেশিব।
একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণ আরাধিব ॥৫২
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি সব রস জ্ঞান।
বানপ্রস্থ ধর্ম্ম কহি শুন মতিমান ॥৫৩
বানপ্রস্থ কৃষি ফল ছাড়িব ভোজন।
বৃক্ষ ফল মূল খাঞা রাখিব জীবন ॥৫৪
কুশ কাষ্ঠ সমিধ আনিব আহরিয়া।
নিতি নিতি পঞ্চ যজ্ঞ করিব চিন্তিয়া ॥৫৫
সন্ধ্যা কর্ম্ম অগ্নি কর্ম্ম করিব ত্রিকাল।
কেশ লোম ধরিব পরিব বাঘ ছাল ॥৫৬
দণ্ড কমণ্ডলু করে শিরে জটাভার।
বনফল মূল লঞা করিব আহার ॥৫৭
এইরূপে চিরকাল বনবাস করি।
অন্তঃকালে তনু ত্যজি যায় বিষ্ণুপুরী ॥৫৮
সন্ন্যাস আশ্রম ধর্ম্ম শুন সাবধানে।
পরম পাবন ধর্ম্ম কহিব এখনে ॥৫৯
পহিলে পুরুষ হয় বিষয় বৈরাগ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্ম করি পরিত্যাগ ॥৬০
তখনে চলিব বনে করিয়া সন্ন্যাস।
গ্রামে গ্রামে একো দিন ক্ষণে বনে বাস ॥৬১
দণ্ড কমণ্ডলু করে কৌপীন বসন।
একেশ্বরে নিরপেক্ষ করিব গমন ॥৬২
শান্ত দান্ত সর্ব্বভূত হেতু যুত পর।
নারায়ণ পরায়ণ শুদ্ধ কলেবর ॥৬৩
চরাচর জীবে হৈব ঈশ্বর ভাবনা।
মনেও নাহিক কভু বিষয় বাসনা ॥৬৪
বন্ধ মোক্ষ দেখিব আপনার জ্ঞেয়ানে।
মায়াময় জগৎ বুঝিব অনুমানে ॥৬৫

বিষাদ ত্যজিব তর্ক ন্যায় দরশন।
কভু না করিব বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ॥৬৬
বহু শিষ্য না করিবে না পড়াইবে বেদ।
কার সনে কখন না করিব মতি ভেদ ॥৬৭
সকল আরম্ভ ত্যজি তত্ত্বে মন দিব।
সমচিত্ত শান্ত হঞা শ্রীহরি ভজিব ॥৬৮
বালবৎ চরিত্র অন্তর নিরমল।
জড় উন্মত্ত যেন দেখিব সকল ॥৬৯
কহিব তোমারে পুরাতন ইতিহাস।
অজগর মুনি আর প্রহ্লাদ সম্বাদ ॥৭০
কাবেরী নদীর তীরে এক যোগেশ্বর।
সহ্যগিরি গহ্বরে থাকয়ে নিরন্তর ॥৭১
ধূলায় ধূসরতনু থাকেন শয়নে।
এক কালে প্রহ্লাদ চলিলা পর্য্যটনে ॥৭২
লোক তত্ত্ব বুঝিবে লোকের অধিপতি।
চলিলা অল্প সৈন্য করিয়া সংহতি ॥৭৩
কাবেরী নদীর তীরে হৈলা উৎপন্ন।
অজগর মুনি সনে তথা দরশন ॥৭৪
প্রহ্লাদ চলিলা দিব্য পুরুষ লক্ষণ।
প্রণাম করিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥৭৫
প্রহ্লাদ পুছিল তবে ভকত প্রধান।
স্থূলকলেবর তুমি মহাভাগ্যবান্ ॥৭৬
ধন নাহি তোমার উদ্বেগ নাহি কর।
স্থূলকলেবর তুমি কোন যোগধর ॥৭৭
শয়ন করিয়া থাক না কর আহার।
তুষ্ট পুষ্ট দেখি তোমা সন্তোষ অন্তর ॥৭৮
কহ যদি যোগ্য আমি হই যোগেশ্বরে।
অজগর মুনি তবে দিলেন উত্তরে ॥৭৯
শুনহে আমার কথা ভকত প্রধান।
কহিব সকল কথা তোমা বিদ্যমান ॥৮০
যাহার হৃদয়ে বৈসে প্রভু ভগবান।
বড় পুণ্যে তাঁর সনে হয় সম্ভাষণ ॥৮১
নানা জন্ম ভ্রমিল বিবিধ কর্ম্ম করি।
এতেক কহিল আমি বুঝিল বিচারি ॥৮২
মুকতি দুয়ার এই নরক দুয়ার।
সাধিতে পারিলে এই দেহে প্রতিকার ॥৮৩
সুখ হেতু কর্ম্ম করি সবে দুঃখ সার।
কর্ম্ম করি নানা দুঃখ পাই বার বার ॥৮৪
এবে কর্ম্ম ত্যজি হৈল শুদ্ধ কলেবর।
আনন্দ সাগরে আমি ভাসি নিরন্তর ॥৮৫
বিষয় সন্ধান এবে মনেও না করি।
শয়ন করিয়া থাকি তত্ত্বে মন ধরি ॥৮৬
তাহা হৈতে দেখি সব অসত্য সংসার।
অসত্য সকল হেন না কর বিচার ॥৮৭
নানা দুঃখ করি ধন উপার্জ্জন করে।
দুঃখ বিনে আর কিছু না দেখি তাহারে ॥৮৮
রাত্রি দিনে করে এই মনে নানা ভয়।
নিদ্রা নাহি যায় ধনী সর্ব্বত্র সংশয় ॥৮৯
শোক মোহ ভয় ক্রোধ রাগ পরিশ্রম।
ধন হৈতে ধনীবশ তত্ত্ব মতিভ্রম ॥৯০
এবোল বুঝিয়া ত্যজিব ধন আশা।
সর্প মধুকর দেখি বাড়িল ভরসা ॥৯১
দুই গুরু আমার পন্নগ মধুকর।
তা সবার ঠাঁঞি তত্ত্ব শিখিল সকল ॥৯২
নানা পুষ্পের মধু মধুকর আনে।
তাহাকে মারিয়া মধু লয় অন্যজনে ॥৯৩
এবোল বুঝিয়া যেবা দৈব যোগে মিলে।
তাহা খাঞা সর্পরাজ রহে নিরন্তরে ॥৯৪
পর ঘরে থাকি সর্প না চিন্তে আহার।
সর্প হৈতে এসব শিখিল সদাচার ॥৯৫
দৈব যোগে যে মিলয় করয়ে ভোজন।
তৃণ পত্র ভস্মে ক্ষণে করিয়ে শয়ন ॥৯৬
কনক শয্যায় কেহ শয়ন করায়।
দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বসন পরায় ॥৯৭
হরিষ বিষাদ আমি কোথাও না করি।
অদৃষ্ট মানিঞা রহি চিত্তে কৃষ্ণ ধরি ॥৯৮
মিষ্ট অন্ন পান কেহ করায় ভোজন।
নিষ্ঠুর ভর্ৎসন কেহ করয়ে তাড়ন ॥৯৯
দিব্য রথে তুলি কেহ চামর ঢুলায়।
গজের উপরে তুলি কেহ লঞা যায় ॥১০০
ধূলা ভস্ম দিঞা কেহ সর্ব্বাঙ্গ ভরায়।
দণ্ড প্রহার কেহ করে সর্ব্বগায় ॥১০১
তাহাতে না করি আমি মান অপমান।
অদৃষ্ট মানিঞা চিত্তে করি সমাধান ॥১০২
সকল লোকের হিত চিন্তি সর্ব্বকাল।
শ্রীহরি ভজিয়া যেন হয় ভব পার ॥১০৩

কহিল তোমারে রাজা গোপত কথন।
গোবিন্দ ভকত তুমি সাধু মহাজন ॥১০৪
মুনির বচন শুনি দৈত্যের কুমার।
নিজ পুর চলিলা করিয়া নমস্কার ॥১০৫
কহিল তোমারে রাজা পূরব কথন।
আর কি কহিব কহ ধর্ম্মের নন্দন ॥১০৬
শ্রীগুরু শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী ॥১০৭
ইতি শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

ভক্তি যুক্ত হৈলা রাজা শুনি যুধিষ্ঠির।
প্রেমে গদগদ বাণী পুলক শরীর ॥১
নারদের চরণে করিয়া নমস্কার।
আর কথা জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের কুমার ॥২
আমি সব হেন যত মূর্খ গৃহবাসী।
তারা সব কেমনে তরিবে পাপরাশি ॥৩
কহ মুনি যোগেশ্বর তার পরকার।
কহিতে লাগিলা তবে ব্রহ্মার কুমার ॥৪
ঘরে থাকি সতত করিব শুভ কর্ম্ম।

* * * *

গোপী নাথ চরণে করিব সমর্পণ।
হরি কথা নিরবধি করিবে শ্রবণ ॥৬
ভকত জনের এই গুরু আরাধন।

* * * *

চিত্ত নিরমল হয় ভকত সংহতি।
সুতদার দেহ গেহ না করে পীরিতি ॥৮
প্রয়োজন অবধি করত্র সুত সঙ্গ।
অন্তর বৈরাগ্য যেন কভু নহে ভঙ্গ ॥৯
কেবল সংসার জেন দেখে সর্ব্বলোক।
পুত্রদার পরিজন বহু হয় শোক ॥১০
যে যে ইচ্ছা পিতা মাতা গৃহ সুত দার।
সেই দ্রব্য দিঞা চিত্ত সন্তোষে তাহার ॥১১
অন্তর বৈরাগ্য তার নাহি কেহ বুঝে।
আপনা গোপত করি গোপীনাথ ভজে ॥১২
দেখিব সকল জীব আপন সমান।
কীট পশু পক্ষ না করিবে ভিন্ন জ্ঞান ॥১৩

যখন যে হয় দৈব যোগে উপসন্ন।
সর্ব্বজীব বিভুঞ্জিয়া করিবে ভোজন ॥১৪
আপনার না বলিবে সুত বিত্ত দার।
ঈশ্বর নির্ম্মিত সব জানিবে সংসার ॥১৫
অন্তঃকালে হয় ক্রিমী ভস্ম কলেবর।
তার তরে কারে না করিবে নিজপর ॥১৫
যদি ধন হয় সর্ব্ব জীব সন্তোষিবে।
দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ সতত করিবে ॥১৭
সর্ব্ব জীবে বৈসে হরি করিবে ভাবনা।
এই চিত্তে করিয়া করিবে উপসনা ॥১৮
শুভ যোগ শুভ তিথি শুভ কাল পাইয়া।
জপ হোম যজ্ঞ দান করিবে বুঝিয়া ॥১৯
পুণ্য দেশ পুণ্য ভূমি কহিবে তোমারে।
যথা রহি পুণ্য কর্ম্ম করিবে সকলে ॥২০
সেই পুণ্য দেশ যথা থাকে সাধু জন।
যথা যথা কৃষ্ণ মূর্ত্তি করয়ে স্থাপন ॥২১
মূর্ত্তি অবতারে হরি থাকেন সে দেশে।
সর্ব্ব তীর্থ সনে তথা সর্ব্ব দেব বৈসে ॥২২
সেদেশে জানিহ তুমি সকল কল্যাণ।
ভকত জনের হয় যথা উপাদান ॥২৩
গঙ্গা আদি মহানদী প্রভাস পুষ্কর।
কুরুক্ষেত্র প্রয়াগ নৈমিষ তীর্থবর ॥২৪
পুলহ-আশ্রম সেতু গয়া দ্বারাবতী।
বারাণসী মধুপুর পম্পা সরস্বতী ॥২৫
নারায়ণক্ষেত্রবৃন্দ সবে আদি করি।
এই সব পুণ্য ভূমি যথা বৈসে হরি ॥২৬
মূর্ত্তিরূপে যথা হরি করেন বিহার।
ভকত জনের হয় যথা অবতার ॥২৭
সেই সব পুণ্য ভূমি জানি হরি শেষে।
যত যত কর্ম্ম ধর্ম্ম হয় সেই দেশে ॥২৮
পাত্র মধ্যে পাত্র সার কহি নরেশ্বর।
সকল পাত্রে সার এক দামোদর ॥২৯
কৃষ্ণ তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হয় চরাচর।
এ বোল বুঝিয়া সবে পূজে গদাধর ॥৩০
লোকমধ্যে পাত্র যেন জানিবে ব্রাহ্মণ।
তাহাতে অধিক পাত্র হরিপরায়ণ ॥৩১
ত্রেতা যুগে মূর্ত্তি করি মন্ত্রমুনিগণ।
মূর্ত্তি অবতারে হরি ভজিল তখন ॥৩২

সেই মূর্ত্তি করি যেবা ভজে নারায়ণ।
জীব-হিংসা করে যদি নাহি প্রয়োজন ॥৩৩
শ্রদ্ধাবাণী তবে আর কহিল বিস্তার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ জিনিতে প্রকার ॥৩
নারদ বলেন তবে শুন নরেশ্বর।
কহিব যতেক ধর্ম্ম তোমার গোচর ॥৩৫
বিনে গুরু উপদেশ কিছুই না হয়।
গুরু উপদেশ লঞা ঘুচাহ সংশয় ॥৩৬
তবে ধর্ম্ম করিলে সকল হয় সিদ্ধি।
এ বোল বুঝিয়া গুরু ভজে মহাবুদ্ধি ॥৩৭
গুরুরূপে জ্ঞানদাতা প্রভু ভগবান্।
চিত্তে না করিহ গুরু মানুষ গেয়ান ॥৩৮
গুরুতে যাবৎ যার থাকে নরবুদ্ধি।
তাবৎ না হয় তার কোন কর্ম্মে সিদ্ধি ॥৩৯
সেই গুরু সেই হরি দেখিব সমান।
গুরু ভক্তি করিব ভজিব মতিমান্ ॥৪০
আমার পূরব কথা কহি বিগুমান।
পূরব জনমে আমি গন্ধর্ব্ব প্রধান ॥৪১
আছিল গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গতি আমার।
দেবের সমাজে গীত গাই সর্ব্বকাল ॥৪২
এক কালে যজ্ঞ আরম্ভিল প্রজাপতি।
সকল গন্ধর্ব্বগণ করিয়া সংহতি ॥৪৩
তাহাতে চলিনু আমি গীত গাইবার।
হরি গুণ গান করি গোচর ব্রহ্মার ॥৪৪
দেবের নাচনী তথা দিব্য-নৃত্য করি।
ক্ষণেক আমার চিত্ত তাহাতে সঞ্চরি ॥৪৫
তাল ভঙ্গ হৈল মোর হেন অবসরে :
ক্রোধ করি প্রজাপতি শাপিল আমারে ৪৬
যাহ দুষ্ট বেটা তুঞি হও শূদ্রজাতি।
এ কারণে ক্ষিতিতলে হইনু উৎপত্তি ॥৪৭
দ্বিজ ঘরে হইনু আমি দাসীর তনয়।
আচম্বিতে আইলা তথা চারি মহাশয় ॥৪৮
কৃপা করি তাঁরা তবে দিল উপদেশ।
তাঁ সবার প্রসাদে ভজিনু হৃষীকেশ ॥৪৯
মহাজন উপাসনা উচ্ছিষ্ট ভোজন।
ব্রহ্মার কুমার আমি হৈনু তে কারণ ॥৫০
গুরু না ভজিলে কভু নহে পরিত্রাণ।
এ বোল বুঝিয়া গুরু ভজ মতিমান ॥৫১
কৃষ্ণে সমর্পিয়া যদি নিজ ধর্ম্ম করে।
গৃহস্থ সংসার দুঃখ তরিবারে পারে ॥৫২
তুমি ধন্য পুণ্য রাজা গুণের নিধান।
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তোমা সন্নিধান ॥৫৩
নররূপ ব্রহ্ম এই প্রভু নারায়ণ।
তাঁর সনে কর তুমি শয়ন ভোজন ॥৫৪
ব্রহ্মা ভব আদি যার করয়ে ধেয়ান।
তোমার নিকটে সেই প্রভু ভগবান ॥৫৫
তুমি মহাপুরুষ কেবল ধর্ম্মময়।
তোমার প্রসাদে লোক তরিব সংশয় ॥৫৬
এতেক বচন বলি ব্রহ্মার নন্দন।
অন্তর্দ্ধান করিয়া চলিলা ততক্ষণ ॥৫৭
নারদের বচন শুনিঞা যুধিষ্ঠির।
আনন্দে মজিল রাজা পুলক শরীর ॥৫৮
কৃষ্ণের মহিমা শুনি হইলা বিস্ময়।
জানিল সাক্ষাৎ এই প্রভু দয়াময় ॥৫৯
শ্রীযুত শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেম তরঙ্গিণী ॥৬০
ইতি শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমোধ্যায়ঃ
ইতি সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্তঃ ॥ ৭॥

অষ্টমস্কন্ধঃ।

এতেক বচন শুনি রাজা পরীক্ষিৎ ॥১
শুক স্থানে জিজ্ঞাসিল হঞা হরষিত।
স্বায়ম্ভুব মনুর কথা কহিলে সকল ॥২
চৌদ্দ মন্বন্তর কথা কহ যোগেশ্বর।
যথা যথা অবতার করিল শ্রীহরি ॥৩
যত কর্ম্ম কৈল যত অবতার করি।
সে সব কহিবে মোরে যদি কর দয়া ॥৪
তোমার প্রসাদে যেন তরি দেবমায়া।
তবে শুক মুনি তাঁরে দিলেন উত্তর ॥৫
কহিব তোমারে যত যত মন্বন্তর।
ছয় মন্বন্তর গেল কল্পের ভিতর।
স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর প্রধান সকল ॥৬
আকূতি তাঁহার কন্যা আছিল সুন্দরী।
তাঁর গর্ভে অবতার করিলা শ্রীহরি ॥৭
স্বায়ম্ভুব মনু ছিলা সবার প্রধান।
বনে তপ করি আরাধিল ভগবান ॥৮

ক্ষুধায় আকুল হয় যত দৈত্যগণে।
চৌদিগে বেড়িল তারা খাইবার মনে ॥৯
তবে যজ্ঞরূপে হরি করি অবতার।
সেই ক্ষণে কৈল সব দৈত্যের সংহার ॥১০
দ্বিতীয়ে আছিলা স্বারোচিষ মন্বন্তর।
বৈরোচন নামে ইন্দ্র ভূষিত অম্বর ॥১১
তৃতীয়ে আছিল মনু উত্তম সে নামে।
সত্যজিৎ নামে দেব সত্যদেবগণে ॥১২
সত্যসেন নামে হরি দৈত্যের কুমার।
মারিয়া অসুরগণ করিল সংহার ॥১৩
চতুর্থে তামস মনু পুণ্য কলেবর।
প্রিয়ব্রত সুত তারা দুই সহোদর ॥১৪
সত্য করি ধৃতি নামে হৈল সুরগণে।
ত্রিশীক ইন্দ্রের নাম আছিল তখনে ॥১৫
হরিমেধা নামে ছিল এক নরেশ্বর।
হরি রূপে অবতার কৈল তার ঘর ॥১৬
হরি অবতার কৈল গজেন্দ্রমোক্ষণে।
শুন রাজা তার কথা কহিব এখনে ॥১৭
আছিলা ত্রিকূট নামে এক গিরিবর।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি আছে ক্ষীরোদ সাগর ॥১৮
অযুত যোজন তার উচ্চ পরিসর।
তিন গোটা শৃঙ্গ তার দেখিতে সুন্দর ॥১৯
রজত কাঞ্চনে তার দুইটা শিখর।
রতনের এক শৃঙ্গ করে ঝল মল ॥২০
আর শত শৃঙ্গ তার নানা মাণময়।
ক্ষীরোদ সাগরে দীপ্ত করে অতিশয় ॥২১
ফল ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুজাল।
কলরব পরভৃৎ ভ্রমর ঝঙ্কার ॥২২
বিবিধ বিহগ কুল সুশব্দ সঞ্চার।
সুরসিদ্ধ-বিদ্যাধর করয়ে বিহার ॥২৩
হেমমণিময় শীলা তরল বিমলে।
ক্রীড়া করে মুনিগণ গুহার ভিতরে ॥২৪
নির্ঝর ঝঙ্কৃত অলঙ্কৃত চারু করে।
স্থানে স্থানে দেবের উত্থান থরে থরে ॥২৫
নদ নদী সরোবর বিমল সলিল।
মণিময় বহুকৃত বন চারু তীর ॥২৬
সুরবধূজল ফেলি সলিল সুগন্ধ।
ললিত লহরী বাত বহে মন্দ মন্দ ॥২৭

বকুল চম্পক চূত পাটলী পিয়াল।
তমাল হেঁতাল তাল শন কোবিদার ॥২৮
অশোক পুন্নাগ নাগ চম্পক খর্জ্জুর।
মধুচক্র নারিকেল বীজপূর ॥২৯
বিল্ব আমলকী ভল্লাতক দেবদারু।
বহুবিধ দ্রুম যত পর্ব্বত সুচারু ॥৩০
আছিলা ত্রিকূট হেন পর্ব্বত বিশাল।
এক সরোবর তাহে আছেন বিস্তার ॥৩১
কুমুদ কহ্লার শতপত্র উৎপল।
তরল বিমল জল কনক কমল ॥৩২
জলচর বিহরয়ে শব্দ উতরোল।
মকর কচ্ছপ জলে তরঙ্গ কল্লোল ॥৩৩
যার নীর গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত।
হেন সরোবর তাহে দেখিতে শোভিত ॥৩৪
এক গজ তাহাতে আছিলা মহাবল।
যার পদভরে গিরি করে টল মল ॥৩৫
গন্ধ মাত্রে যার ভয়ে পলায় কেশরী।
পলায় মহিষ ব্যাঘ্র ভয়ে বন ছাড়ি ॥৩৬
এক দিন মহাগজ জল অনুসারে।
গজিনি সংহতি করি চলে সরোবরে। ৩৭
তরু বন ভাঙ্গিয়া করিল সমস্থল।
তার ভয়ে গিরিরাজ করে টল মল ॥৩৮
গজরাজ চলি যায় গজিনিগণ সঙ্গে।
তরু গিরি ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ডে ॥৩৯
প্রবেশ করিল গিয়া জলের ভিতরে।
কনক কমল গন্ধ বহে উৎপলে ॥৪০
জল কেলি করে গজ জলের ভিতরে।
ভাঙ্গিঞা কমল বন তুলিলা মৃণালে ॥৪১
ঠেলা ঠেলী কেলা ফেলি করি গজিগণে।
সরোবর জল কৈল কর্দ্দম সমানে ॥৪২
শুণ্ডে জল ছিটা ছিটী করে গজরাজ।
জলকেলি করে গজ গজিনী সমাজ ॥৪৩
হেনকালে এক নক্র মহাবলবান।
গজেন্দ্র চরণ ধরি দিল এক টান ॥৪৪
বিক্রম করিল গজ উঠিতে সত্বরে।
উঠিতে না পারে গজ ছট ফট করে ॥৪৫
গজিগণ চিন্তিয়া করিল প্রতিকার।
টানাটানি করি না পারিল তুলিবার ॥৪৬

অনেক যতন কৈল অনেক শকতি।
কোন মতে নারিল তুলিতে গজপতি ॥৪৭
গজীযূত এড়িয়া চলিলা ভিতাভিতে।
জলের ভিতরে গজ রহে সেই মতে ॥৪৮
মহানক্র মহাগজ দোঁহে সমবল।
এইরূপে যুদ্ধ করে সহস্র বৎসর ॥৪৯
কেহ কারে না পারে সমান দোঁহে বলী।
দুইজনে টানাটানি করে খেলা কেলি ॥৫০
এইরূপে গেল যদি সহস্র বৎসর।
অল্পে অল্পে টুটে সব গজেন্দ্রের বল ॥৫১
একে ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহে যুদ্ধ পরিশ্রম।
দিনে দিনে করিরাজ হৈল অবসন্ন ॥৫২
সংকটে পড়িয়া গজ চিন্তে মনে মনে।
দারুণ কুম্ভীর বন্ধ ছাড়িবে কেমনে ॥৫৩
ভবভয় ভঞ্জন প্রপন্ন নারায়ণে।
উদ্ধারিতে না পারিব নারায়ণ বিনে ॥৫৪
শ্রীহরি চরণে মুঞি পশিব শরণে।
সেই সে করিব নক্র বন্ধ বিমোচনে ॥৫৫
পূরব জনমে গজ যে মন্ত্র জপিল।
হেনকালে সেই মন্ত্র মনে স্মৃতি হৈল ॥৫৬
সেই মন্ত্র গজেন্দ্র জপিল সাবধানে।
বহু বিধ স্তুতি কৈল বিবিধ বিধানে ॥৫৭
জগৎনিবাস হরি বৈকুণ্ঠে আছেন।
গজরাজ স্তুতি বাণী তখনে শুনিলেন ॥৫৮
সঙ্গে পরিষদ গণ গরুড়বাহন।
আকাশ মণ্ডলে আসি দিল দরশন ॥৫৯
সূর্য্য কোটি সম তেজ চক্র চারু করে।
প্রকাশ দিলেন হরি গরুড় উপরে ॥৬০
গজরাজ সম্মুখে দেখিয়া নারায়ণে।
চমকিত হৈল গজ ভয় পাঞা মনে ॥৬১
নমো নমঃ নারায়ণ ভগবান্।
অখিল জগৎ গুরু পুরুষ পুরাণ ॥৬২
এতেক বুঝিয়া গজ যুক্তি কৈল মনে।
কমল তুলিয়া করে ধরিল গগনে ॥৬৩
এ বোল শুনিঞা মহা করুণাসাগর।
গরুড়ের কান্ধে হৈতে নামিলা সত্বর ॥৬৪
গরুড় চলিয়া যাইতে হৈব যতক্ষণ।
তাবৎ থাকিব মোর ভকত বন্ধন ॥৬৫
এবোল চিন্তিয়া হরি নামিলা সত্বরে।
নক্র সনে গজ রাজ তুলিল বাম করে ॥৬৬
চক্রে নক্র কাটিয়া গজেন্দ্র উদ্ধারিল।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে পুষ্প বৃষ্টি কৈল ॥৬৭
গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ গায় বিদ্যাধর।
সুরগণে স্তুতি করে প্রণত কন্ধর ॥৬৮
দুন্দুভি বাজন বাজে জয় জয় ধ্বনি।
সিদ্ধ বিদ্যাধর গণ বলে স্তুতিবাণী ॥৬৯
চক্রে নক্র কাটা গেল দুরন্ত কুম্ভীর।
দিব্যরূপ ধরে তবে গন্ধর্ব্ব শরীর ॥৭০
পূরব জনমে হুহু গন্ধর্ব্ব আছিল।
দেবল মুনির শাপে নক্ররূপ হৈল ॥৭১
ধরিল গন্ধর্ব্ব রূপ দিব্য কলেবর।
প্রণাম করিয়া রহে যুড়ি দুই কর ॥৭২
প্রভুর নির্ম্মল যশ গায় উচ্চৈঃস্বরে।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল দেব পুরে ॥৭৩
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া আনন্দ হৃষ্ট চলে।
বিস্ময় ভাবিয়া দেব রহিলা অম্বরে ॥৭৪
গজরাজ বলে তবে প্রভু নারায়ণ।
ভকতবৎসল তুমি শ্রীমধুসূদন ॥৭৫
তোমার কৃপায়ে মোর হৈল প্রতিকার।
আজি সে খণ্ডিল মোর ভব অন্ধকার ॥৭৬
তবে গজরাজ দিব্য কলেবর ধরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে ॥৭৭
পূরবে আছিলা তুমি আমার কিঙ্কর।
ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে রাজা পুণ্য কলেবর ॥৭৮
হরিপরায়ণ রাজা ছিল মতিমান।
সতত গোবিন্দ পদ করিয়া ধেয়ান ॥৭৯
চীরপরিধান শিরে ধরে জটাভার।
কুলাচল গিরি তটে রহে চিরকাল ॥৮০
রাজ্য পরিহরি ধরে তপস্বীর বেশ।
তীর্থে স্নান করিয়া পূজিল হৃষীকেশ ॥৮১
এক দিন কৃষ্ণ পূজা করে নরপতি।
হেনকালে অগস্ত্য মিলিলা মহামতি ॥৮২
শিষ্যগণ সঙ্গে মুনি কৈল আগমন।
উঠিয়া না কৈল রাজা মুনি সম্ভাষণ ॥৮৩
কৃষ্ণ পূজা ছাড়িয়া না কৈল আন চিত্ত।
সে কারণে জানে না উঠিলা সুপণ্ডিত ॥৮৪

তাহা দেখি ক্রোধ কৈল মুনি যোগেশ্বর।
দ্বিজ অবজ্ঞান বেটা কৈল এত বড় ॥৮৫
আপনে বৈষ্ণব বেটা এই গর্ব্ব ধরে।
আমাকে দেখিয়া না উঠিল অহঙ্কারে ॥৮৬
মত্ত গজ হৈল যেন গজরূপ ধর।
আর যেন গর্ব্ব না করিস এত বড় ॥৮৭
এতেক বলিয়া মুনি অগস্ত্য চলিল।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা তবে মনে ভয় পাইল ॥৮৮
কুঞ্জর শরীর রাজা মুনি শাপে ধরে।
আপনে আসিঞা উদ্ধারিলা সুরেশ্বরে ॥৮৯
পূরব ভকতি তাঁর পড়িল স্মরণে।
গজযোনি পরিত্রাণ পাইল তে কারণে ॥৯০
গজেন্দ্রমোক্ষণ করি প্রভু শ্রীহরি
নিজ পরিষদ করি নিলা নিজ পুরী ॥৯১
কহিল তোমারে রাজা কৃষ্ণের চরিত্র।
গজেন্দ্রমোক্ষণ কথা পরম পবিত্র ॥৯২
ধন্য পুণ্য শোকহর দুঃস্বপ্ন-নাশন।
ধর্ম্মযশকর কলিমলবিনাশন ॥৯৩
যেবা শুনে শুনায় বা প্রভাত সময়।
সর্ব্বপাপ হরে তার খণ্ডে ভব ভয় ॥৯৪
শ্রীযুত শ্রীগদাধর ধীরশিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥৯৫

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ১।

গজেন্দ্রমোক্ষণ রাজা কহিল তোমারে।
আর যে কহিব রাজা পঞ্চম মন্বন্তরে ॥১
পঞ্চমে বৈবস্বত মনু ইন্দ্রভুব নামে।
ভূতরাজ নামে তাহে হৈল সুরগণে ॥২
আছিলা বৈকুণ্ঠা নামে শুভদ বনিতা।
তার গর্ভে জনমিলা সর্ব্বলোকপিতা ॥৩
ধরিল বৈকুণ্ঠ নাম প্রভু ভগবান।
লক্ষ্মীর ইচ্ছায় কৈল বৈকুণ্ঠ নির্ম্মাণ ॥৪
পৃথিবী গুঁড়িয়া যদি ধূলা করি গণি।
তবুত প্রভুর গুণ গুণিতে না পারি ॥৫
আছিলা চাক্ষুষ মনু ষষ্ঠ মন্বন্তরে।
মন্ত্রদ্রুম নামে ইন্দ্র দেবের ঈশ্বরে ॥৬
অপ্য নামে সুরগণ আছিল তখনে।
অজিত প্রভুর নাম বিদিত ভুবনে ॥৭
বৈরাজের বনিতা সম্ভাবতী নামে জানি।
তার ঘরে অবতার কৈল চক্রপাণি ॥৮
ধরিল অজিত নাম প্রভু নারায়ণ।
দেবের কারণে কৈল সমুদ্র-মথন ॥৯
কূর্ম্মরূপ হঞা হরি ধরিল মন্দর।
অমৃত মথিয়া দেব করিল অমর ॥১০
ক্ষীরোদ মথন কথা শুন সাবধানে।
অদভুত কর্ম্ম তাহা কৈল নারায়ণে ॥১১
মারিয়া জিনিল অসুর করিয়া সমর।
ইন্দ্র আদি সুর হৈল চিন্তিত অন্তর ॥১২
মন্ত্রণা করিয়া গেলা ব্রহ্মা বিদ্যমানে।
কহিল সকল কথা ব্রহ্মার চরণে ॥১৩
দেবগণ দুর্ব্বল দেখিয়া পদ্মাসন।
চিত্তের ভিতরে কৈল কৃষ্ণ স্মঙরণ ॥১৪
আমি ব্রহ্মা ভব আদি তুমি সুরগণে।
সকলে মিলিয়া চিন্ত প্রভু নারায়ণে ॥১৫
যাঁর আজ্ঞা ধরি কর্ম্ম করি সর্ব্বজনে।
সবাই শরণ পশি তাঁহার চরণে ॥১৬
কেহ তাঁর বধ্যপক্ষ নাহি বন্ধুজন।
কেহ তাঁর শত্রু মিত্র নাহি ভিন্ন মন ॥১৭
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়ে সেই জনে।
সত্ত্ব রজ তম গুণ ধরে নারায়ণে ॥১৮
জগতের গুরু সেই ভকত-বৎসল।
ইচ্ছা করে সেই কর্ম্ম করিব সকল ॥১৯
এ বোল বলিয়া ব্রহ্মা দেব সন্তোষিল।
নির্ম্মল কীর্ত্তন করি গোবিন্দ স্মরিল ॥২০
আদ্য অন্ত অনন্ত নির্ম্মল নির্ব্বিকার।
মন বাক্যে না পারি জানিতে তত্ত্ব যার ॥২১
সে দেব চরণে মোর সতত প্রণাম।
জানিঞা করিব কৃপা সেই ভগবান ॥২২
যার মায়াপাশে বন্দি সব চরাচর।
যে হরি নির্গুণ ব্রহ্ম প্রকৃতির পর ॥২৩
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার অন্ত নাহি জানে।
যার মুখে উপজিল দ্বিজ হুতাশনে ॥২৪
চন্দ্র সূর্য্য উপজিল নয়নে যাহার।
শ্রবণে জন্মিল দশদিক দিক্‌পাল ॥২৫

আমি উপজিনু যার এ নাভিকমলে।
লক্ষ্মী বক্ষস্থলে যার বৈসে নিরন্তরে ॥২৬
বাহুযুগে উপজিল এ ক্ষত্রিয় জাতি।
উরে বৈশ্য উপজিল যাহার শকতি ॥২৭
শূদ্রজাতি উপজিল কৃষ্ণ পদতলে।
শিরে যার উপজিল আকাশ মণ্ডলে ॥২৮
স্তনে ধর্ম্ম পৃষ্ঠে যার জন্মিল অধর্ম্ম।
যার হাস্য হৈতে হৈল অপ্সরার জন্ম ॥২৯
উরু যুগে যমলোক জন্মিল অধরে।
কাল উপজিল কটাক্ষ ভিতরে ॥৩০
প্রাণ হৈতে প্রাণতম শকতি জনম।
এ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম করে নারায়ণ ॥৩১
তার পদকমলে রহুক নমস্কার।
যাহা হৈতে প্রপন্ন জনের অধিকার ॥৩২
নমো নমো নমো নমো নমো নারায়ণ।
প্রপন্ন জনেরে প্রভু দেহ দরশন ॥৩৩
এত স্তুতি কৈল ব্রহ্মা দেবের দেবতা।
দরশন দিল আসি সর্ব্বলোকপিতা ॥৩৪
জলধর শ্যামতনু রাজীবলোচন।
তপত কাঞ্চন তুল্য সুপীত বসন ॥৩৫
মহা মণিময় হেম মুকুট কেয়ূর।
অরুণ কমলপদ রঞ্জিত নূপুর ॥৩৬
বিলোল অলকাবলি ললিত কপোলে।
কৌস্তুভ ভূষণ উরে বনমালা দোলে ॥৩৭
কঙ্কণ সকুল তার ভূষণে ভূষিত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজে বিরাজিত ॥৩৮
হেন অপরূপ রূপ দেখি সুরগণে।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করে সাবধানে ॥৩৯
নমো হরি নমো জয় নমো নারায়ণ।
নমো রামকৃষ্ণ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন ॥৪০
দেবের কেবল তুমি গতি ভগবান।
প্রপন্ন-তারণ প্রভু ভব-পরিত্রাণ ॥৪১
এ বোল শুনিঞা বলে প্রভু দয়াময়।
শুন শুন দেবগণ না কর সংশয় ॥৪২
আমার বচন দেব শুন সাবধানে।
এখন দৈত্যের সনে করহ মিলনে ॥৪৩
অসুরের সঙ্গে গিয়া করহ সন্ধানে।
শুভ দিন হৈলে পাছে জিনিবে তখনে ॥৪৪
অসময়ে রিপু সনে করিয়ে সন্ধান।
সময় জিনিতে রিপু করিব সন্ধান ॥৪৫
অসুরগণের সনে করিয়া পীরিতি।
অমৃতমথন হেতু করহ যুকতি ॥৪৬
পৃথিবীর ঔষধ যত আন জড় করি।
ক্ষীর জলনিধি মাঝে তাহা লঞা ফেলি ॥৪৭
মন্দারে আনিয়া কর মথনের দড়ি।
বাসুকী আনিঞা কর বান্ধিবার দড়ি ॥৪৮
সুরাসুর মেলি কর ক্ষীরোদ মথনে।
দেবের সহায় আমি হইব আপনে ॥৪৯
আমার বচন দেব শুন সাবধানে।
দম্ভ ক্রোধ ত্যজি কর অমৃত-মথনে ॥৫০
কালকূট বিষ তাহে হৈব উপসয়ে।
তুমি সর্ব্ব তাহে জানি ভয় কর মনে ॥৫১
ইচ্ছা কৈল মহাপ্রভু করিতে বিহার।
আপনে করিব তাহে কর্ম্ম অবতার ॥৫২
সে কারণে কহে দেবে এত উপদেশ।
অন্তরীক্ষে হঞা তবে গেলা হৃষীকেশ ॥৫৩
প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে।
দেবগণ গেলা তবে বলি বিদ্যমানে ॥৫৪
বলি মহাপুরুষ দয়াল ক্ষমাশীল।
বিনয় বচনে বলি দেব সম্মানিল ॥৫৫
তবে দেব পুরন্দর কি বলে বচনে।
আমার বচন বলি কর অবধানে ॥৫৬
হিত কথা কহিল আপনে ভগবান।
সকল কহিলা ইন্দ্র বলি বিদ্যমান ॥৫৭
বলি রাজা শুনিঞা সন্তোষ পাইল মনে।
সত্য করি মানিল সে ইন্দ্রের বচনে ॥৫৮
দৃঢ়মনে যুকতি করিয়া দেবাসুরে।
সকলে মিলিয়া গেলা গিরি আনিবারে ॥৫৯
দেবাসুরে মিলি তবে বেড়িল পর্ব্বত।
পর্ব্বত দেখিয়া তবে হৈলা নিশবদ ॥৬০
আপনেই বলি রাজা পর্ব্বত ধরি করে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ পর্ব্বত তুলি ধরে ॥৬১
তুলিল মন্দারগিরি চাহে দেব বল।
অনেক যতন করি তুলিল মন্দার ॥৬২
মহাবল করিয়া পর্ব্বত বহি আনে।
বহিতে না পারে গিরি দেবাসুরগণে ॥৬৩

না পারিয়া পর্ব্বত ফেলিল ভূমিতলে।
অনেক অসুর সুর হৈল চুর মারে ।৬৪
যে যে সুরাসুর তাতে না গৈল পরাণে।
হাত পাও ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল নাক কাণে।।৬৫
দেবাসুর কন্দল বাড়িল ঘোরতর।
গালাগালি মারামারি নাহি নিজ পর।।৬৬
সুরাসুর কন্দল দেখিয়া নারায়ণ।
গরুড়-বাহনে হর দিল দরশন। ৬৭
আপনে চাহিলা যদি অমৃত নয়নে।
দেবাসুর বর্ত্তিয়া চলিলা সেই ক্ষণে ।।৬৮
লীলা করি বাম হাতে ধরিল মন্দর।
স্থাপিল মন্দর লঞা গরুড় উপর। ৬৯
সুরাসুর গণ লঞা চলিলা ঈশ্বর।
গরুড় ক্ষীরোদ জলে ফেলিল মন্দর ৭০
আজ্ঞা দিল নারায়ণ গরুড় চলিল।
আসিঞা ক্ষীরোদ সকলে বহিল। ৭১
বাসুকী আনিল গিয়া করিয়া আশ্বাস।
তোমাকে আমরা দিব অমৃতের ভাগ ।।৭২
বেড়িয়া পর্ব্বতরাজ বান্ধিল যতনে।
সুরাসুর করে তবে ক্ষীরোদ মথনে ।।৭৩
আপনে ধরিল হরি বাসুকীর শিরে।
সকল দেবতাগণ সেই দিগে ধরে ।।৭৪
তা দেখিয়া দৈত্যগণ বলে কোন বাণী।
কপটী দেবতাগণ আমি সব জানি।।৭৫
লাঙ্গুড় ধরিব আমি তুমি ধর শিরে।
তুমি সব বল কিছু না বুঝে অসুরে।।৭৬
দেবগণ লইয়া হরি ধরিল লাঙ্গুড়ে।

* * * *

তবে দেব অসুরে মিলিয়া দিল টানে।
অমৃতের লোভে করে ক্ষীরোদ মথনে ।।৭৮
পর্ব্বত রাখিতে কিছু না ছিল আধারে।
মথিতে মথিতে গিরি পশিল পাতালে।।৭৯
সুরাসুর মিলি কৈল যতন বিস্তর।
না পারিল রাখিতে পর্ব্বত গেল তল ।।৮০
মনে দুঃখ পাঞা দেব অসুর বসিল।
শিরে হাত দিঞা তবে চিন্তিতে লাগিল ।।৮
দেখিয়া শ্রীহরি তবে চিন্তিল প্রকার।
আপনে করিল হরি কূর্ম্ম অবতার ।।৮২

প্রবেশ করিল গিয়া পাতাল বিবরে।
পৃষ্ঠের উপরে ধরি তুলিল মন্দরে ।।৮৩
তবে সুরাসুর গণে উঠিল আনন্দ।
ক্ষীরোদ মথনে পুন কৈল অনুবন্ধ ।৮৪
পৃষ্ঠের উপরে হরি ধরিল মন্দর।
সুরাসুর মথে তবে ক্ষীরোদ সাগর। ৮৫
লক্ষ প্রহরের পথ পর্ব্বত বিস্তার।
পৃষ্ঠের উপরে যেন বদর আকার ।।৮৬
অসুর দেবতা ধরি মারে একটান।
তবে কোন বুদ্ধি করে প্রভু ভগবান ।।৮৭
বিষদৃষ্টি করিয়া অসুর বলহরে।
দেববল বাড়াইতে অমৃত সৃষ্টি করে।।৮৮
উপরে পর্ব্বত ধরে আর মূর্ত্তি ধরি।
করিয়া সহস্র ভুজ বিহরে শ্রীহরি ।।৮৯
ব্রহ্মা ভব আদি স্তুতি করেন কৌতুকে।
পুষ্পবৃষ্টি জয়বাণী হৈল তিন লোকে ।।৯০
সহস্রবদন ফণিবাজ বিষানলে।
পুড়িয়া অসুর গণ হৈল হত বলে ।।৯১
বিষ জ্বালতরল দেখিয়া সুরগণ।
মেঘ আনি উপরে করিয়া বরিষণ। ৯২
শীতল পবন আনি শরীরে লাগায়।
দেবরক্ষা হেতু করে এতেক উপায় ।।৯৩
মথন করিতে তবে ক্ষীরোদ সাগর।
প্রথমে উঠিল কালকূট ভয়ঙ্কর। ৯৪
মকর কচ্ছপ মীন নানা জলচর।
আকুল সকল হৈল ক্ষীরোদ সাগর ।।৯৫
উথলিয়া উঠে বিষ জলন্ত অনল
বিষফেনা ছড়া ছড়ি দেখি ভয়ঙ্কর। ৯৬
ভয় পেয়ে সুরাসুর পলাইল ডরে।
এতেক দেখিয়া প্রভু দামোদরে ।। ৯৭
চিন্তিল কোথাতে গেলে হয় পরিত্রাণ।
সবাই মিলিয়া গেলা শঙ্করের স্থান ।।৯৮
কৈলাস পর্ব্বতে শিব আছেন বসিঞা।
সিদ্ধসাধ্যগণ আছে শঙ্কর বেড়িঞা ।।৯৯
হেনকালে দেবাসুর হৈল উপসন্ন।
প্রণাম করিয়া করে শিব সম্ভাষণ ।।১০০
বিষপান করিয়া জগৎ রক্ষা কর।
তুমি মহা যোগেশ্বর সর্ব্বশক্তি ধর ।।১০১

ব্রহ্মভাবে স্তুতি কৈল বিবিধ বিস্তর।
তবে দেব সনে কথা কহে মহেশ্বর ॥১০২
দেখ দেখ পার্ব্বতী বিষম উপস্থিতে।
বিকল সকল লোক হৈল মহাভীতে ॥১০৩
দীন পরিপালন প্রভুর প্রয়োজন।
পরহিতে দেহ বিভু তেজে মহাজন ॥১০৪
যাহার শরীরে দেবী পরহিত করে।
কৃপা করি হরি তাহে আপনে উদ্ধারে ১০৫
প্রভু নারায়ণ কৃপা করয়ে যাহারে।
তাহারে অধিক বন্ধু নাহিক আমারে ১০৬
বৈষ্ণব আমার প্রিয় বৈষ্ণব জীবনে।
বৈষ্ণব অধিক প্রিয় নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১০৭
শুনহ পার্ব্বতী দেবী আমার বচনে।
আমা হৈতে হয় যদি লোক পরিত্রাণে ॥১০৮
তবে আমি আপনে করিব বিষ পান।
জীবন ত্যজিয়া করি লোক পরিত্রাণ ১০৯
দেবী অনুমতি দিল মহিমা বুঝিয়া।
ক্ষীরোদ সাগরে গেলা শঙ্কর চলিয়া ॥১১০
অঞ্জলি করিয়া বিষ শঙ্কর তুলিল।
কৃপায়ে শঙ্কর দেব বিষপান কৈল ॥১১১
নীলকণ্ঠ হৈলা শিব বিষপান করি।
সুরাসুরে প্রশংসিলা সাধু সাধু বলি ॥১১২
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কৈল মহেশ্বরে।
চমকিত হৈল দেখি ত্রিভুবন ডরে ॥১১৩
অঙ্গুলির সন্ধি দিয়া যে বিষ পড়িল।
সর্প পিপীলিকা আদি বিছুটিয়া নিল ১১৪
তবে আরবার যদি মথিল সাগর
কামধেনু নামে ধেনু তখন উঠিল ॥১১৫
ঋষিগণে নিল তাহা যজ্ঞ করিবারে।
মথিতে লাগিল পুনঃ ক্ষীরোদ সাগরে ১১৬
চন্দ্র উপজিল ত্রিভুবনের উজ্জ্বল।
দেবাসুর মিলিয়া তুষিল মহেশ্বর ॥১১৭
কৈলাসে উঠিয়া শিব গেলত সত্বর।
বিষতেজ শান্ত হৈল চন্দ্র সুশীতল ॥১১৮
উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব হৈল উপাদান।
ঐরাবত নামে হৈল গজের প্রধান ॥১১৯
উথিল কৌস্তুভমণি কৃষ্ণের ভূষণ।
তবে পারিজাত পুষ্প হৈল উৎপন্ন ॥১২০
জন্মিল অপ্সরা তবে দেবের রমণী।
লক্ষ্মী দেবী জনমিলা বিষ্ণুর ঘরণী ॥১২১
আসন আনিয়া তারে দিল পুরন্দর।
মূর্ত্তি ধরি নদীগণ আইলা সত্বর ॥১২২
হেমঘটে অভিষেক করে নদনদী।
অভিষেক দ্রব্য আনি দিলা বসুমতী ॥১২৩
পঞ্চগব্য আনি দিল যত ধেনুগণে।
ঋষিগণ অভিষেক করয়ে বিধানে ॥১২৪
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প বরিষণ করে বিবিধ সুন্দরী ॥১২৫
অষ্টদিগে হস্তি আসি বেড়ি বারি পাশ।
অভিষেক করে তাঁরা সোণার কলসে ১২৬
মৃদঙ্গ পণব শঙ্খ দুন্দুভি বাজনে।
অভিষেক কৈল দেবী দেব ঋষিগণে ॥১২৭
পীতবাস আনি তাঁরে দিলেন সাগরে।
বৈজয়ন্তী মালা আনি দিল জলেশ্বরে ১২৮
সরস্বতী আনি দিলা হার মনোহর।
ব্রহ্মা আনি দিল ভুজে বিচিত্র কমল ॥ ২৯
উজ্জ্বল কুণ্ডল যুগ দিল নাগগণে।
দেবগণ মিলি দিল বিবিধ ভূষণে ॥১৩০
করিয়া কমলাদেবী অভিষেক স্নান।
মনোহর পীতবাস কৈল পরিধান ॥১৩১
দিব্যগন্ধ পরিমল চন্দন লেপন।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দিব্য পরিল ভূষণ ॥ ৩২
উৎপল কমল উজ্জ্বল বনমালা।
করিয়া দক্ষিণ করে চলিলা কমলা ॥১৩৩
চরণে শিঞ্জিত মণিমঞ্জীররঞ্জিত।
ধীরে ধীরে চলে দেবী গতি সুললিত ॥১৩৪
আপনার যোগ্য পতি বরিব আপনে।
কাহারে করিব স্বামী চিন্তে মনে মনে ১৩৫
ব্রহ্মারে দেখিল কিবা নানা গুণ আছে।
না হৈব বিশ্বর কাল হৃদয়ে প্রকাশে ১৩৬
এই দোষ দেখিয়া ত্যজিল প্রজাপতি।
শিব সন্নিধানে তবে গেলা লক্ষ্মী সতী ॥১৩৭
হর চিরজীবী যোগ সর্ব্বগুণ ধরে।
ভস্ম ধূলী বিভূষিত বাঘছাল পরে ॥১৩৮
ভূতপ্রেত গণ সঙ্গে করয়ে বিহার।
শঙ্কর দেখিয়া গেলা দেখি দুরাচার ॥১৩৯

ইন্দ্র আদি দেবগণ ত্যজি একে একে।
নানাগুণ নানাদোষ দেবলোকে দেখে ১৪০
এইরূপে দেখিয়া সকল দেবগণ।
চলিলা কমলাদেবী যথা নারায়ণ ॥১৪১
সর্ব্বানন্দ সুখময় সর্ব্ব গুণ ধাম।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি এক ভগবান্ ॥১৪২
আপনার যোগ্য পতি দেখিয়া কমলা।
তুলিয়া প্রভুর গলে দিল পুষ্প মালা ১৪৩
বক্ষস্থলে তুলিয়া ধরিলা নারায়ণে।
জয় জয় শব্দ উঠিল ত্রিভুবনে ॥১৪৪
মৃদঙ্গ দুন্দুভি শঙ্খ বাজেন বাজন।
সুরবধূগণে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥১৪৫
গন্ধর্ব্বে কিন্নরে গীত সুমধুর গানে।
দেবের নাচনী নাচে প্রভু বিদ্যমানে॥১৪৬
ব্রহ্মা দেবগণে কৈল বিবিধ স্তবন।
আনন্দে পুরিয়া তবে রহে ত্রিভুবন ॥১৪৭
তবে আর মদিরা বারুণী উপজিল।
অসুর দানবে তাহা হরিয়া লইল ॥১৪৮
তবে এক পুরুষ উঠিল পরধান।
কম্বুকণ্ঠ মহাতত্ত্ব নবঘন শ্যাম ॥১৪৯
কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডে বিচিত্র ভূষণ।
কুঞ্চিত কুন্তল জাল লম্বিত বসন ॥১৫০
অমৃত কলস করে নাম ধন্বন্তরি।
জনমিল বিষ্ণু অংশে অবতার করি ॥১৫১
অমৃত কলস কাটি নিল দৈত্যগণে।
বিষাদ ভাবিয়া দেব চিন্তে মনে মনে ॥১৫২
দেবগণ সন্তোষিয়া প্রভু হৃষীকেশ।
মায়ায় সৃজিল হরি উপায় বিশেষ ॥১৫৩
প্রথমে আনিমু মুঞি বলে কোন জনে।
তোমার পূরবে মুঞি বলে অন্যে ॥১৫৪
কেহ বলে ইহাতে দেবের ভাগ আছে।
কেহ বলে না দিলে বিষম হৈবে পাছে ১৫৫
বলাবলি গালাগালি বাজিল কন্দল।
জড়াজড়ি কাটাকাটি দৈত্যের ভিতর ১৫৬
মহা যোগেশ্বর প্রভু কোন কর্ম্ম করে।
স্ত্রীর রূপ আপনে ধরিল হেনকালে ॥১৫৭
নীল উৎপল শ্যাম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
নবীন যৌবন স্তনযুগ মনোহর ॥১৫৮
বিলোল অলকাবলী ললিত কপোলে।
বিকচ মুকুতাদাম হারি গলে দোলে ॥১৫৯
ললিত কিঙ্কিণীজাল কটি বিলসিতে।
কেয়ূর কঙ্কণ মণি ভূষণে ভূষিতে ॥১৬০
লজ্জিত হসিত স্মিত কটাক্ষ বিলাস।
দৈত্যগণ চিত্তে কৈল কাম পরকাশ ॥১৬১
দেখ দেখ অদভুত রূপের মহিমা।
ত্রিভুবনে দিতে নাহি এরূপের সীমা ॥১৬২
কোথা হৈতে কোথা যাহ কি নাম তোমার।
কি কাজে বেড়াও তুমি বনিতা কাহার ১৬৩
দৈবযোগে হেথাতে তোমার আগমন।
অমৃত কলস তুমি করিবে ভোজন ॥১৬৪
এতেক বচন যদি বলিল অসুরে।
অমৃত কলসি আনি দিল তার করে ॥১৬৫
জ্ঞাতি কলহ তুমি ভাঙ্গিবে আপনে।
সমভাগ করি কর সুধা পরিবেশনে ॥১৬৬
এ বোল বলিলা যদি দেবতা অসুরে।
হাসিয়া মোহিনীবেশ দিলেন উত্তরে ॥১৬৭
তুমি সবা কেনে কর অমাতে প্রতীত।
স্ত্রীতে বিশ্বাস কভু না করে পণ্ডিত ॥১৬৮
ঘরের বাঘিনী যেন জানহ স্ত্রী জাতি।
আমাতে প্রতীত কর কেমন যুগতি ॥১৬৯
উপহাস বচনে সে বলিলা শ্রীহরি।
দৈত্যগণে মিলিয়া হাসিল উচ্চ করি ॥১৭০
সুরাসুর গণ মেলি কৈল উপহাস।
পর দিনে স্নান করি পরে দিব্য বাস ॥১৭১
দেব দ্বিজ পূজা করি কৈল হোম কর্ম্ম।
নিত্যকর্ম্ম সমাপিল যার যে যে ধর্ম্ম ॥১৭২
সংযম নিয়ম করি হৈলা উপসন্ন।
হাসিয়া মোহিনী বেশ কি বলে বচন ॥১৭৩
এক দিক্ হইয়া দেব বসুক সুসারে।
আর এক দিক্ হঞা বসুক অসুরে ॥১৭৪
একে একে করি আমি সুধা পরিবেসন।
ভাল মন্দ কেহ যদি না বল বচন ॥১৭৫
তবে আমি বিভজিয়া দিব সুরাসুরে।
কেহ যদি ভালমন্দ কিছু নাহি বলে ॥১৭৬
এ বোল শুনিয়া তবে সুরাসুর গণে।
দুই ভাগ হঞা তারা বসিলা আসনে ॥১৭৭

মায়াবিশারদ হরি নানা মায়া জানে।
অসুর মোহিব তাঁর হেন আছে মনে॥১৭৮
প্রথমে দেবতাগণে বিভুঞ্জিয়া দিল।
দিতে দিতে সকল অমৃত ফুরাইল॥১৭৯
কলস উবুড় করি দেখায় শ্রীহরি।
বাটিতে না হৈল আমি কি করিতে পারি ১
সকল অসুরগণ পড়ি রহে ধন্ধ।
বিমোহিত হঞা না বলিল ভাল মন্দ॥১৮১
দেবরূপ ধরি আর তাম্র প্রবেশিল।
দেবের ভিতরে বসি সুধা পান কৈল॥১৮২
চন্দ্র সূর্য্য কহিয়া দিল কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
চক্রে মাথা কাটিল আপনে নারায়ণে॥১৮৩
অমৃত পরসে হৈল কবন্ধ অমর॥
কেতুরূপ ধরি রহে আকাশ উপর॥১৮৪
রাহু হঞা রহে মাথা দেবের সমাজে।
তবেত স্ত্রীরূপ ত্যজি প্রভু দেবরাজে॥১৮৫
সমদুঃখে কর্ম্ম কৈল দেবতা অসুরে।
অসুর বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্ম ফলে॥১৮৬
কৃষ্ণ না ভজিলে নহে কাহার কল্যাণ।
এবোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজ মতিমান্॥১৮৭
সর্ব্বকাল দৈত্যগণ কৃষ্ণে করে দ্বেষ।
তে কারণে কপটে মোহিনী হৃষীকেশ॥১৮৮
অমৃত মথন কথা কেশব চরিত্র।
ধন্য পুণ্য মনোহর শ্রবণ অমৃত॥১৮৯
ভক্তি রস গুরু গদাধর শিরোমণি।
রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিণী ১৯০

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥২॥

করিয়া অমৃত পান সব সুরগণে।
অন্তর্দ্ধান কৈল হরি গরুড় বাহনে॥১
দেবের সম্পদ দেখি কুপিল অসুর।
চতুরঙ্গ সেনা সাজি গেল সুরপুর॥২
দেবাসুর সমর বাধিল ঘোরতর।
পরম দারুণ রণ মহা ভয়ঙ্কর॥৩
রথে রথে গজেগজে তুরঙ্গে তুরঙ্গে।
পাইক পাইক যুঝে নাহি কার ভঙ্গে॥৪
উটের উপরে কেহ মৃগ আরোহণ।
বলদ মহিষে চড়ি কার আগমন॥৫
শকুনী শৃগালে কেহ কঙ্ক বকে চড়ি।
শশক মুষকে চড়ি কার রড়া রড়ি॥৬
গাধার উপরে চড়ি কার আগুসার।
গণ্ডার ভালুকে কেহ কেহ কৃষ্ণসার॥৭
কেহ ছাগ কান্ধে কেহ মেষবাহন।
শুকরে বানরে চড়ি কার আগমন॥৮
কেহ কৈকলাস কান্ধে কেহ জলচরে।
কত কোটি সৈন্য আইল কত পরকারে॥৯
কোটি২ ছত্র বানা পতাকা চামর।
কোটি বাদ্য ভাণ্ড বাজে অতি ভয়ঙ্কর॥১০
সাজিয়া অসুর সেনা বিবিধ বিধানে।
বলি রাজা চলে রণে হরষিত মনে। ১১
বৈহায়স নামে রথ ময়ের নির্ম্মাণ।
ত্রিভুবনে নাহি রথ তাহার সমান। ১২
তাকতে তাকন নহে দেখিতে না দেখ।
থাকিতে না থাকে যেন লখিতে না লাখ॥
যে যে ইচ্ছা করে রথে মিলয়ে সকল।
যত ইচ্ছা করে রথ বাড়ে তত দূর॥১৪
হেন মহারথে চড়ি বলি বলবান্।
চৌদিকে বেড়িল যত দৈত্যের প্রধান॥১৫
নমুচি শম্বর বাণ বিপ্রচিত্ত নামে
কালনাভ অয়োমুখ ভূত সন্তাপনে॥১৬
শকুনি প্রহেতি আর অরিষ্ট বিল্লোল।
শুম্ভ নিশুম্ভ কপ্য ময় উৎকল(?)॥১৭
হয়গ্রীব শঙ্কুশিরা বজ্রদরপণ।
তারক মারক আর সচক্র লোচন॥১৮
নিবাতকবচগণ(?) কোটি কোটি সেনা।
বেড়িয়া ইন্দ্রের পুরী দৈত্যে দিল হানা॥১৯
ঐরাবত চাড়িয়া নাখিলা পুরন্দর
আসিয়া দেবের গণ নাখিলা সত্বর॥২০
কুবের বরুণ সান লগণ দিকগণ।
কোটি কোটি দেব আইল করিয়া সাজন॥২
আপনি শ্রীহরি ব্রহ্মা ভব মহেশ্বর।
সগণে দেবতাগণ মিলিলা সত্বর॥২২
বোলাবুলি গালাগালি বাজিল সমর।
দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল পৃথিবী ভিতর॥২৩

বলী পুরন্দরে যুদ্ধ দেখি লাগে ডর।
তারকে কার্ত্তিকে তবে বাজিল সমর ॥২৪
কালনাভ সনে হৈল যমের সংগ্রাম।
বিশ্বকর্ম্মা সনে যুঝে ময় বলবান্ ॥২৫
বরুণের সনে হেতি যুঝিল প্রখর।
বিবসন সনে সূর্য্য যুঝিল বিস্তর ॥২৬
দ্বাদশ সূর্য্যের সনে দ্বাদশ অসুরে।
মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল নিষ্ঠুরে ॥২৭
কৃষ্ণ সনে নমুচি যুঝিল মহাবলী।
রাহু চন্দ্র যুদ্ধ কৈল কহিতে না পারি ॥২৮
পবন দেবের সনে পুলোমা যুঝিল।
দুর্গা সনে শম্ভু নিশম্ভু যুদ্ধ কৈল ॥২৯
সঙ্করের সনে জম্ভ যুঝিল নিষ্ঠুর।
কন্দর্পের সনে যুঝে উৎকল অসুর ॥৩০
ব্রহ্মার কুমার সনে যুঝিল হিল্লোল।
মাতৃগণ সনে যুদ্ধ কৈল উৎপল ॥৩১
শুক্র বৃহস্পতি যুদ্ধ শুনি ভয়ঙ্কর।
নরকের সনে যুদ্ধ কৈল শনিচর ॥৩২
উন পঞ্চাশ বায়ু একত্র মিলিল।
নিবাত কবচগণ সনে যুদ্ধ কৈল ॥৩৩
কালকেয়গণ সনে অষ্টবসু গণ।
বিশ্বদেব সনে হৈল পোলমার রণ ॥৩৪
ক্রোধবসা রুদ্রগণে বাজিল সমর।
এইরূপে যুদ্ধ হৈল মহা ভয়ঙ্কর ॥৩৫
খড়্গেং কাটা কাটি বাণ বরিষণ।
ঝলকেং খড়্গো মুখে হুতাশন ॥৩৬
গদা মুদ্গর শক্তি মুষল প্রহার।
পরিঘ তোমর পাদ ভল্ল ভিন্দীপাল ॥৩৭
কোটি কোটি মুণ্ড পড়ে রণের ভিতর।
অস্ত্রেং কাটা কাটি রণ ভয়ঙ্কর ॥৩৮
হস্তী ঘোড়া কাটা গেল অন্ত নাহি যায়।
কত কোটি কাটা গেল সমর জুঝায় ॥৩৯
কার হস্ত পদ গেল কার নাক কাণ।
কেহং মাঝা মাঝি হৈল দুই খান ॥৪০
কোটিং কাটা গেল রণের ভিতর।
কত বা অসুর দৈত্য কতবা অমর ॥৪১
রণধূলি উপজিল পূরিল মেদিনী।
আকাশ ঢাকিল আচ্ছাদিল দিনমণি ॥৪২

রকতে তিতিয়া ধূলি কর্দ্দম উঠিল।
কাটা মাথা কলেবর পৃথিবী পূরিল ॥৪৩
বলি পুরন্দরে যুদ্ধ বাজিল তুমুল।
না হৈল না হৈব যুদ্ধ তার সমতুল ॥৪৪
দশ বাণ এড়ে বলি ইন্দ্রের উপরে।
তিন শর যোড়ে ঐরাবত বিন্ধিবারে ॥৪৫
চারি ঘোড়া বিন্ধিবারে মারে চারি বাণ।
ভল্লকে কাটিয়া ইন্দ্র কৈল খানং ॥৪৬
অন্তরীক্ষে কাটিল যাবৎ নাহি পড়ে।
কাটা গেল বাণ সব হাসে পুরন্দরে ॥৪৭
তাহা দেখি দুষ্করীষ দৈত্য কোপে জ্বলে।
শক্তি পাট তুলি নিল জ্বলন্ত অনলে ॥৪৮
হাতেতে থাকিতে শক্তি কাটে পুরন্দর।
তবে আর নিল দৈত্য ত্রিশূল তোমর ॥৪৯
দুই অস্ত্র হাতের কাটিল সুরপতি।
তবেত সৃজিল মায়া অন্তরীক্ষ গতি ॥৫০
পর্ব্বত পাথর পড়ে দেবের উপরে।
শতং পর্ব্বত দেখিতে ভয়ঙ্করে ॥৫১
অগ্নি বরিষয়ে সর্প মাথার উপরে।
সিংহ ব্যাঘ্র মহাগজ বিকট সুকরে ॥৫২
লাঙ্গট বিকট মুখ যক্ষের রাক্ষসী।
দুই হাতে ফেলে তারা ভস্ম রাশিং ॥৫৩
মহারব করে যেন মেঘ হড় মাড়।
দুই বাহু তুলি আয় ছিণ্ডং বলি ॥৫৪
অঙ্গার বরিষে মহা মেঘ গরজন।
তাহা দেখি প্রলয় মানিল সুরগণ ॥৫৫
চৌদিকে বেড়িল তবে প্রলয় সাগরে।
প্রচণ্ড পবন বহে তরঙ্গ কল্লোলে ॥৫৬
ভয় পাঞা দেবগণ বহে ধ্যান কার।
সেই ক্ষণে দরশন দিলেন শ্রীহরি ॥৫৭
নব ঘন শ্যাম তনু গরুড় বাহন।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন ॥৫৮
অষ্ট ভুজে শঙ্খ চক্র গদা অস্ত্র ধরে।
কিরীট কুণ্ডল হার বনমালা দোলে ॥৫৯
ঘুচিল সকল মায়া কৃষ্ণ দরশনে।
জাগিলে স্বপন যেন মিথ্যা হেন বনে ॥৬০
মনে স্মঙরিলে কৃপা করে শ্রীনিবাস।
শ্রীহরি স্মরণ সব আপদ বিনাশ ॥৬১

তবে কালনেমি দৈত্য সমর প্রখর।
শূল পাঠ তুলিয়া ফিরায় ভয়ঙ্কর ॥৬২
ফেলিয়া মারিল শূল গরুড় উপর।
লীলায় ধরিল হরি দিঞা বাম কর ॥৬৩
সেই শূলে কালনেমি বিন্ধিয়া মারিল।
মালী সুমালী তবে যুঝিবারে আইল ॥৬৪
চক্রে মাথা কাটি তার কৈল দুই খান।
তবে যুঝিবার তরে আইল মাল্যবান ॥৬৫
মারিল গদার বাড়ি গরুড় উপরে।
চক্রে মাথা কাটিয়া ফেলিল হেন কালে ॥৬৬
কৃষ্ণের প্রসাদে দেব পাইল প্রতিকার।
সাজিয়া আইল তবে যুদ্ধ করিবার ॥৬৭
বলি মারিবারে বজ্র লইল পুরন্দর।
হাহা বাণি উপজিল রণের ভিতর ॥৬৮
ইন্দ্র বলে আরে বলি শুন মোর ঠাঞি।
মিছা কাজে কর তুমি এতেক বড়াই ॥৬৯
মায়াবিশারদ তুমি মায়া ভাল জান।
মায়ায় জিনিবে হেন আপনাকে মান ॥৭০
বজ্রে শির কাটি আজি দেখুক অসুরে।
এবোল বলিয়া ইন্দ্র বজ্র নিল করে ॥৭১
বলি বলে আরে ইন্দ্র এই অহঙ্কার।
আপনে প্রশংসা তুমি কর আপনার ॥৭২
ক্ষণে হারি ক্ষণে জিনি কাল অনুসারে।
হরিষ বিষাদ তাহে পণ্ডিতে না করে। ৭৩
জয় পরাজয় কার নাহিক নির্ণয়।
মান অপমান তাহে পণ্ডিতে না লয়। ৭৪
মূর্খ দোষে ইন্দ্র তুমি কর অহঙ্কার।
অদৃষ্ট অধীন লোক নাহিক বিচার ॥৭৫
এতেক বচন বলি বলি মহাসুর।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ এড়িল নিষ্ঠুর ॥৭৬
মিছা কৈল বাণ তবে দেব পুরন্দরে।
ফেলিয়া মারিল বজ্র বলির উপরে ॥৭৭
শব্দ করিয়া বজ্র পড়িল বলি শিরে।
মাথা কাটা গেল বাণ পশিল পাতালে ॥৭৮
ভূমিতে পড়িল বলি পর্ব্বত আকারে।
জম্ভ নামে দৈত্য তবে হৈল অগ্রসারে ॥৭৯
রহ রহ আরে ইন্দ্র না যাহ পলাইয়া।
শুধিব রাজার ধার তোর শির দিঞা ॥৮০
এবোল বলিঞা জম্ভ গদা নৈল হাতে।
মারিল গদার বাড়ি ঐরাবত মাথে ॥৮১
ভূমিতলে পড়িল গজেন্দ্র প্রাণ ছাড়ি।
স্থির কৈল মুখে দিঞা অমৃত অঙ্গুলী ॥৮২
নিকটে আইল দৈত্য করি মায়াধারী।
জানু দেশে ইন্দ্রের মারিল গদাবাড়ি ॥৮৩
দশ শত ঘোড়ায় যুড়িয়া রথখান।
মাতলী সারথি আনি দিল বিদ্যমান ॥৮৪
প্রশংসিয়া জম্ভ দৈত্য কোন কর্ম্ম করে।
মারিল ত্রিশূল ফেলি মাতলির শিরে ॥৮৫
ধৈর্য্য হঞা মাতলি সহিল শূলবাথা।
বজ্রে ইন্দ্র কাটি আনে জম্ভ দৈত্য মাথা ॥৮৬
আপনে কহিল গিঞা শ্রীনারদ মুনি।
জম্ভ দৈত্য কাটা গেল বন্ধুগণে শুনি ॥৮৭
জম্ভের বান্ধব পায় নমুচি সম্বর।
তারা আসি দেবরাজে ভর্ৎসিল বিস্তর ॥৮৮
তবে ক্রোধ করি তারা খরতর বাণে।
বিন্ধিল ইন্দ্রের অঙ্গ মর্ম্ম স্থানে স্থানে ॥৮৯
শত২ ঘোড়া তার বিন্ধিল সন্ধানে।
ইন্দ্রের উপরে কৈল বাণ বরিষণে ॥৯০
শরজালে রথখান কৈল জর জর।
দুই বাণে বিন্ধিল মাতলীকলেবর ॥৯১
সেই ক্ষণে জোড়ে বাণ সেই ক্ষণে এড়ে।
বাণ বরিষণ কৈল ইন্দ্রের উপরে ॥৯২
মেঘ অন্ধকার যেন ঝড় বরিষণে।
জিয়ে কিনা জিয়ে ইন্দ্র বলে দেবগণে ॥৯৩
রণের ভিতর ইন্দ্র রহি কতক্ষণ।
বাহির হইল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥৯৪
জয় জয় শব্দ উঠিল সুরগণে।
তবে সুরপতি যুক্তি করে মনে মনে ॥৯৫
সন্ধান করিয়া বজ্র এড়ে শচীপতি।
দুই মুণ্ড কাটিয়া আনিল শীঘ্রগতি ॥৯৬
পড়িল শম্বর পাক রণের ভিতরে।
দেখিয়া নমুচি দৈত্য জ্বলিল অন্তরে ॥৯৭
শূল পাট তুলি নিল পর্ব্বত সমান।
সোনায়ে জড়িত শূল শীলায় নির্ম্মাণ। ৯৮
সিংহনাদ করি দৈত্য ধাইল সত্বরে।
ফেলিয়া মারিল শূল ইন্দ্রের উপরে ॥৯৯

পড়িল ইন্দ্রের মুণ্ডে শূল পরচণ্ড।
তথাই কাটিয়া চক্রে কৈল খণ্ড খণ্ড ॥১০০
কাটা গেল শূলপাঠ তিল পরমাণ।
তবে বজ্র তুলি নিল ইন্দ্র মতিমান্ ॥১০১
মারিল নির্ঘাত বাড়ি নমুচির শিরে।
বজ্রে না ফুটিল শির চিন্তে পরকারে ॥১০২
এই বজ্রে কোটি কোটি পর্ব্বত কাটিল।
হেন বজ্র নমুচির শিরে ব্যর্থ হৈল ॥১০৩
বৃত্র হেন মহাসুর এই বজ্রে কাটে।
মুঞি বজ্র এড়লে ত্রিভুবন না আটে ॥১০৪
ক্রোধে বা মারিমু বজ্র পাঞা অল্পকাজ।
চিন্তিতে লাগিল শক্র মনে পাঞা লাজ ॥১০
অন্তরীক্ষ বাণী হৈল হেন অবসরে।
না কর বিষাদ ইন্দ্র কহিব তোমারে ॥১০৬
শুষ্ক আর্দ্রে না মরিবে দুরন্ত অসুর।
বজ্রে না মরিবে দৈত্য চিন্তা কর দূর ॥১০৭
উপায় করিয়া তুমি বধ দুরাচার।
এবোল বুঝিয়া ইন্দ্র চিন্তে পরকার ॥১০৮
নহে শুষ্ক নহে আর্দ্র দেখে জল ফেনা।
হৃদয়ে ভাবিয়া ইন্দ্র দঢ়াই মন্ত্রণা ॥১০৯
ফেণ দিঞা নমুচির শির কাটি আনে।
জয় জয় বলি স্তুতি কৈল দেবগণে ॥১১০
গন্ধর্ব্বে কিন্নরে গায় পুষ্প বরিষণ।
দেববধূগণ নাচে দুন্দুভি বাজন ॥১১১
কোটি২ দৈত্য কাটা গেল মহারণে।
সকল অসুর নাশ কৈল দেবগণে ॥১১২
দেখিল অসুর কুল নাশ হঞা জায়।
আপনে চিন্তিয়া ব্রহ্মা নারদে পাঠায় ॥১১৩
ব্রহ্মার নন্দন বলে শুন দেবগণ।
তুমি সব এক্ষণে না কর আর রণ ॥১১৪
নারায়ণ কৃপায় অমৃত পান কৈলে।
নিজ ভুজবলে সব অসুর জিনিলে ॥১১৫
এখন না কর রণ আমার বচনে।
এবোল বুঝিয়া যুদ্ধ ছাড় দেবগণে ॥১১৬
ক্রোধ ছাড়ি দেবগণ গেল নিজপুরে।
ডাক দিঞা অসুর আনিল যোগেশ্বরে ॥১১৭
তোরা সব বলি লঞা চলি জাহ ঝাট।
অস্ত গিরি লঞা যাও শুক্রের নিকট ॥১১৮

এবোল বলিয়া মুনি কৈল অন্তর্দ্ধান।
বলি লঞা গেল দৈত্য শুক্র বিদ্যমান ॥১১৯
অমৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া স্মরণ।
বলি জিয়াইল শুক্র মহাতপোধন ॥১২০
এইরূপ যুদ্ধ হৈল পৃথিবী ভিতর।
দেবাসুর সংগ্রাম হইল ভয়ঙ্কর ॥১২১
ভাগবত আচার্য্যের মধু রসবাণী।
সাবধানে শুন কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী ॥১২২

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

আর কথা কহি রাজা কর অবধান।
যেরূপে মোহিল শিবে প্রভু ভগবান্ ॥১
আপনে মোহিনী বেশ ধরি গদাধর।
অসুরে মোহিল হেন শুনিল শঙ্কর ॥২
বৃষে আরোহণ করি সঙ্গে নিজগণ।
পার্ব্বতী সহিত গেলা যথা নারায়ণ ॥৩
শঙ্কর দেখিয়া হরি পূজিল বিধানে।
কি বলে শঙ্কর তবে হরি বিদ্যমানে ॥৪
দেব দেব জগন্নাথ জগৎ জীবন।
পিতা মাতা পতি বন্ধু তুমি নারায়ণ ॥৫
জগতের আস্ত তুমি বাহ্য অভ্যন্তর।
জগতে অসত্য সত্য তুমি মহেশ্বর ॥৬
মুনীন্দ্র যোগেন্দ্র ভজে চরণ তোমার।
ভকতি করিয়া হয় ভববন্ধ পার ॥৭
পূর্ণ ব্রহ্ম নিত্য তুমি অজয় বিকার।
আনন্দস্বরূপ নিরালম্ব নিরাধার ॥৮
এক নিরঞ্জন হঞা নানা রূপধর।
রূপ ভেদ বিশ্ব উৎপত্তি লয় কর ॥৯
একই কনক যেন নানা ভেদ ধরে।
কিরীট কুণ্ডল হার নানা অলঙ্কারে ॥১০
কেহ ব্রহ্ম বলে কেহ পুরুষ পুরাণ।
কেহ ধর্ম্ম সত্য বলে কেহ ভগবান্ ॥১১
আমি ব্রহ্মা সনকাদি না জানি তোমারে।
আমি সব মায়া বিমোহিত নিরন্তরে ॥১২
অচিন্ত্য স্বরূপ তুমি প্রকৃতির পর।
আমি সব মায়ার নির্ম্মিত চরাচর ॥১৩

আপনে সৃজন কর পালন সংহার।
তোমা বহি জগতে বলিতে নাহি আর॥১৪
নানা অবতার তুমি কর নানা রূপে।
আপনে মোহিনী বেশ ধরিলা কিরূপে॥১৫
অসুর মোহিলে তুমি স্ত্রীর বেশ ধরি।
সেরূপ দেখাহ মোরে যদি দয়া করি॥১৬
হাসিয়া কেশব তবে বলে কোন বাণী।
অসুর মোহিতে রূপ ধরিনু মোহিনী॥১৭
সেরূপ দেখাব শিব কর অবধান।
দেখিলে কামির কাম হয় উৎপাদান॥১৮
একোল বলিয়া হরি হৈল অন্তর্দ্ধান।
তবে শিব উপর না দেখি বিদ্যমান॥১৯
ফল ফুলে লম্বিত বিবিধ তরুজাল।
সাক্ষাৎ বসন্ত যেন হৈল অবতার॥২০
তাহার ভিতরে দেখি গমনমন্থরা।
ললিত চলিত চারু নিতম্ব মেখলা॥২১
সমান উন্নত স্তন তর গাত মন্দ।
মধু স্মিত বিনিন্দিত মতিময় দন্ত॥২২
কুচযুগম গলে চঞ্চল হার জাল।
ললিত কলিত পারিজাত বনমাল॥২৩
গেডুয়া ক্ষপণে(?) লোল নয়ন বিলাস।
চলিত কুণ্ডল তার কপোল বিলাস॥২৪
স্তন ভরে ক্ষীণ গতি ক্ষীণ কটিদেশ।
ঠমক চলিত গতি গমন বিশেষ॥২৫
পবন চলিতকুচ বসন বিলস।
গমন মোহন গতি মন্দ মন্দ হাস॥২৬
পরম মোহিনী রূপ দেখিয়া শঙ্কর।
কামে বিমোহিত শিব পাসরে সকল॥২৭
কোথা বৃষ কোথা দেবী কোথা নিজগণ।
আপনা পাসরে শিব কামে অচেতন॥২৮
লাজ ভয় হরিল বিহ্বল মহেশ্বর।
ধরিতে না পারে শিব ধায় নিরন্তর॥২৯
বনের ভিতর দেখি থাক লুকাইয়া।
চাহিয়া বেড়ায় শিব ব্যাকুল হইয়া॥৩০
লাগ পাই ভুজপাশে ধরিল যতনে।
বাহুযুগ বেড়িয়া দিলেন আলিঙ্গনে॥৩১
বাহু বন্ধ খসাইয়া পলায় শীঘ্রগতি।
এদিগ ওদিগ ধায় মোহন মুরতি॥৩২
কেশ বেশ খসিল বসন পরিধান।
বনেং মোহিনী পলায় স্থানে স্থান॥৩২
পাছে পাছে তার শিব ধরিতে না পারে।
খসিয়া পড়িল বীর্য্য ভূমির উপরে॥৩৩
শঙ্করের বীর্য্য খসি যথাতে পড়িল।
সেই ঠাঞি ভূমি হেমময় হৈল॥৩৪
বীর্য্যপাত হৈল যার চিন্তে মহেশ্বরে।
বিষম ঈশ্বর মায়া কে বুঝিতে পারে॥৩৫
আপনে যোগেন্দ্র হঞা আপনা পাসরি।
তারং বিষ্ণু মায়া বুঝিতে না পারি॥৩৬
অনন্ত মহিমা করি নানা শক্তি ধরে।
কৃষ্ণের মহিমা কেবা বুঝিবে সংসারে॥৩৭
ছাড়িয়া মোহিনী বেশ প্রভু গদাধর।
নিজরূপ ধরে তবে হরের গোচর॥৩৮
সম্বোধিয়া বলে হরি না কর বিষাদ।
আমার বিষম মায়া বড় পরমাদ॥৩৯
মায়ার প্রভাব আমি দেখাইনু তোমারে।
নহিবে তোমারে আর মায়া কোন কালে॥
এতেক বলিয়া হরি শঙ্কর তুষিল।
প্রণাম করি শিব সগণে চলিল॥৪১
পথে দেবী সনে কথা কহে মহেশ্বর।
দেখিল পার্ব্বতী বিষ্ণু মায়া এক বড়॥৪২
আমি যোগেশ্বর হঞা পাইল এত লাজ।
আনকে মোহিব তাহে কত বড় কাজ॥৪৩
এই যে কৃষ্ণের কথা পূর্ব্বে শুনিলে।
সেই নারায়ণ তুমি সাক্ষাৎ দেখিলে॥৪৪
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম পুরুষ পুরাণ।
সকল জীবের গতি এক ভগবান॥৪৫
কহিল তোমারে রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী।
কপট মোহিনী বেশ ধরে চক্রপাণি॥৪৬
অসুর মোহিয়া দেব করে পরিত্রাণ।
সে হরি চরণে মোর রহুক প্রণাম॥৪৭
ভাকের সকল গুরু পদাপর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥৪৮

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

———

পঞ্চম অধ্যায়।

তবে মন্বন্তর কথা কহিব এক্ষণে।
মহাভাগবত কথা শুন সাবধানে ॥১
এখন সপ্তম মন্বন্তর বৈবস্বত নাম।
সূর্য্যের তনয় তিহোঁ মনুর প্রধান ॥২
আদিত্যদেবের নাম ইন্দ্র পুরন্দর।
আপনে বামন রূপ ধরিল ঈশ্বর ॥৩
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কহিল বিস্তারে
যে যে কর্ম্ম কৈল হরি যে যে অবতারে ॥৪
মনু বংশ মন্বন্তর কাল পরিমাণ।
কি কথা কহিব আর কহ মতিমান্ ॥৫
মুনির বচন শুনি রাজা জিজ্ঞাসিল।
বামন মুরতি কৃষ্ণ কি কারণে হৈল ॥৬
পাতালে ছলিয়া বলি নিল নারায়ণে।
তিন পদ ভূমি কৃষ্ণ মাগে কি কারণে ॥৭
এবড় কৌতুক শুক শুনিবারে চাই।
আপনে ঈশ্বর হঞা মাগে অন্যে ঠাঞি ॥৮
তবে শুক দেব বলে শুন নরেশ্বর।
অদ্ভুত কথা কহি তোমার গোচর ॥৯
ইন্দ্র আদি দেবগণে অসুর জিনিল।
হারিয়া অসুরগণ নানা দিগে গেল ॥১০
বলিরাজ আয়াইল শুক্র পুরোহিতে।
তবে বলি আরাধিল নানা মতে ॥১১
তবে শুক্র বেদাবৎ আনিঞা ব্রাহ্মণে।
বিশ্বজিত নামে যজ্ঞ করাইল আ নে ॥১২
মহা অভিষেক করাইল দৈত্যেশ্বরে।
দিব্য রথ উপজিল যজ্ঞের অনলে ॥১৩
দিব্য রথ দিব্য ঘোড়া দিব্য শরাসনে।
যজ্ঞের অনলে সব হৈল উৎপন্নে ॥১৪
সিংহধ্বজ অক্ষয় কবচ দিব্যবাণ।
উঠিল আগুনি হৈতে কাঞ্চন প্রকাশ ॥১৫
ব্রহ্মা আনি দিল মালা অমল কমলে।
আশীর্ব্বাদ দিল যত ব্রাহ্মণ সকলে ॥১৬
গুরু দ্বিজ প্রদক্ষিণ করি সাতবার।
দণ্ডবৎ হঞা বলি কৈল নমস্কার ॥১৭
অঙ্গেতে পরিল বলি দিব্য আভরণ।
দিব্য রথে বলি রাজা কৈল আরোহণ ॥১৮
দিব্য বাণ খড়্গ ধরে অস্ত্র খরতর।
তবে বলি জ্বলে যেন জ্বলন্ত অনল ॥১৯
সমবল সমবীর্য্য সম শক্তি ধরে।
মহারথী সেনাপতি লঞা দৈত্যেশ্বরে ॥২০
বেড়িল ইন্দ্রের পুরী স্বর্গের উত্তরে।
বৈদূর্য্য বিক্রম ঘর শোভে থরে থরে ॥২১
কনক কপাট তাহে ফটিক দুয়ার।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ রত্নবিমান সঞ্চার। ২২
বিচিত্র নির্ম্মিত সব মণিময় স্থল।
স্ফটিকরচিত তট দিঘি সরোবর ॥২৩
কুমুদ কমল উৎপল নানা ফুল।
জলচর কোলাহল শরদ আকুল ॥২৪
কুমুদ নলিনী যাহা যাতে ক্রীড়া করে।
সুরবধূগণ সব বিহরে পুণ্য জলে ॥২৫
বিবিধ মন্দির পুর রতনে নির্ম্মিত।
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পগুণ যাহে প্রকাশিত ॥২৬
বিমল অগুরু ধূপ সুগন্ধি পবন।
সুরতরু কুসুম আমোদিত উপবন ॥২৭
বিবিধ মঙ্গল গীত বিবিধ বাজন।
বহুবিধ সুরবধূ বিবিধ নাচন ॥২৮
খল দুষ্ট ভূত দ্রোহি পাপ দুরাচার।
এসব জনের নাহি যাহাতে সঞ্চার ॥২৯
ধন্য পুণ্য ধর্ম্মশীল যজ্ঞদান করে।
শুভ কর্ম্ম করিয়া সে যাইবারে পারে ॥৩০
হেন সুরপুরী গিয়া বেড়ে দৈত্যগণে।
ভয় পাঞা ইন্দ্র গেলা গুরু বিদ্যমানে ॥৩১
কহ বৃহস্পতি গুরু বিষম ঘটিল।
কি কারণে এত বড় অসুর বাড়িল ॥৩২
ত্রৈলোক্য দহন শক্তি বলি রাজা ধরে।
তার সনে যুঝিবে কেমন পরকারে ॥৩৩
তবে বৃহস্পতি বলে শুন পুরন্দর।
গুরু আরাধিয়া বলি ধরে মহাবল ॥৩৪
কাহার শকতি তারে জিনিবারে পারি।
এখন পালাঞা জাও ত্যজি সুরপুরী ॥৩৫
যখন তোমার ইন্দ্র হবে শুভকাল।
তখনেই সেই দৈত্য সবংশে সংহার ॥৩৬
এ বোল শুনিয়া যত দেবগণ মেলি।
চৌদিগে পলাঞা গেল সুরপুরী ছাড়ি ॥৩৭

তবে বলি প্রবেশিয়া রহে সুরপুরে।
ত্রৈলোক্য জিনিঞা কৈল নিজ অধিকারে॥
ত্রিভুবনে রাজা যদি হৈল দৈত্যেশ্বর।
শুক্র পুরোহিত গেলা বলির গোচর॥৪০
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইল ব্রাহ্মণে।
এক ছত্রে অধিকার হৈল ত্রিভুবনে॥৪১
নরবেশ ধরি ভ্রমে যত দেবগণ।
দেখিয়া পুত্রের দুঃখ চিন্তে মনে মন॥৪২
পুত্র শোকে ব্যাকুলিত অদিতি হইল।
হেনকালে কশ্যপের আগমন কৈল॥৪৩
সমাধি করিয়া ভঙ্গ আইল প্রজাপতি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা পূজা করিল অদিতি॥৪৪
আসনে বসিয়া মুনি অদিতি দেখিল।
অদিতির দুঃখ দেখি কশ্যপ পুছিল॥৪৫
কহ দেবি কিবা সে তোমার অকুশল।
মলিন বদন ধরি ক্ষীণ কলেবর॥৪৬
কিবা লোক ধর্ম্মে তুমি কৈলে অপরাধ।
কিবা দৈব যোগে কিছু কৈলে পরমাদ॥
জলপাত্র দিঞা কি অতিথি না পূজিলে।
কিবা গৃহ কার্য্যেতে ব্যাকুল হঞা ছিলে॥৪৮
যাবত অতিথি বৈমুখ হঞা চলে।
তদ্ধারের পাপ দেন আনিঞা বিকালে॥৪৯
কিবা কালেতে না পূজিলে হুতাশন।
কিবা যজ্ঞকালে তুমি না কৈলে ধন॥৫০
কিবা দ্বিজ কুলে তুমি কৈলে অবজ্ঞান।
কিবা পুত্র শোকে তুমি পাও অপমান॥৫১
কহ দেবি দুঃখ শোক কারণ তোমার।
জানিঞা করিব আমি দুঃখ প্রতিকার॥৫২
কশ্যপের বাক্য শুনি দেবের জননী।
কহেন সকল কথা করি যোড়পাণি॥৫৩
তুমি হেন পতি যার যোগধর্ম্ম ময়।
কোন কালে কভু তার দুঃখ শোক নয়॥৫৪
দৈবযোগে দুঃখ শোকে আনিত ব্যাকুলী।
দৈত্যগণে ইন্দ্র খেদি নিল সুরপুরী॥৫৫
নরবেশ ধরি মোর ভ্রমে পুত্রগণ।
রিপু ভয়ে আছে তারা রাখিয়া জীবন॥৫৬
মোর পুত্রগণে পাইব নিজ অধিকার।
টুটিব অসুরগণে দর্প অহঙ্কার॥৫৭

হেন কর্ম্ম সাধিয়া বিদায়ে যোগেশ্বর।
শুনিঞা কশ্যপ মুনি দিলেন উত্তর॥৫৮
হরি২ বিষ্ণু মায়া না যায় বুঝন।
প্রেম পাশে চরাচর জগৎ বন্ধন॥৫৯
কেবা কার পতি পুত্র কেবা কার পিতা।
অনাদি সংসার বন্ধে বান্ধিল বিধাতা॥৬০
মল মূত্র শরীর কেবল অচেতন।
প্রকৃতির পর জীব অজ নিরঞ্জন॥৬১
কার শোক কার মোহ কেবা নিজ পর।
অবিদ্যা-কল্পিত ভাব-বন্ধনসকল॥৬২
সর্ব্বভাবে কর তুমি গোবিন্দ-সেবন।
হরি সে করিব সব দুঃখ বিমোচন॥৬৩
হরি সে জগদ্গুরু জগৎনিবাস।
হরি সে পূরিতে পারে মনো অভিলাষ॥৬৪
এ বোল বুঝিয়া হরি ভজ সাবধানে।
অশেষ বাঞ্ছিত ফল দিব নারায়ণে॥৬৫
কৃষ্ণ আরাধন বিধি শুন সাবধানে।
পূর্ব্বে শুনিনু আমি ব্রহ্মার আননে॥৬৬
যখনে আমারে ব্রহ্মা পুত্রবর দিল।
পয়োব্রত নামে ব্রত আমাকে কহিল॥৬৭
ফাল্গুণ মাসের শুক্লপক্ষে আরম্ভিব।
এই ব্রত করিয়া গোবিন্দ আরাধিব॥৬৮
বরাহ দন্তের মাটি আনিব যতনে।
পুণ্য দানে করি তবে অঙ্গের লেপনে॥৬৯
মজ্জন করিয়া তবে পূজিব দামোদরে।
জলে স্থলে পূজ কিবা গুরুর শরীরে॥৭০
ধরণীর তলে কিবা পূজিব অনলে।
দিব্য স্তুতি করি তবে প্রভুর গোচরে॥৭১
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন গন্ধ পুষ্প দিঞা॥
দিব্য গঙ্গাজলে প্রভু স্নান করাইঞা॥৭২
দিব্য ধূপ দীপ দিঞা দিব্য উপহারে।
দিব্য বস্ত্র মাল্য দিঞা দিব্য অলঙ্কারে॥৭৩
দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রে পূজিব শ্রীহরি।
সগুড় পায়স দিঞা হোম কর্ম্ম করি॥৭৪
মূল মন্ত্রে করি উপহার নিবেদন।
আচমন দিঞা করি তাম্বুল অর্পণ॥৭৫
মূল মন্ত্র জপি এক শত অষ্টবার।
প্রভু প্রদক্ষিণ করি করি নমস্কার॥৭৬

দিব্য স্তব পড়ি স্তুতি করিব বিধানে।
অবশেষ শিরে ধরি করি বিসর্জ্জনে ॥৭৭
নিবেদিত করি ভক্তজনে নিবেদন।
দিব্য অন্ন পান দিঞা ভুঞ্জাই ব্রাহ্মণ ॥৭৮
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা শিরে করি নিব।
যজ্ঞ অবশেষ দিঞা ভোজন করিব ॥৭৯
এইরূপে রজনী বঞ্চিব ব্রত করি।
রাত্রি শেষে উঠিব গোবিন্দে মন ধরি ॥৮০
স্নান করি নিত্যকর্ম্ম করি সমাধান।
প্রতিদিন করিব কেশবে ক্ষীর স্নান ॥৮১
পূরব বিধানে হরি করিব অর্চ্চন।
নিতি নিতি হোমকর্ম্ম ব্রাহ্মণ ভোজন ॥৮২
আরম্ভ করিব শুক্ল প্রতিপদ দিনে।
ত্রয়োদশী দিনে ব্রত করি সমাধানে ॥৮৩
ব্রহ্মচর্য্য করিব শয়ন ভূমিতলে।
ত্রিসন্ধ্যা মজ্জন করি পূজিহ দামোদরে ॥৮৪
দুষ্টজন আলাপ বর্জ্জিব সুখভোগ।
বৈষ্ণব জনের সনে করিহ সংযোগ ॥৮৫
ব্রত সমাধিব শুক্লা ত্রয়োদশী দিনে।
পঞ্চগব্যে অভিষেক করি নারায়ণে ॥৮৬
মহাপূজা করি বিভু শাঠ্য পরিহরি।
সগুড় পায়সে দিঞা হোমকর্ম্ম করি ৮৭
বহুবিধ উপহার বিবিধ যতন।
পরম পীরিতি করি করিব পূজন ।৮৮
উৎসব করিয়া ব্রত করি সমাপনে ॥
তবে গুরু পূজা করি বস্ত্র আভরণে ॥৮৯
ব্রাহ্মণ সন্তোষ করি দিঞা বহুধন।
বহুবিধ অন্নপানে করাই ভোজন ॥৯০
গুরুকে দক্ষিণা দিব বসন ভূষণ।
অন্নজলে পূজিব পতিত হীন জন ॥৯১
সর্ব্বজীব সন্তোষিব করিয়া পীরিতি।
জীব সন্তোষিলে তুষ্ট হয় প্রাণপতি ॥৯২
নৃত্য গীত স্তুতি বাদ্য করিব বিস্তর।
ব্রত সমাপিব তবে বিবিধ মঙ্গল ॥৯৩
বন্ধুগণে শেষে পাছে করাব ভোজন।
কহিল তোমারে ব্রত কৃষ্ণ আরাধন ॥৯৪
পয়োব্রত নামে ব্রত ব্রহ্মায় কহিল।
তোমার কারণে আমি ব্রত প্রকাশিল ॥৯৫
সেই তপ সেই যজ্ঞ সেই জপ দান।
যাহা হৈতে তুষ্ট হয় প্রভু ভগবান ॥৯৬
সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পিয়া কৃষ্ণের চরণে।
শুদ্ধভাবে কর তুমি কৃষ্ণ আরাধনে ॥৯৭
কৃষ্ণ আরাধিল যদি সর্ব্বগুণ নিধি।
তবেত জানিহ হেন হৈল সর্ব্ব সিদ্ধি ।৯৮
কশ্যপের বচন শুনিঞা সুরমাতা।
তবে পয়োব্রত কৈল হঞা আনন্দিতা ॥৯৯
কায়মন বচন গোবিন্দ পদে ধরি।
ভক্তিভাব করিয়া সে ভজিল শ্রীহরি ॥১০০
ত্রয়োদশী দিনে ব্রত করি সমাধান।
ব্রত সাঙ্গকালে দেখা দিল ভগবান ॥১০১
নবজলধরতনু সুপীতবসন।
শঙ্খ চক্র ধরে হরি রাজীবলোচন ॥১০২
সাক্ষাৎ দেখিয়া হরি দেবের জননী।
প্রেম ভাবে পুলকিত গদ্‌গদবাণী ॥১০৩
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণতি।
কর যোড় করিয়া করয়ে কোন স্তুতি ॥১০৪
তীর্থপদে তীর্থ সব শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচ্যুত পুরুষ যজ্ঞ প্রণত বৎসল ॥১০৫
গোবিন্দ কেশব হৃষীকেশ দামোদর।
জয় জগন্নাথ দেব জয় গদাধর ।১০৬
জয় কৃষ্ণ নমো নমো নমো শ্রীনিবাস।
অতুল সম্পদ তুমি বিশ্ব পরকাশ ॥১০৭
তুমি তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব সিদ্ধ উপাদান।
রিপুজয় হৈব তাহে কোন বস্তু জ্ঞান ॥১০৮
অদিতির বচন শুনিঞা চক্রপাণি।
হৃদয় বুঝিয়া তাঁরে বলে কোন বাণী ॥১০৯
তোমার চিত্তের কথা আমি জানি ভালে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ জিনিল অসুরে ।১১০
বলে হরি নিল তার স্বর্গ অধিকার।
শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পুত্র বেড়ায় তোমার ।১১১
এই পুত্র-শোকে তুমি হইয়া ব্যাকুলী।
আমা আরাধিলে তুমি নানা মন্ত্র বলি ॥১২
একান্ত ভজন করি ভজিলে আমারে।
আমার ভজন কবু নহিবে বিফলে ॥১১৩
সতী পতিব্রতা তুমি কশ্যপবনিতা।
দেবের জননী তুমি পরম পণ্ডিতা ॥১১৪

জনম লভিব আমি তোমার উদরে।
স্থাপিব তোমার পুত্র নিজ অধিকারে ॥১৫
ঝাট করি চল তুমি পতিসন্নিধানে।
কশ্যপ চিন্তিহ যেন আমার সমানে ॥১১৬
এইরূপে চিন্তিহ কশ্যপ প্রজাপতি।
বিনয় বচনে তার করিহ ভকতি ॥১১৭
তবে জনমিব আমি তোমার উদরে।
ভকতবৎসল নাম করিব সফলে ॥১১৮
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ হৈলা অন্তর্দ্ধান।
অদিতি চলিয়া গেলা কশ্যপের স্থান ॥১১৯
লইয়া দুর্লভ বর মনে আনন্দিতা।
ভক্তিভাবে পতি সেবা কৈল পতিব্রতা ॥২০
সমাধি করিয়া তবে কশ্যপ বুঝিল।
সাক্ষাৎ আসিয়া হরি অবতার কৈল ॥১২১
অদিতির গর্ভে হরি কৈল অবতার।
জা নঞা বিরিঞ্চি গেলা স্তুতি করিবার ॥২২
বহুবিধ স্তুতি ভক্তি করিয়া প্রণতি।
আপন ভুবনে তবে গেলা প্রজাপতি ॥১২৩
শুভকালে শুভ দিনে শুভ যোগ গতি।
হেনকালে জনম লভিল প্রাণপতি ॥১২৪
আজানু লম্বিত চারি ভুজ বিরাজিত।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজ বিলসিত ॥১২৫
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
বিলোল মুকুতাদাম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥১২৬
মকর কুণ্ডল চারু গণ্ড বিলুলিত।
মঞ্জীররঞ্জিত চারু চরণ সিঞ্জিত ॥১২৭
মণিময় ভূষণ বিলোল বনমালা।
মকর রঞ্জিত শোভে মুকুতার ঝারা ॥১২৮
নিজ ত্যজি নিবারিল গৃহ অন্ধকার।
তিমির নাশিয়া হৈল চন্দ্রর বিকার ॥১২৯
গণ্ড বিলুলিত চারু মকর কুণ্ডল।
অধর রঙ্গিম চারু শ্রীমুখমণ্ডল ॥১৩০
দশ দিগ প্রকাশ বিমল জলাশয়।
ত্রিজগৎ শীতল হইল অতিশয় ॥১৩১
ষড্ ঋতু বিদ্যমান হৈল এককালে।
পূরিল পৃথিবীতল আনন্দ মঙ্গলে ॥১৩২
স্থাবর জঙ্গম হৈল অন্তরে হরিষ।
আকাশ মণ্ডলে হৈল কুসুম বরিষ ॥১৩৩

দুন্দুভি কাহাল শঙ্খ বাজিল তুমুলে।
প্রভুর মঙ্গল গীত গায় বিদ্যাধরে ॥১৩৪
দেবগণে মুনিগণে করিল স্তবন।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে কৈল কৌতুকে নাচন ॥১৩৫
শ্রবণা নক্ষত্রযুত দ্বাদশীর দিনে।
শুভযোগ তিথি বার অভিজিত লক্ষণে ॥৩৬
আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিনে।
প্রকাশ দিলেন হরি অদিতির স্থানে ॥১৩৭
দেখিয়া অদিতি দেবী হৈলা আনন্দিতা।
পুত্র হঞা জনমিলা ত্রিভুবনপিতা ॥১৩৮
কশ্যপ দেখিয়া পুত্রে কৈল দণ্ডনতি।
করযোড় করি স্তুতি করে প্রজাপতি ॥১৩৯
পিতা মাতা বিদ্যমানে প্রভু যোগেশ্বরে।
নিজরূপ ত্যজিয়া বামনরূপ ধরে ॥১৪০
অদ্ভুত বামন রূপ দেখি মুনিগণ ॥
হরষিত হঞা কৈল বিবিধ স্তবন ॥১৪১
কশ্যপ পুত্রের গলে যজ্ঞ সূত্র দিল।
আপনে আসিয়া সূর্য্য গায়ত্রী পড়াইল ॥৪২
বৃহস্পতি আনি দিল কুশের মেখলা।
বাসবারে কৃষ্ণ সার দিল বসুন্ধরা ॥১৪৩
দণ্ডকমণ্ডলু আনি দিল শশধরে।
কৌপীন বসন দিল আকাশমণ্ডলে ॥১৪৪
অক্ষরাক্ষ ছত্র দিল মালা সরস্বতী।
আনিঞা ভিক্ষার পাত্র দিল ধনপতি ॥১৪৫
নানা দ্রব্য আনি দিল নানা মুনিগণে।
হেনকালে চিন্তে মনে প্রভু নারায়ণে ॥১৪৬
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বলি মহারাজ।
চলিয়া বামন গেলা অসুর সমাজ ॥১৪৭
ভৃগুকচ্ছ নামে তীর্থ নর্ম্মদার তীরে।
শুক্র গুরু লঞা তথা বলি যজ্ঞ করে ॥১৪৮
তথা গিয়া উত্তরিলা অদ্ভুত বামন।
নিজ তেজে জলে যেন দীপ্ত হুতাশন ॥১৪৯
বামন দেখিয়া লোকে লাগে চমৎকার।
সভাসদে বলি রাজা উঠিল তৎকাল ॥১৫০
কিবা দেব সূর্য্য কিবা দীপ্ত হুতাশন।
কিবা দেব নরায়ণ মোহে সর্ব্বজন ॥১৫১
কপট বামন বেশ ছত্র ধরে মাথে।
মৃগ ছাল পরে দণ্ড কমণ্ডলু হাতে ॥১৫২

অদ্ভুত দ্বিজ বটু দেখি উপসন্ন।
কুণ্ড হৈতে উঠিলা যজ্ঞের হুতাশন ॥১৫৩
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ সব উঠিলা সত্বরে॥
সভাসতে স্ববিতে উঠিলা দৈত্যেশ্বরে ॥১৫৪
আগত স্বাগত বলে বিনয় বচনে।
হেম সিংহাসনে প্রভু বসাইল তখনে।১৫৫
মনোহর দেখি রূপ দেখি দ্বিজ শিশুবেশ।
সবার হৃদয়ে আনন্দ বিশেষ ॥১৫৬
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা রাজা পূজিল সাদরে।
রত্ন সিংহাসনে বসাইল আদরে ॥১৫৭
চরণ কমল পাখা নিল পুণ্য জলে।
অবশেষ জল ধরে শিরের উপরে ॥১৫৮
ভকতি করিয়া যাঁহা শিব ধরে মাথে।
ব্রহ্মা আদি দেবে যাহা বাঞ্ছে ধ্যান পথে।
মহাভাগবত বলি ধর্ম্মকলেবর।
হেন পুণ্য জল ধরে শিরের উপর।১৬০
নমো নমো জয় বলি কৈল পরণাম।
কর যোড়ে পুছে রাজা হঞা সাবধান।১৬১
আজি সে সফল মোর জনম জীবন।
আজি সে হইলা তৃপ্ত মোর পিতৃগণ ॥১৬২
আজি সে সফল মোর ধন পরিবার।
আজি সে জানিনু হৈল বংশের উদ্ধার।১৬৩
ধন্য যজ্ঞ ধন্য দ্বিজ ধন্য ক্ষিতিতল।
যাহাতে পড়িল হেন চরণকমল ॥১৬৪
আজ্ঞা কর দ্বিজবর কি দিব তোমারে।
হস্তী ঘোড়া রথ রাজ্য পৃথিবী প্রাচীরে।১৬৫
ত্রিভুবন মাগ যদি তাহা দিতে পারি।
তুমি যাহা মাগ তাহা অন্যথা না করি॥
এ বোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর দ্বিজবর।
সফল করহ মোর স্ববংশ সকল ॥১৬৬
রাজার বচন শুনি প্রভু হৃষীকেশ।
হাসিয়া উত্তর দিলা কপট-দ্বিজ-বেশ।১৬৭
ধন্য ধন্য বলি তুমি ধন্য কুলে জন্ম।
ধর্ম্মযুক্ত সত্যযুত তোমার বচন।১৬৮
ধর্ম্মময় পিতামহ প্রহ্লাদ তোমার।
শুক্র হেন মুনিরাজ পুরোহিত যার।১৬৯
এ বংশে জন্মিঞা নহে কপট কৃপণ।
কেহ কভু নাহি বলে অসত্য বচন॥১৭০
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেবা না দিব ব্রাহ্মণে।
হেন জন নাহি হয় এবংশে জনমে ॥১৭১
এই বংশে উপজিল হিরণ্যাক্ষ বীর।
তার যুদ্ধে ত্রিভুবনে নহে কেহ স্থির ॥১৭২
যখন বরাহ-হরি পৃথ্বী উদ্ধারিল।
অনেক যতনে তারে বরাহ মারিল ॥১৭৩
শুনিয়া ভাইর বধ মহাদৈত্যেশ্বর।
হিরণ্য কশিপু কোপে জ্বলিল অন্তর ॥১৭৪
বিষ্ণু মারিবারে দৈত্য চলে ত্বরাত্বরি।
চাহিতে চাহিতে বুলে শূল হাতে ধরি ॥৭৫
ত্রিভুবন চাহি দৈত্য বৈকুণ্ঠ উঠিল।
মহাদৈত্য দেখি বিষ্ণু চিন্তিতে লাগিল ॥৭৬
লুকাই বেড়ায় বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ নগরে।
যথা যথা বিষ্ণু তারে চাহে ধাবিবারে ॥১৭৭
পলাঞা রহিতে স্থল না দেখিল হরি॥
তার অঙ্গে প্রবেশিল সূক্ষ্মরূপ ধরি ॥১৭৮
কোন স্থানে গেল হরি কৈল পরবেশ।
কোথাতে রহিলা বিষ্ণু না পাই উদ্দেশ।১৭৯
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল চাহিল ত্রিভুবন।
দশ দিগ্ চাহিল না পাইল দরশন।১৮০
তবে দৈত্য বলে আসি চাহিল বিচারি।
মরে জীয়ে তবে কেনে না দেখিল হরি॥
হরষিত হঞা দৈত্য আইল নিজ ঘরে।
তাহাকে মারিল নরসিংহ অবতারে ॥১৮২
আছিল তোমার পিতা বিরোচন নামে।
তার ঠাঞি ভিক্ষা মাগিলেন সুরগণে ॥১৮৩
দ্বিজ বেশ ধরি দেব মাগিল জীবন।
আপনার প্রাণ দিঞা তুষিল ব্রাহ্মণ ॥১৮৪
হেন পুণ্য বংশে তুমি জনম লভিলে।
আপনার কুল ধর্ম্ম আপনে রাখিলে ॥১৮৫
মাগিব অল্প কিছু তোমা বিদ্যমানে।
সবে তিনপাদ ভূমি দেহ তুমি দানে ॥১৮৬
তিন পাদ ভূমি দেহ চরণে জুখিয়া।
তপ করিবারে চাহি তাহাতে বসিয়া ॥১৮৭
প্রয়োজন বুঝিয়া ব্রাহ্মণে দেবে দান।
অধিক নালয়ে যদি বলি মতিমান ॥১৮৮
তুমি সব দিতে পার ত্রিভুবনপতি।
আমি সবে মাগিব ত্রিপাদ বসুমতী ॥১৮৯

এতেক শুনিঞা বলি প্রভুর বচন।
কর যোড়ে বলি রাজা করে নিবেদন ॥১৯০
শিশু বুদ্ধি দ্বিজ তুমি সহজে ছাওয়াল।
মাগ যদি পারি দিতে পৃথিবী বিশাল ॥১৯১
তিন পাদ তুমি মাগ ভাল ঠাকুরালী।
দাতা পাই যাহা হৈতে ভব দুঃখ তরি ॥১৯২
হাসিয়া বামন তবে দিলেন উত্তর।
ভাল কথা কহ তুমি বলি দৈত্যেশ্বর ॥১৯৩
যদি তিন পদ ভূমি সন্তোষ নাহিব।
তবে ত্রিভুবন দিলে কামনা পূরিব ॥১৯৪
পৃথু গয় আদি রাজা পূরবে আছিল।
সপ্তদ্বীপ যার রাজ্য অধিকার হৈল ॥১৯৫
তবুত নহিলে শান্তি রাজপদ পাঞা।
হেন সব রাজা গেল পৃথিবী ছাড়িঞা ॥১৯৬
সন্তোষ থাকিলে চিত্ত অল্পেতেই আঁটে।
অসন্তোষ চিত্ত যার ত্রিভুবন না আঁটে ॥১৯৭

* * * *

আমি যে মাগিব কত দ্বিজ দেহ পাঞা ॥১৯৮
প্রয়োজন অবধি মাগিলে কোন কাজ।
এবোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর মহারাজ ॥১৯৯
হাসিয়া উত্তর দিল বলি দৈত্যেশ্বর।
তোমার বাঞ্ছিত আমি করিব সফল ॥২০০
এবোল বুঝিয়া জল পাত্র নিল করে।
তিন পাদ ভূমি দিব বলে নরেশ্বরে ॥২০১
ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে
পঞ্চমোধ্যায় ॥ ৫ ॥

পঠমঞ্জরী ত্রিপদী।

বলির বচন শুনি, দৈত্য গুরু শুক্র মুনি,
কহে বলি শুনহ বচন।
কপট বামন হই, অদিতির গর্ভে যাই,
আপনে জন্মিলা নারায়ণ ॥১
নরিয়াহণ দেবকার্য্য সাধিবারে,
ছলে দ্বিজ রূপ ধরে,
যজ্ঞে আসি হৈল উপসন্ন।
কপটে সকল নিব, ইন্দ্রে অধিকার দিব,
এই বিষ্ণু কপট বামন ॥২
তুমি না জানিঞা মর্ম্ম, কৈলে অতি অকর্ম্ম
দান দিতে কৈলে অঙ্গীকার।
এইরূপে নারায়ণ, তিনপায়ে ত্রিভুবন,
যুড়িয়া লইব অধিকার ॥৩
একপদে ক্ষিতিতল, আর পদে অম্বর
যুড়িয়া ধরিব মহাকার।
একপদে নাহি স্থিতি,
কি হয় তাহার গতি,
কেন তার না চিন্ত উপায় ॥৪
দিতে অঙ্গীকার কৈলে,
যদি দিতে না পারিলে,
তবে দেখি নরক তোমার।
তুমি মূর্খ দৈত্যপতি, না বুঝ ধর্ম্মের গতি,
ব্যর্থ তুমি কৈলে অঙ্গীকার ॥৫
আছিল কচক মুনি, তাঁর মুখে হেন শুনি,
দোষ নাহি অসত্য বচনে।
পরিহাস স্ত্রীর কোলে, বিবাহ সঙ্কট স্থলে,
মিছা বুলি ব্রাহ্মণ কারণে ॥৭
আমার বচন ধর, অঙ্গীকার ব্যর্থ কর,
কিছু তুমি না দিহ ব্রাহ্মণে।
গুরুর বচন শুনি, বলি রাজা মনে গণি
কহে কিছু বিনয় বচনে ॥
গুরু মুখে যত কহে, সে সব অসত্য নহে,
গৃহস্থ কুলের ধর্ম্মবাণী ॥
জনমিঞা মহাবংশে, ভাঁড়ব কপট অংশে,
এই বড় পরাধ মানি ॥৮
হেন কহে ধর্ম্মমতি, অসত্য নরকে গতি,
মহাপাপ অসত্য বচনে।
সকল কহিতে পারি, অসত্য বলিতে নারি
এই বড় ভয় মোর মনে ॥৯
অসত্য ধরণী ধন, বন্ধু পরিবারগণ,
অসত্য শরীর সুতদার।
পিতা মোর নরপতি, আছিল নির্ম্মলমতি,
প্রাণ দিঞা কৈল উপকার ॥১০
সবে তুমি তিন পদ, মাগিল ব্রাহ্মণ সুত,
তাকে মুনি কৈল অঙ্গীকার।
অসত্য বচন বলি, ভাঁড়িব কপট করি,
ধিক্ ধিক্ জীবন আমার ॥১১

সবে নরপতিগণ, যজ্ঞ করি আরাধন,
তাঁর যশ রহিল সংসারে।
যদি দ্বিজ মাগে আর, ত্রিভুবন অধিকার,
তাহা দেখি মোর অঙ্গীকারে।১২
তুমি সব মুনিগণ, কর যার আরাধন,
নারায়ণ পীরিতি কারণে,
সেই যদি নারায়ণ, মোর ভাগে উপসন্ন,
তবে মোর সফল জীবনে॥১৩
বলির বচন শুনি, ক্রোধ করি শুক্র মুনি,
সাপ দিল বলি দৈত্যেশ্বরে।
আপনে পণ্ডিত মানি, লঙ্ঘিস আমার বাণী,
শ্রীভ্রষ্ট হও এই কালে।১৪
তবু বলি দৈত্যপতি,
নহিলে অসত্য মতি,
জল দিব ব্রাহ্মণ চরণে।
বিন্ধ্যাবলী তার নারী, কনক কলস ভরি
জল আনি দিল ততক্ষণে॥১৫
চরণ পাখালি বলি, পদ জল শিরে ধরি,
অভিষেক কৈল বন্ধুগণে।
দেবগণ স্তুতি কৈল, পুষ্প বরিষণ হৈল,
দেব বাদ্য বাজিল সঘনে।১৬
সিদ্ধ বিদ্যাধর যত, গন্ধর্ব্বে গাইল গীত,
নৃত্য করে দেবের নাচনী।
ধন্য বলি রাজা হৈল, বিশ্বনাথে দান দিল,
ত্রিভুবনে জয় জয় বাণী।১৭
তবে প্রভু হৃষীকেশ, কপট বামন বেশ,
ত্রিভুবন যুড়িল শরীরে।
আকাশ পৃথিবী তল, নদ নদী এ সাগর,
সব হৈল দেহের ভিতরে।১৮
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি করি, বিশ্বরূপ দেহ ধরি,
বিশ্বনাথ হইল আপনে।
বলি অদ্ভুত দেখি, তরাসে বুজিল আঁখি,
চমকিত হইল সুরগণে॥১৯
একপদ সপ্তদ্বীপ, যুড়িল পৃথিবী তল,
আর পদ আকাশমণ্ডলে।
তৃতীয় চরণ খানি, কোথা থোব চক্রপাণি,
ত্রিভুবনে নাহি আর স্থলে।২০
চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর, ভব আদি পুরন্দর,
ভব আদি মন্বন্তর।
শনকাদি মহাযোগেশ্বর॥
নন্দ সুনন্দ আদি, পারিষদগণ আসি,
স্তুতি কৈল শিরে ধরি কর॥২১
বেদ চারি যত ব্যাস, তর্ক ন্যায় ইতিহাস,
যোগ শাস্ত্রে সাঙ্খ্যাএ সংহিতা।
তাঁরা মূর্ত্তিমান্ হই, প্রভুর নিকট যাই,
গায় যশ প্রভু-গুণ-গাথা।২২
কেহ করে স্তুতিবাদ, কেহ গুণ দণ্ডপাত,
কেহ পূজে নানা উপহারে।
কেহ পুরস্কার করে, কেহ নৃত্যগীত গায়ে,
কেহ করে আনন্দ মঙ্গলে।২৩
এ সপ্ত ভুবনভেদী, শ্রীপাদ তুলিল যদি,
সত্যলোকে হৈল উপাদান।
ধূপ দীপ উপসত্ব হারে, বহুবিধ পরকারে,
ব্রহ্মা কৈল চরণ-সেবন।২৪
নিজ ধর্ম্ম করি হরি, ব্রহ্মা কমণ্ডলু ভরি,
পাখানিল প্রভুর চরণ।
জয় জয় স্তুতিবাণী, চৌদিগে মঙ্গলধনি,
নৃত্য গীত বিবিধ বাজন।২৫
ভল্লুকের অধিপতি, পাতালেত যার স্থিতি
জাম্ববান উঠিল তখনে।
অবতার কৈল হরি, প্রেম-আশা পরচারি,
পৃথ্বী কৈল তিন প্রদক্ষিণে।২৬
প্রভুর চরিত্র বুঝি, অসুর দানব সাজি,
অস্ত্র শস্ত্র ধরিল প্রখর।
কৃষ্ণ পারিষদ গণে, অসুর জিনিল রণে,
দৈত্যবল গেল রসাতল॥২৭
হেন কালে বলি আনি, বান্ধিল গরুড়জানি,
দশ দিগে হৈল হাহাকার।
উচ্চস্বরে বলে হার, শুন শুন আরে বলি,
স্থান দিতে পরকার।২৮
তিন পাদ দিলে ভূমি, দুইপদ পাইল আমি
আর পদ থুইব কোন স্থানে।
দিতে অঙ্গীকার কৈলে, যদি দিতে নাপারিলে
তবে নরক দেখি বিদ্যমানে।২৯
ব্রাহ্মণকে দিব বুলি, পাছে কি কপটে ভাড়ি
তার গতি নাহি কোনকালে।

ইহলোকে সর্ব্বনাশ সকল নরকে বাস,
কভু তার না হয় উদ্ধারে।৩০
বলি বলে প্রভু শুন, তুমি যদি জান হেন,
ব্যর্থ হৈল মোর অঙ্গীকার।
সত্য হউ মোর বাণী, তুমি বীর শিরোমণি
শিরে দেহ চরণ তোমার॥৩১
বিদগ্ধশেখর তুমি, বিচারে বুঝিনু আমি,
প্রভুর বচন নহে আন।
মোর মাথে পদ ধর, অঙ্গীকার সত্য কর,
ভাল সত্যবাদী ভগবান।৩২
নরকে বা করে বাস, কিবা রাজ্য পদনাশ,
বন্ধনে নাহিক মোর ভয়।
ইহাতে অধিক আর, যদি কর পরকার,
তভু যেন সত্য ভঙ্গ নয়।৩৩
তুমি প্রভু কল্পতরু, দৈত্যের পরম গুরু,
মদ ভঙ্গ কৈলা কৃপা করি।
ভববন্ধ অন্ধকার, মোর যেন নহে আর,
এই দয়া করহ শ্রীহরি॥৩৪
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, যার পদ সুসেবন,
করিয়া সংসার হয় পার।
হেন মহাযোগেশ্বরে, আপনে বান্ধিব যারে
তার ভাগ্য কি কহিব আর॥৩৫
আমার বাপের বাপ, প্রহ্লাদ তোমার দাস
বৈরিভাব বাপের দেখিল।
তবু ধন সুত দার, ত্যজি বন্ধুপরিবার,
রহে দুই চরণে তোমার॥৩৬
তুমি প্রভু চক্রপাণি, বিদগ্ধশেখর মণি,
মোর জন্ম দেখ সেই বংশে
রাজ্য পদ দূর করি, মোর গর্ব্ব পরিহরি,
কে কারণে বান্ধ নাগ ফাঁসে।৩৭
হেনকালে দৈত্যেশ্বর, প্রহ্লাদ ভকত বর,
আসিয়া দেখিল নারায়ণে।
পারিষদ যত দিব্য, রূপ অদ্ভুত রাজ্য,
পাসরিল সব দরশনে।৩৮
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ, গদ গদ স্বর ভঙ্গ,
নয়নে আনন্দ জল বহে।
কৈল দণ্ড পরণাম, নাহি রাজ্য অবধান,
তবে কর যোড়ে কিছু কহে।৩৯

নমো নমো জয় জয়, কৃপালু করুণাময়,
দীন বন্ধু ভকতবৎসল।
অখিল ভুবনপতি, সকল লোকের গতি,
নমঃ নম জগৎ-ঈশ্বর।৪০
কোন তপ কৈল বলি, কৃপা কৈলে বনমালী,
হরিলে শ্রীমদ অহঙ্কার।
বান্ধিঞা বরুণ ফাঁসে, ভববন্ধ কৈলে নাশে,
ধন্য কুলে জনম আমার॥৪১
হেনকালে বিন্ধ্যাবলি, ভয়ে স্তুতি সুব্যাকুলি,
কর যোড়ি শিরের উপর।
লাজে হেঠ মাথা হই, প্রভুর নিকটে যাই,
বলে কিছু বিনয় উত্তর।৪২
আপনার ক্রীড়া ভাণ্ড, এসকল যে ব্রহ্মাণ্ড
অজ্ঞে তাহা করে অধিকার।
নির্লজ্জ কুবুদ্ধি জন, বিধি করে বিড়ম্বন,
কোন দায় করে অহঙ্কার।৪৩
স্বামী নহে স্বাম্য বলে, ব্যর্থ অহঙ্কার করে
ত্রিভুবনে কার কিবা দায়।
ভাল তুমি মায়া কর, কপটে সেবক ভাঁড়
ঠাকুরালি করিতে জুয়ায়।৪৪
হেনকালে ব্রহ্মা আসি, মনে বড় ভয় বাসি,
বলে কিছু বিনয় বচন।
সকল তোমারে দিল, তার কেন গতি হৈল
কেন দণ্ড কি কারণে কর।৪৫
যার পদ যুগ জল, দূর্ব্বাপত্র দিঞা পুজি,
সেহ বিষ্ণুপদে গতি পায়।
ত্রিভুবন দান করি, তবু দণ্ড পায় বলি,
হেন প্রভু তব মনে ভায়॥৪৬
প্রভু বলে ব্রহ্মা শুন, তুমি তব নাহি জান,
আমি যারে অনুগ্রহ করি।
তার ধন মদ হরি, বান্ধব বিচ্ছেদ করি,
সেই জায় ভবসিন্ধু তরি।৪৭
ধন মদ হয় যার, তার বাড়ে অহঙ্কার,
দেব দ্বিজ গুরু নাহি মানে।
যে পুন আমার দাস, তার করি মদনাশ,
তারে দণ্ড করিতে কারণে।৪৮
যারে অনুগ্রহ করি, তার ধন পুত্র হরি,
সেই জন বান্ধব আমার।

ব্রহ্মার দুর্লভপদ, কিবা দিয়ে ইন্দ্র পদ,
তভুত সুধিতে নারি ধার।৪৯
বলি হয় মহামতি, অসুর দানব পতি,
এই সে জিনিল বিষ্ণুমায়া।
পাইয়া এত অপমান, নাহি যার বস্তুজ্ঞান,
ত্রিভুবনে নাহি যার দয়া।৫০
ছলে ত্রিভুবন নিল, তর্জ্জন ভৎর্সন কৈল,
বহুবিধ তাড়ন বন্ধন।
বন্ধুগণে ছাড়ি গেল, ছলে সব নাশ হইল,
তবু তার না টলিল মন॥৫১
এই মন্বন্তর গেলে, বলি হৈবে পুরন্দরে,
তাবৎ সুতলে দিব বাস।
আমার বচন ধরি, বিশ্বকর্ম্মা কৈল পুরী,
সূর্য্য কোটি জিনি পরকাশ॥৫২
জরা মৃত্যু নাহি যথা, শোক মোহ ভয়ব্যথা,
নাহি যথা বিবিধ সন্তাপ।
দেবে যারে বাঞ্ছা করে,ব্রহ্মাণ্ডের অগোচরে,
হেন পদ করিব প্রসাদ।৫৩
চল বলি সে সুতলে, রহ গিঞা দিব্য পুরে,
ভজ গিয়া চরণ আমার।
নিজ পরিবার সঙ্গে, সুখ ভোগ কর রঙ্গে,
ভববন্ধ নাহি আরবার॥৫৪
নিজ হস্তে চক্র ধরি, রাখিব তোমার পুরি,
আমি তোর থাকিব দুয়ারে।
তবে কর যোড় করি, বিনয় বচন বলি,
বলি কিছু নিবেদন করে।৫৫
ভাবে পুলকিত অঙ্গ, আনন্দ-তরঙ্গ-ভঙ্গ,
গদ গদ বচন রসাল।
প্রণত কন্ধর করি, বলে দুই বোল চারি,
ভাল প্রভু কর ঠাকুরাল।৫৬
মুঞি অজ্ঞ না জানিনু,কিবা আরধন কৈনু,
দ্বিজ বুদ্ধ্যে কৈল উপাসনা।
ব্রহ্মাদি দুর্লভ পদ, শিরের উপরে ধর,
এত বড় কৃপার মহিমা।৫৭
অধম অসুর জাতি, তমগুণে উৎপতি,
তাহে তুমি এত কৃপা কর।
একান্ত ভকতি করি, সকল সংসার ছাড়ি,
ভজিলে বা কিবা দিতে নার॥৫৮

এতেক বচন বলি, দণ্ড-পরণাম করি,
আজ্ঞা ধরি শিরের উপর।
সুতলে প্রবেশ কৈল, নিজগণ সনে রৈল,
ইন্দ্র পদ পাইল পুরন্দর।৫৯
প্রহ্লাদ আসিয়া তবে, প্রেমে গদ্‌গদ ভাবে
বলে কিছু বিনয় বচনে।
ধন্য মোর কুলশীল, ধন্য বলি জনমিল,
ধন্য বংশ হৈল যাহা গুণে।৬০
ব্রহ্মা যাহা নাহি লভে,যে পদ নাপায় শিবে
লক্ষ্মী যাহা করয়ে সন্ধানে।
জগৎ বন্দিত জন, করে যাহার নন্দন,
বলি শিরে সে পদ লভনে।৬১
ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পাইল, শিবের শিবত্ব হৈল,
যার পদ কমল ধ্যায়ানে,
কুজুনি অসুর খল, তাতে কৃপা এত বড়,
তার লীলা কে কহিব আনে।৬২
সবার হৃদয়ে বৈস, সমভাবে পরকাশ,
তবু ধরে বিষম স্বভাব।
ভকত আপনে কর, না ভজিলে পরিহর,
যেন সুরতরু অনুভাব ৬৩
এতেক বচন বলি, দণ্ড পরণাম করি,
আজ্ঞা ধরি শিরের উপরে।
সুতলে প্রবেশ কৈল, বলি আসি সম্ভাষিল
শুক্র দেখি বলে গদাধরে।৬৪
শুন শুক্র মুনিবর, আমার বচন ধর,
যজ্ঞ ছিদ্র কর সমাপনে।
সকল ব্রাহ্মণ মেলি, যজ্ঞ পরিপূর্ণ করি,
শিষ্ট কর্ম্ম করে সমাধানে॥৬৫
শুক্র বলে প্রভু শুন, তুমি যাহে উপসন্ন,
তার ছিদ্র নাহি কোন কালে।
মন্ত্রে তন্ত্রে ক্রমাগত, দাণ্ডকালে ছিদ্র যত,
সর্ব্ব দোষ যার নামে হরে॥৬৬
তথাপি তোমার বাণী,পাছে ব্যর্থ হয় জানি,
আজ্ঞা করি শিরেত পালন।
এতেক বচন বলি, যজ্ঞ সমাপন করি,
পূর্ণ দিল যত মুনিগণ॥৬৭
ছলে দৈত্য সংহারিয়া,ইন্দ্রে অধিকার দিঞা
ধরিয়া বামন কলেবর।

জয় পুরন্দরে, সুর সিদ্ধ বিদ্যাধরে,
ত্রিভুবনে আনন্দে মঙ্গল ॥৬৮
মুনিগণ মেলি, মহা অভিষেক করি,
তবে নাম উপেন্দ্র ধরিল।
দেবগণ মেলি, দিব্য দেবরথে তুলি,
প্রভু লঞা সুরপুরে গেল ॥৬৯
ইন্দ্র নিজ অধিকারে, দেব নিজ নিজ পুরে
হরিষে রহিল নিজ ঘরে।
অপরূপ লীলা করি, ক্রীড়া কৈল বনমালী
কহিল বামন অবতারে ॥৭০
পৃথ্বীখান ধূলা করি, যদি গণিবারে পারি,
তবু গুণ গণনা না যায়।
যার পদ-নখ-জলে, জগৎ পবিত্র করে,
তার গুণ কেবা অন্ত পায় ॥৭১
দ্বিজকুলে তার লীলা, বামন বিক্রম খেলা,
শুনিলে সকল পাপ হরে।
ভাগবত আচার্য্যের বাণী অতি সুমধুর।
জান গুরু শ্রীল গদাধরে ॥৭২

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল শুকদেব স্থানে।
মৎস্য অবতার হরি কৈল কি কারণে ॥১
আপনে ঈশ্বর হইলা মৎস্য-কলেবর।
ইহার মহিমা গুরু কহ কত বড় ॥২
রাজার বচন শুনি মুনি যোগেশ্বর।
মৎস্য অবতার কথা কহে মনোহর ॥৩
দুষ্টবিনাশন শিষ্ট করিব পালনে।
নানারূপ ধরে হরি এই সে কারণে ॥৪
অনন্ত শয়নে হরি প্রলয়সাগরে।
নিদ্রা পূর্ণ করি হরি কৌতুকে বিহরে ॥৫
প্রভু মুখ হৈতে চারি বেদ উপজিল।
হয়গ্রীব নামে দৈত্য বেদ হরি নিল ॥৬
সে কারণে ধরে প্রভু মৎস্য-কলেবর।
মৎস্য অবতার কথা শুন নরেশ্বর ॥৭
সত্যব্রত নামে এক আছিল নৃপতি।
জল পান করি তপ করে মহামতি ॥৮
কৃতমালা নদী-তীরে করিয়া মজ্জন।
পুণ্য জল দিঞা রাজা করয়ে তর্পণ ॥৯

একটী শফরী মৎস্য অঞ্জলি-ভিতরে।
দেখিয়া অঞ্জলি রাজা ত্যজিল সত্বরে ॥১০
বিনয় করিয়া তবে বলেন শফরী।
ক্ষুদ্র মৎস্যজাতি আমি কেন পরিহরি ॥১১
বড় বড় মৎস্য ধরি খায়ে সে কারণে।
জাতিভয়ে লইল আমি তোমার শরণে ॥১২
তুমি মোরে নাহাড়িহ শুনহ রাজনে।
শরণাগতজনে তুমি ত্যজ কি কারণে ॥১৩
এতেক বচন যদি বলিলা শফরী।
কলসী ভিতরে মৎস্য থুইল দয়া করি ॥১৪
কৃপায় শফরী রাজা আনিল মন্দিরে।
ক্ষণেকে কলসী ভরি পূরিল শরীরে ॥১৫
দুঃখ ভাবি মৎস্য বলে শুন নরেশ্বর।
রহিতে না পারি আমি ইহার ভিতর ॥১৬
বড় হেন বুঝিয়া আমাকে দেহ ঠাঁই।
তাহার ভিতরে আমি সন্তোষে বেড়াই ॥১৭
তবে মৎস্য থুইল লইঞা কূপের ভিতরে।
তিলেকে সকল কূপ জুড়িল শরীরে ॥১৮
বিনয় করিয়া তবে কি বলে শফরী।
ইহার ভিতরে আমি রহিতে না পারি ॥১৯
বড় হেন বুঝিয়া আমাকে দেহ স্থান।
অন্য বলিয়া না করিহ অপমান ॥২০
তবে মৎস্য থুইল রাজা সরোবর জলে।
জুড়িল সকল জল তিলেক ভিতরে ॥২১
তবে মৎস্য বলে রাজা অবধান কর।
অগাধ জলের মধ্যে আমা লঞা ধর ॥২২
এ বোল শুনিঞা মৎস্য অগাধ সলিলে।
অনেক যতনে লঞা থুইল সরোবরে ॥২৩
যত যত জলাভিশয়ে থুইল বারে বারে।
তিলেক সকল জুড়ি কলেবর ধরে ॥২৪
তবে ক্রোধ করি রাজা ফেলিলে সাগরে।
বিনয় করিয়া মৎস্য বলে হেন কালে ॥২৫
অরে অরে রাজা লঞা সাগরের জলে।
বড় বড় মৎস্য আসি খাইবে আমারে ॥২৬
বড় জলচর-ভয়ে পশিলে শরণ।
মহারাজা হঞা তুমি ফেল কি কারণ ॥২৭
এতেক বচন যদি বলিল শফরী।
চিত্তের ভিতরে রাজা অনুমান করি ॥২৮

নাহি দেখি নাহি শুনি অপরূপ মীন।
নাহি দেখি হেন রূপ জলচর প্রবীণ ২৯
এক দিনে বাড় তুমি শতেক যোজন।
অনুমানে বুঝিল সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥৩০
অনুগ্রহ করিতে এরূপ তুমি ধর।
মৎস্য-রূপ ধরি তুমি অবতার কর ॥৩১
নমো মহাপুরুষ অনন্ত ভগবান্।
নানারূপ ধরি কর লোক-পরিত্রাণ ॥৩২
ভকত জনের তুমি বহু হিতকারী।
কে কারণে কৃপা কৈলে মৎস্য-রূপ ধরি ॥৩৩
নমো দেব জয় জয় নমো নারায়ণ।
মৎস্য-রূপ ধর তুমি এ কোন কারণ ৩৪
সত্যব্রত বচন শুনিঞা হৃষীকেশ।
অবতার কারণ কহিল মৎস্য-বেশ ॥৩৫
সপ্তম দিবসে হৈল প্রলয় সাগরে।
ত্রিভুবন চরাচর সজীব সকলে ॥৩৬
ভাসিয়া আসিবে নৌকা প্রলয় সলিলে।
ঔষধি তুলিহ তুমি তাহার উপরে ॥৩৭
সপ্ত ঋষিগণ লঞা আপনে উঠিহ।
তাহার উপরে চড়ি কৌতুকে ভ্রমিহ ॥৩৮
তখন আসিব আমি ধরি মৎস্য-বেশ।
কাঁটাতে বান্ধিয়া নৌকা মহানাগপাশ ॥৩৯
পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেন কণ্টক বিশাল।
তাহাতে বান্ধিয়া নৌকা করিহ বিচার ॥৪০
আমার মহিমা দিব্য গাইবে মুনিগণে।
নৌকার উপরে বসি শুনিহ শ্রবণে ॥৪১
এতেক বলিয়া মৎস্য কৈল অন্তর্দ্ধান।
বিস্ময় ভাবিয়া রহে রাজা মতিমান ॥৪২
কৃতমালাতীরে করি কুশের আসন।
তাহাতে বসিয়া রাজা চিন্তে মনে মন ॥৪৩
হেনকালে শুনে মহাজন উৎরোল।
প্রলয়সাগরে জল-তরঙ্গকল্লোল ॥৪৪
মহামেঘ বাজ যেন ঘোর অন্ধকার।
বাড়িল সাগর জল পর্ব্বত আকার ॥৪৫
ভয় পাঞা রাজা কিছু চিন্তে মনে মনে।
হেন কালে দিব্য নৌকা দিল দরশনে ॥৪৬
পৃথিবীর ঔষধি যতেক মুনিগণ।
নৌকাতে তুলিয়া রাজা কৈল আরোহণ ॥৪৭
মুনিগণ বলে রাজা না করিহ ভয়।
ভক্তিভাব করিয়া চিন্তিহ দয়াময় ॥৪৮
সেই সে করিতে পারে সঙ্কট-মোচন।
হেন কালে মৎস্য-রূপ দিল দরশন ॥৪৯
দশ লক্ষ প্রহর শরীর-পরিসর।
পর্ব্বত-আকার শৃঙ্গ পৃষ্ঠের উপর ॥৫০
হেমধাম কলেবর অতি মনোহর।
তরঙ্গকল্লোলে মৎস্য করে ঝলমল ॥৫১
আজ্ঞা পাঞা সত্যব্রত নাগপাশ ধরি।
কণ্টকে বান্ধিল নৌকা দৃঢ়তর করি ॥৫২
তবে সত্যব্রত রাজা করিয়া প্রণতি।
বিবিধ প্রণাম কৈল বহুবিধ স্তুতি ॥৫৩
এত স্তুতি কৈল যদি নৃপতি প্রধান।
তুষ্ট হইয়া বলেন মৎস্য-রূপী ভগবান্ ॥৫৪
পুরাণ সংহিতা সাংখ্যযোগ তত্ত্ব কথা।
কহিল সকল ধর্ম্ম সর্ব্বলোক-পিতা ॥৫৫
হেন অপরূপ ক্রীড়া কৈল মৎস্যবেশ।
ঋষিগণে তত্ত্বজ্ঞান না কৈল উপদেশ ॥৫৬
এইরূপে গেল যদি প্রলয় সময়।
বেদ উদ্ধারিতে ইচ্ছা কৈল দয়াময় ॥৫৭
হয়গ্রীব দৈত্য মারি বেদ উদ্ধারিল।
ব্রহ্মার বদনে প্রভু বেদ সমর্পিল ॥৫৮
সেই সত্যব্রত রাজা পুছিল তখনে।
বৈবস্বত নাম মনু হইয়াছে এখনে ॥৫৯
মৎস্য-অবতার-কথা যেবা জন শুনে।
সর্ব্ব পাপ হরে সুখ বাড়ে দিনে দিনে ॥৬০
আদি অবতার কথা ধন্য পাপহর।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় তার সর্ব্বত্র মঙ্গল ॥৬১
শ্রীযুত শ্রীগদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥৬২

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

ইতি অষ্টমঃ স্কন্ধঃ সমাপ্তঃ॥

অথ নবমস্কন্ধো লিখ্যতে॥

তবে রাজা পরীক্ষিৎ বুদ্ধির শেখর।
আর কথা জিজ্ঞাসিল মুনির গোচর ॥১
সত্যব্রত রাজা ছিল ভকত প্রধান।
মৎস্য অবতারে প্রভু দিল তত্ত্বজ্ঞান ॥২

বৈবস্বত মন্বন্তর সূর্য্যের তনয়।
বৈবস্বত মনু তেঁহো হৈলা মহাশয় ॥৩
বৈবস্বত বংশে যত হৈল উৎপত্তি।
হইয়াছে হবেক আর যত নরপতি ॥৪
সূর্য্যবংশে যত রাজা হৈল উপাদান।
তা সবার কহ পুণ্য চরিত্র ব্যাখ্যান ॥৫
এতেক বচন যদি বলিলা নৃপতি।
কহিতে লাগিলা তবে শুক মহামতি ॥৬
সূর্য্যবংশ কথা রাজা শুন সাবধানে।
সংক্ষেপে কহিব কিছু তোমা বিদ্যমানে ॥৭
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসর।
তবুত কহিতে নারি মহিমা সকল ॥৮
সূর্য্যবংশ চরিত্র কহিব সাবধানে।
পূরবে আছিলা সবে এক ভগবানে ॥৯
প্রলয়ে নাছিল কিছু এলোক রচনা।
চন্দ্র সূর্য্য সুরাসুর ব্রহ্মাদি কল্পনা ॥১০
জগৎ সৃজিতে প্রভু যখন ইচ্ছিল।
তার নাভি-পদ্ম হৈতে ব্রহ্মা উপজিল ॥১১
ব্রহ্মার মানস পুত্র জন্মিল মরীচি।
মরীচির তনয় কশ্যপ প্রজাপতি ॥১২
অদিতির গর্ভে সূর্য্য কশ্যপ তনয়।
সূর্য্য পুত্র শ্রাদ্ধদেব হৈলা মহাশয় ॥১৩
শ্রদ্ধা নামে তার পত্নী পরম রূপসী।
দশ পুত্র হৈল তাহে মহাগুণরাশি ॥১৪
পূরবে নাছিল শ্রাদ্ধদেবের সন্ততি।
পুত্র কামে বশিষ্ঠ সেবিল মহামতি ॥১৫
দ্বিজগণ আনিঞা বশিষ্ঠ যজ্ঞ কৈল।
হোতার নিকটে তবে শ্রদ্ধা দেবী গেল ॥১৬
একখানি কন্যা মোর হয় যেন মতে।
হেন কর্ম্ম কর হোতা মাগিল গোপতে ॥১৭
তবে হোতা যজ্ঞ কৈল কন্যার কারণে।
শ্রদ্ধার জন্মিলা তবে কন্যা ইলা নামে ॥১৮
কন্যা দেখি শ্রাদ্ধদেব করিয়া বিষাদ।
বশিষ্ঠের আগে কহে করি যোড় হাত ॥১৯
তুমি সব মহাযোগেশ্বর মুনিরাজ।
বিপরীত হয় কেনে মুনির সমাজ ॥২০
পুত্র কামে যজ্ঞ কর কন্যা উপাদান।
এসব উচিত নহে তোমা বিদ্যমান ॥২১

রাজার বচন শুনি বশিষ্ঠ কহিল।
হোতার কপট দোষে কন্যা উপজিল ॥২২
তবু তুমি না চিন্তিহ সূর্য্যের নন্দনে।
এই কন্যা খানি পুত্র করিব এখনে ॥২৩
এবোল বুঝিয়া কৃষ্ণ কৈল আরাধন।
সাক্ষাৎ আসিয়া বর দিল নারায়ণ ॥২৪
তবে ইলা কন্যা হৈল সুদ্যুম্ন কুমার।
সুদ্যুম্ন সে রাজপুরে করয়ে বিহার ॥২৫
এক দিন বনে গেলা মৃগয়া করিতে।
দিব্য অশ্ব আরোহণ অল্প সৈন্য সাথে ॥২৬
দিব্য শর ধনু হাতে দিব্য অস্ত্র ধরে।
চলিল উত্তর দিগে মৃগ অনুসারে ॥২৭
সুমেরু নিকটে আছে কর্ত্তিকের বন।
তার সন্নিকটে গিয়া হৈলা উপসন্ন ॥২৮
প্রবেশ করিল মাত্র কার্ত্তিকের বনে।
সেই ক্ষণে স্ত্রীর রূপ ধরিল সগণে ॥২৯
মুনি বলে শুন রাজা কহিব তোমারে।
পার্ব্বতীর সঙ্গে ক্রীড়া করে মহেশ্বরে ॥৩০
দেবী দিগম্বরী হয় শিব বিবসনে।
হেনকালে গেলা তথা মহা ঋষিগণে ॥৩১
তাহা দেখি বড় লাজ পাইল মহেশ্বরী।
বস্ত্র পরিধান লাজে উঠে ত্বরাত্বরি ॥৩২
ঋষিগণে লাজ পাঞা হেঠ কৈল মাথা।
সেই মতে গেলা নরনারায়ণ যথা ॥৩৩
লাজ পাঞা মাহেশ্বরী চিন্তে মনে মনে।
হেন কর্ম্ম করি কেহো না আইসে এবনে ॥৩৪
আজি হৈতে যদি কেহো এবনে আইসে।
ছাড়িয়া পুরুষ স্ত্রীরূপ হইব স্ত্রীবেশে ॥৩৫
সেই দিন হইতে কেহো না যায় তাহাতে।
সুদ্যুম্ন প্রবেশ গিয়া কৈল আচম্বিতে ॥৩৬
সগণে যুবতীবেশ সুদ্যুম্ন ধরিল।
চন্দ্রের তনয় বুধ হেন কালে গেল ॥৩৭
রতি কেলি কৈল তাহা দোঁহার মিলনে।
তাহাতে জন্মিল পুত্র পুরূরবা নামে ॥৩৮
সুদ্যুম্ন চলিয়া তবে গেলা নিজ পুরে।
কহিল সকল কথা বশিষ্ঠ গোচরে ॥৩৯
সুদ্যুম্ন দেখিয়া মুনি চিন্তে মনে মনে।
আপনে চলিয়া গেলা শঙ্করের স্থানে ॥৪০

স্তুতি ভক্তি করি শিবে কৈল আরাধন।
শঙ্কর আদরে কৈল মুনি সম্ভাষণ ॥৪১
সুদ্যুম্নের তরে বর বশিষ্ঠ মাগিল।
হৃদয় চিন্তিয়া তবে শিব বর দিল ॥৪২
অসত্য নহিব কভু আমার বচন।
সুদ্যুম্নেরে দিল বর তোমার কারণ ॥৪৩
এক মাস নারী হৈব আর মাসে নর।
এই রূপ দিল আমি সুদ্যুম্নেরে বর ॥৪৪
বশিষ্ঠ আসিয়া রাজা সুদ্যুম্নে কহিল।
তপ করিবারে মুনি তপোবনে গেল ॥৪৫
রাজা হঞা রাজ্য করে সুদ্যুম্ন কুমার।
পৃথিবী শাসিয়া কৈল নিজ অধিকার ॥৪৬
এক মাস থাকে রাজা স্ত্রীর বেশ ধরি।
আর মাসে পুরুষ আকার মহাবলী ॥৪৭
এইরূপে কৈল রাজা পৃথিবী পালনে।
রাজা দেখি প্রজার সন্তোষ নাহি মানে ॥৪৮
তিন পুত্র হৈল তার মহা বলবানে।
কনিষ্ঠ বিমল গয় উৎকল প্রধানে ॥৪৯
দক্ষিণ দেশের রাজা হৈল তিনজনে।
তবে পুরূরবারে রাজ্য দিলেন আপনে ॥৫০
হেন রাজ্য পদ তাঁর নাহি বস্তু জ্ঞান।
সকল দেখিল যেন স্বপ্নের সমান ॥৫১
পুত্রে রাজ্য দিঞা রাজা গেল তপোবনে।
পুরূরবা রাজ্য পদ করে সাবধানে ॥৫২
এই রূপে যদি বহি গেল চিরকাল।
বৈবস্বত মনু তবে নিজ অধিকার ॥৫৩
যমুনার তীরে রাজা রহি নিরন্তর।
পুত্র কামে তপ কৈল শতেক বৎসর ॥৫৪
হরি আরাধিল রাজা যোগ সমাধনে।
তবে তুষ্ট হঞা বর দিল নারায়ণে ॥৫৫
ইক্ষ্বাকু প্রথম নৃগ শর্য্যাতি কুমার।
দিষ্ট ধৃষ্ট করূষ নরিষ্যন্ত আর ॥৫৬
পৃষধ্র নাভাগ কবি দশ পুত্র হৈল।
তবে বৈবস্বত মনু সন্তোষে রহিল ॥৫৭
দশ পুত্র মাঝে নাম পৃষধ্র যাহার।
বশিষ্ঠ স্থাপিল তারে করিয়া গোয়াল ॥৫৮
গরু রাখে পৃষধ্র কুমার রাত্রি দিনে।
বীরাসন ব্রত করি করে জাগরণে ॥৫৯

এক দিন ঘোর নিশি রাত্রি অন্ধকার।
এক ব্যাঘ্র প্রবেশিল গোষ্ঠের মাঝার ॥৬০
চমকিয়া সব গরু উঠিল তরাসে।
এক গরু ব্যাঘ্রে তার ধরিল নির্জ্জাশে ॥৬১
ক্রন্দন শুনিঞা তবে পৃষধ্র কুমার।
খড়্গ ধরি প্রবেশিল গোঠের ভিতর ॥৬২
বাঘ বলি কোপ দিল করিয়া সন্ধান।
কাটা গেল বাছুর বাঘের এক কাণ ॥৬৩
শব্দ উঠিল তবে বাঘ পলায় ভয়ে।
পথে পথে রকত পড়িল ধারে ধারে ॥৬৪
কাটা গেল ব্যাঘ্র বীর মনে হরষিত।
রজনী প্রভাতে বৎস দেখিয়া দুঃখিত ॥৬৫
অপরাধ দেখিয়া বশিষ্ঠ দিল শাঁপ।
শূদ্র হঞা থাকুক অজ্ঞানে কৈল পাপ ॥৬৬
গুরু শাঁপ নিল বীর যোড় করি কর।
তপ করি কৃষ্ণ আরাধিল নিরন্তর ॥৬৭
শান্ত দান্ত সর্ব্বভূতহিতরত হই।
যথা লাভ তুষ্ট থাকে বন ফল খাই ॥৬৮
পবন রোধন করি সর্ব্ব সঙ্গ ত্যজি।
একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণপদ ভজি ॥৬৯
কৃষ্ণ মন ধরি প্রাণ করি হুতাশনে।
ব্রহ্মে প্রবেশিল তার ছুটিল বন্ধনে ॥৭০
তাহার কনিষ্ঠ যেই কবি বন্ধু সনে।
সুখ ভোগ রাজ্য ত্যজি প্রবেশিল বনে ॥৭১
কৃষ্ণ আরাধিয়া শীঘ্র পাই কৃষ্ণগতি।
করূষের পুত্রগণ কারূষ খেয়াতি ॥৭২
উত্তরদেশেতে তাঁরা পাইল অধিকার।
ব্রহ্মণ্য বদান্য তারা ধর্ম্ম পরচার ॥৭৩
ধৃষ্ট-বংশ যত উপজিল ধৃষ্ট নাম।
নৃগের সুমতি পুত্র হৈল বলবান্ ॥৭৪
সুমতির পুত্র হইল নামে ভূতজ্যোতি।
তাঁর পুত্র বসু তার প্রতীক খেয়াতি ॥৭৫
তাঁর পুত্র ওঘবান্ বিদিত সংসার।
ওঘবতী নামে কন্যা জনমিল তার ॥৭৬
নরিষ্যন্ত নামে এক পুত্র জনমিল।
চিত্রসেন তাঁর পুত্র ঋক্ষ নামে হৈল ॥৭৭
মীঢ়ুস্ তনয় তাঁর পুত্র পূর্ণ নামে।
ইন্দ্রসেন তাঁর পুত্র বিদিত ভুবনে ॥৭৮

ইন্দ্রসেন তাঁর পুত্র সত্যশ্রবা নাম।
উরুশ্রবা তাঁর পুত্র মহাবলবান্ ॥৭৯
দেবদত্ত তাঁর পুত্র অগ্নিবেশ্য হৈল।
কানীন তাঁহার পুত্র শশী জনমিল ॥৮০
জাতুকর্ণ নামে ঋষি বিদিত ভুবনে।
দ্বিজকুল উপজিল অগ্নিবেশ্যায়নে ॥৮১
দিষ্ট-বংশ কহি তবে শুন নরপতি।
দিষ্টের নাভাগপুত্র কর্মে বৈশ্য জাতি ॥৮২
ভলন্দন তাঁর পুত্র তাঁর বৎসপ্রীতি।
তাঁর পুত্র প্রাংশু তাঁর তনয় প্রমতি ॥ ৮৩
খনিত্র তাঁহার পুত্র চাক্ষুষ-তনয়।
বিবিংশতি তার পুত্র রম্ভ মহাশয় ॥৮৪
রম্ভের খনীনেত্র হইল নরপতি।
অবিক্ষিত নামে তাঁর সুত মহামতি ॥৮৫
চক্রবর্ত্তী রাজা তার মরুত্ত কুমার।
সংবর্ত্ত আসিয়া কৈল যজ্ঞের প্রকার ॥৮৬
মরুত্তের যজ্ঞ সম যজ্ঞ নাহি হয়।
যাঁর যজ্ঞে সর্ব্ব পাত্র হৈল হেমময় ॥৮৭
মরুত্তের সুত হৈল দম মহীপাল।
রাজবর্দ্ধন নামে তাঁহার কুমার ॥৮৮
তাঁর পুত্র সুধৃতি তাঁহার পুত্র নর।
নরপুত্র কেবল জন্মিল মহাবল ॥৮৯
তাঁর পুত্র ধুন্ধুমান বুধ তার সুত।
তাঁর পুত্র তৃণবিন্দু মহাগুণযুত ॥৯০
তৃণবিন্দু মহীপতি ভজিল অপ্সরা।
অলম্বুষা নাম তাঁর দিব্যবেশধরা ॥৯১
তাঁর কন্যা জনমিলা ইলবিলা নাম।
আপনে বিশ্রবা যাহে কৈল গর্ভাধান ॥৯২
কুবের জন্মিল তাহে বিদিত সংসার।
অলম্বুষা-পুত্র আর জন্মিল বিশাল ॥৯৩
বিশালে বৈশালী পুরী কৈল নির্ম্মাণ।
তার পুত্র ধুম্র তাঁর ধুমকেতু নাম ॥ ৯৪
হেমচন্দ্র তাঁর পুত্র ধুম্রাক্ষ তনয়।
তাঁর পুত্র সংযম জন্মিল মহাশয় ॥৯৫
তার পুত্র সহদেব কৃশাশ্ব তাহার।
তার পুত্র সোমদত্ত নামে মহীপাল ॥৯৬
তাঁর পুত্র সুমতি জনমেজয় তার।
তৃণবিন্দু-বংশ কিছু বর্ণন বিস্তার ॥৯৭

শর্য্যাতি মনুর পুত্রে আছিল নৃপতি।
সুকন্যা কুমারী তার হৈল রূপবতী ॥৯৮
মৃগয়া করিতে রাজা গেল একদিনে।
সুকন্যা করিয়া সাথে ভ্রমে বনে বনে ॥৯৯
চ্যবন আশ্রমে যদি রাজা উত্তরিল।
সখিগণ লঞা কৈল ভূমিতে নামিল ॥১০০
বল্মীকভিতরে জ্যোতি দেখে দুই মুনি।
কাটা দিঞা বিন্ধে তার মরম না জানি ॥১০১
শোণিত স্রাবিল তার রক্ত পড়ে ধাড়ে।
মল মূত্র নিরোধিল সৈন্যের উদরে ॥১০২
বিস্ময় পড়িল রাজা নাহি জানে মর্ম্ম।
না জানিয়ে কেবা কোন কৈল দুষ্ট কর্ম্ম ॥১০৩
কোন দোষ করিব কিবা মুনির আশ্রমে।
হেন বুঝি প্রমাদ পড়িল সে কারণে ॥১০৪
সুকন্যা কহিল গিয়া বাপের গোচরে।
দুই জ্যোতি কাঁটা দিয়া বিন্ধিল কুতরে ॥
কন্যার বচন শুনি রাজা পাইল ভয়।
মুনির নিকটে গেলা কম্পিত হৃদয় ॥১০৬
মুনি প্রসাদিয়া রাজা কন্যা সমর্পিলা।
সসৈন্যে চলিয়া তবে নিজ পুরে গেলা ॥১০৭
সুকন্যা মুনির সেবা করে সমাধানে।
বুঝিয়া মুনির চিত্ত পরম যতনে ॥১০৮
এক কালে অশ্বিনীকুমার দুই জনে।
দৈবযোগে গেলা তারা মুনির আশ্রমে ॥১০৯
পূজিয়া চ্যবন মুনি অতিথি বিধানে।
যৌবন মাগিল সেই দুই জন স্থানে ॥১১০
যজ্ঞে ভাগ দিব করাইব সোমপানে।
দিব্য রূপ দিঞা কর কন্দর্প সমানে ॥১১১
তবে অঙ্গীকার তারা কৈল দুই জনে।
আজ্ঞা দিল এই হ্রদে করহ মজ্জনে ॥১১২
তা সবার বচন শুনিঞা মুনীশ্বর।
নখদন্ত গলিত কম্পিত কলেবর ॥১১৩
জরায় জর্জ্জর মুনি জলে প্রবেশিল।
অপরূপ তিন দিব্য পুরুষ উঠিল ॥১১৪
সমরূপ সমবেশ সমান ভূষণ।
সূর্য্য সম তেজ ধরি উঠিল তিন জন ॥১১৫
তাহা দেখি সুকন্যা চিন্তিল মনে মনে।
অশ্বিনীকুমার স্থানে কৈল নিবেদনে ॥১১৬

পতিব্রতা ধর্ম্ম মোর করিব রক্ষণ।
চিনিয়া দিয়াছে মোর পতি কোন জন ॥
তবে তার পতি চিনাইল দুইজনে।
পতিব্রতা ধর্ম্ম দেখি তুষ্ট হৈলা মনে ॥১১৮
ঋষি সম্বোধিয়া তারা চলিলা বিমানে।
শর্য্যাতি ভূপতি গেলা মুনির আশ্রমে ॥১১৯
সুন্দর পুরুষ দেখি কন্যার আশ্রমে।
মনে দুঃখ পাঞা রাজা চিন্তে মনে মনে ॥১২
উঠিয়া বন্দিল কন্যা বাপের চরণে।
ভৎর্সিয়া কি বলে রাজা ক্রোধ করি মনে১২
আরে বেটি সতি তুকি কৈলে বিপরীত।
মহা মুনি পতি তোর লোকে অগণিত ॥১২২
বৃদ্ধ দেখি নিজ পতি ত্যজি আপনার।
মোর কুলে কলঙ্ক করিতে কৈলে জার ॥১২৩
মোর কুলে জনমিয়া আপনা খাইলে।
পিতৃকুল পতিকুল দুই দোষাইলে ॥১২৪
এবোল শুনিঞা কন্যা কি দিল উত্তর।
তোমার জামাতা এই মুনি যোগেশ্বর ॥১২৫
শুনিঞা বিস্মিত রাজা পিরীতে পুছিল।
নিজ পুরে গিঞা তবে যজ্ঞ আরম্ভিল॥১২৬
চ্যবন আনিঞা রাজা কৈল মহাযাগ।
অশ্বিনীকুমার যাহে পাইল যজ্ঞ-ভাগ॥১২৭
সোমপান করাইল চ্যবনের তেজে।
এ বোল শুনিয়া ক্রোধে কৈল দেবরাজে॥১২
কাটিবার তরে বজ্র তুলি নিল হাতে।
চ্যবন স্তম্ভিয়া হাত রাখে সেই মতে ॥১২৯
তবে মুনি আজ্ঞা দিল অশ্বিনীকুমার।
সোমপান কৈল তারা যজ্ঞের ভিতরে ॥ ১৩০
শর্য্যাতির তিন পুত্র হৈল উৎপত্তি।
আনর্ত্ত মধ্যম তাঁর আছিল নৃপতি ॥১৩১
তার পুত্র আছিল রেবত বলবান্।
সমুদ্রে নির্ম্মল পুরী কুশস্থলী নাম ॥১৩২
এক শত পুত্র তার রেবতী কুমারী।
কন্যা লঞা গেল রাজা যথা ব্রহ্মপুরী ॥১৩৩
তখনে গন্ধর্ব্বগণ পিতামহ সনে।
হেন কালে গেল রাজা ব্রহ্মা-বিদ্যমানে॥১৩৪
ক্ষণেক বিলম্বে রাজা কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা কর একবার কন্যার কারণ ॥১৩৫

রাজার বচন শুনি বলে প্রজাপতি।
পুত্রপৌত্র নাহি তোমার কুলের সন্ততি॥১৩৬
সাতাশী চৌযুগ বহি গেল এক কাল।
ভারাবতারণে বলরাম অবতার ॥১৩৭
পৃথিবীর ভার রাম করিব খণ্ডন।
অনন্ত ধরণীধর সহস্র-শ্রবণ ॥১৩৮
অবতার করিব আপনে ক্ষিতিতলে।
তবে কন্যা দেহ তুমি তাহার গোচরে ॥১৩৯
আজ্ঞা শিরে ধরি রাজা আইল নিজপুরে।
বলরাম অবতার হৈল যত কালে ॥১৪০
তাবৎ আছিল রাজা অবধি করিয়া।
তবে বলভদ্রে দিল কন্যা সমর্পিয়া ॥১৪১
বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণ স্থানে।
তপ সাধি গেল রাজা বৈকুণ্ঠভুবনে ॥১৪২
বৈবস্বত মনুর পুত্র নভাগ নাম যার।
সপ্তদ্বীপে দণ্ডধর এক অধিকার ॥১৪৩
নভাগের পুত্র হৈল নাভাগ নৃপতি।
তাঁর পুত্র হৈল অম্বরীষ মহামতি ॥১৪৪
মহাভাগবত রাজা ধর্ম্ম অবতার।
সপ্ত দ্বীপে দণ্ডধর এক অধিকার ॥১৪৫
ব্রহ্মশাপ নষ্ট হৈল যার বিদ্যমানে।
হেন অম্বরীষ রাজা বিদিত ভুবনে ॥১৪৬
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
ব্রহ্মশাপ কিরূপে তরিল ক্ষিতিধর ॥১৪৭
এবড় বিস্ময় গুরু কহ বিবরণ।
তবে শুকদেব তার কহিলা কারণ ॥১৪৮
অম্বরীষ মহারাজা সপ্তদ্বীপ-পতি।
অতুল বিভব রাজ্য অনন্ত শকতি ॥১৪৯
হেন রাজ্যপদে তার নাহিল বস্তুজ্ঞান।
সকল দেখিল রাজা স্বপন-সমান ॥১৫০
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সেবা কৈল নিরন্তর।
জগৎ দেখিল যেন লোষ্ট্রের পাথর ॥১৫১
কৃষ্ণ-পদ-যুগে মন করি নিয়োজন।
হরি গুরু বিনে আর না কহে বচন ॥১৫২
করযুগে করে গৃহ মার্জ্জন লেপনে।
হরি-কথা বিনে আর না শুনে শ্রবণে ॥১৫
দুই চক্ষে দেখি সবে মুকুন্দ মন্দিরে।
ভকত শরীর সবে পরশে শরীরে ॥১৫৪

গোবিন্দ-চরণ শ্রীমৎ তুলসী আঘ্রাণ।
তাহা বিনে না শিকায় না জানিল আন ॥
মুকুন্দ নৈবেদ্য অনুপম উপহার।
তাহা বিনে রস রাজা না হইল আর ॥১৫৬
পদযুগে কৈল হরিক্ষেত্র পর্য্যটনে।
নিরবধি করে শিবে চরণ বন্দনে ॥১৫৭
গন্ধ মাল্য রাজ বেশ দাস্য ভাবে পরে।
সুখ ভোগ হেতু কিছু বিলাস না করে ॥১৫৮
নিরবধি শ্রীবৈষ্ণব জনের সংহতি।
কবু অন্য চিত্তে না চিন্তন নরপতি ॥১৫৯
তার দণ্ড ভঙ্গ কবু না নাহিল সংসারে।
এক চক্রে ক্ষিতিতল শাসিল সকলে ॥১৬০
বিপ্রবৈষ্ণবের আজ্ঞা লঞা নিজ মাথে।
তবে কর্ম্ম করে রাজা হঞা হরষিতে ॥১৬১
রাজসূয় অশ্বমেধ বহু যজ্ঞ করি।
বিবিধ দক্ষিণা দিঞা ভজিল শ্রীহরি ॥১৬২
বশিষ্ঠ গৌতম আদি মুনিগণে আনি।
নানা যজ্ঞ করিয়া ভজিল চক্রপাণি ॥১৬৩
বহুবিধ ধন রত্ন বিবিধ সম্ভার।
বহু বিধ অন্ন পান দিব্য উপহার ॥১৬৪
দিব্য বেশ বসন ভূষণ অলঙ্কার।
যার যজ্ঞে নর নারী গন্ধর্ব্ব আকার ।১৬৫
কেবা সুর কেবা নর কেহো না চিনিল।
যার যজ্ঞে দেবগণ স্বর্গ পাসরিল ॥১৬৬
হরিগুণ চরিত্র অমৃত পান করি।
আনন্দে রহিল দেব স্বর্গ পরিহরি ॥১৬৭
হেন মহা যজ্ঞ রাজা কৈল শতে শতে।
কত কত মহাদান কৈল কত মতে ॥১৬৮
কত কোটি মহারথ কত কোটি ঘোড়া।
কোটি কোটি গজ যেন পর্ব্বতের চূড়া ॥১৬৯
পশুবিত্ত সুতদার অনন্ত ভাণ্ডার।
এসব দেখিল জল বুদ্বুদ আকার ॥১৭০
হেন ভাগবত অম্বরীশ নরেশ্বর।
চক্র যারে পাঠাইয়া দিল চক্রধর ॥১৭১
নিরবধি বিষ্ণু চক্র যার রক্ষা করে।
তাঁহার মহিমা কেবা কহিবারে পারে ॥১৭২
তার সম গুণে শীলে আছিল মহীষী।
তার সনে ব্রত আরম্ভিল একাদশী ।১৭৩

এক বৎসরের ব্রত পূর্ণ যদি হৈল।
কার্ত্তিক মাসের উত্থান একাদশী কৈল।
ত্রিরাত্রি করিয়া রাজা দ্বাদশীর দিনে।
যমুনার জলে স্নান করিয়া বিধানে ॥১৭৫
মধুবনে কৈল রাজা কৃষ্ণ আরাধনে।
মহারাজ অভিষেক কৈল নারায়ণে ॥১৭৬
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বিবিধ সম্ভার।
বহু বিধ দিব্যবাস দিব্য অলঙ্কার ॥১৭৭
দিব্যপরিচ্ছদ করি পূজিল শ্রীহরি।
ব্রাহ্মণে পূজিল তবে কৃষ্ণ মন ধরি ॥১৭৮
রজতের খুর শৃঙ্গ কনকে রচিত।
ছয় অর্ব্বুদ ধেনু সে ভূষণে ভূষিত ॥১৭৯
ভকত ব্রাহ্মণগণ বিচার করিয়া।
তাব পরে দিল রাজা আপনে পাঠাইয়া ॥
দিব্য অন্ন দিঞা রাজা করাইল ভোজনে।
পারণা করিতে আজ্ঞা মাগিল ব্রাহ্মণে ॥১৮১
হেন কালে দুর্ব্বাসা মুনির আগমন।
দেখিয়া সম্ভ্রমে রাজা উঠিলা তখন ॥১৮২
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা মুনি বসাইল আসনে।
চরণ ধরিয়া রাজা পুছিল বিধানে ॥১৮৩
কৃপা যদি কর গোসাঞি করহ পারণ।
রাজার বচন মুনি না কৈল লঙ্ঘন ।১৮৪
স্বীকার করিয়া গেলা যমুনার জলে।
স্নান করি মহা নিত্য কৃত্য কর্ম্ম করে ॥১৮৫
হেন কালে দ্বাদশীর ক্ষণ বহি যায়।
ব্রাহ্মণের সনে রাজা বিচারিয়া চায় ॥১৮৬
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিলে দোষ হয় অতিশয়।
দ্বাদশীর ক্ষণ গেলে ব্রত ভঙ্গ হয় ॥১৮৭
কোন কর্ম্ম কৈলে আমি না পড়ি সঙ্কট।
বিচারিয়া দ্বিজ সব কহ মোরে ঝাট ।১৮৮
দ্বিজগণে বলে তুমি কর জল পানে।
ব্রত রক্ষা হইবে ব্রাহ্মণ অবজ্ঞানে ॥১৮৯
ভক্ষণের মাঝে জল পান নাহি লেখি।
এই সনাতন ধর্ম্ম বেদ বিপ্র সাক্ষী ॥১৯০
এবোল শুনিয়া রাজা কৈল জলপান।
মুনির বিলম্বে রাজা রহে সাবধান ॥১৯১
হেন কালে দুর্ব্বাসা মুনির আগমন।
আগু বাড়ি কৈল রাজা চরণ বন্দন ॥১৯২

রাজার চরিত্র মুনি জানিল ধেয়ানে।
কোপেতে জ্বলিল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥১৯৩
একে সে দুর্ব্বাসা মুনি আর উপবাসী।
জগৎ দহিতে পারে যা'র ক্রোধরাশি ॥১৯৪
অতিথি বিধানে আমা করি নিমন্ত্রণ।
আমাকে নাদিঞা আগে করিলি ভোজন ॥
ধন রাজ্য মদে তোর এত অহঙ্কার।
ভাল মন্দ না বুঝিস আরে দুরাচার ॥১৯৬
বিষ্ণুভক্ত আপনাকে বল হ সংসারে।
গুরু দ্বিজ না মানিস এই অহঙ্কারে ॥১৯৭
আজি সে করিব তোর সবংশে সংহার।
এ বোল বলিয়া জটা ছিণ্ডে আপনার ॥১৯৮
সেই জটা দিঞা মুনি কৃত্য নিরমিল।
প্রলয় অনল যেন ধাইয়া খাইতে আইল ॥
তবু অম্বরীষ রাজা না চিন্তিল মনে।
বিষ্ণু চক্রে কৃত্যা পুড়ি ফেলিল তখনে ॥
ত্রৈলোক্য দাহন চক্র দেখি ভয়ঙ্কর।
পলাঞা দুর্ব্বাসা মুনি চলিল সত্বর ॥২০১
সুমেরু পর্ব্বত আদি যত গিরিদরী।
দশ দিক আকাশ ভ্রমিল সুরপুরী ॥২০২
সপ্ত দ্বীপ সপ্ত সিন্ধু এ সপ্ত পাতাল।
কোথাও না পায় মুনি রহিতে নিস্তার ॥
যথা যায় চক্রে দেখে সেই স্থানে।
ব্রহ্মলোক গেল তবে ব্রহ্মার শরণে ॥২০৪
ভয়ে কম্পমান মুনি কৈল নিবেদন।
বিষ্ণুচক্র হৈতে মোর করহ রক্ষণ ॥২০৫
ব্রহ্মা বলে কহি মুনি শুন তত্ত্বকথা।
প্রভু যে করিবে কর্ম্ম না হয় অন্যথা ॥২০৬
ক্রীড়াকালে করে প্রভু জগৎ নির্ম্মাণ।
প্রলয় সময়ে সব হরে ভগবান ॥২০৭
কোটি ২ ব্রহ্মাণ্ড সৃজয়ে ভুরুভঙ্গে।
আপনে সংহার করে আপনার রঙ্গে ॥২০৮
আমি ভব শশী সূর্য্য সুরেশ সত্বর।
যার আজ্ঞা শিরে ধরি বহি নিরন্তর ॥২০৯
তার কাল চক্র এই সংহার মূরতি।
ইহা নিবারিতে পারি কাহার শকতি ॥২১০
শিব লোকে ধাইয়া মুনি চলিলা সত্বর।
শরণ পশিল মুনি যোড়িয়া সত্বর ॥২১১

শিব বলে শুন মুনি আমার বচন।
প্রভুর উপরে প্রভু আছে কোনজন ॥২১২
আমি ভব মহেশ্বর ব্রহ্মা লোক পিতা।
জগতের গতি পতি জগৎ বিধাতা ॥২১৩
সনকাদি নারদ মুনীন্দ্র যোগেশ্বর।
যার মায়া পাশে বন্দি সব চরাচর ॥২১৪
বুঝিতে না পারি যার মায়া বলবতী।
তাঁর নিজ চক্রতেজ অতুল শকতি ॥২১৫
সর্ব্বভাবে লও গিঞা তাঁহার শরণ।
হরি সে করিতে পারে চক্র নিবারণ ॥২১৬
শিবের বচন শুনি দুর্ব্বাসা চলিল।
বৈকুণ্ঠনগরে গিয়া ত্বরতে উঠিল ॥২১৭
ভয়ে কম্পমান মুনি দেখিয়া তরাশ।
কমলার সনে যথা বৈসে শ্রীনিবাস ॥২১৮
হা নাথ হা নাথ বলি পড়িল চরণে।
পরিত্রাণ কর প্রভু পশিনু শরণে ॥২১৯
মোর অপরাধ প্রভু ক্ষম একবার।
না জানিঞা বড় মুঞি কৈনু দুরাচার ॥
তোমার ভকত স্থানে কৈল অপরাধ।
একবার ক্ষম প্রভু সর্ব্বলোকনাথ ॥২২১
যার নাম শুনিঞা নারকী জন তরে।
শরণ পশিনু তার চরণ কমলে ॥২২২
মুনির বচন শুনি পুরুষ পুরাণ।
আপনার তত্ত্ব কথা কহে ভগবান ॥২২৩
ভকতের বন্ধু মুঞি ভকত অধীন।
ভকত জনের সনে নাহি মোর ভীন ॥২২৪
হৃদয় হরিয়া মোর নিল সাধুজনে।
আপনে ঈশ্বর নহি সাধুজন বিনে ॥২২৫
আপনাকে বড় আমি না বলি আপনে।
লক্ষ্মী দেবী বড় মোর নহে সাধু বিনে ॥
অষ্টৈশ্বর্য্য দেখ মোর বৈকুণ্ঠ সম্পত্তি।
বৈষ্ণব হইতে বড় নহে অষ্ট সিদ্ধি ॥২২৭
সুত বিত্তগৃহ যার প্রাণ বন্ধু ধন।
সকল ত্যজিল যেবা আমার কারণ ॥২২৮
ইহলোক পরলোক সর্ব্বসুখ ত্যজে।
শরণ পশিয়া মোর পদযুগ ভজে ॥২২৯
মনে নাহি লয় মোর ত্যজিতে তাহারে।
হৃদয় বান্ধল মোর তিলেক না ছাড়ে ॥২৩০

ভকতি করিয়া মোরে রাখে বশ করি।
স্বামী বশ করে যেন কুলবতী নারী। ২৩১
চিত্তবৃত্ত মোক্ষ মোর ভজনের ফল।
দিলেও না লয় মুক্তি ভকতি কুশল ॥২৩২
আমার সেবায় পূর্ণ অন্তর বাহিরে।
মুক্তি-পদে বস্তুজ্ঞান নাহিক যাহারে। ২৩৩
ভকত হৃদয় মোর থাকে সর্ব্বক্ষণ।
সতত হৃদয় মোর থাকে সাধুজন ॥ ২৩৪
তাহা বিনে আমি কিছু না জানে যে আন
আমা বিনে তাঁর চিত্তে নাহি তার আন ॥২৩৫
এবোল বুঝিঞা মুনি চলি জাই ঝাট।
শীঘ্র চলি জাহ তুমি তাহার নিকট ॥২৩৬
অপরাধ ক্ষেমহ বিনয় বাক্য বলি।
বিনয়ে সকল কর্ম্ম সাধিবারে পারি ॥ ২৩৭
শুনিঞা দুর্ব্বাসা মুনি প্রভুর বচন।
চক্রভয়ে গেল মুনি ত্বরিত গমন ॥২৩৮
অম্বরীষ চরণ ধরিয়া দুই হাতে।
লোটায় দুর্ব্বাসা মুনি পড়িয়া ভূমিতে ॥২৩৯
লাজে ভয়ে ব্যাকুলিত রাজা অম্বরীষ।
দেখিয়া মুনির দুঃখ ভাবে বিমরীশ ॥ ২৪০
তবে অম্বরীষ রাজা কোন কর্ম্ম করে।
নানাস্তুতি করি চক্রে সাধিল বিস্তরে ॥২৪১
তুমি সব সত্যধর্ম্ম তুমি যজ্ঞময়।
তুমি কাল তুমি যম তুমি লোক ভয় ॥২৪২
কোটি কোটি কর তুমি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়।
তোমার প্রতাপ তেজ কার প্রাণে সয় ॥২৪৩
সকল তেজিহ মুই ব্রাহ্মণ কারণে।
যজ্ঞদান তপ যেবা জনমে জনমে ॥২৪৪
এই পুণ্যে ব্রাহ্মণের কর প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষেম একবার। ২৪৫
কৃপা যদি কর মোরে বিপ্ররক্ষা কর।
ক্ষেমিয়া সকল দোষ ব্রাহ্মণ উদ্ধার ॥২৪৬
শুনিঞা সে সুদর্শন অম্বরীষ স্তুতি।
শান্ত হইলা বিষ্ণুচক্র অতুল শকতি ॥২৪৭
সঙ্কট তরিয়া মুনি স্বস্থ হৈল মনে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি কিবোল বচনে ॥২৪৮
ভকত মহিমা নাহি জানে ত্রিভুবনে।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর মহিমা না জানে ॥২৪৯

অপরাধ দেখি ক্ষমা করে সাধুজনে।
ভকতমহিমা ত্রিভুবনে নাহি জানে ॥ ২৫০
যাঁর নাম শ্রবণে পাতকী জন তরে।
তাঁহার ভকত তত্ত্ব কে জানিতে পারে ॥ ২৫১
অনুগ্রহ কৈলে রাজা তুমি দয়াময়।
ক্ষমিয়া সকল দোষ খণ্ডাইলে সংশয় ॥ ২৫২
তবে রাজা দুর্ব্বাসার ধরিয়া চরণ।
প্রসন্ন হইয়া তাঁরে করাইল ভোজন ॥ ২৫৩
পারণা করিয়া বিপ্র শিবে দিয়া হাত।
সন্তোষ হইয়া মুনি কৈল আশীর্ব্বাদ ॥ ২৫৪
তোমার প্রসাদে কৃষ্ণ দেখিনু সাক্ষাতে।
ভকত জনের তত্ত্ব জানিল বিদিতে ॥ ২৫৫
তোমার আলাপ দরশন পরশনে।
খণ্ডিল সকল দোষ মোর অভিমানে ॥ ২৫৬
এতেক বচন বলি দুর্ব্বাসা চলিল।
এইরূপে গেল কাল বৎসর পূরিল ॥ ২৫৭
বৎসরেক ছিল রাজা করি জলপান।
পারণা করিতে রাজা করে অবধান ॥ ২৫৮
দিব্য অন্নপান দিঞা ভুঞ্জাল ব্রাহ্মণে।
দ্বিজ অবশেষ দিয়া করয়ে পারণে ॥ ২৫৯
এইরূপে নানা গুণ ধরে মতিমান্।
অম্বরীষ রাজা ছিল ভকত প্রধান ॥ ২৬০
শ্রবণ কীর্ত্তন করি স্তবন বন্দন।
দান যজ্ঞ করিয়া ভজিল নারায়ণ ॥ ২৬১
তিন পুত্র হৈল তাঁর মহাবলবান্।
বিভুঞ্জিয়া দিল রাজ্য করিয়া সমান ॥ ২৬২
বনে গেল অম্বরীষ সকল ত্যজিয়া।
বিষ্ণুপদে গেল রাজা কৃষ্ণ আরাধিয়া ॥ ২৬৩
ধন্য পুণ্য পাপহর অম্বরীষ কথা।
কৃষ্ণগুণ-সংকীর্ত্তন ভক্ত-গুণ গাঁথা ॥ ২৬৪
যেবা কহে যেবা শুনে এ পুণ্য চরিত্র।
পুণ্যকর পাপহর পরম পবিত্র ॥ ২৬৫
সর্ব্বপাপ হরে তার বিষ্ণুলোকে গতি।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভারতী ॥ ২৬৬

ইতি শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অম্বরীষ ঘরে তিন পুত্র জনমিল।
বিরূপ প্রধান পুত্র তাহাতে আছিল ॥ ১

বিরূপের পুত্র হৈল পৃষদশ্বনাম।
তার পুত্র রথীতর মহাবলবান্ ॥ ২
রথীতর রাজার অপত্য না জন্মিল।
অঙ্গিরা মুনির তরে নিবেদন কৈল ॥ ৩
আপনে অঙ্গিরা মুনি কৈল গর্ভাধান।
জনমিল তাঁর পুত্র দ্বিজের প্রধান ॥ ৪
রথীতর বংশ তবে হৈলা দ্বিজজাতি।
ইক্ষ্বাকুর বংশ কথা শুন নরপতি ॥ ৫
ইক্ষ্বাকুর পুত্র একশ বলবান্।
তাহাতে বিকুক্ষিনামে দণ্ডক প্রধান ॥ ৬
ইক্ষ্বাকু করিব শ্রাদ্ধ পাইয়া শুভকাল।
ডাকিয়া আনিল তবে বিকুক্ষি কুমার ॥ ৭
মাংস আনি দেহ তুমি বিলম্ব না কর।
আমার বচনে তুমি শীঘ্র করি চল ॥ ৮
চলিল বিকুক্ষি তবে ত্বরিত গমনে।
মারিয়া অনেক মৃগ আনিল যতনে ॥ ৯
বনে গিয়া বিকুক্ষি ক্ষুধায় দুঃখ পাইল।
একগোটি শশক তার আপনে ভক্ষিল॥ ১০
সকল আনিঞা দিল বাপ-বিদ্যমানে।
বশিষ্ঠ তাহার তত্ত্ব জানিল গোপনে ॥ ১১
কেমনে করিব যজ্ঞ দুষ্ট মাংস দিঞা।
অবশেষ মাংস কিবা দিলেক আনিঞা॥ ১২
ঐ বোল শুনিঞা রাজা বড় ক্রোধ কৈল।
দেশে হৈতে বিকুক্ষি বাহির করি দিল ॥ ১৩
বাপে যদি ত্যজিল বিকুক্ষি পাইল লাজ।
পুণ্যবনে গেলা তবে ভকতসমাজ ॥ ১৪
ভক্তি উপদেশ পাইল বৈষ্ণবের স্থানে।
পুণ্যতীর্থে বিকুক্ষি রহিলা সেই মনে ॥ ১৫
শশক খাইয়া নাম শশাদ ধরিল।
জগতে শশাদি নাম প্রচার হইল ॥ ১৬
ইক্ষ্বাকু নির্ম্মল রাজা চিরকাল ধরি।
অন্তকালে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণুপুরী ॥ ১৭
শশাদ আসিয়া রাজা হৈল শুভকালে।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিল বাহুবলে ॥ ১৮
পুরঞ্জয় নাম পুত্র জনমিল তার।
ককুস্থ তাঁহার নাম বিদিত সংসার ॥ ১৯
দেব আর দানবে বাজিল মহারণ।
সহায় করিয়া তারে নিল দেবগণ ॥ ২০
কৃষ্ণের বচনে তার করিয়া সহায়।
সুরগণে যুদ্ধ করে করিয়া উপায় ॥ ২১
যুদ্ধকালে পুরঞ্জয় কি বলে বচন।
আমার বচন শুন তুমি দেবগণ ॥ ২২
আমার বাহন যদি হয় শচীপতি।
তবে সে যুঝিতে পারি দৈত্যর সংহতি ॥ ২৩
ইন্দ্র বলে হৈব আমি তোমার বাহন।
চড়িয়া আমার স্কন্ধে কর তুমি রণ ॥ ২৪
তবে ইন্দ্র কান্ধে চড়ি চলে পুরঞ্জয়।
বিষ্ণুতেজে তার বল হৈল অতিশয় ॥ ২৫
বেড়িল দৈত্যের পুরী লঞা সুরগণে।
বিন্ধিল সকল দৈত্য চোখচোখ বাণে ॥ ২৬
ভল্ল ভিন্ধি পাশে দৈত্য হৈল খান খান।
কত দৈত্য পলাইল লইয়া পরাণ ॥ ২৭
জিনিঞা দৈত্যের পুরী নিল পুরন্দরে।
এই সে কারণে ইন্দ্র বাহু নাম ধরে ॥ ২৮
ইন্দ্রকান্ধে চড়িয়া সে করিল সংগ্রাম।
তে কারণে ককুস্থ বলয়ে তাঁর নাম ॥ ২৯
তিন নাম পুরঞ্জয় বিদিত সংসারে।
জনমিল তাঁর পুত্র অনেনা কুমারে ॥ ৩০
অনেনার পুত্র হৈল পৃথু মহাবল।
বিশ্বগন্ধি তার পুত্র পুণ্যকলেবর ॥ ৩১
চন্দ্র নামে তার পুত্র মহা ধনুর্দ্ধর।
যুবনাশ্ব তাঁর পুত্র নৃপতিশেখর ॥ ৩২
শ্রাব নামে তাঁর পুত্র মহাবলবান্।
সেই সে শ্রাবস্তি পুরী করিল নির্ম্মাণ ॥ ৩৩
তাঁর পুত্র বৃহদশ্ব বিদিত সংসার।
কুবলয়াশ্বক পুত্র জনমিল তাঁর ॥ ৩৪
উতঙ্ক মুনির প্রীত করিবার তরে।
ধুন্ধুনামে অসুর মারিল মহাবলে ॥ ৩৫
একাশী সহস্র পুত্র করিয়া সংহতি।
ধুন্ধু সনে মহারণ কৈল নরপতি ॥ ৩৬
তার মুখ অনলে পুড়িল সুতগণ।
সবে অবশেষ তার রহিল তিনজন ॥ ৩৭
দৃঢ়াশ্ব কাপলাশ্ব ভদ্রাশ্ব নাম আর।
তিন পুত্র তাঁর রণে পাইল প্রতীকার ॥ ৩৮
দৃঢ়াশ্বের তনয় হর্য্যশ্ব তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র নিকুম্ভ আছিল বলবান্ ॥ ৩৯

বহুলাশ্ব নামে তাঁর জন্মিল কুমার।
কৃশাশ্ব তাঁহার পুত্র বিদিত সংসার ॥ ৪০
তাঁর পুত্র সেনাজিৎ হৈল উৎপত্তি।
যুবনাশ্ব তাঁর পুত্র মহানরপতি ॥ ৪১
যুবনাশ্ব নৃপতির না ছিল সন্ততি।
এক শত ভার্য্যা তাঁর মহাগুণবতী ॥ ৪২
ঋষিগণ আসি যজ্ঞ কৈল পুত্রকামে।
নিশাকালে গেল রাজা সেই যজ্ঞস্থানে ॥ ৪৩
মন্ত্র জলে পূর্ণ ঘট দেখি বিগুমান।
তৃষ্ণায় আকুল রাজা কৈল জলপান ॥ ৪৪
নিদ্রা হৈতে মুনিগণ উঠিল সত্বরে।
কলসে না দেখি জল পুছিল রাজারে ॥ ৪৫
রাজা বলে শুন মুনি কর অবধান।
না জানিঞা আমি সে করিনু জলপান ॥ ৪৬
ঋষিগণে শুনিঞা চিন্তিল মনে মনে।
দৈব-নিবন্ধন কেবা করিবে খণ্ডনে ॥ ৪৭
ঈশ্বর নির্ম্মিত কেবা করিবে খণ্ডন।
অদৃষ্ট মানিঞা বনে গেল মুনিগণ ॥ ৪৮
উদর ভেদিয়া তাঁর পুত্র নিঃসরিল।
দেবে বর দিল রাজা প্রাণে না মরিল ॥ ৪৯
ভূমেতে পড়িয়া শিশু কান্দিতে লাগিল।
অমৃত অঙ্গুলি দিঞা ইন্দ্র জিয়াইল ॥ ৫০
ধরিল মান্ধাতা নাম দেব পুরন্দরে।
পুত্র লঞা যুবনাশ্ব রাজ্য ভোগ করে ॥ ৫১
তপো যজ্ঞ করি রাজা ভজিল শ্রীহরি।
তনু ত্যজি যুবনাশ্ব গেল বিষ্ণুপুরী ॥ ৫২
তবে রাজ্য পদ পাইল মান্ধাতা-কুমার।
সপ্তদ্বীপ ক্ষিতিতল যাঁর অধিকার ॥ ৫৩
যাঁর নামে দৈত্যগণ দুরেত ত্রাসিত।
ত্রসদস্যু তার নাম ভুবনে বিদিত ॥ ৫৪
মান্ধাতার সম আর নাহি হয় রাজা।
স্বর্গে থাকি দেবগণ করে যাঁর পূজা ॥ ৫৫
যাবৎ প্রকাশ করে শশী দিনকর।
যতেক প্রমাণ আছে ধরণীমণ্ডল ॥ ৫৬
তার নিজ অধিকারে নাহিক সমান।
একচক্রে পৃথিবী শাসিল বলবান্ ॥ ৫৭
চক্রবর্ত্তী মহারাজ একদণ্ডধর।
ত্রসদস্যু নামসমূহ জিনিল সকল ॥ ৫৮
শত ২ কৈল যজ্ঞ কোটী ২ দান।
নানা কর্ম্ম করিয়া ভজিল ভগবান্ ॥ ৫৯
সর্ব্বধর্ম্ম সন্তোষিল সর্ব্বদেবময়।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পূজা কৈল অতিশয় ॥ ৬০
কাল দেশ দ্রব্য মন্ত্র বিবিধ সম্ভার।
এসব মান্ধাতা হৈতে হৈল পরচার ॥ ৬১
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।
মান্ধাতার কথা এই মধুরস বাণী ॥ ৬২

ইতি শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মান্ধাতার তিন পুত্র হৈল বলবান্।
পুরু কুৎস দুই আর মুচুকুন্দ নাম ॥ ১
পঞ্চাশ দুহিতা তার উপজিল আর।
তাঁর কথা কহি রাজা তোমার গোচর। ২
আছিল সৌভরি মুনি জলের ভিতর।
যমুনার হ্রদে তপ করে নিরন্তর। ৩
মীনরাজা ক্রীড়া করে জলের ভিতরে।
পুত্র পরিবার লঞা আনন্দে বিহরে ॥ ৪
তাহা দেখি ইচ্ছা হৈল সৌভরির মনে।
মৎস্য রাজ সুখে ভাল আছে এই মনে। ৫
পুত্র পৌত্র লঞা জলে করয়ে বিহারে।
অগাধ সলিলে আসি সুখে ক্রীড়া করে। ৬
আমি তপ করি দশ সহস্র বৎসর।
নিরুশ্বাস হঞা আছি জলের ভিতর ॥ ৭
এইরূপে কতদিন বিনোদ করিয়া।
পাছে তপ করিব সকল সম্বরিয়া ॥ ৮
এবোল বলিয়া মুনি উঠিল উপরে।
হৃদয়ে চিন্তিয়া মনে কোন যুক্তি করে। ৯
দেখিয়া দুর্গত আমা বিকৃত আকার।
কেহত না দিবে কন্যা করিয়া বিচার। ১০
মান্ধাতার ঘরে আছে পঞ্চাশ দুহিতা।
মাগিলেই দিব কন্যা রাজা সে মান্ধাতা ॥ ১১
এবোল বলিয়া মুনি গেলা তাঁর স্থানে।
পূজিল মান্ধাতা রাজা অতিথবিধানে ॥ ১২
মুনি বলে শুন রাজা বচন আমার।
সূর্য্যবংশে তুমি রাজা ধর্ম্ম অবতার ॥ ১৩
একখানি কন্যা দেহ মাগিল তোমারে।
এবোল শুনিয়া রাজা কোন যুক্তি করে ॥ ১৪

নখ দন্ত গলিত কম্পিত সব অঙ্গ।
দেখিতেই সর্ব্ব লোক হয়ে মনোভঙ্গ। ১৫
দেখিয়া বিকটরূপ হৃদয়ে বিষাদ।
যদি বা না দিব কন্যা ফলিবে প্রমাদ ॥১৬
হৃদয়ে চিন্তিয়া রাজা দৃঢ় কৈল মনে।
করযোড়ে বলে কিছু বিনয় বচনে ॥ ১৭
কন্যাগণ আপনে করিবা স্বয়ম্বর।
এবোল বুঝিয়া আজ্ঞা কর মুনীশ্বর। ১৮
আপনে চলিয়া যাও কন্যার ভবনে।
যার ইচ্ছা হয় সে বরিবে সেইক্ষণে ॥ ১৯
এবোল বলিয়া সঙ্গে দিল পুর জনে।
প্রবেশ করিল গিয়া কন্যার ভবনে ॥ ২০
সেন কালে মুনিবর কোন যুক্তি করে।
কোটি কাম জিনিঞা সুন্দররূপ ধরে ॥ ২১
কন্যার ভবন মাত্র করিল প্রবেশ।
কন্যাগণে গালাগালি বাজিল বিশেষ ॥ ২২
কেহ বলে মোর যোগ্য এই পতি হয়।
কেহ বলে আমি সে বরিল মহাশয় ॥ ২৩
কেহ বলে আমি আগে কৈল স্বয়ম্বর।
কেহ বলে মোর যোগ্য হয় এই বর ॥ ২৪
এইরূপে কন্যাকুলে বাজিল কোন্দল।
তবিশে চলিয়া তথা গেলা নরেশ্বর ॥ ২৫
অদ্ভুত যোগবল দেখি বিস্ময়মানে।
সংশয় পড়িয়া রাজা চিন্তে মনে মনে। ২৬
পঞ্চাশ দুহিতা বিভা দিল মুনি সনে।
কন্যাগণ লঞা মুনি গেলা তপোবনে॥ ২৭
বিশ্বকর্ম্মা ডাক দিয়া আনিল তখনে।
হেম মণি বিবিধ বিচিত্র স্থানে স্থানে ॥ ২৮
যতন নির্ম্মাণ পুরী নির্ম্মিত কাঞ্চনে।
যার সম পুরী নাহি ইন্দ্রের ভুবনে ॥ ২৯
নির্ম্মিয়া পঞ্চাশ পুরী দিল তৎক্ষণে।
কুবের আনিয়া দিল বহুবিধ ধনে ॥ ৩০
এইরূপে থুইলা মুনি প্রতি স্থানে স্থানে
বহুবিধ অন্ন পান বসন ভূষণে। ৩১
পঞ্চাশ বনিতা মুনি থুই পুরে পুরে।
যোগ বলে আপনে পঞ্চাশ রূপ ধরে ॥ ৩২
দিব্য বেশ ধরে হেম মণি অলঙ্কার ॥
ভার্য্যাগণ লঞা মুনি করয়ে বিহার ॥ ৩৩
সুগন্ধি কুসুমবন ভৃঙ্গ-বিরাজিত।
শুক-পিক-বিহগ-শব্দ সুললিত ॥ ৩৪
তরঙ্গ তরণী নদী দিঘী সরোবর।
কুমুদ কমল ফুল নীল উত্পল ॥ ৩৫
হংস কারণ্ডব জলচর উত্তরোল।
সুললিত নদ নদী তরঙ্গ কল্লোল ॥ ৩৬
নানারূপে নানা ক্রীড়া করে স্থানে ২।
এইরূপে ক্রীড়া করে লঞা নারীগণে ॥৩৭
মান্ধাতা রাজার মনে দুঃখ নিরন্তর।
কন্যা দেখিবারে বনে গেলা নরেশ্বর ॥ ৩৮
পাত্রগণে কৈল রাজা রাজ্য সমর্পণ।
সঙ্গে সৈন্য নিল কত বৃদ্ধ দ্বিজগণ ॥ ৩৯
মুনির সঙ্কোচে সৈন্য না নিল সংহতি।
তবে তপোবনে উত্তরিল নরপতি ॥ ৪০
দিব্য পুরী দেখে রাজা বনের ভিতরে।
দাড়াঞা রহিল রাজা পুরের দুয়ারে ॥ ৪১
দুয়ারি পাঠাঞা জানাইল মুনিস্থানে।
ত্বরিতে আসিয়া মুনি কৈল সম্ভাষণে ॥ ৪২
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিল বিধানে।
পুরের ভিতরে রাজা নিল সেইক্ষণে ॥৪৩
রতন নির্ম্মিত ঘর মণি সিংহাসনে।
তাতে বসাইয়া রাজা পূজিল বিধানে ॥৪৪
অন্নপান দিঞা তাঁরে করাইল ভোজনে।
দিব্য গন্ধ দিব্য বাস সঙ্গে বিলেপনে। ৪৫
দিব্য বেশ ভূষণ বিবিধ পরিচ্ছদে।
দেখিয়া মান্ধাতা রাজা হৈল নিঃশবদে ॥ ৪৬
কন্যা ডাক দিঞা রাজা আনে বিস্ময়মানে।
পুছিল সকল কথা কন্যা সন্নিধানে। ৪৭
কহিল সকল তত্ত্ব রাজার দুহিতা।
ভগিনীগণের দুঃখে কেবল দুঃখিতা ॥ ৪৮
কন্যার বচন তবে শুনিঞা নৃপতি।
তথায় আছিল রাজা একদিন রাতি ॥ ৪৯
রাত্রি শেষে গেলা আর পুরীর দুয়ারে।
দুয়ারী জানাইল গিয়া মুনির গোচরে ॥৫০
শুনিঞা সৌভরী রাজার কৈল সম্ভাষণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা কৈল স্বাগত বচন ॥ ৫১
পুরীর ভিতর রাজার নিল মুনীশ্বর।
দিব্যগন্ধ বাস দিয়া পূজিল বিস্তর ॥ ৫২

বসিতে আসন দিল রতন মন্দিরে।
দিব্য অন্নপান দিয়া নানা পরকারে ॥ ৫৩
তবে রাজা ডাক দিঞা কন্যাকে পুছিল।
সেই রূপ কথা কন্যা তথাই কহিল ॥ ৫৪
এই রূপে পুরে ২ গেল দিনে ২।
দেখিল সকল পুরী পুরুষ সমানে ॥ ৫৫
এই রূপ কৈল মুনি রাজ সম্ভাষণ।
প্রতিঘরে প্রতি কন্যা কৈল জিজ্ঞাসন ॥ ৫৬
প্রতি কন্যা সেইরূপে দিলেন উত্তর।
বিস্ময় ভাবিয়া মনে কহে নরেশ্বর ॥ ৫৭
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী যাঁহার অধিকার।
খণ্ডিল চিত্তের তাঁর রাজ-অহঙ্কার ॥ ৫৮
বিদায় হইয়া রাজা নিজ পুরে আসি।
সকল কহিল কথা রাজাসনে বসি ॥ ৫৯
পাত্র মিত্র পুরজনে শুনিঞা বিস্মিত।
কহিতে ২ রাজা হৈল বিমোহিত ॥ ৬০
এতরূপে করে মুনি বিবিধ বিহার।
সুখ ভোগ করিতে রহিলা চিরকাল ॥ ৬১
সন্তোষ না হয় মনে চিন্তে মুনিরাজ।
চিত্ত নিবারিতে নারে বাড়ে অনুরাগ ॥ ৬২
মুনি হইয়া কৈল আমি স্ত্রী সঙ্গে নিবাস।
স্ত্রীর সঙ্গে কৈনু আমি আপনা বিনাশ ॥ ৬৩
তবে যোগ তত্ত্ব জ্ঞান নিয়ম আচার।
স্ত্রীসঙ্গে সকল ধর্ম্ম খণ্ডিল আমার ॥ ৬৪
স্ত্রীসঙ্গী সঙ্গ জানি কয়ে মুনিজনে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম হরে স্ত্রীর অঙ্গদরশনে ॥ ৬৫
মৎস্য সনে দরশন কৈল আচম্বিতে।
তাহা দেখি হইনু আমি কামে বিমোহিতে
প্রথমে আছিনু আমি সবে একেশ্বর।
পঞ্চাশ বনিতাসঙ্গ হৈল অতঃপর ॥ ৬৭
পাঁচ সহস্র পুত্র হৈল পরিবার।
তবুত নহিল চিত্ত সন্তোষ আমার ॥ ৬৮
চিত্ত সমাধিয়া মুনি ত্যজিল সকল।
তপ করিবারে বনে গেল একেশ্বর ॥ ৬৯
চিরতপ করিয়া ভজিল নারায়ণ।
নিজ অঙ্গ যোগ বলে জ্বালে হুতাশন ॥ ৭০
শরীর পোড়াঞা মুনি গেল দিব্যগতি।
পঞ্চাশ বনিতা তাঁর আছিল সংহতি ॥ ৭১
তারা প্রবেশিল সেই দীপ্ত হুতাশনে।
পতি সনে দিব্যগতি পাইল নারীগণে ॥ ৭২
সৌভরি মুনির কিছু কহিল চরিত।
মান্ধাতার বংশকথা শুন পরীক্ষিত ॥ ৭৩
পুরুকুৎস বিভা কৈল নর্ম্মদা নাগিনী।
নাগগণে আনি দিল নাগের ভগিনী ॥ ৭৪
নর্ম্মদা নাগিনী তারে নিল রসাতল।
গন্ধর্ব্বের সনে তথা বাজিল সমর ॥ ৭৫
মারিয়া গন্ধর্ব্ব রাজা কৈল পরিত্রাণ।
তবে নিজ রাজ্যে উত্তরিল বলবান্ ॥ ৭৬
পুরুকুৎস পুত্র হৈল ত্রসদস্যু নামে।
তাঁর পুত্র অনরণ্য বিদিত ভুবনে ॥ ৭৭
হর্য্যশ্ব তাঁহার পুত্র বিদিত সংসারে।
তাঁর ঘরে জনমিল প্রারুণ কুমারে ॥ ৭৮
জন্মিল তাঁহার পুত্র ত্রিবন্ধন নামে।
ত্রিশঙ্কু তাঁহার পুত্র বিদিত ভুবনে ॥ ৭৯
ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালত্ব গুরুশাপে হৈল।
অধোমুখ হঞা গিঞা আকাশে রহিল ॥ ৮০
তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র জগতে বিদিত।
তাঁর গুণ কহি কিছু শুন পরীক্ষিত ॥ ৮১
হরিশ্চন্দ্র রাজা যদি হৈল ক্ষিতি তলে।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী শাসিল বাহুবলে ॥ ৮২
মহাযজ্ঞ মহাদান কৈল শতে শতে।
হরিশ্চন্দ্র গুণ কথা না পারি কহিতে ॥ ৮৩
সর্ব্বস্ব দক্ষিণা যজ্ঞে রাজসূয় করি।
স্ত্রীপুত্র বিকিল নিজে দুঃখ পরিহরি ॥ ৮৪
আপনে বিকাই রাজা দিলেক দক্ষিণা।
বিশ্বামিত্র কৈল তাঁরে কপটে ভণ্ডনা ॥ ৮৫
পরীক্ষা করিয়া দিল অন্তরীক্ষ গতি।
কাম গতি দিব্য রথ পাইল নরপতি ॥ ৮৬
পুত্র দার পরিজন লইয়া দিব্য রথে।
ভ্রমণ করয়ে রাজা অন্তরীক্ষ-পথে ॥ ৮৭
কত কত পুণ্য গুণ চরিত্র তাঁহার।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা ধর্ম্ম অবতার ॥ ৮৮
তাঁর পুত্র রোহিতাশ্ব হরি তার সুত।
চম্পনামে তাঁর পুত্র অতি অদ্ভুত ॥ ৮৯
চম্প রাজা চম্প নামে পুরী নিরমিল।
সুদেব তাঁহার পুত্র পৃথবী শাসিল ॥ ৯০

তার পুত্র বিজয় তরুক তাঁর সুত।
তাঁর সুত বৃক তাঁর তনয় বাহুক ॥ ৯১
রাজ্য অধিকার তাঁর নিল রিপুগণে।
ভার্য্যা লঞা বাহুক পলাঞা গেল বনে ॥ ৯২
বৃদ্ধ হঞা মৈল রাজা সেই মুনি বলে।
তাঁর ভার্য্যা প্রবেশ করিব হুতাশনে ॥ ৯৩
ঔর্ব্ব মুনি আসিয়া করিল নিবারণে।
না কর প্রবেশ মাতা কহিব কারণে ॥ ৯৪
গর্ভবতী নারী তনুমরণ না করে।
চক্রবর্ত্তী পুত্র আছে তোমার উদরে ॥ ৯৫
মুনির বচনে রাণী চিত্ত স্থির করে।
পরলোক কর্ম্ম কৈল বিধি অনুসারে ॥ ৯৬
রিপুগণে তাঁর গর্ভে দিয়াছিল গর।
গরসনে জনমিল পুত্র মহাবল ॥ ৯৭
সে কারণে মুনি নাম রাখিল সগর।
জিনিল সকল রিপু এক ধনুর্দ্ধর ॥ ৯৮
তালজঙ্ঘ যবন এসব আদি করি।
বশিষ্ঠের শরণ পশিল সব বৈরী ॥ ৯৯
খেদাড়ি তুলিল লইঞা গুরুবিদ্যমানে।
বশিষ্ঠ সাধিয়া তাহা কৈল নিবারণে ॥ ১০০
দাড়ি চুল মুড়িয়া কৈলেন ছারখার।
সব রিপুগণে কৈল বিকৃতি আকার ॥ ১০১
তবে রাজ সিংহাসনে বসিল সগর।
ভুজবলে শাসিল সকল ক্ষিতিতল ॥ ১০২
ঔর্ব্বমুনি আসিয়া দিলেন উপদেশ।
নানা যজ্ঞ করিয়া ভজিল হৃষিকেশ ॥ ১০৩
সুমতি কেশরী দুই সাগরের নারী।
সুমতির পুত্র জনমিল মহাবলী ॥ ১০৪
ষাঠি সহস্র যত আর বংশ নামে।
ঘোড়া রাখিবারে গেল বাপের বচনে ॥১০৫
হরিয়া যজ্ঞের ঘোঁড়া নিল পুরন্দরে।
কপিল নিকট লঞা থুইল রসাতলে ॥ ১০৬
সগরকুমারগণে লোকমুখে শুনি।
প্রহরের পথ তারা খুলিল তখনি ॥ ১০৭
কপিলের শাঁপে ভস্ম হৈল পুত্রগণ।
বাড়িল সগর কীর্ত্তি তাহার কারণ ॥ ১০৮
কেশরীর পুত্র হৈল অসমঞ্জ নামে।
তাঁর পুত্র জনমিল নাম অংশুমানে ॥ ১০৯
পিতামহে আজ্ঞা দিল অশ্ব আনিবারে।
তবে অংশুমান্ গিয়া নাম্বিলা পাতালে॥ ১১০
কপিলমনির স্থানে নানাস্তুতি কৈল।
তুষ্ট হঞা মুনীশ্বর তারে অশ্ব দিল ॥ ১১১
অশ্ব লঞা দেহ পিতামহ বিদ্যমানে।
হের দেখ ভস্ম হঞাছে তোমার পিতৃগণে
গঙ্গাজলে এসবে করিহ পরিত্রাণ।
অশ্ব লঞা শীঘ্র তুমি চল অংশুমান্।। ১১৩
প্রণাম করিয়া অশ্ব আনিলা সত্বরে।
অশ্ব লঞা যজ্ঞ সিদ্ধ কৈল নরেশ্বরে ॥ ১১৪
অংশুমানে রাজ্য দিঅা রাজা গেল বনে।
বিষ্ণুপদে গেলা রাজা ছুটিল বন্ধনে ॥১১৫
চিরকাল ধরি তপ কৈল অংশুমান্।
গঙ্গা আনিবারে না পারিল মতিমান্ ॥১১৬
গদাধর মহাগুরু ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচর্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ১১৭

ইতি শ্রীভাগবতে নবম স্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তাঁর পুত্র জনমিল দিলীপ কুমার।
তাঁর পুত্র ভগীরথ বিদিত সংসার ॥ ১
ভগীরথ তপ করি গঙ্গা আরাধিল।
তপস্যা করিয়া গঙ্গা তথাই আনিল ॥ ২
ভস্ম হঞা পিতৃগণ যথাতে আছিল।
পতিতপাবনী গঙ্গা তথাতে আনিল।। ৩
গঙ্গাজলে ভস্ম পরশিল যেইক্ষণে।
সেইক্ষণে স্বর্গবাসে গেল পিতৃগণে ॥ ৪
এই কোন অদ্ভুত বলিবারে পারি।
পাতকী নিস্তরে যার নাম মাত্র করি ॥ ৫
হেন প্রভুর চরণে গঙ্গার উৎপত্তি।
পাতকী তারিবে তার এ কোন শকতি ॥ ৬
দূরে থাকি বলে যদি গঙ্গা গঙ্গা বাণী।
দুরিত হরয়ে গঙ্গা ভববিমোচনী ॥ ৭
ভগীরথ পুত্র জনমিল শ্রুত নাম।
নাভ নামে তাঁর পুত্র মহাবলবান্ ॥ ৮
সিন্ধুদ্বীপ নামে তার পুত্র জনমিল।
তাঁর পুত্র অযুতায়ু পৃথিবী শাসিল ॥ ৯
জনমিল ঋতুপর্ণ তনয় তাহার।
সৌদাস তাঁহার পুত্র বিদিত সংসার ॥ ১০

বশিষ্ঠের শাপেতে রাক্ষস মূর্ত্তি হৈল।
গঙ্গাজল পরশিয়া পরিত্রাণ পাইল॥ ১১
দ্বিজ পত্নী শাপ তারে দিল ক্রোধ করি।
স্ত্রীর সঙ্গ না করিল সেই দিন ধরি॥ ১২
তে কারণে পুত্র তাঁর পুরিতলে না ছিল।
বশিষ্ঠ আসিয়া তাঁর পুত্র জন্মাইল॥ ১৩
শতেক বৎসর গর্ভ আছিল উদরে।
দময়ন্তী গর্ভ আর ধরিতে না পারে॥ ১৪
পাথরে উদর হানী গর্ভ প্রসবিল।
তে কারণে পুত্রের অশ্মক নাম হৈল॥ ১৫
মূলক তাহার পুত্র হৈল উৎপত্তি।
তার পুত্র দশরথ নামে নরপতি॥ ১৬
তার পুত্র মহারাজ ঐড়বিড়ি নামে।
তার পুত্র বিশ্বসহ বিদিত ভুবনে॥ ১৭
খটাঙ্গ তনয় তাঁর চক্রবর্ত্তী রাজা।
ইন্দ্র আদি দেবগণ কৈল যাঁর পূজা॥ ১৮
সুরগণ নিল যারে যুদ্ধ করিবারে।
জিনিয়া অসুর দেব রাখিল সমরে॥ ১৯
বর মাগিবারে আজ্ঞা দিল সুরগণে।
জিজ্ঞাসিল মহারাজ দেবের সদনে॥ ২০
আগে কহ মোর কত পরমায়ু আছে।
বুঝিয়া মাগিব বর যেবা মনে আছে॥ ২১
কহিলেন দেবগণ করিয়া বিচার।
এক মুহূর্ত্তেক আছে জীবন তোমার॥ ২২
তবে মহারাজা বলে মাগি এই বর।
ইহার ভিতরে যেন ভজি দামোদর॥ ২৩
দেবগণে মিলি তবে এই বর দিল।
তবে সেই ক্ষণে রাজা শ্রীহরি ভজিল॥ ২৪
সর্ব্বভাবে কৈল রাজা শ্রীহরিভজন।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন॥ ২৫
তিলেক ভজিয়া রাজা গেল ভবতরি।
সর্ব্বকাল অজ তাঁর কি বলিতে পারি॥ ২৬
খট্বাঙ্গের পুত্র হৈল দীর্ঘবাহু নাম।
তাঁর পুত্র রঘুরাজ বিদিত ভুবন॥ ২৭
রঘুর তনয় অজ জগতে বিদিত।
তাঁর পুত্র দশরথ ভুবনে পূজিত॥ ২৮
যার ঘরে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম অবতার।
রাবণ বধিয়া কৈল সীতার উদ্ধার॥ ২৯

এক ব্রহ্ম চারি অংশে ধরে চারি নাম।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত প্রধান॥ ৩০
আর অংশে শত্রুঘ্ন মহাধনুর্দ্ধর।
রামায়ণে রাম গুণ হঞাছে সকল॥ ৩১
তাঁর গুণ কথা কিছু কহিব সংক্ষেপে।
যেযে কর্ম্ম নারায়ণ কৈল রাম রূপে॥ ৩২
বিশ্বামিত্রে নিল প্রভু যজ্ঞ রাখিবারে।
তাড়কা রাক্ষসী পথে শ্রীরাম সংহারে॥ ৩৩
মারীচ সুবাহু মারিঞা নিশাচর।
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ রক্ষা করিলা সকল॥ ৩৪
জনকের ঘরে তবে গেলেন শ্রীরাম।
তিনশত বীরে ধরি আনিল ধনুখান॥ ৩৫
বাম হাতে ধরিঞা তো দিল বড়া।
ভাঙ্গিল শিবের ধনু রাম উরুদিয়া॥ ৩৬
নির্ঘাত শব্দ তার উঠিল নিষ্ঠুর।
নগনাগ পৃথিবী কাঁপিল সুরপুর॥ ৩৭
তবে সীতাদেবী বিভা কৈল নারায়ণ।
পরশুরামের সনে পথে দরশন॥ ৩৮
নিঃক্ষত্রিয় কৈল পৃথ্বী তিন সাত বার।
তার দর্প হরে রুষি গিয়া স্বর্গ দ্বার॥ ৩৯
রাজ্য ত্যাজি গেল প্রভু সত্যের কারণে।
জানকী লক্ষ্মণ সনে ভ্রমে বনে বনে॥ ৪০
শূর্পণখা রাক্ষসীর কাটিল নাক কাণ।
খর দূষণ কাটে আর রাক্ষস প্রধান॥ ৪১
একই ধানুকী রাম একধনুঃশর।
চৌদ্দ সহস্র আরকাটে নিশাচর॥ ৪২
শুনিঞা রাবণ রাজা জ্বলিল অন্তরে।
মায়ামৃগী মারীচ পাঠাঞা দিল তারে॥ ৪৩
আসিঞা কনক মৃগী দিল দরশন।
মৃগী অনুসারে গেলা সীতার বচনে॥ ৪৪
তপস্বীর বেশে সীতা হরিল রাবণে।
মারীচ মারিয়া রাম ফিরিলা তখনে॥ ৪৫
সীতা না দেখিঞা রাম শোকে অচেতন।
রাম লক্ষ্মণ দুই প্রভু ভ্রমে বনে বন॥ ৪৬
শোক ছলে প্রভু রাম জগৎ বুঝায়।
স্ত্রীর সঙ্গে সর্ব্বলোক এই দুঃখ পায়॥ ৪৭
সুগ্রীবের সঙ্গে তবে পাতিল মিতালী।
কিষ্কিঞা মারিল রাম বালী মহাবলি॥ ৪৮

সুগ্রীবের সনে করি কটক সঞ্চয়।
সীতার উদ্দেশ কিছু করিলা নির্ণয় ॥৪৯
লঙ্কাতে পাঠাইয়া হনুমান্ মহাবল।
শতেক প্রহর পথ লঙ্ঘিল সাগর ॥৫০
লঙ্কা পুরী পুড়িঞা সীতার বার্ত্তা আনে।
ত্রিভুবনে চমৎকার হইল হনুমানে ॥৫১
প্রতিজ্ঞা করিয়া বান্ধিল সাগর।
সাজিঞা বানর সেনা চলিল সত্বর ॥৫২
শঙ্কর বিরিঞ্চি যার ধেয়ায় চরণ।
সিন্ধু তীরে হেন রাম হৈল উপসন ॥৫৩
ক্রোধে রাম চাহিলা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গে।
ক্ষোভিল সাগর ভয়ে থর ২ কম্পে ॥৫৪
জলচর কুম্ভীর মকর মীনচয়।
মূর্ত্তিমান্ হঞা সিন্ধু দিল পরিচয় ॥৫৫
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা দুই পূজিল চরণ।
করযোড়ে করি সিন্ধু কি বলে বচন ॥৫৬
জড় বুদ্ধি জলময় কি জানিতে পারে।
প্রকৃতি পুরুষ পর তুমি মহেশ্বরে ॥৫৭
সাগর বান্ধিঞা তুমি সুখে হও পার।
সবংশে রাবণ রাজায় করহ সংহার ॥৫৮
সাগর বান্ধিয়া নাম রাখ ত্রিভুবনে।
সুখে পার হও তুমি লঞা কপিগণে ॥৫৯
তবে রাম আজ্ঞা দিল বান্ধিতে সাগর।
পর্ব্বত আনিতে তবে চলিলা বানর ॥৬০
নল নীল আদি যত বানর প্রধান।
গন্ধমাদন আর অঙ্গদ হনুমান্ ॥৬১
পর্ব্বত আনিঞা কৈল সাগর বন্ধন।
কপিগণ লঞা পার হৈলা নারায়ণ ॥৬২
সুবেল পর্ব্বতে রাম বসিলা আপনে।
বিভীষণ তথা আসি পশিল শরণে ॥৬৩
চৌদিগে বেড়িল যত বানর কটকে।
চিন্তিয়া রাবণ রাজা পড়িল সঙ্কটে ॥৬৪
কুম্ভ নিকুম্ভ অতিকায় কুম্ভকর্ণ।
নরান্তক দেবান্তক ধূম্রাক্ষ কম্পন ॥৬৫
প্রহস্ত দুর্ম্মুখ মেঘনাদ আদি করি।
কোটি ২ রাক্ষসের সৈন্য ভয়ঙ্করি ॥৬৬
চতুরঙ্গ সেনা সাজি বলে আগুয়ান।
বানর রাক্ষস সনে বাজিল সংগ্রাম ॥৬৭

সুগ্রীব লক্ষ্মণ হনুমান নল নীল।
যত যত সেনাপতি রণে মহাবীর ॥৬৮
গাছ পাথর গিরি গদা মুদ্গর প্রহারে।
মারিল রাক্ষস সব দণ্ড পরহারে ॥৬৯
বড় বড় সেনাপতি পড়িল সমরে।
ইন্দ্রজিৎ কাটা গেল বনের ভিতরে ॥৭০
শুনিঞা রাবণ রাজা ক্রোধে প্রজ্বলিত।
সিংহাসন হৈতে রাজা উঠে আচম্বিত ॥৭১
চড়িয়া পুষ্পক রথে আইল সমরে।
রামের তরে রথ পাঠাই পুরন্দরে ॥৭২
শ্রীরাম রাবণে তবে বাজিল সংগ্রাম।
হাসিঞা কি বলে রাম পুরুষ প্রধান ॥৭৩
আরে রে রাবণ তুই দুষ্ট দুরাচার।
পুরুষ অধম তুই কুলের অঙ্গার ॥৭৪
ব্যর্থ বেটা এতেক করিস্ অহঙ্কার।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার ॥৭৫
এতেক বলিঞা রাম পুরুষ প্রধান।
বামহাতে তুলিলা গাণ্ডীব ধনু খান ॥৭৬
ধনুকে যুড়িলা রাম অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
নীলায় ছাড়িলা বাণ ধনুক প্রধান ॥৭৭
দশমুখ বিড়িয়া করিলা কুড়ি খান।
পড়িল রাবণ রাজা পর্ব্বত সমান ॥৭৮
জয় জয় শব্দ উঠিল ত্রিভুবনে।
পাত লঞা বিলাপ করবে পুরজনে ॥৭৯
বিভীষণে রাজা করি লঙ্কায় স্থাপিল।
জানকী রাঘবে তবে দরশন হৈল ॥৮০
সীতা লঞা কৈল রাম রথ আরোহণ।
হনুমান্ সুগ্রীব চলিল বিভীষণ ॥৮১
কোটি কোটি চলিল বানর সেনাপতি।
রথে চড়ি চলে রাম ত্রিভুবন পতি ॥৮২
সুরগণে করে দিব্য পুষ্প বরিষণ।
আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন ॥৮৩
ব্রহ্মা আদি দেবে করে নানা স্তুতিগান।
চলিলা অযোধ্যাপুরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥৮৪
রাম আগমন কথা ভরত শুনিল।
পাদুকা করিয়া শিরে আনন্দে চলিল ॥৮৫
বিবিধ সাজন সেনা বিবিধ বাজন।
কোটি ২ ছত্রমালা চামর সাজন ॥৮৬

অগ্রনী উপরে দুই পাদুকা ধরিঞা।
ভরত প্রণাম কৈল চরণে পড়িঞা ॥ ৮৭
দুই হাতে তুলি রাম দিল আলিঙ্গন।
নয়ন আনন্দ জলে করাইল মার্জ্জন ॥ ৮৮
প্রণাম করিল বৃদ্ধ দ্বিজ গুরুগণে।
তুষিল সকল লোক বিনয় বচনে ॥ ৮৯
রাম দরশনে লোকের বাড়িল আনন্দে।
বাহ্য পাসরিল লোক প্রেম অনুবন্ধে ॥ ৯০
প্রবাল তণ্ডুল ফল পুষ্প বরিষণ।
বসন ঢুলায় নাচে সব পুরজন ॥ ৯১
ভরত পাদুকা নিল শিরের উপরে।
বিভীষণ সুগ্রীব বানর ছত্রধরে ॥ ৯২
শত্রুঘ্ন ধরিল রামের ধনুকবাণ।
অঙ্গদ ধরিল খড়্গ রামের যোগান ॥ ৯৩
সীতা দেবী কমণ্ডলু নিল নিজ করে।
জাম্বুবান রামের কবচ শিরে ধরে ॥ ৯৪
চড়িয়া পুষ্পক রথে চলিলা শ্রীরাম।
অযোধ্যা প্রবেশ কৈল পুরুষ প্রধান ॥ ৯৫
প্রবেশ করিয়া নিজপুরে ভগবান।
মায়ের চরণে রাম কৈল পরনাম ॥ ৯৬
সৎমায়ের চরণে করিঞা নমস্কার।
একে২ পুরজনে কৈল পুরস্কার ॥ ৯৭
যতন করিয়া সব মুনিগণে আনি।
নানা তীর্থের জল চারি সাগরের পানি ॥ ৯৮
উদার চরিত্র রাম গুণের নিধানে।
ভকত বৎসল রাম পুরুষ পুরাণে ॥ ৯৯
মহারাজ অভিষেক করিয়া বিধানে।
রাম রাজেশ্বর হই বসিলা আসনে ॥ ১০০
ধর্ম্মে প্রজা পালিলা শাসিলা বসুমতি।
সর্ব্বলোক আনন্দে আছিল দিনরাতি ॥ ১০১
দুঃখ শোক জরা ব্যাধি অকাল মরণ।
বলিতে না ছিল কিছু দুঃখের কারণ ॥ ১০২
আনন্দে পূরিয়া লোক রহে সর্ব্বকাল।
সর্ব্ব সুখ আছে আসিঞা রামের অধিকার ॥
নগরে নগরে রাম বলে অলক্ষিতে।
একবাক্য কুচ্ছিত শুনিল আচম্বিতে ॥ ১০৪
জানকী নহিস তুমি আমি নহি রাম।
রামে যেন করিল কুচ্ছিত হেন কাম ॥ ১০৫
রাবণে হরিল সীতা রামে তাহে আনে।
রাম হেন আমাকে দেখহ অনুমানে ॥ ১০৬
পুরুষ হইলে ত্যাগ নহিল যাঁহার।
সে কেমনে প্রাণে জীয়ে মানুষ আকার ॥
এ সব বচন রাম শুনি নিজ কানে।
লোক অপবাদ করি ভয় কৈল মনে ॥ ১০৮
তবে রাম বনবাসে জানকী পাঠায়।
আপনে করিয়া কর্ম্ম লোকেরে বুঝায় ॥ ১০৯
বাল্মীক আশ্রমে দেবী রহে কত কাল।
লব কুশ নামে দুই জন্মিল কুমার ॥ ১১০
মুনি বিদ্যমানে দুই পুত্র সমর্পিঞা।
পাতাল পশিল দেবী ধরণী ত্যজিঞা ॥ ১১১
সীতার গমন শুনি রাম নৃপবর।
হৃদয়ে ভাবিঞা শোক কান্দিলা বিস্তর ॥
স্ত্রির পুরুষের সঙ্গ দুঃখ মাত্র সার।
লোক বুঝাইতে করে এত পরকার ॥ ১১৩
ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর পরমাণে।
ব্রহ্মচর্য্য করি রাজ্য পালিলা বিধানে ॥ ১১৪
ভকত হৃদয় পদ যুগ আরোপিঞা।
বৈকুণ্ঠে চলিলা রাম পৃথিবী ত্যজিঞা ॥ ১১৫
রামের অতুল যশ বিদিত সংসার।
লীলা যশ শরীর ধরি কৈল অবতার ॥ ১১৬
যে রামে দেখিল বা আছিল সন্নিধানে।
রামের চরিত্র যেবা শুনিল শ্রবণে ॥ ১১৭
সকল অযোধ্যাবাসী নিল নিজধাম।
হেন দয়ানিধি রাম গুণের নিধান ॥ ১১৮
রামের চরিত্র যেবা শুনে সাবধানে।
সর্ব্ব পাপ হরে তার দুঃখ বিমোচনে ॥ ১১৯
রামচন্দ্র চরিত্র অমৃত গুণবাণী।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেম তরঙ্গিনী ॥ ১২০

ইতি শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

কুশ পুত্র অতিথী নিষধ পুত্র তার।
তার পুত্র নল নামে হৈল মহীপাল ॥ ১
তার পুত্র জনমিল পুণ্ডরীক নামে।
ক্ষেমধন্বা তার পুত্র নৃপতি প্রধান ॥ ২
দেবানিক তার পুত্র সমর সুধীর।
অহিক তনয় তার হৈল মহাবীর ॥ ৩

শারি পাত্র তার পুত্র মহানরেশ্বর।
জনমিল তার পুত্র নাম বলছল ॥ ৪
তার পুত্র অর্ক তার পুত্র বজুরি।
তার তনয় তবে মহা অনু ভরি ॥ ৫
তার পুত্র জনমিল বিধৃত নৃপতি।
তার পুত্র হিরণ্যনাভ নামে নরপতি ॥ ৬
হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প নাম হৈল।
ধ্রুব সন্ধিনামে তাঁর তনয় জন্মিল ॥ ৭
সুদন তনয় তার অগ্নিবর্ণনামে।
শীঘ্র নামে তার সুত মহা বলবানে ॥ ৮
মরুত তনয় তার মহা যোগেশ্বর।
যোগবলে রাখয়ে আপন কলেবর ॥ ৯
আছেন কলাপ ধামে অবিদিত রূপে।
কলিযুগ পর্য্যন্ত থাকিব সেইরূপে ॥ ১০
সত্যযুগে সূর্য্যবংশ করিব বিস্তার।
প্রশ্রুত নামে তার জন্মিল কুমার ॥ ১১
সিন্ধু নামে তার সুত নাম অমর্ষণ।
মহাস্বন নামে তার পুত্র উৎপন্ন ॥ ১২
তার পুত্র বিশ্ববাহু নামে নরপতি।
তাহার প্রশেনজিত পুত্র মহামতি ॥ ১৩
তার পুত্র আছিল তক্ষক নাম ধরে।
বৃহদ্রত নামে তার পুত্র মহাবলে ॥ ১৪
মারিল তোমার বাপে সমর ভিতরে।
কহিল ইক্ষাকু বংশ নৃপতি বিস্তারে ॥ ১৫
ভবিষ্য কহিব তবে শুনহ রাজন।
বৃহদ্রত পুত্র জনমিল বৃহদ্বল ॥ ১৬
উপাবৃত্ত তার পুত্র হৈল নরপতি।
বৎসবিহ পুত্র তার হৈবে মহামতি ॥ ১৭
প্রতিব্যোম তার পুত্র হৈবে ভানু নাম।
দিবাকর তনয় তার হৈবে বলবান ॥ ১৮
সহদেব তার পুত্র হৈবে মহাবল।
বৃহদশ্ব তার পুত্র হৈবে নরেশ্বর ॥ ১৯
তার পুত্র জনমিবে নামে ভানুমান।
জনমিবে তার পুত্র প্রতিকাশ্র নাম ॥ ২০
সুপিতৃক পুত্র তাঁর হৈবে নরেশ্বর।
মরুদেব তার পুত্র পুণ্য কলেবর ॥ ২১
সুনক্ষত্র তার পুত্র হৈবে নরপতি।
কল্পর তনয় তার হৈবে উৎপত্তি ॥ ২২

অন্তরীক্ষ তার সুত পরম তন্ময়।
মহত চরিত্র সদা উদার মহাশয় ॥ ২৩
মিত্রজিত তার পুত্র হৈবে বহ্নিনামে।
জনমিবে তার পুত্র কৃতঞ্জয় নামে ॥ ২৪
সঞ্জয় তনয় তার হৈবে মহাবল।
সাক্ষ্য নামে তার পুত্র পুণ্য কলেবর ॥ ২৫
সুচ্ছোদ তনয় তার হৈবে নরপতি।
জন্মিবে লাঙ্গল তার পুত্র মহামতি ॥ ২৬
জন্মিবে তাহার পুত্র প্রোসজিত নামে।
তাহার তনয় তবে হৈবে ক্ষুদ্র নামে ॥ ২৭
ক্ষুদ্রকের তনয় কুলক নামে হৈবে।
কুলকের তনয় সুরথ জনমিবে ॥ ২৮
সুমিত্র তনয় তার হৈবে নরেশ্বর।
সুমিত্রান্ত সূর্য্যবংশ কহিল সকল ॥ ২৯
নিমি নামে মহারাজ ইক্ষাকু তনয়।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল নিমি মহাশয় ॥ ৩০
যজ্ঞ করিবারে নিমি বশিষ্ঠে বরিল।
শুনিঞা বশিষ্ঠ কিছু বিলম্ব করিল ॥ ৩১
প্রথমে বরিল আমা ইন্দ্র শচীপতি।
তাঁর যজ্ঞ করিঞা আসিব শীঘ্রগতি ॥ ৩২
প্রতীত না গেল রাজা মুনির বচনে।
চিন্তিল জীবন ধন স্বপন সমানে ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণ আনিয়া যজ্ঞ কৈল সমাধানে।
বশিষ্ঠ আসিঞা ক্রোধ কৈল দৃঢ় মনে ॥ ৩৪
গুরু অবজ্ঞান তুমি কৈলে এত বড়।
এইক্ষণে পুড়ুক তোমার কলেবর ॥ ৩৫
গুরু শাপে দেহপাত হৈল সেইক্ষণে।
নিমি রাজা গেল তবে সে স্বর্গ ভুবনে ॥ ৩৬
দ্বিজগণে যজ্ঞতার কৈল সমাপনে।
আসিয়া যজ্ঞের ভাগ নিল দেবগণে ॥ ৩৭
দ্বিজগণ তাঁর দেহ রাখিঞা যতনে।
নিবেদন কৈল তবে দেবগণ স্থানে ॥ ৩৮
নিমি রাজায় জীয়াইল সব দেব মেলী।
তবে নিমি রাজা বলে করযোড় করি ॥ ৩৯
মোর কার্য্য নাহি আর শরীর বন্ধনে।
এই বর মাগি সব দেবের চরণে ॥ ৪০
তবে দেবগণ তারে দিল এই বর।
আঁখির নিমিষ হঞা থাক নিরন্তর ॥ ৪১

ধরিঞা নিমেষরূপ জীবের নয়নে।
নিমি রাজা জগতে রহিল সেই মনে ॥ ৪২
দ্বিজগণে মথিল রাজার কলেবর।
জনমিল তাহে এক মহা ধনুর্দ্ধর ॥ ৪৩
জনমিল মথনে মিথিল নাম হৈল।
বিদেহ কারণে নাম বিদেহি ধরিল ॥ ৪৪
জনমিল দেখিঞা জনক নাম হৈল।
মিথিলা নগর তেঁহো নিরমান কৈল ॥ ৪৫
তার পুত্র উদার স্বনামে নরপতি।
নন্দীর কুল তাঁর পুত্র মহামতি ॥ ৪৬
সুকেতু তনয় তার পুত্র দেবরাত।
তার পুত্র বৃহদ্রথ নিজকুল নাথ ॥ ৪৭
তার পুত্র সুধৃত আছিল নরেশ্বর।
ধৃতকেতু পুত্র তাঁর মহাধনুর্দ্ধর ॥ ৪৮
হর্য্যাশ্ব তনয় তার সুপমরু নাম।
প্রতিচক তাঁর পুত্র মহা বলবান ॥ ৪৯
তাহার তনয় হৈল নামে দেবচিব।
তার পুত্র বিধৃত আছিল মহাবিধ ॥ ৫০
বিধৃতের পুত্র জনমিল মহাধৃতি।
উতবাত তার পুত্র আছিল নৃপতি ॥ ৫১
মহারোমা স্বর্ণরোমা সুবোমানাম।
ক্রস্বরোমার পুত্র শিব ধ্বজ বলবান ॥ ৫২
যজ্ঞ কবিবারে ভূমি চষিল নৃপতি।
লাঙ্গলে উঠিল সীতা দেবী রূপবতী ॥ ৫৩
শিরধ্বজ নাম তার হৈল সেকারণে।
সীতাদেবী লাঙ্গলে উঠিল ভূমি হনে ॥ ৫৪
শিরধ্বজ পুত্র হৈল কুশধ্বজ নাম।
ধর্ম্মধ্বজ পুত্র তাঁর হৈল বলবান ॥ ৫৫
তার পুত্র মিত্রধ্বজ নাম নরপতি।
খণ্ডিল তনয় তাঁর হৈল মহামতি ॥ ৫৬
তার পুত্র জনমিল নাম ভানুমান।
শত ঘুম তাঁর পুত্র মহাবলবান ॥ ৫৭
মহাযুদ্ধ হৈল যাতে সুরাসুর ক্ষয়।
সেই সে তাহার কাল যম মহাভয় ॥ ৫৮
শুচি নামে তাঁর পুত্র হৈল নরপতি।
তার পুত্র সনন্দাজ নাম নরপতি ॥ ৫৯
উৰ্দ্ধকেতু পুত্রতাঁর মহাধনুর্দ্ধর।
পুরুজিত পুত্র তার পুণ্য কলেবর ॥ ৬০
তার পুত্র জনমিল বিষ্ণুনেম নামে।
শ্রুতাশ্ব তনয় তার নৃপতি প্রধানে ॥ ৬১
চিত্ররথ তার পুত্র মহা নরেশ্বর।
ক্ষেমাধি তনয় তাব পুণ্য কলেবর ॥ ৬২
তার পুত্র বায়ুরথ আছিল প্রধান।
সত্যরথ পুত্র তার মহা বলবান ॥ ৬৩
উপগুতনয় তার মহা নরপতি।
উপগুপ্ত তার পুত্র রাজা মহামতি ॥ ৬৪
তারপুত্র বসুমন্ত হারম্ব প্রধান।
প্রতাসন তার পুত্র নৃপতি প্রধান ॥ ৬৫
শ্রুত নামে তাঁর পুত্র তার পুত্র জয়।
বিজয় তনয় তাঁর সুত মহাশয় ॥ ৬৬
সুত পুত্র শনক শাসিল বসুমতি।
বিতিহোত্র তার পুত্র তাঁর পুত্র ধৃতি ॥ ৬৭
বহুলাশ্ব ধৃতি পুত্র মহানরেশ্বর।
কৃতি নামে তার পুত্র পুণ্য কলেবর ॥ ৬৮
নিমিবংশে জনমিল যত নরপতি।
ধর্ম্ম পরায়ণ তারা দানে দৃঢমতি ॥ ৬৯
একান্ত ভকতি করি ভজিল শ্রীহরি।
অন্তঃকালে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণুপুরী ॥ ৭০

ইতি শ্রীসূর্য্যবংশ সমাপ্তঃ।

তবে রাজা শুন তুমি যে কহিবে আর।
সাবধানে শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার ॥ ০

ইতি শ্রীভাগবতে নবম স্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

প্রলয় সাগরে করি অনন্ত শয়নে।
যোগ নিদ্রা করিয়া আছিলা নারায়ণে ॥ ১
তাঁর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা হৈলা উৎপন্ন।
ব্রহ্মার তনয় হৈল অত্রি তপোধনে ॥ ২
চন্দ্র উপজিল অত্রি মুনির নয়নে।
জনমিলা চন্দ্রের কুমার বুধনামে ॥ ৩
বুধের জনম কথা শুন পরীক্ষিত।
বৃহস্পতি আছিলা দেবের পুরোহিত ॥ ৪
তারা নামে তাঁর পত্নী পরম সুন্দরী।
আনিল হরিয়া বলে চন্দ্র মহাবলী ॥ ৫
বৃহস্পতি গেলা তবে চন্দ্র বিদ্যমানে।
মাগিল আপন ভার্য্যা অনেক যতনে ॥ ৬

তবু তাঁরে না ছাড়িয়া দিল শশধর।
বৃহস্পতি গেল তবে বাজিল সমর ॥ ৭
বাজিল তাহার সনে অতুল সংগ্রাম।
আর যুদ্ধ নাহি হয় তাহার সমান ॥ ৮
মহাযুদ্ধ হৈল যাহে সুরাসুর ক্ষয়।
সেইসে সময় রণ হৈল মহাভয় ॥ ৯
তবে বৃহস্পতি গেলা ব্রহ্মার সদনে।
এসব দুঃখের কথা কৈল নিবেদনে ॥ ১০
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা ভৎর্সিল বিস্তর।
তারাকে ছাড়িয়া তবে দিল শশধর ॥ ১১
ক্রোধ হঞা তারাকে দেখিল গর্ভবতী।
বিস্তর ভৎর্সিয়া গালী দিল বৃহস্পতি ॥ ১২
ছাড় গর্ভ আরেরে পাপিনী এইক্ষণে।
গর্ভ প্রসবিল তবে পতির বচনে ॥ ১৩
প্রসবিল শিশু হেম গৌর কলেবরে।
বৃহস্পতি চন্দ্রে তবে বাজিল কন্দলে ॥ ১৪
বৃহস্পতি বলে তোর পুত্রে কোন দায়।
চন্দ্র বলে এই বোল বুলিতে না জুয়ায় ॥ ১৫
আপনার পুত্র বল নাহি বাস লাজ।
আমার তনয় নিবে হৈল আছে সাধ ॥ ১৬
দেবগণে তারাকে তখন জিজ্ঞাসিল।
লাজে পড়ি তারা কিছু উত্তর না দিল ॥ ১৭
ক্রোধ করি তারা তারারে বলয়ে কোন বাণী।
উত্তর না দেহ কেনে আরেরে পাপিনী ॥ ১৮
কাহার তনয় এই বল সত্য করি।
উত্তর না দিল কিছু তারকা সুন্দরী ॥ ১৯
তবে ব্রহ্মা ডাক দিঞা তারাকে আনিল।
পীরিতি বচনে ব্রহ্মা তারাকে পুছিল ॥ ২০
লাজে হেঠমাথা করি বলে ধীরে ধীরে।
চন্দ্রের কুমার দেব কহিল তোমারে ॥ ২১
তবে ব্রহ্মা বুধনাম রাখিল তাঁহার।
ধরিয়া আনিল চন্দ্র আপন কুমার ॥ ২২
তাবা লঞা বৃহস্পতি গেলা নিজ ঘরে।
ব্রহ্মা আদি দেব গেলা নিজ নিজ পুরে ॥ ২৩
পুরোববা জনমিল বুধের তনয়।
ইলার উদরে জনমিল মহাশয় ॥ ২৪
তার রূপ গুণ শুনি উর্ব্বশী সুন্দরী।
মিত্রাবরুণের শাপে নারীরূপ ধরি ॥ ২৫
পুরোরবা ভজিল ইন্দ্রের বিদ্যাধরি।
না কহিল কথা কিছু সে সব বিস্তারি ॥ ২৬
ছয় পুত্র জনমিল উর্ব্বশী উদরে।
অমুস্বতা সুতা রস্তু বষ্ট নাম ধরে ॥ ২৭
জয় বিজয় জয় সত্যায়ু প্রধান।
বিজয় পুত্রের বংশ কহি বিদ্যমান ॥ ২৮
জন্মিল কাঞ্চন নাম বিজয় তনয়।
হোত্রেক তাহার পুত্র হৈল মহাশয় ॥ ২৯
হোত্রকের পুত্র জহ্নু বিদিত ভুবনে।
গণ্ডূষ করিয়া কৈল গঙ্গাজল পানে ॥ ৩০
জহ্নুর তনয় পুরু পুরুষ প্রধান।
বলাক তনয় তার হৈল বলবান ॥ ৩১
অজয় তনয় তার কুশ তার সুত।
তার পুত্র কুশাম্বুজ মহা বল যুত ॥ ৩২
বসু নামে তার পুত্র কুশনালা ভুজ।
গাধি নামে তার পুত্র হৈল মহারাজ ॥ ৩৩
তার কন্যা জনমিল সত্যবতী নামে।
আসিঞা ঋচীক মুনি মাগিল আপনে ॥ ৩৪
দেখিঞা কুচ্ছিত বর গাধি নরেশ্বর।
ঋচীকের তরে তবে দিলেন উত্তর ॥ ৩৫
সহস্রেক ঘোড়া শুক্ল বর্ণ শ্যামবর্ণ।
আনিঞা দিবারে যদি পার তপোধন ॥ ৩৬
তবে তুমি কন্যা সত্যবতী বিভা কর।
এবোল বুঝিঞা তুমি শীঘ্র করি চল ॥ ৩৭
চিন্তিঞা ঋচীক মুনি বিচারিল মনে।
মাগিল সহস্র ঘোড়া বরুণের স্থানে ॥ ৩৮
সেইরূপ ঘোঁড়া তাঁরে দিল জলেশ্বরে।
ঘোঁড়া আনি দিল মুনি রাজার গোচরে ॥ ৩৯
তবে রাজা কন্যা বিভা দিল শুভক্ষণে।
সত্যবতী লঞা মুনি গেলা তপোবনে ॥ ৪০
অপুত্রক গাধিরাজা পুত্র নাহি হয়।
ডাক দিঞা ঋচীক আনিল মহাশয় ॥ ৪১
পুত্র কামে মাতা কন্যা মুনি আরাধিল।
পুত্রের কারণে মুনি তবে যজ্ঞ কৈল ॥ ৪২
দুই মন্ত্রে দুই চরু সাধিয়া বিধানে।
স্নান করিবারে মুনি চলিল আপনে ॥ ৪৩
হেনকালে সত্যবতী কোন কর্ম্ম করে।
আপনার চরু দিল জননীর তরে ॥ ৪৪

শ্রেষ্ঠ চরু আপনার বুঝি হেন মনে।
সেই ভাবে দিল চরু মায়ের কারণে ॥ ৪৫
আপনে মায়ের চরু করিল ভক্ষণ।
হেনকালে মুনিবর কৈল আগমন ॥ ৪৬
দেখিঞা দোঁহার কর্ম্ম মুনি যোগেশ্বর।
ডাক দিঞা ভার্য্যাকেত ভৎর্সিল বিস্তর॥৪৭
কিকারণে দুষ্ট কর্ম্ম কৈলে এত বড়।
জন্মিবে তোমার পুত্র মহাভয়ঙ্কর ॥ ৪৮
শান্ত দান্ত ব্রাহ্মণ তোমার হইবে ভাই।
দেব নিয়োজিত কার শকতি ঘুচাই ॥ ৪৯
ঐ বোল শুনিয়া কন্যা ভয় পাইল মনে।
পড়িল ব্রাহ্মণী তার ধরিঞা চরণে ॥ ৫০
ভয়ঙ্কর পুত্র মোর না হউ উদরে।
এবোল শুনিঞা বর দিলা যোগেশ্বরে ॥ ৫১
পুত্র ভয়ঙ্কর হৈবে কুমার ব্রাহ্মণ।
জামদগ্নি পুত্র তবে হৈবে উৎপন্ন ॥ ৫২
ঋচীকের পুত্র জনমিল তপোধনে।
সত্যবতী গর্ব্ভে জন্ম লভিল আপনে ॥ ৫৩
জামদগ্নি বিভা কৈল রেণুকাসুন্দরী।
তাঁর পাচ পুত্র জনমিল মহাবলী ॥ ৫৪
কনিষ্ঠ পরশুরাম বিষ্ণু অবতার।
নিঃক্ষত্রীয় কৈল পৃথ্বী তিন সাতবার ॥ ৫৫
যেরূপে ক্ষত্রিয় নাশ কৈল মহাবীর।
তার কথা কহি শুন নৃপতি সুধীর ॥ ৫৬
হৈহয় বংশের রাজা কার্ত্তিকবীর্য্য নামে।
দত্ত নারায়ণ তেঁহো কৈল আরাধনে ॥ ৫৭
তুষ্ট হঞা দিল দত্ত সহস্রেক বর।
অপুরুষ অব্যাহত গতি যশবল ॥ ৫৮
অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য যোগেশ্বর গতি।
নারায়ণ প্রসাদে লভিল নরপতি ॥ ৫৯
বরদর্পে মদগর্ব্বে বাড়িল তাহার।
দিব্য নারী লঞা রাজা করয়ে বিহার ॥ ৬০
বাহু পসারি বহে রাজা নর্ম্মদার জলে।
দিব্য নারীগণ লঞা জলক্রীড়া করে ॥ ৬১
হাত আচ্ছাদিঞা জল যখন বহায়।
উজানে নদীর জল কুকুল ডুবায় ॥ ৬২
তাহাতে সত্বর পূজে লঙ্কার রাবণ।
দিব্য উপহারে করে শিব আরাধন ॥ ৬৩
ফল ফুল গেল তার জলেতে ভাসিঞা।
ক্রোধ করি যুদ্ধ কৈল সত্বরে আসিঞা ॥ ৬৪
কার্ত্তবীর্য্য হেলায় জিনিঞা বাহুবলে।
বান্ধিঞা রাবণরাজা থুইল কারাগারে ॥ ৬৫
আসিঞা পৌলস্ত্য মুনি রাবণ উদ্ধারে।
হেন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হৈল ক্ষিতিতলে ॥ ৬৬
একদিন মৃগয়া করিতে গেল বনে।
উত্তরিল জামদগ্নী মুনির সদনে ॥ ৬৭
সসৈন্যে পূজিল মুনি অতীথ বিধানে।
দিব্য অন্নপান দিঞা করাইল ভোজনে॥৬৮
রাজ অভরণ দিল বসন ভূষণ।
রাজ পুরী রাজ ঘর রাজসিংহাসন ॥ ৬৯
হবির্দ্ধানি ধেনু তার যোগবল ধরে।
প্রসবিয়া দিল সব রাজউপহারে ॥ ৭০
অতুল সম্পদ তাঁর দেখিঞা নৃপতি।
মনে মনে চিন্তে রাজা কি হয় যুগতি ॥ ৭১
হরিয়া মুনির ধেনু নিল নিজ পুরে।
শুনিঞা পরশুরাম জ্বলিল অন্তরে ॥ ৭২
ধরিঞা পরশুরাম মহাধনুঃ শর।
পাছে২ ধায় যেন দীপ্ত দিনকর ॥ ৭৩
পুব পর বেশ রাজা হৈল হেনকালে।
উত্তরিল ভৃগুবর পুরের দুয়ারে ॥ ৭৪
বাজিল তুমুল রণ অর্জ্জুনের সনে।
কার্ত্তবীর্য্য যুদ্ধ কৈল সবল বাহনে॥ ৭৫
শত অক্ষৌহিণী সেনা রণে ভয়ঙ্কর।
মারিল সকল সেনা এক ভৃগুবর॥ ৭৬
কোটী২ রথ ঘোঁড়া পবন সঞ্চার।
কোটি২ মহাগজ পর্ব্বত আকার ॥ ৭৭
কোটি২ মহাবীর রণে পরচণ্ড।
কাটিঞা রামের বাণে কৈল খণ্ড২ ॥ ৭৮
কাটা গেল সব সৈন্য রণের ভিতরে।
রকতে বহিল নদী শত২ ধারে ॥ ৭৯
দেখিঞা অর্জ্জুন রাজা সৈন্যের বিনাশ।
ক্রোধ করি ধাইল যেন সূর্য্য পরকাশ ॥৮০
দশশত হাতে পাচশত সরাশন।
পাচ শত হাতে সব দীপ্ত হুতাশন ॥ ৮১
পাচশত বাণ রাজা যোড়ে একে বারে।
কাটিল সকল বাণ রাম এক শরে ॥ ৮২

গাছ পর্ব্বত তারে তবে মারে ফেলাইয়া।
খণ্ডং কৈল রাম কুঠারে কাটিঞা॥ ৮৩
সহস্রেক বাহু তার কাটে একেবারে।
তবে মাথা কাটিঞা ফেলেন ভূমিতলে॥ ৮৪
কার্ত্তবীর্য্য কাটা গেল রণের ভিতরে।
অযুত তনয় তার পলাইল ডরে॥ ৮৫
কার্ত্তবীর্য্য হেন বীর কাটিল হেলায়।
সবংশে আনিঞা ধেনু বাপেরে ভেটায়॥৮৬
অর্জ্জুন কাটিঞা রাম থুইল চমৎকার।
ত্রিভুবন যুড়িয়া রহিল যশ তার॥ ৮৭
জামদাগ্নি বলে শুন পুত্র পরশুরাম।
অকারণে কৈলে তুমি এত বড় কাম॥ ৮৮
সর্ব্বদেবময় রাজা সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
ব্রাহ্মণের যুদ্ধধর্ম্ম উচিত না হয়ে॥ ৮৯
ক্ষমাসার ব্রাহ্মণের নহিব বিকার।
ক্ষমায় সকল ধর্ম্ম পারি শোধিবার॥ ৯০
ক্ষমা হৈলে তুষ্ট হয় প্রভু ভগবান।
উচিত না হয় দ্বিজকুলে অভিমান॥ ৯১
গুরুদ্বিজ বধসম রাজবধ করি।
তীর্থপর্য্যটনে তুমি চল শীঘ্র করি॥ ৯২
তীর্থসেবা করি তুমি হরি গুরু ভজ।
রাজ অপরাধ বাপু এই মতে ত্যজ॥ ৯৩
বাপের বচন শুনি রাম মহাবল।
তীর্থ করিবার তরে চলিলা সত্বর॥ ৯৪
বাপের আজ্ঞায় করি তীর্থ পর্য্যটনে।
বৎসর পুরিয়া রাম কৈল আগমনে॥ ৯৫
রেণুকা রামের মাতা পতি সেবা করে।
একদিন গেল তেঁহো জল আনিবারে॥ ৯৬
দেখিঞা গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ নামে।
দেবীগণ লয়ে ক্রীড়া করয়ে বিমানে॥ ৯৭
স্থির ভাবে তাহাতে ক্ষণেক দিল চিত্ত।
হেন কালে মুনি মনে হৈল আচম্বিত। ৯৮
শঙরিয়া পাছে ভয় হৈল চমৎকিতা।
জলভরি শীঘ্র লইঞা আইল রামমাতা॥৯৯
জলঘট থুই দেবী ভয়েতে ব্যাকুলী।
রহিল মুণির আগে যোড় হাত করি॥ ১০০
দেখিঞা পত্নীর হেন দুষ্ট ব্যবহার।
পুত্রগণ নিকটে দেখিল আপনার॥ ১০১
আজ্ঞাদিল শির কাটি ফেলাহ সত্বরে।
বাপের বচন কেহ না পালিল ডরে॥ ১০২
বুঝিয়া বাপের চিত্ত রাম ভৃগুবর।
দাণ্ডায়ে বাপের আগে যুড়ি দুই কর॥ ১০৩
বাপে আজ্ঞা দিল রাম বিলম্ব না কর।
স্বপুত্রে মায়ের মাথা শীঘ্র কাটি ফেল॥ ১০৪
বাপের বচন রাম না কৈল বিলম্ব।
কাটিঞা মায়ের মাথা কৈল দুই খণ্ড॥১০৫
ভাইগণ কাটিল বাপের বিদ্যমানে।
শোক দুঃখ একই নহিল তার মনে। ১০৬
পুত্রের প্রভাব দেখি মুনি যোগেশ্বর।
বর মাগ বর মাগ রাম ভৃগুবর॥ ১০৭
তোমা হৈতে গুরুভক্তি লোকে পরচার।
করিঞা সংকট কর্ম্ম থুইলে চমৎকার॥১০৮
বর মাগ যেয়ে ইচ্ছা কর ভৃগুপতি।
সেইবর দিব আমি তপের শকতি॥ ১০৯
রাম বলে সবে আমি মাগি এই বর।
জীউক আমার মাতা ভাই সহোদর॥ ১১০
তাঁসবার বধিল যেন নহে তাঁর মনে।
এই বর মাগি বাপ তোমার চরণে॥ ১১১
তুষ্ট হঞা জমদগ্নি দিল সেই বর।
সেইক্ষণ জীলা মাতা ভাই সহোদর॥ ১১২
এইরূপে বৈসে রাম বাপের আশ্রমে।
ভাইগণ লঞা বনে গেলা একদিনে। ১১৩
অর্জ্জুনের তনয় অযুত দুরাচার।
নিরবধি চিন্তেন রামের অপকার॥ ১১৪
শোকেতে ব্যাকুল তারা বাপের মরণে।
হেন কালে পশিল মুনির তপোবনে॥ ১১৫
কাটিয়া মুনির মাথা নিল আচম্বিতে।
রেণুকা রামের মাতা লাগিলা কান্দিতে॥
রাম রাম বলিঞা কান্দিল উচ্চৈঃস্বরে।
মায়ের ক্রন্দন রাম শুনে হেন কালে॥ ১১৭
ত্বরিতে আসিঞা দেখে বাপের মরণ।
দুঃখশোকে রহিল হইঞা অচেতন॥ ১১৮
ভাইগণে সমর্পিয়া বাপের শরীর।
পরশু ধরিয়া রাম ধায় মহাবীর॥ ১১৯
বিক্রমের সীমা রাম রণে পরচণ্ড।
কাটিয়া সকল বীর কৈল খণ্ডং॥ ১২০

রিপুশির দিঞা মহাপর্ব্বত নিরমিল।
ক্ষত্রিয় রুধিরে শত শত নদী হৈল। ১২১
মহাধনুর্দ্ধর রাম বিষ্ণু অবতার।
নিঃক্ষত্রীয় কৈল পৃথ্বী তিন সাতবার।১২২
হরিল পৃথ্বীর ভার রাজবধচ্ছলে।
নরহৃদশোনিতে নির্ম্মিল থরে থরে॥ ১২৩
সামন্ত পঞ্চম নাম ক্ষত্রিয়ে ধরিল॥
মহাপুণ্য তীর্থ করি জগতে স্থাপিল॥ ১২৪
আনিঞা বাপের মাথা যুড়িল শরীরে।
বাপেরে জীয়ায় রাম নিজ যোগবলে॥১২৫
ক্ষত্রিয় মারিয়া সব কৈল ক্ষিতিতল।
শত শত যজ্ঞ কৈল পৃথীর ভিতর। ১২৬
আপনে আপনা রাম পূজিল বিধানে॥
সমস্ত পৃথিবী দান কৈল দ্বিজগণে॥ ১২৭
পুরুষ পুরাণ রাম কমল লোচন।
বিক্রমে কেশরী রিপু দল বিনাশন॥ ১২৮
প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরে ভয়ঙ্কর কুঠার।
ক্ষত্রিয়ে বধিতে হরি রাম অবতার॥ ১২৯
ক্ষত্রিয় বধিয়া গেলা মহেন্দ্র পর্ব্বতে।
গন্ধর্ব্বে কিন্নরে স্তুতি করয়ে সাক্ষাতে॥১৩০
কলিযুগ খণ্ডিয়ে দিবেন দরশনে।
বেদশাস্ত্র প্রচার করিব আপনে॥ ১৩১
কহিল পরশুরাম চরিত্র ব্যাখানে।
সর্ব্বভূত পতিরাম পুরুষ পুরাণে। ১৩২
ভৃগুরাম চরিত্র শুন অমৃতের বাণী।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেম তরঙ্গিণী। ১৩৩
ইতি শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

॥ ৬ ॥ * ॥ ৬ ॥

গাধি রাজার কন্যা নামেতে সত্যবতী।
বর্ণিল তাহার বংশে রাম ভৃগুপতি। ১
জনমিল মহাতেজা গাধীর কুমার।
বিশ্বামিত্র নাম যার বিদিত সংসার॥ ২
তপের প্রভাবে বিপ্র হৈল মহাশয়।
তাঁর ঘরে জনমিল শতেক তনয়॥ ৩
বিশ্বামিত্র বংশ কথা রহিল এই হৈতে।
বিস্তার করিয়া তাহা না পারি কহিতে॥ ৪
বুধের কুমার হৈল পুরোরবা নাম।
তাঁর ছয় পুত্র জনমিল বলবান ৫
জ্যেষ্ঠ পুত্র আয়ু নাম পুত্রের প্রধান।
তাঁর বংশ কহি রাজা কর অবধান॥ ৬
জনমিল তাঁর পাঁচ পুত্র মহামতি।
সবার প্রধান তাঁর নহুষ নৃপতি॥ ৭
ক্ষেত্র বৃদ্ধ রাজিরাজ তিন পুত্র হৈল।
অনেনা তনয় তার কনিষ্ঠ আছিল॥ ৮
ক্ষেত্রবংশ বৃদ্ধ কথা কহিতে না পারি।
যার বংশে অবতার কৈল ধন্বন্তরি॥ ৯
যার নামে সকল জীবের রোগ হরে।
বিষ্ণু অংশে ধন্বন্তরি বিদিত সংসারে॥ ১০
যার বংশে সৌনকাদি মুনি উৎপত্তি।
যার বংশে জনমিল অনর্ক নরপতি॥ ১১
রাজ্য ভোগ কৈল ষাঠি সহস্র বৎসর।
সপ্তদ্বীপ ক্ষিতিতলে এক দণ্ডধর॥ ১২
এইরূপে কত কত হৈল নরপতি।
কহিব রাজার বংশ শুন মহামতি॥ ১৩
রাজী সম রাজা নাহি হয় ক্ষিতিতলে।
যাহার প্রসাদে স্বর্গ পাইল পুরন্দরে॥ ১৪
দেবাসুর যুদ্ধ কৈল দেবের ভবনে।
দেবে যুদ্ধে হারিল জিনিল দৈত্যগণে॥ ১৫
রাজি রাজা ভজিঞা নিলেন পুরন্দরে।
জিনিল অসুর দল নিজ বাহুবলে॥ ১৬
অসুর বধিঞা ইন্দ্র পাইল ত্রিভুবন।
ইন্দ্রে ইন্দ্রপদ তবে কৈল সমর্পণ॥ ১৭
রাজিরাজা না রহিল ইন্দ্র অধিকারে।
এইরূপে রাজ্যভোগ কৈল চিরকালে॥ ১৮
তবে তনু ত্যজি রাজা গেল বিষ্ণুপুরে।
পাঁচ শত পুত্র তার হৈল মহাবলে॥ ১৯
ধরিয়া বাপের দায় ইন্দ্র অধিকারে।
দেবগণ সনে তাঁরা স্বর্গভোগ করে॥ ২০
এইরূপে স্বর্গ ভোগ করে কতকাল।
বৃহস্পতি তবে তার চিন্তে পরকাল॥ ২১
যজ্ঞ করি তা সবারে করে মতি ভঙ্গে।
ধর্ম্ম পথ ছাড়ি তারা চলিল কুসঙ্গে॥ ২২
তবে ইন্দ্র পাঁচ শত বধিল কুমার।
দেবগণ লঞা স্বর্গে করে অধিকার॥ ২৩
এইরূপে হৈল রাজি বংশের বিনাশ।
নহুষ বংশের কথা কহিব প্রকাশ॥ ২৪

নহুষের ছয় পুত্র বিদিত সংসারে।
যতি আর যযাতি সংযাতি নাম ধরে॥ ২৫
আয়াতি বিযাতি আকৃতি বলবান।
নহুষের ছয় পুত্র আছিল প্রধান॥ ২৬
জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি তেঁহো হরি পরায়ণ।
বাপে রাজ্য দিল তাতে না পাতিল মন॥২৭
নহুষ আছিল রাজা স্বর্গ অধিকারে।
দ্বিজ সাপে হৈল তেঁহো সর্প কলেবরে॥ ২৮
যযাতি করয়ে তবে রাজ্যের পালন।
চারিদিগে স্থাপিল আপন ভাইগণ॥ ২৯
শুক্রের দুহিতা তেঁহো কৈল পরিণয়।
মহাসুখে রাজ্যভোগ করে মহাশয়॥ ৩০
এবোল শুনিয়া পরীক্ষিত মহাশয়।
কেন দ্বিজ কন্যা তেঁহো কৈল পরিণয়॥ ৩১
শুক মুনি বলে রাজা কহিব কারণে।
যেরূপে সংযোগ হৈল ব্রাহ্মণের সনে॥ ৩২
বৃষপর্ব্বা নামে রাজা দৈত্য অধিকারি।
আছিল শর্ম্মিষ্ঠা নামে তাঁহার কুমারী॥৩৩
একদিন চলে কন্যা স্নান করিবারে।
সখিগণ সঙ্গে করি নিজ পরিবারে॥ ৩৪
দেবযানী নামে কন্যা শুক্রের আছিল।
সখিভাবে দুইজন কৌতুকে চলিল॥ ৩৫
তীরের উপরে পরিধান বাস থুইয়া।
জলকেলী কৈল তারা বিবসন হইয়া॥ ৩৬
বহু ভাতি বহুবিধ বিবিধ খেলনে।
জলকেলী করে তারা যত সখিজনে॥ ৩৭
হেনকালে শিবদেব কৈল আগমনে।
পার্ব্বতীর সনে করি বৃষ আরোহণে॥ ৩৮
শিব দেখি সত্বরে উঠিল যত নারী।
যার যে যে বসন পরিল ত্বরাত্বরি॥ ৩৯
না জানিঞা শর্ম্মিষ্ঠা করিল কোন কাম।
দেবযানীর বস্ত্র কৈল অঙ্গে পরিধান॥ ৪০
তবে দেবযানী কোপে জ্বলিল অন্তর।
ক্রোধ করি দিল গালী কম্পিত অধর॥ ৪১
দেখ দেখ আরে পাপিনী উন্মতি।
দাসী জাতি তুঞি ছার কি তোর শকতি॥
কেন বৃথা করিস এতেক অহঙ্কার।
আমার বসনে তোর কোন অধিকার॥ ৪৩
তপোবলে রাজ্য পাট ব্রাহ্মণ শকতি।
করিবে বিপ্রের সেবা সেবি দিনরাতি॥ ৪৪
সহজেই ব্রাহ্মণের দাস শূদ্রজাতি।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে সৃষ্টি করে প্রজাপতি॥ ৪৫
ব্রাহ্মণের অবশেষ করিবে আহার।
কুকুরের সবে যেন পিণ্ডে অধিকার॥ ৪৬
দ্বিজমুখে বেদ পথ ধর্ম্ম পরচার।
ইন্দ্র আদি দেব যারে করে নমস্কার॥ ৪৭
ব্রাহ্মণ চরণে ভক্তি করে ভগবান।
হেন দ্বিজকুলে বেটি তোর অবজ্ঞান॥ ৪৮
ভৃগুবংশে জাত আমি শুক্র হেন পিতা।
শূদ্রের অধম তুল্য অসুর দুহিতা॥ ৪৯
তুমি ছার কৈলে মোরে হেন তিরস্কার।
করিব ইহার শাস্তি দেখহ তৎকাল॥ ৫০
এ বোল শুনিঞা বলে শর্ম্মিষ্ঠা কুমারী।
আরে দোচারিণী তুঞি কেনে দিলে গালি॥
সহজে ব্রাহ্মণ জাতি ভিক্ষা মাগি খায়।
কুক্কুর সমান গৃহস্থের মুখ চায়॥ ৫২
যার অন্ন খাঞা তুমি জীয়া এতকাল।
তারে মন্দ বল তুমি এত অহঙ্কার॥ ৫৩
মুঞি শাস্তি করিব রাখুক কার বাপে।
প্রতিফল দিব তোরে দেখুক সর্ব্বলোকে॥
এইরূপে দেবযানী ভৎসিঞা বিস্তর।
ধরিয়া ফেলেন তারে কূপের ভিতর॥ ৫৫
শর্ম্মিষ্ঠা চলিয়া তবে গেল নিজপুরে।
যযাতি মিলিল তথা হেন অবসরে॥ ৫৬
মৃগয়া করিতে রাজা বুলে বনে বনে।
তথা উত্তরিল গিয়া জলের কারণে॥ ৫৭
বিবসন কন্যা দেখি কূপের ভিতরে।
কৃপায় তুলিল তারে ধরি নিজ করে॥ ৫৮
তবে দেবযানী বলে শুন নরেশ্বর।
পরশ করিলে মোরে যে দিঞা নিজকর॥৫৯
তোমা বিনা পতি আর নহিব আমার।
এবোল বুঝিঞা তুমি কর ব্যবহার॥ ৬০
বিধির ঘটনা কেবা করিব খণ্ডন।
দৈবযোগে তোমা সনে হৈল দরশন॥ ৬১
এবোল শুনিঞা রাজা ভাবিল বিস্ময়।
নিজপুরে চলিলেন চিন্তিয়া হৃদয়॥ ৬২

তবে দেবযানী গেল আপন ভবনে।
কহিল সকল কথা বাপ বিদ্যমানে॥ ৬৩
এবোল শুনিঞা শুক্র বিস্মিত হৃদয়।
অন্তরেতে ক্রোধ মুনি কৈল অতিশয়॥৬৪
অসুর দানবের আমি হই যে পুরোহিত।
আমারেই করে এত বড় অনোচিত॥৬৫
এবোল বলিঞা কন্যা লঞা ক্রোধ মনে।
আজি যাই অন্তঃপুর চলিল তখনে॥ ৬৬
বৃষপর্ব্বা শুনে তবে এসব কাহিনী।
চরণে ধরিঞা তবে রাখে শুক্র মুনি॥৬৭
শুক্র বলে কভু আমি ক্রোধ নাহি করি।
কন্যার বচন আমি ছাড়িতে না পারি॥ ৬৮
কন্যার বচন তুমি কর সমাধানে।
তবে সে রহিতে পারি তোমার বচনে॥ ৬৯
তবে বৃষপর্ব্বা রাজা কোন কর্ম্ম করে।
দেবযানীর চরণ ধারণ দুই করে॥ ৭০
দেবযানী বলে রাজা কহিব তোমারে।
বাপে আমারি ভাল বিঞা দিব রাজঘরে॥৭১
তোমার শর্ম্মিষ্ঠা কন্যা মোর দাসী হঞা।
করিবে আমার সেবা দাসীগণ লঞা॥ ৭২
তবে বৃষপর্ব্বা হাসি কহিল নিশ্চয়।
ভাবিঞা চিন্তিঞা তুমি দঢ়াও হৃদয়॥ ৭৩
তাঁর বাক্য দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার।
তবে শুক্র বাহুড়িয়া আইলা আরবার॥ ৭৪
আনিল যযাতি রাজা করি শুভক্ষণ।
দেবযানী বিভা দিল যযাতির স্থান॥ ৭৫
শর্ম্মিষ্ঠা কুমারী দিল তাঁর দাসী করি।
তবে শুক্র মুনি কহে বোল দুই চারি॥ ৭৬
শর্ম্মিষ্ঠাকে কভু তুমি না নিহ শয়নে।
আমার কন্যার তুমি করিহ পালনে॥ ৭৭
অঙ্গীকার কৈল রাজা মুনির বচন।
আপনার রাজ্যে তবে চলিলা তখন॥ ৭৮
এইরূপে দেবযানী আছে কতকাল।
কতদিন বহি দুই জন্মিল কুমার॥ ৭৯
শর্ম্মিষ্ঠা রাজার স্থানে কৈল নিবেদন।
ভজিমু তোমাকে আমি অপত্য কারণ॥৮০
তবে রাজা যযাতি চিন্তিল মনে মনে।
শুক্রের বচন চিত্তে করি স্মঙরণে॥ ৮১
স্ত্রিজাতি ভজিলে তাহে ছাড়িতে না যুয়ায়।
শুক্রের বচন হৈব কেমন উপায়॥ ৮২
অদৃষ্ট মানিঞা তার পালিল বচন।
তিন পুত্র তার গর্ভে হৈল উৎপন্ন॥ ৮৩
যদু আর তুর্ব্বসু লভিল দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠার কহি আর অপূর্ব্ব কাহিনী॥ ৮৪
দ্রুহ্যু অনু পুরু নাম তিন পুত্র হৈল।
তাহা দেখি দেবযানী মনে ক্রোধ কৈল॥৮৫
ক্রোধ করি গেল দেবী বাপের মন্দিরে।
তার পাছে যযাতি চলিল ধীরে ধীরে॥ ৮৬
বিস্তর সাধিল তারে করিয়া বিনয়।
চরণ ধরিল তবু নহিল সদয়॥ ৮৭
সেইমতে গেল দেবী বাপ বিদ্যমান।
ক্রোধে শুক্র জ্বলিল যেন দীপ্ত হুতাশন॥৮৮
ধিক্ ধিক্ তুমি রাজা পুরুষ অধম।
এত বড় স্থির জিত তুমি দুষ্টজন॥ ৮৯
তোর দেহে করু গিঞা জরা পরকাশ।
নিলেকে হরযে যেন দিব্য রূপবেশ॥ ৯০
তবে রাজা যযাতি চিন্তিল মনে মনে।
শুক্রমুনি সাঁপ দিল কম্প হৈল মনে॥ ৯১
তৃপ্তি নহিল মোর কাম ভোগ করি।
তোমার দুহিতা প্রেম ছাড়িতে না পারি॥
আন দেহ করে যেন জরা আরোপণ।
এই আজ্ঞা কর মোরে হঞা পরসন্ন॥ ৯৩
তবে এই বর তারে দিল শুক্রমুনি।
নিজ পুরী গেলা তবে লঞা দেবযানী॥ ৯৪
জ্যেষ্ঠা পুত্র যদু তবে ডাক দিঞা আনে।
কহিল সকল কথা তার বিদ্যমানে॥ ৯৫
মোর জরা লহ তুমি বহ কত কালে।
তোমার যৌবন দেহ দেহত আমারে॥ ৯৬
এবোল শুনিঞা যদু বলে কোন বাণী।
কারে বলি সুখ ভোগ একই না জানি॥ ৯৭
কামভোগ না করিয়া রহিব কেমনে।
না পারিব জরা আমি করিতে ধারণে॥ ৯৮
তবে রাজা তুর্ব্বসু আনিল দ্রুহ্যু অনু।
তা সবাকে কহিল সকল ধর্ম্ম ছিন্ন॥ ৯৯
তারা সবে একে একে দিলেন উত্তর।
হেন বাক্য কেন তুমি বল নরেশ্বর॥ ১০০

সুখভোগ না করি এ যৌবন সময়।
জরা লঞা থাকিব তোমার মনে লয় ॥ ১০১
আমি সব না পারিব পালিতে বচন।
তবে রাজা চিন্তিঞা রহিল কতক্ষণ ॥ ১০২
তবে রাজা ডাকি আনে কনিষ্ঠ তনয়।
সবার কনিষ্ঠ তেঁহো বুদ্ধি অতিশয় ॥ ১০৩
আমার বচন বৎস করহ পালনে।
তুমি জানি কর কর্ম্ম জ্যেষ্ঠের সমানে ॥১০৪
জরা নিঞা বাপু তুমি রহ কতকাল।
তোমার যৌবন লঞা করিব বিহার। ১০৫
এবোল শুনিঞা তবে পুরু মহামতি।
কহিল বাপের আগে করিয়া বিনতি। ১০৬
পুত্র হৈতে দেখি সবে এই প্রয়োজন।
একমন চিত্তে পালে বাপের বচন ॥ ১০৭
চিন্তিতেই করে কর্ম্ম সেই সে উত্তম।
বলিলে করয়ে কর্ম্ম জানিব মধ্যম ॥ ১০৮
অসন্তোষে করে কর্ম্ম অধম কিঙ্কর।
বলিলেও না করে কেবল মূঢ় মন ॥ ১০৯
এবোল বলিয়া পুরু পাতে দুই করে।
জরা লঞা চলিল বাপের নিজ ঘরে ॥ ১১০
তবে রাজা সুখ ভোগ কৈল চিরকাল।
সপ্ত দ্বীপ শাসিয়া স্থাপিল অধিকার ॥ ১১১
নানাযজ্ঞ দান করি ভজিল শ্রীহরি।
যোগীন্দ্র বন্দিত পদ নিজ চিত্রেধরি ॥ ১১২
নানারূপে সুখ ভোগ কৈল নিরন্তরে।
তবুতার সন্তোষ নহিল কলেবরে ॥ ১১৩
তবে রাজা দেখিঞা আপন দুরাচার।
আপনার চিত্তে কৈল আপনে ধিক্কার ॥
দেবযানী ডাক্ দিঞা আনিল সন্নিধানে।
বাক্য ছল করি কিছু কহিল আপনে ॥১১৫
শুন দেবযানী এক অপরূপ কথা।
কহিব তোমার আগে না করিহ বৃথা ॥১১৬
এক মহাছাগল বেড়ায় বনে বনে।
ছাগলের মন হৈল কূপ দরশনে ॥ ১১৭
ছাগি উদ্ধারিতে ছাগ নানা যুক্তি করে।
অনেক যতন করি তুলিল উপরে ॥ ১১৮
ছাগ দেখি ছাগলীর হৈল অভিলাষ।
তার সঙ্গে চিরকাল কৈল গৃহবাস ॥ ১১৯
আর যত ছাগীগণ লঞা ছাগরাজ।
নিরন্তর ক্রীড়া করে ছাগলী সমাজ ॥ ১২০
দৈবযোগে এক ছাগী আছিল প্রধানা।
কামভাবে ত বশী হইল ভজ মানা ॥ ১২১
তার সনে ছাগরাজ কৈল রতিভোগ।
ছোট ছাগী তাহা দেখি কৈল মহাকোপ ॥
দুষ্ট হেন নিজ পতি দেখিঞা তখনে।
দুঃখ পাঞা ছাগছাগী গেল নিজস্থানে ॥১২৩
লম্ব দাড়ি স্থূল বলবান বৃদ্ধ ছাগ।
ছাড়িতে না পারে সেই ছাগী অনুরাগ ॥১২৪
বকববোবব শব্দ করিঞা।।
পাছে যায় তার চরণ গোড়াইঞা ॥ ১২৫
তবু কৃপা না করিল ছাগী দোচারিণী।
চরণে ঠেলিঞা ফেলিল পাপিনী ॥ ১২৬
পুরবে আছিল ছাগী এক দ্বিজ ঘরে।
কহিল সকল কথা তাঁহার গোচরে ॥ ১২৭
ছাগীর বচন শুনি দ্বিজ ক্রোধী হৈল।
কাটিয়া ছাগের অণ্ড বল হানি কৈল ॥১২৮
তবে ছাগ ব্রাহ্মণে শাস্তিল পায়ে ধরি।
উপায় করিয়া বিপ্র বল রক্ষা করি ॥ ১২৯
তবে ছাগ ছাগিনী আইল আরবার।
তার সনে সুখ ভোগ করে চিরকাল ॥ ১৩০
তবু তার সুখ ভোগ নহিল সন্তোষ।
সেইরূপ দুষ্টজন আছিল অতিরোষ। ১৩১
আপনা না জানি আমি হঞা বিমোহিত।
তোমার পীরিতি বশে সহজে বঞ্চিত ॥ ১৩২
পৃথিবীর ধনধান্য কনক রতন।
পৃথিবীর যত নারী কুঞ্জর বাহন ॥ ১৩৩
সকল একত্র করি করি উপহাস।
তবুত না দেখি আমি চিত্তের প্রকাশ ॥১৩৪
কাম ভোগ অভিলাষ না জায় খণ্ডন।
ঘৃত দিলে আর যেন বাড়ে হুতাশন ॥ ১৩৫
যাবৎ গোবিন্দ পদে নাহি হয়ে রতি।
যাবৎ সকল জীবে নহে শুদ্ধমতি ॥ ১৩৬
তাবত জীবের কভু নাহি প্রতিকার।
আমি পাপী মায়ায় বঞ্চিত চিরকাল ॥ ১৩৭
দন্ত কেশ গলে অঙ্গ গলয়ে সকল।
বৃদ্ধ বল টুটে আশা বাড়ে নিরন্তর ॥ ১৩৮

জননী ভগিনী কিবা এই তার সঙ্গ।
পণ্ডিতেও তার সনে হয়ে মতি ভঙ্গ ॥ ১৩৯
এত সুখ ভোগ করি এতেক বৎসর।
তবু মোর কাম ভোগ বাড়ে নিরন্তর ॥ ১৪০
ছাড়িব সকল সুখ ভোগ অভিলাষ।
ভজিব গোবিন্দ পদ হৈব হরিদাস ॥ ১৪১
ত্যজিব সকল আমি ছাড়িব সংসার।
বনে গিঞা মৃগ সনে করিব বিহার ॥ ১৪২
দেবযানী প্রবোধিল এত পরকারে।
পুরুপুত্রে রাজা কৈল নিজ অধিকারে ॥ ৪৩
দ্রুহ্য নামে পুত্র রাজা কৈল পূর্ব্বদিগে।
যদু পুত্র স্থাপিল দক্ষিণ ভূমি ভাগে ॥ ১৪৪
তুর্ব্বসুকে দিল রাজ্য পশ্চিম সকল।
অনু পুত্রে দিল আর যতেক উত্তর ॥ ১৪৫
চারি পুত্রে স্থাপিল পুরুর বশ করি।
চলিল যযাতি রাজা সব পরিহরি ॥ ১৪৬
পুরুরে যৌবন দিল নিজ জরা লই।
চলিল যযাতি রাজা অবধূত হই ॥ ১৪৭
ভক্তিভাবে হরিয়ে ভজিল নারায়ণ ॥
চলিল বৈকুণ্ঠে রাজা ছুটিল বন্ধন ॥ ১৪৮
দেবযানী শুনিঞা এতেক ছল বাণী।
বুঝিল সকল কথা চিত্তে অনুমানী ॥ ১৪৯
স্বপন সমান যেন দেখিল সংসার।
তিলেকে ছাড়িল দেহ গেহ অহঙ্কার ॥ ১৫০
কৃষ্ণে মন নিযোজিঞা ছাড়িল জীবন।
কৃষ্ণ পদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন ॥ ১৫১
তবে রাজা পুরু বংশ কহিব বিস্তার।
সেই পুরু বংশে বাপু জনম তোমার ॥ ১৫২
যে বংশে ভরত রাজা হৈলা উপাদান।
যার মাতা মহাসতী শকুন্তলা নাম ॥ ১৫৩
দুষ্মন্ত যাহার পিতা জগত বিদিত।
ভরত নৃপতি সিংহ জগত ব্যাপিত ॥ ১৫৪
বিষ্ণু অংশে অবতার করি মহাশয়।
বিক্রমে কেশরী রাজা প্রসন্ন হৃদয় ॥ ১৫৫
পর্ব্বত সমান স্থির সাগর গম্ভীর।
সূর্য্য সম প্রসন্ন প্রতাপ মহাবীর ॥ ১৫৬
ভরত রাজার যশ গায়ত্রী ত্রিভুবনে।
হেন রাজা ভরত যাহাতে উপাদানে ॥ ১৫৭
রন্তিদেব চরিত্র কহিব পুণ্য কথা।
রন্তিদেব সম নাহি ত্রিভুবনে দাতা ॥ ১৫৮
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে যার অধিকার।
তবে অবশেষ কিবা থাকয়ে তাহার ॥ ১৫৯
যত যত ধন দ্রব্য হয় উৎপন্ন।
কিছু তার অবশেষ না করে রক্ষণ ॥ ১৬০
অষ্টদিন অধিক চব্বিশ দিন ধরি।
সবংশে রহিল রাজা উপবাস করি ॥ ১৬১
দিতে অবশেষ কিছু না রহে তাহার।
এই সে কারণে রাজা না করে আহার ॥
পারনার দিনে তার মিলে বন্ধুগণে।
ঘৃত দুগ্ধ পরমান্ন আনিল যতনে ॥ ১৬৩
ভোজন করিতে রাজা হৈলা উপসন্ন।
হেনকালে আইল এক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৪
আদরে পূজিল দ্বিজে ভোজন করাইঞা।
পারণা করেন তবে বন্ধুগণ লইঞা ॥ ১৬৫
হেনকালে আইল এক দুর্গত বৃশলে।
অবশেষ অন্ন দিঞা করাই ভোজনে ॥ ১৬৬
ভোজন করিঞা শূদ্র জায় কতদূর।
ডাক দিঞা বলে এক চণ্ডাল নিষ্ঠুর ॥ ১৬৭
অতিশয় ক্ষুধায় শরীর মোর দহে।
দুঃখিত কুক্কুরগণ আছে মোর সহে ॥ ১৬৮
তোমার সাক্ষাৎ মুক্তি হৈতু উপসন্ন।
সগণ সহিতে অন্ন দেহত রাজন ॥ ১৬৯
দুঃখী বাক্য শুনি রাজা বড় দুঃখ পাইল।
যত কিছু আছিল সকল তারে দিল ॥ ১৭০
একজন খায় হেন অবশেষ জল।
সবে এই রহিল সে রাজার গোচর ॥ ১৭১
হেনকালে আইল এক দুঃখিত চামার।
জল দিঞা রাখ রাজা জীবন আমার ॥ ১৭২
করুণ বচনে দুঃখ পাইল অতিশয়।
সেই জল দিল তাঁরে প্রসন্ন হৃদয় ॥ ১৭৩
তবে রাজা নিবেদিল কৃষ্ণের চরণে।
সকল সম্পদ মোর নাহি প্রয়োজনে ॥ ১৭৪
অষ্টসিদ্ধি অষ্টনিধি হউক আমার।
মোক্ষ পদ নাহি মাগি চরণে তোমার ॥ ১৭৫

সকল জীবের দুঃখে মুঞি বড় দুঃখী।
তোমার কৃপায় সব লোক হউক সুখী॥১৭৬
এই বর মাগি সবে তোমার চরণে।
সব লোক সুখী হউ এই জলপানে॥ ১৭৭
এ বোল বুঝিয়া রাজা রহিল ধেয়ানে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিল দরশনে॥ ১৭৮
ইন্দ্র আদি দেব আসি নানা মায়া করি।
রাজা পরীক্ষিল আসি নানা মূর্ত্তি ধরি॥১৭৯
তবে রাজা দেবগণে কৈল নমস্কার।
করযোড় করিয়া মাগিল হরিহার॥ ১৮০
কৃষ্ণে আরোপিত চিত্ত কৈল দৃঢ়মতে।
হেনরন্তি দেব রাজা আছিল জগতে॥ ১৮১
এই পুরুবংশে রাজা দ্রোপদ উৎপত্তি।
দ্রোপদী তাঁহার কন্যা নামে মহাসতী॥১৮২
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত পুত্র বলবান।
হেন রাজা দ্রোপদ যাহাতে উপাদান॥ ১৮৩
কৃপাচার্য্য হৈল যাহে মহাধনুর্দ্ধর।
হেন পুরুবংশ রাজা মহিমা সাগর॥ ১৮৪
এই বংশে শিশুপাল হৈল উৎপন্ন।
এই বংশে জরাসিন্ধু রাজার জনম॥ ১৮৫
এই বংশে জনমিল শান্তনু নৃপতি।
একচক্রে শাসিল সকল বসুমতি॥ ১৮৬
গঙ্গাদেবী যাঁর পত্নী পতিত পাবনী।
ভীষ্ম হেন পুত্র যার নরলোক মণি॥ ১৮৭
যার পত্নী সত্যবতী দাসের দুহিতা।
চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম যথা॥ ১৮৮
সেই সত্যবতী গর্ভে জনমিলা ব্যাস।
যাহা হৈতে জগতে সকল পরকাশ॥১৮৯
চিত্রাঙ্গদ রাজা হঞা মৈল কতকালে।
বিচিত্রবীর্য্যের কথা কহিব তোমারে॥১৯০
বিচিত্রবীর্য্যের দুই আছিল বনিতা।
অম্বা অম্বালিকা কাশী রাজার দুহি- ৯১
তাহা সবা সঙ্গে রাজা আছে কতাদনে।
যক্ষ্মা কাশ হঞা রাজা মৈল তেকারণে॥
সত্যবতী কারণে ব্যাসের আগমন।
ব্যাসদেবের তিন পুত্র হৈল উৎপন্ন॥ ১৯৩
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর সুধীর॥
তিনপুত্র ক্ষিতিতলে হৈল মহাবীর॥ ১৯৪
ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র হৈল মহাবল॥
গান্ধারীর উদরে একশত ধনুর্দ্ধর॥ ১৯৫
জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন বিদিত সংসারে।
জনমিঞা দুষ্ট কর্ম্ম কৈল দুরাচারে॥ ১৯৬
মৃগয়া করিতে পাণ্ডু ব্রাহ্মণে সাঁপিল।
তেকারণে স্ত্রির সম্ভাষণ বিবর্জ্জিল॥ ১৯৭
ধর্ম্ম হৈতে জনমিল রাজা যুধিষ্ঠির।
পবনে জন্মিল ভীমসেন মহাবীর॥ ১৯৮
ইন্দ্র হৈতে অর্জুন হইল উপাদান।
কুন্তীগর্ভে তিন পুত্র হৈল বলবান॥ ১৯৯
সহদেব নকুল মাদ্রির গর্ভে হৈল।
অশ্বিনি কুমার আসি তাহে জন্মাইল॥২০০
অর্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা উদরে।
অভিমন্যু তাঁর পুত্র বিদিত সংসারে॥ ২০১
তাঁর পুত্র তুমি বাপু পুরুষ রতন।
উত্তরার গর্ভে তুমি লভিলে জনম॥ ২০২
অশ্বত্থামা ব্রহ্মঅস্ত্র মারিল উদরে।
চক্রে অস্ত্র কাটিঞা রাখিল গদাধরে॥ ২০৩
জন্মেজয় আদি করি তনয় তোমার।
সর্প যজ্ঞ করি সর্প করিব সংহার॥ ২০৪
সমুদ্রে পুরুবংশ কহিল আদি অন্ত।
কহিল সংক্ষেপে কিছু শকতি পর্যান্ত॥ ২০৫
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী।
কৃষ্ণকথা সমুদিত প্রেমতরঙ্গিণী॥ ২০৬

ইতি শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়।

তবে রাজা শুন আর কহিব তোমারে।
অনুবংশে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ বিস্তরে॥ ১
দ্রুহ্যবংশে জনমিল ম্লেচ্ছ অধিপতি।
পাপীগণ তারা সব উত্তরে বসতি॥ ২
তুর্ব্বসুর বংশ ক্ষীণ কতকালে।
পুরুবংশে মিলিয়া রহিল নিরন্তরে॥ ৩
এখন কহিব যদুবংশের বিস্তার।
পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ তথা কৈল অবতার॥ ৪
যদুবংশ চরিত্র পবিত্রগুণ গাঁথা॥
যদুবংশে কেবল কহিব কৃষ্ণ কথা॥ ৫
শুনিলে দুরিত হরে দুঃখ বিমোচন।
যদুবংশ গুণ কথা পতিত পাবন॥ ৬

যদুর জন্মিল পঞ্চ পুত্র মতিমান।
তাহাতে প্রধান পুত্র শতজিত নাম ॥ ৭
তার চারি জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈহয় কুমার।
তার পুত্র নেত্র কুন্তি তনয় কুমার ॥ ৮
তাঁর পুত্র কৃতবীর্য্য আছিল মহাবীর।
ভদ্রসেন পুত্র তাঁর জ্ঞানে মহাবীর ॥ ৯
দুর্দ্দম কুমার তার নরক তনয়।
তার পুত্র কার্ত্তবীর্য্য রাজা মহাশয় ॥ ১০
অর্জ্জুন কুমার তবে সপ্ত দ্বীপেশ্বর।
কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন নৃপতি মহাবল ॥ ১১
কার্ত্তবীর্য্য সম রাজা নহিব না ছিলা।
যাহার নির্ম্মল যশ জগত পুরিলা ॥ ১২
পঞ্চাসি সহস্র ধরি বৎসর পরিমাণ।
রাজ্য ভোগ কৈল রাজা মহা বলবান ॥ ১৩
তার এক সহস্র তনয় জনমিল।
পাঁচ পুত্র সবে তার যুদ্ধে উত্তরিল ॥ ১৪
পরশুরামের যুদ্ধে মৈল পুত্রগণ।
পাঁচ পুত্র জিল সবে বংশের কারণ ॥ ১৫
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ধ্বজ মহাবল।
তার পুত্র তালজঙ্ঘ মহাধনুর্দ্ধর ॥ ১৬
মধু নামে এক পুত্র জন্মিল তাঁহার।
জনমিল এক শত মধুর কুমার ॥ ১৭
মধুনামে মাধব যাদব যদুনামে।
বৃষ্টিনামে জানি বৃষ্টিবংশের প্রধানে ॥ ১৮
জনমিল শশবিন্দু পুত্রের প্রধান।
নহিব নহিব রাজা তাহার সমান ॥ ১৯
শশবিন্দু চক্রবর্ত্তী সপ্তদ্বীপেশ্বর।
এক চক্রে ক্ষিতিতল শাসিল সকল ॥ ২০
দশ সহস্র পত্নী আছিল তাহার।
জনমিল দশলক্ষ সহস্র কুমার ॥ ২১
ছয়পুত্র তাহার প্রধান জনমিল।
তা সবার পুত্র পৌত্রে পৃথিবী পুরিল ॥ ২২
এই বংশে বিদর্ভ রাজার উৎপত্তি।
তাঁর কন্যা রুক্মিনী নাম গুণবতী ॥ ২৩
এই বংশে যুযুধান হৈল উৎপন্ন।
যাহার বিক্রম যশ ঘোষে ত্রিভুবন ॥ ২৪
এই বংশে সত্রাজিত প্রশেন জনম।
এই বংশে দ্রোণাচার্য্য হৈল উৎপন্ন ॥ ২৫
সাত্বকী উদ্ধব এই বংশে জনমিল।
কৃতব্রহ্মা অক্রুর ইহাতে উপজিল ॥ ২৬
যদুবংশে জনমিল অন্ধক নৃপতি।
আহুক তনয় তার হেন মহামতি ॥ ২৭
আহুকের দুই পুত্র বিদিত সংসার।
উগ্রসেন কনিষ্ঠ দেবক নাম আর ॥ ২৮
দেবকের চারিপুত্র সাত কন্যা হৈল।
সবার কনিষ্ঠ তার দেবকী আছিল ॥ ২৯
বসুদেব করিলা তাহাকে পরিণয়।
উগ্রসেন ঘরে অষ্ট জন্মিল তনয় ॥ ৩০
জ্যেষ্ঠ পুত্র কংশ তার জগতে বিদিত।
যার ডরে সুরাসুর ধরনী কম্পিত ॥ ৩১
এই বংশে হৈল যদু রাজার জনম।
যার বংশে অবতার কৈল নারায়ণ ॥ ৩২
যার জন্মকালে হৈল দুন্দুভি ভাজন।
সুরগণ করিল যাহে পুষ্প বরিষণ ॥ ৩৩
শম্ভু পুত্র জনমিল দৈবকী উদরে।
কীর্ত্তিমন্ত আদি করি বিদিত সংসারে ॥ ৩৪
অষ্টমে আপনে হরি কৈল অবতার।
ক্ষিতিতলে কৈল দুষ্ট দৈত্যের সংহার ॥ ৩৫
অধর্ম্ম খণ্ডাই ধর্ম্ম করিল স্থাপন।
অজ হঞা জনমিল এই সে কারণ ॥ ৩৬
দুষ্ট বিনাশিঞা শিষ্ট করিল পালনে।
কর্ত্তা নহে কর্ম্ম করে ব্রহ্মার বচনে ॥ ৩৭
লোক পরিত্রাণ হেতু কৈল অবতার।
যার কর্ম্ম হৈতে হৈল দেবের নিস্তার ॥ ৩৮
যার পুণ্য পদজলে করিয়া মজ্জন।
কর্ম্মপথে জীবলোক করিবে মোচন ॥ ৩৯
গোকুল নগরে করে বালকেলী।
মধুপুরে বহুবিধ সব লীলা করি ॥ ৪০
বিবিধ বিনোদ করি দ্বারকা ভুবনে।
পৃথিবীর গুরুভার হরিল আপনে ॥ ৪১
ক্রুভঙ্গে করিয়া যদু করে বীরনাশ।
ভক্তিযোগ উদ্ধারিতে করিয়া প্রকাশ ॥ ৪২
বৈকুণ্ঠ বিজয় তবে কৈল গদাধর।
হেন যদুবংশ রাজা মহিমা সাগর ॥ ৪৩
শ্রীযুত শ্রীগদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৪৪

ইতি শ্রীভাগবতে নবম স্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

ইতি শ্রীভাগবত নবমস্কন্ধ সমাপ্তঃ ॥ ইতি ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥
শ্রীভাগবতস্য শ্রীদশম স্কন্ধ লিখ্যতে ॥
নমো শ্রীগুরু চরণে নমস্কার।
যাহার কৃপায়ে খণ্ডে ভব অন্ধকার।
নমো গণেপতি বিঘ্ন বিনাশন।
নম ব্যাস দেব সত্যবতীর নন্দন ॥ ২
নমো ব্যাস সুত মহাযোগেশ্বর।
মুনীন্দ্র বন্দিত পদ লীলা কলেবর ॥ ৩
শুক মুনির চরণে বহু কর প্রণাম।
যাহার কৃপায়ে ভাগবত উপাদান ॥ ৪
পুরুষ পুরাণ হরি অনাদি নিধন।
লীলা অবতার করি ভকত তারণ ॥ ৫
তাঁহার চরণে মোর বহুক প্রণাম।
কথাছলে ভাগবত করিব ব্যাখ্যান ॥ ৬
জয় জয় নন্দসুত ব্রজকুল পতি।
জয় জয় যদুনাথ ত্রিজগৎপতি ॥ ৭
জয় জয় জগত নিরাশ হৃষীকেশ।
জয় জয় ভক্ত কুল নলীনী দীনেশ ॥ ৮
জয় জয় ব্রহ্মাদি বন্দিত পাদপদ্ম।
জয় জয় দিব্য অবতার নবসদ্ম ॥ ৯
জয় জয় কমলা পন্দিত পদদ্বন্দ্ব।
জয় জয় মুনীন্দ্র মানস সুখানন্দ ॥ ১০
জয় জয় গুণনিধি প্রসন্ন হৃদয়।
জয় জয় ভকত বৎসল দয়াময় ॥ ১১
জয় জয় যদুকুল কমল ভাস্কর।
জয় জয় ব্রজ বধূ কুঞ্জ শশোধর ॥ ১২
জয় জয় মহাভয় দুরিত ভঞ্জন।
জয় জয় পরচণ্ড পাষণ্ড মর্দন ॥ ১৩
জয় জয় অসুর খণ্ডন মহামতি।
জয় ব্রজ বধূ মুখ সব কহ দ্যুতি ॥ ১৪
জয় জয় যোগেন্দ্র মানস পরম হংস।
জয় ভক্ত ভবপথ পরিশ্রম ধ্বংস ॥ ১৫
জয় জয় জগৎ মঙ্গল গুণধাম।
শ্রুতিবাণী অগোচর গুণগণ শম ॥ ১৬
জয় জয় জগৎ নিবাস লক্ষীকান্ত।
জয় জয় নিজ জন বৎসল মহান্ত ॥ ১৭
জয় জয় মহামৎস্য আদি অবতার।
জয় কূর্ম্মরূপ ক্ষীর জলধি বিহার ॥ ১৮
জয় জয় অবতার বরাহ মূরতি।
জয় জয় ক্ষত্রী বিনাশন ভৃগুপতি ॥ ১৯
জয় দিব্য নরসিংহ অসুর মোহন।
জয় কল্কিরূপ ম্লেচ্ছ কুল বিনাশন ॥ ২০
জয় পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র বিহার।
জয় জগন্নাথ লীলা চল অবতার ॥ ২১
জয় গৌরচন্দ্র ব্রহ্ম চৈতন্য মূরতি।
প্রেম ভক্তিদাতা প্রভু ভকতের গতি ॥ ২২
তবে শুন কলির জীব কৃষ্ণের চরিত্র।
অশেষ দুরিত হরে পরম পবিত্র ॥ ২৩
পরীক্ষিত মহারাজ ভকত প্রধান।
শুকের চরণে জিজ্ঞাসিল মতিমান ॥ ২৪
চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ কহিলে সকল।
দুই বংশে জনমিল যত নরেশ্বর ॥ ২৫
তাঁ সবার অদ্ভুত কহিলে চরিত্র।
বিশেষে যদুকুল যশ কহিবে পবিত্র ॥ ২৬
সেই যদুবংশে হরি কৈল অবতার।
কোনরূপে করে হরি আনন্দ বিহার ॥ ২৭
জগতের আত্মা প্রভু এক ভগবান।
যাহা হৈতে হয় সব বিশ্ব উপাদান ॥ ২৮
হেন প্রভু কিকারণে ধরে নরবেশ।
বিস্তার করিয়া সব কহিবে বিশেষ ॥ ২৯
কৃষ্ণ কথা সম সুখ নাহি মুক্তিপদে।
তে কারণে ভক্তগণ গায় উচ্চনাদে ॥ ৩০
মুক্তি লভিবারে যার বিশেষ যতন।
তারা সব কৃষ্ণগুণ গায় অনুক্ষণ ॥ ৩১
পরম ঔষধ এই ভব নিবারণ।
সতত কীর্ত্তন করে ভব ভীত জন ॥ ৩২
হরিনাম গুণকথা শ্রুতি মনোহর।
বিষয় লম্পট জনে শুনে নিরন্তর ॥ ৩৩
কৃষ্ণ কথা শ্রবণে যাহার নাহি মতি।
কেবল না শুনে অচেতন আত্মঘাতি ॥ ৩৪
যুধিষ্ঠির আদি করি পিতামহগণে।
কৃষ্ণ পদ যুগ সেবা কৈল অনুক্ষণে ॥ ৩৫
কুরু সৈন্য সাগর সদৃশ ভয়ঙ্কর।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি মহাবীর ঘোরতর ॥ ৩৬
বৎসপদ করি যদুকুল তরে হেলে।
হেনরূপ কৈল প্রভু বংশের উদ্ধার ॥ ৩৭

বংশরক্ষা হেতু মোর এই কলেবরে।
অশ্বত্থামা সকল নাশিল ব্রহ্মশরে ॥ ৩৮
শরণ লইল যাচঞা প্রভুর চরণে।
চক্রে অস্ত্রে কাটি তাঁরে রাখিল আপনে ॥
কালরূপে সেই প্রভু করয়ে সংহার।
অন্তর্যামী রূপে করে ভকত উদ্ধার ॥ ৪০
মায়ায় মানুষরূপে করে অবতার।
তাঁর গুণ কথা কহ করিয়া বিস্তার ॥ ৪১
কেন জানি রোহিণীর পুত্র বলরাম।
কিরূপে দেবকী গর্ভে হৈলা উৎপাদন ॥ ৪২
এক দেহ দুই গর্ভে কেমতে প্রবেশ।
কহিবে এসব তুমি কৌতুক বিশেষ ॥ ৪৩
কেমতে জন্মিলা কৃষ্ণ দৈবকী উদরে।
কেমন কারণে গিয়া রহিলা গোকুলে ॥ ৪৪
কিবা কর্ম্ম কৈল কৃষ্ণ গোকুলে থাকিঞা।
কোন কর্ম্ম কৈল প্রভু মধুবনে গিঞা ॥ ৪৫
আপেনে মাতুল বধ কৈল কি কারণে।
প্রভুরে হিংসেন কংস কোন প্রয়োজন ॥৪৬
নবলীলা প্রকটিল কতেক বৎসরে।
নিজ কুলে কি কি কর্ম্ম কৈল যদুবরে ॥ ৪৭
কোথা বা রাজার কন্যা প্রহর রমণি।
আর সব যত কর্ম্ম কৈল চক্রপাণী ॥ ৪৮
সকল কহিবে গুরু করিয়া বিস্তার।
তুমি যোগেশ্বর মোর কর প্রতীকার ॥ ৪৯
সাতদিন আমি কিছু না স্পর্শিবে জল।
তবুত ক্ষুধায় আমি না হব বিকল ॥ ৫০
এসব কহিতে গুরু মুখ বিগলিত।
পান করি হরি কথা বচন অমৃত ॥ ৫১
শুক যোগেশ্বর শুনি রাজার বচনে।
সাধু সাধু করি তবেঁ রাজারে বাখানে ॥ ৫২
কহিতে আরম্ভ কৈল ভকত প্রধান।
শ্রবণ করহ যত সব মুনিগণ ॥ ৫৩
এই কথা কহে সুত নৈমিষ অরণ্যে।
শৌনকাদি মুনিগণ শুনে অনুক্ষণে ॥ ৫৪
ভাল ভাল নিশ্চয় কহিলে নরপতি।
গোবিন্দ কথায় তুমি দৃঢ় কৈলে মতি ॥ ৫৫
কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গ ফল কহিব তোমারে।
জিজ্ঞাসা কহিলে মাত্র সর্ব্ব পাপ হরে ॥ ৫৬
যেবা পুছে যেবা কহে যে করে শ্রবণ।
বিশেষে পবিত্র হয়ে এই তিনজন ॥ ৫৭
রাজারে প্রশংসা করে ব্যাসের নন্দন।
কহিতে লাগিল আদি অন্ত বিবরণ ॥ ৫৮
কংস জরাসিন্ধু আদি নৃপরূপ ধরি।
দৈত্যগণ ব্যাপিল সকল মর্ত্য পুরী ॥ ৫৯
তা সবার ডরে ক্ষিতি করিয়া ক্রন্দন।
পৃথিবী লইল গিয়া ব্রহ্মার শরণ ॥ ৬০
যাবত পাতালে মোর না হয় বসতি।
তাবত রাখিতে মোরে করহ যুগতি ॥ ৬১
অসুরের ভার আর সহনে না জায়।
এসব গোচর দেব কৈনু তুয়া পায় ॥ ৬২
পৃথিবীর ক্রন্দন শুনিয়া প্রজাপতি।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করিয়া সঙ্গতি ॥ ৬৩
চলিল চতুরানন সঙ্গে মহেশ্বর।
ক্ষীর জলনিধি যথা প্রভু গদাধর ॥ ৬৪
বেদমতে স্তুতি কৈল যত দেবগণে।
সমাধি করিয়া ব্রহ্মা রহিলা ধেয়ানে ॥ ৬৫
শুনিল ঈশ্বর বাণী আকাশ মণ্ডলে।
সমাধি ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মা বলে উচ্চঃস্বরে ॥ ৬৬
শুন শুন দেবগণ ঈশ্বরের বাণী।
আপনি কহিল কথা প্রভু চক্রপাণি ॥ ৬৭
পৃথিবীর দুঃখ প্রভু জানেন আপনে।
পূরবে কহিল প্রভু তার সমাধানে ॥ ৬৮
তুমি সব লঞা জন্ম লভ যদুবংশে।
সবাই জনম গিঞা নিজ নিজ অংশে ॥ ৬৯
বসুদেব ঘরে হরি দৈবকী উদরে।
অবতার করিব আপনে ক্ষিতীতলে ॥ ৭০
দিব্য মূর্ত্তি যতেক আছয়ে দেব নারী।
জনম জনম গিঞা নররূপ ধরি ॥ ৭১
অনন্ত ধরণীধর সহস্র বদন।
আপনে আসিয়া তেঁহো লভিবে জনম ॥ ৭২
বিষ্ণুমায়া ভগবতী জগৎ মোহিনী।
আপনেই আজ্ঞা তারে দিল চক্রপানি ॥ ৭৩
কার্য্য সাধিবারে হরি জন্মিবে আপনে।
এবোল বুঝিয়া দেব চল নিজস্থানে ॥ ৭৪
পৃথিবী পাঠাইয়া দিল করিয়া আশ্বাস।
তবে ব্রহ্মা চলিলা আপন নিজবাস ॥ ৭৫

শূরসেন নামে রাজা পূরবে আছিল।
সে রাজা মথুরা নামে পুরী নিরমল ॥ ৭৬
রাজ্যভোগ কৈল রাজা মথুরায় বসি।
রাজধানী নাম তাঁর সেই হৈতে ঘুষি ॥ ৭৭
যে মথুরাপুরে কৃষ্ণ নিত্য সন্নিধান।
যদুবংশে ছিল এক বসুদেব নাম ॥ ৭৮
উগ্রসেন নামে এক আছিলা নৃপতি।
তাঁর ভাই আছিল দেবক মহামতি ॥ ৭৯
দেবকের এককন্যা দেবকী সুন্দরী।
বসুদেবে বিভাদিল বহুবিধ করি ॥ ৮০
বসুদেবে আনিঞা পূজিল মতিমান।
বিধি অনুসারে তাঁরে কন্যা কৈল দান ॥ ৮১
বহুবিধ ধন দিল যৌতুক নিমিত্তে।
কন্যাবর তুলি দিল তবে দিব্য রথে ॥ ৮২
চারিশত মত্ত গজ কাঞ্চনে ভূষিত।
সাজাই রথের পাশে কৈল নিয়োজিত ॥৮৩
আঠারশত রথ দিল কাঞ্চন নির্ম্মাণ।
পঞ্চদশ শত ঘোড়া দিল আগুয়ান ॥ ৮৪
দুইশত দাসী দিল ভূষণে ভূষিয়া।
কন্যা সমর্পিল রাজা বিনয় করিয়া ॥ ৮৫
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন কাহল।
দেববাদ্য বাজে বাজে অতি সুমঙ্গল ॥ ৮৬
উগ্রসেন সুতরাজা কংসাসুর নামে।
রথের সারথি হই চলিল আপনে ॥ ৮৭
ধরিল ঘোড়ার রাশ ভগিনার রথে।
আকাশ মণ্ডলে বাণী হৈল আচম্বিতে ॥ ৮৮
যাহাকে বাহিস রথে শুনরে রাজন।
ইহার অষ্টম গর্ভে তোমার মরণ ॥ ৮৯
না জানিয়া কুমতি বহিস হেন জনা।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় মন্ত্রনা ॥ ৯০
এতেক শুনিঞা কংস দৈবের বচনে।
হৃদয়ে চিন্তিয়া দৃঢ় করিলেক মনে ॥ ৯১
তীক্ষ্ণ খড়্গ হাতে করি সত্বরে উঠিল।
লাফ দিয়া দৈবকীর চিকুরে ধরিল ॥ ৯২
তবে বসুদেব দেখি কংসের ব্যাভার।
হৃদয়ে চিন্তয়ে কিছু করে পরিহার ॥ ৯৩
প্রহসিত মুখপদ্ম অন্তরে দুঃখিত।
বসুদেব বলে তবে সময় উচিত ॥ ৯৪
তোমা হৈতে যশ পুণ্য হৈল ভোজবংশে।
বীরগণ নিরবধি তোমারে প্রশংসে ॥ ৯৫
তুমি কংস মহারাজা জগতে বিখ্যাত।
পণ্ডিত হইয়া তুমি কর বিপরীত ॥ ৯৬
নারী বধ হয়ে তাহে ভগিনী তোমার।
বিবাহ উৎসাহ তাহে নহে ধর্ম্মাচার ॥ ৯৭
ইহারে মারিলে যদি আপদ খণ্ডাই।
কোন মতে কাল অনুসারে দুঃখ পাই ॥ ৯৮
শরীরের সঙ্গে মৃত্যু জনম স্বভাব।
আজি কিম্বা মরি শত বৎসরেক আর ॥ ৯৯
অবশ্য মরণ হবে কবু নহে আন।
হৃদয়ে বুঝিয়া ক্রোধ ছাড় মতিমান ॥ ১০০
এ দেহ ছাড়িলে আর না পাবে শরীর।
হেন চিত্তে কর যদি শুন মহাবীর ॥ ১০১
এক দেহ পাইবারে পূর্ব্বদেহ ছাড়ে।
কালের অধীন জীব কালেতে সঞ্চরে ॥ ১০২
একপদ আরোপিয়া আর পদ তোলে।
এইরূপ বদ্ধজীব সংসার মণ্ডলে ॥ ১০৩
স্বপনে আর্থিক যেন হয় দরশনে।
জাগিলে সকল যেন আশ্চর্য্য গেয়ানে ॥ ১০৪
মরণ সময়ে জীব যে দেহ চিন্তয়।
সেই দেহে জীবের জনম গিয়া হয় ॥ ১০৫
আপনে পণ্ডিত হও করহ বিচার।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু আছয়ে সবার ॥ ১০৬
করযোড়ে বসুদেব কৈল এত স্তুতি।
তবুত সদয় নহে কংস দুষ্টমতি ॥ ১০৭
তবে বসুদেব তাঁর বুঝিয়া হৃদয়।
কংস প্রতি বলে তবে করিয়া বিনয় ॥ ১০৮
যত পুত্র দৈবকীর হইবে উদরে।
সকল আনিঞা দিব তোমার গোচরে ॥ ১০৯
অনুগ্রহ করি দয়া কর মহাশয়।
দৈবকী করিয়া তুমি না করিহ ভয় ॥ ১১০
অন্তরীক্ষ বাণী হৈল তোমার বিধানে।
সব পুত্র আনি আমি দিব বিদ্যমানে ॥ ১১১
এ বোল শুনিয়া কংশ চিন্তিল হৃদয়।
সভাতল কহিল বসুদেব মহাশয় ॥ ১১২
দৈবকীর কেশ পাশ দিলেক ছাড়িঞা।
বসুদেব পুরে গেলা কংসে প্রসংশিয়া ॥ ১১৩

কতদিন বৈ তবে দেবকী উদরে।
অষ্টপুত্র জনমিল বৎসরে বৎসরে২ ॥ ১১৪
অবশেষে এক কন্যা হৈল মহাদান।
প্রথম পুত্রের হৈল কীর্তিমন্ত নাম॥ ১১৫
ভয়ে ভীত বসুদেব সত্যের লাগিয়া।
পুত্র সমর্পিল লঞা কংস বিদ্যমানে ॥ ১১৬
তার সত্য ধর্ম্ম দেখি কংস যুবরাজ।
বিনয় করিয়া বলে মনে পাই লাজ ॥ ১১৭
ইহা হৈতে আমার থানিক নাহি ভয়।
ঘরে লঞা যাহ তুমি আপন তনয়।। ১১৮
অষ্টম গর্ভেতে পুত্র হইকে তোমার।
যাহা হৈতে মৃত্যু ভয় আছয়ে আমার ॥১১৯
পুত্র লঞা বসুদেব চলিলা তখনে।
প্রতীত না হয় মনে দুষ্টের বচনে।। ১২০
হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন।
কহিল কংসেরে তবে মন্ত্রণা বচন ॥ ১২১
নন্দ আদি গোপ যত গোকুল বসতি।
সপুত্রে বান্ধবে তাঁর যতেক যুবতী ॥ ১২২
যদুবংশে তোমার যতেক বন্ধু আছে।
বসুদেব আদি যত মথুরায় বৈসে॥ ১২৩
দেবকী আদি যত নারী আছে যদুপুরে।
সকল দেবতাময় কহিনু তোমারে ॥ ১২৪
পৃথ্বীর হরিতে ভার দেবের মন্ত্রণা।
বুঝিয়া উপায় কংস করহ আপনা ॥ ১২৫
এতেক বলিয়া মুনি কৈল অন্তর্দ্ধান।
হৃদয়ে ভাবিল তবে কংস বলবান ॥ ১২৬
দেবকীর গর্ভে হৈবে বিষ্ণু অবতার।
সেই সে করিবে মোরে অবশ্য সংহার ॥১২৭
পূরবে আছিনু আমি দৈত্য কালনেমি।
সংগ্রামে মারিল মোরে সেই চক্রপাণি॥১২৮
এবে সে কপট বেশে দৈবকী উদরে।
জনম লভিবে মোরে মারিবার তরে ॥ ১২৯
এতেক জানিঞা কংস ভাবিয়া অন্তরে।
বসুদেব দৈবকীরে বান্ধিল নিগড়ে ॥ ১৩০
বারে বারে ছয় পুত্র দৈবকী উদরে।
জনম লভিবে মোরে মারিবার তরে ॥ ১৩১
এতেক জানিঞা কংস ভাবিয়া অন্তরে।
বিষ্ণু শঙ্কা করিয়া মারিল সবাকারে ॥ ১৩২
উগ্রসেন পিতা আনি বান্ধে কারাগারে।
আপনি নৃপতি হৈল সিংহাসন পরে ॥ ১৩৩
মহাভাগবত যেন সুখে লোক বুঝে।
করহ অমৃতপান ভকত সমাজে ॥ ১৩৪
চিত্ত দিঞা শুন ভাই কৃষ্ণ গুণবাণী।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ১৩৫

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্য সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

প্রলম্ব চানুর বক তৃণাবর্ত্ত নাম।
অঘাসুর মুষ্টিক অরিষ্ট বলবান ॥ ১
দ্বিবিদ ধেনুক আর পুতনা রাক্ষসী।
যতেক অসুর আর বলবান কেশী ॥ ২
বাণ আদি করিয়া যতেক নৃপচর।
এ সব সংহতি করি কংস দণ্ডধর ॥ ৩
জরাসন্ধ সহায় করিয়া দুষ্ট বুদ্ধি।
যদুকুল আদি সব হিংসে নিরবধি ॥ ৪
কংস ভয়ে যদুবংশ গিঞা নানাদেশে।
পলায়ে রহিল সবে অকিঞ্চন বেশে ॥ ৫
সেবা করি নিকটে রহিল কতজন।
হেন মতে কৈল যদুকুল বিড়ম্বন ॥ ৬
ছয়পুত্র হৈল বধ দৈবকীর নাশ।
সপ্তমে অনন্ত আসি কৈল গর্ভবাস ॥ ৭
কংস দৈবকী হইলা বিমরীশ।
জন্মিলা ঈশ্বর পুত্র বিষাদ হরিষ ॥ ৮
জগতের আত্মা প্রভু পূর্ণ ভগবান।
হৃদয় চিন্তিয়া তবে কৈল অনুমান ॥ ৯
যদুকুলে কংস ভয় জানেন আপনে।
যোগমায়া পাঠাইয়া দিল নারায়ণে ॥ ১০
চল মহামায়া তুমি গোকুল নগরে।
আমার বচনে যাহ নন্দ গোপঘরে ॥ ১১
বসুদেব ভার্য্যা তথা আছয়ে রোহিণী।
কংস ভয়ে নন্দ ঘরে আছে একাকিনী॥ ১২
দৈবকীর গর্ভ লঞা রোহিণী উদরে।
রাখ গিঞা কেহ যেন না দেখিতে পারে ॥১৩
আপনি যাইঞা আমি দৈবকী উদরে।
জনম লভিব গিঞা বসুদেব ঘরে ॥ ১৪

নন্দের ঘরণী আছে যশোদা সুন্দরী।
তথা গিঞা জন্ম তুমি দিব্য রূপ ধরি॥ ১৫
নানাযজ্ঞ বলিদান দিঞা উপহার।
নরলোকে মহাপূজা হইবে তোমার॥ ১৬
সর্ব্বলোকে দিবে তুমি সর্ব্ব কামাবর।
সর্ব্বলোক তোমাকে পূজিবে নিরন্তর॥ ১৭
কুমুদা চণ্ডিকা দুর্গা বিজয়া বৈষ্ণবী।
নারায়ণী ভদ্রকালী উমা মাহেশ্বরী॥ ১৮
অশেষ বিশেষ নাম হইবে তোমার।
জগতে রহিবে তুয়া পূজা নিরন্তর॥ ১৯
গর্ভ আকর্ষণ করি আনিবে আপনি।
সঙ্কর্ষণ নামে তেহো ধরিবে ভবানী॥ ২০
মনোরম দেখিলাম হইবে বলরাম।
বলভদ্র নাম হৈবে দেখি বলবান॥ ২১
এইরূপ আজ্ঞা যদি কৈল নারায়ণ।
শিরে আজ্ঞা করি দেবী চলিল তখন॥ ২২
দৈবকীর গর্ভ আনি রোহিণী উদরে।
মহামায়া থুইল লঞা মায়া অনুসারে॥ ২৩
দৈবকীর গর্ভপাত হৈল হেন বাণি।
সর্ব্বলোকে এই কথা হৈল জানাজানি॥ ২৪
সর্ব্বশক্তি লঞা তবে প্রভু হৃষীকেশ।
আপনি দৈবকী গর্ভে করিল প্রবেশ॥ ২৫
হেনকালে তবে বসুদেব মহাভাগ।
চাহিল দৈবকী সুখ করি অনুরাগ॥ ২৬
বসুদেব আরোপিল দৈবকীর মনে।
ধরিল দৈবকী গর্ভ চিত্ত সমাধানে॥ ২৭
পূর্ব্বদিগে হয় যেন পূর্ণ শশোধর।
ধরিল দৈবকীরূপ অধিক সুন্দর॥ ২৮
কংসের মন্দিরে দেবী আছেন বন্ধনে।
হৃদয়ে ভাবিয়া কংস আসি সেইখানে॥ ২৯
দৈবকীর রূপ কংস দেখি উজ্জলিত।
চিন্তিতে লাগিলা কংস মনে পাঞা ভীত॥
এমত দৈবকী রূপ কভু নাহি দেখি।
বিষ্ণু আসি অবতার হৈল হেন লখি॥ ৩১
দৈবকীর অঙ্গ তেজ সহনে না যায়।
কেমন করিব আমি ইহার উপায়॥ ৩২
একেতে স্ত্রীজাতি আর তাহে গর্ভবতী।
তাহাতে ভগিনী বধ না হয় সুগতি॥ ৩৩
বলবুদ্ধি পরমায়ু হরিল সকল।
জীয়ন্তেই মরা আমি জীবন বিফল॥ ৩৪
এইরূপ কংস সে ভাবিয়া মনে মনে।
চিত্ত নিবারিয়া কংস গেল নিকেতনে॥ ৩৫
এক্ষণে জন্মিবে হরি কি হবে প্রকার।
নিরবধি চিন্তয়ে মরণ প্রতীকার॥ ৩৬
ভোজন শয়ন পান করিতে গমন।
কৃষ্ণময় জগৎ দেখিল অনুক্ষণ॥ ৩৭
গোবিন্দ ধেয়ান করি রহে নিরন্তর।
চিন্তিতে চৌদিগে কংস দেখে গদাধর॥ ৩৮
নারদ প্রভৃতি সনকাদি মুনিগণে।
ইন্দ্র আদি দেবগণ আপন বাহনে॥ ৩৯
আসিয়া আপনে ব্রহ্মা হর মহেশ্বর।
স্তুতি করে নারায়ণে গর্ভের ভিতর॥ ৪০
সত্যব্রত প্রভু তুমি সত্য সর্ব্বাশ্রয়।
সত্য তোমা হৈতে প্রভু সত্য তোমা পায়॥
সত্য আরোপিতে সত্য আছয়ে তোমাতে।
তুমি সে সত্যের সত্ব জানিল সাক্ষাতে॥ ৪২
সত্যময় প্রভু তুমি বীত সত্যব্রহ্ম।
আমি সব হৈনু দুই চরণে প্রপন্ন॥ ৪৩
সংসার বৃক্ষের এক প্রকৃতি আশ্রয়।
পাপ পুণ্য গুটি দুই সবে ফল হয়॥ ৪৪
সত্ব রজ তম গুণ এই তিন মূল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি রস তুল॥ ৪৫
পঞ্চভূত বিরাজিত পঞ্চ পরকার।
ভেদ মোহ জরা ব্যাধি ক্ষুধা তৃষ্ণা আর॥৪৬
রস রক্ত মাংস আদি সাত ধাতু ছাল।
অষ্টম প্রকৃতি তার অষ্ট গুটি ডাল॥ ৪৭
নরমুখ গর্ত্তে হয় সঞ্চার বেভার।
এইরূপে কহি আমি বৃক্ষের বিস্তার॥ ৪৮
দশগুটি ইন্দ্রিয় বৃক্ষের দশপাতে।
সবে দুই গুটি হংস আছয়ে তাহাতে॥ ৪৯
আ... পর্য্যন্ত বৃক্ষ ভবের ভিতরে।
সমস্ত পুরাণ এই আছে চরাচরে॥ ৫০
হেন ভববৃক্ষ তোমা হৈতে উৎপত্তি।
তোমাতে প্রলয় সেহো তুমি তার স্থিতি।
তুমি সে পালন কর তুমি সে আহার।
তোমা বিনে সত্য কিছু না হয় সংসার॥ ৫১

তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয়।
মায়া বিমোহিত লোক নানা কথা কয় ॥৫৩
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
এক প্রভু তুমি ধর নানা কলেবর ॥ ৫৪
বুধজন সবে মাত্র সত্য হেন মানে।
অসত্য মানয়ে সত্য বিমোহিত জনে ॥ ৫৫
জগত মঙ্গলরূপ ধর সত্যময়।
সাধুজন পরিত্রাণ যাহা হৈতে হয় ॥ ৫৬
খল নিবারণ হেতু কর অবতার।
যোগীগণ যেরূপ চিন্তিয়া হয় পার ॥ ৫৭
যত যত ভাগবত আছিল প্রধান।
চিন্তিল তোমার শুদ্ধ সত্বময়ধাম ॥ ৫৮
সমাধি করিয়া চিত্ত করি নিরূপণ।
তোমার চরণ নৌকা করিয়া চিন্তন ॥ ৫৯
গুরুজন উপদেশে সর্ব্বপরিহরি।
হেলায় চলিলা তারা ভববন্ধতরি ॥ ৬০
তোমার চরণে ভক্তি লভিল যেজনে।
যোগ সাধি আপনাকে মুক্তি করি মানে ॥
এক্ষণে তোমার দিব্য অবতার ভঙ্গি।
সুখে লোক তরিবে সংসার দুঃখ ত্যজি ॥৬২
অনন্ত তোমার নাম গুণ অবতার।
নিরূপিতে পারে হেন শকতি কাহার ॥ ৬৩
পরিচর্য্যা কর্ম্ম করে ভক্তিযুত হঞা।
সেই সে হেলায় যায় সংসার ত্যজিঞা ॥৬৪
আপনি ঈশ্বর হই লভিলে জনম।
তারপর হৈল পৃথ্বী ভার বিমোচন ॥ ৬৫
এইরূপ স্তুতি করি যত দেবগণে।
ব্রহ্মাভব আদি যত কৈল অন্তর্দ্ধানে।। ৬৬
দেবস্তুতি কৃষ্ণ কথা বুদ্ধি অনুসারে।
কহিল সকল কথা বুঝাবার তরে ॥ ৬৭
ভক্তি রস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৬৮

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

মুনি বলে শুন পরীক্ষিত নৃপবরে।
যেরূপে জন্মিলা কৃষ্ণ বসুদেব ঘরে ॥ ১
ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী শর্ব্বরী।
রোহিণী নক্ষত্র জন্ম হইলেন হরি ॥ ২
সর্ব্বগুণযুত কলেবর সে সুন্দর।
পৃথিবী পুরিয়া হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥ ৩
নব ঘনশ্যাম তনু রাজীবলোচন।
আজানুলম্বিত ভুজ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥ ৪
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ভুজ বিরাজিত।
কটীতটে পীতবাস কৌস্তুভ ভূষিত ॥ ৫
কিরীট কুণ্ডলহার বনমালা দোলে।
কুঞ্চিত অলকাবলী ললিত কপোলে ॥ ৬
কিঙ্কিনী কঙ্কণ শোভে অট্ট অট্ট হাস।
মুখপদ্মে কত শত শশী পরকাশ ॥ ৭
মৃগমদ বিলেপিত তনু সুগন্ধিত।
অঙ্গের জ্যোতিতে কত তড়িত উদিত ॥৮
দশদিগ্ প্রকাশিত গগনমণ্ডলে।
অরুণ উদয় যেন হৈল ক্ষিতিতলে ॥ ৯
ঘোর নিশী রজনীতে ঘোর অন্ধকার।
তিমির নাশিয়া হৈল চন্দ্রের বিকার ॥ ১০
শান্ত হইয়া জ্বলিল যজ্ঞের হুতাশন।
উত্তম অধম চিত্ত হইল প্রসন্ন ॥ ১১
আকাশ মণ্ডলে হৈল দুন্দুভি বাজনে।
সিদ্ধি সাদ্ধিগণে করে পুষ্প বরিষণে ॥ ১২
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গীত গায় সুমধুর।
সিদ্ধি বিদ্যাধরে স্তুতি করয়ে প্রচুর ॥ ১৩
দেবগণে নৃত্য করে হরিষ অন্তরে।
মন্দ মন্দ জলধর বরিষে উপরে ॥ ১৪
হেন অদ্ভুত শিশু দেখি মহাশয়।
বসুদেব চমকিত হৈল অতিশয় ॥ ১৫
নারায়ণ রূপ দেখি প্রফুল্ল হৃদয়।
পুলকিত কলেবর সঘন কম্পয় ॥ ১৬
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরনাম।
করযোড় করি স্তুতি করে মতি মান ॥ ১৭

যথারাগঃ।

পুত্রের প্রভাব দেখি, বসুদেব শ্রীদৈবকী,
করে কিছু বিনয় স্তবন।
শিরেতে যুড়িয়া হাত, ঘন ঘন প্রণিপাত,
প্রেমাঙ্কিত সজল নয়ন ॥ ১৮

আদি অন্ত তুমি সব, তুমি সে কারণশিব,
তুমি ব্রহ্ম পুরুষ প্রধান।
আকাশ পাতাল তুমি, নক্ষত্র মণ্ডল তুমি,
তুমি প্রভু বেদ ব্রহ্ম জ্ঞান ॥ ১৯
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি সে দেবের দেব
তুমি সে অনন্ত ক্ষিতিধর।
সংসার অসার যত, তুমি মূল সর্ব্বতত্ব,
ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি রম্যবর ॥ ২০
গিরি গুহা হ্রদ নদী, এ সপ্ত সাগর আদি,
তুমি সে সকল চরাচর।
চন্দ্রসূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়, তোমার বিভূতি হয়,
তুমি তার মূল গদাধর ॥ ২১
তুমি রাত্রি তুমি দিন, সত্ত্ব রজ তমোগুণ,
চারি মুক্তি তুমি ভগবান।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, তুমি সে যজ্ঞের [illegible]তি
বেদশাস্ত্র তুমি সে পুরাণ ॥
সত্বগুণে শ্বেতবর্ণ, ধরিয়া কর পালন,
জগত আধার তুমি দেহ।
রক্তবর্ণ রজ গুণে, সৃষ্টি কর সৃজনে,
মর্ত্তেতে পালন করি রহ ॥ ২৩
তমোগুণে আর বার, সকল কর সংহার,
কৃষ্ণ অঙ্গ ধরি নারায়ণ।
তুমি দেব চক্রপাণি, না জানি ভকতি আমি
নৈনু প্রভুর চরণে শরণ ॥ ২৪
কোন পুণ্য কৈল আমি, মোর গর্ভে আসি তুমি
জনম লভিলা যদুবরে।
কিবা মোর ভাগ্য বশে, অবতার হৃষিকেশে
ইহার বৃত্তান্ত কহ মোরে ॥ ২৫
এই নিবেদন করি, এরূপ সম্বর হরি,
ধ্যানগম্য শরীর তোমার।
দারুণ কংসের দূত, পলাইতে নাহি পথ,
শুন প্রভু বচন আমার ॥ ২৬
উগ্রসেন সুতরাজা, কংসাসুর মহারাজা,
এক্ষণে আসিবে দুষ্টমতি।
অসি চর্ম্ম ধরি করে, আসিবেক দুষ্টাচারে,
কহ প্রভু ইহার যুগতি ॥ ২৭
এইরূপ বারেবার, ছয় পুত্র যে আমার,
কংসাসুর বধিল সবায়।
কংসাসুর দুষ্ট হেন, এরূপ না দেখে যেন,
কর প্রভু ইহার উপায় ॥ ২৮
এত বলি বসুদেবে, কাকুতি মিনতি স্তবে,
করযোড়ি পড়িল চরণে।
দৈবকী প্রণাম করে, চরণ ধরিয়া করে;
ভাগবত আচার্য্য সুগানে ॥ ২৯
দৈবকীর বচন শুনিঞা চক্রপাণি।
কহিতে লাগিলা প্রভু পূরব কাহিনী ॥ ৩০
স্বায়ম্ভূব মন্বন্তর আছিল যখনে।
তখনে আছিলে তুমি পৃশ্নীতর নামে ॥ ৩১
আছিলা সুতপা বসুদেব মহামতি।
অপত্য সৃজিতে আজ্ঞা দিল প্রজাপতি ॥ ৩২
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া বোধন।
তুমি সব করিলে আমার আরাধন ॥ ৩৩
পরম দুষ্কর তপ কৈলে নিরন্তর।
শীত বাত ঘর্ম্ম তাপ সহিলে বিস্তর ॥ ৩৪
বৃক্ষের গলিত পত্র করিলে আহার।
বায়ুরোধ করিয়া রহিলে চিরকাল ॥ ৩৫
তপ করি কৈলে নিজ চিত্ত নিরমল।
ভক্তিভাবে আমাকে ভজিলে নিরন্তর ॥ ৩৬
দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বৎসর।
এইরূপে মহাতপ করিলে দুষ্কর ॥ ৩৭
তবে আমি তুষ্ট হঞা দিল দরশন।
তুমি সব এইরূপ দেখিলে তখন ॥ ৩৮
আমি যদি বলিল মাগিয়া লহ বর।
পুত্রবর মাগিলে সে আমার সোঁসর ॥ ৩৯
তোমা সব না করিল মায়া বিমোহিত।
মুক্তিপদ না মাগিতে না হৈলে বঞ্চিত ॥ ৪০
তবে আমি চিন্তিল তখন নিজ মনে।
আমার সদৃশ কেহো নাহি ত্রিভুবনে ॥ ৪১
পুত্র হঞা আমি তোমার জন্মিনু আপনে।
পৃশ্নিগর্ভ নাম মোর হৈল তেকারণে ॥ ৪২
দ্বিতীয় জনমেতে কশ্যপ প্রজাপতি।
তখনে আছিলে বসুদেবে মহামতি ॥ ৪৩
অদিতী তোমার নাম তখনে আছিল।
ধরিয়া বামনরূপ জনম লভিল ॥ ৪৪
তৃতীয় জনমে দশরথ তব নাম।
কৌশল্যা ইহার নাম সর্ব্বগুণধাম ॥ ৪৫

আপনে জন্মিনু আমি রামরূপ ধরি।
দৈবের কারণ গিঞা রাবণ সংহারি॥ ৪৬
এখন পৃথিবী ভার করিতে হরণ।
সৃষ্টের পালন হৈতে দুষ্ট বিনাশন॥ ৪৭
তোমার উদরে এবে জনম লভিল।
সেই পূর্ব্বরূপ আমি দরশন দিল॥ ৪৮
নরবেশ শিশুবুদ্ধি করিবে আমারে।
তেকারণে চতুর্ভুজ দেখাইল তোরে॥ ৪৯
ব্রহ্ম ভাব করি মোরে সদত চিন্তহ।
পুত্রের গেয়ানে মোরে পালন করহ॥ ৫০
অন্তেতে পরম গতি পাইবে দুইজনে।
এক্ষণে যে কহি আমি শুন দুইজনে॥ ৫১
গোকুল নগরে আছে নন্দ গোপ করি।
প্রসব হইল কন্যা যশোদা সুন্দরী॥ ৫২
তথাতে আমাকে লঞা রাখ শীঘ্র করি।
আপনি আনিঞা রাখ নন্দের কুমারী॥ ৫৩
এতেক বলিয়া হরি দ্বিভুজ হইল।
সহজ বালক যেন মায়াতে রহিল॥ ৫৪
তবে বসুদেব নিজ পুত্র লঞা কোলে।
ধীরে ধীরে গমন করয়ে কুতূহলে॥ ৫৫
হেনকালে ভগবতী মায়া আকর্ষণে।
পড়িল প্রহরীগণ নিদ্রা অচেতনে॥ ৫৬
বড় বড় লোহার কবাট যত ছিল।
যতেক লোহার খিল সকল খুলিল॥ ৫৭
বসুদেব চলিলেন লইয়া কুমার।
চান্দের উদয়ে যে লঘুড়ে অন্ধকার॥ ৫৮
মন্দ মন্দ গরজন মেঘ বরিষণে।
বাসুকী আসিঞা ছত্র ধরিল আগনে॥ ৫৯
গভীর যমুনাজল তরঙ্গ কল্লোল।
কৃষ্ণ দরশনে তড় মধ্যেতে হইল॥ ৬০
তবে বসুদেব গেলা নন্দের মন্দিরে।
নিদ্রা অচেতন গোপ প্রতি ঘরে ঘরে॥ ৬১
নন্দঘরে বসুদেব করিয়া প্রবেশ।
যশোদার কোলে লঞা থুইল হৃষীকেশ॥ ৬২
যশোদার কন্যাখানি তুলিলেন কোলে।
পুনর্ব্বার সেইরূপে আইলা মধুপুরে॥ ৬৩
দৈবকীর কোলে লঞা কন্যাকে থুইল।
চরণে নিগড় পুন আপনে লইল॥ ৬৪
তবে বসুদেব রহে করিয়া শয়ন।
না জানে যশোদা দেবী এত বিবরণ॥ ৬৫
জন্মিল অপত্য মাত্র যশোদা রমণে।
কিবা কন্যা পুত্র হৈল কিছুই না জানে॥ ৬৬
একেত প্রসব দুঃখ পাইয়াছে বেদনা।
তাহে মহামায়া গিঞা কৈল অচেতনা॥ ৬৭
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী।
গীতবন্ধে কহি কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী॥ ৬৮

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শ্রীকৃষ্ণজন্ম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

শুক বলে শুন রাজা বিচিত্র কথন।
কহিব এখন সব কৃষ্ণ বিবরণ॥ ১
সেই মত কপাট লাগিল সব দ্বারে।
লোহার শিকল খিল লাগিল ঘরে ঘরে॥ ২
দৈবকীর কোলে থাকি ছাওয়াল কান্দিল।
শুনিঞা প্রহরীগণ উঠিয়া বসিল॥ ৩
ত্বরিতে চলিল সব কংসের গোচর।
দৈবকী প্রসব হৈল শুন নরেশ্বর॥ ৪
চকিত হইল কংস দূতের বচনে।
হৃদয়ে ব্যাকুল অতি কম্পয়ে সঘনে॥ ৫
খসিল মাথার কেশ বসনভূষণ।
ধাইয়া চলিল কালান্তক যম যেন॥ ৬
প্রবেশ করিল গিঞা সূতিকায় ঘরে।
দেখিয়া দৈবকী দেবী কম্পিত অন্তরে॥ ৭
শুন শুন আরে ভাই কংস মহাশয়।
করযোড়ে কহে দেবী করিয়া বিনয়॥ ৮
মারিলে অনেক পুত্র সূর্য্যের সমান।
এই কন্যাখানি ভাই মোরে দেহ দান॥ ৯
না মারিহ কন্যা মোর এই নিবেদন।
কন্যাবধ করিলে কি আছে প্রয়োজন॥ ১০
তোমার মরণ শঙ্কা পুত্রেতে আমার।
তাহে কন্যা উপজিল কি ভয় তোমার॥ ১১
বহুবিধ স্তুতিবাদ দৈবকী করিল।
তবুত পাপিষ্ঠ কংস সদয় নহিল॥ ১২
দৈবকীরে মন্দ বলি কংস ক্রোধ করি।
টান দিঞা কোলে হৈতে লইল কুমারি॥

দুই হাতে ছাওয়ালের ধরিয়া চরণে।
শীলার উপরে তোলে মারিবার মনে ।। ১৪
খসিয়া ছাওয়াল তবে হাতে হতে গেল।
আকাশমণ্ডলে গিয়া অলক্ষে রহিল।। ১৫
দিব্যমূর্ত্তি হৈল তবে ত্রিজগত মাতা।
অষ্টভুজ অস্ত্রশাস্ত্র ভূষণে ভূষিতা।। ১৬
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সিদ্ধি মুনিগণ।
নৃত্য গীত স্তুতি করে পুষ্প বরিষণ।। ১৭
কৌতুকে পূজিল দেবে উপহার দিঞা।
অলক্ষিতে থাকি দেবী বলিছে ডাকিঞা।।
শুন শুন আরে কংস দুষ্ট খলমতি।
আমাকে মারিতে কোন করিস শকতি ।।১৯
আমাকে মারিলে তোর কোন প্রয়োজন।
যে তোরে মারিবে তেঁহো লভিল জনম।।২০
দুঃখিত প্রজার হিংসা না কর সর্ব্বথা।
তোর শত্রু আজি জনমিল যথাতথা।। ২১
এতেক বলিয়া দেবী হৈল অন্তর্দ্ধান।
চৌদিগ নেহালে কংস হই হতজ্ঞান।। ২২
দেবীর বচন কংস শুনিঞা শ্রবণে।
পরম বিস্মিত হঞা চিন্তিল তখনে।। ২৩
বসুদেব দৈবকীর খসাইল বন্ধন।
স্তুতি করে বসুদেবে সজল নয়ন।। ২৪
শুনহে ভগিনীপতি শুনগো ভগিনী।
কোন গতি হবে মোর কিছুই না জানি।।২৫
কেবল রাক্ষস যেন মুঞি দুরাচার।
বার্থ এত পুত্রবধ করিল তোমার।। ২৬
নির্লজ্জ নির্দ্দয় আমি কৈনু হেন কর্ম্ম।
জ্ঞাতিবন্ধু হিংসিনু ছাড়িনু লোক ধর্ম্ম।। ২৭
পিশাচ সদৃশ আমি বড় দুষ্টমতি।
মরিলে না জানি মোর হবে কোন গতি।।২৮
ক্ষমিহ আমার দোষ শুন মহাশয়।
দেবের বচন মিথ্যা জানিল নিশ্চয়।। ২৯
না করিহ আর শোক পুত্রের কারণে।
ভুঞ্জয়ে সকল লোক অদৃষ্ট আপনে।। ৩০
তাঁ সবার ছিল এই অদৃষ্ট লিখন।
মোর হাতে হবে মৃত্যু না যায় খণ্ডন।। ৩১
যাহার যেমত কর্ম্ম তার তেন ফল।
হৃদয়ে বুঝিয়া মোরে ক্ষমিবে সকল।। ৩২
এতেক বচন বলি ধরিল চরণে।
কান্দিতে লাগিল কংস ভয় পাঞা মনে।।৩৩
বসুদেব দেখিল কংসের দুঃখ শোক।
বিনয় বচনে দিল সন্তোষ প্রবোধ।। ৩৪
ভাল তুমি মহারাজ কহিলে আমারে।
অভিমানে দেহ বন্দি সকল সংসারে।। ৩৫
দুঃখ শোক জরা মৃত্যু দেহের প্রকাশ।
একদেহে আর দেহ করয়ে বিনাশ।। ৩৬
দেহ মনে মদগর্ব্ব জন্মিঞা সংসারে।
না বুঝিঞা মূর্খলোক শত্রুমিত্র করে।। ৩৭
শুন মহারাজ তুমি যাহ নিকেতনে।
অদৃষ্টে সকল করে ধাতার লিখনে।। ৩৮
সন্তোষ হইয়া কংস চলিল মন্দিরে।
জাগিয়া বুঝিলা নিশি খট্যার উপরে।।৩৯
রজনী প্রভাত হৈলে প্রত্যুষ বিহানে।
মন্ত্রিগণে ডাকিয়া আনিল বিদ্যমানে।। ৪০
আদি অন্ত মন্ত্রিগণে কহিল বচন।
যেরূপ কহিল দেবী সব বিবরণ।। ৪১
যত সেনাগণ আদি আছিল তাহার।
বীরদর্প করিয়া লাগিল বলিবার।। ৪২
কোন ছার প্রয়োজনে এত চিন্তা কর।
তুমি মহারাজা হঞা বিক্রম পাসর।। ৪৩
রিপুজন যদি মিলে এই সত্য হয়।
তাহা করি বস্তু জ্ঞান নাহি অতি ভয়।। ৪৪
আজি বা জন্মিল দশদিন পূর্ব্বপরে।
মারিব সকল শিশু প্রতি ঘরে ঘরে।। ৪৫
না কর বিষাদ তুমি শুন মহারাজ।
তোমার অসাধ্য কিবা আছে কোন কাজ।।
ইচ্ছা করি যখন ধনুকে দেহ টান।
দেবলোক আদি করি হয়ে কম্পমান।। ৪৭
তুমি সে বীরের ধর্ম্ম জান ভাল মতে।
অস্ত্র ধরি কে যুঝিবে তোমার সাক্ষাতে।।৪৮
দেবে কি করিতে পারে তারা হীনবল।
দেখিলে তোমার অস্ত্র পলাবে সকল।। ৪৯
বিষ্ণু করি তিলেকেও নাহি বস্তু জ্ঞান।
সর্ব্বত্রে গোপনে থাকে নহে বিদ্যমান।। ৫০
ঘর দ্বার নাহি বিষ্ণু অরণ্যে বসতি।
তপ জপ যজ্ঞ হোম তথা তার স্থিতি।। ৫১

ত্রৈলোক্য দহিতে পরে তুমি ধনুর্দ্ধর।
কি করিতে পারে হীন শক্তি পুরন্দর॥ ৫২
কি করিবে ব্রহ্মা তার সতত ধেয়ান।
তপ ছাড়ি অন্য চিত্ত নাহি অবধান॥ ৫৩
এতেক ভাবিলে কিছু না ঘুচে সংশয়।
শত্রুকে মারিতে তবু কি করি উপায়॥ ৫৪
আপন শরীরে যদি অল্প ব্যাধি হয়।
না ঘুচিলে সেই ব্যাধি বাড়ে অতিশয়॥ ৫৫
বৃদ্ধি হৈলে সেই ব্যাধি নহিবে খণ্ডিতে।
শত্রু বলবান হৈলে না পারি জিনিতে।৫৬
সকল রিপুর মূল বিষ্ণুসার নাম।
সত্যধর্ম্ম যথা তাঁর তথা উপাদান॥ ৫৭
গোব্রাহ্মণ তপো যজ্ঞ দান ব্রত যথা।
এসব ধর্ম্মের মূল বিষ্ণু রহে তথা॥৫৮
ব্রহ্মবাদী যজ্ঞ শীল তপস্বী ব্রাহ্মণে।
হবিদ্রা নিয়ত ধেনু আছে ঋষাগণে॥ ৫৯
এসবে মারিবে মোরা যথাতে পাইব।
এ সব উদ্দেশ সবে করিয়া ফিরিব॥ ৬০
এই সে উপায়ে বিষ্ণু মারিবারে পারি।
সবাই মিলিয়া চল গোব্রাহ্মণ সারি॥ ৬১
আমি সে বন্দিব বিধি কিঙ্কর তোমার।
আজ্ঞা দিলে নাশিবারে পারি যে সংসার॥
পাপমতি কংসরাজা পাপেতে উৎপত্তি।
চৌদিগে পাঠাইল দুষ্ট সেনাপতি॥ ৬৩
দারুণ অসুর যত দুষ্টমতি খল।
গোব্রাহ্মণ দানযজ্ঞ হিংসন সকল॥ ৬৪
কংসের সকল নাশ হৈবে হেন আছে।
দেবদ্বিজ হিংসা করি মজিল স্ববংশে॥ ৬৫
কৃষ্ণগুণ সম্বলিত অসুর মন্ত্রণা।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর রচনা॥ ৬৬

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

শুক মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত।
পুত্র জনামল নন্দ হৈল আনন্দিত॥ ১
ডাকিয়া আনিল যত দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
স্নান করি অঙ্গেতে পরিল আভরণ॥ ২
জাত কর্ম্ম করি মুক্তি করি আচমণ।
যথাবিধি কৈল দেব পিতৃ আরাধন॥ ৩
দশ লক্ষ ধেনু দিল কাঞ্চনে ভূষিয়া।
তিলের নির্ম্মিত সাত পর্ব্বত করিয়া॥ ৪
কাঞ্চনে নির্ম্মিত রথ রতনে খচিত।
কাঞ্চন ভূষণ কৈল পর্ব্বত বেষ্টিত॥ ৫
সাত তিল পর্ব্বত ব্রাহ্মণে দিল দান।
বসন ভূষণ বহুবিধ অন্নপান॥ ৬
নানাদ্রব্য দিল নন্দ বহুবিধ দান।
সহজে পণ্ডিত নন্দ মহামতি মান॥ ৭
বিবিধ মঙ্গল ধ্বনি পড়িল ব্রাহ্মণে।
উচ্চস্বরে কায়বার পড়িল ভাটগণে॥ ৮
গায়নে মধুর গীত নর্ত্তকী নাচন।
বাজিল দুন্দুভি ভেরী বিবিধ বাজন॥ ৯
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ পল্লব তোরণ।
পূর্ণ ঘট সারি সারি রম্ভা আরোপণ॥ ১০
সহ বৎস ধেনুগণ ধবল বরণে।
কৈল হরিদ্রায় কৈল বিলেপনে॥ ১১
নন্দঘরে পুত্র হৈল শুনি গোপগণে।
অঙ্গ বিভূষিত কৈল বসন ভূষণে॥ ১২
বহুবিধ বহুমূল্য উপায়ণ লঞা।
চলিল সকল গোপ আনন্দিত হঞা॥ ১৩
যশোদার পুত্র হৈল গোপীগণে শুনি।
নানা আভরণ কৈল অঙ্গের সাজনী॥ ১৪
পথশোভা করিয়া রমণীগণ চলে।
তড়িৎ সঞ্চারে যেন আকাশমণ্ডলে॥ ১৫
ত্বরিতে চলিলা গোপী লইয়া পসরা।
হাস্যরস রভস গমন মনোহরা॥ ১৬
উত্তরিলা গিঞা গোপী নন্দের মন্দিরে।
শিরে হাত দিঞা গোপী আশীর্ব্বাদ করে॥
চিরজীবি হও তুমি কুশল কল্যাণ।
ধান্যদূর্ব্বা দিঞা মাথে লইল আঘ্রাণ॥ ১৮
হৈল হরিদ্রা গোপী করিয়া সেচনে।
দধিদুগ্ধ ঘৃতঘোলে কৈল বরিষণে॥ ১৯
নর্ত্তক বাদক ভাট বহুগুনিগণ।
আনন্দে উৎসবে সবে কর যে নর্ত্তন॥ ২০
পুলকে রোহিণী দেবী ভূষণে ভূষিয়া।
উৎসব করয়ে দেবী আনন্দ করিয়া॥ ২১
অষ্টৈশ্বর্য্য অষ্ট নিধি অষ্ট মহাসিদ্ধি।
গোকুলে মিলিল আসি সেদিন অবধি॥২২

হৃদয় আনন্দ নন্দ বিধি অনুসারে।
পূজিল সকল লোকে বস্ত্র অলঙ্কারে।। ২৩
গোকুলে রক্ষকগণ করি নিয়োজিত।
মধুপুরে নন্দঘোষ চলিলা ত্বরিত॥ ২৪
কংসের রাজস্ব কর করিয়া সাজন।
বহুবিধ যৌতুক লইয়া গোপগণ॥ ২৫
রাজকর দিল নন্দ কংস বিদ্যমানে।
বিদায় হইয়া চলে আপন ভবনে॥ ২৬
বিবরণ বুঝিয়া বসুদেব মহাভাগ।
নন্দের নিকট গেলা করি অনুরাগ॥ ২৭
দোঁহে মেলি সন্তোষে আলিঙ্গন দিঞা।
বসুদেব কহে কিছু বিনয় করিয়া॥ ২৮
কিবা মোর ভাগ্য ভাই তুমি আগমন।
চিরকালে তব সনে হৈল দরশন॥ ২৯
বৃদ্ধকালে পুত্রজন্ম হইল তোমার।
শুনিয়া আনন্দ চিত্ত হইল আমার॥ ৩০
পুনঃ যে যৌবন যেন পাইল আপনে।
বৃদ্ধকালে পুত্রমুখ হৈল দরশনে॥ ৩১
সর্ব্বসুখে বন্ধুগণে নিয়ে নিজপুরে।
আনন্দে আছহ তুমি গোকুল নগরে॥ ৩২
মহাবনে তৃণজল আছে ভালমতে।
নিরন্তর যাহে থাক গোধন সহিতে॥ ৩৩
আছেন আমার পুত্র কুশল কল্যাণে।
তুমি সব কর তার পোষণ পালনে॥ ৩৪
নন্দবলে বহু ভাগ্যে হৈল দরশনে।
তুমি যার সখা তার কিবা অকল্যাণে॥ ৩৫
আছেন তোমার পুত্র আমার মন্দিরে।
তোমার মঙ্গল সখা কহিবে আমারে॥ ৩৬
বসুদেব বলে সখা শুন মহাশয়।
মারিল পাপিষ্ঠ কংসে বিস্তর তনয়॥ ৩৭
একখানি কন্যা যেবা হৈল অবশেষে।
অন্তরীক্ষে গেল সেই অদৃষ্টের বশে॥ ৩৮
শুভাশুভ সুখদুঃখ অদৃষ্ট লিখনে।
অদৃষ্ট মানিঞা স্থির হয় বুধজনে॥ ৩৯
বসুদেব বলে নন্দে শুনহ বচন।
বিস্তর কথাতে কিছু নাহি প্রয়োজন॥ ৪০
রাজার বৎসর কর দিলে একবারে।
কি কাজ এখানে থাকি চল নিজ ঘরে॥ ৪১
গোকুলে উৎপাত হবে হেন লয় মতি।
না কর বিলম্ব শব্দ চল শীঘ্রগতি॥ ৪২
বসুদেব বচন শুনিঞা গোপগণে।
নন্দ আদি করিয়া শকট আরোহণে॥ ৪৩
বসুদেব সম্ভাষিয়া করিলা পয়ান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ৪৪

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়॥ ৫॥

শুকদেব বলে রাজা শুন সাবধানে।
নন্দঘোষ চলিল চিন্তিয়া মনে২॥ ১
বসুদেব বচন অসত্য কভু নয়।
না জানি যে কি উৎপাত ব্রজপুরে হয়॥ ২
তথা পাঠাইল পুতনারে কংসাসুরে।
চলিল রাক্ষসী তবে গোকুল নগরে॥ ৩
পাপিনী পুতনা দুষ্টা নানা মায়া জানে।
মায়া করি দিব্যাঙ্গনা হইল তখনে॥ ৪
কেশপাশ বিগলিত প্রফুল্ল বদনা।
পৃথু শ্রোণি কুঁচ উরু গজেন্দ্র গমনা॥ ৫
ক্ষীণ কটিতট পট্টবস্ত্র পরিধান।
কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড কটাক্ষ নয়ন॥ ৬
রহস্য বিলাস গতি কমল ঢুলায়।
চকিত চপলা দিঠি নন্দপুরে জায়॥ ৭
লক্ষ্মী দেবী জায় যেন পতি দরশনে।
হেন চিত্তে মানিল গোকুলবাসীগণে॥ ৮
গোপগোপী এইরূপ চিন্তিতে লাগিল।
পুতনা প্রবেশ গিঞা নন্দঘরে কৈল॥ ৯
নিজতেজ সম্বরি প্রভু আছেন শয়নে।
সহজ বালক যেন কিছুই না জানে॥ ১০
অন্তর্যামী প্রভু সে স্বভাব তত্ত্বজ্ঞানে।
কিবা অগোচর তাঁর এতিন্ ভুবনে॥ ১১
মনে জানে পুতনারে করিব সংহার।
আছে প্রভু শিশুভাবে করিয়া বিচার॥ ১২
যশোদারে প্রসংশিয়া করি নিশাচরী।
বালক তুলিয়া গিয়া লইল কোলে করি॥ ১৩
যশোদা রোহিণী কিছু না পারে কহিতে।
চিত্রের পুতলী যেন লাগিল চাহিতে॥ ১৪
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে পুতনা রাক্ষসী।
শিশুমুখে বিষ স্তন দিল হাসি হাসি॥ ১৫

দুই করে স্তন ধরি প্রভু ভগবান।
মারিল চুষক প্রাণ করি আকর্ষণ॥ ১৬
প্রাণের সহিত স্তন পীলেন শ্রীহরি।
ছাড়২ বলিয়া পড়িল নিশাচরী॥ ১৭
দুই আঁখি উলটিয়া আছাড়িয়া কায়া।
মহানাদ করি পড়ে ছাড়ি নিজমায়া॥ ১৮
পড়িল পূতনা তবে মহানাদ করি।
নদনদী ধরণী কম্পিত তরু গিরি॥ ১৯
গ্রহগণ সনে কাঁপে গগণ মণ্ডল।
দশদিক্ পাতাল কাঁদিল জলস্থল॥ ২০
বজ্রপাত হৈল লোকে হৈল চমৎকার।
ভূমিতে পড়িল লোক দেখি অন্ধকার॥ ২১
হেনরূপে পড়িল পূতনা নিশাচরী।
প্রাণছাড়ি হৈল তবে নিজরূপধরি॥ ২২
দ্বাদশ দণ্ডের পথ পৃথিবী যুড়িয়া।
পড়িল পাপিনী দুষ্টা শব্দ করিয়া॥ ২৩
পর্ব্বতের গুহা যেন নাসিকা বিবর।
দুই গোটা স্তন যেন উদর গভীর॥ ২৪
মহামহিরূপ যেন বিস্তার শরীর।
নদাতট প্রায় তাঁর বুকের বিস্তার॥ ২৫
হস্তপদ দেখি যেন তাল্যান আকার।
গোপগোপী দেখিয়া পূতনা কলেবর।
সঘনে কাঁপিয়া অঙ্গ ব্যাকুল অন্তর॥
খেলায় বালক তার বুকের উপরে।
সত্বরে যতেক গোপী আনিল কুমারে॥ ২৭
যশোদা রোহিণী আর গোপীগণ মেলি।
রক্ষাবান্ধে বালকের শিরে হস্ত তুলি॥ ২৮
গোমুত্রে করায় স্নান লঞা বালকেরে।
গোপুচ্ছ বুলায় লঞা মস্তক উপরে॥ ২৯
গোধুলি গোময় তবে করিয়া মর্দ্দন।
দ্বাদশ অঙ্গেতে রক্ষা করে গোপীগণ॥ ৩০
হস্তপদ পাখালিয়া আচমন করি।
রক্ষা করি গোপীগণ বহুমন্ত্র পড়ি॥ ৩১
অজ নারায়ণ রক্ষা করুণ চরণে।
অচ্যুত করুণ উরু জঙ্ঘার রক্ষণে॥ ৩২
কটীতট হয়গ্রীব বামন জঠর।
হৃদয় রক্ষণ যেন করে শশোধর॥ ৩৩
ঈশ্বরে রাখুন বুক বিযুত ভুজযুগে।
উরু ক্রমে তোমার সে রাখুক শ্রীমুখে॥ ৩৪
ঈশ্বরে রাখুক শির অগ্রে চক্রধর।
দুই পাশে খড়্গাধর বহু নিরন্তর॥ ৩৫
পাছে২ গদাধর সর্ব্বত্র তোমারে।
ক্ষিতিতলে রক্ষা করুণ হলধরে॥ ৩৬
শ্বেতদ্বীপ চিত্তরক্ষা মন শশোধর।
পৃশ্নিগর্ভ বুদ্ধিরক্ষা করুক নিরন্তর॥ ৩৭
ক্রীড়াকালে গোবিন্দ রক্ষুক অনুক্ষণ।
শয়নে মাধব দেব করুণ রক্ষণ॥ ৩৮
বসিতে শ্রীপতি রক্ষ বৈকুণ্ঠ গমনে।
সর্ব্বযজ্ঞপতি রক্ষা করুন ভোজনে॥ ৩৯
ভূতপ্রেত আদি যত ডাকিনী যোগিনী।
কোঠোরা পূতনা আদি বালকঘাতিনী॥
বিষ্ণুর স্মরণে হয় এ সব বিনাশ।
সর্ব্বত্র রক্ষুক দেব জগৎ নিবাস॥ ৪১
এইরূপ গোপীগণে করিল রক্ষণ।
সর্ব্বত্র করুণ রক্ষা শ্রীমধুসূদন॥ ৪২
সর্ব্ববিঘ্নহর সেই মাধব চরণ।
মায়ে শিশু কোলে করি পিয়াইল স্তন॥ ৪৩
নন্দ আদি গোপগণ আইল হেন কালে।
বিস্ময় মানিল তবে দেখি কলেবরে॥ ৪৪
বসুদেব যে কহিল নহিল অন্যথা।
মহাজন বসুদেব জানিল সর্ব্বথা॥ ৪৫
পূতনার কলেবর কুঠারে কাটিয়া।
দূরে লইঞা কাষ্ঠ দিয়া ফেলে পোড়াইয়া॥
পুড়িতে সৌরভগন্ধ দেহের উঠিল।
তার গন্ধে সর্ব্বলোক বিস্ময় মানিল॥ ৪৭
পূতনার স্তনপান কৈল নারায়ণে।
অশেষ পাতকধ্বংস হৈল তেকারণে॥ ৪৮
নিজ স্তন পূতনা প্রভুরে খাওয়াইল।
তেকারণে মাতৃপদ প্রভু তাঁরে দিল॥ ৪৯
কহিল তোমারে রাজা পূতনা চরিত্র।
যে জন শুনয়ে হয়ে পরম পবিত্র॥ ৫০
রতিমতি হয় তাঁর কৃষ্ণের চরণে।
ভাগবত আচর্য্যের মধুর বচনে॥ ৫১
ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে পূতনামোক্ষো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ। ৬॥ ০। ৬॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া তবে রাজা পরীক্ষিতে।
নিবেদন কৈল কিছু শুকের সাক্ষাতে ॥ ১
পূতনা বধিয়া হরি কিবা কর্ম্ম করে।
বিস্তার করিয়া শুক কহিবে আমারে ॥ ২
সংপ্রতি গোকুল লীলা কহিবে সকল।
যাহার শ্রবণে হয় সকল মঙ্গল ॥ ৩
রাজার বচন শুনি শুক যোগেশ্বর।
কৃষ্ণকেলি কথা কহে শ্রবণ মধুর ॥ ৪
পূতনা পোড়াইঞা নন্দ আদি গোপগণে।
গোকুলে আসিয়া জিজ্ঞাসিল সর্ব্বজনে ॥ ৫
গোপগোপী কহিল তাঁহার বিবরণ।
শুনিয়া বিস্ময় নন্দ হৈল গোপগণ ॥ ৬
পুত্র লঞা নন্দঘোষ শিরে দিল হাত।
বদনে চুম্বন করি কৈল আশীর্ব্বাদ ॥ ৭
এইরূপে নন্দঘরে বাড়ে যদুবর।
গোপগোপী আনন্দিতে রহে নিরন্তর ॥ ৮
অঙ্গের চালন প্রভু কৈল একদিনে।
কৌতুকে উৎসব কৈল যত গোপগণে ॥ ৯
বৎসরেক জন্ম তীথি হৈল সেই দিনে।
আনন্দিতে গোপগোপী মিলিল তখনে ॥ ১০
বিবিধ বাজন গীত বিবিধ মঙ্গল।
দ্বিজগণে বেদমন্ত্র পড়িল সকল ॥ ১১
মহা অভিষেক কৈল আনিয়া ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বিধানে কৈল শান্তি স্বস্ত্যয়ন ॥ ১২
গন্ধ মাল্য ধন ধেনু বহু রত্ন লঞা।
দ্বিজগণে দিল সব সন্তোষ করিয়া ॥ ১৩
তবে পুত্র কোলে করি যশোদা সুন্দরী।
নিদ্রা লওয়াইল অঙ্গে দিয়া করতালি ॥ ১৪
শয্যার উপরে শিশু করাঞা শয়নে।
বসন ভূষণে পূজে গোপগোপীগণে ॥ ১৫
পুত্রমহোৎসবে দেবী আনন্দিত মনে।
নাহি অবধান পুত্র আছয়ে শয়নে ॥ ১৬
ক্ষুধায় আকুল প্রভু যুড়িল ক্রন্দন।
কাঁন্দিতে২ দুই তুলিল চরণ ॥ ১৭
শকটের তলে আছেন শয়ন করিয়া।
ভাঙ্গিল শকট খান চরণে ঠেকিয়া ॥ ১৮
ভাঙ্গিয়া পড়িল দধি দুগ্ধের কলস।
ভূমিতে পড়িল সব বিবিধ গোরস ॥ ১৯
আশ্চর্য্য দেখিয়া সব যত ব্রজনারী।
বিস্ময় মানিল গোপ নন্দ আদি করি ॥ ২০
উলটিয়া শকট ভাঙ্গিল কি কারণে।
ভূমিতে পড়িল কেন গোরস বিধানে ॥ ২১
কেহত বুঝিতে নারে ইহার কারণ।
আছিল যতেক শিশু কহে বিবরণ ॥ ২২
পায়ে ঠেকি এই শিশু শকট ভাঙ্গিল।
বালকের বাক্যে কেহো প্রতীত নহিল ॥২৩
কান্দিতে লাগিছে শিশু শয্যার উপরে।
ধাইয়া যশোদা বালকের কোলে করে ॥ ২৪
পুনর্ব্বার বিপ্রে আনি কৈল স্বস্ত্যয়ন।
শান্তি স্বস্তি করি পুনঃ পিয়াইল স্তন ॥ ২৫
তবে যত গোয়ালা মিলিয়া এক স্থরে।
সেইরূপ শকট বান্ধিল পুনর্ব্বারে ॥ ২৬
ধান্য দুর্ব্বা দিঞা পুন শকট পূজিল।
ব্রাহ্মণ আনিঞা তবে শান্তি যজ্ঞ কৈল ॥২৭
বিপ্রমুখে পুত্রকে করাইল আশীর্ব্বাদ।
রক্ষা করে বিপ্রগণে অঙ্গে দিয়া হাত ॥ ২৮
শকট ভঞ্জন কথা কহিল সুন্দর।
পুন যে কহিব আর শুন নরেশ্বর ॥ ২৯
একদিন পুণ্যবতী যশোদা সুন্দরী।
লালন পালন করে পুত্র কোলে করি ॥ ৩০
রহিতে না পারে শিশু বড় হৈল তর।
ভূমিতে কৃষ্ণকে রাখি বড় পাইল ডর। ৩১
ঈশ্বর চিন্তিয়া মনে গৃহ কর্ম্ম করে।
তৃণাবর্ত্ত দৈত্য আইল হেন অবসরে ॥ ৩২
কংশের আদেশে দৈত্য গোকুলে আসিয়া
চক্রবাত রূপে নিল গোবিন্দে হরিয়া ॥ ৩৩
মহা ঝড় উৎপাত হইল সঘনে।
ধূলা অন্ধকারে কেহ না দেখে নয়নে ॥ ৩৪
কেবা কোথা গেল কেবা আছে কোন খানে।
বালক না দেখি দেবী হরিল গেয়ানে ॥ ৩৫
করুণা করিয়া কান্দে ভূমিতে পড়িয়া।
কোথা গেল পুত্র মোর কে নিল হরিয়া ॥
তৃণাবর্ত্ত মহাদৈত্য ধরি নিজ করে।
প্রভুকে তুলিয়া নিল গগণ উপরে ॥ ৩৭
তৃণাবর্ত্ত কোলে প্রভু বিশ্বম্ভর হৈল।
রহিতে না পারে দৈত্য ভাবিতে লাগিল ॥

মহাভারি দেখি দৈত্য চাহে ফেলিবারে।
দুই হাতে গলা চাপি ধরে গদাধরে॥ ৩৯
হস্তপদ আছাড়িয়া করে ছটফট।
মুখেতে না স্বরে বাক্য মানিল শকট॥ ৪০
দুই আঁখি উলটিয়া হরিল চেতন।
ভূমিতে পড়িল দৈত্য ছাড়িয়া জীবন॥ ৪১
গোপগোপীগণ কান্দে আকুল হৃদয়।
মহাকায় দৈত্য দেখি পাইল বড় ভয়॥ ৪২
খেলায় বালক তার বুকের উপর।
ঈষৎ মধুর হাস্য দেখিতে সুন্দর॥ ৪৩
ধাইয়া যতেক গোপ লইল কুমারে।
সব দুঃখ দূরে গেল পাইঞা যদুবরে॥ ৪৪
নন্দ আদি গোপ বলে আনন্দিত মনে।
কিবা মোর পূর্ব্ব পুণ্য পাইল নন্দনে॥ ৪৫
কতদিন বৈ তবে নন্দের নন্দনে।
যশোদার কোলে থাকি করে স্তনপানে॥৪৬
মনোহর অঙ্গ করে লালন পালন।
কর দিয়া করে দেবী মুখ নিমার্জ্জন॥ ৪৭
মুখানি মেলিয়া হাসে জগত ঈশ্বর।
ত্রিভুবন দেখে দেবী মুখের ভিতর॥ ৪৮
আকাশ পাতাল ভূমি দিগ্‌দিগন্তর।
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি এ সপ্ত সাগর॥ ৪৯
ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত যত স্থাবর জঙ্গম।
পুত্রমুখে দেখি যশোদা ত্রিভুবন॥ ৫০
ভয়েতে আকুল দেবী মুদিল নয়ন।
বুঝিতে না পারে কিছু চিন্তে মনে মন॥৫১
কৃষ্ণ গুণ শুন ভাই কৃষ্ণে কর মন।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর বচন॥ ৫২

ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে শকট তৃণাবর্ত্ত ভঙ্গ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥৭॥

শুকদেব বলে রাজা নরেশ্বর।
কহিব আশ্চর্য্য আর শ্রুতি মনোহর॥ ১
যদুকুলে পুরোহিত গর্গ মুনি ছিল।
গোকুল নগরে বসুদেব পাঠাইল॥ ২
গর্গ মুনি গেল তবে গোকুল নগরে।
দেখিয়া উঠিলা নন্দ পরম আদরে॥ ৩
পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধপুষ্প নানা উপচারে।
বিষ্ণু ধ্যান করি নন্দ পূজিল মুনিরে॥ ৪
দিব্য রত্ন সিংহাসনে মুনিরে বসাইয়া।
নিবেদন করে নন্দ বিনয় করিয়া॥ ৫
আজি সে সফল মোর গৃহদারগণ।
যাহাতে পড়িল তুয়া যাতুল চরণ॥ ৬
দুইটি বালক আছে গৃহেত আমার।
কৃপা করি নামকর্ণ করহ তাহার॥ ৭
বসুদেব পুত্র এক তনয় আমার।
কৃপা করে দুই পুত্রে করহ সংস্কার॥ ৮
নন্দের বচন শুনি গর্গ ঋষী বলে।
আমি সে বিখ্যাত পুরোহিত যদুকুলে॥ ৯
আমি যদি তব পুত্র করি নাম কর্ণ।
বুঝিব পাপিষ্ঠ কংস না জানিঞা মর্ম্ম॥ ১০
দেবকীর পুত্র এই জানিয়া নিশ্চয়।
আসিয়া করিব নষ্ট কংস দুরাশয়॥ ১১
বসুদেব সনে আছে মিতালী তোমার।
তাহে আমি নাম থুইলে জানিবে সংসার॥
তবে নন্দ ঘোষ বড় হইল সংশয়।
বুঝিয়া করহ তুমি উচিত যে হয়॥ ১৩
নন্দ বলে [illegible] মোর পূর পরবেশ।
অন্য লোক কেহো যেন না পায় উদ্দেশ॥
নন্দের বচন শুনি তবে গর্গ মুনি।
বেদমন্ত্রে নাম কর্ণ রাখিল আপনি॥ ১৫
গর্গ মুনি বলে শুন নামের বিধান।
রাখিব যাহার যেন বেদজ্ঞান নাম॥ ১৬
রোহিণীর পুত্রের রাখিব এই নাম।
মনোরম দেখিয়া বলিব বলরাম॥ ১৭
বলবান দেখিলাম বলভদ্র হৈবে।
ভিন্ন ভাব খণ্ডাইয়া দুষ্ট বিনাশিবে॥ ১৮
সঙ্কর্ষণ নাম আর ঘুষিবে সংসারে।
গর্ভ আকর্ষণে জন্ম রোহিণী উদরে॥ ১৯
তিন নাম হৈল বসুদেবের তনয়।
তোমার পুত্রের নাম শুন মহাশয়॥ ২০

তথাহি শ্রীভাগবতে॥

আসন্‌বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ। ইতি॥

এ বালকে যুগে২ করে অবতার।
যুগ ভেদে বহু জন্ম আছিল ইঁহার॥ ১

সত্য যুগে শুক্ল বর্ণ অবতার কৈল।
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরিঞা জন্মিল ॥ ২
এখন দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ ধরে।
কলিযুগে জনমিবে পীত কলেবরে ॥ ৩
যুগধর্ম্ম নিজ নাম করিবে প্রচার।
দ্বিজ বেশে করিবে চৈতন্ত অবতার ॥ ৪
বসুদেব পুত্র শিশু পূর্ব্বে আছিল।
বাসুদেব নাম এবে তে কারণে হৈল ॥ ৫
কৃষ্ণ নাম ইঁহার হইবে মহাশয়।
কৃষ্ণ নামে জগৎ তরিবে ভব ভয় ॥ ৬
কত নাম কতরূপ কতগুণ কর্ম্ম।
ব্রহ্মা আদি ভব ঋষি নাহি জানে মর্ম্ম ॥ ৭
দৈত্য ভয় পূর্ব্বে আছিল ক্ষিতি তলে।
এই শিশু দৈত্যগণে বধিল নির্ম্মলে ॥ ৮
এই শিশু বল বীর্য্য বাড়িবে যখন।
হরিলে পৃথ্বীর ভার বধি দৈত্যগণ ॥ ৯
ইহারে পালহ নন্দ করিয়া যতন।
জানিহ সাক্ষাতে বিষ্ণু তোমার নন্দন ॥ ১০
এতেক বলিয়া মুনি মধুপুরে গেল।
আনন্দিত হঞা নন্দ গোকুলে রহিল ॥ ১১
দুই হাত দুই উরু ভূতলে পাতিয়া।
চলিতে শিখিল প্রভু হামাগুড়ি দিয়া ॥ ১২
স্তন পিয়াইতে মুখ করে নিরীক্ষণ।
মন্দ মধুহাস প্রভু নবীন দশন ॥ ১৩
যখনে বালক লীলা করয়ে শ্রীহরি।
শিশুগণ সঙ্গে ফিরে বৎস পুচ্ছ ধরি ॥ ১৪
বড়২ মহিষ বৃষের শৃঙ্গ ধরে।
বনের ভিতর জায় জলে গিঞা পড়ে ॥ ১৫
চঞ্চল চপলা বেশ মধুর মূরতি।
রাখিতে না পারে মাতা করিয়া শকতি ॥ ১৬
ব্রজ শিশু সঙ্গে হরি গোপিকার ঘরে।
দধি দুগ্ধ ননি খায় আনন্দে বিহরে ॥ ১৭
কৃষ্ণের চঞ্চল লীলা দেখি গোপীগণে।
যশোদার স্থানে গিঞা কৈল নিবেদনে ॥ ১৮
শুনগো যশোদা তোমার পুত্রের বেভার।
ভাঙ্গিল সকল দধি দুগ্ধের পসার ॥ ১৯
ঘরে২ দধিদুগ্ধ চুরি করি খায়।
খাইতে না পারে যদি বালকেরে দেয় ॥ ২০
মার্জ্জনা করিয়া করি স্থান পরিস্কারে।
মল মূত্র ছাড়ে গিঞা তাহার উপরে ॥ ২১
এক্ষণে আছয়ে ভাল তোমার সাক্ষাতে।
গৃহ কর্ম্ম গোপীগণ না পায় করিতে ॥ ২২
শুনিঞা গোপীর কথা যশোদা রোহিণী।
হাসিতে লাগিলা দেবী না কহিল বাণী ॥ ২৩
এক দিন রামকৃষ্ণ ব্রজ শিশুসনে।
মৃত্তিকা খাইল হরি আপনার মনে ॥ ২৪
সকল বালক কহে যশোদা গোচরে।
মৃত্তিকা ভক্ষিল আজি তোমার কোঙরে ॥
ধরিয়া কৃষ্ণেরে তবে কহে নন্দরাণী।
তর্জ্জন করিয়া কহে হিত প্রিয়বাণী ॥ ২৬
কেনে বাপু মৃত্তিকা ভক্ষিলে অজ্ঞানে।
মিছা নাহি তোর কহে সঙ্গি শিশুগণে ॥ ২৭
ভয়ে ভীত হঞা প্রভু মায়ে কহে বাণী।
মাটী নাহি খাই আমি শুনগো জননী ॥ ২৮
বালকের বাক্য কেনে সত্য করি বল।
সাক্ষাতে আপনি মোর বদন নেহাল ॥ ২৯
রাণী বলে বাপু তুমি মেল মুখ খানি।
এ বোল শুনিয়া মুখ মেলে চক্রপাণী ॥ ৩০
সাক্ষাৎ ঈশ্বর কৃষ্ণ নব কলেবর।
ব্রহ্মাণ্ড দেখিল রাণী মুখের ভিতর ॥ ৩১
সপ্তসিন্ধু সপ্তদ্বীপ স্থাবর জঙ্গম।
নদনদী পাতাল পর্ব্বত তরুবন ॥ ৩২
চন্দ্র সূর্য্য পবন বরুণ হুতাশন।
জ্যোতিষ মণ্ডল জল তেজ গ্রহগণ ॥ ৩৩
দশদিগ্‌ আকাশ মণ্ডল সুরপুরী।
সকল ইন্দ্রিয়গণ মনু আদি করি ॥ ৩৪
সত্বরজ তমোগুণ তিন মূর্ত্তিমান।
অষ্টযোগ অষ্টসিদ্ধি দেখি বিদ্যমান ॥ ৩৫
মূর্ত্তিমান তন্ত্র মন্ত্র বেদ শাস্ত্র আদি।
যজ্ঞ দান ব্রত পুণ্য ফল নানাবিধি ॥ ৩৬
আপনাকে দেখে দেবী আছেন বসিয়া।
চিন্তিতে লাগিলা দেবী শঙ্কিত হঞা ॥ ৩৭
স্বপ্ন দেখিল কিবা কিবা দেব মায়া।
কিবা মোর মনে ভ্রম হৈল না বুঝিয়া ॥ ৩৮
এই পুত্র নারায়ণ জানিয়া নিশ্চয়।
গর্গ মুনি যে কহিলা সব সত্য হয় ॥ ৩৯

সজল নয়নে রাণী করয়ে প্রণতি।
তুমি মোর প্রিয় পুত্র তুমি মোর গতি॥৪০
শরণ পশিনু আমি তোমার চরণে।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যার তত্ত্ব নাহি জানে॥৪১
এইরূপ তত্ত্ব যদি জানিল জননী।
নিজ মায়া সম্বরিল প্রভু চক্রপাণি॥৪২
তত্ত্বজ্ঞান ধ্বংস রাণী হৈল ততক্ষণে।
পুত্র প্রেম নন্দরাণী বাহ্য নাহি জানে॥৪৩
পুত্র কোলে করি রাণী পিয়াইল স্তন।
বুকের উপরে তুলি দিল আলিঙ্গন॥৪৪
পরীক্ষিত জিজ্ঞাসিল শুকদেব স্থানে।
কোন তপ নন্দ কৈল কোন খানে॥৪৫
যশোদা সুন্দরী তবে কোন পুণ্য করে।
আপনে ঈশ্বর হঞা মা বলিল যারে॥৪৬
কহ দেখি এ সবের পুণ্যের কথন।
মুনি বলে শুন রাজা সব বিবরণ॥৪৭
এই নন্দ ঘোষ ছিল বসু দ্রোণ নাম।
অষ্টম বসুর মধ্যে আছিল প্রধান॥৪৮
ধরা নামে ভার্য্যা এই যশোদা আছিল।
গোপবেশে জনমিতে ব্রহ্মা আজ্ঞা দিল॥৪৯
তবে দ্রোণ ব্রহ্মাকে কহিল স্তুতি করি।
জনম লভিবে গিয়া গোপবেশ ধরি॥৫০
একান্ত ভকতি যেন হয় নারায়ণে।
যাহা হৈতে ভব ভয় হয় বিমোচনে॥৫১
তুষ্ট হঞা ব্রহ্মা তাঁরে দিল সেই বর।
সেই দ্রোণ নন্দ হৈল গোপের ঈশ্বর॥৫২
ধরিয়া যশোদা নাম জনমিল ধরা।
হরিভক্তি জনমিল সর্ব্বপাপ হরা॥৫৩
পুত্রভাবে ভক্তি কৈল প্রভু নারায়ণে।
সাধিল একান্ত ভক্তি গোপ গোপীগণে॥৫৪
ব্রহ্মার বচন সত্য করি চক্রপাণি।
নন্দের মন্দিরে তেঞি প্রভু যদুমণি॥৫৫
ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥৫৬

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে বাল-
ক্রীড়ায়াং মৃত্তিকাভক্ষণোনাম
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥৮॥

এক দিন গৃহেতে বসে যশোদা সুন্দরী।
দাসীগণে নিয়োজিল গৃহ কর্ম্ম করি॥১
দধিমথে আপনে পুত্রের গুণ গায়।
হেনকালে ধীরে২ আইলা যদুরায়॥২
দণ্ড ধরি করে দধি মথন নিষেধ।
মায়ের আনন্দ বাড়ে নাহিক বিচ্ছেদ॥৩
কোলেতে করিয়া রাণী পিয়াইল স্তন।
মন্দ মধু স্মিত মুখ করে নিরীক্ষণ॥৪
প্রভুর নহিল তৃপ্ত করি স্তন পানে।
উথলিয়া দুগ্ধ তথা পড়য়ে আগুনে॥৫
বালক রাখিয়া রাণী ত্বরিতে চলিল।
তাহা দেখি জগদীশ চিত্তে ক্রোধ কৈল॥৬
কম্পিত অধর ওষ্ঠ পেশিয়া দশনে।
অঙ্গুলি তর্জ্জন করি বুলায়ে নয়নে॥৭
শীলার পুতুলী দিয়া ঘরের ভিতরে।
ভাণ্ড ভাঙ্গি দধি খায় জগৎ ঈশ্বরে॥৮
ভূমিতে রাখিয়া দুগ্ধ যশোদা সুন্দরী।
ঘরের ভিতরে দেবী গেল শীঘ্র করি॥৯
ফেলিল যতেক দুগ্ধ ও ক্ষির নবনী।
দধি ভাণ্ড ভাঙ্গিল দেখিয়া নন্দরাণী॥১০
বেত্র হাতে করি রাণী মারিবারে জায়।
মায়ে দেখি যদুমণি সত্বরে পলায়॥১১
পাছে২ জায় রাণী ধরিতে না পারে।
মারণের ভয়ে হরি পলায় সত্বরে॥১২
দেখিয়া মায়ের দুঃখ প্রভু যদুরায়।
সহজ বালক যেন ধরেন মায়ায়॥১৩
মরণের ভয়ে হরি করেন রোদন।
না স্ফুরে মুখের বাণী সজল নয়ন॥১৪
দুই হাতে নন্দরাণী কৃষ্ণেরে ধরিল।
দাম দড়ি দিঞা রাণী বান্ধিতে লাগিল॥১৫
ত্রৈলোক্য ঈশ্বর হরি পুত্র বুদ্ধি করি।
উদূখলে বান্ধে রাণী দিঞা দাম দড়ি॥১৬
বান্ধিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলী প্রমাণ।
আর দড়ি আনে রাণী করিয়া সন্ধান॥১৭
সেই দড়ি না আঁটিল বন্ধন না যায়।
পুনর্ব্বার আর দড়ি আনিঞা যোগায়॥১৮
দুই২ অঙ্গুলী প্রমাণ না আঁটিল।
যতেক ঘরের দড়ি সকলি আনিল॥১৯

দেখিয়া মায়ের শ্রম প্রভু দয়াময়।
আপনার বন্ধন আপনে প্রভু নয়॥ ২০
আপনে বন্ধনে লঞা রহে যদুমণি।
গৃহ কর্ম্ম করে তবে নন্দের ঘরণী॥ ২১
দুই বৃক্ষ দেখে প্রভু পর্ব্বত আকার।
যমল অর্জ্জুন নাম কুবের কুমার॥ ২২
নারদের সাপে আছে বৃক্ষরূপ ধরি।
সম্মুখে দেখিল তাঁরে প্রভু নরহরি॥ ২৩
ভকত প্রধান হয় ব্রহ্মার কুমার।
সত্য করি বাক্য প্রভু পালিতে তাহার॥২৪
ধীরে২ গেলা দুই বৃক্ষ সন্নিধানে।
উখলি নড়িছে প্রভুর হস্তের বন্ধনে॥ ২৫
বৃক্ষমাঝে পরবেশ করিলা মুরারি।
আড় হঞা দুইগাছে লাগিল উখলি॥ ২৬
কিঞ্চিৎ লাগিল মাত্র উখলি ঠেকনে।
দুইগাছ উপাড়িল স্বমূল বন্ধনে॥ ২৭
দুই বৃক্ষ হইতে দুই পুরুষ প্রধান।
উঠিল সাক্ষাতে যেন চন্দ্রের সমান॥ ২৮
সাক্ষাতে দেখিল দোঁহে প্রভু নরহরি।
দণ্ডপরনাম কৈল ভূমিতলে পড়ি॥ ২৯
প্রণত কন্ধর হঞা শিরে যুড়ি কর।
স্তুতি করে নারায়ণে কুবের কোঙর॥ ৩০
কৃষ্ণ২ মহাবাহু পুরুষ পুরাণ।
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি প্রভু ভগবান॥ ৩১
আপনে জানহ তুমি আপন মহিমা।
পূর্ণ অবতার তুমি বিবিধ ভঙ্গিমা॥ ৩২
নমো২ জগন্নাথ জগৎ কল্যাণ।
নমো বাসুদেব বিশ্ব মঙ্গল বিধান॥ ৩৩
অবধান কর প্রভু ব্রহ্ম সনাতন।
তোমার চরণে কিছু করি নিবেদন॥ ৩৪
দেব ঋষি নারদ তোমার প্রিয়ঙ্কর।
আমি দুই ভাই হই তাহার কিঙ্কর॥ ৩৫
নারদ কৃপায় তব দেখিনু চরণ।
বৃক্ষযোনি মুক্ত হৈনু পাইনু দর্শন॥ ৩৬
হাসিয়া উত্তর তবে দিল নারায়ণে।
সন্তোষিল দুইজনে মধুর বচনে॥ ৩৭
ইঙ্গিত বুঝিয়া দুই কুবের কুমার।
পুনঃ২ প্রদক্ষিণ করিল নমস্কার॥ ৩৮

দুই ভাই চলে তবে কুবের নগরে।
যমলার্জ্জুন ভঙ্গরাজা কহিনু তোমারে॥ ৩৯
শ্রীগুরু শ্রীগদাধর পদযুগ আশা।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর সভাষা॥ ৪০
ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে বালক্রীড়ায়াং উদূখল বন্ধোনাম নবমোহধ্যায়ঃ তুড়িরাগঃ॥
পুনরপি জিজ্ঞাসিল রাজা পরীক্ষিত।
ভূত ভবিষ্যত শুকু তোমাতে বিদিত॥ ১
কোন অপরাধ কৈল কুবের নন্দন।
নারদ সাঁপিল তাঁরে কিসের কারণ॥ ২
শুকমুনি শুনি তবে রাজার বচন।
আদি হৈতে কহিতে লাগিলা বিবরণ॥ ৩
কুবের কুমার দোঁহে রুদ্র অনুচর।
আজ্ঞাদিল তা সবাকে হর মহেশ্বর॥ ৪
তোমরা দোঁহেতে থাক এই তপোবনে
মোর প্রিয় বন রক্ষা কর দুইজনে॥ ৫
শিবের আজ্ঞায় তাঁরা থাকে সেই বনে।
নিরবধি বনরক্ষা করে দুইজনে॥ ৬
সঙ্করের ক্রীড়াবন কৈলাস নিকটে।
দুই ভাই থাকে সদা মন্দাকিনী তটে॥ ৭
বারুণি মদিরাপান করি নিরন্তর।
ঘূর্ণিত লোচন মহামত্ত কলেবর॥ ৮
নারীগণ সঙ্গে করি কুসমিত বনে।
নিরবধি ক্রীড়া তাঁরা করে দুইজনে॥ ৯
একদিন গঙ্গাজলে পরবেশ করি।
ক্রীড়া করে দুই ভাই লঞা সুরনারী॥ ১০
যতেক সবার বস্ত্র রাখিয়া উপরে।
বিবসন হঞা সবে জল কেলি করে॥ ১১
একদিন তথাতে নারদ তপোধন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মুনি হৈল আগমন। ১২
নারদ দেখিয়া সবে বিবসন নারী।
বসন পরিল সবে মনে শঙ্কাকরি॥ ১৩
দুই ভাই না করিল বস্ত্র পরিধান।
নারদ দেখিয়া না করিল সম্ভাষণ॥ ১৪
দেখিয়া দোঁহার কর্ম্ম কহিছে নারদ।
দ্বিজ গুরু নাহি মান মায়াদেহ মদ॥ ১৫
কুবেরের পুত্র তোরা শিবের কিঙ্কর।
করিয়া মদিরা পান মত্ত কলেবর। ১৬

তোরা দোঁহে শ্রীমদে হইলি বুদ্ধি নাশ।
শ্রীমদে হইল তোর কুমতি প্রকাশ॥ ১৭
অনিত্য শরীরে মান অজর অমর।
পরহিংসা পরপীড়া কর নিরন্তর। ১৮
শ্রীমদ হইতে নানা পশু বধ কর।
দেব পিতৃ যজ্ঞ ছলে দম্ভ অহঙ্কার॥ ১৯
সর্ব্বকাল কলেবর পরের অধীন।
আপন করিয়া তোরা মান মতিহীন॥ ২০
মত্ত দুরাচার তোরা জানিনু নিশ্চয়।
তোর মদ ভঙ্গ আজি করিতে যুয়ায়॥ ২১
কুবের তনয় তোরা শিবের কিঙ্কর।
বারুণী মদিরা পান নিরন্তর কর॥ ২২
এত বড় গর্ব্ব তোর দেখি দুরাচারে।
তোরে অনুগ্রহ প্রভু অবশ্য করিবে॥ ২৩
বাল্য ক্রীড়া করি তোমা দোঁহা উদ্ধারিবে
তবে দিব্য কলেবর হৈবে দুইজনে॥ ২৪
ভক্তি লভিবে তোরা দেব নারায়ণ।
এতেক বচন বলি ব্রহ্মার নন্দন।
বদরিকাশ্রমে মুনি করিল গমন॥ ২৫
নলকুবের মানগ্রীব এই দুইজনে।
যমল অর্জ্জুন বৃক্ষ হৈল সেই বনে॥ ২৬
শুন রাজা পরীক্ষিত পূর্ব্ব বিবরণ।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর বচন॥ ২৭

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে যমলার্জ্জুন।
ভঞ্জন নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

শুক দেব বলে তবে শুন নরেশ্বর।
উপারি পড়িল গাছ মহাভয়ঙ্কর॥ ১
নন্দ আদি গোপগণে শব্দ শুনিঞা।
শীঘ্রগতি গেল সবে প্রমাদ গণিয়া॥ ২
অমল অর্জ্জুন দুই বৃক্ষ পড়িয়াছে।
চিন্তিতে লাগিলা গোপ আসি তার কাছে॥
কিরূপ পড়িল গাছ না বুঝিল মর্ম্ম।
শিশুগণে বলে এই বালকের কর্ম্ম॥ ৪
ধাইয়া বালক এই গেল গাছ মাঝে।
বেড়িয়া উখলী থান লাগে দুই গাছে॥ ৫
ভাঙ্গিয়া পড়িল গাছ হঞা দুই ভীতে।
মাঝেতে থাকয়ে শিশু আনন্দিত চিতে॥ ৬

দুই গাছ হৈতে দুই পুরুষ উঠিয়া।
অন্তরীক্ষে গেল তারা প্রণাম করিয়া॥ ৭
প্রতীত না গেল কেহো শিশুর বচনে।
কেহ কেহ বিস্ময় ভাবিল মনে মনে॥ ৮
কটীতটে আছে প্রভু উখলী বন্ধনে।
দামদড়ি বেড়া তাহে করয়ে গমন॥ ৯
নন্দ ঘোষ পুত্রে দেখি হাসিতে লাগিল।
বন্ধন খসাইয়া নন্দ পুত্র কোলে নিল॥ ১০
হলল অর্জ্জুন ভঙ্গ গোপাল চরিত্র।
কহিলে তোমারে রাজা পরম পবিত্র॥ ১১
এক্ষণে কহিব বালা কেলি বিবরণ।
সাবধানে শুন রাজা কৃষ্ণে ধরি মন॥ ১২
একদিন গোপী সবে দিঞা করতালী।
নাচ নাচ বলিয়া নাচায় বনমালী॥ ১৩
কোন গোপী বলে কানু গাও দেখি গীত।
কোন গোপী বলে কানু বড় সুপণ্ডিত॥১৪
কোন গোপীগণে আসি দেয় করতালি।
কোন গোপীগণে আসি ঝাড়ে অঙ্গধূলী॥১৫
কোন গোপী বলে হেয় আইস যদুরায়।
সেইক্ষণে তাহার নিকটে চলি যায়॥ ১৬
শিশু লীলা করি প্রভু হইয়া ঈশ্বর।
গোপ গোপী আনন্দে ভাসয়ে নিরন্তর॥ ১৭
একদিন ফল লঞা আসি এক নরে।
ফল লবে করিয়া ডাকিছে উচ্চস্বরে॥ ১৮
সর্ব্বফল দাতা প্রভু ফলের কারণে।
ধান্য লঞা চলিল সত্বরে তার স্থানে॥ ১৯
তাহার নিকট গিয়া রহে যদুবর।
ফল দেহ বলিয়া পাতিয়া দুইকর॥ ২০
প্রভুরে দেখিয়া নর আনন্দিত চিতে।
অঞ্জলী পূরিয়া ফল দিল হরষিতে॥ ২১
ফল দিয়া সেই নর চলে নিজঘরে।
রত্নে পূরিয়াছে তার ফলের পসারে॥ ২২
যমুনার তীরে প্রভু করে শিশুলীলা।
ব্রজশিশু সঙ্গে হরি করে নানা খেলা॥ ২৩
খেলারসে মাতিল গোবিন্দ হলধর।
যশোদা রোহিণী ডাকে না দেয় উত্তর॥ ২৪
রোহিণী ডাকিছে রাম হৈল বহু বেলা।
কানু লঞা ঘরে আইস ছাড়ি শিশু খেলা॥

ঝাট করি আইস বাপু মজ্জন করহ।
জন্ম নক্ষত্র আজি আইস কৃষ্ণ সহ ॥ ২৬
স্নান করি গোদান করহ দ্বিজগণে।
বৃদ্ধগণ ভোজন করাব অন্নপানে ॥ ২৭
পুত্র হেন মানিয়া ধরিয়া দুই করে।
রামকৃষ্ণ লঞা দেবী গেলা নিজ ঘরে ॥ ২৮
পুত্র মহোৎসব কৈল পরম আনন্দে।
দ্বিজগণে রত্নদান করিল সানন্দে ॥ ২৯
একদিন যত গোপ একত্র মিলিয়া।
মন্ত্রণা করিল গোপ সভাতে বসিয়া ॥ ৩০
তার মধ্যে এক গোপ উপানন্দ নাম।
বয়েসে প্রধান তেঁহো সবার প্রধান ॥ ৩১
দেশকাল বিজ্ঞ তেঁহো জানিল সকল।
গোকুলে অরিষ্ট বড় হয় অমঙ্গল। ৩২
কহিতে লাগিল তবে গোপ মতিমান।
আমার বচন সবে কর অবধান ॥ ৩৩
গোকুলেতে রহিতে উচিত নহে আর।
নানা উৎপাত আসি মিলে বারে বার ॥ ৩৪
ছাওয়াল রক্ষণ কর রামকৃষ্ণ হিত।
হেথাতে রহিতে আর না হয় উচিত ॥ ৩৫
পূতনা রাক্ষসী আইল মারিতে কুমার।
কেবল ঈশ্বর কৈল তাহাতে উদ্ধার ॥ ৩৬
ভাগে না পড়িল শিশু উপরে শকট।
ঈশ্বর কৃপায় তেঁহো তরিল সঙ্কট ॥ ৩৭
চক্রবাতে নিল শিশু আকাশে তুলিয়া।
শিলার উপরে নিয়া ফেলে আছাড়িয়া ॥ ৩৮
ভাগ্যে তাহে রক্ষা কৈল সর্ব্বলোকপাল।
বৃক্ষচাপা বালক বাঁচিল ভালে ভাল ॥ ৩৯
এইরূপ বার২ উৎপাত পড়িল।
আপনে আসিয়া রক্ষা ঈশ্বর করিল ॥ ৪০
যাবৎ প্রমাদ আর হেথা নাহি হয়।
ভালে২ হেথা হৈতে চল মহাশয় ॥ ৪১
বৃন্দাবন নামে বন নবীন কানন।
বহুবিধ ফলফুল বিবিধ শোভন ॥ ৪২
বহু তৃণ উপবন সুশীতল জল।
পুণ্যগিরি নদনদী বহু সরোবর ॥ ৪৩
আজি তথা যাইতে ইচ্ছা করি মোর মনে।
গোধন চলুক আজ্ঞা দেহ গোপগণে ॥ ৪৪
শকট আনিয়া শীঘ্র সুসজ্জা করিয়া।
সব বন্ধুগণে চল শকটে চড়িয়া ॥ ৪৫
কহিল কুশল কথা যদি আজ্ঞা হয়।
শীঘ্র করি যাই সবে বিলম্ব না সয় ॥ ৪৬
এবোল শুনিয়া যত গোপগণ মেলি।
উপানন্দে বাখানিল সাধু২ বলি ॥ ৪৭
দিব্য পরিচ্ছদে কৈল শকট সাজনী।
নানা অস্ত্রশস্ত্রে কৈল অঙ্গের কাছনি ॥ ৪৮
আয়োজন দ্রব্য সব শকটে তুলিয়া।
চলিলা গোধন সব গোয়ালা লইয়া ॥ ৪৯
যত২ গোয়াল আছিল বলি আর।
ধনুশর লইয়া তারা হৈল আগুসার ॥ ৫০
নন্দঘোষ আদি গোপ চারিপাশে ফিরে।
কেহ শিঙ্গা পূরে কেহ বীরদর্প করে ॥ ৫১
জয়২ শব্দ করিয়া গোপ ধায়।
বিবিধ আনন্দ করি গোপগণ যায় ॥ ৫২
গোপীগণ বিবিধ ভূষণ বাসোপরি।
কৃষ্ণগুণ গায় গোপী নিজ রথে চড়ি ॥ ৫৩
মধুকণ্ঠী গোপনারী সুমধুর গায়।
যশোদা রোহিনী দিদি মনে সুখ পায় ॥ ৫৪
যশোদা রোহিণী এক শকটে চড়িয়া।
কোলে করি দুইপুত্র রামকৃষ্ণ লঞা ॥ ৫৫
বৃন্দাবন গিয়া গোপ কৈল পরবেশ।
জন্মিল সভার চিত্তে আনন্দ বিশেষ ॥ ৫৬
ব্রজপুর নিরমিল করিয়া মন্ত্রণা।
অর্দ্ধচন্দ্র কৈল স্থল শকটে রচনা ॥ ৫৭
দুইরূপ গোপগণ রহে বৃন্দাবনে।
বালক আসিয়া খেলে রামকৃষ্ণ সনে ॥ ৫৮
যমুনা পুলিনে বৃন্দাবন তরুগিরি।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল রাম আর হরি ॥ ৫৯
বহুবিধ বাল্যলীলা করে নারায়ণ।
হৃদয়ে আনন্দ বড় গোপ গোপীগণ ॥ ৬০
নিকটে যমুনাতট বন উপবনে।
ব্রজশিশু সঙ্গে বৎস রাখেন আপনে ॥ ৬১
বিবিধ রতন মণি বিভূষিত অঙ্গে।
সমবেশ মধুর মুরতি শিশুসঙ্গে ॥ ৬২
পীতবাস পরিধান কক্ষে শিঙ্গা আছে।
রতন পাচনী করে শিখি পুচ্ছে ॥ ৬৩

ক্ষণে বেণু বাজায় বালকগণ মেলি।
ফেলাফেলি ধাওয়া ধাই নানা খেলাখেলি ॥
বৃষরূপ ধরিয়া বৃষের ছাড়ে ডাক।
দোঁহে দোঁহা বুকাবুকি বাড়ে অনুরাগ ॥৬৫
হেন কালে এক দৈত্য বৎসরূপ ধরে।
অলক্ষিতে প্রবেশিল গোধন ভিতরে ॥ ৬৬
সকল জানেন প্রভু সর্ব্বজ্ঞশেখর।
বলরামে দেখাইল প্রভু গদাধর ॥ ৬৭
ধীর ধীর তার কাছে গেলেন শ্রীহরি।
বামহস্ত দিয়া দুই পদ ধরি ॥ ৬৮
আকাশে তুলিয়া ভ্রমায় তিনবার।
সেইক্ষণে জীবন ছাড়িল দুরাচার ॥ ৬৯
পাক দিয়া ফেলাইল কপিত্থ উপরে।
ভাঙ্গিল কপিত্থ বন তার অঙ্গ ভরে ॥ ৭০
সাধু সাধু করিয়া বাখানে শিশুগণে।
দেখিয়া বিস্মিত শিশু ভয় হৈল মনে ॥ ৭১
ইন্দ্র আদি দেব কৈলা পুষ্প বরিষণ।
আকাশে হইল শঙ্খ দুন্দুভি বাজন ॥ ৭২
শিশু সঙ্গে বাছুর চরায় এক দিনে।
কালিন্দী নিকটে তট কুশমিত বনে ॥ ৭৩
এক গোটা মহাসুর পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া লাগিল শিশুগণে চমৎকার ॥ ৭৪
বৃকাসুর নাম তার বকরূপ ধরে।
আসিয়া গোবিন্দে ধরি গিলিল সত্বরে ॥ ৭৫
তা দেখিয়া সর্ব্ব শিশু হৈল অচেতন।
প্রাণ বিনে যেরূপ ইন্দ্রিয় দেহ মন ॥ ৭৬
যেমত অগ্নির শিখা বকের অন্তরে।
পুড়িয়া মরয়ে বক গিলিতে না পারে ॥ ৭৭
বাস্ত হঞা উগরিয়া গোপালে ফেলিল।
দুই ঠোঁট মেলি বক পুনরপি আইল ॥ ৭৮
দুই হাত দিঞা প্রভু দুই ওষ্ঠ ধরি।
দুই খান করি প্রভু বকেরে সংহারি ॥ ৭৯
বিমানে থাকিয়া দেখে সুরসিদ্ধিগণে।
জয়২ শব্দ হইল ত্রিভুবনে ॥ ৮০
পারিজাত মালা লঞা যত দেবগণে।
কৃষ্ণের উপরে কৈল পুষ্প বরিষণে ॥ ৮১
মৃদঙ্গ দুন্দুভি শঙ্খ বিবিধ বাজন।
বিবিধ স্তবন কৈল সুরসিদ্ধিগণ ॥ ৮২
বকাসুর বধ করি আইল শ্রীহরি।
জীবন পাইল শিশু ভয় পরিহরি ॥ ৮৩
আলিঙ্গন দিঞা শিশু শ্রীমুখ নেহারে।
চৌদিগে বেড়িল শিশু জয় উত্তরোলে ॥ ৮৪
কৃষ্ণ লঞা ব্রজপুরে সত্বরে চলিল।
গোপগণে বিবরণ সকলি কহিল ॥ ৮৫
বিস্ময় মানিল গোপীগণে শুনি।
আনন্দ উৎসব কৈল যশোদা রোহিণী ॥ ৮৬
দেখহ অপরূপ শিশুর প্রতাপ।
কত দৈত্য কত রূপ করে উৎপাত ॥ ৮৭
নিজ কর্ম্ম পাকে তারা সবে মরি যায়।
পুণ্যফল বসে মোর কাণাঞি বেড়ায় ॥ ৮৮
অসত্য নহিলে কভু গর্গের বচন।
গর্গ ঋষি যে কহিল দেখিল লক্ষণ ॥ ৮৯
নন্দ আদি গোপগণে এই কথা কহে।
নিরবধি পরম আনন্দ চিত্তে রহে ॥ ৯০
শ্রীগুরু শ্রীগদাধর পাদপদ্ম মনে।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর বচনে ॥ ৯১

ইতি শ্রীদশমস্কন্ধে বালক্রীড়ায়াং বৎস
বকবধো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বরাড়ী রাগঃ।

একদিন নারায়ণে, সঙ্গে গোপ শিশুগণে,
ইচ্ছা কৈল ভোজন করিতে।
প্রভাতে উঠিয়া হরি, বৎসগণ সঙ্গে করি,
বিপিনে চলিলা হরষিতে ॥ ১
শিঙ্গা বেণু করি রব, আনন্দে বালক সব,
নৃত্য গীত বিবিধ খেলনে।
হাম্বা রবে বৎস ধায়, কেহ আগে পাছে ধায়,
কেহ জয় কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥ ২
হেনকালে অঘাসুর, মহাদৈত্য ঘোরতর,
কংশের আদেশে দুষ্টমতি।
সেই পথে মায়া করি, সর্প কলেবর ধরি,
মনে২ করয়ে যুগতি ॥ ৩
পুতনা ভাগিনী মোর, জ্যেষ্ঠ ভাই বকাসুর
এই কৃষ্ণ মারিল আসিয়া।
সুধিব ভাইর ধার, ভগ্নীর তর্পণ আর,
বৎস শিশুর রুধির লইয়া ॥ ৪

মারিব আমার বৈরী, বৎস শিশু সহ হরি,
ব্রজবাসী মারিব সকল।
রামকৃষ্ণ মুণ্ড লঞা, কংশেরে ভেটিবে গিয়া
তবে হৈব সকল সফল॥ ৫
প্রহরের পথ যুড়ি, মুখখান বিস্তার করি,
রহে যেন পর্ব্বত আকার।
এক ঠোঁঠ ক্ষিতি পরে, আর ওষ্ঠ অম্বরিরে
নয়ন নিমেষ ভয়ঙ্কর॥ ৬
বিকট দশনগণ, পর্ব্বত শিখর যেন,
অন্ধকার উদর ভিতরে।
জিহ্বা লহ লহ করে, ঘন শ্বাস সুসঞ্চরে,
চমকিত যতেক অম্বরে॥ ৭
দৈত্য মায়া নিরখিয়া, নিজবৎস শিশু লঞা
প্রবেশ করিল নারায়ণ।
শিশুবৎস না মরিবে, দৈত্যের সংহার হৈবে
চিন্তে প্রভু ইহার কারণ॥ ৮
তবে কৃষ্ণ প্রবেশিল, উদর ভিতরে গেল,
তবে দৈত্য চাপে মুখ খানী।
চিবিয়া করিব চূর, মনে ভাবে অঘাসুর,
দুষ্ট দৈত্য হরিব বিধান॥ ৯
উদরে প্রবেশ করি, বাড়িতে লাগিল হরি
এদশ দুয়ার নিবোধিল।
নাড়িতে নাহিক পারে, পেট চিরি দামোদরে
শিশু বৎস সহ প্রকাশিল॥ ১০
অঘাসুর বধ করি, বাহির হইল হরি,
তিন লোক দেখিল সাক্ষাতে।
আনন্দিত দেবগণ, কৈল পুষ্প বরিষণ,
স্তুতি ভক্তি কৈল প্রণিপাত॥ ১১
গীত বাদ্য স্তুতি বাণী, ব্রহ্ম লোক গেল ধ্বনি
ব্রহ্মা শুনি আইলা শীঘ্রগতি।
আকাশ মণ্ডলে থাকি, প্রভুর মহিমা দেখি
বিস্ময় ভাবিল প্রজাপতি॥ ১২
অঘাসুরে বধ করি, বৎস শিশু উদ্ধারি,
গত হৈল সর্প কলেবর।
সুখাঞা রহিল বনে, ক্রীড়া করে শিশুগণে,
চিরদিন তাহার ভিতর॥ ১৩
অঘা হেন দুরাচার, অঙ্গ পরশিয়া তাঁর,
আ। মুক্তিপদ পাইল বিদ্যমানে।
গোধন চলুক অ।

শুন রাজা পরীক্ষিত, বাল্য লীলা হরষিত,
শিশু বেশ পুরুষ পুরাণে॥ ১৪
অঘাসুর বিনাশন, বৎস শিশু বিনাশন,
গোপাল চরিত্র পুণ্য কথা।
ভাগবত আচার্য্য কহে, শুনিল দুষিত দোহে,
পরম মঙ্গল গুণ গাঁথা॥ ১৫
ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে অঘাসুর বধো
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥ তুড়ি রাগঃ॥

রাজা বলে যোগেশ্বর তুমি নারায়ণ।
তব মুখামৃত হরি কথা করি পান॥ ১
অঘাসুর বধ করি প্রভু দামোদর।
তদন্তরে কি করিল কহ মুনিবর॥ ২
কহিতে লাগিল শুকদেব মহামতি।
রাজারে বাখানে ধন্য তুমি নরপতি॥ ৩
নিরবধি হরি কথা করহ শ্রবণে।
তবুত মনুষ্য জ্ঞান মানহ আপনে॥ ৪
গুপ্ত কথা কহি রাজা শুন সাবহিতে।
সকলে বালকে কৃষ্ণ লাগিলা কহিতে॥ ৫
দেখ সবরম্য যমুনার তীর।
কোমল বালুকাভাল নিরমল নীর॥ ৬
প্রফুল্ল কমল গন্ধ ভ্রমর ঝঙ্কার।
জলচর কোলাহল শব্দ সঞ্চার॥ ৭
বেলা দুই প্রহর ভোজন করি আগে।
পশ্চাতে করিব খেলা যেন মনে লাগে॥ ৮
আগে বৎস জল পীয়ে হউক সন্তোষ।
আমি সবে ভোজন করিব নানারস॥ ৯
কৃষ্ণের আদেশে শিশু আনিব বৎসগণে।
জলপান করিয়া বাছুর গেল বনে॥ ১০
মণ্ডলী করিয়া শিশু নামিল ভূমিতে।
মাঝে কৃষ্ণ বসিলা বালক চারিভিতে॥ ১১
হরষিতে শিশুগণ কৃষ্ণেরে প্রশংসে।
বিকসিত মুখ পদ্ম অট্ট অট্ট হাসে॥ ১২
কেহ শাল পত্র আনে কেহ পদ্মদল।
কেহ নীল পত্র আনে কেহ ফল ফুল॥ ১৩
কেহ সিকা মেলিয়া ভোজন পাত্রে করে।
পর্ব্বত অঙ্কুর কেহো আনয়ে সত্বরে॥ ১৪
ভোজন করয়ে মনের হরিষে।
আপনে আপন পাত্র সবাই প্রশংসে॥ ১৫

কেহ নিজ মুখ হৈতে কৃষ্ণ মুখে দেয়।
কৃষ্ণ মুখ হইতে কেহ শীঘ্র আসি নেয়॥ ১৬
আসিঞা শ্রীমুখে তুলি দেয় শিশুগণে।
হাস পরিহাস শিশু করে নারায়ণে॥ ১৭
এইরূপে ভোজন করয়ে কৃষ্ণসনে।
তৃণলোভে বৎস যথা গেল দূরবনে॥ ১৮
অলক্ষে থাকিয়া ব্রহ্মা সকল দেখিল।
অঘাসুর বধ প্রভু যখনে করিল॥ ১৯
বিস্ময় ভাবিয়া ব্রহ্মা করে অনুমানে।
নারায়ণ হইয়া ভুঞ্জে বালকে বসনে॥ ২০
সর্ব্ব যজ্ঞ ভুঞ্জে যেই প্রভু নারায়ণ।
আভীর বালক সনে সে করে ভোজন॥ ২১
ইহার পরীক্ষা আজি দেখিব সাক্ষাতে।
এত ভাবি বৎস হরি নিল অলক্ষিতে॥ ২২
বৎস না দেখিয়া শিশু ভয় পাইল মনে।
আশ্বাস করিয়া প্রভু বাখে শিশুগণে॥ ২৩
তুমি সব ভোজন করহ বন্ধুগণে॥
বাছুর আনিতে আমি চলিব কেমনে॥ ২৪
এত বলি নারায়ণ বনে প্রবেশিল।
রামহাতে সেই রূপ কবল রহিল॥ ২৫
গিরি গুহা ত্রিশীর নিকুঞ্জ ঘোর বনে।
বাছুর খুজিয়া প্রভু বেড়ান আপনে॥ ২৬
হেন অবসরে ব্রহ্মা আসিয়া সত্বরে।
শিশুগণে হরিয়া লইল পুনর্ব্বারে॥ ২৭
পর্ব্বত গহ্বরে শিশু বৎসকে রাখিয়া।
নিজ পুরী গেল ব্রহ্মা যোগ নিদ্রা দিয়া॥ ২৮
বাছুর না পাইল যদি ত্রিজগৎপতি।
পুনর্ব্বার সেই স্থানে আইল শীঘ্র গতি॥ ২৯
তথাতে বালকগণে না দেখিল হরি।
বিস্ময় মানিঞা ক্ষণে চিন্তিল মুরারি॥ ৩০
হারাইল বালক বাছুর নাহি বনে।
সর্ব্বজ্ঞ শেখর কৃষ্ণ জানিলেন মনে॥ ৩১
ব্রহ্মার সৃজিল মায়া তায় জানিবার।
তে কারণে শিশু বৎস হরিল আমার॥ ৩২
আমিহ সৃজিব মায়া দেখুক প্রজাপতি।
বুঝিতে নারিবে ব্রহ্মা করিয়া শকতি॥ ৩৩
পিরীতি বাড়িবে সবে গোপী ধেনুগণে।
এত ভাবি হুহুকার করিলা নারায়ণে॥ ৩৪
অঙ্গে হৈতে শিশু বৎস বাহির হইল।
নিজ কলেবরে প্রভু সকল সৃজিল॥ ৩৫
যত যত শিশু বৎস যার যেন বেশ।
যার যেন মুখ দন্ত নখ লোম কেশ॥ ৩৬
যার যেন কণ্ঠ সবে বসন ভূষণ।
আপনে বালক বৎস হৈল নারায়ণ॥ ৩৭
যার যেন বৎসগণ ভিন্ন ভিন্ন করি।
নিজঘরে নিল কৃষ্ণ শিশু বেশ করি॥ ৩৮
যতেক গোপিকাগণ দেখি পুত্রগণে।
প্রেম রসে বাহু পাসরিল গোপীগণে॥ ৩৯
দুই হাত তুলিয়া বালক কোলে কৈল।
লালন করিয়া গোপী স্তন পীয়াইল॥ ৪০
দিব্য অন্ন দিঞা পান করাইল ভোজন।
এই মতে গোপীগণে করয়ে পালন॥ ৪১
হাম্বারব করিয়া যতেক ধেনুগণে।
নিজ নিজ বৎস গণে করেন আহ্বানে॥ ৪২
পূর্ব্বভাব হৈতে ভাব অধিক বাড়িল।
এইরূপ ক্রীড়া প্রভু বৎসরেক কৈল॥ ৪৩
একদিন বলরামে করিয়া সংহতি।
বৎসশিশু সঙ্গে বনে গেলা যদুপতি॥ ৪৪
পঞ্চদিন আছে আর বৎসর পূরিতে।
গোবর্দ্ধন নিকটে গেলা বৎস চরাইতে॥ ৪৫
ধেনুগণ চরে যত পর্ব্বত উপরে।
পর্ব্বতের তলে দেখে যতেক বাছুরে॥ ৪৬
বৎস প্রেমে আপনা পাসরে ধেনুগণ।
ঊর্দ্ধ গ্রীবা ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করিল গমন॥ ৪৭
নিজ নিজ বৎস লঞা যত ধেনুগণে।
ক্ষীর পান করাইল আনন্দিত মনে॥ ৪৮
আর যত গোপগণে যতন করিয়া।
ধেনু রাখিবারে না পারিল নিবারিয়া॥ ৪৯
ক্রোধ করি বলে গোপ তর্জ্জন গর্জ্জন।
বৎস লঞা হেথা তোরা আইলি কি কারণ
আজিকার গোরস সকলি কৈলি নাশ।
বৃদ্ধগোপ দেখি বুঝি কর উপহাস॥ ৫১
এইরূপ গোপগণ তর্জ্জন করিয়া।
শীঘ্রগতি আইল সবে হাতে নড়ি লঞা॥ ৫২
যেই মাত্র শিশু মুখ হৈল দরশন।
বুকের উপরে তুলি কৈল আলিঙ্গন॥ ৫৩

প্রেমরসে বাহু পাসরিল গোপগণে।
নয়নে আনন্দ জল করিছে চুম্বনে ॥ ৫৪
যতেক গোয়াল গাভী পুলক অন্তর।
দেখিয়া সবার প্রেম চিন্তে হলধর ॥ ৫৫
এসব অনেক বৎস স্তন নাহি খায়।
স্তন্য পছায়ালে প্রেম সবাকার হয় ॥ ৫৬
তবে এত বড় কেনে দেখি বিপরীত।
বুঝিতে না পারি আমি জিজ্ঞের চরিত ॥৫৭
গাভী গোপগণে বাড়ে প্রেমে সাগর।
আমার হৃদয়ে বাড়ে প্রেমর সাগর ॥ ৫৮
কোথা হৈতে আইল মায়া কাহার ঘটনা।
কিবা দেব মায়া কিবা অসুর রচনা ॥ ৫৯
প্রায় হেন মায়া বুঝি রচিল ঈশ্বরে।
অন্যের মায়াতে মোরে কি করিতে পারে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে প্রভু বলরাম।
ধ্যানেতে জানিল সবে করি প্রণিধান ॥ ৬১
বলরাম আপনে দেখিল নিজমনে।
নিজ অংশ বৎস শিশু প্রভু নারায়ণে ॥ ৬২
এতেক জানিয়া হরি করিল ইঙ্গিতে।
বলভদ্র সকল জানিল ভাল মতে ॥ ৬৩
বৎসরেক বই ব্রহ্মা দেখে দামোদরে।
শিশু বৎস লঞা হরি আনন্দে বিহরে ॥ ৬৪
তবে ব্রহ্মা চলি গেলা পর্ব্বত গহ্বরে।
নিদ্রা জায় শিশু বৎস শয্যার উপরে ॥ ৬৫
পুনরপি আইল ব্রহ্মা যথা নারায়ণ।
সানন্দে খেলান প্রভু লঞা শিশুগণ ॥ ৬৬
বিস্ময় ভাবিয়া ব্রহ্মা পুনরপি ধায়।
সেইরূপে বৎস শিশু আছয়ে তথায় ॥ ৬৭
এইরূপ গতায়াত করে প্রজাপতি।
বুঝিতে নারিল কিছু করিয়া শকতি ॥ ৬৮
কিবা এই সত্য কিবা সেই সত্য হয়।
কিবা সেই মিথ্যা কিবা এই মায়াময় ॥ ৬৯
হৃদয়ে ভাবিয়া ব্রহ্মা করিল ধ্যায়ান।
ব্রহ্মময় গোবৎসকে দেখে বিদ্যমান ॥ ৭০
নবঘন শ্যামতনু পীতবাস পরি।
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী ॥ ৭১
কিরীট কুণ্ডল হার বনমালা গলে।
কুঞ্চিত অলকাবলী ললিত কপোলে ॥ ৭২
মৃগমদ বিলেপিত কস্তুভ ভূষিত।
শিঞ্জীত মঞ্জীর চারু চরণে রঞ্জিত ॥ ৭৩
এইরূপ সকল বালক বৎস দেখি।
ভূমিতে পড়িল ব্রহ্মা মুদি দুই আখি ॥ ৭৪
মায়া আচ্ছাদনে হরি ব্রহ্মা আচ্ছাদিল।
কেবল মোহিয়া যেন বিরিঞ্চি উঠিল ॥ ৭৫
নয়ন মিলিল ব্রহ্মা অনেক যতনে।
ফিরিয়া চৌদিকে চাহে স্তম্ভিত লোচনে ॥ ৭৬
সমুখে দেখিলেন ব্রহ্মা শ্রীবৃন্দাবন।
রতনেতে খচিত প্রফুল্ল তরুগণ ॥ ৭৭
ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা মৃর্ত্যু নাহি বৃন্দাবনে।
বৈরীভাব নাহি সদা কৃষ্ণ গুণগানে ॥ ৭৮
সজল নয়নে ব্রহ্মা করে নিরীক্ষণ।
গোপশিশু সঙ্গে তথা খেলে নারায়ণ ॥ ৭৯
কৃষ্ণের বিমল লীলা দেখি প্রজাপতি।
চরণে পড়িল ব্রহ্মা লোটাইয়া ক্ষিতি ॥ ৮০
পদযুগ পরশিল মুকুট শিখর।
প্রণত কন্ধর শিরে যুড়ি দুই কর ॥ ৮১
লোমাঞ্চিত কলেবর সজল নয়ন।
সভয় হৃদয় ব্রহ্মা না ফুটে বচন ॥ ৮২
শ্রীযুক্ত গদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৮৩

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রহ্ম মহোপ-
নোদনং নাম ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ। ॥ ১৩ ॥

যথারাগঃ ॥

সঘন কম্পিত অঙ্গ গদ২ স্বরভঙ্গ,
সজল নয়ন পড়ি ক্ষিতি।
নিজ অপরাধ মানি, কাকুতি মিনতি বাণী
চরণে পড়িল প্রজাপতি ॥ ১
তুমি ব্রহ্ম সর্ব্বাশ্রয়, তুমি সে সংসারময়,
বেদমন্ত্র তুমি ভগবান।
তুমি হরি কল্পতরু, তুমি সে জগতগুরু,
না জানিনু আমি হতজ্ঞান ॥ ২
তুমি ব্রহ্ম সর্ব্বাশ্রয়, তুমি সে সংসারময়,
বেদ মন্ত্র তুমি ভগবান্।
তুমি হরি কল্পতরু, তুমি সে জগত গুরু,
না জানিনু আমি হতজ্ঞান ॥ ৩

তুমি প্রভু নিরঞ্জন, বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন,
তুমি সূক্ষ্ম স্থূল বলবান।
সংসার অসার যত, তুমি মূল সর্ব্ব তত্ব,
রাত্রি দিন তুমি সে বিধান॥ ৪
আকাশ পাতাল ভূমি, নক্ষত্র মণ্ডল তুমি,
চন্দ্র সূর্য্য তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
সকল ব্রহ্মাণ্ড পতি, পুরুষ প্রকৃতি রতি,
সৃষ্টি স্থিতি তুমি সে প্রলয়॥ ৫
নমো প্রভু জয় জয়, তুমি সে করুণাময়,
না জানিয়া অপরাধ করি।
নমো হরি জগন্নাথ, ক্ষম মোর অপরাধ,
তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু হরি॥ ৬
শুন প্রভু চক্রধর, অপরাধ ক্ষম মোর,
তত্ব জানিবারে নরহরি।
আমি অতি মন্দবুদ্ধি আমি সে কৈতব সিদ্ধি,
তোমার উপরে মায়া করি॥ ৭
তুমি প্রভু পরাৎপর, তুমি সর্ব্ব মায়াধর,
না বুঝি যে আমি হীনমতি।
রজো গুণে মায়া করি, শিশু বৎস নিনু হরি
ক্ষম প্রভু কর অব্যাহতি॥ ৮
তুমি হরি স্থূল কায়া, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মায়া,
গতায়াত করে লোম কূপে।
কত হয় কত যায়, কেবা তার অন্তপায়,
কোটি কোটি পুরুষাত্মরূপে॥ ৯
তান এক ব্রহ্মাণ্ডেতে, সৃষ্টি করি হরিষিতে
তোমার অজ্ঞাতে নিরন্তর।
আমি হেন মতিচ্ছন্ন, না জানি তোমার মর্ম্ম
ক্ষম মোরে তুমি সর্ব্বেশ্বর॥ ১০
প্রলয় সাগর জলে, এনাভি কমল দলে,
অজ হঞা জনম আমার।
এই সে ভরসা করি, না কর বিচ্ছেদ করি,
আমি প্রভু তনয় তোমার॥ ১১
জননীর গর্ভ স্থলে, ছাওয়ালে চরণ তোলে,
মায়ে কি তাহার দোষ লয়।
নারায়ণ পুত্র আমি, তুমি প্রভু অন্তর্যামী,
পুত্রদোষ ক্ষম মহাশয়। ১২॥
সেই নারায়ণ তুমি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বামী,
তুমি সব জীবের আশ্রয়।
সত্ব রজঃ তমোগুণ, ষড় ধাতু কালপূর্ণ,
বেদ সাক্ষী তুমি সর্ব্বময়॥ ১৩
এতস্তুতি নিবেদন, করিল চতুরানন,
প্রসন্ন হইল চক্রপাণী।
ব্রহ্মস্তুতি প্রতিবন্ধ, প্রেমরস সুধানন্দ,
ভাগবত আচার্য্যের বাণী॥ ১৪

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতির্নাম
চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

প্রণত কন্ধরে ব্রহ্মা করিছে স্তবন।
চাতুরি করিয়া কিছু কহে নারায়ণ॥ ১
না বল না বল ব্রহ্মা এসব বচন।
তুমি সৃষ্টি পতি আমি আহীর নন্দন॥ ২
সর্ব্ব জীবে হৃদি বৈসে নারায়ণ হয়।
সেই তব পিতা তুমি তাঁহার তনয়॥ ৩
আমাকে জনক বল কোন প্রয়োজন।
কি হেতু করহ স্তব না বুঝি কারণ॥ ৪
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা কহে আরবারে।
কেন বিড়ম্বন প্রভু করহ আমারে॥ ৫
প্রলয় সাগরে যেই কৈল অবতার।
সেই নারায়ণ এক মুরতি তোমার॥ ৬
সেই সত্য হয় নহে না জানিনু তবে।
তোমার মায়াতে মোর ভ্রম হয় চিত্তে॥ ৭
জগত আশ্রয় নারায়ণ কলেবর।
তুমি তাঁর মূল স্থিতি তুমি সর্ব্বেশ্বর॥ ৮
কমলের দলে আমি শতেক বৎসরে।
প্রবেশ করিয়াছিনু মৃণাল ভিতরে॥ ৯
শতেক বৎসর ধরি ভ্রমি যে উদরে।
অন্ত না পাইয়া পুনঃ আইনু বাহিরে॥ ১০
পুনঃ পুন দেখি কিছু নহে বিস্ময়মানে।
অনুমানে বুঝি তুমি সেই নারায়ণে॥ ১১
সেই নারায়ণ রূপ না দেখিনু আর।
এবে সে জানিনু প্রভু মহিমা তোমার॥ ১২
এই অবতারে তুমি নিজ জননীরে।
বিশ্ব দেখাইলে প্রভু মুখের ভিতরে॥ ১৩
তোমার মায়াতে বিশ্ব আচ্ছাদন করে।
সেই নিজ মায়া প্রভু দেখাইলে মোরে॥ ১৪
প্রথমে আছিলে তুমি নন্দের নন্দন।
আপনার অংশে হৈলে বৎস শিশুগণ॥ ১৫

যত বৎস শিশুগণ চতুর্ভুজ রূপ।
মোরে দেখাইলে প্রভু অনন্ত স্বরূপ ॥ ১৬
আমি আদি করি যত আব্রহ্ম পর্য্যন্ত।
স্তুতি ভক্তি সেবা করে হঞা মূর্ত্তিবন্ত ॥ ১৭
অনাদির আদি ব্রহ্ম অমৃত বিহার।
না বুঝি তোমার মায়া বড় চমৎকার ॥ ১৮
করযোড়ে প্রজাপতি এত স্তুতি কৈল।
সন্তোষ হইয়া কৃষ্ণ ব্রহ্মা আশ্বাসিল ॥ ১৯
আজ্ঞাশিরে ধরিয়া চলিলা প্রজাপতি।
যথা স্থানে শিশু গোবৎস আনি শীঘ্রগতি ॥২০
প্রদক্ষিণ করি পদে করিয়া প্রণাম।
আনন্দে হৃদয়ে ব্রহ্মা গেলা নিজধাম ॥ ২১
এই রূপে পরে পূর্ণ বৎসর হইল।
বিষ্ণু মায়া শিশুগণ কিছু না জানিল ॥ ২২
মণ্ডলী করিয়া আছে করিতে ভোজন।
হেন কালে বৎস লইয়া আইল নারায়ণ ॥ ২৩
সেই রূপ শিশু সঙ্গে ভোজন করিয়া।
যার যেই গৃহে গেলা বাছুর লইয়া ॥ ২৪
সব শিশুগণ কহে গৃহে আপনার।
মহা এক সর্প কৃষ্ণ করিল সংহার ॥ ২৫
মহা ভয়ঙ্কর সর্প পর্ব্বত আকার।
সর্পমারি আমা সবার করিল উদ্ধার ॥ ২৬
গোপ গোপীগণে শুনি বিস্মিত হইল।
কেবল ঈশ্বর রক্ষা আসিয়া করিল ॥ ২৭
পুলিন ভোজন আর গোবৎস হরণ।
ব্রহ্ম স্তুতি ভক্তি ভাবে যে করে শ্রবণ ॥ ২৮
অশেষ সম্পদ তাঁর বাড়ে দিনে দিনে।
সর্ব্ব পাপ হরে ভক্তি হয় নারায়ণে ॥ ২৯
ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর গান ॥ ৩০

ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে বৃন্দাবন।
ক্রীড়ায়াং পুলিন ভোজন গোবৎস হরণ
ব্রহ্মস্তুতিনাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শুকদেব বলে রাজা শুন মহাহিতে।
এখন কহিব কৃষ্ণ লীলা বিধিমতে ॥ ১
পঞ্চম বর্ষের উর্দ্ধে দশের ভিতর।
পৌগণ্ড যাহারে বলে শুন নরেশ্বর ॥ ২
পৌগণ্ড রূপেশ হরি খেলে নানারঙ্গে।
বিহার করয়ে রামকৃষ্ণ শিশুসঙ্গে ॥ ৩
এক দিন রামকৃষ্ণ সহ শিশুগণে।
ধেনু চরাইতে গেলা বৃন্দাবন বনে ॥ ৪
ফল ফুলনাম্বিত হইয়াছে তরুগণে।
কৃষ্ণ পদ দেয় সবে হরষিত মনে ॥ ৫
ফল ফুলে বৃক্ষ তার চরণ পরশে।
তরুগণে দেখি কৃষ্ণ মনে মনে হাসে ॥ ৬
বলভদ্র কহে অহে শুন নারায়ণ।
ফল ফুল দিঞা পূজা করে বৃক্ষগণ ॥ ৭
তরু জন্ম কৃতগণ পাপ করিতে খণ্ডন।
পল্লব পুষ্পেতে করে চরণ বন্দন ॥ ৮
ধন্য তরু লতা তৃণ ধন্য বৃন্দাবন।
ধন্য নদী যমুনা কালিন্দী গোবর্দ্ধন ॥ ৯
কমলা বন্দিত পদ ভাবে ঋষিগণে।
হেনপদ পরশ করিল তরুগণে ॥ ১০
বলরাম বচন শুনিয়া গদাধর।
হাসিতে লাগিল প্রভু না দিল উত্তর ॥ ১১
খেলিতে লাগিলা প্রভু যত শিশুসঙ্গে।
কেহ খায় কেহ গায় কেহ নাচে রঙ্গে ॥ ১২
কতদূরে দেখে শিশু মহা তালবন।
সৌরভ বহিছে বনে সুন্দর পবন ॥ ১৩
শিশুগণ বলে তবে শুনহে কানাই।
তালবন গিয়া সবে চল তাল খাই ॥ ১৪
শিশুগণ বচন শুনিয়া গদাধর।
বলরাম সঙ্গে হরি চলিল সত্বর ॥ ১৫
বলভদ্র তালবনে প্রবেশ করিল।
দুই হাতে গাছধরি নাড়িতে লাগিল ॥ ১৬
গাছের ঝাঁকনে গাছ কাঁপিল সকল।
ভূমিতলে পড়িল সকল তালফল ॥ ১৭
বৃক্ষের চালনে শব্দ হৈল ঘোরতর।
শুনিঞা ধেনুক দৈত্য ধাইল সত্বর ॥ ১৮
উর্দ্ধমুখে ধায় দৈত্য শব্দ অনুসারে।
তরুগিরি পৃথিবী কাঁপয়ে পদভরে ॥ ১৯
গাধার আকৃতি দৈত্য মহা ভয়ঙ্কর।
দুই পদ তুলি কৈল রামেরে প্রহার ॥ ২০
পদাঘাত করি দৈত্য পড়ে কতদূর।
পুনরপি আইল দৈত্য গর্জ্জিয়া নিষ্ঠুর ॥ ২১

ঊর্দ্ধপদ করি দৈত্য ধায় আরবার।
রামের হৃদয়ে লাথি মারে দুরাচার॥ ২২
বিকট দশন মুখ ভ্রুকুটি করিয়া।
রামেরে খাইতে যায় বদন মেলিয়া॥ ২৩
দৈত্যের বিক্রম দেখি প্রভু হলধর।
চরণে ধরিল তার দিয়া বামকর॥ ২৪
আকাশে ভ্রমিয়া মারে নিষ্ঠুর আছাড়।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড়॥ ২৫
ভ্রমিয়া ফেলিল রাম গাছের উপরে।
ভাঙ্গিল অনেক গাছ দৈত্য অঙ্গভরে॥ ২৬
ধেনুকের অনুগত যত দৈত্য ছিল।
রামকৃষ্ণ মারিবারে সত্বরে আইল॥ ২৭
চৌদিকে বেড়িল দৈত্য মাঝে দুইভাই।
কোন দৈত্য রাম কাহারে কানাই॥ ২৮
দুই হাতে রামকৃষ্ণ দৈত্য পদধরে।
আকাশে তুলিয়া মারে গাছের উপরে॥ ২৯
এইরূপে দৈত্য সব হইল নিধন।
দৈত্য কলেবরে পূর্ণ হৈল তালবন॥ ৩০
দেখিয়া দোঁহার কর্ম্ম যত দেবগণ।
অন্তরীক্ষে থাকি করে পুষ্প বরিষণ॥ ৩১
ধেনুকের ভয়ে পূর্ব্বে নরমৃগীগণে।
কেহবা যাইত তালবন সন্নিধানে॥ ৩২
কৃষ্ণের প্রসাদে সবার হইল মঙ্গল।
এবে নর মৃগী আসি খায় তালফল॥ ৩৩
তবে যত শিশুগণ তাল লঞা করে।
তাল খায় ব্রজশিশু আনন্দ অন্তরে॥ ৩৪
অনুগত শিশুগণ নাচে চারি পাশে।
করতালি দিয়া সবে রামেরে প্রশংসে॥ ৩৫
তালভঙ্গ করি হরি চলিল মন্দিরে।
যশোদা রোহিণী শুনি হরিষ অন্তরে॥ ৩৬
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান।
শ্রবণ করিলে হয় ভবপরিত্রাণ॥ ৩৭

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে তালবন ভঙ্গ ধেনুকাসুর নাম ষষ্ঠদশোধ্যায়ঃ। ১৬

নটরাগঃ॥

মুনি বলে শুন রাজা অদ্ভুত কথন।
যেরূপে কালীয় দমন কৈল নারায়ণ। ১
একদিন হলধর নাহি গেল বনে।
শিশুসব সঙ্গে হরি চলিলা আপনে॥ ২
ধেনু লঞা গেল কৃষ্ণ কালিন্দীর তীরে।
জলপানে শিশুবৎস চলিল সত্বরে॥ ৩
তৃষ্ণাযুত হয়ে সবে কৈল জলপান।
বিষজল পান করি হরিল গেয়ান॥ ৪
শিশুবৎস ঢলিয়া পড়ি ক্ষিতিতলে।
সর্ব্বজ্ঞ শেখর হরি জানিল অন্তরে॥ ৫
অমৃত নয়নে দৃষ্টি দিল নারায়ণ।
হাম্বা হাম্বা রবে উঠে শিশু বৎসগণ॥ ৬
সুবিস্ময়ে হয় শিশু মুখামুখি চাই।
কৃষ্ণ অনুগ্রহে প্রাণ পাইনু সবাই॥ ৭
রাজা বলে যোগেশ্বর কহ বিবরণ।
কি কারণে শিশুবৎস হরিল চেতন॥ ৮
শুকদেব বলে তবে শুন নরেশ্বর।
যমুনাতে ছিল এক হ্রদ ভয়ঙ্কর॥ ৯
তাহার ভিতরে সে কালীয় নাগ বৈসে।
বিষজলময় সর্ব্ব তায় মহাবিষে॥ ১০
তাহার উপরে কোন জীব না সঞ্চরে।
উড়িয়া যাইতে পাখি তৎক্ষণে মরে॥ ১১
শতধনু পর্য্যন্ত যুড়িয়া দুই তীর।
বৃক্ষ তৃণ নাহি তথা বিষময় নীর॥ ১২
সবে মাত্র আছে কেলি কদম্ব সুন্দর।
কালিন্দীর তীরে আছে হইয়া অমর॥ ১৩
কালীয় দমন হেতু ত্রিজগতপতি।
কদম্বের গাছে কৃষ্ণ উঠে শীঘ্রগতি॥ ১৪
দৃঢ় করি পরিকর বাঁধিল আটীয়া।
কালীয় দহেতে কৃষ্ণ পড়িল ঝাঁপিয়া॥ ১৫
ক্ষোভিত কালীয় রাজ কম্পিত অন্তরে।
ঘনশ্বাসে বিষজলে উথলিল নীরে॥ ১৬
সসৈন্যে কালীয় আসি কৃষ্ণের বেড়িল।
নাগপাশে বান্ধি অঙ্গে দংশিতে লাগিল॥ ১৭
নাগগণে বেষ্টিত সকল কলেবর।
অচেতন রহে প্রভু সর্পের ভিতর॥ ১৮
যতেক বালকগণ দেখি নারায়ণ।
ভূমিতে পড়িয়া কাঁদে হঞা অচেতন॥ ১৯
এসব বৃত্তান্ত শুনি যত গোপগণে।
নন্দ আদি গোপ ধায় সজল নয়নে॥ ২০

যশোদা রোহিণী ধায় গমন ত্বরিতে।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ নগর সহিতে ॥ ২১
সর্ব্বতত্ত্ব জানেন আপনে হলধর।
ঈষৎ হাসিল রাম না দিল উত্তর ॥ ২২
ব্রজবাসীগণ সব কান্দিয়া চলিল।
কালিন্দীর তীরে সবে গিয়া উত্তরিল ॥ ২৩
শিশুগণ কান্দিতেছে অচেতন হঞা।
ধেনু বৎস কান্দে সব কৃষ্ণমুখ চাঞা ॥ ২৪
যশোদা রোহিনী কান্দে বুক করে হানে।
কান্দিয়া আকুল নন্দ যত গোপগণে ॥ ২৫
কালীদহে ভাষে কৃষ্ণ জলের উপরে।
ভুজঙ্গ বেষ্টিত অঙ্গ শ্যাম কলেবরে ॥ ২৬
কালি দহে ঝাপ দিতে যায় গোপীগণে।
বলভদ্র নিবারি রহিল সর্ব্বজনে। ২৭
দেখিয়া সবার শোক প্রভু দামোদর।
বাড়িতে লাগিল কৃষ্ণ নিজ কলেবর ॥ ২৮
ছিড়িল সর্পের অঙ্গ খসিল বন্ধন।
ভয়েতে পলায় নাগ লইয়া জীবন ॥ ২৯
নাগের বিমুখ দেখি কদ্রুর নন্দন।
সহস্র বদন যেন জ্বলে হুতাশন ॥ ৩০
মণ্ডলি করিয়া হরি ফিরে চারি পাশে।
কালীয় ভ্রমর কৃষ্ণে দংশিবার আশে ॥ ৩১
সহস্র বদন তুলি ফিরে নিরন্তর।
লম্ফ দিয়া উঠে কৃষ্ণ ফণার উপর ॥ ৩২
যেই ফণা তুলি আইসে কদ্রুর কুমার।
সেই ফণা পরে কৃষ্ণ উঠে আরবার ॥ ৩৩
এই রূপে সর্ব্ব ফণা তোলে বিষধর।
চরণ সন্ধানে নৃত্য করে দামোদর ॥ ৩৪
কৃষ্ণের তাণ্ডব নৃত্য চরণ প্রহারে।
ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ শির রুধির উপরে ॥ ৩৫
সহস্রেক ফণা আর তুলিতে না পারে।
সহিতে না পারে ভার ব্যাকুল অন্তরে ॥ ৩৬
হৃদয়ে ভাবিয়া নাগ পশিল শরণ।
এইবার করুণাকর প্রভু নারায়ণ ॥ ৩৭
দেখিয়া পাতর দুঃখ নাগ পত্নীগণে।
শোকেতে আকুল হঞা পড়িল চরণে ॥ ৩৮
স্তুতি করে নাগ পত্নী লোটাইয়া ক্ষিতি।
প্রভুর চরণে ভিক্ষা মাগে নিজপতি ॥ ৩৯

দেবের দেবতা তুমি কৃত পাপী মোর স্বামী
নিবারিলে মদ অহঙ্কার।
তুমি প্রভু নারায়ণ, তুমি সে সবার প্রাণ,
সবদণ্ড করিলে ইহার ॥ ৪০
সর্ব্ব শক্তি গতি রতি, তুমি সে সবার পতি,
নারি জাতি মোরা আগেয়াণ।
না জানি ভকতি স্তুতি, কর প্রভু অব্যাহতি
কৃপা করি স্বামী দেহ দান ॥ ৪১
কোন পুণ্য বিষধরে, চরণ ধরিল শিরে,
যে পদ বাঞ্ছয়ে ঋষীগণ।
কিবা নাগ ভাগ বশে, হেথা আসি হৃষীকেশে
নাগ কুল করিলে তারণ ॥ ৪২
সর্প জাতি খল চিত্ত, না জানি তোমার তত্ত্ব
তুমি ব্রহ্ম পুরুষ পরাণ।
ছাড় প্রভু নিজ মায়া, সর্প রাজে কর দয়া
এই ভিক্ষা মাগি ভগবান ॥ ৪৩
তম গুণ মোর পতি, মদগর্ব্ব খল মতি,
না জানি কি পূর্ব্বে পুণ্য ছিল।
ভব ব্রহ্মা ধ্যান করে, লক্ষ্মী সেবে নিরন্তরে,
হেন পদ মস্তকে পড়িল ॥ ৪৪
নমঃ কৃষ্ণ নারায়ণ, নমোনম জনার্দ্দন,
নমো প্রভু জগত ঈশ্বর।
নম হৃষীকেশ হরে, দীন হীন দেখি মোরে,
স্বামী দান মাগি এই বর ॥ ৪৫
শিরেতে যুড়িয়া হাত, ঘন ঘন প্রণিপাত,
স্তুতি করে নাগ পত্নীগণ।
ভাগবত আচার্য্য বলে, পড়িল চরণ তলে,
সদয় হইল নারায়ণ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে কালীয় দমন নাগপত্নী স্তুতির্ণাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥১৭॥

এতস্তুতি কৈল যদি নাগের রমণী।
ফণি ফণা হৈতে নাম্বিলা যদুমণি ॥ ১
মূর্চ্ছিত হইয়া নাগ পড়ে কত দূর।
সহস্র বদনে শ্বাস বহিছে প্রচুর ॥ ২
ভাঙ্গিল মাথায় রুধির স্রবিল।
অনেক যতনে ফণি নয়ন মিলিল ॥ ৩
সাক্ষাতে পরম ব্রহ্ম দেখি ফণিপতি।
দণ্ডবৎ করি পড়ে লোটাইয়া ক্ষিতি ॥ ৪

সহস্র বদনে ফণি ধরিয়া চরণ।
নিবেদন করে কিছু কদ্রুর নন্দন॥ ৫
না জানিনু আমি খল দুষ্ট দুরাচার।
কৃপা করি শিরে পদ রাখিলে আমার॥ ৬
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে সংহার।
সর্ব্ব জীব গতি পতি তুমি সর্ব্বসার॥ ৭
আকাশ পাতাল ভূমি যত জীবগণ।
চারিবেদ তন্ত্র মন্ত্র তোমার সৃজন॥ ৮
সত্ত্ব রজস্তম তুমি চারি রস তুল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুমি সর্ব্ব মূল॥ ৯
বিষদর্পে মদ গর্ব্ব বাড়িল আমার।
চরণ প্রহারে মোর কৈলে প্রতিকার॥ ১০
এক নিবেদন হরি তোমার চরণে।
বুঝিয়া করহ দণ্ড যেবা লয় মনে॥ ১১
গরুড় আমার ভাই বিনতা কুমার।
সদাই করয়ে হিংসা আমা সবাকার॥ ১২
তাঁর ভয়ে রম্য দ্বীপ ছাড়িলা গগণে।
যমুনার হ্রদে আসি রহি তে কারণে॥ ১৩
শরণ আগত জন চরণে তোমার।
নিগ্রহ করহ কিবা কর প্রতিকার॥ ১৪
কালি নাগ বচন শুনিঞা গদাধর।
অঙ্গ পরশিয়া নাগে দিল কাম্যবর॥ ১৫
গরুড় শরণ হরি করিলা ত্বরিতে।
সখা করি দিল নাগে খগেন্দ্র সহিতে॥ ১৬
পরিবার সঙ্গে নাগ নড় হেথা হৈতে।
রম্যদ্বীপে চল তুমি গমন ত্বরিতে॥ ১৭
মোর পদ চিহ্ন শিরে রহিল সবার
গরুড় আসিঞা সর্পে না খাইবে আর॥ ১৮
হৃদয়ে ভাবিয়া ফণি মালা লঞা।
কৃষ্ণের চরণ পূজে শত দল দিঞা॥ ১৯
কুঙ্কুম কস্তুরি দিল অগুরু চন্দন।
রত্নমালা গলে দিল বসন ভূষণ॥ ২০
আজ্ঞাশিরে ধরি চলে কদ্রুর নন্দন।
পরিবার সহ আর যত সর্পগণ॥ ২১
প্রদক্ষিণ করি পদে করিয়া প্রণাম।
রম্য দ্বীপে গেল ফণি যথা পূর্ব্ব স্থান॥ ২২
যমুনার হ্রদ হৈতে উঠিলা মুরারি।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ মণিমালা পরি॥ ২৩
কৃষ্ণ অঙ্গ পরশনে যমুনার জল।
অমৃত সমান হৈল অতি সুশীতল॥ ২৪
গদাধর পাদপদ্ম করিয়া ধেয়ান।
ভাগবত আচার্য্যের কৃষ্ণ গুণ গান॥ ২৫

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে কালীয় স্তব রম্যদ্বীপে গমন নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥১৮॥

কেদাররাগ॥

রাজা বলে যোগেশ্বর কহ বিবরণ।
যমুনার হ্রদে ফণি রহে কি কারণ॥ ১
শত ধনু পর্য্যন্ত যমুনা দুই কূলে।
বৃক্ষ তৃণ নাহি ছিল যার বিষজলে॥ ২
হেন মহাবিষেতে কদম্ব তরুবর।
কেমনে পাইল রক্ষা কহ যোগেশ্বর॥ ৩
শুক বলে মহাজ্ঞানী তুমি নৃপবর।
যেরূপে হইল দ্বন্দ্ব খগ ফণিধর॥ ৪
পূর্ব্বে গরুড় আসি সর্প ধরি খায়।
দেখিয়া বাসুকী নাগ চিন্তিল উপায়॥ ৫
খগেন্দ্র ফণীন্দ্র বলে মধুর বচনে।
মাসান্তরে তব পূজা দিবে নাগগণে॥ ৬
এক গুটি সর্প আর উপহার রসে।
বৃক্ষ মূলে দিব বলি পূর্ণিমা দিবসে॥ ৭
এইরূপে নিয়ম করিল ফণিপতি।
সন্তোষ হইল তাহে খগ মহামতি॥ ৮
কালিয়কে নাগ রাজা বাসুকি করিয়া।
তপস্যা করিতে গেল বনে প্রবেশিয়া॥ ৯
রম্যদ্বীপে রাজা হৈল কালি বিষধর।
বিষদর্পে মদ গর্ব্ব বাড়িল বিস্তর॥ ১০
কদ্রুর কুমার বলে শুন নাগগণ।
গরুড়েরে বলি তোরা দেহ কি কারণ॥ ১১
আমার বচনে তোরা চলি যাহ ঘরে।
না জানে খগেন্দ্র আমি হৈল নাগেশ্বরে॥১২
নিষেধ করিয়া ফণি গেল নিকেতন।
হেনকালে উপনীত বিনতা নন্দন॥ ১৩
গরুড় কহিল ওহে শুন ফণিপতি।
সর্প হঞা অবজ্ঞা করিলি দুষ্ট মতি॥ ১৪

আজি তোরে সমদণ্ড করিব এখনি।
তোর পাপে সবংশে মারিব সব ফণি ॥ ১৫
গরুড় বচনে কোপে কদ্রুর নন্দন।
কম্পিত অধর অঙ্গ ঘূর্ণিত লোচন ॥ ১৬
কালিয় বলিল খগ নাহি বাস লাজ।
পক্ষ হঞা পূজা নিবে নাগের সমাজ ॥ ১৭
হেথা হৈতে যাহ পক্ষ লইয়া জীবন।
অনুজ বলিয়া ক্ষমা করিনু এখন ॥ ১৮
ফণীন্দ্র বচনে পক্ষ শীঘ্র গতি উঠে।
আঁচড় কামড় অঙ্গে মারে পক্ষ সাটে ॥ ১৯
গরুড়ে বেড়িয়ে ফণি বান্ধে নাগ পাশে।
সহস্র বদনে অঙ্গ ঘন ঘন দংশে ॥ ২০
এইরূপ সংগ্রাম হইল বহুদিন।
যুদ্ধ পরিশ্রমে ফণি হৈল বল ক্ষীণ ॥ ২১
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল ফণিপতি।
পাছে খেদাড়িয়া পক্ষ ধায় শীঘ্রগতি ॥ ২২
পলায় কদ্রুর সুত লইয়া জীবন।
সপ্ত দ্বীপ গিরি গুহা বন উপবন ॥ ২৩
ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভ্রমিল ফণীশ্বর।
যথা যায় পাছে ধায় বিনতা কোঙর ॥ ২৪
না দেখি নিস্তার নাগ হৃদয়ে ভাবিয়া।
যমুনার হ্রদে শীঘ্র প্রবেশিল গিয়া ॥ ২৫
যেই মাত্র দহ মধ্যে কলিয় পশিল।
দেখিয়া বিনতা সুত বাহুড়িয়া গেল ॥ ২৬
পরীক্ষিত বলে গুরু কহিবে বিশেষ।
গরুড় না কৈল কেনে হ্রদে পরবেশ ॥ ২৭
কি হেতু বাঁচিল সর্প হ্রদেতে আসিঞা।
খগেন্দ্র ফিরিল কেনে যমুনা দেখিয়া ॥ ২৮
মুনি বলে নরপতি কর অবধান।
কহিব পূর্ব্বের কথা ব্যাসের বর্ণন ॥ ২৯
সুধাপান করিয়া গরুড় এক কালে।
আসিয়া বসিল কেলি কদম্বের ডালে ॥ ৩০
গাছের ডালেতে ওষ্ঠ মুছিল সত্বর।
সুধা পরশনে বৃক্ষ হইল অমর ॥ ৩১
আছিল সৌভরি মুনি মহা যোগেশ্বর।
যমুনার জলে তপ করে নিরন্তর ॥ ৩২
এক গুটি শৈল মৎস্য পরিবার লঞা।
মুনির নিকট ভ্রমে কৌতুক করিঞা ॥ ৩৩
জলের ভিতরে মৎস্য আনন্দে বিহরে।
ধ্যান ছাড়ি কৌতুক দেখয়ে মুনিবরে ॥ ৩৪
হেন কালে মৎস্য দেখি বিনতা কুমার।
সফরী ধরিয়া শীঘ্র করিল আহার ॥ ৩৫
দেখিয়া সৌভরি ঋষি ব্যথিত অন্তর।
কম্পিত অধর অঙ্গ কহে মুনিবর ॥ ৩৬
আরে আরে দুষ্ট পক্ষ কৈল কোন কর্ম্ম।
বিষ্ণুর বাহন হঞা করিলি অধর্ম্ম ॥ ৩৭
আমার আশ্রিত মৎস্য খাও দুরাচার।
সমোচিত দণ্ড তোর করিব ইহার ॥ ৩৮
আজি হৈতে এই স্থানে যখন আসিবি।
মৎস্য ধরি খাবি কিবা জল পরশিবি ॥ ৩৯
মস্তক কাটিবে তোর হইবে মরণ।
কখন অসত্য নহে আমার বচন ॥ ৪০
বিহঙ্গমে সাপিল সৌভরি তপোধন।
এ সব বৃত্তান্ত জানে কদ্রুর নন্দন ॥ ৪১
তেকারণে হ্রদে বাস কৈল নাগগণে।
গরুড় ফিরিয়া গেল এই সে কারণে ॥ ৪২
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই শুন নৃপ মুনি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৪৩
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
হ্রদ হৈতে উঠিলেন নন্দের নন্দনে ॥ ৪৪
পুলকে পুরিল নন্দ যত গোপগণ।
আলিঙ্গন দিঞা কৈল বদন চুম্বন ॥ ৪৫
যশোদা রোহিণী আদি যত গোপীগণে।
প্রেম পুলকিত অঙ্গ সজল নয়নে ॥ ৪৬
ধেনু বৎস শিশুগণ হৈল আনন্দিত।
যত ব্রজবাসিগণ প্রেমে আমোদিত ॥ ৪৭
এ সব বৃত্তান্ত প্রভু জানে বলরাম।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি হাসে মতিমান। ৪৮
কৃষ্ণে কোলে করিয়া বসিলা মহাশয়।
প্রেমে পুলকিত রাম আনন্দ হৃদয় ॥ ৪৯
নন্দরে বেড়িয়া কহে যত দ্বিজগণে।
দংশিল পাপিষ্ঠ নাগ তোমার নন্দনে ॥ ৫০
বাঁচিল তোমার পুত্র দ্বিজ আশীর্ব্বাদে।
কেবল তোমার পুণ্যে দেবের প্রসাদে ॥ ৫১
এই রূপ প্রসঙ্গ করিয়া সর্ব্বজন।
সে রাত্রি রহিল তথা করিয়া শয়ন ॥ ৫২

গুঞ্জীবন নামে তথা কানন আছিল।
গোপ গোপীগণ আদি তথাই রহিল ॥ ৫৩
সেই বনে দাবাগ্নি হইল নিশাকালে।
বিস্ময় ভাবিয়া গোপ চৌদিগ নেহালে ॥ ৫৪
ভয়েতে আকুল সবে দেখি হুতাশন।
কৃষ্ণের আগেতে গিঞা কহে গোপগণ ॥ ৫৫
বেড়িল দারুণ অগ্নি দেখ গদাধর।
রক্ষাকর নিজগণে করুণা সাগর ॥ ৫৬
অনেক সঙ্কটে রক্ষা কৈলে শিশুগণে।
আজি গোপগণে রক্ষা কর হুতাশনে ॥ ৫৭
গোপগণে উপদেশ কহে ভগবান।
ঈশ্বর ভাবনা কর মুদি দুনয়ান ॥ ৫৮
কৃষ্ণের বচনে গোপ রহে ধ্যান করি।
একই চুম্বকে অগ্নি পান কৈল হরি ॥ ৫৯
গোপগণে দেখি অগ্নি নির্ব্বাণ হইল।
কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করি রজনী রহিল ॥ ৬০
প্রভাতে উঠিয়া নন্দ ব্রজপুরে গিঞা।
শান্তি যজ্ঞ দান কৈল ব্রাহ্মণ আনিঞা ॥ ৬১
ভাগবত আচার্য্যের পয়ার বচন।
সুখে যেন ভাগবত বুঝে সর্ব্বজন ॥ ৬২

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে দাবাগ্নি মোক্ষ নাম উনবিংশতি অধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বসন্তরাগঃ।

এক দিন নারায়ণ লঞা শিশুগণ।
বলরাম সঙ্গে বনে করিলা গমন ॥ ১
ধেনু বৎস আগে করি বালকের সঙ্গে।
হাস পরিহাস প্রভু নৃত্য গীত রঙ্গে ॥ ২
উত্তরিল শিশুগণ ভাণ্ডি সন্নিধানে।
কৌতুক করিয়া খেলা খেলে শিশুগণে ॥ ৩
নিয়ম করিল শিশু সবার ভিতরে।
যে হারিবে কান্ধে করি বহিবে আহারে ॥ ৪
ভাণ্ডি বট বৃক্ষ তলে সঙ্কেত করিল।
এত বলি শিশুগণে খেলিতে লাগিল ॥ ৫
হেন কালে প্রলম্ব করিয়া শিশু বেশ।
মায়া করি আইল দৈত্য কংসের আদেশ ॥ ৬
প্রলম্ব কহিছে ভাই আমিহ খেলিব।
কান্ধে করি লব তারে যে শিশু হারিব ॥ ৭
দুই দিগে রহে শিশু দুই পংক্তি করি।
হলধর নিল অর্দ্ধ অর্দ্ধেক মুরারি ॥ ৮
প্রলম্ব অসুরে কৃষ্ণ লইলা আপনি।
এই রূপ খেলিতে লাগিল যদুমণি ॥ ৯
দৈত্যের বধের হেতু চিন্তে দামোদর।
আপনি হারিল কৃষ্ণ জিতে হলধর ॥ ১০
সগণ সহিত কৃষ্ণ হারিল খেলায়।
আগে হামা গুড়ি দিয়া বসিল সবায় ॥ ১১
শ্রীদাম বালকে কান্ধে করিল মুরারি।
ভদ্রসেনে বৃষভ লইল কান্ধে করি ॥ ১২
আর শিশুগণে শিশু কান্ধেতে করিল।
বলভদ্রে কান্ধে করি প্রলম্ব চলিল ॥ ১৩
ভাণ্ডি বটতলে শিশু থুই সবাকারে।
বলরামে লঞা দৈত্য উঠিল অম্বরে ॥ ১৪
বলরাম লৈয়া দৈত্য আকাশে উঠিয়া।
নিজ কলেবর ধরে সেরূপ ছাড়িয়া ॥ ১৫
বিকট দশন মুখ পিঙ্গ জটাভার।
কঠোর লোচন বপু পর্ব্বত আকার ॥ ১৬
ভয়ঙ্কর রূপ রাম দেখি দৈত্য চর।
আপনাকে স্মরণ করিল হলধর ॥ ১৭
রাম বলে রহ রহ আরে দুরাচার।
এত বলি মুণ্ডে মারে মুষ্টির প্রহার ॥ ১৮
ভাঙ্গিল দৈত্যের শির হৈল খান খান।
ভূমিতে পড়িল দৈত্য ত্যজিয়া পরাণ ॥ ১৯
ইন্দ্র আদি দেবে করে পুষ্প বরিষণ।
যতেক বালক আসি দিল আলিঙ্গন ॥ ২০
করতালি দিয়া শিশু নাচে ঊর্দ্ধ করে।
হেন দৈত্য প্রলম্ব মারিল হলধরে ॥ ২১
কৃষ্ণের বিহার রাজা শুন পরীক্ষিত।
ভাগবত আচার্য্যের মধু রস গীত ॥ ২২
শুক বলে তদন্তরে শুন নৃপবর।
গোবিন্দ চরিত্র পুণ্য শ্রবণ সুন্দর ॥ ২৩
এই রূপে খেলে প্রভু লঞা শিশুগণ।
তৃণ লোভে ধেনু কোথা গেল দূর বন ॥ ২৪
মুঞ্জাটবী বনে ধেনুগণে প্রবেশিঞা।
নব নব তৃণ খায় স্থানে স্থানে গিঞা ॥ ২৫

হেন কালে শিশু সব না দেখে গোধন।
ধেনু অনুসারে সবে করিল গমন ॥ ২৬
ভয়েতে আকুল শিশু ধেনু না পাইয়া।
বন উপবন ভ্রমে ব্যাকুল হইয়া ॥ ২৭
এইরূপে মুঞ্জাটবী বনে উত্তরিল।
তথাতে গোধন চরে আসিয়া দেখিল ॥ ২৮
হারে রেরে বলি যত শিশুগণে ডাকে।
আইল যতেক শিশু কৃষ্ণের সম্মুখে ॥ ২৯
ক্ষুধায় আকুল শিশু চলিতে না পারে।
বিশ্রাম করিল সবে বনের ভিতরে ॥ ৩০
কোন শিশু শীঘ্র গিঞা আনে বন্য ফল।
বৃক্ষের গহ্বরে গিঞা কেহো খায় জল ॥ ৩১
বনের ভিতরে শিশু ভ্রমে হরষিতে।
হেনকালে দাবাগ্নি উঠিল চতুর্ভিতে ॥ ৩২
পুড়িছে সকল বৃক্ষ লতা তৃণ বন।
নিকট বেড়িল অগ্নি দেখে শিশুগণ ॥ ৩৩
কান্দয়ে সকল শিশু ভয় পাইয়া মনে।
কৃষ্ণের অগ্রেতে কহে সজল নয়নে ॥ ৩৪
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি বন্ধু জন।
সর্ব্ব গতি মতি তুমি তুমি প্রাণধন ॥ ৩৫
অনেক সঙ্কটে রক্ষা কৈলে বারে বার।
এইবার আগুনি হৈতে কর প্রতিকার ॥ ৩৬
তোমা বিনে শিশুগণ অন্যে নাহি জানে।
এত বলি কান্দে শিশু ধরিয়া চরণে ॥ ৩৭
শিশুগণ বিলাপ দেখিঞা হৃষীকেশ।
আশ্বাস করিয়া হরি কহে উপদেশ ॥ ৩৮
দুই আঁখি মুদি সবে রহ শিশুগণে।
এখনি নির্ব্বাণ অগ্নি হইবে কারণে ॥ ৩৯
কৃষ্ণের আদেশ শিশু মুদে দুনয়ন।
ইঙ্গিতে নির্ব্বাণ অগ্নি করে ভগবান ॥ ৪০
শিশুগণে দেখে অগ্নি নিরস্ত হইল।
আলিঙ্গন দিঞা কৃষ্ণে নাচিতে লাগিল ॥ ৪১
আগে সব গোধন চলিল যুথে যুথে।
গোকুলে প্রবেশ শিশু কৈল হরষিতে ॥ ৪২
ঘরে গিয়া শিশু সবে কহে সবাকারে।
যেরূপে অসুর বধ করে হলধরে ॥ ৪৩
যেরূপে করিল কৃষ্ণ পান হুতাশন।
যেমন প্রকারে হরি আনিল গোধন ॥ ৪৪
নন্দ আদি গোপগণে এসব শুনিঞা।
শান্তি যজ্ঞ দান কৈল ব্রাহ্মণ আনিঞা ॥ ৪৫
কৃষ্ণবাল লীলা সব শুন পরীক্ষিত।
ভাগবত আচার্য্যের পয়ার রচিত ॥ ৪৬

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে বিংশতি অধ্যায় ॥ ২০ ॥

বৃন্দাবন লীলা শুন উত্তরা কুমার।
যেরূপে গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিহার ॥ ১
আহীরি কুমারী যত ব্রজবালা ছিল।
অগ্রহায়ণ মাসেতে সবে ব্রত আচরিল ॥ ২
দুর্গার্চ্চন নামে ব্রত করি গোপীগণ।
হবিষ্য ভোজন করে ভূমিতে শয়ন ॥ ৩
প্রভাতে আসিয়া করে যমুনাতে স্নান।
বালির প্রতিমা এক করিয়া নির্ম্মাণ ॥ ৪
আতপ তণ্ডুল রম্ভা নৈবেদ্য উপরে।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বহু উপহারে ॥ ৫
এই রূপ দুর্গা পূজা করে গোপীগণ।
প্রণাম করিয়া সবে করয়ে স্তবন ॥ ৬
নারায়ণী ভদ্রকালী অভয়া পার্ব্বতী।
উমা কাত্যায়নী গৌরী দুর্গা ভগবতী ॥ ৭
ভবানী রুদ্রাণী চণ্ডী শঙ্করী তারিণী।
শিবা হৈমবতী সতি ত্রিগুণধারিণী ॥ ৮
এই বর মাগি মাতা তোমার চরণে।
কায়মনে ভজি যেন যশোদা নন্দনে ॥ ৯
আমা সবাকার কৃষ্ণ গতি পতি ধন।
স্বামী ভাব হয় যেন নন্দের নন্দন ॥ ১০
চণ্ডী পূজা করি গোপীগণে মাগে বর।
জন্ম জন্ম পতি মোর হবে গদাধর ॥ ১১
এক মাসে ব্রত পূর্ণ হৈল গোপীগণে।
সর্ব্বজ্ঞ শিখর কৃষ্ণ জানিলেন মনে ॥ ১২
এক দিন ব্রজ বধূ সকলে মিলিয়া।
স্নান করিবারে গেল কৌতুক করিঞা ॥ ১৩
পরিধান বস্ত্র যত রাখিয়া উপরে।
নগণ হইয়া সবে জল কেলি করে ॥ ১৪
গোপীর কামনা সিদ্ধি করিতে মুরারি।
যমুনার তীরে কৃষ্ণ গেলা ধীরি ধীরি ॥ ১৫
সঙ্কল্প করিয়া গোপী মুদি দুনয়ান।
হৃদয়ে ভাবিছে সবে নব ঘন শ্যাম ॥ ১৬

যমুনার তীরে ছিল যতেক বসন।
সব বস্ত্র লঞা কৃষ্ণ করিল গমন॥ ১৭
শীঘ্র করি কদম্বের গাছেতে উঠিয়া।
রাখিল সকল বাস ডালেতে বান্ধিয়া॥ ১৮
কদম্বের গাছে বসি বাজান মুরারি।
ধ্যান ছাড়ি চৌদিগে নেহারে ব্রজনারী॥ ১৯
পরিধান বস্ত্র নাহি ভাবে গোপীগণে।
দেখিল বসন হরি নিল নারায়ণে॥ ২০
ব্রজাঙ্গনাগণে বলে শুনহে কানাঞি।
সমোচিত দণ্ড পাবে আমা সবা ঠাঞি॥ ২১
তোমার যতেক কর্ম্ম ভাল মতে জানি।
আপন ভরম রাখ বস্ত্র দেহ আনি॥ ২২
গোপীর বচনে কৃষ্ণ করে উপহাস।
হেথা আসি লহ তোরা যার যেই বাস॥ ২৩
শুন তপস্বিনী সবে নাহি কিছু ভয়।
হেথা না আইলে বস্ত্র না পাবে নিশ্চয়॥ ২৪
কৃষ্ণের বচনে গোপী আনন্দিত চিতে।
তর্জ্জন করিয়া কিছু লাগিল কহিতে॥ ২৫
চিরকাল গোষ্ঠে থাক গোধন সহিতে।
গোপাল হইয়া কেন ভ্রম হৈল চিতে॥ ২৬
না কর বড়াই কৃষ্ণ ভাল মতে জানি।
উদূখলে যখন বান্ধিল নন্দরাণি॥ ২৭
ব্রজাঙ্গনা দেখি বুঝি মনে কর আশ।
রাজারে কহিবে সব হবে দর্পনাশ॥ ২৮
নন্দের বালক বলি উপরোধ করি।
এখন বসন দিঞা করহ গোহারী॥ ২৯
হাসিয়া কহিছে কৃষ্ণ শুনহ যুবতী।
কিসের কামনা কর ছাড়ি নিজপতি॥ ৩০
তোরা সব তপস্বিনী না জান আমারে।
আমি ক্রোধ কৈলে রাজা কি করিতে পারে॥
কায়মনে ভজে যেবা আমার চরণ।
সর্ব্ব সিদ্ধি হয় তার বৈকুণ্ঠ গমন॥ ৩২
মিথ্যা নাহি কহি আমি নহে পরিহাস।
হেথা না আইলে নাহি পাবে নিজ বাস॥ ৩৩
কৃষ্ণের বচনে চিন্তা হইল সবার।
মদনে পীড়িয়া সবে করে পরিহার॥ ৩৪
গোপীগণ বলে ওহে নন্দের কুমার।
সর্ব্বলোক মান্য তুমি কর অবিচার॥ ৩৫
সর্ব্বজ্ঞ শিখর তুমি শুনহে কানাঞি।
পরিধান বস্ত্র ভিক্ষা মাগি তব ঠাই॥ ৩৬
প্রতিজ্ঞা করিল আমি সব গোপীগণ।
হইব তোমার দাসী সেবিব চরণ॥ ৩৭
কৃষ্ণ বলে গোপীগণ বিষম হইল।
আমিহ না কহি মিথ্যা পূর্ব্বেতে কহিল॥ ৩৮
জলেতে মজিয়া আছ কিসের কারণ।
হেথা আসি লহ তোরা আপন বসন॥ ৩৯
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা বুঝি যত গোপীগণ।
জলে হৈতে উঠিয়া চলিল ততক্ষণ॥ ৪০
বাম করে করে গোপী সব জঘন ঢাকিয়া।
সব্য হস্ত কুচ যুগে আচ্ছাদন দিয়া॥ ৪১
ধিরি ধিরি জায় গোপী হেঠ মাথা করি।
উত্তরিল সুনিকটে যথাতে মুরারি॥ ৪২
চাতুরি করিয়া হরি কহে আর বার।
তুমি সব অধর্ম্ম করিলে কদাচার॥ ৪৩
হবিষ্য ভোজনে কৈলে দুর্গা আরাধন।
জলেতে আছিলে কেনে হঞা বিবসন॥ ৪৪
তুমি সব প্রায়শ্চিত্ত কর এইক্ষণে।
সর্ব্ব পাপ ধ্বংস হয় ঈশ্বর স্মরণে॥ ৪৫
দুই হাত শিরে যুড়ি করহ প্রণাম।
তবে সে পাইবে বস্ত্র সিদ্ধি হবে কাম॥ ৪৬
আনন্দ হৃদয়ে গোপী আপনা পাসরে।
দুই হাত শিরে যুড়ি নমস্কার করে॥ ৪৭
চিত্রের পুতুলী গোপী করে নিরক্ষণ।
মদনে পীড়িত অঙ্গ না স্ফুরে বচন॥ ৪৮
শুদ্ধ ভাব গোপীর দেখিয়া নারায়ণ।
ফেলিয়া দিলেন কৃষ্ণ যার যে বসন॥ ৪৯
নিজ নিজ বসন পরিয়া ব্রজাঙ্গনা।
বেড়িল কদম্ব তরু পাসরি আপনা॥ ৫০
চলিতে না পারে কেহো না উঠে চরণ।
শ্রীমুখ নেহারে গোপী হরিল চেতন॥ ৫১
বাহ্য জ্ঞান নাহি গোপী প্রেমেতে আমোদ।
আশ্বাস করিয়া হরি করিছে প্রমোদ॥ ৫২
যাহ যাহ গোপীগণ আপন মন্দিরে।
কাম্য সিদ্ধি হবে সবে পাইবে আমারে॥ ৫৩
আমার কারণে কৈলে চণ্ডী আরাধনা।
আমি সে পুরাব তোমা সবার বাসনা॥ ৫৪

সকল কামনা পূর্ণ হঞা গোপীগণ।
কৃষ্ণপদ চিন্তিয়া চলিল নিকেতন॥ ৫৫
ব্যাস উপদেশে কহি শুন নৃপমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥ ৫৬

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে বৃন্দাবনক্রীড়ায়াং গৌরী পূজা বস্ত্রহরণ নাম একবিংশতি অধ্যায়ঃ॥ ২১॥

শুক বলে তদন্তরে শুন নৃপবর।
বালক নিকটে পুন গেল গদাধর॥ ১
গোপ শিশু সঙ্গে করি যশোদা নন্দন।
বৃন্দাবন ছাড়িয়া চলিলা আর বন॥ ২
সুরভিগণের সঙ্গে দেব বলরাম।
তরুগণে দেখিয়া কহিছে ঘন শ্যাম॥ ৩
শুন অহে স্তোককৃষ্ণ বিশাল ঋষভ।
অংশুক অর্জ্জুন আর শুনহে বৃষভ॥ ৪
ভদ্রসেন সুদাম আনন্দ মধুমঙ্গল।
শ্রীদাম সুবল সখা শুনহ উজ্জ্বল॥ ৫
দেখ ভাই রম্য বন প্রফুল্ল সবাই।
বৃন্দাবনে তরু জন্ম বহু ভাগ্যে পাই॥ ৬
শীতল মারুত বহে শোভে ফল ফুল।
তরুগণ ব্যাপিত কলিকা কন্দ মূল॥ ৭
পুণ্যের কারণে বৃক্ষ জনম সবার।
সকল জন্মের মধ্যে বৃক্ষ জন্ম সার॥ ৮
সজ্জন জনের এই রূপ ব্যবহার।
পরের কারণে প্রাণ দেয় আপনার॥ ৯
ফল পত্র ভাঙ্গে কেহো করয়ে ছেদন।
তবু পর দুঃখেতে দুঃখিত তরুগণ॥ ১০
এইরূপ প্রশংসিয়া যত তরুগণে।
যমুনার তীরে কৃষ্ণ গেলেন সগণে॥ ১১
শীতল অমৃত জল করিয়া সেচন।
সুখেতে করিল পান যত শিশুগণ॥ ১২
শিশুগণ মধ্যে করি কৃষ্ণ বলরাম।
বৃক্ষের মূলেতে আসি করিল বিশ্রাম॥ ১৩
সকল বালক মেলি গোধন চরায়।
ক্ষুধায় আকুল শিশু দেখিতে না পায়॥ ১৪
পরশি যুগল করে কহে গদাধরে।
ক্ষুধায়ে পীড়িত অঙ্গ কহিল আমারে॥ ১৫
শুন অহে সখা কৃষ্ণ শুন হলধর।
সর্ব্ব অন্তর্যামী তুমি সবার ঈশ্বর॥ ১৬
শিশুগণে অন্ন দিঞা রাখহ জীবন।
চরণে পসিনু আমি সব শিশুগণ॥ ১৭
শ্রীযুত শ্রীগদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥ ১৮

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে কৃষ্ণ যমুনা গমনং নাম দ্বাবিংশতি অধ্যায়ঃ॥ ২২॥

শুক বলে তদন্তে শুনহ নৃপধন।
যেরূপে দিলেন অন্ন দ্বিজপত্নীগণ॥ ১
শিশুগণ বচন শুনিঞা হৃষীকেশ।
সকল বালকে কৃষ্ণ কহে উপদেশ॥ ২
দেখ ভাই এইবনে বৈসে ঋষিগণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ সবে মহা তপোধন॥ ৩
স্বর্গকামে করে যজ্ঞ বন্দি রস নামে।
যাহ শিশুগণ অন্ন মাগ দ্বিজস্থানে॥ ৪
অগ্রজ রামের নাম প্রথমে কহিবে।
বিনয় করিয়া সবে ভোজন মাগিবে॥ ৫
মোর নামে দ্বিজগণে করিহ স্তবন।
তবে তারা দিবে অন্ন চল শিশুগণ॥ ৬
কৃষ্ণের আদেশে শিশু চলে হরষিতে।
উত্তরিল যজ্ঞস্থলে গমন ত্বরিতে॥ ৭
ভূমিতে পড়িয়া কৈল চরণ বন্দন।
করযোড় করিয়া কহিছে শিশুগণ॥ ৮
গোপ শিশু আমি সব রামকৃষ্ণ দাস।
তাঁরা দোঁহে পাঠাইল তোমা সবা পাশ॥ ৯
তরুমূলে রামকৃষ্ণ হইয়া ক্ষুধিত।
অন্নদেহ দ্বিজগণ যাইব ত্বরিত॥ ১০
শিশু সব বচনেতে কহে দ্বিজগণ।
কোথাকার রামকৃষ্ণ কাহার নন্দন॥ ১১
কোথা হৈতে আইলি তোরা থাক কোনস্থানে।
কেমনে জানিলি যজ্ঞ হয় এইখানে॥ ১২
হোতাগণ বলে শুন যতেক রাখাল।
যজ্ঞ অবশেষে অন্ন পাইবি গোপাল॥ ১৩
এতেক শুনিঞা শিশু বিপ্রের বচন।
মনেতে দুঃখিত হঞা কহে শিশুগণ॥ ১৪

বড় কর্ম্ম কর হইয়া ব্রাহ্মণ।
জ্ঞানমূঢ় সাক্ষাৎ সকল দ্বিজগণ ॥ ১৫
তন্ত্র মন্ত্র বেদধ্যান পূজি বৈশ্বানর।
যজ্ঞ হোম দান জ্ঞান সব গদাধর ॥ ১৬
কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছু নাহিক ভুবনে।
হেন কৃষ্ণ না চিনিলে দুষ্ট দ্বিজগণে ॥ ১৭
সাক্ষাৎপরম ব্রহ্ম নর অবতার।
হেন কৃষ্ণে না চিনিলে দ্বিজ দুরাচার ॥ ১৮
বৃথা তোর তপজপ বৃথা জটাভার।
বৃথা যজ্ঞ কর বৃথা দানাদি তোমার ॥ ১৯
কে বলে তোমারে বিপ্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
এবে সে জানিনু মূর্খ সব দ্বিজগণ ॥ ২০
দ্বিজগণে ভৎসিয়া চলিল শিশুগণ।
উত্তর না দিল কিছু যজ্ঞের ব্রাহ্মণ ॥ ২১
কৃষ্ণের আগেতে শিশু কহে যোড়করে।
যেমন বলিল দ্বিজ করি অনাদরে ॥ ২২
শিশু সব বলে বরং ভিক্ষা মাগি খাই।
যাচকের এই গতি শুনহে কানাঞি ॥ ২৩
শিশুর বচনে কৃষ্ণ হাসে মনে মনে।
তুমি সব সাম্য ক্রোধ হইবে ব্রাহ্মণে ॥ ২৪
দ্বিজপত্নী স্থানে সবে যাও আরবার।
কহিবে রামের নাম বিনয় আমার ॥ ২৫
পুণ্যবতী দ্বিজপত্নী পতিব্রতা সতী।
এখনি পাইবে অন্ন যাহ শীঘ্রগতি ॥ ২৬
কৃষ্ণের আদেশে পুন আর শিশুগণে।
প্রণাম করিল দ্বিজ পত্নীর চরণে ॥ ২৭
দূরে থাকি দুই শিশু যুড়ি দুই কর।
আমি সব শিশু রাম কৃষ্ণ প্রিয়ঙ্কর। ২৮
এইত নিকট বন সঙ্গে হলধর।
শিশু সঙ্গে সুরভি চরায় দামোদর ॥ ২৯
সগণ সহিত হরি হইয়া ক্ষুধিত।
আমা সবা পাঠাইল তোমার বিদিত ॥ ৩০
শুন ঋষিপত্নীগণ করহ বিধান।
অন্নদিঞা সন্তোষ করহ কৃষ্ণরাম ॥ ৩১
কৃষ্ণ আগমন শুনি দ্বিজপত্নীগণে।
প্রেমেতে পূরিল অঙ্গ আনন্দিত মনে ॥ ৩২
দিব্য হেম পাত্রেতে পায়সান্ন ভরি।
শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে সবে চলুন দ্বিজনারী ॥ ৩৩
দিব্য অন্ন লঞা সবে ব্রাহ্মণী চলিল।
তার মধ্যে একজনে স্বামীতে রাখিল ॥ ৩৪
ঘরের ভিতর রাখি রুন্ধিল দুয়ার।
দ্বিজ পত্নী শরীর ত্যজিল আপনার। ৩৫
ছাড়িল শরীর সতী শ্রীকৃষ্ণ ধেয়ানে।
ভব বন্ধ ছাড়িল পাইল নারায়ণে॥ ৩৬
কৃষ্ণ দরশনে যত মুনিপত্নীগণ।
স্বর্ণ থালে লৈল সবে সুভার ব্যঞ্জন ॥ ৩৭
রামকৃষ্ণ বসি আছে অশোকের মূলে।
বেষ্টিত বালক সব শ্রীমুখ নেহালে ॥ ৩৮
নবঘন শ্যাম তনু রাজীব লোচন।
আজানুলম্বিত ভুজ শ্রীবৎস লাঞ্ছন ॥ ৩৯
ললিত কুণ্ডল চারু শোভে কর্ণ মূলে।
কুঞ্চিত অলকাচারু সুন্দর কপোলে ॥ ৪০
বয়ান পঙ্কজ চারু মন্দ মধুহাস।
যেন নবঘন কোটি শশি প্রকাশ ॥ ৪১
নটবর বেশ হরি ত্রিভঙ্গ সুন্দর।
দক্ষিণে পাঁচনী বামে বেণু মনোহর ॥ ৪২
ত্বরিত গমনে দ্বিজপত্নী সতী।
উত্তরিল স্বনিকটে যথা যদুপতি ॥ ৪৩
ধ্যানেতে করিল কৃষ্ণ পদে নমস্কার।
অন্নদিঞা দ্বিজকন্যা করে পরিহার ॥ ৪৪
নম নম মৎস্য কূর্ম্ম জলধি বিহারি।
নম নরসিংহ মহাদৈত্যের সংহারি ॥ ৪৫
নম নম মহাকায় বরাহ মূরতি।
নম ক্ষত্রীবিনাশন রাম ভৃগুপতি ॥ ৪৬
নম নম পৃশ্নীগর্ভ দুর্নীত খণ্ডন।
নমামি মোহিনী রূপ অসুর মোহন ॥ ৪৭
নম নম অনন্ত শকতি ক্ষিতিধর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বামন মূরতি মনোহর ॥ ৪৮
নম রঘুপতি রাম রাবণ সংহার।
নম রাম কৃষ্ণ ভারহরণাবতার ॥ ৪৯
নম বৌদ্ধ অবতার নীলাচল বাস।
নম কল্কীরূপ ম্লেচ্ছকুলের বিনাশ ॥ ৫০
নম লক্ষ্মীকান্ত দেব দেবনারায়ণ।
আমি সব লৈল দুই চরণে শরণ ॥ ৫১
পতিপুত্র মাতা পিতা শরীর নির্ব্বন্ধ।
নিরবধি করে সবে আত্মার সম্বন্ধ ॥ ৫২

যাবৎ শরীরে থাকে আমার সংযোগ।
তাবৎ মানয়ে গৃহ সুখভোগ ॥ ৫৩
তুমিত সবার আত্মা তুমি সর্ব্বাশয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পতি তুমি যদুরায় ॥ ৫৪
দ্বিজপত্নী আমি সবে না জানি ভকতি।
চরণে পশিনু শুন দেব যদুপতি ॥ ৫৫
দ্বিজপত্নী শুদ্ধভাব দেখি যদুমণি।
হাসিয়া কহিছে কৃষ্ণ শুনগো জননী ॥ ৫৬
ঋষিগণ তব স্বামী ছিদ্র অনুসারে।
বিলম্ব দেখিলে সবে ত্যজিবারে পারে ॥ ৫৭
যজ্ঞ করি দ্বিজগণ সংকল্প করিয়া।
যজ্ঞ পূর্ণ দিব তোমা সবারে লইয়া ॥ ৫৮
সতী পুণ্যবতী সবে যাহ যজ্ঞস্থলে।
হইবে তোমার পূজা এ মহীমণ্ডলে ॥ ৫৯
মনেতে ভাবিলে মোর এরূপ দেখিবে।
অন্তেতে পরম গতি সবেই পাইবে ॥ ৬০
মুনি পত্নীগণে প্রভু করিয়া মেলানি।
শিশু সঙ্গে ভোজন করিল চক্রপাণি ॥ ৬১
চিন্তিয়া ব্রাহ্মণী সব শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
উত্তরিল যজ্ঞস্থলে যথা মুনিগণ ॥ ৬২
নিজপত্নী লইয়া যতেক ঋষিগণে।
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিল কেশব চরণে ॥ ৬৩
যজ্ঞ পূর্ণা দিঞা দ্বিজগণেতে বসিয়া।
ভাবিতে লাগিল সবে বিস্ময়িষ হঞা ॥ ৬৪
ধিক ধিক আমি সবে এছার জীবনে।
সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান মূঢ় আমি সর্ব্বজনে ॥ ৬৫
যাহার কারণে যজ্ঞ করি চিরকাল।
হেন কৃষ্ণ না দেখিনু গোঠেতে গোপাল ॥
বৃথাজন্ম দ্বিজকুলে বৃথা যজ্ঞ করি।
বৃথা তপ যোগ সাধি বৃথা জটাধারী ॥ ৬৭
যদুবংশে জন্ম হইল কহে ঋষিগণ।
দেহ মদে না জানি মূল হেন নারায়ণ ॥ ৬৮
বিষ্ণু মায়া আমি সবে জ্ঞান হত হৈল।
গর্গমুনি যে কহিল সব পাসরিল ॥ ৬৯
নারীজন্ম হঞা এত ঈশ্বরে ভকতি।
সাধিল সকল কাম্য হঞা নারীজাতি ॥ ৭০
তপ যোগ তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না জানে।
শুদ্রবৎ নারী হঞা পাইল ভগবানে ॥ ৭১
আমি সবাকারে বিড়ম্বিল যদুপতি।
দ্বিজধর্ম্মে তমোগুণে পূর্ণ হৈল মতি ॥ ৭২
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম সেই নারায়ণ।
শিশুগণে পাঠাইয়া মাগিল ভোজন ॥ ৭৩
হেন দুঃখ আমি সবে কুবুদ্ধি হইনু।
নাহি দিনু অন্ন আর অবজ্ঞা করিনু ॥ ৭৪
চল দ্বিজগণ সবে ধরিবে চরণ।
অবশ্য করিবে দয়া সেই নারায়ণ ॥ ৭৫
এত বলি দ্বিজ সবে আকুল অন্তরে।
কংস ভয়ে ব্রাহ্মণ না গেল দেখিবারে ॥৭৬
বিপিন ভোজন আর দ্বিজের বিষাদ।
ভাগবত আচার্য্যের কৃষ্ণ গুণবাদ ॥ ৭৭
ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

শুক বলে তদন্তে শুনহ পরীক্ষিত।
যেরূপে ইন্দ্রের দর্প নাশিল অচ্যুত ॥ ১
গোকুল রাখিল কৃষ্ণ পর্ব্বত ধরিয়া।
কহিবে সকল কথা বিস্তার করিয়া ॥ ২
নন্দ আদি যত গোপ গোকুল নগরে।
করয়ে ইন্দ্রের পূজা বৎসরে বৎসরে ॥ ৩
বৎসরান্তে সেই দিন উপস্থিত হৈল।
করিতে ইন্দ্রের পূজা সবাই চলিল ॥ ৪
নন্দ উপানন্দ আদি গোয়াল মিলিঞা।
অনেক ব্রাহ্মণ আর পুরোহিত লঞা ॥ ৫
গোবর্দ্ধন নিকটেতে গিয়া গোপগণ।
স্থান পরিস্কার করি করে আয়োজন ॥ ৬
আতপ তণ্ডুল রম্ভা ঘৃত মধু আদি।
এ ক্ষীর নবনী সব ছেনা দুগ্ধ দধি ॥ ৭
মিষ্টান্ন পকান্ন আর বিবিধ সম্ভার।
ধূপদীপ গন্ধমালা বহু উপহার ॥ ৮
ইন্দ্রযাগ করে নন্দ পর্ব্বতের তলে।
হলধর সঙ্গে কৃষ্ণ গেলা সেই স্থলে ॥ ৯
আয়োজন দ্রব্য যত দেখি সারি সারি।
নন্দের নিকটে গিঞা জিজ্ঞাসে মুরারি ॥১০
কি ভয় গোকুলে কিম্বা সংশয় তোমারে।
কোন দেবে পূজ পিতা এত উপহারে ॥ ১১
কিসের কামনা কর লইঞা ব্রাহ্মণ।
কহগো জনক মোরে ইহার কারণ ॥ ১২

কৃষ্ণের বচনে নন্দ হাসিতে লাগিল।
শতং চুম্ব দিঞা পুত্র কোলে নিল ॥ ১৩
নন্দ বলে শুন কৃষ্ণ সব বিবরণ।
যে দেবে পূজিব মোরা যাহার কারণ ॥ ১৪
কশ্যপ তনয় ইন্দ্র ভুবনে বিদিত।
স্বর্গেতে দেবের রাজা ধাতার স্থজিত ॥ ১৫
ইন্দ্রের আজ্ঞাতে যত আছে মেঘগণ।
পৃথিবী পূরিয়া সবে করে বরিষণ ॥ ১৬
জল বরিষণে যত জীবের সঞ্চার।
বৃক্ষ তৃণ জন্মে আর বহু উপহার ॥ ১৭
গোধন সকল বাঁচে তৃণ জলপানে।
আমি সবে নানারস করিয়ে ভোজনে ॥ ১৮
সর্ব্বজীবে গতি ইন্দ্র দেবের ঈশ্বর।
এইসে কারণে আমি পূজি পুরন্দর ॥ ১৯
ইন্দ্র তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হয় দেবগণ।
মেঘগণ তুষ্ট হয়ে করে বরিষণ ॥ ২০
পূর্ব্ব হৈতে আমি সবে করি এই ব্রত।
তাহে ধর্ম্ম অর্থ যশোদাতা শতক্রত ॥ ২১
এই হেতু ইন্দ্রযাগ করি গোপগণ।
তোমারে কহিল কৃষ্ণ সব বিবরণ ॥ ২২
কৃষ্ণ কহেন হে পিতা কুলের বেভার।
কুল ধর্ম্ম কহি শুন যেমত আচার ॥ ২৩
ব্রাহ্মণের কুলধর্ম্ম ব্রহ্ম উপাসন।
ক্ষত্রিয় কুলের ধর্ম্ম পৃথিবী পালন ॥ ২৪
বৈশ্যের কুলের ধর্ম্ম বাণিজ্য করিব।
শূদ্রের কুলের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ সেবিব ॥ ২৫
ইত মধ্যে আমি সবে হই গোপজাতি।
গোবধ ছাড়িয়া কেনে পূজি সুরপতি ॥ ২৬
ঈশ্বর আজ্ঞাতে ব্রহ্মা করিল সৃজন।
রজোগুণে জন্মিল যতেক মেঘগণ ॥ ২৭
সত্বগুণে দেবগণে পালয়ে সংসার।
তমোগুণে কালরূপে করয়ে সংহার ॥ ২৮
কালে ষড়ঋতুগণ দেয় দরশন।
কালের অধীন বৃষ্টি করে মেঘগণ ॥ ২৯
গ্রহ তিথি চন্দ্র সূর্য্য কালেতে উদয়।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি সেই কালে হয় ॥ ৩০
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুইগুটি কর্ম্মের লিখন।
কর্ম্ম হৈতে সুখ দুঃখ ভুঞ্জে সর্ব্বজন ॥ ৩১
কর্ম্মপাকে ভ্রমে জীব নানা যোনি পায়।
আয়ু যশ শুভাশুভ কর্ম্মেতে করায় ॥ ৩২
এইমত নিয়ম করিল প্রজাপতি।
ইথে কি করিতে পারে ইন্দ্রের শকতি ॥ ৩৩
ইন্দ্র কি করিবে সব অদৃষ্টের ফল।
ধর্ম্ম ছাড়িয়া কেন পূজ আখণ্ডল ॥ ৩৪
পুনরপি কহে কৃষ্ণ শুন মহাশয়।
করহ পর্ব্বত পূজা লঞা দ্বিজচয় ॥ ৩৫
পর্ব্বত বেড়িয়া কর আনন্দ মঙ্গল।
দ্বিজগণ বেদধ্বনি করুক মঙ্গল ॥ ৩৬
ঘৃতপক্ব সুপাক করুন দ্বিজগণ।
পিষ্টক পায়স অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ৩৭
রন্ধন করিয়া রাখ পর্ব্বত উপর।
মূর্ত্তিমান হইয়া ভুঞ্জিব গিরিবর ॥ ৩৮
গোবর্দ্ধন তুষ্ট হৈলে তুষ্ট নারায়ণ।
নারায়ণ পিরীতি সন্তোষ ত্রিভুবন ॥ ৩৯
চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ন দেহ সবাকারে।
এইসে বিধান পিতা কহিল তোমারে ॥ ৪০
মায়াধর বচনে মোহিল সর্ব্বজন।
ভাল ভাল বলে নন্দ আদি দ্বিজগণ ॥ ৪১
আরম্ভ করিল যজ্ঞ পূজি গিরিবরে।
দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে বেদধ্বনি করে ॥ ৪২
সুপকারগণে তবে রন্ধন করিয়া।
পর্ব্বত উপরে সবে রাখিল ধরিয়া ॥ ৪৩
পিষ্টক পায়স অন্ন ব্যঞ্জন অপার।
ছেনাদধি দুগ্ধ ক্ষীর বহু উপহার ॥ ৪৪
টক তিক্ত কটু কসা মধুর লবণ।
চর্ব্ব চষ্য লেহ্য পেয় চতুর ভোজন ॥ ৪৫
যজ্ঞপূর্ণা দিঞা দ্বিজে স্মরে নারায়ণ।
পর্ব্বত বেড়িয়া নৃত্য করে গোপগণ ॥ ৪৬
হেনকালে গিরি হঞা ভগবান।
উঠিলা পর্ব্বত হৈতে হঞা মূর্ত্তিমান ॥ ৪৭
ডাকিয়া কহিছে কৃষ্ণ শুন গোপগণ।
আসি এই পর্ব্বত করহ দরশন ॥ ৪৮
এত বলি ভুঞ্জিতে লাগিল জগৎপতি।
নন্দ আদি গোপপতি লোটাইয়া ক্ষিতি ॥ ৪৯
আপনাকে প্রণাম করয়ে যদুবরে।
দ্বিজগণ বেদধ্বনি করে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৫০

ভুঞ্জিয়া সকল ভোজ্য প্রভু হৃষীকেশ।
পুনরপি পর্ব্বতে করিল প্রবেশ ॥ ৫১
তবে নন্দ দ্বিজ গণে করিল সম্মান।
চণ্ডাল প্রভৃতি জনে দিল অন্নদান ॥ ৫২
যজ্ঞ সাঙ্গ করি নন্দ যত গোপগণে।
রাম কৃষ্ণ সহিত চলিল নিকেতনে ॥ ৫৩
ভাগবত আচার্য্যের পয়ার রচিত।
সুখে যেন বুঝে লোক ভাগবতামৃত ॥ ৫৪

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ইন্দ্রমখ ভঙ্গ নাম
চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিত বলে কহ মুনির প্রধান।
তব মুখামৃত হরি কথা করি পান ॥ ১
শুনিল অপূর্ব্ব গিরি পূজা মনোহর।
তদন্তে কি হৈল তাহা কহ যোগেশ্বর ॥ ২
শুক বলে কুরুপতি করহ শ্রবণ।
তুমি সে জিনিলে বিষ্ণুমায়ার বন্ধন ॥ ৩
গিরি যাগ করি গোপগণে গেলা ঘরে।
নারদ চলিলা তবে ইন্দ্রের নগরে ॥ ৪
নারদে দেখিয়া ইন্দ্র সংভ্রমে উঠিয়া।
বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ॥ ৫
দেবরাজ বলে কহ ব্রহ্মার নন্দন।
কোথা ছিলে কহ মুনি কোথা আগমন ॥ ৬
নারদ কহেন ছিনু গোকুল নগরে।
গোপগণ গোবর্দ্ধন গিরি পূজা করে ॥ ৭
পূর্ব্বেতে গোকুলে গোপ তোমারে পূজিতো।
এবে সে পর্ব্বত পূজা হইল বিদিত ॥ ৮
কৃষ্ণ নামে এক শিশু নন্দের নন্দন।
তার বাক্যে তোমারে না পূজে গোপগণ ॥
সেই শিশু ইন্দ্রযাগ নিষেধ করিল।
তোমারে ভংসিয়া আর বিস্তর কহিল ॥ ১০
যজ্ঞ ভঙ্গ শুনিঞা কুপিল পুরন্দর।
দশনে দশন চাপি কম্পিত অধর ॥ ১১
দেবরাজ বলে শুন ব্রহ্মার নন্দন।
এই পাপে সমূলে মারিব গোপগণ ॥ ১২
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নরগণে।
করয়ে আমার পূজা এতিন ভুবনে ॥ ১৩
মানুষ গোয়ালা জাতি এত অহঙ্কার।
গোপ নাম গোকুলেতে না রাখিব আর ॥ ১৪
ছাওয়াল কানাঞি সেই নন্দের কুমার।
তার বলে ব্রত ভঙ্গ করিল আমার ॥ ১৫
বাচাল বালিশ স্তব্ধ অজ্ঞ কৃষ্ণ মর্ত্ত্য।
মানুষ পণ্ডিত মানি কৃষ্ণ জ্ঞান যত ॥ ১৬
এত বলি গালি কৃষ্ণে দিল শচীপতি।
ইন্দ্রের মুখেতে স্তুতি কৈল সরস্বতী ॥ ১৭
কৃষ্ণ হৈতে সর্ব্ববেদ শাস্ত্রের উৎপত্তি।
তে কারণে বাচাল বলিল সুরপতি ॥ ১৮
বালিশ বলিল ইন্দ্র যাহার কারণ।
অহঙ্কার কথন না করে নারায়ণ ॥ ১৯
যেই হেতু স্তব বলে দেব পুরন্দর।
কৃষ্ণ হৈতে বড় নাহি সংসার ভিতর ॥ ২০
নম্র হঞা কোথাও না থাকে নারায়ণ।
স্তব্ধ বলে সুরপতি ইহার কারণ ॥ ২১
অজ্ঞ বলি পুরন্দর দিল যেই গালী।
জ্ঞানাধিক নাহি আর বিনা বনমালী ॥ ২২
কৃষ্ণ নাম বলিয়া বলিল সহস্রাক্ষ।
চতুর্ব্বেদে সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম মুখ্য ॥ ২৩
মর্ত্ত্য বলি দিল গালি দেব শচীপতি।
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম অতুল শকতি ॥ ২৪
মানুষ পণ্ডিত মানি বলে পুরন্দর।
সমস্ত পণ্ডিত মধ্যে মান্য গদাধর ॥ ২৫
ভকতের গতিকৃষ্ণ দেখিয়া ভারতি।
ইন্দ্রের সভাতে বসি মাগিল ভকতি ॥ ২৬
শুক বলে তদন্তে শুনহ নরেশ্বর।
কহিব অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ সুন্দর ॥ ২৭
ঘূর্ণিত লোচন ইন্দ্র কাঁপয়ে সঘনে।
হাসিয়া চলিল মুনি আপন ভবনে ॥ ২৮
নারদেরে বিদায় করিয়া শচীপতি।
মেঘগণে বন্ধন ছাড়িল শীঘ্রগতি ॥ ২৯
আবর্ত্ত সামর্ত্ত মেঘ ঘোর দরশন।
ছাঁড়িয়া পাণ্ডুর অতি প্রলয় কারণ ॥ ৩০
মেঘগণে ডাকিয়া বলিছে পুরন্দর।
এক চাপে চল মেঘ গোকুল নগর ॥ ৩১
প্রলয় সময়ে যেন মুসলের ধারে।
বরিষণ কর গিয়া গোকুল নগরে ॥ ৩২

গোপগোপীগণে মার গোধন সহিতে।
গোকুল সহিতে যেন ভাসে খরস্রোতে ॥ ৩৩
ইন্দ্রের আজ্ঞাতে মেঘ ধাইল সত্বর।
ঐরাবতে চড়িয়া চলিল পুরন্দর ॥ ৩৪
এক চাপে গিয়া মেঘ গোকুল নগরে।
মুষলের ধারে যেন বরিষে উপরে ॥ ৩৫
ঘন২ বজ্রাঘাত ঝড় বরিষণ।
ঝঞ্জনা চিকুর আর মেঘের গর্জন ॥ ৩৬
প্রলয় মানিঞা গোপ মুখামুখী চায়।
শ্রবণে না শুনে কেহ না দেখিতে পায় ॥ ৩৭
পুত্র দারা সহ গোপ আকুল হইয়া।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে গড়াগড়ি দিঞা ॥ ৩৮
কোন গোপ বলে আজি প্রমাদ ঘটিল।
পর্ব্বত পূজিয়া গোপ সবংশে মজিল ॥ ৩৯
কোন গোপ বলে ক্রোধ কৈল বজ্রপাণি।
না করিনু ইন্দ্র পূজা শিশু বাক্য শুনি ॥ ৪০
কোন গোপ বলে অহে শুন গোপগণ।
সেই কৃষ্ণ পদে চল পশিব শরণ ॥ ৪১
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম নন্দের নন্দন।
কভু মিথ্যা নহে সেই গর্গের বচন ॥ ৪২
কান্দিয়া চলিল গোপ কৃষ্ণ সন্নিধানে।
রক্ষা কর নন্দ সুত বলে গোপগণে ॥ ৪৩
শিশুগণে রক্ষা কৈল অসুর সংহারি।
দাবাগ্নি হইতে গোপে রাখিলে মুরারি ॥ ৪৪
অনেক সংকটে রক্ষা কৈলে বারে বার।
ইন্দ্র হৈতে রক্ষা আজি কর সবাকার ॥ ৪৫
নন্দ যশোদাকে রাখ রাখ নিজ জন।
গোকুল নগর রাখ রাখহ গোধন ॥ ৪৬
গিরি পূজা করি কৃষ্ণ তোমার বচনে।
গোকুল নাশিতে ইন্দ্র আইল তে কারণে ॥ ৪৭
যে হয় বিধান কৃষ্ণ করহ মঙ্গল।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মজিব সকল ॥ ৪৮
কৃষ্ণ কহে গোপগণ ভয় পরিহর।
তোমা সবাকারে রক্ষা করিবে শিখর ॥ ৪৯
গোবর্দ্ধন নিকটেতে চল গোপগণ।
গোধন সকল লহ যত আয়োজন ॥ ৫০
এত বলি আপনে চলিলা জগন্নাথ।
তুলিলা পর্ব্বত কৃষ্ণ দিঞা বাম হাত ॥ ৫১

গোপগণে ডাকিয়া কহিছে হৃষীকেশ।
পর্ব্বতের তলে সবে করহ প্রবেশ ॥ ৫২
নির্ভয় হইয়া থাক পর্ব্বত ভিতর।
দেখি কি করিতে পারে দেব পুরন্দর ॥ ৫৩
কৃষ্ণের বচনে সবে ধন ধেনু লইয়া।
পর্ব্বতের তলে সবে প্রবেশিল গিয়া ॥ ৫৪
নন্দ বলে গোপগণ কি দেখ বসিয়া।
পর্ব্বত ধরিল কৃষ্ণ বালক হইয়া ॥ ৫৫
সকলে মিলিয়া এই ধর গিরিবর।
বালকের উপরে না রহে যেন ভর ॥ ৫৬
নন্দের বচনে গোপ সত্বরে উঠিয়া।
পর্ব্বতের তলে ঠেকা দিল ঠেঞা দিঞা ॥ ৫৭
কোন গোপ উখলী আনিল শীঘ্র করি।
কেহ বলে ছাড় কৃষ্ণ আমি ক্ষণেক ধরি ॥ ৫৮
গোপের বিক্রম দেখি দেবনারায়ণ।
হাসিয়া কহিছে কৃষ্ণ শুন গোপগণ ॥ ৫৯
তুমি সবে পর্ব্বত ধরিবে কি কারণে।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে মুখের বচনে ॥ ৬০
কৃষ্ণের বচনে গোপ আপনা পাসরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি কারো দেখি গদাধরে ॥ ৬১
কৃষ্ণের ইচ্ছায় যত তৃণ উপজিল।
মুথা ঘাস বলি যার বিখ্যাত হইল ॥ ৬২
পর্ব্বতের তলে তৃণ খায় ধেনুগণে।
আনন্দে রহিল সবে কিছুই নাই জানে ॥ ৬৩
সপ্ত দিন দিবানিশি ঘোর বরিষণ।
ঝঞ্জনা চিকুর ঝড় মেঘের গর্জ্জন ॥ ৬৪
কিছুই সম্ভ্রম নাহি হইল গোকুলে।
বিস্ময় হইয়া ইন্দ্র চৌদিগ নেহালে ॥ ৬৫
মেঘগণে নিবৃত্ত করিয়া পুরন্দর।
পর্ব্বতের তলে ইন্দ্র দেখে গদাধর ॥ ৬৬
কৃষ্ণ বলে গোপগণ আর নাহি ভয়।
নির্ম্মল গগণ দেখ রবির উদয় ॥ ৬৭
নিবর্ত্ত করিয়া মেঘ গেল পুরন্দরে।
নির্ভয় হইয়া সবে চল নিজ পুরে ॥ ৬৮
কৃষ্ণের বচনে গোপ আনন্দিত মনে।
গোধন লইয়া সবে চলিল ভবনে ॥ ৬৯
শকটে তুলিয়া নিল যত আয়োজন।
গোকুলে প্রবেশ গিয়া কৈল গোপগণ ॥ ৭০

গোপগণে বিদায় করিয়া নরহরি।
যথা পূর্ব্ব স্থানে গিরি রাখিল মুরারি ॥ ৭১
গোকুল রাখিতে হরি পর্ব্বত ধরিল।
গিরিধর নাম কৃষ্ণের সেই হৈতে হৈল ॥ ৭২
পুণ্য কথা গোবর্দ্ধন ধারণ চরিত।
ভাগবত আচার্য্যের কৃষ্ণলীলামৃত ॥ ৭৩

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে গোবর্দ্ধনো-
ধারণং নাম পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

পরীক্ষিত বলে কহ মুনির প্রধান।
শুনিনু অপূর্ব্ব গিরি চরিত্র ব্যাখ্যান ॥ ১
অপমান পাইয়া ইন্দ্র মেঘ নিবারিয়া।
কোথা গেল কি করিল কহ বিস্তারিয়া ॥ ২
শুক বলে কুরপতি করহ শ্রবণ।
তুমি যে জিনিলে ঘোর সংসার বন্ধন ॥ ৩
দর্প ভঙ্গ হৈল ইন্দ্র পাই অপমান।
পর্ব্বতের তলেতে দেখিল ভগবান ॥ ৪
ঐরাবত হৈতে নামিঞা শীঘ্রগতি।
চরণে পড়িল ইন্দ্র লোটাইয়া ক্ষিতি ॥ ৫
ধূলাতে ধূষর অঙ্গ শিরে যুড়ি কর।
গদ্ গদ স্বরে স্তুতি করে পুরন্দর ॥ ৬
ইন্দ্র বলে ক্ষম প্রভু মোর অপরাধ।
চরণে পশিনু মোরে করহ প্রসাদ ॥ ৭
না জানিঞা অপরাধ কৈনু তুয়া পায়।
দুঃখিত জনেরে দয়া কর যদুরায় ॥ ৮
তুমি সৃষ্টি স্থিতি তুমি পালন সংহার।
আকাশ পাতাল তুমি জগৎ সংসার ॥ ৯
তুমি রাত্রি তুমি দিন এ মহিমণ্ডল।
তুমি চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তুমি সে সকল ॥ ১০
গিরি গুহা নদ নদী এসপ্ত সাগর।
গ্রহ তিথি নক্ষত্র তুমি সে চরাচর ॥ ১১
জল স্থল শৈল তুমি আহার শৃঙ্গার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তুমি রিপু অহঙ্কার ॥ ১২
সত্ত্ব রজস্তম তুমি জগত ঈশ্বর।
ধর্ম্ম অর্থকাম মোক্ষ তুমি পরাৎপর ॥ ১৩
সম্পদ বিপদ তুমি নিয়ত তাড়ন।
সর্ব্বভূতে আছ তুমি সবার জীবন ॥ ১৪
চরাচর জীব যত তোমার সৃজিত।
স্থানে২ সবারে করিলে নিয়োজিত ॥ ১৫
যমে অধিকার দিলে মর্ত্তে বলি পুর।
কুবেরে কৈলাস দিলে ধনের ঠাকুর ॥ ১৬
দিগে২ দিকপালগণে নিয়োজিলে।
স্বর্গের উপরে মোরে অধিকার দিলে ॥ ১৭
তোমার আজ্ঞাতে কর্ম্ম করি নিরন্তরে।
দানবে নাশিয়া তুমি রাখিলে অমরে ॥ ১৮
বজ্র ধরি ভ্রমি আমি দানব বিবাদে।
আখণ্ডল নাম মোর তোমার প্রসাদে ॥ ১৯
সুরপতি হঞা মোর হৈল অহঙ্কার।
সম্পদে মাতিয়া মোর কুমতি সঞ্চার ॥ ২০
দুষ্ট নিবারিতে তুমি ভবে অবতার।
নাশিয়া আমার দর্প করিলে নিস্তার ॥ ২১
এবে সে শরণ আমি লৈনু তুয়া পায়।
নিগ্রহ করহ কিবা ক্ষম যদুরায় ॥ ২২
এত স্তুতি কৈল যদি দেব পুরন্দর।
হাসিতে লাগিল তবে ত্রিদশ ঈশ্বর ॥ ২৩
কৃষ্ণ বলে ইন্দ্র তুমি বিষয়ে মাতিয়া।
মত্ত হইয়াছিলে তুমি ইন্দ্র পদ পাইয়া ॥ ২৪
তে কারণে যজ্ঞ ভঙ্গ করিল তোমার।
আমারে জানিল আর গেল অহঙ্কার ॥ ২৫
আমাদের সনে তুমি হইলে নির্ম্মল।
যাহ ইন্দ্র ভজ মোর চরণ যুগল ॥ ২৬
ইন্দ্র বলে এই বর দিবে নারায়ণ।
বিস্মরণ নহে যেন তোমার চরণ ॥ ২৭
[illegible] হরি পদে করিয়া প্রণতি।
[illegible] গমন করিল শচীপতি ॥ ২৮
[illegible] তবে যতেক অমরে।
[illegible] পুষ্প বরিষণ করে ॥ ২৯
বাজিল দুন্দুভি শঙ্খ নাচে বিদ্যাধর।
গোকুল প্রবেশ গিয়া কৈল দামোদর ॥ ৩০
তোমারে কহিল সব শুন পরীক্ষিত।
ভাগবত আচার্য্যের ভাগবতামৃত ॥ ৩১

ইতি শ্রীভাগবতে ষড়বিংশ-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

শুক দেব বলে শুন উত্তরা কুমার।
কর্ণ পথে পিয় রাজা যে কহি যে আর ॥ ১
গোকুলে প্রবেশ গিঞা কৈল নারায়ণ।
আশীর্ব্বাদ করে যত গোপ গোপীগণ ॥ ২
বদন চুম্বন কৈল যশোদা রোহিনী।
শিরে হাত দিঞা দ্বিজ করে বেদধ্বনি ॥ ৩
নন্দ উপানন্দ আসি কৃষ্ণে নিল কোলে।
শতং চুম্ব দিঞা শ্রীমুখ নেহালে ॥ ৪
গোপগণে এতেকেতে নন্দেরে বেড়িয়া।
কহিতে লাগিল গোপ সশঙ্কিত হঞা ॥ ৫
গোপগণ বলে ওহে শুন নন্দরায়।
তোমার পুত্রের মায়া বুঝেনে না জায় ॥ ৬
সাত বৎসরের শিশু পর্ব্বত ধরিল।
একাঙ্গুলে মহাগিরি শৈলেত রাখিল ॥ ৭
সপ্তদিন বরিষণ উৎপাত করিয়া।
লজ্জা পাই দেবরাজ গেল নিবারিয়া ॥ ৮
পুতনা রাক্ষসী আইল মারিতে বালকে।
স্তন পান করি শিশু সংহারিল তাকে ॥ ৯
এক মাসের শিশু আছিল যখন।
চরণে ঠেলিয়া কৈল শকট ভঞ্জন ॥ ১০
এক বৎসরের শিশু যখন আছিল।
চক্রবাত নামে দৈত্য মায়া করি আইল ॥
গগণে তুলিয়া শিশু নিল কতদূর।
গলাটিপি দিঞা কৃষ্ণ বধিল অসুর ॥ ১২
গোপীর মন্দিরে গিঞা চুরি করে ননি।
উদুখলে বালকেরে বান্ধে নন্দরাণী ॥ ১৩
উখলী লইয়া কৃষ্ণ ধাইল সত্বর।
যমল অর্জ্জুন দুই ভাঙ্গে তরুবর ॥ ১৪
অঘাবকা দুই দৈত্য সংহার করিয়া।
আনন্দে খেলায় শিশু বালক হইয়া ॥ ১৫
বৎস নামে এক দৈত্য মহাভয়ঙ্কর।
ইঙ্গিতে করিল শিশু তাহার সংহার ॥ ১৬
কালিন্দীর হ্রদে গিঞা কালীয় দমিল।
সেই যমুনার জল অমৃত হইল ॥ ১৭
আর এক মহাদৈত্য আইল খেলিতে।
বলভদ্রে কান্ধে করি চলিল শূন্যেতে ॥ ১৮
তথাতে মারিল তারে রোহিণী নন্দন।
মুষ্টির প্রহারে দৈত্য ছাড়িল জীবন ॥ ১৯
বনেতে করিল শিশু দাবাগ্নি ভক্ষণ।
শিশু হঞা হেনকর্ম্ম করে কোনজন ॥ ২০
এই দুই শিশু দেখি মহাবলবন্ত।
কহ নন্দঘোষ তুমি জানহ উদন্ত ॥ ২১
হাসিঞা কহিছে নন্দ শুন গোপগণ।
কহিব তোমারে সব গর্গের বচন ॥ ২২
সত্যযুগে এই শিশু শ্বেতাঙ্গ হইল।
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরিয়া জন্মিল ॥ ২৩
এবে কৃষ্ণবর্ণ হৈল দ্বাপর যুগেতে।
পীতবর্ণ এই শিশু হইবে কলিতে ॥ ২৪
বসুদেব নামে এক ক্ষত্রি জাতি ছিল।
এইবার তাঁর ঘরে এ শিশু জন্মিল ॥ ২৫
বাসুদেব নাম এবে বলয়ে সংসারে।
ভার নিবারণ হেতু জন্ম মোর ঘরে ॥ ২৬
গোকুলে বিহার করে গোপের সহিতে।
সর্ব্বলোক সুখী হৈবে এ শিশু হইতে ॥ ২৭
পূর্ব্বেতে অসুর বল বাড়িল যখন।
দানব নাশিয়া রক্ষা কৈল দেবগণ ॥ ২৮
এই কৃষ্ণ সর্ব্বকাল অতুল শকতি।
দুষ্ট দৈত্য নাশিয়া স্থাপিল বসুমতি ॥ ২৯
এই কৃষ্ণে যেই জন করিবে ভকতি।
ছুটিবে সংসার বন্ধ পাবে দিব্য গতি ॥ ৩০
এই শিশু পূর্ণব্রহ্ম জান গোপগণ।
কভু মিথ্যা নহে সেই গর্গের বচন ॥ ৩১
নন্দের বচনে গোপ আনন্দ হৃদয়।
নির্ম্মল হইল মতি খণ্ডিল সংশয় ॥ ৩২
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম নন্দের নন্দন।
উদ্দেশে প্রণাম করে যত গোপগণ ॥ ৩৩
ভাগবত আচার্য্যের মধুর চরিতে।
কর্ণপথে পিয় জীব ভাগবতামৃতে ॥ ৩৪

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তবিংশতি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

শুক বলে নরপতি কর অবধান।
কৃষ্ণলীলামৃত কহি ব্যাসের বচন ॥ ১
একদিন নন্দ ঘোষ একাদশী করে।
নিরাহার করি রহে হরির বাসরে ॥ ২

মুহূর্ত্তেক দ্বাদশী আছয়ে পরদিনে।
রাত্রি শেষে উঠি নন্দ চলিল মজ্জনে॥ ৩
যমুনার জলে গিয়া আসুরী সময়।
স্নান করি নন্দ ঘোষ তর্পণ করয়॥ ৪
বরুণের চর দৈত্য থাকিয়া অম্বরে।
অধর্ম্ম দেখিয়া দৈত্য হরিল নন্দেরে॥ ৫
জলের ভিতর দৈত্য প্রবেশিল গিয়া।
বরুণের পুরে নন্দ রাখিল লইয়া॥ ৬
নন্দের সঙ্গতি যত গোয়াল আছিল।
কৃষ্ণের নিকটে গোপ কাঁদিয়া চলিল॥ ৭
ঘনশ্বাসে কহে গোপ শুন গদাধর।
অসুরে হরিয়া নিল জনক তোমার॥ ৮
জলের ভিতরে গিয়া করিল প্রবেশ।
বুঝিয়া বিধান কর এবে হৃষিকেশ॥ ৯
গোপগণ স্থানে কৃষ্ণ শুনি বিবরণ।
নন্দের উদ্দেশেতে চলিল নারায়ণ॥ ১০
ক্ষীর জল মধ্যে যথা বরুণের পুরী।
নিমেষ ভিতরে তথা গেলেন মুরারি॥ ১১
কৃষ্ণ আগমন শুনি দেব জলেশ্বর।
চরণে পড়িল গিঞা শিরে যুড়ি কর॥ ১২
ঘনং প্রণিপাত লোমাঞ্চিত কেশ।
গদগদস্বরে স্তুতি করিছে জলেশ॥ ১৩
আজি সে সফল মোর জনম জীবন।
আজি সে সফল মোর হৈল পিতৃগণ॥ ১৪
আজি সে সফল মোর সুত বিত্তদার।
আজি সে সফল মোর সকল সংসার॥ ১৫
যার পদ সেবী ব্রহ্মা সৃষ্টি অধিপতি।
যার পদ সেবি শিব অতুল শকতি॥ ১৬
যার পদ সেবি ইন্দ্র স্বর্গে রাজা হৈল।
হেন ব্রহ্মপদ আমি সাক্ষাতে দেখিল॥ ১৭
বরুণ কহিছে প্রভু ক্ষম অপরাধ।
ভৃত্য দোষ ক্ষমি মোরে করহ প্রসাদ॥ ১৮
তবে জল অধিকারী নন্দেরে আনিঞা।
কৃষ্ণপদ পূজা করে শতদল দিঞা॥ ১৯
রত্নমণি দিল কৃষ্ণে করিতে ভূষণ।
যৌতুক আনিঞা নন্দে দিল বহুধন॥ ২০
আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি করে জলপতি।
প্রদক্ষিণ করি কৈল চরণে প্রণতি॥ ২১
বরুণের স্থান হৈতে নন্দেরে লইঞা।
গোকুল নগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিঞা॥ ২২
জিজ্ঞাসিল যত গোপ নন্দেরে আসিয়া।
কোথা ছিলে কহ নন্দ কে নিল হরিয়া॥২৩
নন্দ বলে গোপগণ কহি যে তোমারে।
আমারে হরিয়া নিল বরুণের চরে॥ ২৪
জলের ভিতরে সেই বরুণের পুরী।
সহস্র বদন হৈলে বর্ণিতে না পারি॥ ২৫
মণিরত্নে খচিত বিচিত্র পুরীখান।
দরশন মাত্রে হয় বৈকুণ্ঠ গেয়ান॥ ২৬
স্থানে২ আছে কত রতন সঞ্চয়।
সে সব কহিলে কেহো না জাবে প্রত্যয়॥
আপনে বরুণ মোর বালক দেখিয়া।
চরণ পূজিল আসি শতদল দিয়া॥ ২৮
কত স্তুতি ভক্তি আর কৈল জলপতি।
মণিমালা আনি দিল করিয়া ভকতি॥ ২৯
এই কৃষ্ণে জান গোপ পুরুষ পুরাণ।
এই কৃষ্ণ হৈতে সবে পাবে পরিত্রাণ॥ ৩০
নন্দের বচনে গোপ তদগদ্‌চিত্তে।
কৃষ্ণপদযুগ ধ্যান লাগিল করিতে॥ ৩১
গোপ গোপী শুদ্ধভাব দেখি জগন্নাথ।
ব্রহ্মহ্রদ মধ্যে নিল গোকুল সহিত॥ ৩২
ব্রহ্মহ্রদ তীর্থ সেই সত্য জ্যোতির্ম্ময়।
দরশন মাত্রে হয় ভববন্ধ ক্ষয়॥ ৩৩
হেন ব্রহ্ম হ্রদে কৃষ্ণ নিল গোপগণে।
বিষ্ণুমায়া গোপগণ কিছুই নাজানে॥ ৩৪
পূর্ণ ব্রহ্মহ্রদ হৈতে আনিল কানাই।
স্বপন সদৃশ গোপ জানিল সবাই॥ ৩৫
ব্রহ্মহ্রদ তীর্থ কথানন্দবিমোচন।
ভাগবত আচার্য্যের মধুর বচন॥ ৩৬

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রহ্মতীর্থ
নন্দবিমোচন নাম অষ্টাবিংশতি
অধ্যায়ঃ॥ ২৮॥

বরিষ্ঠবালকৈঃ সাকমখণ্ডিতসুখো হরিঃ।
ক্রীড়াকক্রে ব্রজস্ত্রীভিস্বমনোরথসিদ্ধয়ে॥
কামদর্পবিঘাতার্থমাপ্তকামঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
লোকানুকরণেনৈব ভগবাংস্তমমাদিশৎ॥

বড়ারিঃ॥

শুক বলে পরীক্ষিৎ করিয়া ভকতি।
বৃন্দাবন বিহার শুনহ নরপতি॥ ১
গোপীকার কাম্য সিদ্ধি করিতে মুরারি।
বৃন্দাবন পুলিনে চলিল শ্রীহরি॥ ২
শরৎ সহায় আর পূর্ণিমা রজনী।
মনোহর মুরলী বাজান যদুমণি॥ ৩
একত্র মিলিঞা আইল ষড়ঋতুগণ।
যমুনা লহরী তাহে সুমন্দ পবন॥ ৪
প্রফুল্ল কমল দল ভ্রমর গুঞ্জরে।
কুহু ২ কোকিল করয়ে সুমধুরে॥ ৫
আনন্দিত তরুলতা পশু পক্ষিগণ।
মল্লিকা মালতী জাতি প্রফুল্ল কানন॥ ৬
সুখ দুঃখ নিবর্ত্ত হইল জগজনে।
হরিল সবার চিত্ত বংশী আকর্ষণে॥ ৭
শুনিঞা বাঁশী রসাল যত ব্রজনারী।
অধৈর্য্য হইলা মনে পড়িল মুরারি॥ ৮
মদনে পীড়িল অঙ্গ হইলা বিহ্বল।
কৃষ্ণ দরশনে গোপী চলিল সকল॥ ৯
কোন গোপী ছাওয়ালেরে দুগ্ধ পিয়াইতে।
ফেলিয়া বালকে রামা ধাইল ত্বরিতে। ১০
কোন গোপী গৃহকর্ম্ম রন্ধনেতে ছিল।
ত্যজিয়া সকল কর্ম্ম সত্বরে চলিল॥ ১১
কোন গোপী পতি সঙ্গে ছিল পরিহাসে।
লজ্জাভয় নাহি জায় কানুর উদ্দেশে॥ ১২
কোন গোপী গোরস আবর্ত্তে এক মনে।
ফেলিয়া চলিল দুগ্ধ পড়িল আগুনে। ১৩
কোন গোপী এককর্ণে কুণ্ডল পরিয়া।
কোন গোপী ধায় মনে উন্মাদ হইয়া। ১৪
কেবা কি করিবে কারো নাহি অবধান।
চলিল সকল গোপী শুনি বাঁশীর গান॥ ১৫
কোন গোপীকারে ধরি রাখে তার পতি।
বন্ধুগণে রাখে কারে করিয়া শকতি॥ ১৬
কোন গোপী রাখে কেহো ঘরেতে ভরিয়া।
কোন গোপী কারে কেহো রাখিয়ে বান্ধিয়া॥
শেষে গোপীশ্বর হৈতে যেতে না পাইল।
কৃষ্ণপদ যুগ ধ্যান করিতে লাগিল॥ ১৮
বিরহ সন্তাপে গোপী ত্যজিল জীবন।
কর্ম্ম বন্ধ ছুটিল পাইল নারায়ণ॥ ১৯
পরীক্ষিত বলে মুনি কহিলে কেমন।
মোর চিত্তে সংশয় হইল তপোধন॥ ২০
স্ত্রীলোকের পতিধর্ম্ম করি শুদ্ধ মতি।
ব্রহ্মভাব করিয়া সেবিব নিজপতি॥ ২১
স্বামী বিনা উপপতি যে নারী করয়।
অন্তরে নরক তার কভু ত্রাণ নয়॥ ২২
আপনি কহিলে পূর্ব্বে এসব বচন।
যেমন প্রকারে যত স্ত্রীধর্ম্ম লক্ষণ॥ ২৩
গোপীগণ নাহি জানে ঈশ্বর করিয়া।
কামভাবে ভজে গোপী সৌন্দর্য্য দেখিয়া॥
নিজপতি ছাড়ি কৈল কুলটার ধর্ম্ম।
কেমনে তরিল গোপী নাশিয়া স্বধর্ম্ম॥ ২৫
আর এক সন্দেহ শুন আছয়ে আমার।
ঈশ্বর হইয়া কেনে কৈল পরদার॥ ২৬
ইহার বৃত্তান্ত কহ ব্যাসের কুমার।
সংশয় নাশিয়া মোর কর প্রতিকার॥ ২৭
শুক বলে নরপতি না কর সংশয়।
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নয়। ২৮
জগতের পতি কৃষ্ণ গতি সর্ব্বেশ্বর।
ত্রৈলোক্যে কৃষ্ণের কেবা আছে ভিন্ন পর॥
যে যে কাম বাঞ্ছা করি ভজে যেই জন।
মনস্কাম পূর্ণ তাঁর করে নারায়ণ॥ ৩০
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধরেন মুরারি।
কামভাবে ভজিয়া পাইল ব্রজনারী॥ ৩১
পূর্ব্বেতে কহিল রাজা বিস্মরিলে মনে।
শত্রুভাবে শিশুপাল পাইল নারায়ণে॥ ৩২
সম্বন্ধ ভকতি কিবা কাম ক্রোধে ভজি।
কৃষ্ণে গতি হয় তার ভববন্ধ ত্যজি॥ ৩৩
কামভাবে কৈল গোপী আত্মা সমর্পণ।
এই হেতু মুক্তিপদ পাইল গোপীগণ॥ ৩৪
তরুলতা তৃণ যদি মুক্তি বৃন্দাবনে।
সংশয় না কর রাজা গোপীর কারণে॥ ৩৫
এতশুনি নিঃশব্দে রহিল নরপতি।
কহিতে লাগিল তবে শুক মহামতি॥ ৩৬
একপথে গোপীগণ চলিল সকল।
সবেই আপন মনে হইয়া বিহ্বল॥ ৩৭

কৃষ্ণের নিকটে গোপী চৌদিগে বেড়িল।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিল। ৩৮
কৃষ্ণ কহে গোপীগণ কহ বিবরণ।
কিকারণে তুমি সবে হেথা আগমন ॥ ৩৯
গোকুলে উৎপাত কিবা কি ভয় দেখিলে।
বনেতে প্রবেশ কেনে কৈলে নিশাকালে॥
ভয়ঙ্কর বহু জন্তু এই বনে আছে।
কেমনে সাহসে গোপী আইলে মোর কাছে॥
কুলের কামিনী তুমি সবে গোপীগণে।
কলঙ্ক করিয়া ভয় না করিলে মনে॥ ৪২
সুমন্দ পবন বহে শরতের চান্দ।
মধুর সৌরভ তাহে কোকিলের নাদ॥ ৪৩
বিলম্ব না কর গোপী চলি যাহ ঘরে।
এ বনে থাকিলে কাম সঞ্চরে শরীরে॥ ৪৪
স্ত্রীলোকের মুখ্যধর্ম্ম পতির সেবন।
মরণ জীবন পতি ইষ্ট বন্ধুগণ॥ ৪৫
রোগাঙ্গ দুর্গতি কিবা দরিদ্রতাপতি।
তবু পতি না ছাড়িবে নারী কুলবতী॥ ৪৬
পতি সেবা ছাড়ি নারী করে অন্যমন।
হেনকালে কষ্ট অন্তে নরকে গমন॥ ৪৭
স্নেহ করি কিবা আইলে দেখিতে আমারে।
দেখিলে আমারে শীঘ্র চলহ মন্দিরে॥ ৪৮
ঘরে বসি আমারে চিন্তহ গোপীগণ।
আমার স্মরণ সদা করহ কীর্ত্তন॥ ৪৯
অচলা ভকতি হবে পাইবে আমারে।
অন্তেতে পরমগতি হবে সবাকারে॥ ৫০
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি ব্রজনারী।
অদৃষ্ট মানিয়া রহে হেটমাথা করি॥ ৫১
ক্ষণে শ্বাস বহে গোপী নয়ন সজল।
পদযুগনখ দিয়া লিখে ক্ষিতিতল॥ ৫২
ক্ষণেক বিলম্বে গোপী ধৈর্য্য হইয়া চিতে।
প্রেম যুক্ত হঞা কৃষ্ণে লাগিল দেখিতে॥৫৩
কে বলে দয়াল কৃষ্ণ করুণা সাগর।
কল্পতরু নাম কেন ধর গদাধর। ৫৪
বুঝিনু কানাই তোর যতেক চাতুরী।
হরিলে কামিনী চিত বংশীনাদ করি। ৫৫
সর্ব্বকাম ত্যজি গোপী আইনু তুয়া স্থানে।
এখন এমন বাক্য কহ কি কারণে॥ ৫৬
আগেতে গোপীর চিত্ত নিলে চুরি করি।
এখনে স্বধর্ম্ম মোরে দেখাহ মুরারি॥ ৫৭
পতিসেবা গৃহকর্ম্ম যত ধর্ম্ম আছে।
সব সমর্পিনু তুয়া চরণ পঙ্কজে॥ ৫৮
সর্ব্বধর্ম্ম জান তুমি রসিক সুজন।
চরণে শরণ এবে নিনু গোপীগণ॥ ৫৯
বাঞ্ছা কল্পতরু কৃষ্ণ হৃদয় বুঝিয়া।
গোপীগণে প্রবোধিল মুচকি হাসিয়া॥ ৬০
গোপীর কামনা পূর্ণ করিতে মুরারি।
বৃন্দাবন পুলিনে রচিল রাস কেলি॥ ৬১
দ্বয়োর্দ্বয়ো মধ্যে কৃষ্ণ ভুজ আলিঙ্গন।
চৌদিগে বেড়িয়া ভ্রমে সব সখিগণ॥ ৬২
তারাগণ মধ্যে যেন পূর্ণ শশধর।
অতি সুখী ব্রজনারী সুখী যদুবর॥ ৬৩
গোপীগণ গায় গুণ শ্রীমুখ নেহারী।
আনন্দে বাজান কৃষ্ণ মধুর মুররী॥ ৬৪
বহুবিধ পরিহাস বিবিধ নর্ত্তন।
অধরে অধর ক্ষণে করে আলিঙ্গন॥ ৬৫
ষড়ঋতু অধিষ্ঠান হৈল সেই কালে।
ভ্রমর ঝঙ্কারে তাহে কুহরে কোকিলে॥ ৬৬
ময়ুর নর্ত্তন করে সুমন্দ পবন।
আমোদিত হৈল সবে কুসুমিত বন॥ ৬৭
গোপী সমিভারে কৃষ্ণ রাসকেলি করে।
অহঙ্কার গোপীগণে বাড়িল অন্তরে॥ ৬৮
কোন গোপীর মনে কৃষ্ণ প্রিয় প্রিয়তম।
কোন গোপীর মনে মোর সফল জনম॥ ৬৯
কোন গোপীর মনে আমাতে পীরিতি।
কোন গোপীর মনে কৃষ্ণ চিত্ত মোর প্রতি॥
গোপীকার চিত্ত বুঝিয়া গদাধর।
হাসিতে লাগিল কৃষ্ণ না দিল উত্তর॥ ৭১
অহঙ্কার গোপীর নাশিতে ভগবান।
সেইক্ষণে নারায়ণ কৈল অন্তর্ধান॥ ৭২
রাসলীলা কথামৃত শুন বন্ধুগণ।
ভাগবত আচার্য্যেতে করিল রচন। ৭৩

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানং নাম ঊনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ২৯।

শুক বলে নরপতি শুনহ এখন।
বনেং যেরূপে ভ্রমিল গোপীগণ ॥ ১
ইতমধ্যে এক গোপী লইয়া মুরারি।
অন্তর্ধান কৈল আর সবে পরিহরি ॥ ২
কৃষ্ণে না দেখিয়া আর যত গোপীগণ।
ব্যাকুল হইয়া বনে করে অন্বেষণ ॥ ৩
কোথা গেল নন্দসুত কে নিল হরিয়া।
করাঘাত করে কেহ ভূমেতে পড়িয়া ॥ ৪
কোন গোপী জিজ্ঞাসা করয়ে তরুগণে।
তোরা কি দেখিলি যাইতে নন্দের নন্দনে
কোন গোপী ঘোর বনে করয়ে প্রবেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে কেহ করয়ে উদ্দেশ ॥ ৬
শুনহে কদম্ব তরু কোন গোপী বলে।
তুমি কি যাইতে কৃষ্ণে এ পথে দেখিলে ॥ ৭
কোন গোপী পশুসনে জিজ্ঞাসা করয়।
তোরা সবে কি দেখিলি যশোদা তনয় ॥ ৮
কোন গোপী বলে ওহে মল্লিকা মালতী।
তুমি কি কহিতে পার কোথা যদুপতি ॥ ৯
তুলসী দেখিয়া কেহো জিজ্ঞাসে তদন্ত।
কহ বৃক্ষ বলি তুমি জান আদি অন্ত ॥ ১০
তীর্থবাসী দেখিয়া জিজ্ঞাসে গোপী সব।
তুমি সব কি দেখিলে যাইতে মাধব ॥ ১১
কহ বিহঙ্গমগণ কি দেখিলি তোরা।
সখীসঙ্গে কোন পথে গেল নারীচোরা ॥ ১২
কহ হে অশ্বত্থ বট চম্পক সুন্দর।
কহ গো পৃথিবী কোথা গেল নটবর ॥ ১৩
বন উপবন গোপীগণেতে ভ্রমিয়া।
ধৈরজ ধরিতে নারে কৃষ্ণে না দেখিয়া ॥ ১৪
কানুর বিচ্ছেদে কারু না রহে জীবন।
কৃষ্ণলীলা করিতে লাগিল গোপীগণ ॥ ১৫
এক সখী বলে আমি পুতনা রাক্ষসী।
আর সখী কৃষ্ণ হৈয়া স্তন পিল আসি ॥ ১৬
কোন সখী বোলে আমি শকট হইল।
কৃষ্ণরূপ হঞা কেহো চরণে ঠেলিল ॥ ১৭
কোন সখী হৈল তৃণাবর্ত্ত চক্রবাত।
কোন সখী বোলে আমি সেই যদুনাথ ॥ ১৮
বৃষাসুর রূপ আমি কোন সখি ধরে।
কোন সখি কৃষ্ণরূপে আসিঞা প্রহরে ॥ ১৯
কালিনাগ রূপ সখি ধরে কোন জন।
কৃষ্ণরূপে আসি কেহো করিছে তাড়ন ॥ ২০
কোন সখি আসিয়া প্রলম্বাসুর হয়।
কোন সখি বলে আমি রোহিণী তনয় ॥ ২১
গোবর্দ্ধন গিরিরূপ কোন সখি হৈল।
কৃষ্ণরূপে কেহ আসি ধরিয়া রহিল ॥ ২২
কৃষ্ণলীলা করে কেহো বালক হইয়া।
গোঠেতে চলিল কেহো গোবিন্দ লইয়া ॥২৩
কোন সখী বলে আমি হই সে শ্রীদাম।
কেহ বলে হের আমি হৈল বলরাম ॥ ২৪
অংশুক অর্জ্জুন কেহ সুবল হইয়া।
ধেনুরূপ ধরে কেহো হাম্বা রব দিয়া ॥ ২৫
মনোহর মুরলী বাজায় কেহো গিয়া।
সখিমাঝে রহে কেহো ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ ২৬
এইরূপ লীলা করি ভ্রময়ে কাননে।
কৃষ্ণপদ চিহ্ন দেখে সখি এক স্থলে ॥ ২৭
এক সখি বলে অরে শুন প্রাণসখি।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন এই পদে দেখি ॥ ২৮
পদ অনুসারে সখী চল সবে যাই।
দেখি কতদূরে আছে নিষ্ঠুর কানাই ॥ ২৯
চলিল সকল গোপী পদ অনুসারে।
দোঁহার পদের চিহ্ন দেখে কতদূরে ॥ ৩০
দেখ সখিগণ এই সখি পুণ্যবতী।
দূরেতে আনিল কৃষ্ণ করিয়া পীরিতি ॥ ৩১
এই সখি আমা সবা নৈরাশ করিয়া।
আপনি সংভোগ করে বিরল পাইয়া ॥ ৩২
কৃষ্ণের অধর সুধা পীয়ে একাকিনী।
সকল রাধিকা নামে জন্মিল ভাবিনী ॥ ৩
হের দেখ রাধাকৃষ্ণ বসি দুই জনে।
কুসুম তুলিল কৃষ্ণ রাধার কারণে ॥ ৩৪
ভকতের গতি কৃষ্ণ রসিক সুজন।
যেই যারে বাঞ্ছে তারে দেন নারায়ণ ॥ ৩৫
গোপীসম শুদ্ধ ভাব নহে ভক্তগণ।
না কর সংশয় ইথে শুন হে রাজন ॥ ৩৬
শুক বলে কুরুপতি মন স্থির করি।
কৃষ্ণলীলা মৃত কথা পীও কর্ণভরি ॥ ৩৭
যে গোপী লইয়া কৃষ্ণ করিল গমন।
তার কথা পরীক্ষিত শুনহ এখন ॥ ৩৮

চলিল মাধব যেই গোপী শশী আর।
তার মনে উপজিল মদ অহঙ্কার॥ ৩৯
হৃদয়ে ভাবিল রামা আমি সে সুন্দরী।
আমাতে পিরীতে বড় হইল মুরারি। ৪০
সর্ব্ব গোপী পরিহরি আমা না ছাড়িল।
ত্রৈলোক্যে উত্তমা আমি এবে সে জানিল॥
মনেতে করিয়া গর্ব্ব কহিছে ভাবিনী।
চলিতে না পারি আমি শুন যাদুমণি॥ ৪২
কোলে করি লহ মোরে শুনহ কানাই।
তবে সে বুঝিব আমি তোমার বড়াই॥ ৪৩
হাসিঞা কহিছে কৃষ্ণ শুনল সুন্দরী।
তোমারে বহিয়া আমি লব কান্ধে করি॥
সর্ব্ব সখী মধ্যেতে তুমি সে সুখময়।
আমার বৈরজ তুমি বান্ধিলে হৃদয়। ৪৫
এতবলি সেইখানে বৈসে গদাধর।
চড়াসিয়া মোর কান্ধে ডাকে যদুবর॥ ৪৬
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সেই বরাঙ্গনা।
আনন্দে মাজল চিত্ত পাসরে আপনা॥ ৪৭
স্কন্ধেতে চাড়তে গোপী হেল আগুয়ান।
পদ আরোপিতে কৃষ্ণ হেল অন্তর্দ্ধান॥ ৪৮
কৃষ্ণে না দেখিয়া গোপী অধৈর্য্য হইয়া।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে করুণা করিয়া। ৪৯
কোথা গেলে নন্দসুত দেহ দরশন।
তোমা না দেখিয়া মোর না রহে জীবন॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে পড়ে আছাড়িয়া।
ক্ষুভিত পুন্নাগ যেন মণি হারাইয়া॥ ৫১
একাকী কাননে রামা করয়ে ভ্রমণ।
হেনকালে আসিয়া মিলল গোপীগণ। ৫২
গোপীর সমাজে গিয়া কহিছে ভাবিণী।
যেরূপে যতেক লীলা কৈল যদুমণি॥ ৫৩
পুনরপি একত্রে মিলিয়া গোপীগণ।
ভ্রমিল সকল কুঞ্জ বন উপবন॥ ৫৪
বুঝিতে গোপীর চিত্ত ত্রিদশ ঈশ্বর।
চতুর্ভুজ রূপ ধরি রহে গদাধর॥ ৫৫
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ভুজ বিরাজিত।
কিরীট কুণ্ডল হার কৌস্তভ শোভিত॥৫৬
বৈজয়ন্তী মালা দোলে দেখিতে সুন্দর।
কটীতটে পীতবাস তার কলেবর॥ ৫৭
গোপী মধ্যে এক গোপী কহিছে ডাকিয়া
হের দেখ নন্দসুত আছে লুকাইয়া। ৫৮
প্রফুল্ল হইয়া গোপী সত্বরে চলিলা।
চতুর্ভুজ দেখি গোপী শশঙ্কিত হৈলা॥ ৫৯
প্রণাম করিল গিয়া দেখি নারায়ণে।
করযোড়ি স্তবন করয়ে গোপীগণে॥ ৬০
নম নম জগন্নাথ জগৎ ঈশ্বর।
নমো নারায়ণ বিরাজিত চারিকর॥ ৬১
নমশ্বেত দ্বীপপতি জীবের জীবন।
নমপরাৎপর দেব দুঃখ বিনাশন॥ ৬২
এই বর মাগি দেব তোমার চরণে।
নন্দসুত দয়া যেন করে গোপীগণে॥ ৬৩
আমি বিরহিণী সব আভীর কুমারী।
আমা সবাকারে যেন মিলে বংশীধারি।৬৪
প্রণাম করিয়া গোপী করিল গমন।
চলিতে না পারে কেহো না উঠে চরণ।৬৫
নয়নেত্র বহে নীর দেখে অন্ধকার।
পূর্ণিমা যামিনী যেন তিমির আকার।৬৬
ভয়ঙ্কর হৈল সব গহন কানন।
যমুনা পুলিনে পুন আইল গোপীগণ॥ ৬৭
মণ্ডলী করিয়া গোপী বসিল আসরে।
কোথা কৃষ্ণ বলিয়া ডাকয়ে উচ্চস্বরে।৬৮
ভাগবত আচার্য্যের মধুর চরিত।
সুখে যেন বুঝে লোক ভাগবতামৃত।

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে
ত্রিংশ তমোঽধ্যায়ঃ। ৩০॥

যথারাগঃ॥

শুক বলে নরপতি, কর রাজা অবগতি,
যেরূপে মিলিল নারায়ণ।
সে সব কহিব আমি, কর্ণ পথে পাও তুমি,
বিষাদ করয়ে গোপীগণ॥ ১
একত্রে বসিয়া সব, স্মভরে গোপী মাধব,
শিরেতে করিয়া করাঘাত।
কিবা অপরাধ পাঞা, বিরহিনি তেয়া গিঞা
কোথাগেলে অহে জগন্নাথ॥ ২
এবেসে জানিল আমি, কঠিন নির্দ্দয় তুমি
মজাইলে আভীর কুমারী।

ত্যজিনু সকল ধর্ম্ম, অবলা না জানি মর্ম্ম,
বংশীনাদে প্রাণ কৈলে চুরি ॥৩
যেদিন অবধি কানু, বাজাইলে মোহন বেনু
যমুনাতে বস্ত্র নিলে হরি।
শুন ওহে নারী চোরা সেদিন অবধি মোরা
ঘরে আর রহিতে না পারি ॥৪
শুনিঞা বাঁশীর গান, পক্ষীপশু করে ধ্যান
নিশ্চল হইল যতজন।
বেগবতী নদী যত, উজানেতে বহে স্রোত,
শিশু সবে নাহি পীয়ে স্তন ॥ ৫
যখন ত্রিভঙ্গ হঞা, থাক তুমি দাঁড়াইয়া
মোহন মুরতি নটবর।
স্তম্ভিত মারুত বায়, রবি নাহি বেগে জায়,
সেরূপ দেখিয়া মনোহরা ॥ ৬
শ্রীমুখে সুন্দর হাসি, যেন সুধা পড়ে খসি,
পীযূষ সদৃশ রসভাষা।
কটাক্ষ নয়ান কোণে, হানিলে কামিনীগণে
নৈরাশ করিলে কেনে আশা ॥ ৭
তোমারে পড়িল মনে, চাহি বৃন্দাবন পানে
ধ্যান করি ও রাঙ্গা চরণ।
কুকরে কাঁদিতে নারি, অনিমিখে পথ হেরি
যাবৎ না হয় দরশন। ৮
বুঝিতে না পারি মেনে,নিদয় হইলে কেনে
ওহে শ্যাম না কর চাতুরী।
ত্যজি সব পরিবার, তুয়া পদ কৈল সার,
কত দুঃখ দিবে হে মুরারি ॥ ৯
যে ভজে তোমার পায়, তার কি এ দশা হয়
গৃহধর্ম্ম সকল পাসরে।
যেন কাঙ্গালিনী হঞা, পথেং ভ্রমাইয়া,
ভিক্ষা মাগি খায় ঘরেং । ১০
কোথা আছ প্রাণকানু, বাজাও মোহনবেণু
তবে বাঁচে গোপীর জীবন।
ক্ষণেক বিলম্ব দেখি, শরীর বিকল সখি,
কোথা কৃষ্ণ দেহ দরশন। ১১
অনেক বিলাপ করি, যতেক আভীর নারী
দাঁড়াইল প্রাণ ত্যজিতে।
হেন কালে নারায়ণ, গোপী মধ্যে আগমন
বংশীধ্বনি লাগিল করিতে ॥ ১২
রাসলীলা সুধামৃত, গোপীর বিশদ যত
শুন রাজা তোমারে কহিল।
যেবা শুনে যেবা গায়, নাহি ভব ভয় তায়,
ভাগবত আচার্য্য রচিল ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

কহ কহ মহামুনি বলে পরীক্ষিত।
কহিতে লাগিল শুক হঞা প্রফুল্লিত ॥
গোপীগণ নিকটে দেখিয়া গদাধরে।
জীবন পাইল যেন মরা কলেবরে ॥ ২
কৃষ্ণের চৌদিকে গোপীগণেতে বেড়িলা।
ভ্রুকুটী করিয়া চাহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩
কোন গোপী জল আনি করয়ে সেচন।
কোন গোপী পাখাইয়া দিলেক চরণ ॥ ৪
কোন গোপীর বসন পরায় করতলে।
কোন গোপী পুষ্পমালা আনি দিল গলে ॥ ৫
কোন গোপী চন্দন লেপয়ে সর্ব্বগায়।
কোন গোপী আসি অঙ্গে চামর ঢুলায় ॥ ৬
শ্রীমুখে তাম্বুল আনি কোন গোপী দিল।
কোন গোপী পদসেবা করিতে লাগিল ॥ ৭
কন্দর্প জিনিয়া রূপ শ্যাম কলেবর।
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে শশধর ॥ ৮
নিজং বস্ত্র সবে রচিল আসন।
তাহার উপরেতে বসিলা নারায়ণ ॥ ৯
সবার মনেতে কৃষ্ণ আছে মোর পাশে।
মধুর বচন কহে হাস পরিহাসে ॥ ১০
গোপীগণ কহে ওহে নন্দের নন্দন।
তুমি সুপণ্ডিত কিছু করি নিবেদন ॥ ১১
ভজিলে ভজয়ে যেবা কিবা ধর্ম্ম তার।
না ভজিলে ভজে যদি কি ধর্ম্ম তাহার ॥ ১২
ভজিলে নাহিক ভজে কোন ধর্ম্ম হয়।
ইহার বিধান মোরে কহ মহাশয় ॥ ১৩
এতেক জিজ্ঞাসা যদি কৈল গোপী সব।
ঈষৎ হাসিয়া তবে কহিছে মাধব। ১৪
ভজিলে ভজয়ে সখী শুন কথা তার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি কিছু স্নেহ মাত্র সার ॥ ১৫
ভয়েতে ভজয়ে কেহো উদর কারণ।
মিত্রাদি করিয়া কেহ করয়ে ভজন ॥ ১৬

না ভজিলে ভজে সখি সেই দয়াময়।
পর দুঃখে দুঃখী সেই জানহ নিশ্চয় ॥ ১৭
তার ধর্ম্মে নিরূপিতে পারে কোন জন।
ত্রৈলোক্যে উত্তম সেই শুন গোপীগণ ॥ ১৮
ভজিলে নাহিক ভজে সেই মূঢ়মর।
গুরুদ্রোহি সদৃশ পাতকী দুরাশয় ॥ ১৯
এই কালে কষ্ট অন্তে নরকে গমন।
জানহ সকল সত্য এ সব বচন ॥ ২০
এ সব জনের মাঝে আমি কেহো নহি।
শুন সখি আমার সহজ কথা কহি ॥২১
ভজিলেই নাহি ভজি আমার এ রীতি।
নিরবধি ভজেন যে করিয়া পীরিতি ॥ ২২
অবনী লভিলে ধন হারায় যখনে।
তাহার চিন্তায় আর কিছুই না জানে ॥ ২৩
ভজিলে না ভজি আমি এই সে কারণে।
চিন্তিতে ভকতি যেন বাড়ে অনুক্ষণে ॥ ২৪
লোক বেদ পতি সুত গৃহ পরিজন।
এ সব ছাড়িলে তুমি আমার কারণ ॥ ২৫
তবে যে তোমারে ছাড়ি রহিনু অন্তরে।
আমাতে ভকতি যেন বাড়ে নিরন্তরে ॥ ২৬
জানিহ করিহ ক্রোধ শুন ব্রজ বামা।
আমি অপরাধি তোমার গুণে নাই সীমা
তোমরা ভজিলে প্রেম করিয়া ভকতি।
তাহা কি শোধিতে পারি আমার শকতি
ব্রহ্মার বরে সে যদি করি উপকার।
তবু ত শোধিতে সখি না পারিব ধার ॥ ২৯
গৃহবন্ধ ছাড়ি এলে দুর্জ্জর শিকলি।
কোন উপকারে তোমা জিনিবারে পারি ॥
তুমি যত কৈলে আমার ভকতি পণয়।
সবে তুমি সার কিছু উপকার নয় ॥ ৩১
কৃষ্ণকেলি বাসরস সুধা অনুবন্ধ।
ভাগবত আচার্য্যের কথার প্রবন্ধ ॥ ৩২

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশমস্কন্ধে
দ্বাত্রিংশত্তিতমোঽধ্যায়ঃ। ৩২ ॥

বরাড়ি রাগঃ।

শুক মুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
অপরূপ রাসকেলী গোপাল চরিত ॥ ১
এইরূপ কৃষ্ণের মধুর সুধা বাণী।
চাতুরী বচন যত শুনিয়া রমণী ॥ ২
ছাড়িল বিরহ তাপ পূর্ণ হৈল সিদ্ধি।
আনন্দে মজিল গোপী পাইয়া গুণনিধি ॥ ৩
তবে কৃষ্ণ রাসকেলি কৈল অনুবন্ধে।
বাউহে যুবতী ধরিয়া বাউহে বান্ধে ॥ ৪
রাস মহোৎসব হৈল রমণীর মাঝে।
দুই ২ যুবতী গোবিন্দ মাঝে মাঝে ॥ ৫
হেন কালে সুরসিদ্ধি গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
নিজ নিজ নারীসহ আইল বিদ্যাধর ॥ ৬
দেবরথে পুরাইল আকাশ মণ্ডল।
শঙ্খ ভেরী দুন্দুভি বাজন নিরন্তর ॥ ৭
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া বাজে দেবের বাজন।
আকাশ ভরিয়া পড়ে পুষ্প বরিষণ ॥ ৮
রথের উপরে আছে দেবের নাচনী।
বিদ্যাধর গায় গীত সুমধুর ধ্বনি ॥ ৯
সদ্ধগণ মুনিগণ করয়ে স্তবন।
কৃষ্ণের নির্ম্মল যশ গায় সুরগণ ॥ ১০
কঙ্কন কিঙ্কিনী নূপুরের ঝনঝনি।
অঙ্গ আভরণ শব্দে পুরিল মেদিনী ॥ ১১
তুমুল শব্দ হৈল এ বাস মণ্ডলে।
রমণী সমাজ মাঝে কৃষ্ণ শোভাকরে ॥ ১২
হেমমণি মাঝে যেন ইন্দ্র নীলমণি।
বিনিসুতে হার যেন বিচিত্র গাঁথনি ॥ ১৩
দুহুঁ২ গোপী মাঝে দেবকীনন্দন।
কত গোপী কত কানু না যায় গণন ॥ ১৪
পদ আরোপণ ভুজ সব নিপতিত।
কটাক্ষ বিলাস দিগঞ্চল বিরচিত ॥ ১৫
ক্ষীণ কোটীতটভঙ্গ আলোলিত হাস।
গণ্ডযুগে বলিত কুণ্ডল বিলাস ॥ ১৬
ধর্ম্মকণা বিরাজিত বয়ান মণ্ডল।
বিগলিত নিধিবন্ধ কবরী কুন্তল ॥ ১৭
রতিরসে বিলসে বেকত বহুভাঁতি।
বিগলিত রস নাসি সকল যুবতি ॥ ১৮
জলধরচয় যেন সৌদামিনীমালা।
বহু কৃষ্ণ মাঝে শোভে বহু ব্রজবালা ॥ ১৯
রতিরস অনুরাগে ভুলিল রমণী।
বিমল গোপাল গায় উচ্চধ্বনি ॥ ২০

ধন্য ব্রজ নারী ধন্য এ তিন ভুবন।
গোপীর পবিত্র গুণ গায় অনুক্ষণ॥ ২১
বহুবিধ গীতভেদ গোপালের গান।
কেহ সাধুজন করয়ে ব্যাখান॥ ২২
পদ ধরিয়া সব কোন গোপ গায়।
ধন্য২ করিয়া বাখানে যদুরায়॥ ২৩
স্তম্ভিত বসন ভুজ চরণ চঞ্চলা।
চিত্রের পুতলী যেন রহে ব্রজবালা॥ ২৪
গোপালের কান্ধে কেহো দিয়া নিজ কর।
গলিত বসন বেশ বহে নিরন্তর॥ ২৫
কৃষ্ণের আজানু বাহু কেহ লন কান্ধে।
পুলকি হইয়া গোপীর বাহু বান্ধে॥ ২৬
নটন চঞ্চল গণ্ড কুণ্ডলে মণ্ডিত।
নিজগণ্ড গোপী তাহে কৈল আরোপিত॥
তাম্বুল চর্ব্বিত তাহে দিল গদাধর।
নাচয়ে গোপীকা কেহো গায় মন্দস্বর॥ ২৮
কিঙ্কিণী মঞ্জীর রব ঝঙ্কনী বোলে।
কিভেল অধনন্দরস এ রাস মণ্ডলে॥ ২৯
কমলা সেবিত যেই চরণ যুগল॥
পতিভাবে ভজে গোপী হেন দামোদর। ৩০
করে কণ্ঠ (রিয়া করয়ে আলিঙ্গন।
বিহরে গোপাল গুণ গায় গোপীগণ॥ ৩১
কপালে অলকাবলি কর্ণেতে উৎপল।
ললাটে চন্দন বিন্দু গণ্ডে ঘর্ম্মজল॥ ৩২
নানা বেশ ভূষণ পরিয়া ব্রজনারী।
বহুবিধ কৌতুক করয়ে রাস কেলি॥ ৩৩
বলয়া নূপুর নাদ কিঙ্কিণী বাজন।
ব্রজবধূ নাচনী নাচয়ে নারায়ণ॥ ৩৪
অলিকুল মন্দ বোলি সুগীত সুসার।
কি রাসমণ্ডল ভেল কি রাস বিহার॥ ৩৫
তিন লোক হৈল যার ভাবে বিমোহিত।
কি গুণ কহিব তার শুন পরীক্ষিত॥ ৩৬
কেহো করে আলিঙ্গন কুচে নখ রেহা।
কটাক্ষে ভুলায় কেহো অঙ্গে অঙ্গে কেহো।
উদার বিলাস হাস করে কার সঙ্গে।
রময়ে রমণী কানু রাসরস রঙ্গে॥ ৩৮
প্রতিবিম্ব চাহি যেন বালক বিহার।
সেইরূপ রমণীর সঙ্গে গদাধর। ৩৯
নিজ সুখে পূর্ণ প্রভু আপ্ত সর্ব্বকাম।
সর্ব্ব রস রসিক শেখর গুণধাম॥ ৪০
সকল জগত হয়ে কৃষ্ণের মুরতি।
কৃষ্ণ বিনে আন নহে বিচার যুগতি॥ ৪১
আপনিই আপনার নয়ে নারায়ণ।
বালক বিহার লীলা কে বুঝে কারণ॥ ৪২
না সম্বরে কুচপর্ণ পরিধান বাস।
বিগলিত ভূষণ গলিত কেশপাশ॥ ৪৩
ডরকি পড়য়ে অঙ্গ ধরণ না যায়।
ভাবেতে পুরিত গোপী কিতার উপায়। ৪৪
দেখিয়া গোপাল কেলি বিবুধ বনিতা।
মূর্চ্ছিত পড়য়ে দেখি কামে বিমোহিতা॥ ৪৫
নিজগণ সহিতে মোহিত শশোধর।
সুরসিদ্ধ বিমোহিত হইল নিরন্তর॥ ৪৬
যত ব্রজ বধূ তত দেবকী নন্দন।
লীলায় রমণি গোপী প্রভু নারায়ণ॥ ৪৭
শ্রমজল বহে গোপী বয়ান মণ্ডলে।
তা দেখিয়া দয়া কৈল প্রভু দামোদরে॥ ৪৮
নিজ কর কমলে মুছিল শ্রমজল।
নিজ ভুজে আলিঙ্গন দিল গদাধর॥ ৪৯
কনক কুণ্ডল জ্যোতি গণ্ড বিরাজিত।
মন্দ মধুস্মিত হাস বিলাস মুদিত॥ ৫০
নানা রতিভাব গোপী করিয়া বিস্তার।
গাওয়ে গোপাল গুণ জন্ম অবতার॥ ৫১
তবে যত ব্রজনারী করিয়া সংহতি।
যমুনার জলে কেলি করে যদুপতি॥ ৫২
জলকেলি করয়ে বিবিধ পরিপাটী।
হাসিয়া গোপীকা করে জল ছিটা ছিটি॥ ৫৩
চৌদিকে রমণী করে জল বরিষণ।
রথে চড়ি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ॥ ৫৪
দেববাদ্য বাজে নাচে যত বিদ্যাধরি।
সুর সিদ্ধি করে স্তুতি দিবারথে চড়ি॥ ৫৫
গজেন্দ্র লীলায় হরি করে জলকেলি।
ভাবে বিমোহিত হৈল সব গোপনারী॥ ৫৬
জলকেলি করিয়া উঠিলা নারায়ণ।
চৌদিকে গোপীকা সব মধ্যে সনাতন॥ ৫৭
যমুনার তীরে২ করয়ে বিহার।
সুগন্ধি কুসুমে মত্ত ভ্রমর ঝঙ্কার॥ ৫৮

শারদ পূর্ণিমা শশী রজনী বিরাজে।
বিহরে গোপাল গোপী যুবতী সমাজে। ৫৯
না ছাড়ে বসন প্রভু নিজ যোগবলে।
রময়ে রমণী সব যুবতী বিহরে॥৬০
রসিক নাগর হরি সুখ রসময়।
রমিল রমণী কাম করিয়া উদয়॥৬১
রাজা বলে শুন মুনি শুক মহাশয়।
আমার হৃদয়ে হৈল এ বড় সংশয়॥ ৬২
অধর্ম্ম করিয়া নাশ ধর্ম্মসংস্থাপন।
অবতার কৈল হরি এই সে কারণ॥৬৩
সুখময় হঞা করে পরদার রতি।
ঘুচাহ সংশয় মোর শুক মহামতি॥৬৪
এ বোল শুনিয়া মুনি ব্যাসের নন্দন।
শুন রাজা সাবধানে কহিব কারণ। ৬৫
যে পুন ঈশ্বর হয় জ্ঞানে বলবান।
অধর্ম্ম করিয়া তার কি হয় গেয়ান॥৬৬
ধর্ম্মে লাভ নাহি তার পাপে অপচয়।
সর্ব্বভক্ষ হুতাশন তবু তেজোময়॥৬৭
ঈশ্বর নহিলে যদি দুষ্ট কর্ম্ম করে।
নরকে পতন তার হয় নিরন্তরে॥৬৮
রুদ্র নহে না ধরে রুদ্রের সমবল।
হলাহল ভক্ষণে তেজয়ে কলেবর॥৬৯
ঈশ্বরের হৃদয়ে না উঠে অহঙ্কার।
শুভাশুভ কর্ম্মফল না হয় তাহার। ৭০
অখিল জগত গুরু সর্ব্বলোক গতি।
তার কর্ম্ম বিচার করহ নরপতি॥৭১
যার পদরজ ভজি মহামুনিগণে।
তপযোগ করিয়া না পায় সমাধানে। ৭২
সচ্ছন্দে বিহরে কবু নহে ভববন্ধ।
হেন প্রভুর লীলায় তোমার এত ধন্ধ॥৭৩
সর্ব্বভূত হৃদয় বৈশয়ে বনমালী।
লীলায় শরীর ধরি করে নানা কেলি॥৭৪
সেই২ লীলা করে প্রভু নারায়ণ।
শুনিলেই হয় নর কৃষ্ণ পরায়ণ। ৭৫
গোপগণ কেহ চিত্তে রোষ না করিল।
যাঁর২ নারী তাঁর নিকটে আছিল॥৭৬
হেন মায়া ধরে প্রভু মহাযোগেশ্বর।
তবে যে কহিবে আর শুন নরেশ্বর॥৭৭
মহানিশা রহি গেল প্রভাত সময়।
গোপীগণে আজ্ঞা তবে দিলা দয়াময়॥৭৮
আজ্ঞা পাঞা গোপীগণ গেল নিজ ঘরে।
প্রভুর বিরহ দুঃখ রহিল অন্তরে॥৭৯
রাসকেলির সময় প্রভুর চরিত্র।
যেবা কহে যেবা শুনে হঞা সাবহিত॥৮০
অতুল ভকতি তার হয় দিনে২।
ভব দুঃখ খণ্ডে তার অনাদি বন্ধনে। ৮১
ধীরে শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ৮২

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশমস্কন্ধে
ত্রয়োত্রিংশোধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

কেদার রাগঃ॥

একদিন দেব যাত্রা কৈল দেবীবনে।
কৌতুকে চলিল গোপ হরষিত মনে॥ ১
নন্দ আদি গোপ যত শকটে চড়িয়া।
চলিল অম্বিকা বনে আনন্দ করিয়া॥ ২
সরস্বতী নদী তীরে কৈল স্নান দান।
হরগৌরী আরাধিল বিবিধ বিধান॥ ৩
গোদান কাঞ্চন আদি বসন ভূষণ।
ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া কৈল ব্রাহ্মণ ভোজন॥৪
তথাই রহিলা তীর্থ উপবাস করি।
রাত্রিকালে আইল এক সর্প মহাবলী॥ ৫
নন্দকে ধরিয়া সর্প গিলিল সত্বরে।
ত্রাহি২ করি নন্দ ডাকে উচ্চৈস্বরে॥ ৬
কৃষ্ণ২ যোগেশ্বর প্রপন্ন পালন।
সর্প হৈতে কর বাপু মোর বিমোচন॥ ৭
নন্দের ক্রন্দন শুনি যত গোপগণে।
সর্পের উপরে করে অস্ত্র বরিষণে॥ ৮
তবু নন্দে না ত্যজিল দুষ্ট দুরাচার।
গোকুলেতে শব্দ উঠিল হাহাকার॥ ৯
তবে কৃষ্ণ পরশিল বাম পদ দিঞা।
দিব্যরূপ হৈল সর্প শরীর ত্যজিয়া॥ ১০
হেম আভরণ ধরে দিব্য বিদ্যাধর।
তবে তাঁরে জিজ্ঞাসিল প্রভু গদাধর॥ ১১
সর্পরূপ ধরিয়া আছিলা কি কারণে।
কোন পুণ্যে দিব্যরূপ হইল এক্ষণে॥ ১২

সর্প বলে শুন প্রভু কহি বিদ্যমান।
তোমার কৃপায় মোর হৈল পরিত্রাণ ॥ ১৩
বিদ্যাধর ছিনু মঞি নামে সুদর্শন।
বিকৃত আকার মুঞি দেখিল ঋষিগণ ॥ ১৪
তাঁ সবা দেখিয়া মোর উপজিল হাস।
ক্রোধ করি মুনি সবে দিলা মোরে শাপ ॥
দেহের গরবে বেটা কর অহঙ্কার।
সর্প জাতি হইয়া গিয়া রহ চিরকাল ॥ ১৬।
তোমার কৃপায়ে কৈল পাপ বিমোচন।
কুযোনি জনম দুঃখ খাণ্ডল এখন ॥ ১৭
অখিল জগত গুরু পরশ চরণে।
দ্বিজদণ্ড বিমোচন হৈল তেকারণে ॥ ১৮
যার নাম শুনিলে অশেষ পাপ হরে।
সে প্রভু চরণ দিয়া পরশে যাহারে ॥ ১৯
তার কি দুরিত দুঃখ রহে কোন কালে।
আজ্ঞা দেহ প্রভু মোরে চলি নিজ ঘরে।২০
প্রদক্ষিণ করিয়া করিল দণ্ডনতি।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া চলিল দিব্যগতি। ২১
কৃষ্ণের মহিমা দেখি ব্রজবাসীগণে।
দান ব্রত সমর্পিল তার পদাদনে ॥ ২২
কৃষ্ণের মহিমা গুণ সর্ব্বলোকে গাঞা।
গোকুলে চলিল নন্দ হরষিত হঞা ॥ ২৩
একদিন রামকৃষ্ণ দুই সহোদর।
বৃন্দাবনে রাসকেলি করিল সুন্দর ॥ ২৪
মল্লিকা মালতী জাতি গন্ধ পরাচার।
বিমল যামিনী চারু ভ্রমর ঝঙ্কার। ২৫
হেন অদ্ভুত বনে রমণী মণ্ডল।
তার মাঝে শোভাকরে রাম হলধর ॥ ২৬
দিব্যগন্ধ বিলেপিত মলয়জ অঙ্গ।
বহুবিধ মনোরথ উদিত তরঙ্গ ॥ ২৭
রমণীমণ্ডল মাঝে করে রাসকেলি।
ললিত মধুর গীত গায় বনমালী ॥ ২৮
হেনু কালে শঙ্খচূড় কুবের কিঙ্কর।
সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল নিশাচর ॥ ২৯
হরিয়া রমণীগণে নিল বিদ্যমানে।
গোধন হরিয়া যেন নিল দুষ্টগণে ॥ ৩০
চলিল উত্তর দিকে পর্ব্বত আকার।
ভয় নাহি তার মনে মহা দুরাচার ॥ ৩১

রামকৃষ্ণ বলি গোপী কাঁদে উচ্চস্বরে।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই কোন যুক্তি করে ॥ ৩২
দুই ভাই দুই গাছ উপাড়িল শাল।
ধর২ বলিয়া ধাইল যেন কাল ॥৩৩
ভয় পাঞা শঙ্খচূড় ছাড়ে গোপীগণে।
পলায় পাপিষ্ঠ যক্ষ লইয়া জীবনে ॥ ৩৪
তার পাছে২ ভবে গেলা দামোদর।
গোপীগণ রক্ষার্থে রহিল হলধর ॥ ৩৫
কতদূর গিঞা তাঁরে ধরিল সত্বরে।
দুই খান কৈল শির মুটকি প্রহারে ॥ ৩৬
তার শিরে আছিল বিচিত্র মণিবর।
বলরাম হাতে লঞা দিল গদাধর ॥ ৩৭।
হেনরূপে শঙ্খচূড়ে বধিলা শ্রীহরি।
রমণী মণ্ডলে কৈল অপরূপ কেলি ॥ ৩৮
ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৩৯

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে চতুঃত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৪।

ভাটীয়াল রাগঃ ॥

বনে২ বনমালি গোধন চরায়।
নানা দুঃখে গোপীগণে দিবস গোঁয়ায় ॥১
সকগোপী একত্র মিলিয়া দিনে২।
কৃষ্ণগুণ গাঞা রাখয়ে জীবনে ॥ ২
বাম বাহু ধরি বাম কপোল মণ্ডলে।
ললিত চলিত ভ্রূম মুরলী অধরে ॥ ৩
বেণুরন্ধ্রে বিলোলিত কোমল অঙ্গুলী।
যখনে বাজান বেণু শ্রীল বনমালি ॥ ৪
সিদ্ধবধূগণ তার সঙ্গে সিদ্ধগণ।
মুরছি পড়য়ে রথে হঞা অচেতন। ৫
বগলিত নিরাবন্ধ কামে বিমোহিত।
লাজে ভয়ে ব্যাকুলিত সিদ্ধের বনিতা ॥ ৬
শুন২ গোপী আর বড় অদ্ভুত।
করয়ে মোহন লীলা রঙ্গী নন্দসুত ॥ ৭
অচল ভাকৃত স্তূপ উরে হার হাসে।
ভয়ার্ত্ত জনার দুঃখ কটাক্ষে বিনাশে ॥ ৮
যখন বাজায় বেণু এই বৃন্দাবনে।
২৯২৯ বৃষ বুষ মিলয়ে গোধনে ॥ ৯

শ্রবণ তুলিয়া দন্তে তৃণ ধরি রহে।
চিত্তের পুতলী যেন প্রভু মুখ চাহে ॥ ১০
নবদল ময়ূর চন্দ্রিকা চারুকেশ।
বিচিত্র পল্লবে চারু ধরে মন্দবেশ ॥ ১১
যখনে মুকুন্দ বেণু বাজায় মধুর।
তখনে সকল নদী গতি হয় দূর ॥ ১২
হরিয়া চরণ বেণু আনিবে পবনে।
এই মনে ভাবিয়া থাকয়ে নদীগণে ॥ ১৩
শিশুগুণে নিজগুণ গায় চারিপাশে।
বনে বনে বিহার করায় নটবেশে ॥ ১৪
নাম ধরি যবে বেণু ডাকে বড় ঘনে।
তখনে প্রাণীর ধর্ম্ম হয়ে তরুগণে ॥ ১৫
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি প্রভু দয়াময়।
লতাবলী প্রকট করিল অতিশয় ॥ ১৬
প্রেম ভরে পুলকিত মধুধারা বহে।
ভক্তের লক্ষণ ধরি তরু লতা রহে। ১৭
দিব্যগন্ধ তুলসী ললিতবনমালে।
অলিকুল বেণু রব করে অনুকূলে ॥ ১৮
মোহন তিলক বেণু পুরয়ে সন্ধানে।
হংস সারস আসি মিলয়ে তখনে ॥ ১৯
জলচর বেণুরবে হঞা বিমোহিত।
সরোবর ত্যজিয়া দাণ্ডায় চারিভিত ॥ ২০
মুদিত নয়ন করে চিত্ত সমাধান।
নিঃশব্দে রহে কৃষ্ণ করিয়া ধেয়ান ॥ ২১
শুন ব্রজ বধূ আর বিচিত্র কথনে।
রামকৃষ্ণ রহে কৃষ্ণ তট উপবনে ॥ ২২
বেণু রবে ত্রিজগত করে হরষিত।
তখনে মেঘের গতি মন্দ গরজিত ॥ ২৩
ঈশ্বর লক্ষণ জানি কেহ কোন মতে।
মন্দ২ গরজে গগণ সাবহিতে ॥ ২৪
ছায়া করি ছত্র ধরে পুষ্প বরিষণ।
এমন মেঘের ধর্ম্ম দেখিল তখন ॥ ২৫
শুন হে যশোদা তুমি পুণ্যবতী নারী।
তোমার পুণ্যের কথা কহিতে না পারি ॥ ২৬
বিদগ্ধ শিরোমণি রসিক নাগর।
কত ভঙ্গী জানে সে যে রসের সাগর ॥ ২৭
বিবিধ বিচিত্র বেণু বাজায়ে রসাল।
তখনে দেখিল সখী বড় চমৎকার ॥ ২৮

ব্রহ্মা ভব পুরন্দর আদি সুরগণে।
আসিয়ে করয়ে স্তুতি বিবিধ বিধানে ॥ ২৯
কর যোড় পুলক কন্ধর তত্বগীত।
তত্ব না জানিয়া দেবে হয় বিমোহিত ॥ ৩০
ধ্বজবজ্র বিরাজিত চরণ কমলে।
যখন বেড়ায় কৃষ্ণ গোকুল মণ্ডলে ॥ ৩১
তখনে দেখিয়ে তার রূপ মনোহর।
আমি সব তখনে না জানি নিজ পর ॥ ৩২
বসন ভূষণ কেশ তখনে পাসরি।
কেবল থাকয়ে যেন বৃক্ষ ভাব ধরি ॥ ৩৩
নবদল তুলসী ললিত বেশ ধরি।
মনে করি গোধন গণয়ে বনমালি ॥ ৩৪
অনুচর বালকের কাঁন্ধে বাম হাত।
তখনে মোহন বেণু বাজান গোপীনাথ ॥
বেণুনাদে বিমোহিতা বনের হরিণী।
পতি সুত ত্যজিয়া সেবয়ে যদুমণি ॥ ৩৬
ছাড়িল কৃষ্ণের গুণে পতি, সুত দয়া।
হেন প্রভু বিহরে গোপাল রূপ হঞা ॥ ৩৭
কুন্দ কুসুম দাম সুললিত বেশ।
ব্রজ শিশু মাঝে নটবর হৃষিকেশ ॥ ৩৮
যখনে তোমার পুত্র করিয়া বিহার।
হরয়ে গোপীর চিত্ত নন্দের কুমার। ৩৯
যখনে মলয় বায়ু বহে সুশীতল।
চৌদিগে বেড়িয়া বহে গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥ ৪০
কেহ নাচে কেহ গীত সুমধুর গায়।
হেন অপরূপ লীলা করে যদুরায় ॥ ৪১
তরলিত শ্রমজল বদন মণ্ডলে।
গোধূলী ধূসর তনু কুটিল কুন্তলে ॥৪২
ব্রজবধূ নয়নে যে আনন্দ বাড়ায়।
কত ভাতি কত লীলা করে যদুরায় ॥ ৪৩
দেবকী জঠরে দ্বিজরাজ উৎপন্ন।
ওহি গোপকুলে আসি হৈলা উপসন্ন ॥ ৪৪
মদমত্ত গজরাজ বিহরে বিশাল।
কনক কুণ্ডল গলে দোলে বনমাল ॥ ৪৫
বয়ান বদর ফল পূর্ণ শশধর।
গোকুলের দিন তাপ হরিল সকল ॥ ৪৬
এইরূপে গোপীগণ কৃষ্ণ গুণগায়।
গীত অনুবন্ধ করি দিবস গোঁয়ায় ॥ ৪৭

কৃষ্ণ বিনে গোপী সবে না দেখিল আন।
গোপীনাথে নিয়োজিল তনু মন প্রাণ॥ ৪৭
কি কহিব গোপীকুলে প্রেমের উদয়।
ক্ষণ এক যুগমত কৃষ্ণ বিনে হয়॥ ৪৮
এই গোপী গীত যেবা ভক্তিভাবে শুনে।
প্রেম ভক্তি বাড়ে তার পুণ্য দিনে২॥ ৪৯
জ্ঞান শুক গদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী। ৫০

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে গোপীকা গীতনাম পঞ্চত্রিংশত্তিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫॥

সারঙ্গরাগঃ॥

আর অদ্ভুত রাজা শুন সাবধানে।
বৃষাসুর বধ কথা কহিব এখনে॥ ১
বৃষরূপ ধরি এক দৈত্য মহাবল।
গোকুলে প্রবেশ কৈল মহা ভয়ঙ্কর॥ ২
লাঙ্গুলের বাড়ি মারে পর্ব্বত উপরে।
ভাঙ্গিয়া পর্ব্বত চূড়া পাড়ে ভূমিতলে॥ ৩
যেখানে চরণ ধরে সেখানে তলায়।
গোকুলের প্রজা সবে দেখিয়া ডরায়॥ ৪
মলমূত্র ছাড়ে বেটা নয়ান ঢুলায়।
সেই প্রাণ ছাড়ে যেন যার দিকে চায়॥৫
দেবলোক কম্পে তার নিষ্ঠুর গর্জ্জনে।
অকালে খসিয়া গর্ভ পড়ে সেই ক্ষণে॥ ৬
শতে শতে মেঘগণ পর্ব্বত যেমান।
কূটের উপর তার রহে স্থানে স্থান॥ ৭
এইমত দুরন্ত অসুর মহাকায়।
গোষ্ঠকুল ছাড়ি লোক তরাসে পলায়॥ ৮
গোপীনব গোকুলেতে যতেক গোধন।
কৃষ্ণের চরণে গিয়া পশিল শরণ॥ ৯
কৃষ্ণ২ ভকত বৎসল ভগবান।
নিজ পরিজন প্রভু কর পরিত্রাণ॥ ১০
গোকুলের ক্রন্দন দেখিয়া দয়াময়।
আশ্বাসিল গোপগণে না করিহ ভয়॥ ১১
ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ আরে দুরাচার।
পশুগণে ভয় দিয়া কি গুণ তোমার। ১২
দুষ্ট বিনাশন আমি খল বিনাশন।
থাকে তোর শক্তি বেটা করিশিঞা রণ॥
এতেক বলিয়া প্রভু দিল মালসাট।
অনুগত কান্ধে হরি দিঞা বাম হাত॥ ১৪
মরকত গিরি যেন রহে দাণ্ডাইয়া।
কোপে দুষ্ট দৈত্য আইসে পৃথ্বী কাঁপাইয়া॥
লাঙ্গুড় ফিরায় মেঘ কৈল খান ২।
দুই শৃঙ্গ সম্মুখে পাতিল খরসান॥ ১৬
বিন্ধিঞা মারিব কৃষ্ণে মনে আছে তার।
ধাইয়া আইল দৈত্য পর্ব্বত আকার॥ ১৭
দুই শৃঙ্গ প্রভু তার দুকরে করিয়া।
অষ্টাদশ পদ লঞা ফেলিল ঠেলিয়া॥ ১৮
মহামত্ত গজ যেন ফেলে গজরাজ।
সেই মত ত্বরিতে উঠিল যদুরাজ॥ ১৯
সঘন পবন বহে ক্রোধে মুরছিত।
সেই মত পুনরপি ধাইল ত্বরিত॥ ২০
তবে প্রভু দুই করে দুই শৃঙ্গ ধরি।
ভূমিতলে অসুর ফেলিল পাকমারি॥ ২১
মোচড়িয়া চাপিয়া ফেলিল ভূমিতলে।
ভিজা বস্ত্র কেহ যেন চাপিয়া নিঙ্গড়ে॥ ২২
নির্জ্জীব করিয়া দৈত্য ঘষিল প্রচুর।
শৃঙ্গ উপাড়িয়া বাড়ি মারিল নিষ্ঠুর॥ ২৩
হাত পা আছাড়ে দৈত্য করি ধড়ফড়।
মলমূত্র ছাড়িয়া ত্যজিল কলেবর॥ ২৪
পড়িল অরিষ্ট দৈত্য গেল যমঘর।
গীত বাদ্য নৃত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ ২৫
সুরগণে করে স্তুতি পুষ্প বরিষণ।
জয়ঃ স্তুতি কৈল গোপ গোপীগণ॥ ২৬
মারিল অরিষ্ট দৈত্য বালক লীলায়।
গোকুলে প্রবেশ কৈল গোকুলের রায়॥ ২৭
হেনকালে আসিয়া নারদ তপোধন।
কহিল কংসেরে তরে মন্ত্রণা বচন॥ ২৮
শুন কংস মহারাজা কহি যে বিশেষ।
দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণ গোকুলে প্রবেশ॥ ২৯
যশোদার কন্যা যে চলিল স্বর্গপথে।
রোহিণীর পুত্র বলরাম বলি ডাকে॥ ৩০
এবোল শুনিঞা কংস জানিল অন্তরে।
তীক্ষ্ণ খড়্গ নৈল বসুদেব কাটিবারে। ৩১
তবে তাহা নারদ করাইল নিবারণ।

ব্যর্থ বসুদেব তুমি মার অকারণ ॥ ৩২
আমার বচন শুন বিলম্ব না কর।
প্রকার করিয়া তুমি রামকৃষ্ণ মার ॥ ৩৩
এতেক বলিয়া মুনি কৈল অন্তর্দ্ধান।
তবে কংস করে হেথা বিবিধ বিধান ॥ ৩৪
বসুদেব দেবকীরে নিগড়ে বাঁধিয়া।
কেশী নামে মহাসুরে আনে ডাক দিয়া ॥
শুন কেশী সখা তুমি বান্ধব আমার।
রামকৃষ্ণ মার গিয়া না কর বিচার ॥ ৩৬
কেশি পাঠাইলা তবে রাজা কংসাসুর।
ডাক দিয়া আনে দৈত্য মুষ্টিক চাণুর ॥৩৭
মল্ল তোরামল্ল আদি পাত্র মিত্রগণ।
শুন২ দৈত্য সব আমার বচন ॥ ৩৮
বসুদেবের দুই পুত্র নন্দের গোকুলে।
রামকৃষ্ণ নাম তাঁর বৈসে নন্দ ঘরে ॥ ৩৯
সেই সে আমার মৃত্যু বলে সর্ব্বজনে।
কহ দেখি কোন বুদ্ধি করিব এখনে ॥ ৪০
প্রকার করিয়া তবে আনি দুই ভাই।
চাণুর মুষ্টিক তবে মারিবে হেথাই ॥ ৪১
মল্ললীলা করিয়া মারিব দুই জন।
শুন২ মন্ত্রীগণ আমার বচন ॥ ৪২
বহুবিধ মঞ্চ করি বিবিধ সঞ্চার।
রঙ্গভূমি কর দৃঢ় প্রাচীর প্রাকার ॥ ৪৩
পুরজনে নিজ মনে দেখিব সংগ্রাম।
আবে রে মাহুত বেটা কর অবধান ॥ ৪৪
কুবলয় গজ লঞা থাকহ দুয়ারে।
হস্তী দিয়া রামকৃষ্ণ মারহ সত্বরে ॥ ৪৫
ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভিব চতুর্দ্দশী দিনে।
বহুবিধ পশুবলি করিহ বিধানে ॥ ৪৬
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে।
পশুপতি পূজা করি বিবিধ সম্ভারে ॥ ৪৭
আজ্ঞা দিয়া মন্ত্রীগণে পাঠাই সত্বরে।
অক্রুর আনিয়া কংস পশিল মন্দিরে ॥ ৪৮
হাতে হাত দিয়া কংস বলে দৈত্যরাজ।
শুন২ অক্রুর কহিব নিজ কাজ ॥ ৪৯
তুমি বহি হিতকারী বন্ধু নাহি আর।
তেকারণে বলি কিছু কার্য্য সাধিবার ॥৫০
ইন্দ্র সুখে আছ বিষ্ণু করিয়া আশ্রয়।
তেন হিতকারী তুমি বন্ধু মহাশয় ॥ ৫১
বসুদেবের দুই সুত নন্দ ঘোষের ঘরে।
রথে তুলি রামকৃষ্ণ আনিবে সত্বরে ॥ ৫২
সেই সে আমার মৃত্যু দেবগণে কহে।
শীঘ্র করি চলিবে বিলম্ব যেন নহে ॥ ৫৩
দধি দুগ্ধ ভেট ঝাট সাজিয়া অপার।
নন্দ আদি গোপ যেন হয় আগুসার ॥ ৫৪
রামকৃষ্ণ আন তুমি রথেতে তুলিয়া।
দুয়ারে মারিব কুবলয় গজ দিয়া ॥ ৫৫
তাহে যদি না মরে মারিবে মল্লগণে।
তবে বসুদেব আদি মারিব পরাণে ॥ ৫৬
তবে তার মারিব যতেক বন্ধুগণ।
উগ্রসেন বাপ তাঁর লইবে জীবন ॥ ৫৭
বৃদ্ধকালে রাজ্যলোভ যার এত বড়।
মারিব দেখহ তার ভাই সহোদর ॥ ৫৮
তবে যে যে দ্বেষ ভাবে করয়ে আমারে।
সবংশে তাহারে তবে করিব সংহারে ॥ ৫৯
তবে অকণ্টক হবে রাজ্য অধিকার।
জরাসন্ধ আছে গুরু সহায় আমার ॥ ৬০
সম্বর নরক বান সহস্রেক কর।
এ সব আমার আছে বান্ধব সকল। ৬১
এ সব সহায় করি বিপক্ষ মারিব।
সুখে বসি রাজ্যভোগ আনন্দে করিব॥ ৬২
এ বোল বুঝিয়া তুমি চল ত্বরাত্বরি।
রামকৃষ্ণ দুই শিশু আন রথে করি ॥ ৬৩
রাজপুরী নাহি দেখ থাক তুমি বনে।
যজ্ঞ মহোৎসব আসি দেখ দুই জনে ॥ ৬৪
এই ছলে ভাণ্ডাইয়া আন দুই ভাই।
পরম বান্ধব তুমি তেঁই সে পাঠাই ॥ ৬৫
তবে কিছু কহিল অক্রুর সুপণ্ডিত।
যে কিছু কহিলে রাজা সে সব উচিত ॥ ৬৬
পরম যতনে কাজ আপনার সাধি।
হয় বা না হয় তাতে বলবান বিধি ॥ ৬৭
বিধাতা করিতে পারে অঘট ঘটনা।
যতনেও নহে সিদ্ধি বিধির খণ্ডনা ॥ ৬৮
তবু ত পুরুষে কাজ সাধিব যতনে।
হয় বা না হয় সিদ্ধি বিধির ঘটনে ॥ ৬৯
সাধিব তোমার কাজ যতন করিয়া।

অক্রুর চলিল তবে এতেক বলিয়া ॥ ৭০
আজ্ঞা দিয়া কংস প্রবেশিলা নিজপুরে।
বিদায় করিয়া মন্ত্রিগণ গেলা ঘরে ॥ ৭১
কংসের আদেশে কেশী ঘোড়ারূপ ধরে।
নন্দের গোকুলে গিয়া উঠিল সত্বরে। ৭২
পৃথিবী বিদার করে পদখুরাঘাতে।
ত্রিভুবন কাঁপাইল সেই ত শব্দে ॥ ৭৩
ছুটছুট ছুটিমেঘ কৈল খণ্ড২।
অঙ্গভরে টলমল করে ভূমিখণ্ড ॥ ৭৪
বিশাল নয়ন তার কুটিল বদন।
মহামেঘ কলেবর গভীর দর্শন ॥ ৭৫
নন্দের গোকুলে গিয়া হৈল উপসন্ন।
তা দেখিয়া গোপগণ হৈল কম্পমান ॥ ৭৬
সম্মুখে দেখিল কেশী প্রভু যদুবর।
প্রভু দেখি ক্রোধে তার কাঁপিল অন্তর ॥৭৭
দুরন্ত অসুর সেই মহাপাপ মতি।
দুইপা তুলিয়া ক্রোধে মারিলেক লাথি ॥
লাথি মারিলেক বেটা বুকের উপরে।
কটাক্ষে রক্ষিল তাহা প্রভু গদাধরে ॥ ৭৯
সেই দুই পাদেত ধরিয়া বনমালি।
সপ্তপাক ফিরাইল আকাশেতে তুলি ॥ ৮০
অবজ্ঞাতে পাকমারি ফেলিল নিষ্ঠুর।
চারিশত হাত গিঞা পড়িল অসুর ॥ ৮১
কতক্ষণ থাকি তবে উঠিল সত্বরে।
মুখখান মিলি আইসে খাইবার তরে ॥ ৮২
কোন বুদ্ধি করে তবে প্রভু যদুবর।
বামহাত প্রবেশাইল মুখের ভিতর ॥ ৮৩
ভুজ প্রবেশায় প্রভু মুখের ভিতরে।
মহাগর্ত্তে মহাসর্প যৈন প্রবেশ করে ॥ ৮৪
দশন খসিয়া তার পড়িল সকল।
মহাভুজ বাড়ে তার মুখের ভিতর ॥ ৮৫
মহাভুজ নিরোধিল এদশ দুয়ার।
শ্বাস নাহি বহে প্রাণ ছাড়ে দুরাচার ॥ ৮৬
দুই আঁখি উলটিয়া পড়িল সংকটে।
হাত পাও আছাড়িয়া করে ছটফটে। ৮৭
ত্রাসে মল মূত্র ছাড়ি ত্যজিল পরান।
বিদারিয়া অঙ্গ তার হৈল দুইখান ॥ ৮৮
কাঁকুড়ি ফুটিয়া যেন হয় খণ্ড২।

মুখে হৈতে বাহির করিলা ভুজদণ্ড ॥ ৮৯
ব্রহ্মা আদি দেবে আসি করিলা স্তবন।
সুরবধূগণে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ ৯০
দুন্দুভী বাজন বাজে জয়২ ধ্বনি।
লীলায় অসুর বধ কৈলা চক্রপাণি ॥ ৯১
নারদ আসিয়া তবে দিল দরশন।
নিভৃতে কৃষ্ণের সঙ্গে কৈলা সম্ভাষণ ॥
কৃষ্ণ২ যোগেশ্বর অখিল নিবাস।
বাসুদেবে ভকত বৎসল শ্রীনিবাস ॥ ৯৩
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি বিভু একরূপ।
কাষ্ঠভেদে এক বহ্নি দেখি নানারূপ ॥ ৯৪
সর্ব্বভূতে বৈস তুমি গূঢ় গূঢ়াশয়।
সর্ব্বসাক্ষী পরিপূর্ণ তুমি সর্ব্বময় ॥ ৯৫
আপনে আপনা কর মায়ায় সৃজন।
আপনে সংহার কর আপনে পালন ॥ ৯৬
পৃথীর হরিবে ভার দৈত্য বিনাশিবে।
নিত্যধর্ম্ম জগতে স্থাপিয়া যশ থুইবে ॥ ৯৭
এই সে কারণে তুমি কৈলে অবতার।
দেখিল তাহার আজি কিছু চমৎকার ॥ ৯৮
অশ্বরূপ মহাদৈত্য মারিলে লীলায়।
যার ভয়ে স্বর্গছাড়ি দেবতা পলায় ॥ ৯৯
চাণুর মুষ্টি আর মর্দ্দ অতিমল্ল।
কুবলয় গজ আর যত মহাবল ॥ ১০০
কংস আদি আর দৈত্য দুরাচার।
তৃতীয় দিবসে তুমি করিবে সংহার ॥ ১০১
শঙ্খাসুর নরক যবন দৈত্যক্ষয়।
পারিজাত হরণ ইন্দ্রের পরাজয় ॥ ১০২
বিভা মূল দিঞা রাজ কন্যা পরিণয়।
নৃগের মোক্ষণ তবে দ্বারকা বিজয় ॥ ১০৩
ভার্য্যাসহ স্যামন্তক মণির হরণ।
তাহার লাগিয়া প্রাণ দিবে কতজন ॥ ১০৪
ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র করিবে প্রদান।
মারিবে পৌণ্ডক রাজা মহাবলবান ॥ ১০৫
বারাণসী পোড়াবে মারিবে দন্তবক্র।
শিশুপালবধ মহাযজ্ঞের ভিতর ॥ ১০৬
আর যত২ কর্ম্ম করিবে বিশাল।
আমি সবে কৌতুকে দেখিবে তাহা ভাল ॥
কালরূপী প্রভু তুমি জগৎ সংহার।

সংহার করিতে তুমি কালরূপাকার ॥ ১০৮
অর্জ্জুন সারথী হঞা আপনি ভারতে ।
হরিবে পৃথ্বীরভার দেখিব সাক্ষাতে ॥ ১০৯
যদি বল শত্রু মিত্র আছে রাগোদ্বেষ ।
আন জীবে চাহি আমি কেমনে বিশেষ ॥
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন শুদ্ধ সত্ত্বময় ।
অমোঘ বাঞ্ছিত নিত্য নিত্য শুদ্ধময় ॥ ১১১
নিজ তেজে মায়া গুণ দূরে পরিহরি ।
কেবল নিষ্কল ব্রহ্ম নানাশক্তি ধরি ॥ ১১২
স্বাধীন ঈশ্বর তুমি নিজ মায়াবলে ।
অশেষ নির্ম্মাণ কর তিলেক ভিতরে ॥ ১১৩
ক্রীড়া করিবারে ধর নর কলেবর ।
যদুকুল নাথ তুমি প্রভু যদুবর ॥ ১১৪
এইরূপ স্তুতি করি দণ্ড পরণাম ।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল মতিমান ॥ ১১৫
আজ্ঞা দিয়া নারদে পাঠায় বনমালি ।
গোকুল প্রবেশ কৈল অসুর সংহারি ॥ ১১৬
আর দিন শিশু সঙ্গে প্রভু যদুরায় ।
গোবর্দ্ধন গিরিতটে গোধন চরায় ॥ ১১৭
তাহাতে আবদ্ধ খেলা পাতিল কৌতুকে ।
পক্ষ কন্যকা নিজাকেবোলেশিশুলোকে॥১১৮
কেহ চোর কেহো তাথে পাইক রূপধরে ।
ভেড়ারূপ ধরি কত বালক বিহরে ॥ ১১৯
ভেড়া চুরী করি চোর শিশু লঞা জায় ।
পক্ষ চোর ধরি ভেড়া কাড়িয়া বহায় ॥ ১২০
ময়দানবের পুত্র ব্যোম মহাবল ।
চোররূপে প্রবেশিল চোরের ভিতর ॥ ১২১
বালকের মাঝে কোন অসুর প্রবেশ ।
বুঝিয়া রহিলা মনে প্রভু হৃষীকেশ ॥ ১২২
গুটী২ করি বেটা বালক চোবায় ।
পর্ব্বত গহ্বরে লঞা বালক ভরায় ॥ ১২৩
প্রস্তরে রোধিয়া তার ফেলিল দুয়ার ।
অবশেষ চারি পাঁচ রহিল ছাওয়াল ॥ ১২৪
দুষ্ট কর্ম্ম দুষ্টের দেখিয়া হৃষীকেশে ।
আর শিশু লঞা যাইতে ধরিল নির্যাসে ॥১২৫
পলাইতে না পারিয়া দৈত্য দুরাচার ।
নিজরূপ ধরে তবে পর্ব্বত আকার ॥ ১২৬
তবে প্রভু অসুর ফেলিয়া ভূমিতলে ।
চাপিয়া বসিলা তার বুকের উপরে ॥ ১২৭
মুণ্ড উপাড়িয়া মুণ্ড প্রবেশ করায় ।
টান দিঞা চারি হস্ত পদ উপড়ায় ॥ ১২৮
তাহাতে প্রবেশ করাইল আরবার ।
পশুমাধ্যে কৈল ব্যোম দৈত্যের সংহার ১২৯
ফেলিয়া দিলেন প্রভু গহ্বর দুয়ার ।
সব শিশুগণ লঞা কৈল আগুসার ॥ ১৩০
অনুগতে গায় গীত বেদে করে স্তুতি ।
গোকুলে প্রবেশ কৈল প্রভু সুরপতি ॥ ১৩১
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান ।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ১৩২

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে কেশী ব্যোম বধ নাম ষষ্ঠত্রিংশতি অধ্যায় ॥ ৩৬ ॥

পাহিড়া রাগঃ ।

রজনী প্রভাত কালে, অক্রূর চলিল তবে,
গোকুলে গমন হরষিতে ।
রথে করি আরোহণ, এই চিন্তে মনে মন,
মোর ভাগ্য হৈল আচম্বিতে ॥ ১
শুন২ নরপতি, অক্রূর সে মহামতি,
পথে২ এই চিন্তে মনে ।
মুঞি কোন তপ কৈনু, মহাজনে দান দিনু
আজি কৃষ্ণ দেখিনু নয়নে ॥ ২
হেন কি আমার হৈব, প্রভু দরশন পাইব,
মুঞি সে অধম মন্দমতি ।
যেন বেদ অধিকার, শূদ্রে নহে ব্যবহার,
তেন মুঞি হীন অধোগতি ॥ ৩
তবে বলে সে অক্রূর, অমঙ্গল গেল দূর.
আজি মোর জনম সফলে ।
যোগীধ্যান করে যারে, মুঞি হৈনু নমস্কারে
সে প্রভুর চরণ কমলে ॥ ৪
কংস অনুগ্রহ কৈল,গোকুলে পাঠাইঞা দিল
পাদপদ্ম দেখিব নয়নে ।
যার নখ মণিদ্যোতি, পাইয়া পাইল গতি,
পার হৈল মহামতিজনে ॥ ৫
ব্রহ্মাভব আদি যরে,কালে যাকে পূজা করে
লক্ষ্মীদেবী করয়ে চিন্তনে ।
এমত দুর্ল্লভপদ, বনে২ উপগত,
গোপীকুচ কুঙ্কুম মণ্ডনে ॥ ৬

ললিত কপোলদেশ, কুটিল কুন্তল কেশ,
নবকুঞ্জ বিমল লোচন।
নিশ্চয় হইবে ফল, দেখিব মুখমণ্ডল,
প্রদক্ষিণ করে মৃগগণ। ৭
পৃথ্বীর হরিতে ভার, নররূপে অবতার
অশেষ লাবণ্য গুণধাম।
মোর ভাগ্যে তাঁর সহে, যদি দরশন হয়ে,
তবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব কাম॥ ৮
সবার হৃদয়ে থাকে, সাক্ষীরূপে সব দেখে,
অন্তর্য্যামী প্রভু নিরাকার।
হেন প্রভু করে লীলা, গোকুলে শিশুর খেলা
গোপরূপে গূঢ় অবতার। ৯
যার গুণ কম্মরত, বচন সুকৃতি যুত,
অশেষ মঙ্গল গুণ গান।
জগৎ পবিত্র করে, শুনিলে আনন্দ বাড়ে
সর্ব্বজীবে করে প্রাণদান॥ ১০
যার গুণহীন বাণী, যেন সরস মণ্ডলী
হেন প্রভু বিহরে গোকুলে।
বিস্তারিত যশ তার, যদুকুলে অবতার,
ব্রহ্মা আদি গায় নিরন্তরে॥ ১১
অখিল জগৎগুরু ভকত কল্পতরু
কমলা সেবিত পদধূলী।
মোর শুভ দিন হৈল, শুভ রাত্রি পোহাইল,
বনেতে দেখিব বনবালি। ১২
হেন কি ঘটিবে মোরে, যোগী ধ্যান করি যারে
সে পায় করিব পরনাম।
তবে ধন্য হেন মানী, আপনে আপনা গণি,
তবে মুক্তি পুরুষ প্রধান॥ ১৩
দণ্ডপরণাম করি, পড়িমু চরণ ধরি,
শিরে কর দিবে কি মুরারি।
বলিদান দিয়া যাতে, পুণ্য হৈল ত্রিজগতে
ভকত অভয়বর ধারা॥ ১৪
কংসাদেশ পাঞা, আমি নিতে আইমু ধাঞা,
জানি জ্ঞান হেনমতে হয়।
যদি থাকে নিজপর, কিছু হয় অগোচর,
তবে ভয় করিতে যুয়ায়॥ ১৫
কর যোড়ি ধরি শিরে, পাড়মু চরণমূলে,
প্রভু যদি চাহিবে সদয়।
এইত পরমানন্দ, অশেষ দুরিত বন্ধ,
খসিবে খণ্ডিবে ভব ভয়॥ ১৬
আমার বান্ধব হয়, আমার নীলাঞ্জনময়,
এবোল বলিয়া যদুরায়।
যবে দেই আলিঙ্গন, মহাপ্রভু সুবদন,
তবে তীর্থ হৈবে মোর কায়॥ ১৭
তার অঙ্গ সঙ্গ পাঞা, পাড়ব প্রণত হঞা,
কর যোড়ে চরণ কমলে।
জ্ঞাতির সম্বন্ধ ধরি, বলিব অক্রূর করি,
তবে মোর ধন্য কলেবরে॥ ১৮
নিজপর নাহি তার, শত্রু মিত্র ব্যবহার,
তথাপি ভকত হিতকারি।
যেন কল্পতরু মূলে, যে জন আশ্রয় করে,
সেইত ফলের অধিকারি॥ ১৯
অগ্রজ যে বলরাম, অশেষ মঙ্গল ধাম,
করে ধরি নিব কি মন্দিরে।
আতিথ্যবিধান করি, নন্দ আদি গোপ মেলি,
বন্ধুগণ পুছিবে কুশলে॥ ২০
অক্রূর গুণের নিধি, এত বড় শুদ্ধ মতি,
কত২ চিন্তিল হৃদয়।
ভাগবতাচার্য্য বাণী, কৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী,
শুনিলে দুরিত দূর হয়॥ ২১
ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে অক্রূরস্য প্রার্থনা-
নাম সপ্তত্রিংশতি তমোঽধ্যায়ঃ। ৩৭॥

ভাটীয়ালী রাগ॥

এইরূপে পথে কৃষ্ণে চিন্তিলা অন্তরে।
সন্ধ্যাকালে উত্তরিলা নন্দের গোকুলে॥ ১
প্রণাম করিয়াছে সকল দেবে আসি।
ভিন্ন ভিন্ন হঞাছে মুকুট ঘসাঘসি॥ ২
ধ্বজ বজ্র বিরাজিত চরণকমলে।
দেখিল অক্রূর পদ গোধূলী উপরে॥ ৩
বাড়িল আনন্দ প্রেম ভাবেত মোহিত।
নয়নে আনন্দ জল অঙ্গ পুলকিত॥ ৪
রথে হৈতে লাফ দিঞা নামিলা সত্বরে।
পড়িয়া লোটান সেই ধূলীর উপরে॥ ৫
ধন্য মুঞি আজি মোর জনম সফল।
সাক্ষাৎ দেখিল প্রভুর চরণ কমল॥ ৬
সেই মত গড়াগড়ি কত দূর আইই।

রাম কৃষ্ণ একত্রে দেখিল দুই ভাই॥ ৭
অখিল জগৎ নাথ করে গো সেবন।
নীল পীত পরিধান দোহার বসন॥ ৮
শারদ বিমল কঞ্জ নয়ন বিশাল।
ললিত খেলন বাল দ্বিরদ বিহার॥ ৯
কিশোর শ্যামল শ্বেত অঙ্গের বরণ।
ধ্বজ বজ্র বিরাজিত দোহার চরণ॥ ১০
হেম মনি রতন দোহার অলঙ্কার।
দোহে মনোহর বেশ বিক্রম বিশাল॥ ১১
রজত পর্ব্বত যেন কনকের চিত।
মরকত গিরি যেন রতনে ভূষিত॥ ১২
দিব্যগন্ধ তুলসী ললিত বনমালা।
দোঁহে যেন মনোহর ব্রজবর নীলা॥ ১৩
চন্দ্রকোটী জিনি চারু বদন মণ্ডল।
কমলা নিবাস দোঁহে শ্রীভুজ সুন্দর॥ ১৪
দিব্যগন্ধ বিলেপন ভূষণ দিব্য বেশ।
শিখণ্ড মণ্ডিত চূড়া বিরাজিত কেশ॥ ১৫
জগৎ তারণ দোঁহে জগতের গতি।
জগতের আদি অন্ত জগতের পতি॥ ১৬
জগতের কারণে দোঁহার অবতার।
দোঁহে গাভি দোহে দোঁহে বালক বিহার॥
হেনরূপে রামকৃষ্ণ দেখিল গোকুলে।
অক্রুর মজিল তবে আনন্দসাগরে॥ ১৮
ভূমিতে পড়িয়া হৈল দণ্ড পরণাম।
বাহ্য পাসরিল কিছু নাহি অবধান॥ ১৯
নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ।
কহিতে না পারে কিছু যেন জড় অঙ্গ॥ ২০
শ্রীভুজে ধরিয়া তাকে তুলিলা শ্রীহরি।
দৃঢ় আলিঙ্গন দিল ভুজপাশে বেড়ি॥ ২১
করুণা সাগর হরি ভকত বৎসল।
ভকতের মনোরথ পুরায়ে সকল॥ ২২
দুই করে ধরিয়া অক্রুরের দুই কর।
নিজ ঘরে তবে তাঁকে নিল গদাধর॥ ২৩
দোঁহে ধরি আসনে বসাই দিব্য জলে।
পাখালিল পদযুগ বিশেষ আদরে॥ ২৪
পাদ্য অর্ঘ দিঞা কৈল মধুপর্ক দান।
কুশল কল্যাণ তবে পুছে ভগবান॥ ২৫
ছুটী ভাইয়ে কৈল তাঁর পাদ সম্বাহন।
দিব্য অন্ন পান দিঞা করাল ভোজন॥ ২৬
মুখবাস দিল তবে কর্পূর তাম্বুল।
দিব্যগন্ধ বাস দিয়া পূজিল প্রচুর॥ ২৭
তবে নন্দ সম্মুখে দাঁড়ায়ে মতিমান।
কুশল জিজ্ঞাসা কিছু কৈল সন্নিধান॥
তুমি সব কুশলে কি আছ নিরাকুলে।
কংস হেন দুরাচার তার অধিকারে॥ ২৯
কংস হেন খল যাহে আছে দণ্ডধর।
কি তার জিজ্ঞাসা করি প্রসাদ কুশল॥ ৩০
তুমি সব ধন্য যাতে আছ মহাজন।
এই পুণ্যে সেবা হয় প্রজার পালন॥ ৩১
এইরূপ যদি জিজ্ঞাসিল নন্দঘোষে।
অক্রুরের পথশ্রম ঘুচিল সন্তোষে॥ ৩২
শয়ন করিল দিব্য খট্টার উপরে।
পূর্ণ হৈল মনোরথ চিত্তের সকলে॥ ৩৩
যত মনোরথ কৈল গান্ধিনী কুমারে।
সে সব সকল সিদ্ধি হৈল একেবারে॥ ৩৪
গোপীনাথ প্রসন্ন হইবে যার তরে।
তার কি দুর্লভ আছে সংসার ভিতরে॥ ৩৫
তথাপি না মাগে কিছু কেবল ভকতি।
দিলেই না লয় বর ভকতের রীতি॥ ৩৬
দিব্য সিংহাসনে বসি দৈবকী নন্দন।
অক্রুরের সনে তবে কৈল সম্ভাষণ॥ ৩৭
কহ খুল্লতাত সব কুশল তোমার।
জ্ঞাতিবর্গ সুখে আছেন বন্ধু পরিবার॥
কেন বা জিজ্ঞাসি আমি কুশল কল্যাণ।
কংস হেন দুষ্ট রাজা যাতে বিদ্যমান॥ ৩৯
কুলের অধম সেই কুল বিনাশন।
সে থাকিতে কিবা আছে কুশল কারণ॥ ৪০
নামে সে মাতুল আমার তত্ত্বে কেহ নয়।
সে দুষ্ট থাকিতে কারো না ঘুচিবে ভয়॥ ৪১
এত অপবাদ হৈল যাহার কারণ।
তাহার কারণে মাতাপিতার বন্ধন॥ ৪২
তোমা সনে দরশন হৈল শুভদিনে।
কহ দেখি হেথা তুমি আইলে কি কারণে॥
এবোল শুনিয়া তবে গান্ধিনী নন্দন।
আদি হৈতে সকল কহিল বিবরণ॥ ৪৪
দূত করি কংস রাজা পাঠাইল মোরে।

কালি তোমা দোঁহা লৈয়া যাব মধুপুরে॥৪৫
নন্দ আদি গোপ লৈব সাজিয়া সম্ভার।
দধি দুগ্ধ ঘৃত লৈব যত উপহার ॥ ৪৬
সকলে চলিয়া যাবে রাজ বিদ্যমানে।
আর এক কথা কহি কর অবধানে ॥ ৪৭
নারদ আসিয়া এ মন্ত্রণা দিল তারে।
রামকৃষ্ণ গোপেতে থাকয়ে নন্দঘরে ॥ ৪৮
বসুদেবের দুই পুত্র রাম দামোদর।
সেই সে মারিল সব দৈত্য অনুচর ॥ ৪৯
তোমার নাশের হেতু দেবের মন্ত্রণা।
উপায় করিয়া তাহো করিয়া খণ্ডনা ॥ ৫০
নারদ কহিল যদি এ সব বচন।
ক্রোধে কংস জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন ॥৫১
বসুদেবে কাটিবারে খড়্গ নৈল হাতে।
নিবারিয়া নারদ রাখিল সেই মতে ॥ ৫২
বসুদেব দেবকীয়ে বান্ধিয়া নিগড়ে।
এই মত বন্ধুবর্গে নানা পীড়া করে ॥ ৫৩
সবার হৃদয়ে থাক তুমি সর্ব্বজান।
আমি কি কহিব তুমি চিত্তে অনুমান ॥ ৫৪
এ সব বচন শুনি রাম দামোদর।
হাসিয়া কহিল সব নন্দের গোচর ॥ ৫৫
এ বোল শুনিয়া তবে নন্দঘোষ রায়।
কোটাল পাঠায়া তবে গোকুলে জানায় ॥৫৬
ডাক দিয়া গোকুলে কহিল ঘরে ঘরে।
দধি দুগ্ধ তুলি লেহ শকট উপরে ॥ ৫৭
ভেট ঘাট লই সব রাজার যোগান।
চলিব সকল গোপ কংস বিদ্যমান ॥ ৫৮
প্রভাতে চলিব কাঁপি মথুরা নগরে।
দেখিব রাজার পুরী বিবিধ সাদরে ॥ ৫৯
ধনুর্ম্মখ কংস রাজা কৈল অনুবন্ধ।
সকলে মিলিয়া গিয়া দেখিব আনন্দ ॥ ৬০
অক্রুর কংসের দূত আইল নন্দ ঘরে।
কালি রামকৃষ্ণ লৈয়া যাইব মধুপুরে ॥ ৬১
এইরূপে গোকুলে কোটাল দিল সাড়া।
শুনিয়া চিন্তিত হৈল ব্রজপুর বাসা ॥ ৬২
হৃদয়ে উঠিল তাপ বদনে নৈরাশ।
মলিন হইল মুখ নয়ন প্রকাশ ॥ ৬৩
কোন গোপী রহে ধ্যান করি অবলম্বন।
খসিল দুকূল বাস আর কেশ বন্ধ ॥ ৬৪
চিত্রের পুতলী যেন কোন গোপী রহে।
কোথা আছে কিবা করে কিছু না জানয়ে।
কৃষ্ণের ঈষৎ হাসি মধুর বচনে।
কটাক্ষ ভঙ্গিমাকার হইল স্মরণে ॥ ৬৬
কেহ সম্বরিল গতি ললিত প্রকাশ।
কোন গোপী সম্বরিল মন্দ পরিহাস ॥ ৬৭
উদার চরিত্র কার হইল স্মরণ।
সেই সেই ভাবে গোপী রহে অচেতন ॥৬৮
লাজ ভয় পরিহরি ব্রজপুরনারী।
একে২ ঠাঁঞি গোপী শত শত মেলি ॥ ৬৯
সহিতে নারিবে কত কৃষ্ণের বিচ্ছেদ।
উচ্চস্বরে কান্দে গোপী মনে পাঞা খেদ ॥
কান্দিতে২ কোন গোপী বোলে বাণী।
শুন হরি ধাতা তোমায় হেন ভাল জানি ॥
সখ্যভাবে পীরিতি বাড়াঞা দেহ সঙ্গ।
না পুরাঞা মনোরথ পুন কর ভঙ্গ ॥ ৭২
অলকামণ্ডিত মুখ হসিত সুন্দরে।
কেন বা দেখাও তাঁর শ্রীমুখ মণ্ডলে ॥ ৭৩
এখনে হরিয়া লহ এ নহে উচিত।
কেমন মূরখ তুমি কেবলে পণ্ডিত ॥ ৭৪
কেবলে অক্রুর তাকে ক্রূর দুরাচার।
হরিয় নারীর আঁখি তোর ব্যবহার ॥ ৭৫
যদি বল আমি নাহি হরিয়ে নয়ন।
কৃষ্ণ হরি নিলে আঁখি নাহি প্রয়োজন ॥৭৬
বিশ্ব নিরমিলে তুমি বিচিত্র নির্ম্মাণে।
সকল দেখিয়ে তার এক খানি স্থানে ॥৭৭
হেন কৃষ্ণ হরিলে নয়নে কিবা কাজ।
ভালত বিধাতা তুমি ভাল নহে কাজ ॥ ৭৮
ভাল নন্দসুত তাঁরি ভাল এই রীতি।
নব অনুরাগে গোপী ছাড়িল পিরীতি ॥ ৭৯
পতি সুত বন্ধু ত্যজি যাহার লাগিয়া।
সে কেমনে যায় গোপ যুবতী ত্যজিয়া ॥৮০
ধন্য মধুপুর তার সফল জীবন।
শুভরাত্রি পোহাইল শুভ দিন ক্ষণ ॥ ৮১
মধুপুরে পরবেশ করিব মুরারী।
শ্রীমুখ দেখিব তব প্রেম নেত্র ভরি ॥ ৮২
তাঁ সবার মৃদুমন্দ মধুর বচনে।

হরিব প্রভুর চিত্ত আসিব কেমনে ॥ ৮৩
গ্রাম্যবধূ আমি সব গোপী বনচারি।
আর কি আসিব প্রভু পুরবধূ ছাড়ি ॥ ৮৪
ধন্য হৈব আজি সবে মধুপুর লোক।
বাড়িবে সম্পদ দূরে যাবে দুঃখ শোক ॥৮৫
পথে যাইতে যে দেখিবে নন্দের নন্দন।
সফল নয়ন তাঁর সফল জীবন ॥ ৮৬
দেব দেখ দারুণ অক্রুর নাম ধরে।
বচনেহ আমা সবা সন্তোষ না করে ॥ ৮৭
কৃষ্ণকে হরিয়া নিবে এই তার চিত্ত।
তিলেকে হরিয়া নিবে কৃষ্ণের পিরীত ॥৮৮
হের দেখ রথে কৃষ্ণ চড়িল নিশ্চয়।
এমন দারুণ লোকে বলে দয়াময় ॥ ৮৯
যুবা গোপগণ মত্ত করায়ে ত্বরিত।
বৃদ্ধ গোপগণে সবে না বলে উচিত ॥ ৯০
এতেকে জানিল আজি বিধি হৈল বাম।
কি বুদ্ধি করিব কিছু না দেখি নয়ন ॥ ৯১
ধরিয়া রাখিবে লাজ ভয় পরিহরি।
দেখি বৃদ্ধ গুরুগণে কি করিতে পারি ॥ ৯২
যাহা বিনে যার প্রাণ তিলেক না রয়।
সে কেনে করয়ে গুরুজন লাজ ভয় ॥ ৯৩
যার সহে বাসর সে বিহরে মণ্ডলে।
ললিত বিলাস হাস কেলি কুতূহলে ॥ ৯৪
কত২ রাত্রি গেল তিলেক সমানে।
কেমতে রাখিব প্রাণ হেন কৃষ্ণ বিনে ॥ ৯৫
এই বলি গোপীগণ হইয়া ব্যাকুলি।
উচ্চস্বরে কান্দে লাজ ভয় পরিহরি ॥ ৯৬
গোবিন্দ মাধব বলি কান্দে উচ্চস্বরে।
রজনী প্রভাত হৈল হেন অবসরে ॥ ৯৭
সন্ধ্যা কর্ম্ম করিয়া অক্রুর মতিমান।
রামকৃষ্ণ রথে তুলি হৈল আগুয়ান ॥ ৯৮
শকট পূরিয়া দধি দুগ্ধের কলসে।
গোপগণ সাজিয়া চলিল চারি পাশে ॥ ৯৯
গোপীগণে চলিল কৃষ্ণের অনুসারে।
না জানি কি বলি কৃষ্ণ প্রবোধে আমারে ॥
বুঝিয়া গোপীর ভাব প্রভু দয়াময়।
দূতমুখে প্রবোধিল গোপীর হৃদয় ॥ ১০১
আসিব গোকুলে আমি শোক পরিহর।
হৃদয় সন্তোষ করি নিজ ঘরে চল ॥ ১০২
এ সব বচন তবে শুনি গোপীগণে।
চিত্তেত প্রবোধ করি রহে সেইখানে ॥ ১০৩
যাবত দেখিল রথ রথের মণ্ডলী।
তাবত দেখিল রথ ধ্বজের পুতলী ॥ ১০৪
যাবত রথের বেণু দেখিল নয়নে।
চিত্তের পুতলী যেন রহিল ধেয়ানে ॥ ১০৫
তবে গোপী বাহুড়িয়া গেল নিজ ঘর।
কৃষ্ণ কথা কহি প্রাণ রাখে নিরন্তর ॥ ১০৬
নন্দ আদি গোপগণ সঙ্গে হলধর।
কালিন্দীর তীরে উত্তরিল দামোদর ॥ ১০৭
তীর্থজল পরশিয়া কৈল জল পান।
বসিলা গাছের তলে রাম ভগবান ॥ ১০৮
রামকৃষ্ণ অক্রুরের রথের উপরে।
আজ্ঞা লঞা গেলা তীর্থ স্নান করিবারে ॥
ব্রহ্মমন্ত্র জপিয়া অক্রুর কৈল স্নান।
কেবল নিষ্কল ব্রহ্ম করিয়া ধেয়ান ॥ ১১০
রাম কৃষ্ণে দেখে সেই জলের ভিতরে।
বিস্ময় ভাবিয়া মনে চিন্তিল অক্রুরে ॥ ১১১
বসুদেবের দুই পুত্র রথের উপরে।
তবে কেন দেখি হেথা জলের ভিতরে ॥১১২
রথে বা না থাকে দেখি মৃণাল ধবল।
সহস্র বদন ফণা সহস্র উজ্জ্বল ॥ ১১৩
পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেন শ্বেত কলেবর।
অহিপতি করে স্তুতি সুর সিদ্ধিগণে।
অসুর কিন্নর করে বিবিধ স্তবনে ॥ ১১৪
তার কোলে দেখ ঘন শ্যাম কলেবর।
পীতবাস পরিধান পুরুষ শেখর ॥ ১১৫
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শোভে চারি করে।
পদ্মপত্র অরুণ নয়ন মনোহরে ॥ ১১৬
প্রসন্ন বদন চারু হাস অলোকন।
চারু কর্ণ চারু ভুরু কপোল শোভন ॥১১৭
আজানুলম্বিত ভুজ অরুণ অধর।
শ্রীবৎস লক্ষণ পীন উচ্চ বক্ষঃস্থল ॥ ১১৮
কম্বুকণ্ঠ এ নাভী গভীর গভীর।
ত্রিবলী বলিত চারু উদর সুন্দর ॥ ১১৯
প্রশস্ত কটিতট চারু উরু গজ শুণ্ড।
চারু জানু যুগল সুচারু ভুজদণ্ড ॥ ১২০

ভুজ গুঞ্জ অরুণ অধর চারুপাঁতি।
বিকসিত পদযুগ সরোজ সুভাতি॥ ১২১
মহামূল্য মণিময় মুকুট কুণ্ডল।
কটি সূত্র ব্রহ্ম সূত্র হার মনোহর॥ ১২২
কনক নুপুর চারু অঙ্গদ কঙ্কণ।
বনমালা বিরাজিত কৌস্তুভ ভূষণ॥ ১২৩
নন্দ সুনন্দ আদি পারিষদগণে।
চতুর্মুখ পঞ্চমুখ সহস্র বদনে॥ ১২৪
সুরবৃন্দপতি যত সুরের প্রধান।
সনকাদি সুর ঋষি মহামতিমান॥ ১২৫
প্রহ্লাদ নারদ আদি ভকত শেখর।
নানাভাবে স্তুতি করে প্রণত কন্ধর॥ ১২৬
শ্রীনত পুষ্টি তুষ্টি কান্তি কীর্ত্তি নভাবাণী।
বিদ্যা বিদ্যামায়া শক্তি সেবে যদুমণি॥ ১২৭
এরূপ দেখিয়া কৃষ্ণে অক্রূর সুধীর।
নয়নে আনন্দ জল পুলক শরীর॥ ১২৮
ভাবে গদ২ বাণী কম্পিত অধর।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করে যোড়কর॥ ১২৯
ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধু রসগান॥ ১৩০

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে অক্রূর গমনঃ
অষ্টাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৩৮॥

পঠমঞ্জরী রাগঃ।

নমঃ২ আদি দেব প্রভু নারায়ণ।
পুরাণ পুরুষ তুমি অখিল কারণ॥ ১
যার নাভিপদ্ম হৈতে পদ্ম উৎপত্তি।
তাহাতে জন্মিল ব্রহ্মা হঞা প্রজাপতি॥ ২
যাহাতে হইল সবে এ লোক রচনা।
পৃথিবী পবন বহ্নি আকাশ কল্পনা। ৩
মোহ অহংকার আদি ইন্দ্রিয় সকল।
ইহার ভিতর যত জীব চরাচর॥ ৪
এসব তোমার তত্ত্ব কেহো নাহি জানে।
ব্রহ্মায় না জানে তত্ত্ব মায়ার বন্ধনে॥ ৫
সাক্ষাৎ পুরুষরূপ ভজে যোগেশ্বরে।
অন্তর্যামীরূপে কেহো উপাসনা করে॥ ৬
বেদযজ্ঞে পূজে তোমা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
নানারূপে নানাযজ্ঞে পূজে নানাজন॥ ৭
কেহ কেহ সন্ন্যাস করিয়া শুদ্ধ হই।
জ্ঞানযজ্ঞে পূজে তোমা হঞা জ্ঞানময়ি॥ ৮
কেহ গুরু মুখে লভিয়া সংস্কার।
সাধুসঙ্গ হয় কেহ ভব জয় পায়॥ ৯
শিবপথে কেহো তোমা ভজে শিবরূপে।
বহুরূপ উপদেশ ভজে বহুলোকে॥ ১০
সকল তোমাকে ভজে সর্ব্ব বেদময়।
তোমা বিনা আর কেহ নানা দেব নয়॥ ১১
তবে কেনে নানা দেব ভজে নানা জন।
হেন যদি বল প্রভু কহি তার কারণ॥ ১২
নানাদিগে নদী যেন নানা পথে যায়।
তবু শেষে সব গিয়া সাগরে মিশায়॥ ১৩
যেবা পথে যে লোক যেন তেন মানে।
অন্তকালে সবে তুমি গতি নারায়ণে॥ ১৪
প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব রজ তম তিন।
সেই গুণে সব লোক দেখিতে না চিন॥ ১৫
আব্রহ্ম স্থাবর মায়া ওতপ্রোত গাথনি।
কাহার শকতি আছে তায় তত্ত্ব জানি॥ ১৬
সর্ব্ববুদ্ধি আত্মা তুমি সর্ব্ব বুদ্ধি সিদ্ধি।
তোমাতে প্রণাম মোর রহে নিরবধি॥ ১৭
তোমার মায়ায় করে প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ।
হেন তুমি অনাদি নিধান ভগবান॥ ১৮
কেমন বদন তোমার পৃথিবী চরণ।
আকাশ মণ্ডল নাভি দিনেশ লোচন॥ ১৯
দশদিগ্ শ্রবণযুগ সুর লোক শির।
ইন্দ্র আদি সুরগণ ত্রিভুজ গভীর॥ ২০
সাগর উদর তোমার বৃক্ষ লোমাবলী।
জলদ কুন্তল নখগণ ম... ... ॥ ২১
নিমেষ রজনি দিন বীর্য্য বরিষণ।
তোমাতে কল্পিত যত স্থাবর জঙ্গম॥ ২২
যেন জল জন্তু জলে করয়ে সঞ্চার।
উডুম্বর ফলে যেন মশক বিস্তার॥ ২৩
যত২ রূপ ধর যে যে অবতারে।
সে সব মহিমা গাই সুখে লোক তরে॥ ২৪
নমঃ২ কূর্ম্মরূপ আদি অবতার।
সমুদ্রে মথনে ক্ষীর সমুদ্রে বিহার॥ ২৫
নমো যজ্ঞ কলেবর বরাহ মুরতি।
দশন শিখর রূপে উদ্ধারিল ক্ষিতি॥ ২৬

নমো নরসিংহ মহাদৈত্যবিদারণ।
ত্রিভুবনে সাধুজনে ভয় বিনাশন॥ ২৭
নমো২ অদ্ভুত বিক্রম বামন।
বলি ছলি পুরন্দরে দিল ত্রিভুবন॥ ২৮
নমোরাম ভৃগুপতি দ্বিজ অবতার।
হরিল ক্ষত্রিয় বধি পৃথিবীর ভার॥ ২৯
নমোরাম রঘুবর রাবণ মর্দ্দন।
নমো বাসুদেব কৃষ্ণ দেবকী নন্দন॥ ৩০
নম সঙ্কর্ষণ রাম প্রদ্যুম্ন চরণে।
অনিরুদ্ধ পাদপদ্ম করিণুঁ বন্দনে॥ ৩১
নমো বৌদ্ধরূপে দয়া ধর্ম্ম প্রকাশন।
কল্কিরূপে কৈল ম্লেচ্ছকুল বিনাশন॥ ৩২
তোমার মায়ায় সর্ব্বলোক বিমোহিত।
অসত্য ভাবিয়া কর্ম্মপথে নিয়োজিত॥ ৩৩
দেহ গেহ পুত্রদার স্বপন সমানে।
সত্য বলি আমি তাতে করিয়ে ভ্রমণে॥ ৩৪
অনিত্য এ সব সবে দুঃখমাত্র সার।
সত্যবুদ্ধে করিয়ে তাহাতে অহঙ্কার॥ ৩৫
হেন যে অধম আমি মূর্খ অতিশয়।
তুমি আত্মা বন্ধুজন হৃদয়ে না লয়॥ ৩৬
তৃষিত জনের যেন হয় মতিনাশ।
তৃণে আচ্ছাদিল জল আছে নিজপাশ॥ ৩৭
তাহাতে যে ধায় জল মৃগ তৃষ্ণা দেখি।
এমত মনে তোমা না দেখিল আঁখি॥ ৩৮
কাম্যকর্ম্মে ও মন নিবোধ না জায়।
ইন্দ্রিয় সবায় বলে বান্ধি লঞা জায়॥ ৩৯
এখন শরণ লৈনুঁ চরণ কমলে।
অসৎ দুরাপ দুই চরণ আমারে॥ ৪০
যখন সংসার টুটিবে যাহার।
অনায়াসে সাধুসঙ্গ মিলিবে তাহার॥ ৪১
তবে তার মতি হয় তোমার চরণে।
সেই সে ঘটিল মোরে বুঝ অনুমানে॥ ৪২
নমো জ্ঞানদাতা প্রভু পুরুষ প্রধান।
স্বভাব জ্ঞানের হেতু তুমি ভগবান॥ ৪৩
তুমি বাসুদেব ব্রহ্ম অনন্ত শকতি।
তোমার চরণে বহু অনন্ত প্রণতি॥ ৪৪
মহাভয়ে নিবারণ প্রপন্ন পালন।
ত্রাহি রক্ষ রক্ষ মোরে প্রভু নারায়ণ॥ ৪৫
শুকমুনি বলে রাজা কহিব বিশেষ।
অক্রূরের স্তুতি শুনি প্রভু হৃষীকেশ॥ ৪৬
নিজরূপ সম্বরিয়া কৈল অন্তর্দ্ধান।
জলে হৈতে উঠিলা অক্রূর মতিমান॥ ৪৭
নিত্যকর্ম্ম করিয়া উঠিলা নিজরথে।
তবে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসিল গোপীনাথে॥
বিস্ময় তোমাকে কেনে দেখিয়ে অক্রূর।
জলে কি দেখিলে তুমি অদ্ভুত প্রচুর॥ ৪৯
এ বোল শুনিঞা উত্তর দিল সে অক্রূর।
তোমা চাহি আর অদ্ভুত কতবড়॥ ৫০
কত অদ্ভুত আছে এ মহিমণ্ডলে।
যত২ অদ্ভুত আছে স্থলে স্থলে॥ ৫১
যত অদ্ভুত আছে পাতাল আকাশে।
সকল আছয়ে শ্রীঅঙ্গের এক দেশে॥ ৫২
হেন অদ্ভুতময় তোমাকে দেখিল।
কোন অদ্ভুত নাহি দরশন হৈল॥ ৫৩
এ বোল বলিয়া রথ চালায় সত্বরে।
রামকৃষ্ণে লঞা গেল মথুরা নগরে॥ ৫৪
পথে২ যত গ্রাম নগর আছিল।
আসিঞা তাঁহার লোকে আনন্দ দেখিল॥
বিলম্ব দেখিয়া নন্দ আদি গোপগণে।
আগুসরি রহিল গিঞা পুর উপবনে॥ ৫৬
ধীরে২ বলরাম অক্রূর সহিতে।
দৈবকী নন্দন গিয়া উত্তরিলা রথে॥ ৫৭
একত্র মিলিল গিঞা দিন অবসানে।
অক্রূরের তরে কৃষ্ণ বলিলা আপনে॥ ৫৮
হাতে হাত ধরিয়া বোলয়ে হৃষীকেশ।
তুমি আগে কর গিয়া পুর পরবেশ॥ ৫৯
রথে হৈতে নাম্বিয়া রহিলা সেইখানে।
দেখিব কিরূপ পুরী বিচিত্র নির্ম্মাণে॥ ৬০
এ বোল শুনিঞা বোলে গান্দিনী কুমার।
তোমা ছাড়ি নাহি পুর প্রবেশ আমার॥ ৬১
না ছাড়২ নাথ ভকতবৎসল।
মোর ঘরে আইস তুমি দুই সহোদর॥ ৬২
স্বগণ বান্ধবে নাথ আইস মোর ঘরে।
মোর ঘর পবিত্র করহ পদধূলে॥ ৬৩
এই পদ পাখালইয়া বলি দৈত্যেশ্বর।
জগৎ তরিয়া বল রাখিল নির্ম্মল॥ ৬৪

একান্ত ভকতি গতি লভিল মুকতি।
একপদ পূজিয়া ইন্দ্র হৈল সুরপতি ॥ ৬৫
এই পাদপদ্ম জল পুণ্যময়ী।
ত্রৈলোক্য পবিত্র করে নানা ভেদ হই ॥ ৬৬
ব্রহ্মময়ী গঙ্গাবলি শিব ধরে শিরে।
তরিল সগর বংশ এই পদ নীরে ॥ ৬৭
দেবদেব জগন্নাথ নাথ নারায়ণ।
না ছাড়২ দেহ চরণে শরণ ॥ ৬৮
অক্রূরের বচন শুনিঞা দয়াময়।
সন্তোষ বচনে তাঁর তুষিল হৃদয় ॥ ৬৯
আসিব তোমার ঘরে দুই সহোদরে।
কুলাধম কংস আগে মারিব সত্বরে ॥ ৭০
পাণ্ডে বন্ধুগণ সহ করিব পীরিতি।
চল বাপু ঘরে তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ ৭১
কৃষ্ণের বচন শুনি গান্ধিনী নন্দন।
তবু মনে দুঃখ তাঁর নহিল খণ্ডন ॥ ৭২
পুর পরবেশ করি কংস নিগুমানে।
এ সব সকল কথা কৈল নিবেদনে ॥ ৭৩
বিদায় করিলা তবে গেলা নিজ ঘর।
এখন যে কহি তাহা শুন নরেশ্বর ॥ ৭৪
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান।
কৃষ্ণগুণ শুন ভাই হঞা সাবধান ॥ ৭৫

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে নবত্রিংশতি অধ্যায়। ৩৯ ॥

বেলোয়ার রাগঃ।

সমান বালক সঙ্গে রাম গদাধর।
প্রবেশ করিল তবে মথুরা নগর ॥ ১
ফটিক রচিত উচ্চ পুরের দুয়ার।
হেম মণিময় মহা কপাট বিশাল ॥ ২
কনক রচিত চারু বিচিত্র তোরণ।
তাম্রের নির্ম্মিত কোঠা দেখি সুশোভন ॥ ৩
বিষম দুর্জ্জয় গড় দেখে মনোহর।
পরম আশ্চর্য্য তাতে পতাকা সুন্দর ॥ ৪
মহামূল্য রত্নমণি বিবিধ বসন।
বহুমূল্য মহানিধি বিবিধ ভূষণ ॥ ৫
গন্ধ পুষ্প ভক্ষ্য ভোজ্য বিবিধ পসার।
সারি২ দুই পার্শ্বে দিব্য পাটোয়ার ॥ ৬
নানাধাতু বিচিত্র রচিত পসারিকা।
মাঝে২ শোভে ঘর সোনার ভূমিকা ॥ ৭
হেম বিরচিত পথ বণিক মন্দির।
পুষ্পবন বেড়ি সব শোনার পাঁচীর ॥ ৮
শিল্পকার শোভাঘর বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানাবর্ণে নানালোক রহে স্থানে স্থান ॥ ৯
বৈদূর্য্য বিদ্রুম দ্রুম নীল মণিময়।
মরকত স্ফটিক রচিত গৃহচয় ॥ ১০
ঘরের উপরে ঘর উচ্চ থরেথর।
ময়ূর কপোত নাচে তাহার উপর ॥ ১১
রাজবর্ত্ম লোকবর্ত্ম চন্দন সিঞ্চিত।
মাল্য ফুল তাম্বুল অঙ্কুর বিরাজিত ॥ ১২
পূর্ণ কুম্ভ দধি দুগ্ধ চন্দনে মণ্ডিত।
উজ্বল প্রদীপ তার মাঝে সুশোভিত ॥ ১৩
ফলপুষ্প তাহার উপরে আস্রসার।
হেমময় পূর্ণ কুম্ভে দেখিতে সুসার ॥ ১৪
সারি২ কদলী দুয়ারে আরোপণ।
সুফল গুবাক গাছ স্রজ সুশোভন ॥ ১৫
হেমপর্ণ অলঙ্কার দুয়ারে দুয়ারে।
বিচিত্র পতাকা উড়ে মন্দিরে২ ॥ ১৬
দেখিয়া বিচিত্রপুরী রাম দামোদর।
প্রবেশ করিল গিঞা গড়ের ভিতর ॥ ১৭
সমান বয়েস বেশ শিশুগণ সঙ্গে।
রাজমার্গে দুই ভাই চলি যায় রঙ্গে ॥ ১৮
নগর নাগরী শুনি কৃষ্ণ আগমন।
চৌদিগ ভরিয়া তাঁরা করিল গমন ॥ ১৯
রামকৃষ্ণ কথা শুনি পুর নারীগণ।
পাসরে আনন্দরসে বসন ভূষণ ॥ ২০
আধ বস্ত্র পরে কেহো অঙ্গের উপরে।
কেহ২ চরণ নূপুর পরে শিরে ॥ ২১
কেহ পাসরিল এক আঁখির অঞ্জন।
কেহ পাসরিল নিজ অঙ্গ আভরণ ॥ ২২
কেহ পাসরিল এক কর্ণের কুণ্ডল।
ত্বরেমে না পরে হার না থাকে কুন্তল ॥ ২৩
ভোজন করিয়া কেহ ভোজন ত্যজিয়া।
অঙ্গের মার্জ্জন কেহ চলিল ছাড়িয়া ॥ ২৪
স্তন দিয়াছে শিশু ফেলিল ভূমিতে।
মার্জ্জন ত্যজিল কেহ মজ্জন করিতে ॥ ২৫

মনের ভরমে ত্যজি যার যেই কর্ম্ম।
বিস্মরিল পতিসুত সেবা গৃহ ধর্ম্ম ॥ ২৬
মুগধি নগর নারী চলিল ত্বরিতে।
হর্ম্ম্যের উপরে গিয়া উঠিল দেখিতে ॥ ২৭
রসিক শেখর প্রভু জানে সর্ব্বচিত্ত ॥
ভ্রূভঙ্গিম নানা ছলে চাহে চারিভিত। ২৮
হরিল নারীর মন মত্তগজ লীলা ॥
মোহিল নাগরী দেখি মনমথ খেলা ॥ ২৯
আনন্দ মুরতি হরি শুনিল শ্রবণে।
কেবল লাবণ্য ধাম দেখিল নয়নে ॥ ৩০
প্রভুর কটাক্ষপাতে আনন্দ উদয়।
গাঢ় আলিঙ্গন দিল ভাবিয়া হৃদয় ॥ ৩১
খণ্ডিল মদন রেখা পুলকিত অঙ্গ।
কহনে না যায় যত বাড়িল আনন্দ ॥ ৩২
মন্দির শিখরে উঠি পুরনারীগণ।
আনন্দে শ্রীমুখ পদ্ম করে নিরীক্ষণ ॥ ৩৩
পুষ্পবৃষ্টি করে তারা প্রভুর উপরে।
পথে২ রামকৃষ্ণ পূজে দ্বিজবরে ॥ ৩৪
ধান্য দূর্ব্বা গন্ধ পুষ্প দিয়া উপহার।
নগরে নাগরী লোক পূজে দামোদর ॥ ৩৫
পুরজনে বলে গোপী কোন তপ কৈল।
এমন আনন্দ ধাম সদাই দেখিল ॥ ৩৬
এইরূপে যায় কৃষ্ণ হরষিত মনে।
পথে দরশন কৈল রজকের সনে ॥ ৩৭
রজক দেখিয়া প্রভু মধুর বচনে।
রজকের সনে কিছু কৈল সম্ভাষণে ॥ ৩৮
শুন হে রজক ভাই আমার বচন।
পরিবার যোগ্য দেহ আমাকে বসন ॥ ৩৯
পূজ্য দুই ভাই আমি দেখ লোকে পূজে।
অচিরে কুশল তার যে আমাকে ভজে ॥৪০
তোমার নিকট হৈল সর্ব্বত্র কল্যাণ।
পরিবার যোগ্য দেহ দিব্য পরিধান ॥ ৪১
পরিপূর্ণ প্রভু যদি মাগিল বসন।
রুষিল রজক বেটা ক্রোধে অচেতন ॥ ৪২
সহজেই অন্ন জাতি অধিক মুখর।
রাজার সেবক তার কারে নাহি ডর ॥ ৪৩
কি বোল বলিলে আরে শিশু উন্মত্ত।
কভু কি শুনিস নাহি ইহার মহত্ব ॥ ৪৪

বনে বৈস তুমি সবে গোয়াল ছাওয়াল।
রাজ বস্ত্র পরিতে তোমার অভিলাস ॥ ৪৫
গোপজাতি তুমি সবে মূর্খ অগেয়ান।
নিশব্দে যাহ যদি রাখিবে পরান ॥ ৪৬
কাটে ছিণ্ডে বান্ধি মারে রাজার কিঙ্করে।
দুষ্ট পাইলে তারা সব বিচার না করে ॥ ৪৭
অরণ্যে পর্ব্বতে তোরা বৈস সর্ব্বকাল।
রাজ পুরে আসিয়া তোমার অধিকার ॥ ৪৮
রজকের বচন শুনিঞা বনমালি।
নির্ঘাত মারিল কান্ধে অঙ্গুলের বাড়ি ॥ ৪৯
ছিণ্ডিয়া তাহার মুণ্ড হৈল দুইখান।
পলাইল সব ভৃত্য রাখিয়া পরাণ ॥ ৫০
বড়২ বস্ত্র কোণ ভূমিতে ফেলিয়া।
অনুচরগণ গেল চৌদিকে পলাইঞা ॥ ৫১
বাছিয়া উত্তম বস্ত্র পরে দামোদর।
আপনার প্রিয় বস্ত্র পরি হলধর ॥ ৫২
গোপগণে দিল বাস বিবিধ বিশেষে।
ভূমিতে পড়িল আর যত অবশেষে ॥ ৫৩
এইরূপে কতদূর যায় বনমালী।
মধুর বালক সঙ্গে করে নানাকেলি ॥ ৫৪
ধন্য এক তন্তুবায় তথাই আছিল।
রাম কৃষ্ণ দেখি তাঁর আনন্দ বাড়িল ॥ ৫৫
বিচিত্র বসনে অঙ্গ কৈল নিরমানে।
বিবিধ ভূষণ বেশ বসন লক্ষণে ॥ ৫৬
সকল সৌন্দর্য্য রূপ লাবণ্যের ধাম।
বিশেষ দেখিতে শোভা জিনি কোটি কাম ॥
যেন শুক্ল কৃষ্ণ গজ বান অলকৃত।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই দেখিতে শোভিত ॥৫৮
প্রসন্ন হইয়া বর দিলা ভগবান।
বলবীর্য্য ঐশ্বর্য্য সম্পদ তত্ত্ব জ্ঞান ॥ ৫৯
অন্তকালে তাকে দিল সারূপ্য মুকতি।
মালাকার ঘরে তবে গেলা যদুপতি ॥ ৬০
ধন্য মহামতি সে সুদাম মালাকার।
দণ্ডবৎ হই পড়ি কৈল নমস্কার ॥ ৬১
আদরে পূজিয়া তবে বসাই আসনে।
পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্প দিঞা পূজিল চরণে ॥ ৬২
দিব্য মাল্যে ভূষিত দোহার কলেবর।
আদরে পূজিল শিশুগণ মনোহর ॥ ৬৩

মালাকার বলে মোর জনম সফল।
মোর কুল পরিত্রাণ হইল সকল ॥ ৬৪
পিতৃগণ তুষ্ট হইল দেবঋষিগণ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ কৈল আগমন ॥ ৬৫
বিশ্ব পরিত্রাণ হেতু কৈলে অবতার।
নিজ পর বুদ্ধি নাহি কোথাই তোমার ॥ ৬৬
এতেক বচন তবে বলি মালাকার।
সুগন্ধি কুসুম মালা দিল পরিবার ॥ ৬৭
শিশুগণ সহে মালা পরিয়া মুরারি।
তুষ্ট হঞা বর দিলা বর অধিকারী ॥ ৬৮
সুদামা মাগিল বর চরণে ভকতি।
ভকত জনের সহ সৌহার্দ্দ পীরিতি ॥ ৬৯
সর্ব্বভূতে দয়া সবে এই মাগো বর।
সেই বর দিল তারে বরের ঈশ্বর ॥ ৭০
অতুল সম্পদ দিল বল বীর্য্য যশ।
দীর্ঘ পরমায়ু দিল হঞা তার বশ ॥ ৭১
বলরাম সহে কৃষ্ণ শিশুগণ সঙ্গে।
চলিলা মথুরাপুর নিজ রস রঙ্গে ॥ ৭২
জ্ঞান গুরু গদাধর-ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৭৩

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে
চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৪০ ॥

বরাড়ি রাগঃ।

রাজবর্ত্মে যায় প্রভু সঙ্গে হলধর।
চৌদিকে বালকগণ অতি মনোহর ॥ ১
কত দূরে দেখিল কুব্জীন নারী।
নবীন যৌবনী সে যে অধিক সুন্দরী ॥ ২
রসিক নাগর শুদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া।
জিজ্ঞাসিল তারে কিছু প্রসন্ন হইয়া ॥ ৩
কোথা হইতে কোথা যাহ কি নাম তোমার।
কার তরে লহ তুমি গন্ধে পসার ॥ ৪
কাহার বনিতা তুমি কোথা বে বসতি।
কহিবে স্বরূপে তুমি হও ভাল সতি ॥ ৫
অগ্রজের তরে দেহ দিব্য বিলেপনে।
কিছু গন্ধ দেহ আনি পরিব আপনে ॥ ৬
পরুক উত্তম গন্ধ গোপ শিশুগণে।
কুব্জী বলয়ে তবে হরষিত মনে ॥ ৭
ত্রিবক্রা আমার নাম কংসের কিঙ্করী।
আমি তার গন্ধ বিলেপন সজ্জা করি ॥ ৮
ভোজপতি পরে দেব এই গন্ধ মাত্র।
তোমা সবা বিনে আর কেবা যোগ্য পাত্র ॥
মধুর বচন মধু হসিত মুরতি।
দেখিয়া মোহিত হৈল কুব্জী যুবতী ॥ ১০
শ্যাম অঙ্গে দিল গন্ধ যে শুক্ল বরণে।
শ্বেত অঙ্গে কৃষ্ণ গন্ধ দিল বিলেপনে ॥ ১১
যার যেই যোগ্য গন্ধ দিল শিশুগণে।
রামকৃষ্ণ শোভা কোটি জিনিঞা মদনে ॥ ১২
ভাঙ্গিঞা অঙ্গের কুব্জ করিব সোসর।
লোকে দেখাইব নিজ দরশন ফল ॥ ১৩
ভাবিল যুবতী মনে হঞা পরসন্ন।
হস্ত দিয়া কুব্জা ধরিল তৎক্ষণ ॥ ১৪
চরণে চরণ তার ধরিল চাপিয়া।
বাম হাতে অঙ্গুলী চিবুক পরশিয়া ॥ ১৫
উবুড় করিয়া তার সোঝাইল অঙ্গ।
সমান শরীর হৈল নাহি তিন বঙ্ক ॥ ১৬
দিব্যরূপ বেশ হৈল কৃষ্ণ পরশনে।
নানাগুণ শীল বুদ্ধি হৈল ততক্ষণে ॥ ১৭
আঁচলে ধরিল কৃষ্ণে কামে বিমোহিতা।
নাছাড় নাছাড় নাথ যুবতী বনিতা ॥ ১৮
আকুল হৃদয় মোর তব দরশনে।
মোকে ছাড়ি প্রভু যাহ কেনে মনে ॥ ১৯
এতেক বচন শুনি রসিক প্রধান।
মনে লাজ পাইল কিছু দেখি বলরাম ॥ ২০
আসিব তোমার ঘরে কার্য্যসিদ্ধি করি।
বেশ্যা সঙ্গে পথিকের দোষ নাহি ধরি ॥ ২১
না করিহ চিন্তা তুমি চল নিজ ঘর।
বেশ্যাঘর পথিকের বিশ্রামের স্থল ॥ ২২
কুব্জী পাঠাইঞা দিল মধুর বচনে।
বণিকবর্গের সনে পথে দরশনে ॥ ২৩
দেখিয়া বণিকবর্গ দুই মহাবীর।
সন্তোষে পুরিল তারা আনন্দ শরীর ॥ ২৪
গন্ধপুষ্প তাম্বূল বিবিধ উপহারে।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই পূজিল সাদরে ॥ ২৫
মনোহর বেশ দেখি নগর নাগরী।
বাহু বিষ লয়েন চিত্তের পুতলী। ২৬

পথে২ পুছে প্রভু দেখি পুরজনে।
কহ ভাই ধনুর মন্দির কোন খানে ॥ ২৭
পুছিতে২ গেলা তাহার নিকটে।
দেখিল ধনুর ঘর পাঁচীর প্রকটে ॥ ২৮
ধরাধরি করি রাখে দুয়ারি প্রহরী।
প্রবেশ করিল প্রভু হুড়াহুড়ি করি ॥ ২৯
গন্ধ পুষ্পে ধূপ দীপে অর্চ্চনা করিলা।
আপনে করিয়া ছল ধনুস্থানে গেলা ॥ ৩০
নানা পরিচ্ছদ দ্রব্য ভূষণে ভূষিত।
যেন ইন্দ্রধনু শোভে জগৎ পূজিত ॥ ৩১
দেখিয়া বিচিত্র ধনু প্রভু যদুরায়।
বামহস্তে দিয়া ধনু তুলিয়া লীলায় ॥ ৩২
গুণ চড়াইতে ধনু হৈল দুই খান।
উঠিল শবদ দশদিগ্ কম্পমান ॥ ৩৩
ধনুখান ভাঙ্গিল শব্দ গেল দূর।
ক্ষিতিতল কাঁপিল কাঁপিল সুরপুর ॥ ৩৪
কিরূপে ধরিল ধনু তিলেকে ভাঙ্গিল।
দেখিতে আছয়ে লোক কিছু না বুঝিল ॥ ৩৫
শব্দ শুনিঞা কংসে লাগিল তরাস।
যতেক রক্ষকগণে বেড়ে চারিপাশ ॥ ৩৬
অস্ত্র শস্ত্র ধরে তারা কোপ প্রজ্জ্বলিত।
ধর মার বলি যায়ে বেড়িল চারিভিত ॥ ৩৭
দুই খান ধনুক হাতে করি দুই ভাই।
সকল রক্ষকগণ মারিল তথাই ॥ ৩৮
আর যত সৈন্য পাঠাইল কংসাসুর।
ধনুর প্রহারে সব হৈল শস্তচুর ॥ ৩৯
বাহিরে আসিয়া কৃষ্ণ বেড়ান নগরে।
মথুরা পুরীর শোভা দেখে কুতূহলে ॥ ৪০
দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ বলবীর্য্য রূপ।
লীলায় ভাঙ্গিল ধনু শুনিতে অদ্ভুত ॥ ৪১
দেবের উত্তম রামকৃষ্ণ দুই ভাই।
পুরজনে এই কথা কহে ঠাঞি২ ॥ ৪২
এইরূপে বিহার করয়ে হৃষীকেশ।
দিনমাণ অস্ত গেল সন্ধ্যা পরবেশ ॥ ৪৩
তথাই আছিল এক নন্দের ছাওয়াল।
তথা গিয়া গোপগণে করিয়াছে বাস ॥ ৪৪
রামকৃষ্ণ দুই ভাই শিশুগণ সঙ্গে।
পথে২ তথা গিয়া উত্তরিলা রঙ্গে ॥ ৪৫

পদযুগ পাখালিল অঙ্গের মার্জ্জনে।
অমৃত ভোজন করি বসিলা আসনে ॥ ৪৬
সুখে সুই রজনী বঞ্চিল গোপগণে।
ধনুভাঙ্গা গেল কংস শুনি নিজকানে ॥ ৪৭
সর্ব্ব সৈন্য রামকৃষ্ণ কৈল নিপাতনে।
কংসাসুর শুনিঞা চিন্তিল মনে২ ॥ ৪৮
সেই রাম দামোদর অদ্ভুত বিহার।
শুনিঞা কংসের মনে লাগে চমৎকার ॥ ৪৯
ভয়ে নিদ্রা নাহি আর জাগয়ে নিরন্তর।
মৃত্যু হেতু কুলক্ষণ দেখিল বিস্তর ॥ ৫০
দর্পণ ধরিয়া যদি নিজমুখ চায়।
আপনে আপন মাথা দেখিতে না পায় ॥
আপনার দুই মূর্ত্তি দেখে বিদ্যমান।
চন্দ্র সূর্য্য দুই২ দেখে স্থানে স্থান ॥ ৫২
আপনার নিজ ছায়া দেখে ছিদ্রময়।
প্রাণ দোষ ধ্বনি তার শ্রবণে না লয় ॥ ৫৩
আপনার পদযুগ না দেখে আপনে।
তবে আর নানারূপ দেখিল স্বপনে ॥ ৫৪
স্বপ্নে মৃত্যু কবন্ধের করে আলিঙ্গনে।
বিষপান খর জান করে আরোহণে ॥ ৫৫
রক্ত পুষ্পমালা গলে আছে দিগম্বর।
তৈলাভঙ্গ করিতেছে সর্ব্ব কলেবর ॥ ৫৬
এইরূপ দেখে কংস নানা অলক্ষণ।
নিদ্রা নাহি আর ভয়ে দেখিয়া মরণ ॥ ৫৭
রাত্রি অবশেষে কংস উঠে ভয় মনে।
মল্লকেলি রচনা রচয়ে স্থানে স্থানে ॥ ৫৮
রঙ্গভূমি পূজে কংস বিবিধ বিধানে।
শঙ্খভেরী বহুবিধ বাজয়ে বাজনে ॥ ৫৯
মল্লগণে ভূষিল বিবিধ অলঙ্কারে।
পতাকা তোরণধ্বজ তুলিল উপরে ॥ ৬০
রাজমঞ্চ নবমঞ্চ সাজিল বিস্তর।
মঞ্চোপরে পুরজন বসিল সকল ॥ ৬১
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজাতি।
রাজমঞ্চে বসিল যতেক নরপতি ॥ ৬২
মহামঞ্চে বসিলা আপনে কংসরায়।
পাত্রমিত্র মন্ত্রীগণ চৌদিগে দাণ্ডায় ॥ ৬৩
বিমল মণ্ডলেশ্বর চিন্তিত অন্তরে।
তূরীভেরী মৃদঙ্গ বাজন কোলাহলে ॥ ৬৪

গুরু শিষ্য ভেদে যত আছে মল্লগণ।
মল্লবেশে কৈল তারা অঙ্গের সাজন ॥ ৬৫
প্রবেশ করিল তারা দিঞা বাহু তাল।
রঙ্গভূমি টলমল গর্জ্জন বিশাল ॥ ৬৬
চানূর মুষ্টিক কূট শাল আদি মল্ল।
আর যত আছে মহাভয়ঙ্কর মল্ল ॥ ৬৭
হরিষে নাচয়ে তারা রঙ্গভূমি মাঝে।
কোলাহল শব্দ বহুল বাদ্য বাজে ॥ ৬৮
নন্দ আদি গোপগণ আনিল ডাকিয়া।
রাজাকে ভেটিল গিঞা উপায়ন দিঞা ॥ ৬৯
একদিগে হঞা তাঁরা বসিলা সম্ভ্রমে।
রামকৃষ্ণ উঠিলা রজনী অবসানে ॥ ৭০
নিত্যকর্ম্ম সমাধিয়া আছেন তথাই।
মল্লঘোষ শুনিঞা উঠিলা দুই ভাই ॥ ৭১
কৌতুক দেখিতে আইলা রাজার দুয়ার।
মহাগজ দেখে তথা পর্ব্বত আকার ॥ ৭২
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জ্ঞান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৭৩
ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে একচত্বারিংশতি তমোঽধ্যায়ঃ। ৪১ ॥

কেদাররাগ।

আরে দেখি করিবর, শ্রীরাম শ্রীদামোদর,
সুবন্ধন দৃঢ় পরিকরে।
কুটিল কুন্তল ভর, সুবন্ধন দৃঢ়তর,
রহে যেন সুবীর প্রবরে ॥ ১
বীরবর দর্প করি, ডাকিয়া বোলয়ে হরি,
পলাহ মাহুত তুমি ঝাটে।
যাবত নাহিক ক্রোধে, পাঠাও যমের ঘরে,
তাবত ছাড়িয়া দেহ বাটে ॥ ২
শ্রীকৃষ্ণের কটু বাণী, ক্রোধিল মাহুত শুনি,
কোপেতে আনল দুরাচারী।
টিপিয়া দিলেক গজ, কেবল মনের তেজ,
ধাইল সে পবন সঞ্চারি ॥ ৩
বিশাল শুণ্ডেতে ধরি, বেড়িলেক শ্রীনরহরি
কৃষ্ণচন্দ্র চিন্তিল উপায়।
খসাইয়া করবন্ধ, মুষ্টির পরবন্ধ
মারিয়াত চরণে লুকায় ॥ ৪
ক্রোধিত যে করিরাজ ফিরয়ে যে চারিপাশ,
দেখিলেক অঙ্গ অনুসারে।
বেড়িলেক করে ধরি খসাইয়া বনমালি
তথাই সে লীলায় বিহরে ॥ ৫
লীলায় ধরিয়া তাক, মারিলেক পাচ পাক
দেখে বিশ ধনুক অন্তরে।
ফেলিল দুঃখ করি, লীলায় খেলায় হরি,
গরুড়রাজে যেন ফল ধরে ॥ ৬
বিষম সে গজরাজ নাহিক পায়ে অবকাশ,
ফিরে দৈতে দৈহার ভিতরে।
নিষ্ঠুর চাপড় মারে, ফেলিলেক ক্ষিতিপরে,
প্রভু রঙ্গ দেখে কুতুহলে ॥ ৭
উঠিয়াত গজবর, ধাইলত আরবার
দন্ত দিল ক্ষিতির ভিতরে।
মাহুত দিল টোঙ্গাইয়া, চলিল সেই ধাইয়া,
ধরিলে ধরিতে নাহি পারে ॥ ৮
বুঝিয়া তাহার বল, চিন্তিলেন যদুবর,
করি শুণ্ড, ধরি নিজহাতে।
ধরণীর তলে ফেলি, দশন উপাড়ে হরি,
মারিল তাহার বাড়ি মাথে ॥ ৯
সগণেতে গজবর, করিয়া তার সংহার,
দন্তলই শ্রীভুজ সাজে।
করিরের মদ জল শ্যামল নবঘন,
প্রভুর শ্রীঅঙ্গেত বিরাজে ॥ ১০
বদনেতে ঘর্ম্মজল, রুধিরেতে কলেবর,
এ গোপ বালক সব সঙ্গে।
শ্রীরাম শ্রীদামোদর, দন্তকরে করিবর,
প্রবেশ করিল মল্লরঙ্গে ॥ ১১
মধুরং খেলন, মধুরং মিলন,
মধুরং মন্দগতি লীলা।
মধুরং শিশুসঙ্গে, মধুরং গতি রঙ্গে,
মধুরং প্রতি শিশুখেলা ॥ ১২
ললিতং বেশ, ললিতং কেশ,
ললিত চলিত সুবিলাস।
ললিতং শিশুগণ, ললিতং বিহরণ,
ললিত দেখর স্মিতহাস ॥ ১৩
চকিত প্রভুর ব্যবহার।
গোপ শিশু শিশুবেশ, রঙ্গভূমি পরবেশ,

জগজ্জন মনোহরে।
দেখিয়া সে সব লোক ছাড়াইল ভবশোক
মজি গেল আনন্দ সাগরে। ১৪
নৃপতি মণ্ডলবর, দেখিল সে দণ্ডধর,
স্বরূপ শিশু দেখে মাতা পিতা।
দেখিলেক কংস সেন, কেবল শমন সম,
বিরাটরূপ দেখিল জ্ঞানতা॥ ১৫
পরম স্বতত্ত্বরূপে, যোগেন্দ্রাদিগণ দেখে
বৃষ্ণীগণে।
রামহৃষিকেশ বেশ, রঙ্গভূমি পরমেশ,
সুপণ্ডিত রঘুনাথ মনে॥ ১৬

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে
মল্লরঙ্গ বর্ণন নাম দ্বিচত্বারিংশতি-
তমোধ্যায়ঃ॥ ৪২॥

শুইরাগ।

কুবলয় পড়িল শুনিল কংসরায়।
রামকৃষ্ণ দেখিল দুর্জ্জয় মহাকায়॥ ১
চিন্তিতে লাগিল কংস মরণ প্রতিকার।
ইহার হস্তেতে মোর দৈবে সে নিস্তার॥ ২
রঙ্গমঞ্চে দুই ভাই ফিরয়ে আনন্দে।
দিব্যবেশ মহাভুজ গজদন্ত স্কন্ধে॥ ৩
বিচিত্রবসন বেশ দিব্য অলঙ্কার।
দুই মহানট যেন চলন সঞ্চার॥ ৪
কত ভাতি কত লীলা নাহি পরিচ্ছেদ।
জন মনোহর যেন দেখি অঙ্গতেজ। ৫
শ্রীল অঙ্গ নিরখিতে সর্ব্বলোক মোহে।
হরষিত নয়নে প্রভুর মুখ চাহে॥ ৬
তৃপ্তি নহিল বার বাড়িল আনন্দ।
কহিল না জায় সে যে প্রেমের তরঙ্গ॥ ৭
দেখিতে২ যেন পীয়য় নয়নে।
নাসিকাতে গন্ধ লয়ে পীয়রে বসনে॥ ৮
বাহুপাশে বেড়ি যেন দেই আলিঙ্গনে।
এইরূপে আনন্দে মজিল সর্ব্বজনে॥ ৯
লাজে পাঁচে মিলিয়া প্রভুর কথা কহে।
কৃষ্ণ দরশনে হৈল তত্ত্ব পরিচয়ে॥ ১০
এই সে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান।
বসুদেব ঘরে গিয়া হৈলা উপাদান॥ ১১
দৈবকী উদরে এই দোঁহার জনম।
অবতার কৈল আসি জগৎকারণ॥ ১২
বসুদেব এ দোঁহারে থুইল গোকুলে।
গুপ্তবেশে থুইল গোসাল নন্দঘরে॥ ১৩
এই কৃষ্ণ পুতনাকে করিল সংহার।
এই সে মারিল চক্রবাত দুরাচার॥ ১৪
এই সে ভাঙ্গিল দুই যমল অর্জ্জুন।
এই সে ধেনুক দৈত্য মারিল দারুণ॥ ১৫
কেশিনাম দৈত্য এই বধিল আপনে।
এই কৃষ্ণ গোধন চরায় বনে২॥ ১৬
এই কৃষ্ণ কৈল পান দারুণ হুতাশন।
এই কৃষ্ণ কৈল কালি নাগের দমন॥ ১৭
এই সে ইন্দ্রের কৈল দণ্ড অপমান।
এই সে ধরিল গিরি কমল সমান॥ ১৮
গোকুল রাখিল এই বাত বরিষণে।
নয়ন ভরিয়া এই দেখে গোপীগণে॥ ১৯
এই ত শ্রীমুখ দেখে ব্রজপুরনারী।
ভরিল সংসার তাপ এই কোলে করি॥ ২০
যদুবংশ ধ্বংশ কৈল এই নারায়ণে।
যাহার মহিমাযশ গায় ত্রিভুবনে॥ ২১
এই সে কৃষ্ণের ভাই জ্যেষ্ঠ হলধর।
কমল লোচন শ্বেত দিব্য কলেবর॥ ২২
এই সে মারিল হেলে প্রলম্ব অসুর।
ধেনুক মারিয়া তাল খাইল প্রচুর॥ ২৩
এইরূপে সবে মেলি নরনারীগণে।
আনন্দে কৃষ্ণের কথা কহে স্থানে২॥ ২৪
হেন কালে ডাক দিয়া চানুরীর বলে।
শুনহে নন্দের সুত কহিব তোমারে॥ ২৫
শুনিঞা তোমার বলবীর্য্য চমৎকার।
কৌতুক দেখিতে হৈল রাজার অঙ্গীকার॥
গোপের ছাওয়াল হঞা যুদ্ধ ভাল জান।
দেখিবে তোমার আইস বিদ্যমান॥ ২৭
রাজার আজ্ঞায় হেথা তুমি দুই জন।
এ বোল বুঝিয়া শুন আমার বচন॥ ২৮
রাজার পীরিতি করে কায়মনোবাক্যে।
সেই প্রজা কুশলে যাবৎকাল থাকে। ২৯
রাজার পীরিতি ভঙ্গি যে প্রজা না করে।
গুরুদ্রোহ বলি তারে না হয় কুশলে॥ ৩০

এ বোল বুঝি তুমি আমি সব মেলি।
কায়মন বচনে রাজার প্রীত করি॥ ৩১
সর্ব্ব জীব তুষ্ট হৈবে সকল দেবতা।
সর্ব্ব দেবময় নৃপ সর্ব্ব লোক পিতা॥ ৩২
চাণুরের বচন শুনিঞা সুরেশ্বর।
প্রশংসা করিয়া দিল উচিত উত্তর॥ ৩৩
ভাল ভাল শুন অহে চাণুর বীরবর।
রাজার কিঙ্কর তুমি আমি প্রজা নয়॥ ৩৪
রাজার পীরিতি যদি আমা হনে হয়।
এত বড় অনুগ্রহ ভাগ্যে সে মিলয়॥ ৩৫
আমি সব শিশুমতি খেলাই সদায়।
ছাওয়ালের সঙ্গে খেলা করাহ আমায়॥ ৩৬
যুদ্ধ ধর্ম্ম ছাওয়ালের নহে অধিকার।
ইহাতে পৌরুষ কোন হইবে তোমার॥ ৩৭
মহামল্ল তুমি সবে এ রাজমণ্ডলে।
অধর্ম্ম উচিত নহে ইহার ভিতরে॥ ৩৮
হাসিয়া চাণুর বলে না বোল এ বোল।
না হও ছাওয়াল তুমি না হও কিশোর॥ ৩৯
কুবলয় হেন গজ মারিলে লীলায়।
তুমি সে বড়র সহ যুঝিতে জুয়ায়॥ ৪০
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি না দোষ অন্যায়।
তোমার সহিতে যুঝিঞা যাব সদায়॥ ৪১
বলরাম যুঝিবে মুষ্টিক বীর সঙ্গে।
রাজ সভা বসিয়া দেখিবে মল্ল রঙ্গে॥ ৪২
দীন শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ৪৩
ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়শ্চত্বারিং-
শত্তমোহধ্যায়ঃ॥ ৪৩॥

শুক বলে শুন রাজা তাহার বিধান।
চাণুরের বচন শুনিঞা ভগবান॥ ১
ধাঞা গিয়া চাণুরে ধরিল বনমালি।
বলরাম মুষ্টিকে ধরিল দৃঢ় করি॥ ২
হাতে হাতে পায়ে পায়ে করিয়া বন্ধন।
ঠেলাঠেলি কেলাকেলি ভূমিতে পতন॥ ৩
আগু জানি পাছু জানি তোলাপাতলি।
দুই জনে বাহযুদ্ধ কেহ নাহি জানি॥ ৪
যেরূপে চাণুরে কৃষ্ণে বাহু যুদ্ধ করে।
সেইরূপ যুদ্ধ করে মুষ্টিক হলধরে॥ ৫
পদাঘাতে মল্ল ভূমি করে থর থর।
চৌদিগ বেড়িয়া তারা চাহে নিরন্তর॥ ৬
বীরের সংগ্রাম দেখি বালকের সহে।
জনে জনে নারীগণ নিন্দা কথা কহে॥ ৭
সভাসদে এত বড় দেখিল অধর্ম্ম।
রাজার সাক্ষাতে হয় হেন অপকর্ম্ম॥ ৮
মহাবীর মল্ল সহে বালক যুঝায়।
হেন পুণ্য জন নাহি রাজার সভায়॥ ৯
বজ্রসার সম অঙ্গ পর্ব্বত আকার।
নবদল কলেবর স্তন্যপ ছাওয়াল॥ ১০
ইহার উহার সনে যুদ্ধের ঘটনা।
কে দিল রাজারে আসি হেন কুমন্ত্রণা॥ ১১
রাজার সভায় হয় এমত দুর্ন্নিত।
এমত সভায় নাহি বসিতে উচিত॥ ১২
যে সভায় দেখিয়ে অধর্ম্ম পরচার।
বুধজনে সেই সভা না করে সঞ্চার॥ ১৩
কিছুই না বলে যদি দেখিয়া দুর্ন্নিত।
সভার সম্বোধে যদি বোলয়ে কুচ্ছিত॥ ১৪
দুই মতে অপরাধ দেখি বুধ জন।
এমত সভায় কভু নহে উপগম॥ ১৫
দেখ দেখ কৃষ্ণমুখ সরজ বিমল।
মুকুতার ঝারা যেন শোভে শ্রমজল॥ ১৬
পদ্ম পত্রে জল যেন করে টল টল।
সেইরূপ মুখখানি দেখিতে সুন্দর॥ ১৭
হের কিবা দেখ বলভদ্রের বদন।
মধ্যে ঘাম কণে ক্রোধে অরুণলোচন॥ ১৮
পুণ্য ব্রজ ভূমি যাতে কৃষ্ণের বিলাস।
পুরাণ পুরুষ গোপরূপে পরকাশ॥ ১৯
পূর্ণব্রহ্ম গূঢ়রূপে ধরে নরবেশ।
বনে২ গোধন চরায় হৃষীকেশ॥ ২০
নব চিত্রমালা যার দুই সহোদর।
চরণে শিঞ্জিতমণি মঞ্জীর সুন্দর॥ ২১
অজ ভব রমা যার পূজয়ে চরণ।
হেন প্রভু ব্রজ কুলে চরায় গোধন॥ ২২
গোপী কোন তপ কৈল কহনে না যায়।
এমত লাবণ্য ধাম দেখিল সদায়॥ ২৩
কেবল সহজ সিদ্ধ অনন্ত নির্ম্মিত।
অনুক্ষণ নরবর গোপেন্দ্র বাঞ্ছিত॥ ২৪

জগতে যাহার নাহি অধিক সমান।
একান্ত ঐশ্বর্য্য যশ সম্পদের ধাম ॥ ২৫
হেন গুণধাম রূপ পীয়ে নয়নে।
কি কহিতে পারি তার পুণ্য নিরূপণে ॥ ২৬
দোহন মন্থন গৃহ মার্জ্জন লেপনে।
ধান্য অবঘাত গোপী করয়ে যখনে ॥ ২৭
ছাওয়াল কান্দিতে তার করিতে প্রবোধ।
স্নান অঙ্গ মার্জ্জনের যখন সংযোগ ॥ ২৮
এসব সময়ে কৃষ্ণ গায় অনুরাগে।
অশ্রুমুখী গোপী অঙ্গ পূরিত অলকে ॥ ২৯
ধন্য ব্রজবধূ যার এসব চরিত।
কৃষ্ণ বিনে তিলেকে নহিল অনুচিত ॥ ৩০
প্রভাত সময়ে গোপী জায় বৃন্দাবনে।
গোকুলে আইসে পুন দিন অবসানে ॥ ৩১
মুরলী মধুররব অধরে বাজায়।
চৌদিকে বালক বেড়ি কৃষ্ণগুণ গায় ॥ ৩২
পথে পথে ব্রজবধূ রহিয়া তথনে।
এমত সুন্দর মুখ করে নিরীক্ষণে ॥ ৩৩
ধন্য২ করে যত রমণী মণ্ডল।
এমত শ্রীমুখ যে দেখিল নিরন্তর ॥ ৩৪
এইমত শত শত পুরনারীগণ।
প্রেমভাবে কৃষ্ণ কথা কহে অনুক্ষণ ॥ ৩৫
পুত্রের মহিমা যশ বাপমায়ে শুনি।
শোকেতে ব্যাকুলা হৈলা তত্ব নাহি জানি॥
হেনকালে মনে কৈলা ত্রিদশ ঈশ্বর।
ঝাট দৈত্য মারি ফেলি বিলম্বে কি ফল॥৩৭
যুদ্ধবিশারদ ভাল বাহুযুদ্ধ জানে।
রামকৃষ্ণ বাহুযুদ্ধ করয়ে বিধানে ॥ ৩৮
চাণুর মুষ্টিক দুষ্ট বলেতে প্রখর।
বাজিল তুমুল রণ দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ ৩৯
চাণুর পতন করে তাড়ন বিশাল।
অঙ্গে অবঘাত যেন বজ্রের প্রহার ॥ ৪০
ভাঙ্গিল দোহার অঙ্গ নাহি পরকাশ।
টুটিল দোঁহার বল অন্তরে তরাশ ॥ ৪১
দুরন্ত সে চাণুর মুষ্টিক দুইবীর।
বলে মহাবলী দোঁহে বজ্রের শরীর ॥ ৪২
মুঠকী মারিল কৃষ্ণের বুকের উপরে।
না টলিল প্রভু তার মুষ্টির প্রহারে ॥ ৪৩
মত্তগজ অঙ্গে যেন পুষ্পমালা পড়ে।
তেমতি মল্লের মুষ্টি কৃষ্ণের শরীরে ॥ ৪৪
হেনকালে প্রভু করে কোন পরকার।
দুইবাহু ধরিয়া ভ্রমায় সাতবার ॥ ৪৫
ভূমিতলে ফেলিয়া ঘসিল দৃঢ় করি।
পড়িল চাণুর বীর নিজ প্রাণ ছাড়ি ॥ ৪৬
এইরূপে মুষ্টিকে মারিল বলরাম।
পড়িল সে দুইবীর পর্ব্বত সমান ॥ ৪৭
তবে কূট নামে বীর আইল ভয়ঙ্কর।
মুষ্টির প্রহারে তারে মারে হলধর ॥ ৪৮
মল্ল নামে আইল বীর পর্ব্বত প্রমাণ।
করাঘাতে কৃষ্ণ তারে কৈল দুইখান ॥ ৪৯
দুরন্তর মল্ল বীর আইল মরিবারে।
পায়ের ঠেলায়ে তারে মারিলা গোপালে ॥
চাণুর মুষ্টিক কূট মল্লত মল্লর।
এ সব পড়িল যদি রণের ভিতর ॥ ৫১
যতেক আছিল মল্লবীরের প্রধান।
চৌদিকে পলার সব রাখিয়া পরাণ ॥ ৫২
তবে কৃষ্ণ রাখিয়া আনিল শিশুগণ।
রঙ্গভূমি মাঝে খেলে দৈবকীনন্দন ॥ ৫৩
রামকৃষ্ণ দুইভাই বিহরে আনন্দে।
চরণে নূপুর বাজে গোপ শিশুসঙ্গে ॥ ৫৪
তূর্য্য ভেরী ঢাকঢোল দুন্দুভি বাজন।
নানারঙ্গে নাচে শিশু দেখি সুশোভন ॥ ৫৫
আনন্দিত সর্ব্বলোক করে জয় জয়।
আশীর্ব্বাদ করে দ্বিজে প্রসন্ন হৃদয় ॥ ৫৬
সাধু সাধু বলিয়া বাখানে সাধুজনে।
কংসরাজা ব্যাকুল চিন্তিত মনে মনে ॥ ৫৭
উচ্চস্বরে ডাক দিঞা বলে কংসরাজ।
এথা হইতে ঘুচাহ বাজনে কিবা কাজ ॥ ৫৮
এই দুই দুরন্ত যে বাহির করিয়া।
দুষ্ট নন্দঘোষ লঞা ফেলাহ বান্ধিঞা ॥ ৫৯
গোপগণ দণ্ডকরি সবার ধন হর।
দুষ্ট বসুদেবে লঞা শীঘ্র করি মার ॥ ৬০
উগ্রসেন পিতা লঞা মার ঝাট করি।
নিরবধি থাকে সেই রিপুপক্ষ ধরি ॥ ৬১
এই আজ্ঞা কৈল যথে কংস দুরাচার।
লাফ দিঞা মধ্যে কৃষ্ণ উঠিল তাহার ॥ ৬২

লাফ দিল কৃষ্ণ যেন বিজুলী সঞ্চার।
কেহ না বুঝিল গেলা কোন পরকার॥ ৬৩
গোবিন্দে দেখিয়া কংস মঞ্চের উপরে।
সিংহাসন হৈতে ভয়ে উঠিলা সত্বরে॥ ৬৪
কাতর নহিল বীর রণে সুপণ্ডিত।
খড়্গ চর্ম্ম ধরিয়া উঠিল সচকিত॥ ৬৫
চৌদিকে ফিরয়ে কংস মঞ্চের উপরে।
লাফ দিঞা প্রভু তার চুল মুঠি ধরে॥ ৬৬
লীলায় গরুড় যেন ধরে ফণিধর।
ধরিল চুলির মুঠি দিঞা বামকর॥ ৬৭
সেইমত ঠেলিয়া ফেলিল ভূমিতলে।
আপনে পড়িলা প্রভু তাহার উপরে॥ ৬৮
পদ্মনাভ প্রভু সে যে বিশ্বের আশ্রয়।
নিরাধার নিরালম্ব অক্ষয় অব্যয়॥ ৬৯
পড়িতেই মরিল কংস জীবন ছাড়িঞা।
ভূমিতে ঘষিল মুখ নির্ব্বাস করিয়া॥ ৭০
কংসরাজা পড়িল সকল লোক দেখে।
হাহাকার সব লোক করেন চৌদিগে॥ ৭১
শয়ন ভোজন পান করিতে মজ্জন।
সভাতে দেখিল কংস সব নারায়ণ॥ ৭২
সদত আছিল তার উদ্বিগ্নতা চিত্ত।
যথা চাহে চক্রপাণি দেখে সেই ভিত॥ ৭৩
যোগেন্দ্র দুর্লভগতি তেকারণে পায়।
কৃষ্ণরূপ হৈল কৃষ্ণ চিন্তিয়া সদায়॥ ৭৪
কঙ্ক ন্যগ্রোধ আদি অষ্ট সহোদর।
আছিল কংসের ভাই মহাভয়ঙ্কর॥ ৭৫
মরিবার তরে তারা দিল দরশন।
গদার প্রহারে মারে রোহিণীনন্দন॥ ৭৬
আকাশ মণ্ডলে বাজে দুন্দুভী বাজন।
ব্রহ্মা আদি দেবে করে পুষ্প বরিষণ॥ ৭৭
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরি।
উঠিল মঙ্গলরব ত্রিজগত ভরি॥ ৭৮

পঠমঞ্জরী রাগ।

বীরগণ মরণ শুনিঞা বীরনারী
ভূমিতে পড়িল আসি হইয়া ব্যাকুলি॥ ৭৯
করে শিরহানি কেশ ফেলয়ে ছিড়িয়া।
বিলাপ করিয়া কান্দে সতি পতিব্রতা॥ ৮০
হা নাথ হা প্রিয়তম হা প্রিয়বৎসল।
তোমাবিনে শূন্য আজি মথুরানগর॥ ৮১
কোথা গেল উৎসবানন্দ বাদ্য নৃত্যগীত।
এক তুমি বিনে সবে দেখি বিপরীত॥ ৮২
উঠিয়া আনন্দ দেহ আমি গৃহনারী।
কি লাগি ছাড়িয়া যাহ এই রাজ্যপুরী॥ ৮৩
সেই ভুজদণ্ড মুখ সেই বক্ষস্থল।
তিলেকে কোথাতে গেল সেরূপ সকল॥৮৪
সেই নাক মুখ আঁখি সেই দন্তপাঁতি।
সেই ভ্রূর ললাটে এখনে আন ভাঁতি॥ ৮৫
অকারণে কৈলে লোক দণ্ড নিরন্তর।
পর অপকারে অন্তকালে এই ফল॥ ৮৬
দেবদ্বিজ হিংসিলে হিংসিলে সুরগণ।
নিজবন্ধু বান্ধব হিংসিলে অকারণ॥ ৮৭
আসুক এবড় কথা আর পরমাদ।
নিরবধি কর তুমি কৃষ্ণে সনে বাদ॥ ৮৮
যে প্রভু সৃজয়ে পালে বিশ্ব চরাচর।
সবার রাক্ষতা পিতা সবার ঈশ্বর॥ ৮৯
নাহি আদি অন্ত যার মৃত্যু উৎপত্তি।
তাতে তুমি অপরাধি হেন সে কুমতি॥ ৯০
এ দীনবৎসল হরি করুণার সীমা।
আশ্বাসিয়া রাখিল সকল বীর রামা॥ ৯১
প্রবোধিল তা সবাকে কহে তত্ত্বধর্ম্ম।
পরলোক উচিত কর'হ সবকর্ম্ম॥ ৯২
পিতামাতা বন্ধন করিয়া বিমোচন।
দুইভাই করিলেন চরণ বন্দন॥ ৯৩
ধীরশিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ৯৪

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে কংসবধোনাম
চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৪॥

পুত্রের প্রভাব দেখি জনক জননী।
জানিল সাক্ষাৎ এই প্রভু চক্রপাণি॥ ১
তত্ত্ব জানি সম্ভ্রমে না কৈল আলিঙ্গন।
বিনয় বচনে কিছু কৈল সম্ভাষণ॥ ২
বসুদেব দেবকীর দেখি তত্ত্বজ্ঞান॥
নিজমায়া বিস্তারিল প্রভু ভগবান॥ ৩

নিকটে দাণ্ডাঞা বোলে দুই সহোদর।
শুন মাতা শুন তাত যে কহি উত্তর॥ ৪
আমি সবে পুত্র হঞা জন্মিল বিফল।
আমার কারণে দুঃখ পাইলে নিরন্তর॥ ৫
পুত্রসুখ কিছুই নহিল আমা হনে।
না জানিলে পুত্রসুখ লালন পালনে॥ ৬
বিধি হত আমি সবে ছাড়ি পিতামাতা।
দৈবযোগে এতকাল বঞ্চিলা উতথা॥ ৭
যেই পুত্রে বাপমায় না কৈল পালন।
ব্যর্থ জন্ম হৈল তার বিফল জনম॥ ৮
বাপমায় হৈতে হয় দেহ উপাদানে।
বাপমায় করে দুঃখে পোষণ পালনে॥ ৯
হেন বাপমায় যদি সেবে নিরন্তরে।
সুধিতে না পারে ধার শতেক বৎসরে॥ ১০
পুত্র হঞা বাপমায় যেবা না সেবিল।
ধনপ্রাণ দিঞা তাঁর সন্তোষ না কৈল॥ ১১
অন্তকালে যমদূত বান্ধি লঞা জায়।
কাটিয়া তাহার মাংস তাহাকে খাওয়ায়॥
বৃদ্ধ বাপমায় সুতশিশু পতিনারী।
গুরুদ্বিজ প্রসন্ন দুর্গত হিতকারি॥ ১৩
শক্ত হয়ে এ সবের না করে ভরণ।
জীয়ন্তে সে মরা তার বিফল জনম॥ ১৪
কংস ভয়ে বুদ্ধিবল না ছিল আমার।
বাপমায়ে না সেবিল ব্যর্থ গেল কাল॥ ১৫
সে সকল অপরাধ ক্ষম একবার।
বাপমায়ে না লয়ে পুত্রের অপরাধ॥ ১৬
মায়ায় ঈশ্বর প্রভু নানা মায়া জানে।
এতেক বচন বলি ধরিলা চরণে॥ ১৭
যাহার মায়ায় অজভব বিমোহিত।
আনকে মোহিতে তাঁর এ কোন চরিত॥১৮
তত্ত্বজ্ঞান পাসরিল তাঁরা দুইজনে।
পুত্রভাবে কোলে করি দিলা আলিঙ্গনে॥১৯
বিমোহিত হৈলা রামকৃষ্ণ করি কোলে।
সিঞ্চিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে॥ ২০
প্রভু বলে জ্ঞান হৈতে পুত্রপ্রেম বড়।
আমাতে রহিতে চাহে প্রেমভক্তি দড়॥২১
নিজ প্রেম দিঞা প্রেমজ্ঞান দূর করে।
আপন ভকতজনে আপনে উদ্ধারে॥ ২২

এইরূপে পিতামাতা করিয়া সম্ভাষা।
বন্ধুবর্গ আনি তবে করেন জিজ্ঞাসা॥ ২৩
ডাক দিঞা মাতামহ উগ্রসেন আনি।
নৃপতি করিয়া তাঁরে স্থাপিলা আপনি॥ ২৪
যযাতি রাজার সাঁপ আছে সর্ব্বকাল।
যদুবংশে না করিবে রাজ্য অধিকার॥ ২৫
সেই যদুবংশে দেখ জনম আমার।
সেকারণে না করিব রাজ্য অধিকার॥ ২৬
তুমি রাজা হও আর কিছু নাহি ডর।
আমি আজ্ঞাকারি আছি তোমার কিঙ্কর॥
পৃথিবী মণ্ডলে যত আছে নরপতি।
ধন দিঞা পদযুগে করিব প্রণতি॥ ২৮
ইন্দ্র আদি দেবে আজ্ঞা রহিব তোমার।
পৃথিবী বেড়িয়া রাজ্য অধিকার॥ ২৯
আমি হেন ভৃত্য যার থাকিব নিকটে।
ত্রৈলোক্য ভিতরে তার নাহিক সঙ্কটে॥ ৩০
এইরূপ উগ্রসেনে করিয়া আশ্বাস।
স্থাপিল নৃপতি কবি পভু শ্রীনিবাস॥ ৩১
ইষ্টমৈত্রী জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সকল।
তাঁ সবা আনিঞা কৃষ্ণ তুষিল বিস্তর॥ ৩২
কংস ভয়ে তাঁ সবারা আছিল নানাদেশে।
দুঃখ শোক পাইল চিরকাল পরবাসে॥ ৩৩
তাঁ সবাকে আনাইল আশ্বাস বচনে।
সন্তোষিয়া দিল নানা বসন ভূষণে॥ ৩৪
মহাধন দিঞা কৈল পীরিতি বিস্তর।
নিজপুরে নিজঘরে স্থাপিল সকল॥ ৩৫
রামকৃষ্ণ দুইজন করি অবলম্ব।
খণ্ডিল সকল দুঃখ বাড়িল আনন্দ॥ ৩৬
তাঁ সবার সব দুঃখ হৈল বিমোচন।
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হৈল সেইক্ষণ॥ ৩৭
বৃদ্ধগণ যুবা হৈল মহাবীর্য্যের বল।
সর্ব্বলোক সুকুমার দেখিল মনোহর॥ ৩৮
শ্রীমুখ সতত সবে করে নিরীক্ষণ।
কেবল আনন্দময় হৈল দরশন॥ ৩৯
তবে রামকৃষ্ণ গেলা নন্দ বিদ্যমানে।
ভুজ আলিঙ্গন দিঞা কৈল সন্তোষণে॥৪০
কি কথা কহিব পিতা তোমার নিয়ত।
পুষিয়া পালিয়া তুমি কৈলে এতবড়॥ ৪১

তুমি যে আমার পিতা যশোদা জননী।
তোমা সবা বিনে আন কিছুই না জানি॥
পুত্রের অধিক আমা দেখ সর্ব্বক্ষণ।
সেই পিতা সেই মাতা যে করে পোষণ॥৪৩
বন্ধুগণে না পারিল পুষিতে পালিতে।
তোমার মন্দিরে গিঞা আছিনু গোপতে॥
তুমি করিয়াছ পিতা পোষণ পালন।
পুত্রের অধিক হেন দেখ সর্ব্বক্ষণ॥ ৪৫
কোটিযোগে সুধিতে না পারি সেই ধার।
এবে আজ্ঞা দেহ দোষ ক্ষমহ আমার॥ ৪৬
বন্ধুগণ দেখি হেথা কতদিন বসি।
তাঁ সবার পীরিতি করিয়া পাছে আসি॥৪৭
গোপগণ লঞা তুমি চল নিজঘর।
সতত আমারে তুমি দেখিবে নিরত॥ ৪৮
নন্দঘোষ সম্বোধিলা এতেক বচনে।
বহুধনরত্ন দিলা বিবিধভূষণে॥ ৪৯
নানা ধাতু পাত্র সোনারূপার কলসী।
শকট ভরিয়া কত দিল রাশি রাশি॥ ৫০
ধন দিঞা পাছে কৈল চরণ বন্দন।
সন্তোষ করিয়া পাঠাইল গোপগণ॥ ৫১
নন্দ আদি গোপগণ চলিলা গোকুলে।
অঙ্গ পুরাইল সব নয়নের জলে॥ ৫২
রামকৃষ্ণ রহিলেন মথুরামণ্ডলে।
যদুবংশ মজিল তবে আনন্দসাগরে॥ ৫৩
বসুদেব বিচারিয়া করি শুভক্ষণ।
পুরোহিত আদি যত আনিল ব্রাহ্মণ॥ ৫৪
ব্রহ্মমন্ত্র উপদেশ দিল শুভকালে।
যজ্ঞসূত্র দিল সবে বিধি অনুসারে॥ ৫৫
ব্রাহ্মণে পূজিল দিব্য বসন ভূষণে।
বৎস সহ ধেনু দিল ভূষিয়া কাঞ্চনে॥ ৫৬
বিবিধ দক্ষিণা দিল বহুবিধ ধনে।
দিব্য আভরণ দিঞা পূজিল ব্রাহ্মণে॥ ৫৭
বসুদেব মহামতি কৃষ্ণজন্ম দিনে।
দশসহস্র ধেনু তবে দিল জনে জনে॥ ৫৮
সে ধেনু হরিয়া কংস লইয়াছিল বলে।
সে ধেনু আনিঞা দান কৈল আরবারে॥৫৯
হেনমতে কৈল দ্বিজ কুলোচিত কর্ম্ম।
তবে আইল গর্গ মুনি কুলোচিত ধর্ম্ম॥ ৬০
তাহাতেই সকল বিদ্যা উৎপত্তি।
সর্ব্বশেখর যাঁর ভার্য্যা সরস্বতী॥ ৬১
লক্ষ্মী পরিচারি যার ব্রহ্মাদি কিঙ্কর।
জ্ঞানময়-স্বরূপ জগৎ ঈশ্বর॥ ৬২
হেন প্রভু মায়া যে ধরিয়া নরবেশ।
আন হৈতে নহে আর জ্ঞান উপদেশ॥ ৬৩
দ্বিজকুলে ধর্ম্ম আছে ব্রহ্ম বিদ্যা লই।
পড়িব ব্রাহ্মণ বেদ গুরুকুলে যাই॥ ৬৪
সেই নিত্য কর্ম্ম প্রভু স্থাপিব সংসারে।
গুরু সেবা করিতে চলিল গুরুঘরে॥ ৬৫
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নাম শান্তিপানি।
অবন্তিকা পুরে ঘর দ্বিজকুলমণি॥ ৬৬
তাঁর ঘরে গিঞা প্রভু হৈলা উৎপন্ন।
আরম্ভিলা গুরুসেবা যেন শিষ্য ধর্ম্ম॥ ৬৭
শিক্ষা গুরু ভগবান সর্ব্ব তত্ত্ব জানে।
আমি সে করিলে কর্ম্ম করিবেক আনে॥৬৮
সর্ব্বলোক পিতা রামকৃষ্ণ যদুরায়।
আপনে করিয়া ধর্ম্ম সংসারে বুঝায়॥ ৬৯
শিষ্য ভক্তি দোঁহার দেখি অনুভব মাত্র।
তুষ্ট হৈঞা ব্রাহ্মণ পড়ায় সর্ব্বশাস্ত্র॥ ৭০
একবার সবে দ্বিজ করয়ে উচ্চার।
শুনিই হয় মাত্র দোঁহার সঞ্চার॥ ৭১
সাঙ্গোপাঙ্গে চারিবেদ ব্রাহ্মণ পড়ায়।
ধনুর্ব্বেদ জ্যোতিষবেদ বিবিধ উপায়॥ ৭২
তন্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যায়শাস্ত্র অলঙ্কার।
আত্মবিদ্যা রাজনীতি নানা ব্যবহার॥ ৭৩
একবার মাত্র দ্বিজ করে উপদেশ।
শুনিলে তখনি ধরে রাম হৃষীকেশ॥ ৭৪
পড়ায়ে ব্রাহ্মণশাস্ত্র পরম সন্তোষে।
পড়িলা চৌষট্টি বিদ্যা ষষ্ঠি দিবসে॥ ৭৫
সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি তবে দুই সহোদর।
দক্ষিণা দিবারে গেল গুরুর নিয়ড়॥ ৭৬
কি দক্ষিণা দিব গুরু কহ বিদ্যমান।
গুরুর কৃপায় শিষ্য পায় পরিত্রাণ॥ ৭৭
দিতে কিছু অশক্ত নাহিক দোহাকার।
যে মাগিবে সেই দিবে মহা অনুভাব॥ ৭৮
এতেক চিন্তিয়া বিপ্র গেলা ভার্য্যা স্থানে।
ব্রাহ্মণি চতুরা তাঁর কহিল মন্ত্রণে॥ ৭৯

আমি যেই বলি সেই মাগিহ দক্ষিণা।
সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম এই দুই জনা॥ ৮০
সমুদ্রে ডুবিয়া মৈল আমার কুমার।
তাহা আনি দেহ সেই দক্ষিণা তোমার॥৮১
ভার্য্যার বচন বিপ্র দাণ্ডাইল চিত্তে।
সেই মনে গেলা রামকৃষ্ণের সাক্ষাতে॥ ৮২
প্রভাসে মর্জ্জিয়া মৈল আমার তনয়।
তাহা আনি দেহ তুমি দুই মহাশয়॥ ৮৩
গুরুর বচন শুনি রাম দামোদর।
রথের উপরে চড়ি চলিলা সত্বর॥ ৮৪
সিন্ধুতীরে প্রভু যদি হৈল উপসন্ন।
পাদ্য অর্ঘ লঞা সিন্ধু আইলা সেইক্ষণ॥৮৫
পাদ্য অর্ঘ দিঞা দিল নানা উপহার।
মহারত্ন মণি দিল দিব্য অলঙ্কার॥ ৮৬
করযোড় করি সিন্ধু নিকটে দাণ্ডায়।
গুরু পুত্র আনি দেহ বলে যদুরায়॥ ৮৭
সিন্ধু বলে আমি নাহি হরিয়ে কুমার।
এই জলে আছে এক দৈত্য দুরাচার॥ ৮৮
শঙ্খরূপ ধরে সে যে নাম পঞ্চজন্য।
সেই সে হরিল শিশু শুনহ কারণ॥ ৮৯
সমুদ্রের বচন শুনিঞা হৃষীকেশ।
সেইক্ষণে সিন্ধুজলে কৈল পরবেশ॥ ৯০
শঙ্খাসুর ধরিয়া মারিল সেইক্ষণে।
কৃষ্ণের পরশে শঙ্খ হৈল পাঞ্চজন্যে॥ ৯১
সে শঙ্খ লইয়া হরি উঠিল উপরে।
রথে চড়ি যম পুরে চলিলা সত্বরে॥ ৯২
দক্ষিণে যমের পুরী নামে সংযমনি।
তাহার নিকটে গিয়া কৈল শঙ্খধ্বনি॥ ৯৩
পাঞ্চজন্য শব্দ বুঝিল অনুমানে।
সভাসদে ধর্ম্মরাজ উঠিলা সংভ্রমে॥ ৯৪
ত্বরিতে চলিয়া গেলা প্রভুর গোচরে।
শিরে কর দিঞা যম ক্ষিতিতলে পড়ে॥ ৯৫
নমো নমো জয় জয় ত্রিজগৎপতি।
পুনঃ উঠে পুনঃপুনঃ কাকুতি প্রণতি॥ ৯৬
পদযুগ পূজিল বিবিধ উপহারে।
প্রণত কন্ধর রহে বলে যোড় করে॥ ৯৭
লীলানরঅবতার সুরাসুর রাজ।
আজ্ঞাকর আমা হনে হয় কোন কাজ॥ ৯৮
প্রভু বোলে গুরুপুত্রে আনি দেহ ঝাটে।
কর্ম্ম নিবন্ধনে তুমি আনিলে নিকটে॥ ৯৯
আমার আজ্ঞার নহে মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
শীঘ্র আন গুরুপুত্র বুঝিয়া কারণ॥ ১১০
আজ্ঞা শিরে ধরি যম আনিল সত্বরে।
রামকৃষ্ণ আইলা তবে গুরুর গোচরে॥১০১
পুত্র সমর্পিয়া বলে রাম দামোদর।
আর কি দক্ষিণা দিব বল দ্বিজবর॥ ১০২
তুষ্ট হইয়া দ্বিজ বলে না মাগিব আর।
পূর্ণ মনোরথ বাপু করিলে আমার॥ ১০৩
তুমি সবে যেরূপে করিলে গুরুভক্তি।
ত্রিভুবনে কে করিবে কাহার হেন শক্তি॥
যে তোমার গুরু তুমি হেন শিষ্য যার।
ত্রিভুবনে দুর্লভ নাহিক কিছু তাঁর॥ ১০৫
জগতে নির্ম্মল কীর্ত্তি রহিল তোমার।
চিরজীবি হইও লভিও যশভার॥১০৬
নিজঘরে চল বাপু না কর বিলম্ব।
তোমা হৈতে যদুকুলে বাড়িবে আনন্দ॥
গুরুর বচনে কৃষ্ণ বলরাম সাথে।
নিজ রথে চলি যায় বায়ুবেগ পথে॥১০৮
আনন্দিত যদুকুল দেখি দুইভাই।
ঘরে২ পুরে২ আনন্দ বাধাই॥ ১০৯
এই মত নানা কর্ম্ম করে যদুরায়।
আপনে করিয়া কর্ম্ম জগৎ বুঝায়॥ ১১০
ধীরশিরোমণি শ্রীল গদাধরজান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ১১১

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে গুরুকুলাবাসঃ নাম পঞ্চচত্বারিংশত্তিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৫॥

সিন্ধুড়ারাগঃ॥

যদুকুল প্রিয় সেই কৃষ্ণের দয়িত।
বৃহস্পতির শিষ্য মহাবুদ্ধি সুচরিত॥ ১
সর্ব্বলোক প্রিয়কর ভকত প্রধান।
ডাক দিঞা উদ্ধবে আনিলা ভগবান॥ ২
হাতে হাত ধরিয়া বলেন শ্রীমুরারি।
চল তুমি উদ্ধব গোকুলে শীঘ্র করি॥ ৩
জনক জননী আছে বিরহে দুঃখিত।
মধুর বচনে তাঁরে করিহ পীরিত॥ ৪

গোপী সব আছে অতি বিরহ দুঃখিনী।
জীবার কারণে জীয়ে খায় অন্নপানি ॥ ৫
কহিয় আমার কথা তাঁ সবার স্থানে।
খণ্ডাইহ দুঃখ তুমি মধুর বচনে ॥ ৬
সতত আমাতে মন ধরয়ে পরাণ।
আমা বিনে গোপী কিছু না জানয়ে আন ॥
পতিসুত না সেবয়ে না করে গৃহকর্ম্ম।
আমা লাগি তাজিল সকল কুলধর্ম্ম ॥ ৮
আমি প্রাণ আমি পতি আত্মা বন্ধু ধন।
আমাতে সকল গোপী কৈল আরোপন ॥ ৯
যে যে ধন ধর্ম্ম ত্যজে আমার নিমিত্তে।
আমি তার সর্ব্বসিদ্ধি করি ভাল মতে ॥ ১০
আমার বিরহে তারা সতত ব্যাকুল।
স্মরণ করিয়া প্রেমে হয়েত বিহ্বল ॥ ১১
জীয়ে বা না জীয়ে গোপী দৈবে ধরি প্রাণ।
শান্ত করি গোপী দুঃখ কর সমাধান ॥ ১২
শুকদেব বলে তবে শুন নরপতি।
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি ॥ ১৩
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া উদ্ধব মতিমান।
রথে চড়ি ব্রজপুরে করিল পয়াণ ॥ ১৪
দিনমণি অস্ত গেল দিন অবশেষ।
হেনকালে গিঞা কৈল গোকুল প্রবেশ ॥
শুক্লবর্ণ মত্ত বৃষগণ করে নাদ।
হাম্বারব করিয়া সুরভি ছাড়ে ডাক ॥ ১৬
ক্ষীরভরে খসিয়া পড়য়ে পয়ভার।
ঊর্দ্ধমুখে করে ধেনু বাছুরে হাঁকার। ১৭
এদিগ ওদিগ বৎস পুচ্ছ তুলি ধায়।
গোপীগণে চৌদিকে প্রভুর গুণ গায় ॥ ১৮
গোদোহন শব্দ শুনি শবদ পুরিত।
দিব্য বেশ গোপগোপী গুণে অলঙ্কৃত ॥ ১৯
গোব্রাহ্মণ পিতৃদেব অর্চন বন্দন।
হোমকর্ম্ম সূর্য্য পূজা অতিথ সেবন ॥ ২০
প্রতি ঘরে ধূপ দীপ সুগন্ধি পূরিত।
বিচিত্র লিখিত পুর মন্দির মণ্ডিত ॥ ২১
কুসুমিত বনবৃন্দ সর্ব্বত্র পুরিত।
বিবিধ বিহঙ্গকুল সুনাদিত ॥ ২২
বিলসিত জলে নদ নদী সরোবর।
হংস কারণ্ডব জলচর কোলাহল ॥ ২৩

দিব্য গন্ধ পদ্মবন পবন সুমন্দ।
হৃষ্টপুষ্ট সর্ব্বলোক দেখিতে আনন্দ ॥ ২৪
সুখময় গুণময় আশ্চর্য্যের সীমা।
হেন কে আছয়ে তার কহিব মহিমা ॥ ২৫
উঠিয়া উদ্ধব যদি গেল গোপকুলে।
পরম আনন্দে নন্দ পূজিল সাদরে ॥ ২৬
ভক্তিভাবে পূজে নন্দ কৃষ্ণ বুদ্ধি করি।
বিচিত্র মন্দিরে নিল ভুজযুগ ধরি ॥ ২৭
বসাইল তাঁহাকে কনক সিংহাসনে।
মিষ্ট অন্ন পান দিঞা করাইল ভোজনে ॥ ২৮
দিব্য সিংহাসনে লঞা করাইল শয়ন।
মুখবাস দিঞা কৈল প্রদীপ বন্ধন ॥ ২৯
পাদ সম্বাহন নন্দ করয়ে আপনে।
পুছিতে লাগিলা তবে মধুর বচনে ॥ ৩০
যদুকুলে আনন্দ উদ্ধব মহাভাগে।
কুশল জিজ্ঞাসা কিবা করিব তোমাকে ॥ ৩১
বসুদেব প্রিয় সখা আছেন্ত কুশলে।
সপুত্র বান্ধবে কি আছেন নিরাকুলে ॥ ৩২
এই বড় ভাগ্য পাপ কংস গেল ক্ষয়।
সাধুজনে হিংসে তার কিছু নাহি রয় ॥ ৩৩
কদাচিৎ কৃষ্ণ বিস্মরয় পিতামাতা।
কিবা গোপ শিশুগণ আভীর বনিতা ॥ ৩৪
ধেনু বৃন্দাবন কিবা গোকুল নগর।
তরু গিরি কভু কি স্মোঙরে দামোদর ॥ ৩৫
বন্ধুগণ দেখিতে আসিবে কদাচিত।
কবে আর সে মুখ দেখিব সুললিত ॥ ৩৬
দাবাগ্নি করিয়া পান গোকুল রাখিল।
ঝড় বরিষণে তুলি পর্ব্বত ধারিল ॥ ৩৭
বৃষাসুর মারিয়া সে রাখিল গোকুল।
কালিনাগ দমিয়া তাহারে কৈল দূর ॥ ৩৮
এইরূপে কত দৈত্য করিয়া সংহার।
কতরূপে গোকুলে রাখিল কতবার ॥ ৩৯
কি কহিব অপরূপ প্রতাপ বীর্য্যবল।
কোন পাপে আমি সব বঞ্চিত সকল ॥ ৪০
স্মরিতে তাঁহার বল বীর্য্যের মহিমা।
সে রূপলাবণ্য মুখ কটাক্ষ ভঙ্গিমা ॥ ৪১
সে মধুর হাসি তার মধুর ভাষণে।
পাসরিল নিজ ধর্ম্ম গোকুলের জনে ॥ ৪২

বিসরিলে কৃষ্ণগুণ নহে বিস্মরণ।
পুনঃপুনঃ সেই মুখ হয়ত স্মরণ॥ ৪৩
অঙ্গনে মঙ্গল ঐছে চরণ ভূষণ।
সেই বৃন্দাবন গিরি সেই শিশুগণ॥ ৪৪
এসব দেখিতে মন হয় কৃষ্ণময়।
কৃষ্ণ বিনে আন কিছু মনে নাহি লয়॥ ৪৫
হেন বুঝি রামকৃষ্ণ দুই সুরেশ্বর।
সুরকার্য্য সাধিতে মনুষ্য কলেবর॥ ৪৬
গর্গের বচন আছে ইহাতে প্রমাণ।
প্রভাব দেখিয়া আর করি অনুমান॥ ৪৭
কংস হেন অসুর মারিল অবহেলে।
দশ সহস্র মত্তগজের বল ধরে॥ ৪৮
কুবলয় গজ মারে কংসের সমান।
সিংহ যেন মৃগি মারে নাহি বস্তু জ্ঞান॥ ৪৯
তিন তাল মহাসার ভাঙ্গে ধনুখণ্ড।
গজরাজ হেলে যেন ভাঙ্গে ইক্ষু দণ্ড॥ ৫০
সপ্তদিন এক হস্তে ধরে মহাগিরি।
প্রলম্ব ধেনুক বক মারে লীলা করি॥ ৫১
তৃণাবর্ত্ত আদি বীর যত দুরাচার।
এ সকল দৈত্য কৈল লীলায়ে সংহার॥ ৫২
সুরাসুর যার ভয়ে কম্পিত সদায়।
হেন সব দৈত্য কৃষ্ণ বধিলা লীলায়॥ ৫৩
এইরূপে নন্দ কৃষ্ণে স্মঙরি স্মঙরি।
ক্রন্দন করয়ে নন্দ কৃষ্ণে মন ধরি॥ ৫৪
আঁখি ভরি পড়ে নীর কান্দে উচ্চস্বরে।
ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমবস ভরে॥ ৫৫
এইরূপে পুত্র গুণ করিতে বর্ণনা।
কান্দিতে যশোদা রাণী পাসরে আপনা॥ ৫৬
প্রেমভরে পয়োভরে খসি পড়ে ক্ষীর।
নয়নের জল পড়ে তিতিয়া শরীর॥ ৫৭
দেখিয়া দোঁহার কৃষ্ণে প্রেম অনুরাগ।
প্রেমানন্দে পুরিল উদ্ধব মহাভাগ॥ ৫৮
ধন্য ধন্য বলি তবে কয়য়ে বাখান।
প্রবোধ উত্তর দিল উদ্ধব মতিমান॥ ৫৯
অখিল জগত গুরু প্রভু নারায়ণ।
যাঁহাতে এমত কৈল চিত্ত আরোপণ॥ ৬০
বলরাম জানি বিশ্ব উৎপত্তি স্থান।
পুরুষ পুরাণ কৃষ্ণ বিশ্ব উপাদান॥ ৬১
সর্ব্বভূতে ব্যাপি সর্ব্ব জগতের ভিন্ন।
জ্ঞানময় পুরাণ পুরুষ গুণ হীন॥ ৬২
মরণ সময়ে যার চরণ যুগলে।
তিলেক ধরিয়া চিত্ত তেজে কলেবরে॥ ৬৩
কর্ম্মবন্ধ সকল করিয়া বিনাশন।
সূর্য্য সম হঞা তাঁর বৈকুণ্ঠ গমন॥ ৬৪
হেন প্রভু নারায়ণ সর্ব্বভূত গতি।
জগত কারণ মায়া মনুষ্য মূরতি॥ ৬৫
তাঁহাতে নিতান্ত ভক্তি দেখিল তোমার।
পুণ্য ফল অবশেষ কি কহিব আর॥ ৬৬
আসিবে গোবিন্দ হেথা না করিহ খেদ।
তাঁর সহ কভু তোমার নহিবে বিচ্ছেদ॥ ৬৭
কংস বধি যে কহিল রঙ্গভূমি মাঝে।
অবশ্য আসিব আমি গোকুল সমাজে॥ ৬৮
সত্যবাদী সত্য প্রভু করিবে সেবাশি।
এবোল বুঝিয়া আর খেদ কর জানি॥ ৬৯
হৃদয়ে চিন্তিয়া চাহ দেখিবে গোপাল।
সবার হৃদয়ে কৃষ্ণ থাকে সর্ব্বকাল॥ ৭০
অন্তর্যামী ভগবান সর্ব্বভূতে বাস।
হৃদয় কমলে কৃষ্ণ চিন্তিলে প্রকাশ॥ ৭১
কাষ্ঠের ভিতরে যেন থাকে হুতাশন।
মথিলে একত্র হয় জ্বলিলে তখন॥ ৭২
উত্তম অধম তাঁর নাহিক সমান।
সর্ব্বভূতে সম তেঁহো এক ভগবান॥ ৭৩
পিতা মাতা নাহি তাঁর প্রিয় সুতদার।
নিজ পর নাহি তাঁর জনম সংহার॥ ৭৪
কর্ম্ম ধর্ম্ম কিছু তাঁর নাহি ত্রিভুবনে।
অবতার করে প্রভু সাধু পরিত্রাণে॥ ৭৫
ইচ্ছা যদি করে কৃষ্ণ করিতে বিহার।
তখনে লীলায় করে দিব্য অবতার॥ ৭৬
তমোগুণে রুদ্ররূপে করয়ে সংহার।
সত্ত্বগুণে সৃষ্টি পালে বিষ্ণু অবতার॥ ৭৭
কর্ত্তা নহে কর্ম্ম করে অজ হঞা জন্ম।
জগতে বুঝিতে পারে কেবা তার মর্ম্ম॥ ৭৮
প্রভুর অধীন সব কেহ কিছু নহে।
অভিমানে কর্ত্তা ভোক্তা আপনাকে কহে॥
ভাঁওরি ফিরিলে যেন ফিরয়ে ধরণী।
এইরূপে ভ্রমে জীব আপনা না জানি॥ ৮০

সে প্রভু তোমার পুত্র নহে কোন কালে।
জগতের পুত্র তেঁহো বন্ধু সহোদরে। ৮১
জগতের পিতা প্রভু সবার ঈশ্বর।
কীট পতঙ্গাদি জীব যত চরাচর॥ ৮২
দেখি শুনি যত ভূত ভবিষ্য সকল।
প্রভু বিনে কিছু সত্য নহে চরাচর॥ ৮৩
ছোট বড় তৃণ গিরি কিছু নহে আন।
যত দেখ সত্য নহে সবে ভগবান॥ ৮৪
এ বোল বুঝিয়া তুমি স্থির কর চিত্ত।
চিন্তিলে হেথাই কৃষ্ণ দেখিবে নিশ্চিত॥ ৮৫
এইরূপে নন্দ গোপ কৃষ্ণের আবাশে।
রজনী বঞ্চিলা দোঁহে কৃষ্ণ কথা রসে॥ ৮৬
গোপী সব উঠিয়া রজনী অবশেষে।
প্রদীপ জালিয়া কৈল মন্দির প্রবেশে॥ ৮৭
বাস্তু পূজা করে গোপী প্রতি ঘরে ঘরে।
দধি মন্থন করে গোপী হেন অবসরে॥ ৮৮
মণিময় কুণ্ডল কপোলে বিরাজিত।
ভুজযুগে কনক কঙ্কণ বিলসিত॥ ৮৯
দধিমথে ব্রজনারী প্রতি ঘরে ঘরে।
কমল নয়ন গুণ গায় উচ্চৈস্বরে॥ ৯০
দধির মন্থনধ্বনি শুনি কোলাহলে।
শব্দে শব্দ হৈলা গগনমণ্ডলে॥ ৯১
সর্ব্ব ঘরে মন্থে দধি অঙ্গনে অঙ্গনে।
দশদিগ্ পাপ হরে যাহার শ্রবণে॥ ৯২
দধি মন্থে ব্রজবালা গায় কৃষ্ণগুণ।
রজনী প্রভাত হৈল উদিত অরুণ॥ ৯৩
দেখিল স্বর্ণের রথ নন্দের দুয়ারে।
দুই চারি সখী মেলি অনুমান করে॥ ৯৪
এ রথ কাহার কেবা আইল গোকুলে।
সেই বা অক্রূর হয় কংস অনুচরে॥ ৯৫
গোপীর জীবন কৃষ্ণ যে নিল হরিয়া।
কি কাজ সাধিব গোপীগণ দিয়া॥ ৯৬
এইরূপে গোপীসব মিলি কহে কথা।
নিত্য কর্ম্ম করিয়া উদ্ধবে যাইল তথা॥ ৯৭
ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধরজান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান। ৯৮

ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে উদ্ধবিযানে
নন্দশোকাপনোদনং নাম ষট্চত্বা-
রিংশত্তিতমোঽধ্যায়। ৪৬।

আজানুলম্বিত ভুজ রাজীব লোচন।
প্রফুল্ল কমল মালা হসিত বদন॥ ১
শ্যাম কলেবর কটিতটে পীতবাস।
গণ্ডযুগে মণিময় কুণ্ডল বিরাজ॥ ২
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মহাপুরুষ লক্ষণ।
উদ্ধব দেখিয়া গোপী চিন্তে মনে মন॥ ৩
এ কোন পুরুষ কৃষ্ণ সমবেশ ধরে।
কি নাম কোথায় বাস জিজ্ঞাস উহারে॥ ৪
এ বোল বলিয়া গোপী বেড়ে চারি পাশে।
কোন২ গোপী গিঞা নিকটে জিজ্ঞাসে॥ ৫
কিঞ্চিৎ লজ্জিত মুখ অবনত হই।
সলজ্জা মধুর হাস ভ্রুব ভঙ্গে চাই॥ ৬
কনক আসনে যদি উদ্ধব বসিলা।
মধুর বচনে কিছু কহিতে লাগিলা॥ ৭
তোমা ভালে জানি পুরপতি অনুচর।
তোমাকে পাঠাঞা দিল গোকুল নগর॥ ৮
পিতা মাতা যদি তার না থাকিত মনে।
তবে হেন বুঝি কিছু নাহিক স্মরণে॥ ৯
স্নেহ অনুবন্ধ কেহ জগতে না ছাড়ে।
মুনি যদি হয়ে সেহো ছাড়িতে না পারে॥ ১০
অন্য সহে অন্যের মৈত্রতা বিড়ম্বন।
নিজ কার্য্য অবধি তাহার প্রয়োজন॥ ১১
রতি সুখ ভোগ করি পুরুষ নারীতে।
মধুরস লাগিয়া ভ্রমরে পুষ্প ভজে॥ ১২
নিকুল পুরুষ হৈলে বেশ্যানারী ছাড়ে।
দুর্ব্বল নৃপতি দেখি প্রজা পরিহরে॥ ১৩
বিদ্যাপড়ি শিষ্য ছাড়ে গুরু সন্নিধানে।
ফল না থাকিলে বৃক্ষ তেজে পক্ষগণে॥ ১৪
অতীথ ভোজন করি গৃহ ছাড়ি যায়।
রতি ভোগ করি তারে ত্যজিয়া পলায়॥ ১৫
এসব পীরিতি নিজ কার্য্য সাধিবার।
প্রয়োজন বহি কিছু কার্য্য নাহি আর॥ ১৬
এইরূপ কহে গোপী উদ্ধবের আগে।
কহিতে কহিতে স্তব্ধ হৈল অনুরাগে॥ ১৭
দেহ মন বচন গোবিন্দে সমর্পণ।
লজ্জা পরিহরি গোপী করয়ে ক্রন্দন॥ ১৮
রুদ্ধকণ্ঠ হঞা কৃষ্ণ গুণ কর্ম্ম গায়।
স্মরিয়া স্মরিয়া গোপী কান্দে উভরায়॥ ১৯

কোন গোপী ক্রোধ করি উদ্ধব গোচরে।
ভ্রমর কল্পিয়া দূত ছলে কিছু বলে॥ ২০

মল্লার রাগ॥

সৌতিনের কুচতট বিলোলিত মালে।
তাহার কুঙ্কুম তোর মুখ লোল জালে॥ ১
পরশ না কর ভৃঙ্গ চরণ আমার।
যদুকুল বিড়ম্বন এ দূত যাহার॥ ২
শুন শুন ভ্রমরা হে কিতবের মত।
ভাল ত কহিলে তুমি দূত সুচরিত॥ ৩
পুরনারী প্রসাদ করুক পুররাজ।
তাঁর কথা না কহিয় গোপীর সমাজ॥ ৪
সকৃত অধর মধু করাইয়া পান।
ত্যজি গেল কৃষ্ণ যেন তোমারি সমান॥ ৫
কিরূপে কমলা দেবী পদযুগ সেবে।
এমত বঞ্চকে না বাড়াই অনুরাগে॥ ৬
হেন বুঝি তাহার উত্তম যশঃ শুনি।
ভুলিল কমলা দেবী তত্ত্ব নাহি জানি॥ ৭
বনচরি আমি সব নাহি গৃহ পুরী।
তাঁর গুণ আমি গাই উচ্চ করি॥ ৮
পুরপতি কথা পুর নারী আগে কহ।
তাঁর ঠাঞি যে তোমার বাঞ্ছিত তাহা লহ॥৯
অর্জ্জুনের প্রীয় তার নপুংসক সখা।
আমা সভা বিজমানে তার না কহিয় কথা॥
যদ্যেত বলে যদি এত দোষ জান।
তবে কেনে ভজিলে তাহার কথা শুন॥ ১১
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে এমত নারী আছে।
তাহার কটাক্ষ হাস কটাক্ষ বিনাসে॥ ১২
সেরূপ দেখিলে যেই নহে বিমোহিতা।
কি দোষ আমার যার কমল বণিতা॥ ১৩
পায়ে না পড়িহ ভৃঙ্গ না ধর চরণে।
বিনয় পণ্ডিত সে কপট ভাল জানে॥ ১৪
তুঞি সে তাহার দূত জানিস চাতুরী।
তাহার কপট গোপী ভাঙ্গিতে না পারি॥
পতি সুত গৃহ কুল যার লাগি ত্যজি।
সে কেনে ত্যজিয়া যায় কিছু নাহি বুঝি॥
এতে কি জানিনু তাঁর মূর্খ ব্যবহার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম তার কিছু নাহিক বিচার॥ ১৭
বিনা অপরাধে রাণী বান্ধি কেনে মারে।
সূর্য্যবংশে জন্মিঞা ব্যাধের কর্ম্ম করে॥ ১৮
স্ত্রীর লাগি বনে বনে বেড়ায় ভ্রমিয়া।
শূর্পনখার নাক কান ফেলায় কাটিয়া॥ ১৯
বলিরাজা আছিল ত্রিভুবনের ঈশ্বর।
তার পূজা লইয়া তার হরয়ে সকল॥ ২০
পাতালে বান্ধিয়া তাঁকে থুইল নাগপাশে।
কাক বলি খাইয়া যেন সেই যজ্ঞ নাশে॥ ২১
নামে কালা রূপে কালা অন্তরে কালিয়া।
তা সনে পীরিতি করে নির্লজ্জ হইয়া॥ ২২
তবু তার কথা খানি ছাড়নে না যায়।
না দেখিল আমি সবে তাহাতে উপায়॥ ২৩
যদি বল তার কথা না কহিয় আর।
স্ত্রী হইয়া কেমতে পারিব ছাড়িবার॥ ২৪
সকৃত যাহার গুণ শুনি ধীরগণে।
মুকুন্দার দুঃখিত ত্যজয়ে সেইক্ষণে॥ ২৫
পক্ষ হেন ভ্রমে ভিক্ষা মাগি মাগি খায়।
স্ত্রীজাতি আমা সবার কি আছে উপায়॥২৬
কুটিলের বচন মানিল সত্য করি।
কুটিলের গীতে যেন মৃগী মরে ঘুরি॥ ২৭
তবে তার কথা ছাড়ি আমা কথা কহ।
কিছু যদি চাহ তুমি তাহা মাগি লহ॥ ২৮
সত্য কি আসিবে হেথা সে নন্দ নন্দন।
কিবা তথা লঞা যাবে এই গোপীগণ॥ ২৯
কিবা মধুপুরে হরি আছয়ে কুশলে।
পিতা মাতা বন্ধুগণ কভু কি স্মঙরিলে॥ ৩০
কিঙ্করীগণের কথা শুনিলে কহিতে।
শ্রীভুজ করে সে আর তুলি দিব মাথে॥ ৩১
ভৃঙ্গ লক্ষ করি গোপী উদ্ধবের তরে।
এইরূপে নানা বাণী বলে নানা ছলে॥ ৩২
ভক্তি রস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ৩৩

দেশাগরাগঃ॥

উদ্ধব দেখিয়া ভক্তির রস মহোদয়।
গোপীগণ শান্তিয়া কি বলে মহাশয়॥ ১
আসিবে গোবিন্দ গোপী চিত্ত স্থির কর।
নিকটে দেখিবে হরি খেদ পরিহর॥ ২

অহো ধন্য গোপী তুমি জগতে পূজিতা।
সাধিলে সকল সিদ্ধি ত্রৈলোক্য বন্দিতা॥ ৩
গোবিন্দ চরণ যার চিত্তে আরোপণ।
কি তার কহিব ভাগ্য সফল জীবন॥ ৪
দান ব্রত তপো হোম যজ্ঞ যদি করি।
কোটি কোটি-জন্ম যদি সাধিবারে পারি॥ ৫
তবে সে এ সব ভক্তি হয় নারায়ণে।
হেন ভক্তি তুমি সবে লভিলে কেমনে॥ ৬
মুনির দুর্লভ ভক্তি দেখিবে তোমার।
ভাগ্যে তুমি ভজিলে বান্ধব পরিবার॥ ৭
অহো ভাগ্যবতী সুত ত্যজিলে সকল।
কুলশীল ত্যজিয়া ভজিলা দামোদর॥ ৮
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণে কৈলা সর্ব্ব সমর্পণ।
ভাগ্যে তোমা সহ মোর হৈল দরশন॥ ৯
এত অনুগ্রহ কৈল কৃষ্ণের বিরহে।
তেকারণে দরশন তোমা সবা সহে॥ ১০
শুন গোপী কৃষ্ণের সন্দেশ সুখময়।
যে কহিয়া আমাকে পাঠাইলা দয়াময়॥ ১১
সর্ব্ব ভাবে নাহি হয় আমার বিচ্ছেদ।
বিচারিয়া বুঝ গোপী পরিহর খেদ॥ ১২
পঞ্চভূত ব্যাপিত সর্ব্বত্র চরাচর।
অন্তরে বাহিরে যেন আছে নিরন্তর॥ ১৩
এইরূপ তুমি সবে জানিহ নিশ্চয়।
সর্ব্ব জীবে বসি আমি সর্ব্ব জীবময়॥ ১৪
আপনে আপন সৃষ্টি করিয়ে সংহার।
আপনাকে আপনি পালিয়ে সর্ব্বকাল॥ ১৫
এই মত আছে আমার মায়া অনুভাব।
ব্রহ্মাদি বুঝিতে নারে অচিন্ত্য প্রভাব॥ ১৬
জ্ঞানময় জীব নিত্য শুদ্ধ সুখময়।
নাহি জানি শার্ক তার নাহি অতিশয়॥ ১৭
সুখ দুঃখ যত তার মনের বিলাস।
জ্ঞান হৈলে সে সব বিদ্যা হয় নাশ॥ ১৮
মিছা যেন জানিয়ার জাগিলে স্বপন।
এইরূপ বিচারিলে ছুটয়ে ভরম। ১৯
সকল ইন্দ্রিয় যদি রুদ্ধিয়ে যতনে।
নিত্য শুদ্ধ জীব তবে জানি সে তখনে॥ ২০
এই অর্থ সর্ব্ববেদে কহে সর্ব্বশাস্ত্র।
সংখ্যা যোগে কহে তবে এই তত্ত্ব মাত্র॥ ২১
ত্যাগ তপ দয়া সত্যে এই মাত্র সাধি।
নদ নদী গতি যেন সমুদ্র অবধি॥ ২২
দূরে আছি আমি তার কহিব কারণ।
আমার ধেয়ান যেন করে সর্ব্বক্ষণ। ২৩
যার প্রিয় পতি থাকে অতি দূর দেশে।
সতত নারীর চিত্ত পতি দেহে বৈসে॥ ২৪
নিকটে থাকিলে তার হয় অনাদর।
বিশেষে নারীর চিত্ত সহজে চপল॥ ২৫
এই সে কারণে আমি দূর দেশে বসি।
সতত থাকিবে চিত্ত আমাতে নিবেশি॥ ২৬
আমা লাগি লোক ধর্ম্ম সকল ত্যজিলে।
চিত্তবৃত্ত আমাতে সকল নিয়োজিলে॥ ২৭
আমার চরিত্র কর সতত ধেয়ান।
আমা বিনে চিত্তে কিছু না ভাবিহ আন॥
সতত পীরিতি করি আমাকে ভজিলে।
চিত্তবৃত্ত সকল আমাতে নিয়োজিলে॥ ২৯
অতিশয় প্রেম করি আমারে ভজিলে।
এহেকেই তুমি সব আমাকে পাইলে॥ ৩০
আমাকে পাইলে তার নৈল কোন সিদ্ধি।
এ বোল বুঝিয়া আমা চিন্ত নিরবধি॥ ৩১
এতেক বচন প্রভু কহিল সাক্ষাতে।
তুমি সব বুঝিয়া সন্তোষ কর চিত্তে॥ ৩২
কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধবের মুখে।
শুনিঞা গোপীর চিত্ত পূরিল কৌতুকে॥ ৩৩
এতেক বচন শুনি ব্রজবধূগণে।
কহিতে লাগিল কিছু হরষিত মনে॥ ৩৪
এই ভাগ্য কংস সবংশে হৈল নাশ।
রিপু সংহারিয়া কৈল যদুকুলে বাস॥ ৩৫
সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি হৈল বন্ধুগণে।
গোষ্ঠীসহ কুশলেতে থাকুক সেখানে॥ ৩৬
এক কথা পুছিবে উদ্ধব মহাভাগ।
পুরবধূগণে কৃষ্ণ করে অনুরাগ॥ ৩৭
বিদগধ শিরোমণি রসিক শেখর।
মোহিবে নারীর চিত্ত কার্য্য কত বড়॥ ৩৮
পীরিতি বাড়ায় কি নগর নারীগণে।
তারা সব পীরিতি করয়ে কেন মনে॥ ৩৯
সলজ মধুর হাস লীলা নিরীক্ষণে।
আমি সবে গোবিন্দ ভজিল অনুক্ষণে॥ ৪০

বিবিধ লাবণ্য তারা জানে পুরনারী।
রতির সকল গুরু শ্রীল বনমালী॥ ৪১
দোঁহার পীরিতি লাগি দোঁহার বন্ধন।
আর কি আসিবে হরি গোকুল এখন॥ ৪২
পুরনারী সমাজ বসিয়া কোন কাজে।
গোষ্ঠী মধ্যে নানাবিধ কথা অবসাজে॥ ৪৩
কবু কি স্মঙরে প্রভু ব্রজনারী।
কবে আর সেরূপ দেখিব আঁখি ভরি॥ ৪৪
সে সব রজনী কিবা হয় কি স্মরণে।
কুন্দ কুঙ্কুম চান্দ সুচারু বৃন্দাবনে॥ ৪৫
কিঙ্কিণী কঙ্কণ মণি নূপুর বাজন।
মধুর বেণুর স্বর মধুর ভাষণ॥ ৪৬
রমণী সমাজ যাতে কৈল রাস কেলি।
সে সব রহস্য কি স্মঙরে বনমালি॥ ৪৭
আর কি আসিবে হেথা সে নন্দ নন্দন।
দেখা দিঞা গোপীগণের রাখুন জীবন॥ ৪৮
কেনে আর এথাতে আসিবে বনমালি।
রাজ্যপদ পাইল রিপু নিপাতন করি॥ ৪৯
বন্ধুগণ সহে হৈল একত্র মিলন।
বিভা করি আনিবে কৃষ্ণ রাজকন্যাগণ॥ ৫০
গোপনারী আমি সবে বসি বনে বনে।
কি কাজ এখনে তাঁর আমা সবা হনে॥ ৫১
আন নারী কথা তাঁর কিবা বস্তু জ্ঞান।
লক্ষ্মীপতি আপনেই পূর্ণ ভগবান॥ ৫২
কহিল পিঙ্গলা বেশ্যা তাহা ত স্মঙরি।
তবু তার কথা খানি ছাড়িতে না পারি॥ ৫৩
নৈরাশ্য পরম সুখ আশা দুঃখময়।
পিঙ্গলা বেশ্যার বাণী সেই সত্য হয়॥ ৫৪
তাহা জানিত্ত সুক্ত ছাড়িতে নারি আশা।
রহিতে না পারি না কাহলে তাঁর কথা॥
তজুক কমলা দেবী ইচ্ছাও না করে।
তবু লক্ষ্মী দেবী তার অঙ্গ নাহি ছাড়ে॥ ৫৬
হেন কৃষ্ণ গোপী পাশ রহিবে কেমনে।
সেই যমুনার জল সেই বৃন্দাবনে॥ ৫৭
সেই ধেনু বৎস সেই শিশু বিদ্যমানে।
সেই গোবর্দ্ধন গিরি মুরলীর সনে॥ ৫৮
পুনঃ পুনঃ নন্দ ঘোষ করয়ে স্মরণ।
বিস্মরিলে কৃষ্ণ গুণ নহে বিস্মরণ॥ ৫৯

সেই পদ্ম কমল দেখি যে ভূমিতলে।
পাসরিলে দশগুণ অনুরাগ বাড়ে॥ ৬০
হে কৃষ্ণ হে রমানাথ দুঃখ বিনাশন।
হে গোবিন্দ ব্রজনাথ দুরিত খণ্ডন॥ ৬১
মজিল গোকুল কৃষ্ণ এ শোক সাগরে।
বারেক উদ্ধার প্রভু নিজ অধীনীরে॥ ৬২
এইরূপে বিলাপ করয়ে ব্রজনারী।
রহিল ক্ষণেক গোপী চিত্ত স্থির করি॥ ৬৩
কৃষ্ণের সন্দেশ শুনি চিত্ত সমাধিল।
কৃষ্ণ বুদ্ধি করিয়া উদ্ধব পূজা কৈল॥ ৬৪
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা তাঁকে পূজিল বিধানে।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল প্রবোধ বচনে॥ ৬৫
এইরূপ প্রতিদিন প্রত্যুষ বিহানে।
উদ্ধবের সঙ্গে বসি রহে গোপীগণে॥ ৬৬
কৃষ্ণ কথা কহিয়া গোঙায় দিন রাতি।
কৃষ্ণ বিনে আন কার নাহি অবগতি॥ ৬৭
দেখিয়া গোপীর প্রেম ভকতি উদয়।
দেহধর্ম্ম পাসরিল উদ্ধব মহাশয়॥ ৬৮
দেখিয়া গোকুলবাসীর প্রেমের তরঙ্গ।
তিলে তিলে উদ্ধবের বাড়য়ে আনন্দ॥ ৬৯
রাত্রি দিন উদ্ধব গোবিন্দ গুণ গায়।
নিরবধি গোপকুলে আনন্দ বাড়ায়॥ ৭০
যতদিন উদ্ধব আছিল ব্রজকুলে।
ক্ষণ প্রায় গোপ গোপী মানিল সকলে॥ ৭১
দেখিয়া গোকুলে কৃষ্ণ প্রেম পরকাশ।
আজি কালি করিয়া বঞ্চিলা চারি মাস॥ ৭২
গিরিতটে উপবন চাহিতে চাহিতে।
আনন্দে উদ্ধব নঞা বেড়ায় দেখিতে॥ ৭৩
বিমল যমুনাতট কুসুমিত বন।
তরুগিরি নদনদী দেখি সুশোভন॥ ৭৪
বনে বনে দেখয়ে প্রভুর পদ চিহ্ন।
না বুঝিল উদ্ধব কিছুই রাত্রিদিন॥ ৭৫
গোপ গোপী বৈকুণ্ঠ দেখিব কৃষ্ণাবেশে।
উদ্ধবের মনে কিছু নহে পরকাশে॥ ৭৬
এইরূপে চারিমাস বঞ্চিয়া গোকুলে।
মথুরা যাইতে ইচ্ছা জন্মিল তাহারে॥ ৭৭
চলিবে উদ্ধব তবে বলে কোন বাণী।
ধন্য গোপকুল ধন্য গোকুল রমণী॥ ৭৮

তুমি সব ক্ষিতিতলে সফল জন্মিলে।
এমত নিতান্ত ভক্তি গোবিন্দে ভজিলে ॥ ৭৯
মুনি যারে বাঞ্ছা করে পাই ভব ভয়।
হেন ভক্তি গোপীগণে দেখিল উদয় ॥ ৮০
আমি সব যাহা বাঞ্ছা করি নিরন্তর।
ভক্তি শূন্য জন্ম যদি ব্রহ্মার বিফল ॥ ৮১
বনে বৈসে গোপী জাতি গোয়াল নারী।
ভক্তিযোগে ইহার কি অধিকার করি। ৮২
কিবা এইরূপ কৃপা করয়ে ঈশ্বরে।
না জানিঞা যেবা ভজে তাহাকে উদ্ধারে ॥
না জানিঞা করে যদি ঔষধ ভক্ষণ।
তবু তার রোগ যেন হয় বিমোচন ॥ ৮৩
বস্তুর শকতি কার্য্য অপেক্ষা না করে।
ভজিলেই মাত্র কৃপা কর যে ঈশ্বরে ॥ ৮৪
করিয়া নিতান্ত রতি ভজেন্দ্র সদায়।
পক্ষী হঞা এমত প্রসাদ নাহি পায় ॥ ৮৬
পদ্ম গন্ধা সুর বধূ কি বলিব তারে।
এমত প্রসাদ আনে লভিতে না পারে ॥ ৮৭
মহারাসোৎসবে ভুজদণ্ড কণ্ঠ ধরি।
কৃষ্ণ লঞা কৈল বাসর সময় কেলি ॥ ৮৮
এমত প্রসাদ কে লভিল ত্রিভুবনে।
বৃন্দাবনে যত আছে তরু লতাগণে ॥ ৮৯
গোপীর চরণধূলী করয়ে সেবনে।
বৃন্দাবনে গুল্ম লতা বাঞ্ছে মনে মনে ॥ ৯০
তৃণ এক হঞা জন্ম হউ মোর তাতে।
পদরজ গোপীর লভিবে কোন মতে ॥ ৯১
স্বজন বান্ধব সব কুল ধর্ম্ম ছাড়ি।
ভজিল মুকুন্দ পদ দৃঢ় ভক্তি করি ॥ ৯২
যে পদের অন্ত নাহি পায় শ্রুতিগণে।
হেন কৃষ্ণপদ গোপী ভজিল আপনে ॥ ৯৩
কমলা পূজিত পদ ব্রহ্মাদি বন্দন।
মহাযোগেশ্বর যার করয়ে স্তবন ॥ ৯৪
হেন চরণারবিন্দ কুচে আরোপিয়া।
ছাড়িল বিরহ তাপ হৃদয়ে ধরিয়া ॥ ৯৫
বন্দো ব্রজ বধূ পদরজ নিরন্তর।
যার গুণ পুণ্য কথা শ্রবণ মঙ্গল ॥ ৯৬
গোপীগণে আজ্ঞা মাগি লই অনুমতি।
নন্দ যশোদার ঠাঞি করিয়া মিনতি ॥ ৯৭
গোপগণে সম্ভাষিয়া মাগিল বিদায়।
রথে চড়ি উদ্ধব চলিলা মথুরায় ॥ ৯৮
পাছে পাছে চলিল গোকুল পুরনারী।
নানা উপহার দিঞা কাকুবাদ করি ॥ ৯৯
নন্দ আদি গোপগণ করি যোড় করে।
কান্দিতে ২ কিছু বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১০০
চিত্ত বৃত্ত বহু কৃষ্ণ চরণ কমলে।
কৃষ্ণ বিনে চিত্তে যেন আন নাহি ধরে ॥
বাণী যেন কৃষ্ণ গুণ কহে নিরন্তর।
প্রণাম করিতে যেন বহে কলেবর ॥ ১০২
কর্ম্মবন্ধে যথা যথা হয় উৎপত্তি।
জনমে জনমে যেন হয় কৃষ্ণে মতি ॥ ১০৩
প্রভুর ইচ্ছায় জন্ম হয় যথা যথা।
কভু যেন না ছাড়ি কৃষ্ণের গুণ কথা ॥ ১০৪
এই মতে গোপগণে কৃষ্ণে ধরি আশা।
উদ্ধব পাঠাইয়া দিল করিয়া সম্ভাষা ॥ ১০৫
উদ্ধব মথুরা আসি কৃষ্ণে সম্ভাষিল।
প্রণাম করিয়া সব কথা নিবেদিল ॥ ১০৬
বসুদেব বলরামের বন্দিল চরণ।
রাজ বিদ্যমানে গিঞা দিল দরশন ॥ ১০৭
উদ্ধব সম্বাদ কথা বুদ্ধি অনুসারে।
কহিল প্রবন্ধ বন্ধ বুঝিবার তরে ॥ ১০৮
ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস পান ॥ ১০৯

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে উদ্ধবযান নাম সপ্তচত্বারিংশত্তমোধ্যায়ঃ। ৪৭ ॥

বসন্তরাগ ॥

শুকদেব বলে রাজা ভকত প্রধান।
আর অদ্ভুত কহি কর অবধান। ১
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞানে।
সত্যবাদী প্রভু সত্য করিব পালনে ॥ ২
সর্ব্বভূত আত্মা পরিপূর্ণ নারায়ণে।
কুব্জার পীরিতি করিল কি কারণে ॥ ৩
কামানলে দগ্ধ কুব্জার কলেবর।
তে কারণে গেলা প্রভু কুব্জার ঘর ॥ ৪
আত্মবর্গ যদুগণ উদ্ধব সংহতি।
কুব্জার ঘরে গেলা প্রভু যদুপতি ॥ ৫

দিব্য পরিচ্ছদ ঘর বিচিত্র নির্ম্মাণ।
বহুবিধ বসন ভূষণ অন্নপান ॥ ৬
বিচিত্র পতাকা ধ্বজ মুকুতার ধারা।
বিগলিত তরুণ বিতান মণিমালা ॥ ৭
ধূপ দীপ কুসুম গন্ধেতে বিমোহিত।
দিব্য সিংহাসন হেম মণি বিরাজিত ॥ ৮
দিব্যপুর মন্দির পাঁচির থরে থর।
উত্তরিলা গিঞা কৃষ্ণ কুব্জীর ঘর ॥ ৯
কৃষ্ণ আগমন শুনি উঠিল সংভ্রমে।
ত্বরিতে চলিয়া গেল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ ১০
চারিপার্শ্বে সখীগণ মধ্যে দিব্য নারী।
প্রণাম করিয়া বলে যোড়হাত করি ॥ ১১
দিব্য উপহার দিঞা পূজিল বিধানে।
আনন্দে পূজিল কৃষ্ণ সব নারীগণে ॥ ১২
উদ্ধব পূজিয়া দিল বসিতে আসন।
একে একে পূজিল সকল সঙ্গীগণ ॥ ১৩
তবে কৃষ্ণ কৈলা তার মন্দির প্রবেশ।
নর লীলা করে প্রভু ধরি নর বেশ। ১৪
দিব্য সিংহাসনে তবে বসিলা শ্রীহরি।
চন্দনে লেপিত অঙ্গ সুমার্জ্জনা করি ॥ ১৫
সুগন্ধি কুসুম মালা বসন ভূষণ।
কর্পূর তাম্বুল দিয়া কৈল আরাধন ॥ ১৬
সলজ্জ ভূরুর ভঙ্গী কটাক্ষ বিলাস।
কুঞ্চিত অধর পুট মন্দ মধুহাস ॥ ১৭
কামভাব প্রকাশিয়া নিকটে দাণ্ডায়।
করে ধরি কুব্জী আনিলা যত্নরায় ॥ ১৮
যাহা লাগি কুব্জী রমিলা রমাকান্ত।
বুঝায় ভকতভাব আপনে নিতান্ত ॥ ১৯
বাহু পশারিয়া কৃষ্ণ কৈল আলিঙ্গন।
কুব্জীর সর্ব্ব দুঃখ কৈল বিমোচন ॥ ২০
আনন্দ মুরতি সুখময় শ্রীনিবাস।
রমিয়া পূরায় কুব্জীর অভিলাষ ॥ ২১
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাকে না পায় ধেয়ানে।
হেন কৃষ্ণ কুব্জী পাইল গন্ধদানে ॥ ২২
করযোড়ি কুব্জী প্রভুর আগে বলে।
কতদিন থাক প্রভু না ছাড়িহ মোরে ॥ ২৩
হাসিয়া গোবিন্দ তাঁকে দিল সেই বর।
নিজঘরে চলি গেলা প্রভু সুরেশ্বর ॥ ২৪

দুঃখে আরাধিলে যার নহে আরাধনে।
হেন কৃষ্ণ আরাধিল বিবিধ বিধানে ॥ ২৫
বর মাগি লয় যে কুবুদ্ধি মূঢ় জন।
মুকতি লভিয়া লয় আপন বন্ধন ॥ ২৬
অক্রূরের ঘরে তবে গেলা ভগবান।
উদ্ধব করিয়া সঙ্গে ভাই বলরাম ॥ ২৭
স্বকার্য্য সাধিব প্রভু অক্রূর জানে মনে।
অক্রূর সন্তোষ হৈলা প্রভুর দর্শনে ॥ ২৮
সেই সে কারণে গেলা অক্রূরের ঘরে।
কৃষ্ণ দেখি অক্রূর তবে উঠিলা সত্বরে ॥ ২৯
বাহু পসারিয়া কৈল প্রেম আলিঙ্গন।
পরম সন্তোষ পাইলা মুদিত নয়ন ॥ ৩০
বলদেব মাধব উদ্ধব উদ্ধব তিনজন।
অক্রূরের কৈল সবে চরণ বন্দন ॥ ৩১
আতিথ্য বিধানে তবে পূজিল অক্রূর।
আনন্দে প্রণতি স্তুতি করিল প্রচুর ॥ ৩২
দিব্য সিংহাসনেতে বসিলা তিনজন।
সুবাসিত জলে কৈল পাদ প্রক্ষালন ॥ ৩৩
পীত পট্ট অম্বর বিবিধ অলঙ্কার।
ধূপ দীপ চন্দন বিবিধ উপহার ॥ ৩৪
বহুবিধ বিধানে পূজিল মহামতি।
ভূমিতে পড়িয়া কৈল বহুত প্রণতি ॥ ৩৫
তুলিয়া ধরিল শিরে চরণ কমল।
তবে আরোপিল লঞা বুকের উপর। ৩৬
হৃদয়ে চরণ ধরি বলে কাকুবাণী।
পাপ কংস মৈল এই ভাগ্য হেন জানি ॥ ৩৭
যদুকুল উদ্ধারিলে তুমি নারায়ণ।
এ দুরন্ত দুঃখ তুমি কৈলে বিমোচন ॥ ৩৮
দুই ভাই তোমরা সাক্ষাৎ ভগবান।
জগত তারণ দুই পুরুষ প্রধান ॥ ৩৯
তোমা বিনে কিছু আর নাহি ত্রিভুবনে।
কার্য্য কারণ নহে তোমা সব বিদ্যমানে ॥
আপনা আপনি তুমি সৃজ মায়া করি।
সর্ব্বত্র ব্যাপিত আছ নানা শক্তি ধরি ॥ ৪১
যত দেখি যত শুনি জীব চলাচল।
না জানিঞা নানারূপ কহি যে সকল ॥ ৪২
এক এক পঞ্চভূত যেন দেখি নানা।
বিবিধ শরীরে হয় বিবিধ কল্পনা ॥ ৪৩

বিচারিলে পঞ্চভূত বিনে নাহি আন।
বিচারিলে এইরূপ তুমি ভগবান॥ ৪৪
তুমি সে কেবল আত্মা স্বতন্ত্র বিহার।
জীবরূপে কর তুমি জগৎ সঞ্চার॥ ৪৫
এক হঞা নানারূপে কর পরকাশ।
তোমা বিনে আর যত মনের বিলাস॥ ৪৬
রজো গুণে সৃজ তুমি সত্ব গুণে পাল।
তমো গুণ ধরি তুমি জগৎ সংহার॥ ৪৭
তুমি গুণ বদ্ধ নহ তুমি জ্ঞানময়।
কর্ম্ম কর কর্ম্ম ফলে বন্ধন না হয়॥ ৪৮
জীবের বন্ধন মোক্ষ সেহ সত্য নহে।
অজানি রঞ্জন জীব সর্ব্বলোকে কহে॥ ৪৯
তোমার বন্ধন মোক্ষ এ কোন বিচার।
সকৃত শ্রবণে যার খণ্ডয়ে সংসার॥ ৫০
তুমি মূর্ত্তিধর তুমি কহিব কারণ।
বেদ পথ ধর্ম্ম হয় যখনে লঙ্ঘন॥ ৫১
তখনে প্রকট তুমি কর পরকাশ।
ধর্ম্মপথ স্থাপিয়া পাষণ্ড কর নাশ॥ ৫২
এখনে হরিতে চাহ পৃথিবীর ভার।
বসুদেব ঘরে আসি কৈলে অবতার॥ ৫৩
আজি ধন্য হৈল মোর এ ঘর বসতি।
তুমি প্রবেশিলে যাতে ত্রিজগৎপতি॥ ৫৪
সৃষ্টির পালন দেব ব্রাহ্মণ মূরতি।
তুমি সে জগৎ গুরু সর্ব্বলোক গতি॥ ৫৫
ত্রিজগত পবিত্র যাহার পদজলে।
হেন প্রভু প্রবেশ করিলা মোর ঘরে॥ ৫৬
হেন কে পণ্ডিত আছে তোমা পরিহরি।
অন্য দেব শরণ লইব দৃঢ় করি॥ ৫৭
ভকতের প্রিয় তুমি জগত মোহন।
সত্যবাদী প্রভু তুমি কীর্ত্তি সুপণ্ডিত॥ ৫৮
ভজিলেই মাত্র তুমি দেহ সর্ব্ব কাম।
ভকতের তরে তুমি দেহ আত্ম দান॥ ৫৯
তথাপি তোমার কিছু নাহি অপচয়।
তোমাকে ছাড়িয়া কি পণ্ডিতে আন লয়॥
এই ভাগ্য প্রভু মোর দেখিনু তোমারে।
ভবপতি যাহার না জানে যোগেশ্বরে॥ ৬১
হেন প্রভু সহ মোর হৈল দরশন।
কৃপা করি ছিন্ন মোর মায়ার বন্ধন॥ ৬২

এত স্তুতি কৈল যদি অক্রূর সুধীর।
হাসিয়া বলেন প্রভু বচন গভীর॥ ৬৩
তুমি গুরু পিতৃব্য আমার বন্ধুকুল।
আমি শিষ্য প্রকৃত্য এই সে আশামূল॥ ৬৪
পোষণ রক্ষণ তুমি করিবে সর্ব্বথা।
তুমি পুণ্যবন্ত কত এ নহে অন্যথা॥ ৬৫
তুমি সব বিশেষ জগত সুপূজিত।
সাধুজনে তোমা সবে সেবয়ে নিশ্চিত। ৬৬
পুণ্য তীর্থ দেবতা বৈষ্ণব আরাধন।
অবশ্য এ সব সেবা করে সাধুজন॥ ৬৭
জলময় যত তীর্থ আছে ক্ষিতিতলে।
ধাতু শীলাময় যত দেবমূর্ত্তি ধরে॥ ৬৮
এ সবে পবিত্র করে কিছু চিরকালে।
দেখিলেই মাত্র সাধুজনে ত্রাণ করে॥ ৬৯
পরম বৈষ্ণব তুমি সবার পূজিত।
বিশেষে আমার তুমি পরম সুহৃদ॥ ৭০
এক খানি কার্য্য তুমি সাধিবারে চাহ।
পাণ্ডুপুত্রে দেখিতে হস্তিনাপুরে যাহ॥ ৭১
পঞ্চ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির আদি করি।
পরম দুঃখিত তারা শিশুকাল হরি॥ ৭২
বাপের বিয়োগ তার হেন শিশুকালে।
ধৃতরাষ্ট্র তা সবার আনিল নিজপুরে॥ ৭৩
তথাই থাকয়ে তারা লোক মুখে শুনি।
দুঃখের উপায় তাঁরা হেন অনুমানি॥ ৭৪
অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র কুপুত্র অধীন।
পালিতে না পারে রাজা বৃদ্ধ মতিহীন॥ ৭৫
ভাল মন্দ আপনে জানিঞা আইস তুমি।
তবে আমি কুশল করিব সব জানি॥ ৭৬
এতেক বচন প্রভু বলিলা অক্রূরে।
সগণে চলিয়া তবে গেলা নিজপুরে॥ ৭৭
শ্রীযুত শ্রীগদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবতআচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী॥ ৭৮
ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে অক্রূর প্রেরণ
নামঅষ্টচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়। ৪৮॥

শুকমুনি বলে রাজা কহিব তোমারে।
অক্রূর মিলিলা গিয়া হস্তিনা নগরে॥ ১
ধৃতরাষ্ট্র সহ গিয়া কৈল দরশন।
দ্রোণ ভীষ্ম বিদুর ভেটিলা জনে জন॥ ২

কৃপাসম কৃপাচার্য্য কর্ণ দুর্য্যোধন।
দ্রোণপুত্র পাণ্ডুপুত্র ভাই পঞ্চজন॥ ৩
কুন্তী আদি যত আছে সর্ব্ব বন্ধুজন।
সবারে ভেটিলা গিঞা গান্দিনী নন্দন॥ ৪
তাঁরা সব জিজ্ঞাসিল স্বাগত বচনে।
পুছিল সকল বার্ত্তা করি সম্ভাষণে॥ ৫
অক্রুরেহ তাঁ সবার পুছিল কুশল।
অন্যোন্যে সবার সুখে পুরিল অন্তর॥ ৬
গুণ দোষ রাজার বুঝিতে দিনে দিনে।
কতদিন অক্রুর রহিলা তেকারণে॥ ৭
কুপুত্রে অধীন তার অন্ধহীন বল।
কপটী কুসঙ্গে সেই রহে নিরন্তর॥ ৮
নিজপুত্রে পাণ্ডুপুত্রে কেমত বেভার।
অক্রুর রহিলা তত্ত্ব জানিতে তাহার॥ ৯
কুন্তী বিদুরের সহ কৈল সম্ভাষণ।
দোঁহে তাঁহার কহিল সকল বিবরণ॥ ১০
পাণ্ডবের বুদ্ধি বল তেজো বীর্য্য দেখি।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা বড় মনে হয় দুঃখী॥ ১১
প্রজা অনুরাগ শুনি না হয় সন্তোষ।
তবে আর কহিব যতেক হয় দোষ॥ ১২
বিষ লাড়ু খাওয়াইল মারিবার তরে।
ভীমকে বান্ধিয়া লঞা ফেলাইল জলে॥ ১৩
অগ্নি জ্বালাইল তারে থুই জউ ঘরে।
এইরূপে নানাকর্ম্ম কৈল নানা ছলে॥ ১৪
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধন দুরাচার।
মারিয়া ফেলিতে করে নানা পরকার॥ ১৫
কুন্তী বলে আরে ভাই শুনহ অক্রুর।
আমার দুঃখের কথা কাহিনী প্রচুর॥ ১৬
জন্ম হৈতে কহিল আপন বিবরণ।
তবে অক্রুরের ঠাঞি জিজ্ঞাসে বচন॥ ১৭
বাপমায়ে কভু আমার করয়ে স্মরণ।
বসুদেব আদি যত আছে ভ্রাতৃগণ॥ ১৮
ভ্রাতৃপুত্র যত আছে ভগিনী সকলে।
কেহ কি জিজ্ঞাসা মোর করে কোন কালে॥
ভ্রাতৃপুত্র আছে মোর কৃষ্ণ বলরাম।
ভক্ত বৎসল তাঁরা পুরুষ পুরাণ॥ ২০
অনন্ত ধরণীধর বলভদ্র নাম।
বাসুদেব দুইজন জগত প্রধান॥ ২১
করে রাম কৃষ্ণ মোকে শান্তিবে আসিঞা।
শত্রুগণ মধ্যে আছি শোকাকুলি হঞা॥ ২২
ব্যাঘ্রের ভিতর যেন থাকয়ে হরিণী।
সেইরূপ রহিঞাছো মুঞি অভাগিনী॥ ২৩
পঞ্চটী পাণ্ডব আছে পিতৃহীন হঞা।
না জানি কৃষ্ণের হৈবে কোন কালে দয়া॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগত পালক যোগেশ্বর।
জগতের আত্মাগতি জগত ঈশ্বর॥ ২৫
রক্ষ রক্ষ গোবিন্দ উদ্ধার এই বার।
তুয়া পদযুগ বিনে গতি নাহি আর॥ ২৬
অপবর্গ পদদাতা সে শ্রীচরণ।
ভবভয় জন্ম মৃত্যু ভয় বিনাশন॥ ২৭
নম নম কৃষ্ণচন্দ্র শুদ্ধ সত্ত্বময়।
নমো যোগেশ্বর নমো নমো যোগময়॥ ২৮
মুনি বলে শুন রাজা অবধান করি।
কুন্তীর গুণের কথা কহিতে না পারি॥ ২৯
তোমার প্রপিতামহী কুন্তী মহামতি।
কৃষ্ণ গুণ স্মঙরিয়া কান্দে দিবারাতি॥ ৩০
কুন্তীর ক্রন্দনে কান্দে অক্রুর বিদুর।
রাত্রিদিন কান্দেন শব্দ নহে দূর॥ ৩১
কত দিন থাকিয়া অক্রুর মহাশয়।
শান্তিয়া কুন্তীর তবে বলিল বিনয়॥ ৩২
মথুরা চলিব হেন বিচারিল মনে।
বলিল নিষ্ঠুর বাণী ধৃতরাষ্ট্র স্থানে॥ ৩৩
ধৃতরাষ্ট্র রাজা আছে সভাতে বসিয়া।
ছলে কিছু কহিল অক্রুর সম্ভাষিয়া॥ ৩৪
শুন শুন ধৃতরাষ্ট্র অম্বিকা নন্দন।
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র তুমি মহাজন॥ ৩৫
কুরুকুলে যশঃ তুমি স্থাপিলে নির্ম্মল।
ধর্ম্মে প্রজা পালিবে শাসিবে ক্ষিতিতল॥৩৬
পাণ্ডু রাজা ছিল তোমার কনিষ্ঠ ভাই।
দৈবযোগে হৈল তার স্বর্গলোকে ঠাঞি॥৩৭
তবে রাজা সংপ্রতি তোমার অধিকার।
হেন কর যশঃ যেন থাকে চিরকাল॥ ৩৮
আপনার পুত্র তুমি দেখহ যেমনে।
পাণ্ডবের পঞ্চ পুত্র দেখি সেই মনে॥ ৩৯
যদি বা ইচ্ছাতে তুমি করিবে অন্যথা।
লোক ভরি অপযশ রহিবে সর্ব্বথা॥ ৪০

অন্তকালে নরকে তোমার হইবে স্থান।
এবোল বুঝিয়া তুমি হও সাবধান॥ ৪১
চিরকাল কবু দেখা কেহো না থাকিবে।
অনিত্য দেহের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইবে॥ ৪২
ধন পুত্র কলত্রের কি কহিব কথা।
এসব সকল মিথ্যা জানিহ সর্ব্বথা॥ ৪৩
এক হঞা আইসে জীব এক হঞা যায়।
এক হঞা পুণ্যপাপ সুখদুঃখ পায়॥ ৪৪
অধর্ম্ম করিয়া বিত্ত যে করে সঞ্চিত।
অন্যে হরি লয় তাহা সে হয় বঞ্চিত॥ ৪৫
পুত্র মিত্র বন্ধুগণে সব জনে পায়।
অধর্ম্ম করিয়া সবে অধোগতি যায়॥ ৪৬
অধর্ম্ম করিয়া করে ধন উপার্জ্জন।
আপন বলিয়া পোষে পুত্র দারগণ॥ ৪৭
ধন না থাকিলে সেই ত্যজে বন্ধুগণ।
ব্যর্থ পাপ করে জীব যাহার কারণ॥ ৪৮
আপনে নরক ভোগ করে কূপ গত।
ব্যর্থ পরিশ্রম করি সে হয় বঞ্চিত॥ ৪৯
এসব সকল তুমি দেখ মায়াময়।
স্বপ্নে যাগিলে যেন কিছু সত্য নয়॥ ৫০
এ বোল বুঝিয়া রাজা স্থির বুদ্ধি হবে।
সমান করিয়া তুমি সবাকে দেখিবে॥ ৫১
ধৃতরাষ্ট্র কহে সত্য কহিবে সকল।
কি করে আমার মন সতত চঞ্চল॥ ৫২
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয়।
কি কহিব মোর চিত্ত কিছুই না লয়॥ ৫৩
ঈশ্বরের ইচ্ছা কবু না যায় খণ্ডন।
সেই প্রভু যদুবংশে লভিলা জনম॥ ৫৪
হরিতে পৃথ্বীর ভার তাঁর অবতার।
তাঁর ইচ্ছা খণ্ডাইতে শকতি কাহার॥ ৫৫
যাঁহার মায়ার পার বুঝান না যায়।
মায়ায় ব্রহ্মাণ্ড কোটি সৃজয়ে লীলায়॥ ৫৬
জগতে প্রবেশ করে করিয়া সৃজন।
নানা জীব নানা পথে করে নিয়োজন॥ ৫৭
তাঁহার চরণে মোর বহু নমস্কার।
অচিন্ত্য মাহাত্ম্য সিন্ধু দুর্ব্বোধ যাহার॥ ৫৮
এতেক বচন যদি বলিল নৃপতি।
তাঁর চিত্ত বুঝিয়া অক্রূর মহামতি॥ ৫৯
মথুরা যে আসিঞা পরম মহাভাগে।
সেই সব বিবরণ সদা মনে জাগে॥ ৬০
একে একে বলাই সকল বন্ধুগণে।
কহিল সকল কথা কৃষ্ণ বিদ্যমানে॥ ৬১
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ৬২

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে অক্রূর প্রত্যাগমনং নাম উনপঞ্চাশত্তমোধ্যায়ঃ॥ ৪৯॥

কর্ণাটরাগঃ॥

শুক মুনি বলে রাজা পরীক্ষিত শুনে।
সেই কথা কহি লোক শুন সাবধানে॥ ১
জরাসিন্ধুর দুই কন্যা পরম রূপসী।
অস্তি প্রাপ্তি নামে দুই কংসের মহিষী॥ ২
স্বামীর মরণে তারা শোকাকুলী হঞা।
বাপের সাক্ষাতে গিঞা কহিল কান্দিঞা॥ ৩
জরাসিন্ধু রাজা শুনি কংসের মরণ।
চমকি উঠিলা ক্রোধে অরুণ লোচন॥ ৪
প্রতিজ্ঞা করিয়ে কাম সবার ভিতর।
অযাদব করিব সকল ক্ষিতিতল॥ ৫
ডাকিয়া আনয়ে সেনা তেইশ অক্ষৌহিণী।
আজ্ঞা দিল চতুরঙ্গে বলিতে সাজনী॥ ৬
সদলে সাজিঞা রাজা চলিল সত্বরে।
চৌদিগে বেড়িল গিয়া মথুরা নগরে॥ ৭
রিপুগণে ঝাঁপিল সকল মধুপুরী।
কোলাহল শব্দ উঠিল পুর ভরি॥ ৮
ভয়েতে ব্যাকুল লোক করে হাহাকার।
রিপুগণ দেখিয়া লাগিল চমৎকার॥ ৯
তবে প্রভু চিন্তিতে লাগিলা মনে মনে।
অবতার কৈল আমি এই সে কারণে॥ ১০
খল বিনাশিয়া ধর্ম্ম করিব প্রচার।
ভবভার দেখিবে সব তাহার বিচার॥ ১১
জরাসিন্ধু রাজা এই দৈব উপকার।
আনিল অনেক সৈন্য করিতে সংহার॥ ১২
জিনিঞা নৃপতিগণ নিজবশ করি।
মহা সৈন্য সাজিয়া বেড়িল মধুপুরী॥ ১৩
না মারিব জরাসন্ধ আছে প্রয়োজন।
মারিব অনেক সৈন্য বধিয়া সাজন॥ ১৪

এইত অসুর বল পৃথিবীর ভার ।
এখন করিব সব সৈন্যের সংহার ॥ ১৫
হেনকালে দুই রথ হইল উপসন্ন ।
নামিল আকাশ হতে সূর্য্যের কিরণ ॥ ১৬
দিব্য পরিচ্ছদ দিব্য ভূষণে ভূষিত ।
দিব্য দিব্য ঘোড়া সব সারথী সহিত ॥ ১৭
শঙ্খ চক্র আদি যত দিব্য অস্ত্রগণ ।
রহিল প্রভুর আগে দেখে সর্ব্বজন ॥ ১৮
তাহা দেখি হৃষিকেশ বলেন বচন ।
শুন বলভদ্র দাদা রোহিনী নন্দন ॥ ১৯
এই রথে চড় তুমি এই অস্ত্র ধর ।
রিপু সৈন্য নিপাতিয়া মথুরা উদ্ধার ॥ ২০
তুমি আমি জন্মিলাম এই সে কারণে ।
দুষ্ট বিনাশিয়া ধর্ম্ম কারিতে স্থাপনে ॥ ২১
তেইশ অক্ষৌহিণী কাট করিয়া সংহার ।
প্রথমে খণ্ডাহ কিছু পৃথিবীর ভার ॥ ২২
এইরূপে দুহ ভাহ করিয়া মন্ত্রণা ।
অঙ্গেতে কাছনা কৈল দিব্য অস্ত্র নানা ॥২৩
দিব্য রথে চড়ি গেলা পুরীর বাহিরে ।
নিজ অস্ত্র দুই প্রভু ধরে নিজ করে ॥ ২৪
অল্প বাহিনী সঙ্গে বাহিরা দুয়ারে ।
শঙ্খনাদ কৈল কৃষ্ণ শব্দ বিশালে ॥ ২৫
সকল সৈন্যের কৈল হৃদয় বিদার ।
রহিলেন দুহ ভাই মত্ত সিংহ প্রায় ॥ ২৬
তবে রাজা জরাসিন্ধু ডাক দিয়া বলে ।
শুনরে পুরুষাধম কৃষ্ণ বলি তোরে ॥ ২৭
তোর সনে মোর যুদ্ধ এত বড় লাজ ।
ছাওয়াল জিনিঞা বা সাধিব কোন কাজ ॥
গোপতে থাকিস্ তুই বড় মন্দ বুদ্ধি ।
কপটে যুঝিল তুঞি আরে বন্ধুবধি ॥ ২৯
যদি যুদ্ধ করিতে তোমার আছে মন ।
স্থির হঞা মোর সহে করসিয়া রণ ॥ ৩০
মোর অস্ত্রে কাট গিঞা স্বর্গবাসে চল ।
যদি বা পারস তবে আমারে সংহার ॥ ৩১
হাসিঞা শ্রীহরি তবে বলেন বচন ।
শূর হঞা নাহি কহে আপন বিক্রম ॥ ৩২
আপন বড়াঞি তুঞি আপনি কাহস ।
একথা কহিয়া তুঞি কি সুখ পাইস ॥ ৩৩

তোমার বচনে আমি নাহি করি রোষ ।
তোরে মারি শিষ্ট জনে করিব সন্তোষ ॥ ৩৪
তবে জরাসিন্ধু শুনি কৃষ্ণের উত্তর ।
সসৈন্যে বেড়িল কৃষ্ণে রণের ভিতর ॥ ৩৫
রামকৃষ্ণ বেড়িলেক সবল বাহনে ।
সূর্য্য আচ্ছাদিল যেন মেঘ পরশনে ॥ ৩৬
কোটি কোটি গজরাজী রথ অগণনা ।
কেহ কেহ নিজ পর না চিনে আপনা ॥ ৩৭
পুর নারীগণ উঠে অট্টালিকা পরে ।
গড়ের উপরে কেহ উঠিল মন্দিরে ॥ ৩৮
শোক বিমোহিত হঞা পুরনারী চায় ।
কোথায় আছেন কৃষ্ণ দেখিতে না পায় ॥৩৯
গরুড়ধ্বজ লাঞ্ছন কৃষ্ণের রথখানি ।
তালধ্বজ বলরামের রথ অনুমানি ॥ ৪০
দুই রথ বিনু কিছু চিনন না যায় ।
তাহা দেখি নারীগণ কান্দে উভরায় ॥ ৪১
দারুণ মাগধবল মহাপরচণ্ড ।
কাটিয়া গোবিন্দ সেনা কৈল খণ্ড খণ্ড ॥ ৪২
শিলামুখ খরতর বাণ বরিষণ ।
বিন্ধিঞা কৃষ্ণের সেনা কৈল নিপাতন ॥৪৩
সুরসিদ্ধ স্থাজত প্রভুর নিজ সেনা ।
রিপু সৈন্য আসিয়া তাহাতে দিল হানা ॥৪৪
নিজগণ দুঃখ দেখি করুণা সাগর ।
তুলিলা সারঙ্গ ধনু রথের উপর ॥ ৪৫
চোখ চোখ বাছি বাণ ধনুকে যোড়ায় ।
দেখিতে না পায় কেহ চতুর্ভিতে চায় ॥৪৬
সন্ধান পুরিতে বাণ বিজুলী সঞ্চরে ।
অলক্ষিত গতি কেহ লখিতে না পারে ॥ ৪৭
এইরূপে কৈল কৃষ্ণ বাণ বরিষণ ।
রিপুবল বিদারিয়া কৈল নিপাতন ॥ ৪৮
কোটি ২ হস্তী ঘোড়া কাটা গেল বাণে ।
কোটি ২ রথ কাটি কৈল খান খানে ॥ ৪৯
কার হাত পাও কাটে কার নাক কান ।
কেহ রণ ত্যজি গেল লইয়া পরাণ ॥ ৫০
কার মাথা কাটা গেল উঠিলা আকাশে ।
রক্ত নদীর মাঝারে কাহার দেহ ভাসে ॥ ৫১
রকতের নদী বহে স্রোত খরতর ।
রক্তের কল্লোল দেখি মহা ভয়ঙ্কর ॥ ৫২

ভুজদণ্ড হৈল সর্প নদীর উপরে।
গজ দেহে বালিচর হৈল থরে থরে ॥ ৫৩
নরমুণ্ড কূর্ম্ম হৈল নদীর ভিতর।
করপদ মৎস্য যেন করে ধড় ফড় ॥ ৫৪
হয় দেহে হৈল যেন কুম্ভীর কল্লোল।
রুধির তরঙ্গ বহে মহা উতরোল ॥ ৫৫
কেশ লোম হৈল যত নদীর সেহেলা।
বায়ুর আবর্ত্তে নদী দেখি ভয়ঙ্করা ॥ ৫৬
এইরূপে কত নদী বহয়ে রুধিরে।
শত শত বহে নদী রণের ভিতরে ॥ ৫৭
যেরূপে কেশব কৈল সৈন্য নিপাতন।
বলরাম সেইরূপে কৈল বিনাশন ॥ ৫৮
রিপু সৈন্য সংহারিল মুসল প্রহারে।
বাধিল সকল সৈন্য দুই সহোদরে ॥ ৫৯
জরাসিন্ধু মহা সৈন্য অপার সাগর।
দুরন্ত গভীর নীর মহা ভয়ঙ্কর ॥ ৬০
লীলা মাত্র কৈল সৈন্য সাগর সংহার।
প্রভুর কেবল খেলা সমর বিহার ॥ ৬১
ত্রিভুবন উৎপত্তি স্থিতি পরলয়।
যে প্রভুর ইচ্ছায় এ সব রীতি হয় ॥ ৬২
এ কোন বিচিত্র শত্রু কারবে বিনাশ।
তথাপি বর্ণন করি সমর বিলাস ॥ ৬৩
পড়িল সকল সৈন্য রণের ভিতরে।
সবে জরাসিন্ধু মাত্র জীয়ে একেশ্বরে ॥
অস্ত্র শস্ত্র নাহি তার নাহি রথ ঘোড়া।
ভূমিতে রহিল যেন পর্ব্বতের চূড়া ॥ ৬৫
সিংহ বাল ধরে যেন গর্জ্জন করিয়া।
বলবান জরাসিন্ধু আনিল ধরিয়া ॥ ৬৬
নাগপাশ দিঞা কৈল চরণে বন্ধন।
নিবারিয়া কৃষ্ণ তাহা কৈল বিমোচন ॥ ৬৭
তবে জরাসিন্ধু রাজা পাঞা অপমান।
চলিল লজ্জিত হঞা রাখিয়া পরাণ ॥ ৬৮
পথে বাহ জরাসিন্ধু কৈল সংকল্পনা।
করিমু দুষ্কর তপ শিব আরাধনা ॥ ৬৯
পথে আসি রাজা সব কৈল নিবারণ।
কেনে মহারাজ তুমি চিন্ত অকারণ ॥ ৭০
জয় পরাজয় ধর্ম্ম যুদ্ধ ব্যবহার।
তাহাতে না কার যুদ্ধধানে অহঙ্কার ॥ ৭১
জয় পরাজয় সব অদৃষ্ট অধীন।
অদৃষ্ট মানিঞা রহে যে হয় প্রবীণ ॥ ৭২
জগত জিনিলে তুমি নিজ ভুজবলে।
অক্ষত্রিয়বংশে আজি অপমান করে ॥ ৭৩
যখন অদৃষ্ট ভাল হইবে শুভকাল।
এই যুদ্ধ তখনে জিনিবে আর বার ॥ ৭৪
চিত্ত স্থির কৈল রাজা প্রবোধ বচনে।
নিজ পুরে গেল রাজা দুঃখ পাঞা মনে ॥
রিপুদল গভীর সাগরে পার করি।
নিজদল উদ্ধারিয়া লইল শ্রীহরি ॥ ৭৬
পুর পরবেশ কৈল ত্রিভুবন রায়।
সূত মাগধ ভাটে জয় মানা গায় ॥ ৭৭
প্রবাল তণ্ডুল কলা যায় বরিষণ।
বিবিধ মঙ্গল ধর্ম্মগায় পুরজন ॥ ৭৮
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে বিবিধ মঙ্গল।
বীণা বেণু মৃদঙ্গশব্দ কোলাহল ॥ ৭৯
সুগন্ধ চন্দন ছড়া প্রতি পথে পথে।
হৃষ্ট পুষ্ট রহে লোক পূর্ণ মনোরথে ॥ ৮০
পতাকা তোরণ ধ্বজ পুর অলঙ্কৃত।
ব্রাহ্মণের বেদ ঘোষ শব্দ পূরিত ॥ ৮১
প্রেম সুখে পথে রহি পুরজনে চায়।
অঙ্গের অক্ষতা মালা চৌদিগে ছিটায় ॥ ৮২
পুর নারীগণে করে ধান্য বরিষণ।
পুর পরবেশ কৈল দৈবকী নন্দন ॥ ৮৩
বীরগণ জিনিঞা আনিল মহাধন।
অনন্তর ভূষণ বাসরাজ অস্তরণ ॥ ৮৪
অশেষ সম্পদদাতা প্রভু ভগবান।
সকল আনিঞা দিল রাজ বিদ্যমান ॥ ৮৫
উগ্রসেন রাজাকে সকল সমর্পিয়া।
পুর পরবেশ কৈল লোক সম্ভাষিয়া ॥ ৮৬

মল্লাররাগঃ।

শুন রাজা পরীক্ষিত অপরূপ বাণী।
কোন কর্ম্ম কৈল জরাসিন্ধু নৃপমণি ॥ ১
তেইশ অক্ষোহিণী সেনা করিয়া সাজন।
প্রথমে যেরূপে আসি কৈল মহারণ ॥ ২
সেইরূপ মথুরা বেড়িল দুরাচার।
যুঝিল কৃষ্ণের সহে সপ্তদশবার ॥ ৩

ক্রমশে করিলা হরি বৈরী বিনাশন।
সবে জরাসিন্ধু জায় রাখিলা জীবন ॥ ৪
অষ্টাদশবার আসি রণে পরবেশে।
চতুরঙ্গ সৈন্য কৈল সাজন বিশেষে ॥ ৫
হেনকালে একাল যবন দুরাচার।
তিন কোটি ম্লেচ্ছ যবন যার অধিকার ॥ ৬
নারদের বচনে যবন দুরাশয়।
মথুরা বেড়িল আসি প্রভাত সময় ॥ ৭
নারদ কহিল তারে শুন মহারাজ।
আমি কিবা তোমার সাধিয়া দিব কাজ ॥ ৮
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তোমার সমান।
কিন্তু যদুকুলে আছে বৈরী বলবান ॥ ৯
নবঘন শ্যাম মহাপুরুষ লক্ষণ।
শ্রীবৎস কৌস্তভ গলে কমললোচন ॥ ১০
আজানুলম্বিত চারু ভুজ বিরাজিত।
পীতবাস পরিধান ভুবন পূজিত ॥ ১১
সেই মহাবৈরী আছে বিক্রমে বিশাল।
তার সনে যুদ্ধ গিঞা না কর বিচার ॥ ১২
এবোল শুনিঞা কাল যবন নৃপতি।
তিন কোটি ম্লেচ্ছ যবন সাজিল সংহতি ॥ ১৩
মথুরা বেড়িয়া রহে গড়ের বাহিরে।
বলভদ্র লঞা প্রভু কোন যুক্তি করে ॥ ১৪
এখন কাল যদুকুলে পরমাদ।
যবনে বেড়িল আসি মথুর সমাজ ॥ ১৫
কালি কিম্বা পরশ্ব আসিবে জরাসন্ধ।
তবে কোন উপায় করিব অনুবন্ধ ॥ ১৬
যবনের সঙ্গ যুদ্ধ করিতে থাকিব।
জরাসিন্ধু বেড়িয়া সকল হরি নিব ॥ ১৭
একেবারেই দেখি যদুকুলের সংহার।
এবোল বুঝিয়া কার রাখিতে প্রকার ॥ ১৮
দুর্গম স্থানেতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া।
প্রভু চলিলা সত্বরে সবারে লইয়া ॥ ১৯
সমুদ্র ভিতরে গড় দ্বাদশযোজন।
তার মাঝে পুরী নিরমিল বিলক্ষণ ॥ ২০
বিশ্বকর্ম্মা আনি কৈল অদ্ভুত আলয়।
শ্রুতিবাণী অগোচর কহিল না হয় ॥ ২১
রাজপথ উপপথ বিবিধ প্রকার।
বিবিধ প্রাচীর পুর অঙ্গন বাহার ॥ ২২

আকাশ পরশে হেম মন্দির শেখর।
স্ফটিক অট্টালী উচ্চতর পরে পর ॥ ২৩
ভ্রম করি নিনির্ম্মিত বিবিধ লক্ষণ।
কল্প ভ্রম কল্প লতা বন উপবন ॥ ২৪
বড় বড় ঘোড়াশালা আস্তরী আস্তরী।
রতন নির্ম্মিত তাতে কোঠা সারি সারি ॥ ২৫
মণিময় রতন শিখর বিলসিত।
তাহার উপরে হেম কুম্ভ বিরাজিত ॥ ২৬
মরকত স্থল বিনির্ম্মিত ক্ষিতিতল।
দেবতা মন্দির বিরাজিত থরে থর ॥ ২৭
রাজপুর মন্দির বিচিত্র স্থানে স্থান।
ব্রহ্মাদি দেবের অগোচর নিরমাণ ॥ ২৮
সুধর্ম্মা পাঠাঞা দিল দেব পুরন্দর।
পারিজাত সুরতরু প্রভুর গোচর ॥ ২৯
দিব্য দিব্য ঘোড়া দিল বরুণে সাজিয়া।
শ্বেতবর্ণ শ্যামবর্ণ ভূষণে ভূষিয়া ॥ ৩০
ধন পাঠাইয়া দিল অষ্ট মহানিধি।
লোকপাল সব দিল যার যে যে সিদ্ধি ॥ ৩১
যে কিছু সম্পদ হরি দিয়াছেন যারে।
তারা তাহা আনি দিল প্রভুর গোচরে ॥ ৩২
তবে কোন কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবান।
সকল মথুরা লোক আনি বিদ্যমান ॥ ৩৩
যোগবলে থুইল লঞা দ্বারকা ভিতরে।
আসিয়া দ্বারকাপুরে কোন যুক্তি করে ॥ ৩৪
অস্ত্র নাহি ধরে চারি ভুজ বিরাজিত।
পদ্মমালা গলে দোলে শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ॥ ৩৫
পুরীর বাহির হঞা দিলা এক লড়।
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম করে মহেশ্বর ॥ ৩৬
ভাগবত আচার্য্যের মধুর ভাষণ।
সুখে যেন ভাগবত শুনে সর্ব্বজন ॥ ৩৭

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে দুর্গ
নিবেশননাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫০ ॥

গৌরীরাগঃ।

তবে কাল যবন চিন্তিল অনুমানে।
পূর্ণচন্দ্র সম মহাপুরুষ লক্ষণে ॥ ১
শ্রীবৎস লক্ষণ উরে কৌস্তুভ ভূষণ।
মুদিত বদন শত পদ্ম বিলোচন ॥ ২

আজানুলম্বিত ভুজ চারি বিরাজিত।
মকর কুণ্ডলযুগ গণ্ড বিলোলিত ॥ ৩
এই বাসুদেব বিনে নহে আর জন।
নারদে কহিল যত দেখিল লক্ষণ ॥ ৪
অস্ত্র নাহি ধরে কৃষ্ণ পায়ে হাঁটি যায়।
আমার তরাসে প্রাণ রাখিয়া পলায় ॥ ৫
মুঞি অস্ত্র না ধরিব না চড়িব রথে।
ধাঞা গিঞা এখনি ধরিব এই মতে ॥ ৬
এতেক চিন্তিয়া কাল যবন সত্বরে।
পাছে পাছে ধায় কৃষ্ণ ধরিতে না পারে ॥ ৭
হাতে হাতে পড়ে পাছে আপনা দেখায়।
যোগেন্দ্র দুর্লভ কৃষ্ণ ধরিতে না পায় ॥ ৮
প্রবেশ করিল প্রভু পর্ব্বত গহ্বরে।
একাকী লুকাইলা ঘোর অন্ধকারে ॥ ৯
যবন প্রবেশ কৈল গুহার ভিতর।
দেখিল পুরুষ এক খট্টার উপর ॥ ১০
দুঃখ দিঞা আমাকে আনিলি এত দূরে।
সুখে শুঞা আছ তুমি খট্টার উপরে ॥ ১১
এতেক বলিয়া সেই ম্লেচ্ছ দুরাচার।
দৃঢ় করি দিল এক চরণ প্রহার ॥ ১২
জাগিয়া উঠিলা তবে পুরুষ প্রবর।
আঁখি মেলি চারিপাশে চাহেন সত্বর ॥ ১৩
সম্মুখে দেখিল দুষ্ট সেকাল যবন।
দৃষ্টিমাত্র হৈল তার ক্রোধ উৎপন্ন ॥ ১৪
ক্রোধানল জনমিল নয়ন যুগলে।
ভস্ম হৈল পুড়িয়া যবন কলেবরে ॥ ১৫
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া বিস্ময়।
কি নাম পুরুষ সেহ কাহার তনয় ॥ ১৬
বিশেষ কহহ মুনি শুনব সকল।
তবে ব্যাস সুত কহে শুন নৃপবর ॥ ১৭
ইক্ষ্বাকু বংশে জনমিল মান্ধাতা কুমার।
মুচকুন্দ নাম তার ধর্ম্ম অবতার ॥ ১৮
ধৃতব্রত সত্যব্রত ব্রহ্মণ্যপর।
আছিল নৃপতি এই পৃথিবী ভিতর ॥ ১৯
ইন্দ্র আদি সুরগণ আসিয়া সাধিল।
অসুর জিনিতে রাজা সুরপুরে গেল ॥ ২০
চিরকাল গেল তাঁর করিতে সংগ্রাম।
ক্রোধাবেশে না জানিল রাজা বলবান ॥ ২১

সেনাপতি কার্ত্তিক করিল অবশেষে।
রাজাকে রাখিল যুদ্ধ করি নিবারণে ॥ ২২
রহ রহ মুচকুন্দ না কর সংগ্রাম।
যুদ্ধ ত্যাজ কর তুমি ক্ষণেক বিশ্রাম ॥ ২৩
সুরগণ পালন কারণে এতকাল।
রাজপদ সুখ ভোগ নহিল তোমার ॥ ২৪
পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ বন্ধু সুতদার।
তারা কেহ নাহি কালে করিল সংহার ॥ ২৫
কালরূপী ভগবান সবার ঈশ্বর।
দেবের শকতি নাহি কালের উপর ॥ ২৬
কালে সৃজি কালে পালে কালে করে নাশ।
কালের অধীন জীব কালেতে বিনাশ ॥ ২৭
পশু রাখে শিশুপালে ইচ্ছা যদি যায়।
কেহ রাখে কেহ যেন ইচ্ছায় সংহারে ॥ ২৮
এইরূপ ক্রীড়া করে কাল মহেশ্বর।
যাকে রাখে যাকে হরে যার যেন কর্ম্ম ॥ ২৯
কালের উপরে নহে দেবের শকতি।
বুঝিয়া না কর খেদ শুন মহামতি ॥ ৩০
বর মাগ রাজা তুমি মুক্তিপদ বিনে।
মুক্তি দিতে পারে সবে এক নারায়ণে ॥ ৩১
সুরগণ বচন শুনিঞা নরেশ্বর।
দেবগণ সাক্ষাতে মাগিল এই বর ॥ ৩২
সুখে নিদ্রা যাই চিরকাল পরিশ্রমে।
এই বর সবে আমি মাগিব এখনে ॥ ৩৩
তবে সুরগণ তারে নিদ্রা বর দিয়া।
কহিল রাজার তরে সন্তোষ করিয়া ॥ ৩৪
সুখে শুঞা থাক তুমি পর্ব্বত গহ্বরে।
কোন মূঢ় গিঞা যদি জাগায় তোমারে ॥ ৩৫
তুমি দেখিলেহ ছার হৈবে তৎপর।
মহাভাগবত তুমি কহিল সাক্ষাৎ ॥ ৩৬
মুচকুন্দ রাজা তবে বিচারিল মনে।
অবতার করিব আপনে নারায়ণে ॥ ৩৭
কত কাল রাত আমি করিব শয়ন।
যাবত কৃষ্ণ সঙ্গে নহে দরশন ॥ ৩৮
ভকতের মনবাঞ্ছা করিতে পালন।
আপনে উপায় সেনা তাহার কারণ ॥ ৩৯
ভস্ম হঞা ছিল যদি ম্লেচ্ছ কুলনাশ।
আপন হইলা কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাত ॥ ৪০

সজল জলদ তনু পীতবাস পরে।
শ্রীবৎস লক্ষণ উরে বনমালা গলে॥ ৪১
চারি চতুর্ভুজ গলে কৌস্তুভ ভূষণ।
মকর কুণ্ডল দোলে রাজীবলোচন॥ ৪২
প্রভুর বদন চন্দ্র কোটি পরকাশ।
বৈজয়ন্তীমালা দোলে মদন বিলাস॥ ৪৩
মত্ত মহাসিংহ জিনি বিক্রমের সীমা।
অতুল লাবণ্য ধাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা॥ ৪৪
অঙ্গতেজে দশদিক কৈল পরসন্ন।
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল হইয়া প্রসন্ন॥ ৪৫
মহাতেজে দেখি রাজা সঙ্কোচ হৃদয়।
ধীরে ধীরে পুছে রাজা করিয়া বিনয়॥ ৪৬
হেথা কেনে আইলে তুমি কি নাম তোমার,
ঘোর মহাবনে কেনে তোমার সঞ্চার॥ ৪৭
পদ্মপত্র সমতুল দুখানি চরণ।
কণ্টক বিজন বনে হাঁট কি কারণ॥ ৪৮
তেজস্বীর তেজ যেন দেখি কলেবর।
কিবা চন্দ্র সূর্য্য তুমি বহ্নি পুরন্দর॥ ৪৯
তিন দেব দেবের প্রধান হেন নাথ।
সাক্ষাতে ঈশ্বর হেন এই মনে দেখি॥ ৫০
হরিলে সকল গিরি গুহা অন্ধকার।
চন্দ্র সূর্য্য জিনি তেজ প্রকাশ তোমার॥ ৫১
জন্ম কর্ম্ম নাম যদি কর মহাশয়।
কৃপা যদি কর মোরে দেহ পরিচয়॥ ৫২
ইক্ষাকুনৃপতি কুলে মোর উৎপত্তি।
মুচুকুন্দ নাম মোর জগতে খেয়াতি॥ ৫৩
যৌবনাশ্ব পুত্র মুঞি মান্ধাতা তনয়।
যোগ্য যদি হও তবে দিবে পরিচয়॥ ৫৪
চিরকাল জাগরণে শ্রমী হঞা ছিনু।
সে কারণে এতকাল ধরি নিদ্রা গেনু॥ ৫৫
কেবা আসি মোরে জাগাইল এতকালে।
সেই ভস্ম হৈল মোর নয়ন অনলে॥ ৫৬
হেন অবসরে তুমি দিলে দরশন।
তেজপুঞ্জধর মহাপুরুষ লক্ষণ॥ ৫৭
সহিতে না পারি তোমার তেজের প্রতাপ।
পুছিতে না পারি আর তোমার সাক্ষাত॥
এতেক বচন শুনি প্রভু গদাধর।
হাসিঞা রাজার তরে দিলেন উত্তর॥ ৫৯

মেঘনাদ গম্ভীর মধুরতর বাণী।
কহিতে লাগিলা তবে প্রভু চক্রপাণি॥ ৬০
জন্ম কর্ম্ম আমার নামের অন্ত নাঞি।
আমিহ কহিতে তার অন্ত নাহি পাই॥ ৬১
পৃথ্বীখানি ধূলা করি লাগিবারে পারে।
এত বড় কেহ যদি থাকয়ে সংসারে॥ ৬২
তবু ত গণিতে নারে নাম গুণ কর্ম্ম।
কত অবতার আমি কৈল যত জন্ম॥ ৬৩
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে থাকি যে সর্ব্বকাল।
কত নাম গুণ কর্ম্ম জনম আমার॥ ৬৪
সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা আদি ঋষি উৎপন্ন।
এ সব তাঁহারা কিবা জানিবে মরম॥ ৬৫
সংপ্রতি আমার জন্ম শুন নরেশ্বর।
ব্রহ্মা আদি দেবে স্তুতি করিল বিস্তর॥ ৬৬
পৃথ্বীর হরিতে ভার বসুদেব ঘরে।
জনম লভিনু আসি পুণ্য যদুকুলে॥ ৬৭
বাসুদেব করি লোকে বলে সেকারণে।
এইরূপ নাম ধরি নানা স্থানে॥ ৬৮
কালনেমি কংস হঞা জনমিঞা ছিল।
কংস আদি অসুর বিস্তর নিপাতিল॥ ৬৯
তোমার নিলয় তেজে দহিল যবন।
অনুগ্রহ কারণে আমার আগমন॥ ৭০
পূর্ব্বকালে প্রচুর করিলে আরাধন।
ভকত বৎসল আমি আইনু সেকারণ॥ ৭১
বর মাগ মহারাজা যাহা ইচ্ছা কর।
সর্ব্ব বর দিব আমি বিস্ময় না ধর॥ ৭২
আমার প্রপন্ন জন দুঃখ নাহি পায়।
বর মাগ নরেশ্বর যাহা মনে লয়॥ ৭৩
এ বোল শুনিঞা মুচকুন্দ নৃপবর।
গর্গবাক্য সঙরিল মনের ভিতর॥ ৭৪
জানিল সাক্ষাৎ সেই প্রভু ভগবান।
স্তুতি করে নরপতি মহামতিমান॥ ৭৫
বিমোহিত সর্ব্বলোক মায়ায় তোমার।
না ভজে পদারবিন্দ পঁচত্বে অসার॥ ৭৬
সুখ হেতু গৃহবাস করে মূঢ় জনে।
সুখলেশ নাহি তাতে দুঃখ মাত্র মনে॥ ৭৭
জগতের মাঝে সবে পুরুষ প্রধান।
বঞ্চিত পামর লোক মূঢ় অসেয়ান॥ ৭৮

কোটি কোটি জন্ম যার পুণ্য সুসঞ্চিত।
দুর্লভ মানুষ জন্ম লভে কদাচিত॥ ৭৯
তাতে অবিকল অঙ্গ পায় মূঢ় জনে।
না ভজে পদারবিন্দ অসত্য ধেয়ানে॥ ৮০
গৃহ অন্ধকূপে পড়ি মরয়ে কুমতি।
তৃণ লোভে কূপে যেন পড়ে পশুজাতি॥ ৮১
আমুক আনের কাল মুঞি বড় অন্ধ।
এতকাল ধরি কৈনু ব্যর্থ অনুবন্ধ॥ ৮২
রাজ অভিমানে মোর ব্যর্থ গেল কাল।
রাজ্যপদ সম্পদ বাড়িল অহঙ্কার॥ ৮৩
এ মোর পৃথিবী সুত বৃত্ত পরিজন।
এই সবে সতত চিন্তিনু অনুক্ষণ॥ ৮৪
যেন ঘটকুড্য এ সকল কলেবর।
তাতে রাজা হেন গর্ব্ব কৈনু নিরন্তর॥ ৮৫
তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ চতুরঙ্গ সেনা।
সাজিয়া বেড়াই কারেও না কৈনু গণনা॥
এই কৃত্য চিন্তায় না কৈনু অবধান।
বিবিধ বাসনা লোভে হৈনু সেয়ান॥ ৮৭
বিষয় লম্পট হঞা তোমা পাশরিনু।
অসত্য ধেয়ানে নাথ আপনা বাঞ্চিনু॥ ৮৮
তুমি কালরূপী আছ সতত জাগিয়া।
হেলেকে ফেলবে তুমি সংহার করিয়া॥ ৮৯
কনকনির্ম্মিত রথে পূর্ব্বে চাড়ল।
মত্ত মতঙ্গজ কান্ধে চাড়য়া বসিল॥ ৯০
নরদেব হেন নাম ধরেক কলেবর।
অন্তকালে হৈল বিষ্ঠা ক্রিমি ভস্মময়॥ ৯১
পৃথিবী জিনিঞা সে বসিনু রাজাসনে।
রাজচক্রবর্ত্তী হঞা রহিনু আপনে॥ ৯২
সংগ্রাম করিতে কার না রাখিনু বল।
নারে ক্রীড়া মৃগ হৈনু শরীর ভিতর॥ ৯৩
যদি বল যজ্ঞদান পুণ্য তপ কর।
শুভ কর্ম্ম করি তুমি স্বর্গবাসে চল॥ ৯৪
তার কথা নিবেদিব চরণে তোমার।
স্বর্গবাসে হেলেও না ছুটে অহঙ্কার॥ ৯৫
নানা কর্ম্ম করে লোক বিবিধ যতনে।
মহাতপ করি করে শরীর শোধনে॥ ৯৬
সকল ভোগ ত্যাগ করে ভোগের কারণ।
ভোগের আশায় করে শ্রদ্ধা সমর্পণ॥ ৯৭
তবে তার স্বর্গবাস হয় পুণ্যফলে।
স্বর্গ সুখ ভোগ তবে করে নানা রসে॥ ৯৮
তবে ইন্দ্র হৈতে তৃষ্ণা বাড়ে আর বার।
সুখ নহে দুঃখময় এ মিছু সংসার॥ ৯৯
যখনে যাহার হৈবে ভব বিমোচন।
তখনে তাহার হয় সাধু সমাগম॥ ১০০
সাধু সঙ্গ মাত্র যার হয় সেই দিনে।
তোমার চরণে মতি হয় সেই ক্ষণে॥ ১০১
এই অনুগ্রহ মোরে কৈলা দয়াময়।
রাজ্যপদ গেল মোর ভোগের উদয়॥ ১০২
আখণ্ড পৃথিবীপতি তক্ষরাজগণ।
পরিচর্য্যা করি করে একান্ত ভজন॥ ১০৩
বনেতে প্রবেশ তাঁরা করিবার তরে।
যে রাজ্য ত্যজিতে বাঞ্ছা করে নিরন্তরে॥
হেন রাজ্যপদ মোর গেল অনায়াসে।
এতেকে জানিনু কৃপা করিলে বিশেষে॥
বর মাগি যারে নাথ যে তুমি বলিলে।
বুঝিতে তুতো চিত্তে পরীক্ষা করিলে॥১০৬
তোমার পদারবিন্দ সেবা পরিহরি।
আন বর নাহি মাগো শুনহ শ্রীহরি॥ ১০৭
হেন কোন পণ্ডিত আছয়ে ত্রিভুবনে।
কৈবল্য সম্পদদাতা করি আরাধনে॥ ১০৮
আপনার বন্ধন মাগিয়া নিব বর।
হেন কে আছয়ে নাথ জগতে বর্ব্বর॥ ১০৯
ত্যজিয়া সকল বর আপন বন্ধন।
তোমার চরণে নাথ লইনু শরণ॥ ১১০
চিরদিন ধরি মুঞি দুঃখে জর জর।
নানা অনুতাপে মোর দহে কলেবর॥ ১১১
কদাচিৎ শান্তি মোর নহিল হৃদয়।
ছয় রিপু দেহে তাহা পুষ্টি নাহি হয়॥ ১১২
অভয় পদারবিন্দ শোক বিবর্জ্জিত।
শুদ্ধ সত্ত্বময় সর্ব্ব ত্রিদেব বন্দিত॥ ১১৩
জানিঞা শরণ লৈনু চরণে তোমার।
এ ভব যাতনা যেন নহে আর বার॥ ১১৪
জানিঞা তুতোর বাণী প্রভু দয়াময়।
তুষ্ট হঞা বলে হাস তবে মহাশয়॥ ১১৫
হও সার্ব্বভৌম তুমি নরাধিপতি।
যার লোভে তোমায় চঞ্চল দেখ মতি॥১১৬

হেন কোন নারী আছে কুলশীলবতী।
সকল লাবণ্য ধাম তুমি হেন পতি ॥ ৬৫
না বরিব অন্য বরে রাখি নিজ মান।
হেন নারী নাহি নরসিংহ ভগবান ॥ ৬৬
মুঞি তোমার বিনু অখিল লোকপাল।
আত্মা সমর্পণ কৈনু চরণে তোমার ॥ ৬৭
বুঝিয়া করিবে নাথ যে হয় উচিত।
আপনে সকল জান পরম পণ্ডিত ॥ ৬৮
পুরুষ সিংহের ভোগ মুঞি এক নারী।
শিশুপালে আসি মোরে লঞা যায় হরি ॥
জম্বুক সিংহের ভোগ যেন লঞা যায়।
বুঝিয়া করহ নাথ ইহার উপায় ॥ ৭০
যত পুণ্য কৈনু আমি জন্ম জন্মান্তরে।
দান ব্রত তপ যজ্ঞ বিবিধ প্রকারে ॥ ৭১
দেব গুরু আরাধন ব্রাহ্মণ সেবন।
জগনাথ বিষ্ণে সব কৈনু সমর্পণ ॥ ৭২
যদি আরাধিয়া থাকি চরণে তোমার।
আপনে আসিয়া মোরে লবে একবার ॥৭৩
তুমি পাণিগ্রহণ করিবে দয়াময়।
দুষ্ট নৃপগণ যেন সন্নিধান নয় ॥ ৭৪
কল্য মোর বিবাহের আছে সমাগম।
শীঘ্র তুমি আইস সৈন্য করিয়া সাজন ॥ ৭৫
গোপতে আসিবে তুমি দেখিবার ছলে।
বিপক্ষ জনেতে যেন লখিতে না পারে ॥ ৭৬
শিশুপাল জরাসিন্ধু বল বিচারিয়া।
অলখিতে তুমি মোরে লইবে হরিয়া ॥ ৭৭
রাক্ষস বিবাহে মোরে কর পরিণয়।
বীর্য্য শুল্ক হরিলে তিলেক দোষ নয় ॥ ৭৮
যদি বল কন্যা তুমি থাক অন্তঃপুরে।
বন্ধুগণ না মারিবে হরিবে আমারে ॥ ৭৯
কিরূপে এ সব হয় কার্য্যের ঘটনা।
তাহাতে আছয়ে নাথ উত্তম মন্ত্রণা ॥ ৮০
কুলদেব যাত্রা আছে বিভায় পূর্ব্ব দিন।
পুরের বাহিরে হয় কন্যার গমন ॥ ৮১
দুর্গাদেবী আরাধনা কুলের বিধানে।
অবশ্য যাইব আমি বাহির উদ্যানে ॥ ৮২
তথনে হরিঞা তুমি লহ অলখিতে।
সকল গোচর নাথ তোমার সাক্ষাতে ॥ ৮৩
যার পাদপদ্ম নাথ মহা মহা জনে।
বাঞ্ছয়ে পার্ব্বতীপতি আদি যোগীগণে ॥ ৮৪
হেন প্রভুর চরণ পরশ আশা তেজে।
সে কেনে উত্তম নারী যদি আন ভজে ॥ ৮৫
যদি নাথ তোমার চরণ কৃপালয়।
ব্রত করি শরীর সুধীর অতিশয় ॥ ৮৬
শত এ জনম ধরি ত্যজিমু জীবন।
যাবত পদারবিন্দ নহে দরশন ॥ ৮৭
এই নিবেদন কৈনু তোমার চরণে।
যে হয় উচিত নাথ করিবে আপনে ॥ ৮৮
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা।
কৃষ্ণ গুণ শুন ভাই কৃষ্ণে ধরি আশা ॥ ৮৯

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে রুক্মিণ্যু-
দ্বাহে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫২ ॥

শুক মুনি কহে রাজা শুন পরীক্ষিত।
লক্ষ্মী নারায়ণ পুণ্য পবিত্র চরিত ॥ ১
বৈদর্ভীর পত্র যদি পড়িল ব্রাহ্মণ।
শুনিঞা বলেন তবে দেব জনার্দ্দন ॥ ২
হাতে হাত ব্রাহ্মণের ধরিয়া শ্রীহরি।
হাসিয়া উত্তর তবে দিল বনমালি ॥ ৩
আমার তাঁহাতে চিত্ত নিদ্রা নাহি যাই।
তাহার চিন্তায় আমি সন্তোষ না পাই ॥ ৪
কন্যা দিতে অঙ্গীকার কৈল বন্ধুগণে।
রুক্মদ্বেষ করি তাহা কৈল নিবারণে ॥ ৫
আনিব রুক্মিণী আমি নৃপগণ জিনি।
দারুকে আনিয়া আজ্ঞা দিল চক্রপাণি ॥ ৬
ঝাট করি রথ আন করিয়া সাজন।
সাজিল দারুক রথ গরুড় বাহন। ৭
মেঘ পুষ্প বলাহক সৈন্য সুগ্রীব।
চারি ঘোড়া মহাবেগ অতি সুললিত ॥ ৮
আনিল সাজিয়া রথ দারুক সারথী।
করযোড় করিয়া দাণ্ডায় মহামতি ॥ ৯
ব্রাহ্মণে তুলিয়া রথে উঠিল শ্রীহরি।
রাতারাতি আইল কৃষ্ণ বিদর্ভনগরী ॥ ১০
সে রাজা কৌণ্ডিন্য পতি পুত্রবশ হয়া।
কন্যা দিব শিশুপালে নিশ্চয় করিয়া ॥ ১১
বিবাহ মঙ্গল কর্ম্ম করায় আপনে।
সব পরাক্রম করে পুরী নির্ম্মাণে ॥ ১২

রাজ পথ পুর পথ করিয়া শোধন।
সর্ব্বত্র করায় দধি চন্দন সেচন॥ ১৩
বিচিত্র তোরণে পুর অলঙ্কৃত।
চত্বরে চত্বরে কৈল বিতান মণ্ডিত॥ ১৪
পতাকা মালা মনোহর বিরজ বসন।
দিব্য বেশ ধরে পুর নর নারীগণ॥ ১৫
বিচিত্র মন্দির পুর মধুপে ধূপিত।
দেবপিতৃ অর্চ্চন বিধান নিয়মিত॥ ১৬
বিবিধ ব্রাহ্মণগণ করাঞা ভোজন।
শুভকালে কৈল স্বস্তি মঙ্গলাচরণ॥ ১৭
শীতল সুগন্ধি জলে করাইল স্নান।
কৌতুকে মঙ্গল কৈল অঙ্গ নির্ম্মাণ॥ ১৮
বিচিত্র বসন যুগ পরাইল রঙ্গে।
ভূষিয়া আনিল কন্যা দিব্য মহারঙ্গে॥ ১৯
বেদ মন্ত্রে মধুরক্ষা কৈল দ্বিজগণে।
পুরোহিত গৃহ যজ্ঞ কৈল হুতাশনে॥ ২০
দ্বিজগণে দিল রাজা রজত বসন।
গুড় মিশ্রীকৃত তৈল হিরণ্য ভূষণ॥ ২১
বেদশাস্ত্র আদি রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম জানে।
বিবিধ দক্ষিণা দিল দিব্য ধেনুগণে॥ ২২
এইরূপে দমঘোষ শিশুপাল আনি।
সকল মঙ্গল কর্ম্ম কৈল তত্ত্ব জানি॥ ২৩
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি কৈল স্বস্ত্যয়ন।
পূজিল ব্রাহ্মণগণ দিঞা মহাধন॥ ২৪
মদমত্ত গজ ঘোড়া পবন সঞ্চার।
কাঞ্চন নির্ম্মিত রথ করি পাটোয়ার॥ ২৫
চতুরঙ্গ দলে করি সেনার সাজন।
বিবিধ যৌতুক গতি মঙ্গল বাজন॥ ২৬
চলিল কৌণ্ডিন্যপুরী রাজা চেদীপতি।
পাত্র মিত্র পুরোহিত চলিল সংহতি॥ ২৭
সাজিয়া ভীষ্মক রাজা গেল কত দূরে।
পূজিয়া আনিল দমঘোষ নিজপুরে॥ ২৮
থুঞা ছিল দিব্য পুরী করি নির্ম্মাণ।
তাঁতে লঞা রহিতে তাহারে দিল স্থান॥ ২৯
শাল্ব জরাসিন্ধু দন্ত বক্র আদি করি।
শিশুপাল পক্ষ যত নৃপতি কেশরী॥ ৩০
সকলে সাজিয়া আইল চতুরঙ্গ সেনা।
কদাচিৎ আসি কৃষ্ণ যদি দেয় হানা॥ ৩১

সবে মেলি তার সঙ্গে করিব সংগ্রাম।
হারিয়া পালাবে কৃষ্ণ পাঞা অপমান॥ ৩২
এইরূপে নিশ্চিত করিল নৃপগণে।
আসিয়া ভুঞ্জিল পুরে রহে স্থানে স্থানে॥ ৩৩
বলভদ্র শুনিল বিপক্ষ নৃপগণে।
সাজিয়া চলিল তবে বিবাদ কারণে॥ ৩৪
একেশ্বর গেলা কৃষ্ণ কন্যা হরিবারে।
পাছে তাতে কোন আসি পরমাদ করে॥
মহা সৈন্য সাজিয়া ঠাকুর হলধর।
ত্বরিতে চলিয়া গেলা বিদর্ভ নগর॥ ৩৬
বৈদর্ভী ভীষ্মক সুতা চিন্তে মনে মনে।
হয় বা না হয় দেখা কৃষ্ণ আগমনে॥ ৩৭
এতক্ষণে না হইল কৃষ্ণের আগমন।
না জানি কি আছে মোর অদৃষ্টে লিখন॥
সবে একদিন আছে বিবাহ অবধি।
অরবিন্দলোচন না আইল গুণনিধি॥ ৩৯
না জানি কি আছে মোর কপালে লিখনে।
ব্রাহ্মণ পাঠাই গেলা আইল এতক্ষণে॥ ৪০
কিংবা বুঝি কুৎসিত জানিঞা কার স্থানে।
ঘৃণা করি প্রভু না আইলা তেকারণে॥ ৪১
মোর পাণিগ্রহণে করিয়া অপমান।
উপেক্ষা করিয়া না আইল ভগবান॥ ৪২
বিধি মোর বাম প্রতিকূল্য মহেশ্বর।
বিমুখী পার্ব্বতী দেখি না আইলা যদুবর॥
এইরূপে চিন্তিতে রহিলা নিরন্তর।
নিবারিতে না পারে আঁখির পড়ে জল॥
সময় বুঝিয়া চই বুজিল নয়ন।
না বহে আঁখির জল করে সমাধান॥ ৪৫
বামনেত্র বাম ভুজ বাম উরুস্থান।
হেন কালে স্ফুরিত বাড়িল অনুরাগ॥ ৪৬
ব্রাহ্মণ পাঠাঞা দিল প্রভু ভগবান।
হেনকালে আইল দ্বিজ দেবী বিদ্যমান॥ ৪৭
প্রসন্ন বদন বিপ্র দেখিয়া রুক্মিণী।
সেইক্ষণে জানিল কার্য্য সিদ্ধি অনুমানি॥ ৪৮
কহিল ব্রাহ্মণ দেব দৈবকীনন্দন।
হেথাতে আসিয়া তেঁহো হৈলা উপসন্ন॥ ৪৯
কহিল তোমাকে সত্য বচন বিশেষ।
অবশ্য তোমাকে হরি নিব হৃষীকেশ॥ ৫০

এ বোল শুনিঞা দেবী হরষিত চিত্ত।
আনন্দে পূরণ হন ভীষ্মক দুহিতা ॥ ৫১
ব্রাহ্মণের ভাগ্য সীমা দিতে নাহি আর।
মহাদেবী রুক্মিণী করিলা নমস্কার ॥ ৫২
উৎসব দেখিতে রাম কৃষ্ণ আগমন।
শুনিঞা বিদর্ভ রাজা হরষিত মন ॥ ৫৩
পূর্ব্বে করিয়াছিল দিব্য মহাপুরী।
তাহাতেই আনিঞা থুইল ভক্তি করি ॥ ৫৪
রাম বসাইল দিব্য সিংহাসনে।
পূজিল সকল সৈন্য বিবিধ বিধানে ॥ ৫৫
যত নৃপগণ আইল বিদর্ভনগরে।
যার যেন যোগ্য পূজা কৈল নৃপবরে ॥ ৫৬
কৃষ্ণ আগমন যদি শুনে পুরজনে।
আসিয়া দেখিল কৃষ্ণে আনন্দ নয়নে ॥ ৫৭
এই সে রুক্মিণী যোগ্য সমোচিত পতি।
ইহার সেই সে যোগ্য ভার্য্যা গুণবতি ॥ ৫৮
আমি সবে যত পুণ্য কৈনু জন্মান্তরে।
সকল অর্পিনু দেব চরণ যুগলে ॥ ৫৯
তুষ্ট হঞা বর দেও দেব মহেশ্বর।
রুক্মিণীর পতি যেন হয় যদুবর ॥ ৬০
এইরূপ জনে জনে কহে স্থানে স্থানে।
শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখি নিশ্চল লোচনে ॥ ৬১
হেনকালে আইলা কন্যা পুরের বাহিরে।
মহাভাটগণ বেড়ি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৬২
চলিলা অম্বিকাপুর সুললিত গতি।
পূজিতে পার্ব্বতী দেবী করিয়া ভকতি ॥ ৬৩
মুকুন্দ পদারবিন্দ হৃদয়ে ধেয়ায়।
অপরূপ গতি ভঙ্গী ধীরে ধীরে যায় ॥ ৬৪
মৌনব্রত ধরে দেবী দ্বিজ পত্নীগণে।
চৌদিগে বেড়িল তবে সখি পরিজনে ॥ ৬৫
রাজপক্ষ মহাশূর বিক্রমে বিশাল।
খড়্গ তুলি ধায় তারা দিব্য পাটোয়ার ॥ ৬৬
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন আওয়ান।
দিব্য বেশ নব নারী মধুর যোগান ॥ ৬৭
দিব্যবেশ বেশ্যাগণ লঞা উপহার।
সহস্র সহস্র তারা যোগান সুসার ॥ ৬৮
গন্ধ মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার সুরঞ্জিত।
দ্বিজপত্নীগণ কৈল চৌদিগ বেষ্টিত ॥ ৬৯

এইরূপে চলি গেলা চণ্ডিকা সদনে।
হস্তপদ প্রক্ষালন কৈল আচমনে ॥ ৭০
তবে প্রবেশিলা দেবী মন্দির ভিতরে।
প্রণাম করিল দেবী চরণ কপালে ॥ ৭১
বৃদ্ধ দ্বিজ পত্নীগণে পূজায় পার্ব্বতী।
বন্দনা করায় তারা দুর্গা-ভগবতী ॥ ৭২
পড়িয়া অম্বিকা মন্ত্র করায় বন্দনা।
হর সহ কৈল দেবী গৌরী আরাধনা ॥ ৭৩
ধূপদীপ বসন ভূষণ উপহার।
আতপতণ্ডুল ফল বিবিধ সম্ভার ॥ ৭৪
নবনী পিষ্টক কণ্ঠ সূত্র ইক্ষুদণ্ড।
বিবিধ তাম্বূল ফল দিয়া গুড় খণ্ড ॥ ৭৫
পূজা পার্ব্বতী দ্বিজ পত্নী পতিব্রতা।
প্রণাম করায় বিধি বিধান পণ্ডিতা ॥ ৭৬
আশীর্ব্বাদ করিয়া নির্ম্মাল্য দিল শিরে।
মঙ্গল আচার কৈল কুল অনুসারে ॥ ৭৭
পূজিয়া রুক্মিণী দেবী দুর্গা-ভগবতী।
বরমাগে কৃষ্ণ যেন হয় মোর পতি ॥ ৭৮
যদি তুষ্ট হও মোরে পার্ব্বতী শঙ্কর।
বসুদেব সুত কৃষ্ণ হউক মোর বর ॥ ৭৯
এই বর মাগি কৈল দণ্ড পরণাম।
হৃদয়ে গোবিন্দ পদ কৈল পরিধান ॥ ৮০
দ্বিজপত্নীগণের কৈল চরণ বন্দন।
মৌনব্রত ত্যজি কৈল পুন আগমন ॥ ৮১
রতন অঙ্গুরী বিরাজিত বামকর।
ধরিলা ধাত্রীর কান্ধে গমন মন্থর ॥ ৮২
স্বয়ম্বর স্থানে দেবী কৈল আগমন।
কিবা দেব মায়া আসি দিল দরশন ॥ ৮৩
ধীর বিমোহিনী দেবী পরম রমণী।
স্খলিত মধুর গতি ললিত গমনী ॥ ৮৪
স্তন বিনিহিত তনু বসন বিলাস।
কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড মধুস্মিত হাস ॥ ৮৫
কুঞ্চিত কুন্তল বিলম্বিত বনমালা।
কটিতটে বিনিহিত রতন মেখলা ॥ ৮৬
শ্যামকলেবর বিরাজিত পীতবাস।
ঘননবঘনে যেন তড়িত বিলাস ॥ ৮৭
বিম্বফল অধর সুন্দর দন্ত পাঁতি।
কলহংস গমন চলন বহুভাঁতি ॥ ৮৮

পদযুগে বিরাজিত শিঞ্জিত নপুর।
সদচ্ছ কটাক্ষ গতি চলন সুধীর ॥ ৮৯
দেখিয়া সুন্দরী যত রাজার কুমার।
মহাবীর মহাবল মহাবংশ তার ॥ ৯০
হেন সব বীরগণ হঞা বিমোহিত।
ভূমিতে পড়িলা কাম শরে জর্জরিত ॥ ৯১
গজস্কন্ধে নরপতি আছিল বিস্তর।
আছিল বিস্তর বীর রথের উপর ॥ ৯২
যতেক আছিল বীর তুরঙ্গ বাহনে।
মুরছিয়া ভূমিতে পড়িল সর্ব্বজনে ॥ ৯৩
খসিল হাতের অস্ত্র হরিল চেতন।
ভূমিতলে পড়িল সকল বীরগণ ॥ ৯৪
ধীরে ধীরে যায় দেবী চরণ চালিয়া।
কৃষ্ণ আগমন পথ চাহেন হাসিয়া ॥ ৯৫
বামকর পদ্মে অলকা বলি তুলি।
কটাক্ষে নৃপতিগণ চাহি। সুন্দরী ॥ ৯৬
হেনকালে দেখিল অদ্ভুত নিজপতি।
আপনে উঠিতে রথে চিন্তিল সুমতি ॥ ৯৭
তবে কৃষ্ণ হরিয়া তুলিয়া রথোপরে।
বিপক্ষ নৃপতিগণ চারিদিকে হেরে ॥ ৯৮
গরুড় লাঙ্গুল রথে তুলিয়া সুন্দরী।
চলিলা দ্বারকা পথে পুলক কেশরী ॥ ৯৯
সিংহভাগ হরে যেন শৃগাল মণ্ডলে।
হরিয়া রুক্মিণী দেবী চলে কুতূহলে ॥ ১০০
সৈন্য লঞা তাঁর পাছে ধায় হলধরে।
দেখিয়া নৃপতিগণ জ্বলিল অন্তরে ॥ ১০১
জরাসিন্ধু আদি যত নৃপতি সকল।
সবে বলে ধিক্ ধিক্ জনম বিফল ॥ ১০২
বিদ্যমানে গোপে হরি নিল বিক্রমে।
সিংহের ভিতরে যেন শৃগাল বিক্রম ॥ ১০৩
শ্রীযুত শ্রীগদাধর পদযুগ ধ্যান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ১০৪

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে রুক্মিণী
হরণনাম ত্রয়পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫৩॥

সিন্ধুড়ারাগঃ।

মুনি বলে শুন রাজা তার বিবরণ।
ক্রোধ করি ডাকিল সকল নৃপগণ ॥ ১
নিজ নিজ রথে সৈন্য সাজিল বিশাল।
বিক্রম করিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ॥ ২
ধাইল নৃপতিগণ করিয়া সাজন।
যদুদেব রহিলা দেখিয়া নৃপগণ ॥ ৩
যত সেনাপতিগণ হৈল আগুয়ান।
দেখিয়া নৃপতিগণ যোড়ে চোখবাণ ॥ ৪
শর বরিষণ করে সৈন্যের উপরে।
মেঘ বরিষণ যেন পর্ব্বত শিখরে ॥ ৫
রথের উপরে বিন্ধে রথের সারথী।
গজের উপরে বিন্ধে মহানরপতি ॥ ৬
তুরঙ্গ উপরে কত বিন্ধে আসোয়ার।
শর বরিষণ করি কৈল অন্ধকার ॥ ৭
সকল যাদবগণ আচ্ছাদিল শরে।
দেখিয়া রুক্মিণী চাহে দেবী গদাধরে ॥ ৮
হাসিয়া গোবিন্দ বলে না করিহ ভয়।
এখনি বিপক্ষ সৈন্য সব হৈবে ক্ষয় ॥ ৯
গদবলভদ্র আদি সেনাপতিগণে।
রিপু পরাক্রম দেখি ক্রোধ হৈল মনে ॥ ১০
আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
যুড়িল ধনুকে বাণ পবনে সঞ্চার ॥ ১১
কাটিয়া ঘোড়ার মুণ্ড সারথির শির।
ভূমিতে লোটায় কত বীরের শরীর ॥ ১২
ধনুর্ব্বাণ গদা খড়্গ গড়াগড়ি যায়।
বীরের মুকুট পাগ ভূমিতে লোটায় ॥ ১৩
সৈন্য কাটা গেল দেখি যত নৃপবর।
যুদ্ধ ছাড়ি গেল সবে হারিয়া সমর ॥ ১৪
হতভাগ্য শিশুপাল চিন্তিল অন্তরে।
ভূমিতে বসিয়া আছে হঞা হতনারে ॥ ১৫
তাহার নিকটে গিঞা যত নৃপগণ।
সাত্বাইয়া প্রবোধিল মধুর বচন ॥ ১৬
শুন শুন মহাবীর বিষাদ না কর।
বীর হঞা তুমি কেনে মনে দুঃখ ধর ॥ ১৭
প্রিয়া প্রিয় সুখ দুঃখ অদৃষ্ট ঘটনা।
কভু হারি জেতে জিনি বিধির যোজনা ॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি সব নৃত্য করি।
কুহকে নাচায় যেন কাষ্ঠের পুতলী ॥ ১৯
ঈশ্বর অধীন সব জানহ সংসার।
ঈশ্বর নির্ম্মিত সুখ দুঃখ ব্যবহার ॥ ২০

তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
অষ্টাদশ বার আমি কৈনু মহারণ ॥ ২১
হারিয়া সকল যুদ্ধ আইনু বারেবার।
সবে এক যুদ্ধে আমি না জিনি তাহার ॥ ২২
তথাপি না করি শোক না করি হরিষ।
তাল কর্ম্ম অদৃষ্টে করায় বিপরীত ॥ ২৩
সহজে অমরলোক বহুগণে বলি।
তাহাকে সহায় তার গোপজাতি হরি ॥ ২৪
এই বড় অপমান তার সহে রণ।
তাতে আমি সব হারি বিধি বিড়ম্বন ॥ ২৫
এক এক বীরে পৃথ্বী জিনিবারে পারে।
হেন বীর গোয়ালার যুদ্ধে গিয়া হারে ॥ ২৬
এখনে জিনিল তার অদ্ভুত প্রধান।
গোপকে জিনিবে তাতে কোন বড় জ্ঞান ॥
শুভকালে আমি সবে জিনিবে ইঙ্গিতে।
এখনে উচিত নহে বিষাদ করিতে ॥ ২৮
জরাসন্ধ আদি করি যত নৃপগণে।
শিশুপালে প্রবোধিল একেক বচনে ॥ ২৯
যে কিছু রহিল সৈন্য রণ অবশেষ।
তাহা লঞা নৃপগণ গেল নিজ দেশ ॥ ৩০
রুক্ম ক্রোধে কম্পমান সহিতে না পারে।
প্রতিজ্ঞা করিল তবে সবার ভিতরে ॥ ৩১
কৃষ্ণ না মারিয়া যদি না আনি রুক্মিণী।
না আসিব নিজ পুরে মোর সত্যবাণী ॥ ৩২
একেক বলিয়া বীর কৈল শরাসন।
অঙ্গেতে করিল বীর বিচিত্র কাঁচন ॥ ৩৩
এক অক্ষৌহিণী সেনা সাজিল বাছিয়া।
চলিল ভীষ্মক সুত প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥ ৩৪
রথের উপরে বীর চড়িল সত্বরে।
ডাকিয়া বলেন তবে সারথীর তরে ॥ ৩৫
শুনরে সারথী রথ চালহ সত্বর।
শীঘ্র লঞা যাহ গোপী কৃষ্ণের গোচর ॥ ৩৬
গোপজাতি হঞা তার এত অহঙ্কার।
ভগিনী হরিয়া লয়ে অগ্রেতে আমার ॥ ৩৭
আজি দর্প তার মুঞি করিব সংহার।
তবে জানি আমার বচন চমৎকার ॥ ৩৮
ডাকিতে ডাকিতে বীর আর এক রথে।
রহ রহ আরে কৃষ্ণ যাইবে কোন পথে ॥ ৩৯

একোল বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
তিন গোটা বাণ তাতে যুড়িল বিশাল ॥ ৪০
ডাকিয়া বলেন তবে ভীষ্মক তনয়।
রহ কৃষ্ণ আজি তোর ফলিবে সংশয় ॥ ৪১
রহ রহ অনেক পলাঞা যাবে কতি।
বহুকুলে কলঙ্ক রাখিলে মন্দমতি ॥ ৪২
কাকে যেন হরিয়া আপন যজ্ঞভাগ।
ভগিনী হরিয়া মোর নিবে হেন সাধ ॥ ৪৩
কপট করিয়া তুঞি জিনিল সংগ্রাম।
আজি তোর করিব উচিত অপমান ॥ ৪৪
যাবৎ কাটিয়া তোর প্রাণ নাহি লবো।
তাবৎ ভগিনী দেহ প্রাণ রক্ষা কর ॥ ৪৫
শুনিঞা তাহার বাণী হাসে ভগবান।
বাম হস্ত দিঞা কৃষ্ণ তোলে ধনুখান ॥ ৪৬
একেবারে বাছিয়া যুড়িল চোখবান।
ছয়বাণে কাটিল ধনুক ছয়খান ॥ ৪৭
অষ্টবাণে কৃষ্ণের বিন্ধিল অষ্টস্থানে।
চারি ঘোড়া বিন্ধিয়া মারিল চারিবাণে ॥ ৪৮
দুই বাণে সারথীর হরিল পরাণ।
তিন বাণে ধ্বজ কাটি কৈল খান খান ॥ ৪৯
আর এক ধনু বীর তুলিল বাছিয়া।
পঞ্চবাণ যোড়ে তাতে সন্ধান পুরিয়া ॥ ৫০
কৃষ্ণের উপরে বাণ করিল সন্ধান।
হেনকালে ধনুখান কাটিল তাহার ॥ ৫১
তবে আর ধনু লৈল কাটিল শ্রীহরি।
তবে আর বিশাল মুষল লৈল তুলি ॥ ৫২
কাটা গেল মুষল তুলিল পট্টিশান।
কাটিয়া গোবিন্দ কৈল তিল পরিমাণ ॥ ৫৩
তবে শূল তুলি আর খড়্গ চর্ম্ম ধরে।
শক্তিশেল শর বীর হেলে মারে ॥ ৫৪
যত যত অস্ত্র তোলে করিয়া সন্ধান।
লীলায় সকল অস্ত্র কাটে ভগবান ॥ ৫৫
রণে টিকতে নারে তবে খড়্গ চর্ম্ম হাতে।
ধাঞা আর দুরাচার কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥ ৫৬
খড়্গ তুলি ধায় বীর মারিবার তরে।
পতঙ্গ মরিতে যেন ধাইল অনলে ॥ ৫৭
তবে কৃষ্ণ ধনুকেতে যুড়ি চোখবান।
খাণ্ডাঢাল কাটি কৈল তিল পরমান ॥ ৫৮

ক্রোধ করি খড়্গ লয় কাটিবার মনে।
দেখিয়া দেবকী ধরিল চরণে ॥ ৫৯
দেব দেব যোগেশ্বর অধম বেহার।
না মারিহ ভাই মোর রাখ এইবার ॥ ৬০
ত্রাসেতে কম্পিত অঙ্গ শুখায় বদন।
খসিল বসন কেশ না সরে বচন ॥ ৬১
চরণে ধরিয়া দেবী বলে প্রিয়বাণী।
দেখিয়া দেবীর দুঃখ বলে চক্রপাণি ॥ ৬২
ফেলিয়া হাতের খড়্গ প্রভু দয়াময়।
বস্ত্র দিঞা নির্য্যাসে বান্ধিল দুরাশয় ॥ ৬৩
বীর আভরণ তার সব কৈল দূর।
ঠাঞি রাখিয়া মুণ্ডন দাড়ি চুল ॥ ৬৪
হেনকালে বলদেব সঙ্গে বীরগণে।
রুক্মের যতেক সৈন্য কৈল নিপাতনে ॥ ৬৫
আসিয়া দেখিল তবে রুক্মের দুর্গতি।
চারিদিকে বেড়িয়া রহয়ে সেনাপতি ॥ ৬৬
বন্ধন খসাঞা আর বলভদ্র রায়।
হেন কি কুৎসিত কর্ম্ম করিতে যুয়ায় ॥ ৬৭
বলিল কৃষ্ণকে কিছু ভর্ৎসিয়া বিশেষ।
কেনে হেন অপকর্ম্ম কৈলা হৃষীকেশ ॥ ৬৮
বন্ধুজন মুণ্ডন মরণ সমতুল।
তুমি হঞা কেন হবে কৈলে এহদূর ॥ ৬৯
তবে রুক্মিণীর তরে বলে যদুপতি।
ক্রোধ না করিহ তুমি কুলবতী সতী ॥ ৭০
সুখদুঃখ কেহ কারে দিতে নাহি পারে।
সর্ব্বজীব নিজ নিজ কর্ম্মভোগ করে ॥ ৭১
বধ যোগ্য হয় যদি নিজ বন্ধু জন।
তবু তারে বধ না করিবে অকারণ ॥ ৭২
তার দোষে বধিয়ে তাহাকে পরিত্যাগ।
মরা যদি মারিয়ে তবে কিবা কার্য্যলাভ ॥ ৭৩
কিন্তু ক্ষত্র কুলধর্ম্ম ব্রহ্মার নির্ম্মাণ।
ভাই হঞা ভাই বধ করি বিত্তমান ॥ ৭৪
রাজ্য বৃত্তি ভূমি সম্পদ কারণে।
একে এক করিয়া মারয়ে অভিমানে ॥ ৭৫
বিষ্ণু মায়া কল্পিত অজ্ঞান মায়াময়।
শত্রুমিত্র নিজপর নানা বুদ্ধি হয় ॥ ৭৬
এক আত্মা সীমা ভেদ দেখি মূঢ়জনে।
এক সূর্য্য দেখিলেন নানা স্থানে স্থানে ॥ ৭৭

অজর অমর আত্মা নাহি তার ভেদ।
পঞ্চভূতময় আত্মা দেখি পরিচ্ছেদ ॥ ৭৮
অজ্ঞান কল্পিত দৈব জীবের সংসার।
অজর অমর আত্মা তত্ত্ব অবিকার ॥ ৭৯
অসত্য শরীরে নাহি আত্মার সংযোগ।
দেহের বিচ্ছেদ নহি আত্মার বিয়োগ ॥ ৮০
দেহ যোগ কারণে আত্মার পরিচয়।
রবির প্রকাশ যেন চক্ষে রূপময় ॥ ৮১
শরীর বিকার যুক্ত আত্মা নির্ব্বিকার।
চন্দ্র কলা ক্ষয়ে যেন মরে আরবার ॥ ৮২
পরিপূর্ণ আত্মা তার নাহি বৃদ্ধি হ্রাস।
পরিপূর্ণ আত্মা সবে দেহের বিনাশ ॥ ৮৩
না বুঝিয়া ভুলে লোক অসত্য সংসারে।
স্বপনে ভাবিব যেন কাম ক্রোধ করে ॥ ৮৪
এবোধ বুঝিয়া দেবী শোক পরিহর।
তত্ত্ব জ্ঞান ধীর তুমি চিত্ত স্থির কর ॥ ৮৫
এতেক বচন বলি প্রবোধিলা তারে।
চিত্ত নিবারিয়া দেবী কৈল সমাধানে ॥ ৮৬
বল দেব রুক্মিরে দিলেন ছাড়িয়া।
হত বুদ্ধি হঞা গেল প্রাণ মাত্র লঞা ॥ ৮৭
মর্দ্দিল সকল সৈন্য বলভদ্র রণে।
অপমান করিলেন প্রভু নারায়ণে ॥ ৮৮
ব্যর্থ হৈল সকল চিত্তের অঙ্গীকার।
প্রাণ লঞা চলিল কেবল দুরাচার ॥ ৮৯
ভোজ-কটক নামে কৈল পুরী নিরমাণ।
তথাই রহিল গিঞা পাঞা অপমান ॥ ৯০
যাবৎ কুমতি কৃষ্ণ প্রাণে নাহি মারো।
যাবৎ ভগিনী নাহি উদ্ধারিয়া আনো ॥ ৯১
তাবৎ কৌণ্ডিন্য পুরী না দেখিব আর।
ভোজ-কটকপুরে কৈল বিধি অনুসার ॥ ৯২
হেথা বিবিধ উৎসব হৈল প্রতি ঘরে ঘরে।
পূরিল দ্বারকাপুরী আনন্দ মঙ্গলে ॥ ৯৩
নরনারী হরষিত কৌতুকে বিহরে।
বিবিধ যৌতুক আদি দিল সর্ব্বজনে ॥ ৯৪
ধ্বজ পতাকায় কৈল পুরীর শোভনে।
বিচিত্র অম্বর মালা রত্ন তোরণে ॥ ৯৫
দ্বারে দ্বারে হেমঘট কৈল আরোপণে।
দুর্ব্বাদি বিরাজিত ধান্য কুসুমে ॥ ৯৬

প্রতিপুরে প্রতিঘরে আনন্দ মঙ্গল।
কৌতুকে সকল লোক রহেন বিভল ॥ ৯৭
রাজপথে পুরপথে চন্দনের ছড়া।
ঝলকে ঝলকে চলে নানা বর্ণে ঘোড়া ॥ ৯৮
মদমত্ত জলে গজ কর্দ্দম উঠিল।
মৃগগণে বহুপুষ্পী পূরিয়া রহিল ॥ ৯৯
সর্ব্বলোকে আনন্দিত মুদিত বদন।
নানা পরিহাস কথা ইষ্ট সম্ভাষণ ॥ ১০০
আসিয়া বিদর্ভ রাজা কৈল কন্যাদান।
বিবিধ যৌতুক দিল যথা অভিমান ॥ ১০১
এইরূপে বিভা হৈল লক্ষ্মী নারায়ণে।
বিহরে দ্বারকানাথ দ্বারকা ভুবনে ॥ ১০২
রুক্মিণীহরণ কথা শুনিলা রাজনে।
রাজপুত্র রাজকন্যা নরনারীগণে ॥ ১০৩
বিস্ময় ভাবিল তাঁরা হঞা চমকিত।
কহিল রুক্মিণী দেবী হরণ চরিত ॥ ১০৪
হরিবংশে কহিলেন করিয়া বিস্তার।
ভাগবতে কহি সার করিয়া উদ্ধার ॥ ১০৫
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী।
রুক্মিণী হরণ কথা প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ১০৬

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে রুক্মিণ্যুদ্বাহোৎসব নাম চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

বসন্তরাগঃ।

শুকমুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত।
অদ্ভুত কথা শুন দ্বারকা চরিত ॥ ১
পূর্ব্বে আছিল কাম বাসুদেব অংশ।
হর ক্রোধানলে তেঁহো হঞা ছিল ধ্বংশ ॥ ২
শরীর ধরিতে পুনরপি ইচ্ছা হৈল।
কৃষ্ণ কলেবরে আসি পরবেশ কৈল ॥ ৩
রুক্মিণীর গর্ভে তাঁর হৈল অবতার।
শ্রীপ্রদ্যুম্ন নাম তাঁর কৃষ্ণের কুমার ॥ ৪
আছিল শম্বর নামে এক মহাসুর।
নানা মায়া শিখিছে পরম নিষ্ঠুর ॥ ৫
শত্রু হঞা জনমিল কৃষ্ণের নন্দন।
সাবধানে আছে তারে জানিয়া কারণ ॥ ৬
জনমিল শিশু দশদিন নাহি পুরে।
কামরূপ ধরি সুর পরবেশ করে ॥ ৭
ছাওয়াল হরিয়া লঞা ফেলিল সাগরে।
সাগরের জলেতে ছাওয়াল নাহি মরে ॥ ৮
ছাওয়াল গিলিল এক মৎস্য বলবানে।
জলে মৎস্য বন্দি কৈল মৎস্যজীবিগণে ॥ ৯
শম্বরের চিত্তে হৈল অদ্ভুত জ্ঞানে।
মৎস্য লঞা গেল তবে সূপকারগণে ॥ ১০
খড়্গ দিঞা মৎস্য কাটি খান খান কৈল।
মৎস্যের উদরে তারা ছাওয়াল দেখিল ॥ ১১
মায়াবতী বিদ্যমানে শিশু লঞা দিল।
শিশু দেখি মায়াবতী শঙ্কা মনে হৈল ॥ ১২
নারদ আসিয়া তত্ত্ব কহিল তখনে।
যে নাম বালক যেন রূপ উপাদানে ॥ ১৩
যেরূপে শম্বরে হরি নিল বিদ্যমানে।
যেরূপে সমুদ্রজলে ফেলিল অজ্ঞানে ॥ ১৪
যেন রূপে পরবেশ মৎস্যের উদরে।
কহিল সকল তত্ত্ব মুনি যোগেশ্বরে ॥ ১৫
এবোল শুনিয়া মায়াবতী হরষিতা।
পূর্ব্বে আছিলা তেহো কামের বনিতা ॥ ১৬
রতিনাম তাহার পরম রূপবতী।
স্বামী জনমিল এই করিয়া অবধি ॥ ১৭
শম্বরের ঘরে রহে ধরি মায়াবেশ।
শুনিল নারদ মুখে সরস বিশেষ ॥ ১৮
জানিয়া শিশুর তত্ত্ব করয়ে পালন।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥ ১৯
অল্প দিবসে হৈল যৌবন সঞ্চার।
মহাভুজ মহাবল বিক্রম বিশাল ॥ ২০
সাক্ষাৎ মদন যেন দিল দরশন।
দেখিয়া নারীর চিত্ত হরে সেইক্ষণ ॥ ২১
অমল কমল পত্র নয়ন যুগল।
আজানুলম্বিত ভুজ অঙ্গ মনোহর ॥ ২২
দেখিয়া স্বামীর নব যৌবন বিলাস।
মাতৃভাব ত্যজি রতি দিল পরকাশ ॥ ২৩
ভুলিয়া সুরতি রস বহে সন্নিধানে।
দেখিয়া বলেন তবে কাম পঞ্চবাণে ॥ ২৪
মাতৃভাব ত্যজি রতি দিল পরকাশ।
ভুলিয়া সুরতিরস বহে সন্নিধানে ॥ ২৫
দেখিয়া বলেন তবে কাম পঞ্চবাণে।
মাতৃভাব ত্যজিয়া কামিনী ভাবধর ॥ ২৬

মা হইয়া কেনে তুমি হেন কর্ম্ম কর। ২৭
রতি বলে শুন নাথ স্বামি যে আমার।
রতিনামে হই আমি রমণী তোমার। ২৮
যখন তোমার দশ দিন পূরে।
তুমি নারায়ণ সুত হরিল শম্বরে। ২৯
দৈবযোগে পাইনু তোমা মৎস্যের উদরে।
তুমি গিয়া মার এই শম্বর অসুরে। ৩০
শম্বর তোমার রিপু নানা মায়া জানে।
তুমিহ মায়ায় তাকে মারহ পরাণে। ৩১
তোমার জননী নাথ শোকেতে ব্যাকুলা।
হত সুতা ধেনু যেন সতত ব্যাকুলা। ৩২
এতেক বচন বলি রতি মায়াবতী।
মহামায়া বিদ্যা তাঁকে দিল যোগগতি। ৩৩
তবে গেলা প্রদ্যুম্ন শম্বর বিদ্যমান।
ডাকিয়া কি বলে তারে বীরের প্রধান। ৩৪
আরে আরে শম্বর অসুর দুরাচার।
আসিয়া সংগ্রাম কর অগ্রেতে আমার। ৩৫
নহে বা গগনে তোর হরিমু জীবন।
নহে বেটা মোর সহে করসিয়া রণ। ৩৬
অমল বচন শুনি শম্বর অসুর।
বীর দর্প করি বীর ডাকিল নিষ্ঠুর। ৩৭
পদাঘাতে যেন ফণাধর ক্রোধ করে।
ক্রোধ করি মহাবীর উঠিল সত্বরে। ৩৮
প্রলয় কালের যেন জ্বলন্ত অনল।
গদা হাতে করি বীর নাম্বিল শম্বর। ৩৯
গদা পাট তুলিয়া ভ্রমায় মহাবীর।
রহ রহ আরে বেটা রণে হও স্থির। ৪০
নির্ঘাত নিষ্ঠুর ঘোর শব্দ করিয়া।
ফেলিয়া মারিল গদা এবোল বলিয়া। ৪১
গদাপাট পড়িতে দেখিয়া ভগবান।
তুলিল আপন গদা বীরের প্রধান। ৪২
গদায় কাটিয়া গদা কৈল খণ্ড খণ্ড।
আকর্ণ পূরিয়া কৈল শব্দ প্রচণ্ড। ৪৩
তবে কোন কর্ম্ম করে দৈত্য দুরাশয়।
ময় বিনির্ম্মিত মায়া করিয়া আশ্রয়। ৪৪
শিলায় বরিষণ করে কামের উপরে।
উড়ায় রুক্মিণী সুত গাছ আর পাথরে। ৪৫
তবে কোন কর্ম্ম করে গোবিন্দ নন্দন।
অদ্ভুত মহাবিদ্যা করিল স্মরণ। ৪৬
খণ্ডিল অসুর মায়া শিলা বরিষণ।
তবে নানা মায়া করে শম্বর দুর্জ্জন। ৪৭
গন্ধর্ব্ব রাক্ষস নাগ পিশাচের মায়া।
শত শত সৃজিলেক সক্রোধ হইয়া। ৪৮
সকল আসুরী মায়া করিল খণ্ডন।
তীক্ষ্ণ খড়্গ লৈল তবে কৃষ্ণের নন্দন। ৪৯
কৃষ্ণের নন্দন কাম নির্ভয় শরীর।
কুণ্ডল সহিত কাটে শম্বরের শির। ৫০
দেবগণে স্তুতি কৈল পুষ্প বরিষণ।
বধিল শম্বর বীর কৃষ্ণের নন্দন। ৫১
কোন কর্ম্ম করে তবে রতি মায়াবতি।
চলিল আকাশ পথে লঞা নিজ পতি। ৫২
আনিল দ্বারকাপুরী আখির নিমিষে।
রতি পতি রতি কৈল পুর পরবেশ। ৫৩
জলধর শ্যাম তনু রাজীব লোচন।
আজানুলম্বিত ভুজ মুদিত বদন। ৫৪
পীতবাস পরিধান মন্দ মন্দ হাস।
বিলোল অলকাবলি কপোল বিলাস। ৫৫
পুরনারী কৃষ্ণ হেন মানিয়া তাঁহারে।
লজ্জায় লুকায় তারা চিনিতে না পারে। ৫৬
অল্পে অল্পে কৈল তারা ভিন্ন অনুমান।
ধীরে ধীরে নারীগণ গেল সন্নিধান। ৫৭
সঙরি রুক্মিণী দেবী আপন তনয়।
পুত্র প্রেম উপজিল আসন হৃদয়। ৫৮
নিকটে দাণ্ডাইয়া দেবী কি বলে বচন।
কোথা হতে আইলা হেথা পুরুষ রতন। ৫৯
নবঘন শ্যামতনু রাজীবলোচন।
পরম সুন্দর মহা পুরুষ লক্ষণ। ৬০
কাহার তনয় হবে কিবা নাম ধরে।
কোন পুণ্য ফলে তেহো আইল মোর ঘরে
হৈল শিশু ইহারি সমান রূপবেশ।
হরিল অসুর তার না পাইল উদ্দেশ। ৬২
ইহার কৃষ্ণের সম কেনে রূপ দেখি।
আকৃতি প্রকৃতি যেন কৃষ্ণ হেন লখি। ৬৩
সেই বা ছাওয়াল হয় লয় মোর মতি।
ইহাতে বাড়ায় মোর অধিক পীরিতি। ৬৪
এইরূপে করে দেবি নানা অনুমান।

হেনকালে আইলা তথা প্রভু ভগবান ॥ ৬৫
দাণ্ডাইয়া রহিলা গিয়া প্রভু যদুমণি।
তবু কিছু না বলিলা সর্ব্বতত্ত্ব জানি ॥ ৬৬
বসুদেব দৈবকী যতেক পুরজনে।
সবাই দেখিতে গেলা হরষিত মনে ॥ ৬৭
কহিল নারদ আসি তাঁহার কারণ।
সম্বর হরণ আদি যত বিবরণ ॥ ৬৮
শুনিঞা সকল লোক হৈল চমকিত।
বিস্ময় ভাবিয়া পাছে হৈলা হরষিত ॥৬৯
পুত্র কোলে করি দেবী দিলা আলিঙ্গন।
হরিষে পুরিত তনু চুম্বিত বদন ॥ ৭০
বসুদেব দৈবকী আর আপনে শ্রীহরি।
অধিক আনন্দসিন্ধু পুত্র কোলে করি ॥ ৭১
নষ্ট পুত্র প্রদ্যুম্ন লভিয়া পুরজনে।
পূজিয়া মন্দিরে নিল হরষিত মনে ॥ ৭২
কহিল সম্বর বধ প্রদ্যুম্ন চরিত্র।
শুনিলে সম্পদ বাড়ে হরয়ে দুরিত ॥ ৭৩
ভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী।
প্রদ্যুম্ন চরিত্র কথা প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৭৪

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে প্রদ্যুম্ন দর্শন-নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫৫ ॥

তুড়িরাগঃ ॥

সত্রাজিত অপবাদ করিতে খণ্ডন।
আপনে আনিঞা কন্যা কৈল নিবেদন ॥১
স্যমন্তক মুনি দিঞা কৈল পরিহার।
কন্যা লৈলা কৃষ্ণমনি না লৈলা তাঁহার ॥২
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল ভাবিয়া নিশ্চয়।
সত্রাজিত কোন পাপ কৈল অতিশয় ॥৩
আপনে আসিয়া কন্যা দিল কি কারণে।
স্যমন্তক মণি সে পাইল কার স্থানে ॥ ৪
মুনি বলে শুন রাজা হঞা সাবধান।
কহিব তোমাকে স্যমন্তক উপাখ্যান ॥ ৫
আছিল পুরুষ এক সত্রাজিত নাম।
সূর্য্যের পরম সখা ভকত প্রধান ॥ ৬
তুষ্ট হঞা মণি তারে দিলা দিবাকরে।
মণি কণ্ঠে করি সত্রাজিত জায় ঘরে ॥ ৭
প্রবেশ করিল গিয়া দ্বারকামণ্ডলে।
তার তেজ কোন লোক সহিতে না পারে॥
অদ্ভুত শুনি লোক ধাইল সত্বরে।
দূরে থাকি তার তেজ সহিতে না পারে ॥৯
দ্যূত কেলি করেন আপনে ভগবান।
ধাঞা গিয়া সব লোক কহে বিদ্যমান ॥ ১০
নমো নমো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর।
অরবিন্দলোচন গোবিন্দ দামোদর ॥ ১১
নিকটে আসিয়া সূর্য্য দিল দরশন।
তোমাকে দেখিতে হৈল সূর্য্য আগমন ॥১২
দেবগণ তোমাকে দেখিতে বাঞ্ছা করে।
ধরিয়া গোপীত বেশ আছে যদুকুলে ॥ ১৩
শুনিঞা লোকের বাণী হাসি নারায়ণ।
তুমি সব তার কিছু না জান মরম ॥ ১৪
মণি লঞা সত্রাজিত জায় নিজ ঘরে।
স্যমন্তক মণি তারে দিল দিবাকরে ॥ ১৫
সত্রাজিত নিজপুরে কৈল পরবেশ।
আনন্দ উৎসব কৈল মঙ্গল বিশেষ ॥ ১৬
দেব ঘরে মণি লঞা স্থাপিল ব্রাহ্মণে।
অষ্টভার কাঞ্চন প্রসবে দিনে দিনে ॥ ১৭
দুর্ভিক্ষ মড়ক সর্প বৈরী ব্যাধ ভয়।
সে মণি যথা যথা থাকে গ্রহ পীড়া নয় ॥ ১৮
এক দিন কৃষ্ণ মণি মাগিল আপনে।
রাজারে দিবার তরে সত্রাজিত স্থানে ॥ ১৯
সত্রাজিত না দিল ধনের লোভে মণি।
পুনরপি কিছু না বলিলা চক্রপাণি ॥ ২০
প্রসেন নামেতে সত্রাজিত সহোদর।
মৃগয়া করিতে গেলা বনের ভিতর ॥ ২১
মণি কণ্ঠে দিয়া অশ্বে আরোহণ করি।
ঘোড়া সহে রণে তাঁকে মারিল কেশরি ॥২২
প্রসেন মারিয়া সিংহ মণি লঞা জায়।
হেনকালে জাম্বুবান তাঁর লাগি পায় ॥ ২৩
সিংহে মারি মণি লঞা গেল জাম্বুবান।
সুরঙ্গে প্রবেশ কৈল মহা বলবান ॥ ২৪
ছাওয়ালের গলে দিল সেই মণি লঞা।
সত্রাজিত চিন্তে মনে ভাই না দেখিঞা ॥২৫
প্রাণের সমান মোর ভাই সহোদর।
প্রসেন মারিয়া মণি নিল গদাধর ॥ ২৬

এই বোল সর্ব্ব লোক জপে স্থানে স্থানে।
আপনার নিন্দা কৃষ্ণ শুনিলা আপনে॥ ২৭
করিবারে চাহে কৃষ্ণ দুর্জ্জয় খণ্ডন।
চলিলা বিবিধ সৈন্য করিয়া সাজন॥ ২৮
প্রসেনের পথে গেলা সেই অনুসারে।
ঘোড়া সহ মরা প্রসেন বনের ভিতরে॥ ২৯
তারে দেখি গদাধর জায় কতো দূরে।
মরা সিংহ পড়ি আছে পর্ব্বত উপরে॥ ৩০
সিংহে মারি মণি লঞা গেল জাম্বুবান।
জানিল সকল তত্ত্ব প্রভু ভগবান॥ ৩১
বাহিরে সকল সৈন্য থুঞা হৃষীকেশ।
সুড়ঙ্গ ভিতরে কৃষ্ণ কৈল পরবেশ॥ ৩২
পাতালে প্রবেশ কৈল প্রভু যদুরায়।
রাজপুরে মণি লঞা ছাওয়ালে খেলায়॥ ৩৩
প্রভু যদি মনে কৈল মণি হরিবারে।
ধাত্রিমাতা দেখিয়া ডাকিল উচ্চস্বরে॥ ৩৪
এবোল শুনিঞা ক্রোধ কৈল জাম্বুবান।
সত্বরে চলিয়া গেলা কৃষ্ণ সন্নিধান॥ ৩৫
দেখিয়া মনুষ্যরূপ কৈল অবজ্ঞান।
যুঝিবার তরে বীর হৈল আগুয়ান॥ ৩৬
দুই বীরে বাজিল সমর ঘোরতর।
অস্ত্রে অস্ত্রে কাটা কাটি মহাভয়ঙ্কর॥ ৩৭
গাছ পাথরেতে যুদ্ধ খড়্গো কাটাকাটি।
শূল ত্রিশূলের রণ বাণে ছট ছটী॥ ৩৮
বুকে বুকে ঠেলাঠেলী মুষ্টীর প্রহার।
বাহেবহ জড়াজড়ি অসব বিশাল॥ ৩৯
অষ্টবিংশ দিন আছিল সংগ্রাম।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দোঁহে যুঝে অবিশ্রাম॥ ৪০
লীলায় যুঝেন হরি নাহি পরিশ্রম।
দিনে দিনে জাম্বুবান হৈল অবসন্ন॥ ৪১
বজ্রসম মারে কৃষ্ণ মুষ্টির প্রহার।
সন্ধি বন্ধি ছিণ্ডি জায় দেখে অন্ধকার॥ ৪২
শ্রমজলে পুরিল সকল কলেবর।
যুঝিতে না পারে বীর হৈল হীনবল॥ ৪৩
তবে বীর জানিল সাক্ষাত ভগবান।
মোর সনে যুঝিতে অন্যের কোন প্রাণ॥ ৪৪
জানিল সাক্ষাত তুমি বিষ্ণু সুরপতি।
পুরাণ পুরুষ তুমি ত্রিজগত পতি॥ ৪৫
প্রাণ বল তেজ বীর্য্য সকল তোমার।
আপনে সৃজিয়া কর আপনে সংহার॥ ৪৬
ব্রহ্মা আদি রূপে কর আপনে সৃজন।
আপনে সংহার কর আপনে পালন॥ ৪৭
যাঁহার কিঞ্চিৎ ক্রোধ কটাক্ষ পাতনে।
তবে সিন্ধু পথ ছাড়ি দিল সেইক্ষণে॥ ৪৮
ইচ্ছা মাত্র হৈল সিন্ধু সেতু নিরমাণ।
রাবণের মুণ্ড কাটি দিল বলিদান॥ ৪৯
সেই সে জানকীপতি মোর প্রাণনাথ।
অশেষ করুণাসিন্ধু জানিনু সাক্ষাৎ॥ ৫০
জানিল প্রভুর তত্ত্ব যদি জাম্বুবান।
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা ভগবান॥ ৫১
ধরিয়া কর্ষণ করে অঙ্গের মার্জ্জন।
কৃপায় কিরণে মেঘ গম্ভীর বচন॥ ৫২
মণি হেতু তোমার হেথাতে আগমন।
মিথ্যা অপযশ চাহ করিতে খণ্ডন॥ ৫৩
তবে জাম্বুবান যুক্তি কৈল মনে মনে।
জাম্বুবতী কন্যা আনি কৈল সমর্পণে॥ ৫৪
শুভাকাঙ্ক্ষা করি বীর কন্যা কৈল দান।
কন্যার যৌতুক দিল রতন প্রধান॥ ৫৫
হেথা বিলম্ব ধরি সুড়ঙ্গ দুয়ারে।
আছিল সকল সৈন্য রণের ভিতরে॥ ৫৬
দ্বাদশ দিবসাবধি বিলম্ব করিয়া।
চলিল সকল লোক দুঃখ শোক পাঞা॥ ৫৭
বসুদেব দৈবকী রুক্মিণী বিদ্যমানে।
কহিল সকল লোক দ্বারকা ভুবনে॥ ৫৮
সব পুরজন হৈল শোকে অচেতন।
বিলাপ করিয়া কান্দে প্রতিজনে জন॥ ৫৯
সত্রাজিতে গালি তবে দেহ সর্ব্বলোক।
সতত আকুল হঞা করে দুঃখ শোক॥ ৬০
সর্ব্বলোক মেলি করে দেবী উপাসনা।
সংকল্প করিয়া করে দুর্গা আরাধনা॥ ৬১
হেন কালে দেব দেব ত্রিভুবননাথ।
সাধিয়া সকল কাজ কন্যা করি সাথ॥ ৬২
দ্বারকা নগরে আসি দিলা দরশন।
দেখিয়া আনন্দ হৈল সব পুরজন॥ ৬৩
ঘরে ঘরে পুরে পুরে আনন্দ বাধাই।
সর্ব্বলোক উৎসব করয়ে সর্ব্ব ঠাঞি॥ ৬৪

তবে সভা করিয়া বসিলা জগন্নাথ।
সত্রাজিতে ডাক দিঞা আনিলা সভাত ॥৬৫
তার হাতে মণি দিঞা প্রভু জগন্নাথ।
আদি হনে কহিলেন সকল বৃত্তান্ত ॥ ৬৬
মণি পাঞা সত্রাজিত হৈল হেঠ মাথা।
লাজে কিছু না বলিল মনে পাঞা ব্যথা॥৬৭
মণি লঞা সত্রাজিত গেল নিজ ঘর।
শোকেতে ব্যাকুল হঞা চিন্তে নিরন্তর ॥৬৮
ঈশ্বরের সনে মোর হইল বিবাদ।
কিরূপে খণ্ডিবে মোর হেন অপরাধ ॥৬৯
কোন কর্ম্মে প্রসন্নতা হইবে শ্রীহরি।
কোন কর্ম্ম কৈলে লোকে নাহি দেয় গালি
ধন লোভে মুঞি মূঢ় অতি অগেয়ান।
কোন কর্ম্ম করিয়া তুষিবে ভগবান ॥ ৭১
সবে মোর আছে এক এই সে উপায়।
কন্যা দিলে যদি তুষ্ট হয়ে যদুরায় ॥ ৭২
এতেক চিন্তিয়া কন্যা লঞা সত্রাজিত।
গোবিন্দ চরণে লঞা কৈল সমর্পিত॥ ৭৩
মণি নহে কন্যা দিঞা কৈল পরিহার।
মোর অপরাধ নাথ ক্ষম একবার ॥ ৭৪
কন্যা নৈলা কৃষ্ণ তার না লইলা মণি।
সত্যভামা বিভা কৈলা দেব চক্রপাণি ॥৭৫
না নিব তোমার মণি লঞা চল ঘর।
থাকুক সূর্য্যের মণি তোমার গোচর ॥ ৭৬
ফল ভাগি আমি সবে চিন্তা পরিহর।
সূর্য্য ভক্ত তুমি মণি লঞা ঘর চল ॥ ৭৭
সন্তোষ করিয়া পাঠাইল সত্রাজিত।
দেখিয়া সকল লোক হৈলা আনন্দিত ॥৭৮
সত্যভামা বিভা করি প্রভু হৃষীকেশ।
আনন্দ মঙ্গল কৈলা পুর পরবেশ ॥ ৭৯
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৮০

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে স্যমন্তক
উপাখ্যানে স্যমন্তকাহরণং নাম
ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

গান্ধার রাগঃ।

শুকমুনি বলে শুন অপরূপ কথা।
মন দিঞা শুন রাজা কৃষ্ণ গুণ গাথা। ১
সর্ব্বতত্ত্ব জানেন সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি।
তবু নানা নাট করি প্রভু চক্রপাণি ॥ ২
যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর।
যৌড় ঘরে পুড়ি মৈল শুনি গদাধর ॥ ৩
কুল ব্যবহার প্রভু করিবার তরে।
চলিলা হস্তিনাপুরে দুই সহোদরে ॥ ৪
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য ভেল দরশন।
বিদুর গান্ধারী সহে কৈল সম্ভাষণ ॥ ৫
সকল বান্ধবগণ একত্র মিলিয়া।
নানা দুঃখ শোক ভারে বিবাদ করিয়া ॥৬
ইষ্ট মিত্র সম্ভাষণ কথা অনুসারে।
কত দিন রহিলা বান্ধবগণ ঘরে ॥ ৭
হেন কালে কৃতব্রহ্মা অক্রূর মিলিয়া।
দুই জনে দুইশত ধন্বা আনিল ডাকিয়া ॥
কহিল তাহার তরে মন্ত্রণা করিয়া।
এখনে হে কেনে মণি না নেই হরিয়া ॥৯
সত্রাজিত পুরে গেলা সেই অনুসারে।
কৃতব্রহ্মা অক্রূরের শুনিঞা উত্তরে ॥ ১০
সত্রাজিত নিদ্রা জায় দেখি দুষ্টমতি।
কাটিয়াত মণি লঞা গেল শীঘ্রগতি ॥ ১১
বিলাপ করিয়া কান্দে যত নারীগণ।
সত্যভামা দেবী শুনি বাপের মরণ ॥ ১২
মৃত পিতা দেখি পাইল অনেক সন্তাপ।
হে পিতা হে পিতা করি করয়ে বিলাপ ॥১৩
করুণা করিয়া দেবী কান্দেন বিস্তর।
যত্ন করি রাখিল বাপের কলেবর ॥ ১৪
চলিলা হস্তিনাপুরে কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
বাপের মরণ কথা কৈল নিবেদনে ॥ ১৫
সত্রাজিত বধ শুনি রাম দামোদর।
বিলাপ করিয়া দোহে কান্দিল বিস্তর ॥ ১৬
নরবেশ ধরি প্রভু করে নরলীলা।
বিবিধ কৌতুক করি করে নর খেলা ॥ ১৭
অনিত্য সংসার ছলে জগত বুঝায়।
সঙ্গ দোষে সর্ব্ব লোক নানা দুঃখ পায় ॥১৮
তবে রাম কৃষ্ণ সত্যভামা তিন জনে।
দ্বারকানগর গেলা ত্বরিত গমনে ॥ ১৯
তবে কোন বুদ্ধি করে প্রভু চক্রপাণি।
শতধন্বা মারি আন স্যমন্তক মণি ॥ ২০

এবোল শুনিঞা শতধন্বা দুরাচার।
প্রাণেতে কাতর হঞা চিন্তিল প্রকার ॥২১
কৃতব্রহ্মা স্থানে গিঞা কৈল নিবেদনে।
আমার সহায় হঞা রাখহ জীবনে ॥ ২২
কৃতব্রহ্মা বলে ইহা না হয় উচিত।
ঈশ্বরের সনে কেনে করিব দুরিত ॥ ২৩
তাঁর সনে বিবাদ করিবে কোন জনা।
কেবা প্রাণে জীয়ে করি ঈশ্বর লঙ্ঘনা ॥২৪
যার বেষ করি হংস হারায় পরাণ।
জরাসিন্ধু হঞা কত করিল সংগ্রাম ॥ ২৫
তাঁর সনে আমি কেনে করিব বিবাদ।
কোটি জন্মে না ঘুচে ঈশ্বর অপরাধ ॥ ২৬
তবে অক্রূরের ঠাঞি কৈল নিবেদন।
শুনিঞা অক্রূর তবে কি বোলে বচন ॥ ২৭
হরি হরি হেন বাণি কহিতে না যুয়ায়।
ঈশ্বরের সনে কেবা বিবাদ বাড়ায় ॥ ২৮
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয়ে যায়।
যার মায়া ব্রহ্মা নাহি জানে পরিবায় ॥২৯
সাত বৎসরের শিশু পর্ব্বত ধরিয়া।
সাত দিন এক হাতে রাখিল ধরিয়া ॥৩০
বালক ধরিয়া যেন তোলে ছাতিয়ানা।
তার সনে বিবাদ করিবা কোন জনা ॥৩১
সে দেব চরণে মোর বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্ত বিহার ॥ ৩২
তবে শতধন্বাবীর কোন কর্ম্ম কৈল।
অক্রূরের স্থানে নঞা মণি সমর্পিল ॥ ৩৩
শতেক যোজনগামী ঘোড়াতে চড়িয়া।
পলাইল শতধন্বা মনে ভয় পাঞা ॥ ৩৪
গরুড় বাহন রথে করি আরোহণ।
তাঁর পাছে ধাইলেন রাম জনার্দ্দন ॥ ৩৫
মনোরমা চারি ঘোড়া শীঘ্রগতি যায়।
রথখান চলে যেন পবন সঞ্চার ॥ ৩৬
শতধন্বা গেল যদি শতেক যোজনে।
ঘোড়া পড়ি মৈল তার ঘোর মহারণে ॥৩৭
মিথিলা নগরে সেই তুরগ ত্যজিয়া।
যায় শতধন্বাবীর প্রাণে ভয় পাঞা ॥ ৩৮
খরতর মহাচক্র নিজ ভুজে ধরি।
রথে হৈতে আপনে নামিলেন শ্রীহরি ॥ ৩৯
চক্রে শির কাটিয়া বসন বিচারিল।
বস্ত্রের ভিতর তার মণি না পাইল ॥ ৪০
তবে কৃষ্ণ গেলা বলরাম বিদ্যমানে।
মিথ্যা কার্য্যে শতধন্বা বধিনু পরাণে ॥ ৪১
মণি নাহি তাঁর ঠাঞি চাহিল বিচারি।
তবে রাম কহিলা কিঞ্চিৎ ক্রোধ করি ॥৪২
না জানি কাহার ঠাঞি মণিরাজ থুইয়া।
শতধন্বা আইলা যেথা মনে ভয় পাঞা ॥৪৩
তথা গিয়া চাহ মণি যাহ নিজপুরে।
আমি কতদিন রহি বিদেহি নগরে ॥ ৪৪
দেখিতে আমার ইচ্ছা বিদেহি নগর।
তুমি রথে চড়ি কৃষ্ণ যাহ নিজপুর ॥ ৪৫
এতেক বচন বলি হলধর রায়।
মিথিলা প্রবেশ করি রাজপুরে যায় ॥ ৪৬
দেখিয়া জনক রাজা হরষিত মনে।
পাত্ত অর্ঘ্য দিঞা পূজে রামের চরণে ॥ ৪৭
দিব্য মালা গন্ধপুষ্প বসন ভূষণ।
পূজিল জনক রাজা রামের চরণ ॥ ৪৮
কতদিন তথাতে রহিলা বলরাম।
জনকের পীরিতি করিলা অভিরাম ॥ ৪৯
তবে দুর্যোধন গেলা মিথিলা নগরে।
পূজিল জনক রাজা পরম সাদরে ॥ ৫০
গদা শিক্ষা কৈলা রাজা হলধর স্থানে।
কৌতুকে রহিলা রাম ইষ্ট সম্ভাষণে ॥ ৫১
তবে কৃষ্ণ গেলা পুন দ্বারকা ভুবনে।
কহিল সকল কথা সভা বিদ্যমানে ॥ ৫২
সত্যভামা দেবী কান্দিয়া বহুতর।
পোড়াইল নঞা সত্রাজিত কলেবর ॥ ৫৩
বন্ধু সম্বোধিয়া পরলোক সমোচিত।
করিল সকল কর্ম্ম বিধান বিহিত ॥ ৫৪
শতধন্বা বধ কৈলা প্রভু চক্রপাণি।
কৃতব্রহ্মা অক্রূর শুনিঞা হেন বাণী ॥৫৫
ভয় পাইঞা তাঁরা পলাইল দুইজনে
দ্বারকা ছাড়িয়া গেলা ত্বরিত গমনে ॥ ৫৬
হেনকালে দ্বারকায় তেন উৎপাত।
ভূমিকম্প উপজিল অরিষ্ট আঘাত ॥ ৫৭
দ্বারকা ত্যজিয়া যদি অক্রূর চলিল।
বহুবিধ উৎপাত দ্বারকায় হৈল ॥ ৫৮

না জানিঞা কহে কেহো হেন মনে গুণে।
তাঁরা বোল কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে ॥৫৯
যার গুণ শ্রবণে অশেষ বিঘ্ন হরে।
হেন মহা প্রভু যথা যোগ যোগেশ্বরে ॥ ৬০
হেন কি তাহাতে কবু অরিষ্ট সঞ্চার।
না জানিয়া কেহ কেহ করে অঙ্গীকার ॥৬১
পূর্ব্বে অনারিষ্টি সে আছিল কাশীপুরে।
শ্বফল্কে আনিঞা কন্যা দিল কাশীশ্বরে॥ ৬২
তবে কাশীপুরে হৈল মেঘ বরিষণ।
তাঁর পুত্র অক্রুর বৈষ্ণব মহাজন। ৬৩
যথাতে অক্রুর থাকে নহে উৎপাত।
দুর্ভিক্ষ অরিষ্ট তথা নাহি বিঘ্নঘাত ॥ ৬৪
এই কথা বৃদ্ধ লোক কহে অনুক্ষণ।
অন্যথা না হয় কিছু সে সব বচন ॥ ৬৫
বৃদ্ধগণ বচন শুনিয়া যদুরায়।
যতন করিয়া তবে অক্রুর আনায় ॥ ৬৬
তবে অক্রুরের সনে কৈল সম্ভাষণ।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল স্বাগত বচন ॥ ৬৭
হাতাহাতি করিয়া কহিল প্রেম কথা।
জানি জিজ্ঞাসিলা তবু সর্ব্বলোক পিতা ॥
শতধন্বা মণি লঞা থুইলা তব স্থানে।
পূর্ব্ব হৈতে তাহা আমি জানি ভাল মনে॥
অনপত্য হঞা মৈল রাজা সত্রাজিত।
কন্যা যে পুত্রেরে হয় ন্যায় সমুচিত ॥ ৭০
তথাপি আমার তাতে কিছু নাহি দায়।
আমার অগ্রজ ভাই প্রতীত না যায় ॥ ৭১
থসায়া দেখাও মণি সবা বিদ্যমানে।
আমুক মণিরত্ন সব পুরজনে ॥ ৭২
কাঞ্চন নির্ম্মিত পুরী কাঞ্চনের ঘর।
মণির প্রসাদে যজ্ঞ কর নিরন্তর ॥ ৭৩
হাতে করি সবাকে দেখাও তুমি মণি।
ভাই বলরাম যেন রহে তত্ত্ব জানি ॥ ৭৪
শুনিঞা অক্রুর মনে পাইল বড় লাজ।
কোঁচে হৈতে থাঞা দেখাইল মণিরাজ ॥
সূর্য্য সমন্তক মণি দিলা কৃষ্ণ হাতে।
সর্ব্বে মণি দেখাইল প্রভু জগন্নাথে ॥ ৭৬
আপনার অপযশ করিতে খণ্ডনে।
পুনরপি মণি দিল অক্রুরের স্থানে ॥ ৭৭
অর্থ হৈতে অনর্থ দেখাও ভগবান।
অর্থ হৈতে কারো কবু না হয় কল্যাণ ॥ ৭৮
প্রভু হই দুই পাইলা অর্থেক কারণ।
এবোল বুঝিয়া অর্থ ত্যজে বুধজন ॥ ৭৯
আপনে করিয়া কর্ম্ম লোককে বুঝায়।
অর্থের কারণে প্রভু এত দুঃখ পায় ॥ ৮০
পুত্র হৈতে নাহি কিছু সুখ উপাদান।
পদ্মস্থ হরণে দেখাইল ভগবান ॥ ৮১
অর্থ হৈতে অনর্থ দেখায় মণি ছলে।
লোক বুঝাইতে প্রভু হেন কর্ম্ম করে ॥ ৮২
অশেষ দুরিত হরে মণি উপাখ্যান।
কৃষ্ণের মহিমা যশঃ যাতে উপাদান ॥ ৮৩
শুনয়ে শুনায় যেবা করয়ে স্মরণ।
অশেষ দুরিত হরে এই তিন জন ॥ ৮৪
হরিভক্তি হয় তার কৃষ্ণপদে বাস।
ভাগবত আচার্য্যের প্রবন্ধ প্রকাশ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে স্যমন্তকোপাখ্যানং নাম সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫৭ ॥

নটরাগঃ ॥

শুকমুনি বলে রাজা শুনহ কাহিনী।
মন দিঞা শুন রাজা কৃষ্ণ গুণবাণী ॥ ১
পোড়া গেল পাণ্ডব জানিল সর্ব্বজন।
পুনরপি আইলেন দ্রৌপদ নন্দন ॥ ২
বন্ধুগণ সহে তথা হৈল দরশন।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল হরি তাহার কারণ ॥ ৩
মৃত পাণ্ডবের পুন শুনি আগমন।
ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিতে চলিলা নারায়ণ ॥ ৪
দেখিল ভুবনপতি কৈলা আগমন।
বার্ত্তা পাঞা ত্বরিতে উঠিলা বীরগণ ॥ ৫
আগু বাড়ি দূরে গিঞা কৈলা সম্ভাষণ।
পূজিয়া আনিলা ঘরে দিয়া আলিঙ্গন ॥ ৬
অঙ্গ সঙ্গে সকল দুরিত গেল দূর।
বাড়িল আনন্দ রস তরঙ্গ প্রচুর ॥ ৭
যুধিষ্টির চরণ বন্দিয়া প্রভু হরি।
ভীমের চরণে প্রভু প্রণিপাত করি ॥ ৮
আলিঙ্গন করিলেন অর্জ্জুনের সহে।
বীরগণে কৃষ্ণ তত্ত্ব পূজিল উৎসাহে ॥ ৯

সহদেব নকুল করিয়া পরণাম।
পূজিয়া চরণযুগে কৈল প্রণিধান॥ ১০
মন্দিরে বসিলা প্রভু কনক আসনে।
দ্রৌপদী আসিয়া তবে কৈলা সম্ভাষণে॥ ১১
সাত্যকি পূজিলা তবে কৃষ্ণ অনুচর।
পুছিল সকল সৈন্য কুশল মঙ্গল॥ ১২
কুন্তী সম্বোধিয়া কৈল চরণ বন্দন।
একে একে কৈলা সর্ব্বলোক সম্ভাষণ॥ ১৩
তবে কুন্তী কহে প্রেমে গদগদ বাণী।
পূর্ব্ব দুঃখ সঙরিয়া চক্ষে পড়ে পানি॥ ১৪
তখনে কুশল হৈল দুঃখ গেল দূর।
যখনে তথাতে তুমি পাঠাইলে অক্রূর॥ ১৫
তখনে জানিল আছে স্বশুরণ তোমার।
সবার বান্ধব তুমি পরম দয়াল॥ ১৬
স্মরিলে সকল দুঃখ কর বিমোচন।
সবার হৃদয়ে থাক জীবের জীবন॥ ১৭
তবে যুধিষ্ঠির রাজা বলে কোন বাণী।
কোন তপ কৈল আমি মরম না জানি॥১৮
যোগেশ্বরগণ যারে না পায় ধিয়ানে।
হীন মতি আমি সবে দেখিনু নয়নে॥ ১৯
এইরূপে কৈল রাজা স্তবন বন্দন।
চাতুর্ম্মাস্য তথাতে রহিলা নারায়ণ॥ ২০
বানর লাঞ্ছন রথে চড়ি এক দিনে।
অর্জ্জুনের সনে কৃষ্ণ গেলা ঘোরবনে॥ ২১
তূণ আর গাণ্ডিব বান্ধিয়া শরাসন।
অর্জ্জুন চলিলা তবে মৃগয়া কারণ॥ ২২
বিন্ধিয়া মারিল গণ্ডা মহিষ শুকর।
ব্যাঘ্র ভল্লুক মৃগ শশক বিস্তর॥ ২৩
যজ্ঞ পশু লঞা গেলা যজ্ঞ ভোগীগণে।
যজ্ঞ কালে দিল লঞা রাজ বিদ্যমানে॥ ২৪
তৃষ্ণায় স্তিমিত হঞা পার্থ যদুবীর।
বায়ুবেগে গেল রথ যমুনার তীর॥ ২৫
জল পান করিয়া চড়িল পুন রথে।
হেনকালে দিব্য কন্যা দেখেন সাক্ষাতে॥
অর্জ্জুনে পাঠাঞা দিল প্রভু যদুমণি।
সিন্ধাসহ কার কন্যা পরম রূপিনী॥ ২৭
সুরতি স্বরূপ কন্যা চারু দরশনা।
রমণী রতন মহা রুচির বদনা॥ ২৮
পুছিল অর্জ্জুন গিয়া কন্যা বিদ্যমানে।
কার কন্যা কে তুমি হেথায় কি কারণে॥
কোথা হৈতে কোথা যাহ বৈস কোন স্থানে
পতি বাঞ্ছা কর হেন বুঝি অনুমানে॥ ৩০
এবোল শুনিঞা কন্যা দিলেন উত্তর।
কহি যে আমার কথা শুন বীর বর॥ ৩১
কালিন্দী আমার নাম সূর্য্যের দুহিতা।
যমুনার জলে বসি হঞা ব্রত যুতা॥ ৩২
তপস্যা করিয়া করি কৃষ্ণ আরাধন।
যাবৎ প্রভুর সঙ্গে না হয় দর্শন॥ ৩৩
কৃষ্ণ বিনে অন্য জনে না বরি বরণ।
যত দিনে তুষ্ট হয় প্রভু নারায়ণ॥ ৩৪
বাপের নির্ম্মাণ ঘর জলের ভিতর।
তাতে বসি তপস্যা করিয়ে নিরন্তর॥ ৩৫
শুনিঞা অর্জ্জুন এত কন্যার উত্তর।
কৃষ্ণ বিদ্যমানে গিয়া কহিল সকল॥ ৩৬
কন্যা লঞা রথে তুলি প্রভু যদুবীর।
উত্তরিলা আসি যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥ ৩৭
কহিল সকল কথা রাজ বিদ্যমানে।
বিশ্বকর্ম্মা আনি কেল পুরী নিরমাণে॥ ৩৮
তবে রাজা যুধিষ্ঠির বিধান কুশল।
কন্যা আনি থুইল সেই পুরীর ভিতর॥ ৩৯
এইরূপ তথাতে আছেন যদুরায়।
দিনে দিনে বন্ধুদের আনন্দ বাড়ায়॥ ৪০
ইন্দ্রের খাণ্ডব বন খাইল হুতাশনে।
অর্জ্জুন সহায় তার হৈল তেকারণে॥ ৪১
কৃষ্ণ গেলা হঞা আর রথের সারথি।
অর্জ্জুন যুঝিল গিয়া ইন্দ্রের সংহতি॥ ৪২
খাণ্ডব পুড়িয়া গিয়া দহিল অনলে।
তুষ্ট হঞা অগ্নি তবে অর্জ্জুনের তরে॥ ৪৩
অক্ষয় কবচ দিল দিব্য তূণবাণ।
দিব্য বর্ণে অশ্ব দিল ধনুক প্রধান॥ ৪৪
ময়নামে দানব আছিল সেই বনে।
বন দাহে রাখিল অর্জ্জুন বলবানে॥ ৪৫
দিব্য সভা দিল ময় করিয়া নির্ম্মাণ।
অর্জ্জুন আনিয়া দিল রাজ বিদ্যমান॥ ৪৬
জলস্থল ভ্রম যাতে পাইল দুর্য্যোধন।
হেন সভা আনি দিল রাজার সদন॥ ৪৭

এইমত কতদিন রহিয়া শ্রীহরি।
কৌতুকে চলিয়া গেলা দ্বারকা নগরি॥ ৪৮
সূর্য্যের দুহিতা বিভা কৈল শুভক্ষণে।
উৎসবে পূরিল তনু আনিল বিধানে॥ ৪৯
বিন্দ অনুবিন্দ নামে দুই সহোদর।
অবন্তি নগরে রাজা মহা ধনুর্দ্ধর॥ ৫০
শিশুকাল ধরি তারা কৃষ্ণে করে দ্বেষ।
দুর্য্যোধন বশ তার তাহাতে বিশেষ॥৫১
মিত্র বৃন্দা নামে তার আছিল ভগিনী।
নিষেধ করিল তার অনুরাগ শুনি॥ ৫২
রাজাধি দেবের কন্যা পিশাতো ভগিনী।
হরিয়া আনিয়া বিভা কৈল চক্রপাণী॥ ৫৩
কৌশল পুরের রাজা নাম নগ্নজিতী।
পরম সুন্দরী কন্যা গুণ শীলবতী॥ ৫৪
সাত মহা বৃষ তেঁহো বান্ধিল দুয়ারে।
সেই সে করিবে বিভা যে জিনিতে পারে॥
তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দুর্দ্ধবিস বিষম সন্ধান।
বীরগন্ধ না সহে প্রখর বলবান॥ ৫৬
আসিয়া বুঝিল কত নৃপতি সমাজ।
কেহ মৈল পলাইল মনে পাঞা লাজ॥ ৫৭
এবোল শুনিয়া গেলা আপনে শ্রীহরি।
বীরের প্রধান সেনাপতি সঙ্গে করি॥ ৫৮
শুনিঞা কোশলপতি কৃষ্ণ আগমন।
আগুবাড়ি কৈল গিঞা চরণ বন্দন॥ ৫৯
পাদ অর্ঘ্য দিঞা রাজা পূজিল বিধানে।
আনি বসাইল কৃষ্ণে দিব্য সিংহাসনে॥ ৬০
দিব্য উপহার দিঞা করিল পীরিতি।
পূজিল পদারবিন্দ করিয়া ভকতি॥ ৬১
দেখিয়া রাজার কন্যা পুরুষ রতন।
কাম্য করি করে দেবী অগ্নি আরাধন॥৬২
ব্রত যুতা মুঞি যদি হও তপস্বিনী।
মোর পতি হয় এই চক্রপাণি॥ ৬৩
পূজিল কোশলপতি কৃষ্ণের চরণ।
কর যোড়ি কহে রাজা আত্ম নিবেদন॥ ৬৪
আত্মা মহে পূর্ণ হঞা প্রভু ভগবান।
অনুমতি কি করিব ভকতি প্রধান॥ ৬৫
যার পদ রাজশিরে ধরে প্রজাপতি।
গিরিশ সুরেশগণ কমলা পার্ব্বতী॥ ৬৬
সে প্রভু তুষিব আমি কোন পরকারে।
ধর্ম্ম পরিত্রাণ হেতু নানা মূর্ত্তি ধরে॥ ৬৭
নৃপতি বচন শুনি রাজরাজেশ্বর।
হাসিয়া বলেন মেঘ গভীর উত্তর॥ ৬৮
ক্ষত্রিয়কুলের ধর্ম্ম না করি প্রার্থনা।
মাগিলে জগতে রহে দুর্য্যশ ঘোষণা॥ ৬৯
তথাপি তোমার কন্যা মাগি নরপতি।
তোমার সহিত যেন থাকয়ে পীরিতি॥ ৭০
তবে রাজা বলে কিছু বিনয় বিধানে।
তোমার অধিক বর নাহি ত্রিভুবনে॥ ৭১
অশেষ লাবণ্য ধাম সর্ব্ব গুণনিধি।
লক্ষ্মী যার পদযুগ সেবে নিরবধি॥ ৭২
কিন্তু একখানি মোর সেবে আছে ব্যাজ।
স্বিবরণ পরিক্ষীতে কৈল হেনকাজ॥ ৭৩
সবে মোর খানিক আছয়ে বিমরীশ।
সাত গোটা বৃষ আছে মহা দুর্দ্ধরীশ॥ ৭৪
অনেক নৃপতিগণ রণে ভঙ্গ পাঞা।
প্রাণ লঞা অপমানে গেল পলাইয়া॥ ৭৫
এই সাত বৃষ যদি বান্ধ এক বারে।
তবে কন্যা দিব প্রভু পরম সাদরে॥ ৭৬
এতেক বচন শুনি প্রভু দামোদর।
দৃঢ় পরিকর করি বান্ধিলা কুন্তল॥ ৭৭
সাত বৃষ আপনে ধরিয়া ভগবান।
একেবারে বান্ধে কাষ্ঠে পুতুলী সমান॥ ৭৮
হত বল হত দর্প করি ভগবান।
নির্য্যাস বন্ধনে বান্ধি দিয়া দড়ি দাম॥ ৭৯
ধন্য করি সবে করয়ে বাখান।
তবে তুষ্ট হঞা রাজা কন্যা কৈল দান॥ ৮০
লক্ষ্মীকান্ত দেখিবারে রাজপত্নীগণে।
মঙ্গল আচার করে হরষিত মনে॥ ৮১
আনন্দ উৎসবে পুরী পূরিল অন্তর।
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন মনোহর॥ ৮২
নরনারীগণে সব বাড়িল আহ্লাদ।
পুরোহিত দ্বিজগণে করে আশীর্ব্বাদ॥ ৮৩
সহস্র সহস্র ধেনু কাঞ্চনে ভূষিতা।
তিন সহস্র দাসী নারী দিল অভরণ যুতা॥
মদমত্ত দিল শত সহস্র কুঞ্জর।
তার শতগুণ দিল রথ মনোহর॥ ৮৫

তার শত অশ্ব শীঘ্রগতি যার।
তার শত গুণ দিল পাইক যুঝার ॥ ৮৬
বর কন্যা রথ 'পর কৈলা আরোহণ।
বিবিধ মঙ্গল গীত বিবিধ বাজন ॥ ৮৭
চলিয়া কোশলপতি গেল কতদূর।
বিদায় করিয়া পুন আইলা নিজ ঘরে ॥ ৮৮
রাজাগণে শুনিঞা হইল চমৎকার।
আসিয়া বেড়িল তাঁরা পথের মাঝার ॥ ৮৯
যার যার দর্পভঙ্গ কৈল বৃষগণে।
তারা সব আসিয়া বেড়িল দৃঢ় মনে ॥ ৯০
বাণ বরিষণ করে সৈন্যের উপর।
তারে দেখি উঠিলা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥ ৯১
গাণ্ডীবে যুড়িয়া বীর সবাসব বাণ।
ছাইলা অর্জ্জুনবীর পুরিয়া সন্ধান ॥ ৯২
পলাইল রাজসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া।
আনন্দে চলিলা প্রভু নিজ সৈন্য লঞা ॥ ৯৩
কন্যা বিভা করি তবে প্রভু হৃষীকেশ।
সসৈন্যে লঞা কৈল দ্বারকা প্রবেশ ॥ ৯৪
জায়াজাতা প্রভু বিচিত্র মন্দিরে।
রমাপতি রহে বিবিধ পরকারে ॥ ৯৫
শ্রুতিকীর্ত্তি নামে বসুদেবের ভগিনী।
তার কন্যা ভদ্রা নামে পরম রমণী ॥ ৯৬
কেকই রাজার কন্যা পিশাত ভগিনী।
ভাগিগণে বিভা দিল কৈল চক্রপাণি ॥ ৯৭
সন্তকুল নামে তাঁর যত ভ্রাতৃগণ।
কন্যা আনি দিলা তারা কৃষ্ণের চরণ ॥ ৯৮
মদ্রদেশে ছিল আর এক নরপতি।
লক্ষ্মণা তাঁহার নাম মহা রূপবতী ॥ ৯৯
তার স্বয়ম্বর হেন শুনিঞা কেশবে।
হরিয়া আনিঞা বিভা করিলা উৎসবে ॥ ১০০
ষোল সহস্র কন্যা আর রাজার আনি।
নরক জিনিঞা বিভা কৈল চক্রপাণি ॥ ১০১
অষ্ট মহিষী বিভা গোবিন্দ চরিত।
শুনিলে সম্পদ হয় খণ্ডয়ে দুরিত ॥ ১০২
ভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী।
কৃষ্ণগুণ সমুদিত প্রেম তরঙ্গিণী ॥ ১০৩
ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চকন্যো-
দ্বাহো নাম অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়। ৫৮ ॥

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা মুনির চরণে।
নরক অসুর বধ কৈল কি কারণে ॥ ১
ষোল সহস্র কন্যা করিয়া আহরণ।
নরক নৃপতি ছিল কি তার কারণ ॥ ২
কহ শুক যদুনাথ বিক্রম বিস্তার।
শুনি সুখ কৃষ্ণ কথা পিযুষের ধার ॥ ৩
শুক মুনি বলে শুন কহি নরেশ্বর।
অপরূপ কৃষ্ণ কথা শ্রুতি মনোহর ॥ ৪
নরক ইন্দ্রের ছত্র আনিলে হরিয়া।
অদিতীর নিল শ্রুতি কুণ্ডল কাটিয়া ॥ ৫
দেবের বিহার স্থান মণিময় গিরি।
সুরগণ সকল সম্পদ নিল হরি ॥ ৬
কৃষ্ণের চরণে ইন্দ্র কৈল বিজ্ঞাপন।
নরক জনিত দুঃখ যত নিবেদন ॥ ৭
এবোল শুনিয়া হরি চলিলা সত্বরে।
সত্যভামা তুলি নিল গড়ুর উপরে ॥ ৮
প্রয়োগ যোষিত পুরে হৈলা উপসন্ন।
পর্ব্বতের গড় পুরী চৌদিগে দুর্গম ॥ ৯
অস্ত্র সঙ্গে ভয়ঙ্কর আগুনের গড়।
বিষম জলের গড় তাহার ভিতর ॥ ১০
দৃঢ়তর ঘর পাশ তাহার ভিতরে।
তার ঘর হয়ে কৃষ্ণ কোন কর্ম্ম করে ॥ ১১
ভাঙ্গিল পর্ব্বত গড় গদার প্রহারে।
কাটিল অস্ত্রের গড় খরতর শরে ॥ ১২
অগ্নি গড় জল গড় পবনের গড়।
চক্রে কাটি দূর কৈলা প্রভু চক্রধর ॥ ১৩
খড়্গে কাটি ঘর পাশ কৈলা শতখান।
শঙ্খনাদ দৈত্যগণ হৈল কম্পমান ॥ ১৪
মারিয়া গদায় বাড়ি ভাঙ্গিল প্রাচীর।
শঙ্খনাদ শুনিঞা উঠিলা মহাবীর ॥ ১৫
মুর নাম ধরে তার পঞ্চ গোটা শির।
জলের উপরে সুঞা থাকে মহাবীর ॥ ১৬
ত্রিশূল তুলিয়া বীর ধাইল সত্বরে।
প্রলয় কালের যেন জলন্ত অনলে ॥ ১৭
ত্রৈলোক্য গিলিতে মুখ মেলে পঞ্চখান।
ফিরিয়া ত্রিশূল পাট বজ্রের সমান ॥ ১৮
গরুড়ের মাথে তুলি মারিল ত্রিশূল।
পঞ্চমুখে করে হাহা শব্দ নিষ্ঠুর ॥ ১৯

দশদিগ আকাশ পুরিল দিগন্তর।
ব্রহ্মাণ্ড কটাহ যুড়ি পুরিল অম্বর ॥ ২০
পড়িল ত্রিশূল পাট দেখিয়া শ্রীহরি।
দুই শরে কাটি শূল তিনখান করি ॥ ২১
পঞ্চ সরে পঞ্চমুখ কাটিল তাহার।
ক্রোধে গদা তুলিল অসুর দুরাচার ॥ ২২
ফেলিয়া মারিল গদা কৃষ্ণের উপরে।
তবে নিজ গদা তুলিধাইল গদাধরে ॥ ২৩
গদা যে কাটিয়া গদা কৈল খান খান।
তবে দস্যু ভুজ তুলি ধাইল বলবান ॥ ২৪
চক্রে মাথা কাটে তার প্রভু চক্রধর।
ছয় খান কৈল শির রণের ভিতর ॥ ২৫
মুরের আছিল শত পুত্র মহাবলি।
বাপের মরণ শুনি ধাইল ক্রোধ করি ॥ ২৬
তাম্র অন্তরীক্ষ নাম তামদ্র কুমার।
বিভা বসুর সুনন খান দুরাচার ॥ ২৭
অরুন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পিঠ নামে জানি।
সাত বীর ধাইল বাপের মৃত্যু শুনি ॥ ২৮
নানা অস্ত্র ধরে তারা সমরে যুঝার।
শর বরিষণ করে খড়্গের প্রহার ॥ ২৯
গদা শক্তি ত্রিশূল তোমর মুদগর।
এই ত এড়িল শক্তি কৃষ্ণের উপর ॥ ৩০
অমোঘ বিক্রম প্রভু কোন কর্ম্ম করে।
কাটিল সকল অস্ত্র খরতর শরে ॥ ৩১
তিল পরমাণ করি কৈল খণ্ড খণ্ড।
কার মাথা কাটা গেল কার ভুজ দণ্ড ॥ ৩২
মাঝা মাঝি কাটা গেল কেহ খরশরে।
সাত বীর কাটা গিয়া গেল যম ঘরে ॥ ৩৩
শুনিঞা নরক রাজা পৃথিবী কুমার।
সাতবীর কাটা গেল মহাবলী আর ॥ ৩৪
চতুর্দ্দিগে বেড়ি তারে রহে মহাবীরে।
ধাঞা আইল ধরা সুত পুরের বাহিরে ॥ ৩৫
প্রলয় অনল বীর ক্রোধে যেন জলে।
অখণ্ড শব্দ করি উঠিল সত্বরে ॥ ৩৬
গরুড়ের কান্ধে হরি দেখে নৃপবরে।
সতড়িত মেঘ যেন সূর্য্যের উপরে ॥ ৩৭
দেখিয়া চলিল ধরা সুত মহাবীর।
রংগরে অধর পুন কম্পিত শরীর ॥ ৩৮
তীক্ষ্ণবাণ ফেলি মারে কৃষ্ণের উপরে।
যোদ্ধাগণ নানা অস্ত্র এড়ে একবারে ॥ ৩৯
অস্ত্র বরিষণ হৈল রণে অন্ধকার।
তবে প্রভু শিলীমুখ যোড়ে তীক্ষ্ণধার ॥ ৪০
সৈন্যের উপরে শিলীমুখবাণ।
কার মাথা কাটা গেল কার নাক কান ॥ ৪১
কেহ মাঝে কাটা গেল কার হাত পা।
কার আখি মুখ কাটা গেল কার গা ॥ ৪২
তুরঙ্গ মাতঙ্গ পড়ে রণের ভিতরে।
রণভূমি শোভা করে বীর কলেবরে ॥ ৪৩
যত বাণ ছাড়ে বীর করিয়া সন্ধান।
বাণে কাটি করে প্রভু তিল পরমাণ ॥ ৪৪
তবে কোন কর্ম্ম করে বিনতা নন্দন।
তুণ্ডের প্রহার করে সৈন্য নিপাতন ॥ ৪৫
গজ কুম্ভে তীক্ষ্ণ২ নখের প্রহার।
পাথ শাটে মারে ঘোড়া শীঘ্র গতি যার ॥ ৪৬
তুণ্ডে নখে খণ্ডে খণ্ডে গজ কলেবর।
প্রাণ লঞা পলাইল পুরের ভিতর ॥ ৪৭
ভূমি সুত দেখি সর্ব্ব সৈন্য বিচলিল।
শক্তি পাট তুলি বীর সাত পাক দিল ॥ ৪৮
ফেলিয়া মারিল শক্তি কৃষ্ণের উপরে।
না জানিল যত সিংহ শক্তির প্রহারে ॥ ৪৯
কুসুমের মালা যেন পড়ে গজ শিরে।
ব্যর্থ হৈল শক্তি তার শূল নিল করে ॥ ৫০
যাবত নরক বীর শূল নাহি ছাড়ে।
চক্রে মাথা কাটিয়া আনিল চক্রধরে ॥ ৫১
মুকুট কুণ্ডল হার শিরের ভূষণ।
ভূমিতে পড়িল বীর দেখিতে শোভন ॥ ৫২
পড়িল নরক রাজা রণের মাঝার।
দৈত্যগণে শব্দ উঠিল হাহাকার ॥ ৫৩
মুনিগণে স্তুতি করে পুষ্প বরিষণ।
সুর বধূ কৈল গন্ধ চন্দন সেচন ॥ ৫৪
বৈজয়ন্তী মালা আর অদিতি কুণ্ডল।
পৃথিবী আনিঞা দিল প্রভুর গোচর ॥ ৫৫
আনিঞা ইন্দ্রের ছত্র কৈল সমর্পণ।
মহামণি দিঞা দেবী করে নিবেদন ॥ ৫৬
প্রণাম করিয়া দেব দেবের চরণে।
করি যোড় করি স্তুতি করে ভক্ত মনে ॥ ৫৭

নম নম দেব হরি শঙ্খ চক্রধর।
ভকত ইচ্ছায় ধর নর কলেবর॥ ৫৮
নমো হে পঙ্কজনাভহ পঙ্কজমণি।
নমো হে পঙ্কজ নেত্রে দেব শিরোমণি॥ ৫৯
নমো হে পঙ্কজ পাদ নমো ভগবান।
বাসুদেব চক্রধর পুরুষ পুরাণ। ৬০
নমো অজ জনক জগত পূর্ণ বোধ।
অনন্ত শকতি ভবনিধি পোত॥ ৬১
রজোগুণ ধরি নাথ সৃষ্টিলীলাকর।
তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ ধরিয়া সংহার॥ ৬২
সত্বগুণ ধরি কর জগত পালন।
প্রকৃতি পুরুষ কাল তুমি নারায়ণ॥ ৬৩
তুমি মহামতি জ্যোতি আকাশ পবন।
বিশয়ি ইন্দ্রীয় মন সর্ব্ব দেবগণ॥ ৬৪
জীব জীবগতি তুমি সব চরাচর।
এ সব কল্পিত প্রভু ভরম কেবল॥ ৬৫
অদ্বৈত পরমানন্দ তুমি সবে সত্য।
তোমা বিনে ভ্রম সব কিছু নহে নিত্য॥ ৬৬
নরকের পুত্র এই ভয় পাঞা মনে।
অভয় চরণে নাথ পশিনু শরণে॥ ৬৭
প্রপন্ন পালক নাথ করিবে পালন।
করপদ্ম শিরে নাথ কর সমর্পণ॥ ৬৮
এই স্তুতি কৈল যদি ভক্তি ভাব করি।
পৃথিবীর তরে তুষ্ট হইলা শ্রীহরি॥ ৬৯
নরকের পুত্রকে অভয় বর দিঞা।
অন্তঃপুরে গেলা প্রভু আপনে চলিঞা॥ ৭০
ষোল যে সহস্র কন্যা আনি নরপতি।
জিনিঞা নরক রাজা রাখিল দুর্গতি॥ ৭১
ষোল যে সহস্র কন্যা দেখিয়া শ্রীহরি।
বিমোহিত হৈল তাঁরা লজ্জা পরিহরি॥ ৭২
মনে মনেশ্বরিলা সকল কন্যাগণ।
এই পতি হয় যেন জনমে জনম॥ ৭৩
দেবগণ তুষ্ট হউ বিধি অনুকূল।
এই পতি হয় যেন বাপের ঠাকুর॥ ৭৪
তা সবার হৃদয় বুঝিয়া বনমালি।
দ্বারকা পাঠাঞা দিলা নবজানে তুলি॥ ৭৫
মহাধন ভাণ্ডার বিচিত্র রথ ঘোড়া।
মত্ত মত্ত গজগণ পর্ব্বতের চূড়া॥ ৭৬
ঐরাবত কুলে জাত পাণ্ডুর বরণ।
চারি দন্ত মনোহর সর্ব্ব সুলক্ষণ॥ ৭৭
বাছিয়া চৌষট্টি গজ আনি গদাধর।
সকল পাঠাঞা দিল দ্বারকা নগর॥ ৭৮
তবে প্রভু স্বর্গলোক করি আরোহণ।
ইন্দ্র আদি দেবগণ কৈল সম্ভাষণ॥ ৭৯
স্বর্গলোক পবিত্র করিব আছে মনে।
স্বর্গলোক গেলা প্রভু তাহারি কারণে॥ ৮০
অদিতীর তরে দিল রতন কুণ্ডল।
মহামণি ছত্র দিলা ইন্দ্রের গোচর॥ ৮১
ইন্দ্র আদি দেবগণ পূজিল বিধানে।
সত্যভামা দেবী পূজে দেব পত্নীগণে॥ ৮২
দেবগণ সনে হরি কৈলা সম্ভাষণ।
পুনরপি ক্ষিতিতলে করিলা গমন॥ ৮৩
সত্যভামা বচনে তুলিয়া পারিজাত।
গরুড়ের উপরে চাপিয়া জগন্নাথ॥ ৮৪
তবে দেবগণ সনে বাজিল সংগ্রাম।
পরিজাত তুলিয়া আনিলা ভগবান॥ ৮৫
সত্যভামা দেবী পুরে করিল রোপণ।
গন্ধ লোভে ভ্রমে তাতে যত ভৃঙ্গগণ॥ ৮৬
হরিবংশে কহিলেন করিয়া বিস্তার।
ভাগবতে কহে সার করিয়া উদ্ধার॥ ৮৭
ষোল যে সহস্র রূপ ধরি নারায়ণে।
ষোল যে সহস্র বিভা কৈল একদিনে॥ ৮৮
পতি রূপে প্রতি পুরে থাকে সেই মনে।
যার সম অতিশয় নাহি ত্রিভুবনে॥ ৮৯
হেন মতে রমাপতি লঞা রমাপ্রতি।
রমিয়া দেখান সুখ ভোগ গৃহ গতি॥ ৯০
হেন রমাপতি লঞা রহে নারীগণে।
ব্রহ্মা আদি ভব যার তত্ত্ব নাহি জানে॥ ৯১
অবিরত ভাবে কৈল চরণ বন্দন।
সগন্ধ কটাক্ষ পাত মধুর ভাষণ॥ ৯২
দূরে দেখি ভয়ে চমকিত বধূগণে।
আসনে বসিঞা করে পাদ প্রক্ষালনে॥ ৯৩
তাম্বূল যোগায় কেহ চামর চুলায়।
কণে দিব্য গন্ধ মাল্য বসন পরায়॥ ৯৪
শয়ন ভোজন পান কেশ প্রসারণ।
সর্ব্বভাবে বধূগণ সেবে সর্ব্বক্ষণ॥ ৯৫

শত শত দাসীগণ আছে সন্নিধানে।
তবু তাঁরা পতি সেবা করেন আপনে॥ ৯৬
শ্রীল গদাধর পদ করিয়া ধেয়ান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ৯৭

ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে
ঊনষাটিতমোঽধ্যায়। ৫৯॥

শুক মুনি বলে রাজা শুন সাবধানে।
আর অপরূপ কথা কহিব এক্ষণে॥ ১
একদিন সুখ শয্যা হেম সিংহাসনে।
বসি ত্রিজগত গুরু আছেন আপনে॥ ২
পরিচর্য্যা করে দেবী ভীষ্মক দুহিতা।
সখীগণ সঙ্গে করি প্রেমে আনন্দিতা॥ ৩
চামর ঢুলায় কেহ বিবিধ সেবন।
যে হরি লীলায় করে জগত পালন॥ ৪
ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু জন্ম যদুকুলে।
হেন প্রভু পতি ভাবে সেবে নিরন্তরে॥ ৫
রতন মণ্ডিত চারু বিতান মণ্ডিত।
উজ্জ্বল মুকুতাদাম তোরন শোভিত॥ ৬
মণিময় দীপগণ চরণানুসার।
বিলোল মালতী মাল ভ্রমর ঝঙ্কার॥ ৭
জালা বন্ধে চান্দের কিরণ ঝল মলি।
পারিজাত পবন আনন্দযুত পুরী॥ ৮
রতন রচিত দণ্ড বিচিত্র চামর।
সখি হাত হৈতে লঞা দাণ্ডায় নিয়ত॥ ৯
উপাসনা করে দেবী চামর ব্যজনে।
শিঞ্জীত মঞ্জীর মণি রঞ্জিত চরণে॥ ১০
রতন অঙ্গুরী কঙ্কু পল্লব বিলাস।
বিলোল চামর দণ্ড করে পরকাশ॥ ১১
কুচ বিনিহিত তনু বসন বিরাজে।
কুঙ্কুম রঞ্জিত তনু তচ্ছু পরমাঝে॥ ১২
নিতম্ব বিস্তৃত ধৃত কিঙ্কিনী বিলোল।
তরলিত অঙ্গ রহে প্রেমের কল্লোল॥ ১৩
হেনরূপ ধরে তবে লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতি।
প্রভু অনুরূপ রূপ ধরে গুণবতি॥ ১৪
তবে দেব দেববিদ গদ শিরোমণি।
হাসিয়া দেবীরে তবে বলে কোনবাণী॥ ১৫

আমার বচন শুন রাজার কুমারী।
ইন্দ্র চন্দ্র সম নৃপগণ মহাবলী॥ ১৬
মহা অনুভব রূপ বলবীর্য্য ধরে।
তাঁরা সব তোমারে বাঞ্ছয়ে নিরন্তরে॥ ১৭
বাপ ভাই তাঁ-সবারে কৈল অঙ্গীকার।
কেনে না বরিলে সেই সবে মহীপাল॥ ১৮
তা সবা ত্যজিয়া তুমি আমাকে বরিলে।
স্ত্রী বুদ্ধি তুমি সে বিচার না বুঝিলে॥ ১৯
সে সব রাজার আমি না হই সমান।
তাঁ সবার ভয়ে আমি মহা কম্পমান॥ ২০
সমুদ্র শরণ কৈল তা সবার ভয়ে।
মহাবল তাঁরা সব সতত হিংসয়ে। ২১
যদুকুলে প্রায় নাহি রাজা অধিকার।
হেন যদুকুলে দেবী জনম আমার॥ ২২
কোন ধর্ম্ম নাহি যার সর্ব্বত্র খেয়াতি।
আমাকে ভজিলে দুঃখ পায় যে স্ত্রী জাতি॥
অকিঞ্চন প্রিয় আমি হই অকিঞ্চন।
না ভজে আমাকে প্রায় ধনাঢ্য যে জন॥২৩
যার যার সমধন সমান জনম।
সমান ঐশ্বর্য্যবল বীর্য্য পরাক্রম॥ ২৫
তার তার সহ যোগ্য বিবাহ মৈত্র্যতা।
উত্তমের সহনা নহে অধম যোগ্যতা॥ ২৬
বিচার না কৈলে তুমি অল্প জ্ঞেয়ানে।
গুণহীন আমাকে ভজিলে কি কারণে॥ ২৭
ভিক্ষুকে করয়ে সবে আমার প্রশংসা।
কুল ধর্ম্মে আমার করয়ে সদা হিংসা॥ ২৮
আপনার অনুরূপ রাজার কুমার।
এখনে বুঝিয়া পতি বর আর বার॥ ২৯
হেন পতি বর তুমি থাক পরম সুখে।
দুঃখে যেন নহে ইহলোকে পরলোকে॥ ৩০
শিশুপাল জরাসিন্ধু আদি রাজাগণ।
তাঁরা সব আমাকে হিংসয়ে অনুক্ষণ॥ ৩১
তোমার অগ্রজ ভাই হিংসে নিরন্তর।
এবোল বুঝিয়া তুমি বর যোগ্যবর॥ ৩২
তা সবার দর্প ভঙ্গ করিব কারণে।
তোমাকে হরিয়া আনি এই সে কারণে॥
উদাসীন হইয়া থাকি নাহি পরিবার।
পুত্রদারে কামুক না হই সর্ব্বকাল॥ ৩৩

আপনিই পূর্ণ দেহ গেহ উদাসীন।
কোন কালে কর্ত্তা নাহি গুণ কর্ম্ম হীন ॥ ৩৫
পরীক্ষার তরে বলি এতেক বচন।
নিঃশব্দে রহিলা হরি কমললোচন ॥ ৩৬
সখি হাত হনে দেবী আনিলা চামর।
সেই তাঁর গর্ব্ব এত দেখি গদাধর ॥ ৩৭
দর্প ভঙ্গ করিব শুনিব তার বাণী।
সে কারণে এতেক বলিলা চক্রপাণি ॥ ৩৮
শুনিঞা প্রভুর বাণী ভীষ্মক দুহিতা।
কম্প উপজিল চিত্তে ভয়ে চমকিতা ॥ ৩৯
স্তব্ধ মত হঞা দেবী না সরে উত্তর।
অরুণ চরণ তলে লিখে ক্ষিতিতল ॥ ৪০
কুচ যুগ পাখালিল নয়নের জলে।
অধোমুখে রহে দেবী বচন না সরে ॥ ৪১
দুঃখ শোক ভয়ে দেবী হই না মূর্চ্ছিত।
শিথিল বলয়াবলি সব বিগলিত ॥ ৪২
হাতে হনে চামর পড়িল ভূমিতলে।
ভূমিতে পড়িলা দেবী শরীর না চলে ॥ ৪৩
পবনে কাঁপিয়া যেন পড়য়ে কদলী।
পড়িলা রুক্মিণী দেবী জ্ঞান পরিহরি ॥ ৪৪
দেখিয়া প্রিয়ার প্রেম প্রভু দয়াময়।
অনুকম্পা করিলেন প্রসন্ন হৃদয় ॥ ৪৫
সিংহাসন হৈতে প্রভু উঠিলা সত্বরে।
চতুর্ভুজ হই প্রভু তুলি নিল কোলে ॥ ৪৬
দুই হাত দিয়া করে কেশ প্রসারণ।
আর দুই হাতে প্রভু করে আলিঙ্গন ॥ ৪৭
দক্ষিণ কমল করে অঙ্গ সংমার্জ্জিল।
নয়নের জল প্রভু মুছিয়া ফেলিল ॥ ৪৮
কুচ সংবাজিত[illegible] শাখিয়া বচন।
বলিতে লাগিলা প্রভু বিনয় বচন ॥ ৪৯
না কর না কর দেবী শোক অকারণ।
দুঃখ ছাড়ি কর দেবী চিত্ত নিবারণ ॥ ৫০
তোমার বচন দেবী শুনিব কারণে।
দেখিব তোমার মুখ ক্রোধ পরায়ণে ॥ ৫১
কুটিল কটাক্ষপাত কম্পিত অধর।
সে কারণে পরিহাস করিনু উত্তর ॥ ৫২
এই সে পরম লাভ দেখি গৃহী জনে।
পরিহাসে যায় কাল স্ত্রীর সম্ভাষণে ॥ ৫৩

এতেক বচন বলি দৈবকী নন্দন।
শান্তিঞা দেবীর চিত্ত কৈল নিবারণ ॥ ৫৪
প্রিয় পরিত্যাগ ভয় ধোহঞা সুন্দরী।
ঈষৎ কটাক্ষপাত শ্রীমুখ দেহার ॥ ৫৫
সলজ্জ মধুর হাস বলেন বচন।
সত্য সত্য হয় নাথ তোমার কথন ॥ ৫৬
সত্য মত পদ্মনেত্র বচন তোমার।
তোমার সদৃশ আমি নাহি যোগ্য দার ॥ ৫৭
নিজ মহিমায় তুমি ত্রিগুণ ঈশ্বর।
সর্ব্ব মায়া জ্ঞান তুমি প্রকৃতির পর ॥ ৫৮
আমি মায়াময়ী সব প্রকৃতি স্বরূপা।
কোন গুণে হই নাথ তোমার অনুরূপা ॥ ৫৯
আমার কটাক্ষপাত লভিবার তরে।
ব্রহ্মা আদি সুরগণ পদসেবা করে ॥ ৬০
হেন আমি প্রকৃতি সকল দেবময়ী।
কোনরূপে তোমার সদৃশ হই আমি ॥ ৬১
সমুদ্রে শরণ লঞা আছ তার তরে।
সেহ সত্য কহিলে অসত্য কভু নহে ॥ ৬২
সমুদ্র হৃদয়ে সদা তাহে তুমি বৈস।
কুপুরুষগণ সঙ্গ ত্যজি সুখে আছ ॥ ৬৩
রাজপদ তমোময় নরক দুয়ার।
তাহা করি বস্তু জ্ঞান কি হয় তোমার ॥ ৬৪
তোমার সেবক তাহা দূরে পরিহরে।
রাজপদ অধম পুরুষে ভোগ করে ॥ ৬৫
যে তুমি কহিলে লোক ধর্ম্ম আমি ছাড়ি।
ত্যজিবে কতেকরূপ গুপ্তবেশ ধরি ॥ ৬৬
সেই বাণী সত্য তুমি কৈলে ভগবান।
তার কথা কহি নাথ তোমা বিদ্যমান ॥ ৬৭
তোমার পদারবিন্দ মকরন্দ ভজে।
নরপশুগণে তার পথ নাহি বুঝে ॥ ৬৮
কে বুঝিবে মায়াতে তোমার গুপ্তমর্ম্ম।
পূর্ণ ব্রহ্ম ঈশ্বরের অলৌকিক কর্ম্ম ॥ ৬৯
লোক বাহ্য কর্ম্ম করে তোমার কিঙ্করে।
ঈশ্বরের পথ কেবা বুঝিবারে পারে ॥ ৭০
অকিঞ্চন নাম তুমি সার্থক করিলে।
তোমা বহি আর নাহি ব্রহ্মা গুণগুণে ॥ ৭১
জগত পূজিত ব্রহ্মা আদি দেবগণ।
তাঁরা সব করিয়ার চরণ সেবন ॥ ৭২

ধনলোভে লুব্ধ শিশ্নোদর পরায়ণ।
তারা সব তোমাকে জানিবে কেমন ॥ ৭৩
পূজিতের পূজ্য তুমি বিবিধ বিধাতা।
সর্ব্ব ফলময় তুমি সর্ব্বলোক পিতা ॥ ৭৪
নৃপ শিরোমণি সব ত্যজিয়া সকল।
তোমাকে বাঞ্ছিয়া যায় বনের ভিতর ॥ ৭৫
যে হয় সমাজে সবে তুমি মহাশয়।
স্ত্রী-পুরুষে সঙ্গ নাথ উচিত না হয় ॥ ৭৬
দণ্ড ত্যাগ করি মহামুনি যোগেশ্বর।
যার গুণ কীর্ত্তন করয়ে নিরন্তর ॥ ৭৭
জগতের আত্মা তুমি কর আত্মা দান।
তেকারণে তোমাকে কহিনু ভগবান ॥৭৮
অতএব পুরন্দর আদি সুরগণে।
ভ্রূভঙ্গে তাঁ সবার কর নিপাতনে ॥ ৭৯
অকারণে তাঁ সবে ত্যজিয়া দূর ভবে।
শরণ লইনু নাথ চরণ কমলে ॥ ৮০
এই সে চরণখানি দৃঢ় হৈল জানি।
ধনুর টঙ্কারে তুমি নৃপগণ জিনি ॥ ৮১
সিংহ যেন বলি হরে হরিলে আমারে।
তা সবার ভয়ে তুমি পশিলে সাগরে ॥৮২
এই সে বচনখানি না ঘটে তোমার।
আর যত কহিলে সকল বাণী সার ॥ ৮৩
পৃথু গয় যযাতি নৃপতি শিরোমণি।
একচক্রে তারা সবে শাসিল মেদিনী ॥৮৪
সপ্তদ্বীপেশ্বর এক দণ্ড অধিকার।
তাঁরা সবে পাদপদ্ম বাঞ্ছয়ে তোমার ॥ ৮৫
রাজ্য ত্যজি বনে গেল তোমার কারণে।
হেন মহামহেশ্বর তুমি ত্রিভুবনে ॥ ৮৬
অভয় পদারবিন্দ করিয়া সেবন।
অবসাদ হৈবে সবে এই সে কারণ ॥ ৮৭
তোমার চরণ সরোরুহ সদাগন্ধ।
নির্ব্বাণ পরম পদ জন তাপ ভঙ্গ ॥ ৮৮
মাধুকর মুখরিত কমল আলয়।
হেন পাদ পদ্ম কেবা করিয়া আশ্রয় ॥ ৮৯
গুনহীন পুরুষ ভজিব অবিচারে।
হেন কেবা নারী আছে সংসার ভিতরে ॥ ৯০
জগত অধিক রূপ তুমি সবে পতি।
ইহলোক পরলোক ত্রিভুবন পতি ॥ ৯১
সর্ব্বকাম পূরক ঈশ্বর গুণনিধি।
সবে দুই চরণে স্মরণ মহানিধি ॥ ৯২
কর্ম্ম পাশে যথা তথা জন্ম যদি হয়।
তব পদ যুগে যেন মোর মতি রয় ॥ ৯৩
তুমি যে নৃপগণ কহিলে উদ্দেশ।
স্ত্রী জিত তাহারা সবে পশু নির্ব্বিশেষ ॥ ৯৪
নিরবধি তারা সবে পরম অজ্ঞান।
নাহি শুনে তোমার চরিত তব নাম ॥ ৯৫
যেবা নাহি করে হেন পদ রসপান।
ব্রহ্মা ভবে সবা যে যাহার যশোগান ॥ ৯৬
অসার দেহের নখ লোম আচ্ছাদিত।
মল মূত্র রক্ত মাস অন্তরে পূরিত ॥ ৯৭
জিষ্ণু তেঁহো সবে সম নৃপ কলেবর।
পতি ভাবে নারীগণ সেবে নিরন্তর ॥ ৯৮
মধু গন্ধ পাদ পদ্ম যার নাহি জানে।
পতি ভাবে সেবে তাকে সেই নারীগণে ॥
তোমার চরণে অনুরাগ নিরন্তর।
সবে যেন রহে মোর এই মাগো বর॥ ১০০
নিজ গুণে পূর্ণ তুমি সর্ব্ব বুদ্ধিধর।
কোন ঠাঞি তবু তুমি প্রেম নাহি কর ॥ ১০১
সৃষ্টি কালে তথাপি করিবে দৃষ্টিপাত।
সেই অনুগ্রহ মোর পরম প্রসাদ ॥ ১০২
নরবর পুরুষ কন্যার হও পতি।
আমার সদৃশ যেবা কন্যা হয় সতি ॥ ১০৩
বুধজনে নাহি করে অতি পরিণয়।
যাহা হবে তপঃ তেজ সবে নষ্ট হয় ॥ ১০৪
এতেক বচন শুনি দেব দেবেশ্বর।
শান্তিয়া দেবের তরে বলেন উত্তর ॥ ১০৫
শুন দেবী তোমারে করিনু পরিহাস।
শুনিব তোমার কিছু বচন প্রকাশ ॥ ১০৬
তেকারণে পরিহাস কৈনু সম্ভাষণ।
চিন্তা পরিহর তুমি স্থির কর মন ॥ ১০৭
যত তুমি কহিলে সকল সত্যবাণী।
সর্ব্ব গুণময় তুমি পরম কল্যাণী ॥ ১০৮
যে যে বাঞ্ছা কর তুমি সতি পতিব্রতা।
লভিবে সকল তুমি জানিহ সর্ব্বথা ॥ ১০৯
চালনা করিতে কৈল প্রত্যেক প্রকার।
তবু চিত্ত বিচলিত নহিল তোমার ॥ ১১০

তবে ব্রত করি করে আমার ভজন।
অপবর্গ দাতা আমি ভৃত্য পরায়ণ॥ ১১১
কামবর মাগে যদি মায়ায় মোহিত।
হতভাগ্য সেইজন কেবল বঞ্চিত॥ ১১২
নর কেহ কাম ভোগ অদৃষ্ট নীরয়।
তাহার কারণে ভজে মূর্খ দুরাশয়॥ ১১৩
যত পরিচর্য্যা তুমি কৈলে গৃহেশ্বরী।
সর্ব্বভাবে আমাকে ভজিলে প্রেম করি॥
যাহা হৈতে এ ভব বন্ধন দূর হয়।
আনের শকতি তাহা করণ না যায়॥ ১১৫
তোমা হেন গৃহিণী না দেখি নারী কুলে।
নৃপগণে আসিয়া মিলিল স্বয়ম্বরে॥ ১১৬
তা সবারে নাগণিলে তৃণ বুদ্ধি করি।
ব্রাহ্মণ পাঠাঞা দিলে গুপ্ত ভাব ধরি॥ ১১৭
ভ্রাতৃ বিড়ম্বন তুমি সাক্ষাতে দেখিলে।
আমার কারণে তুমি কিছু না বলিলে॥ ১১৮
এতেক বচন বলি কমললোচন।
শান্তিয়া রুক্মিণী দেবী কৈল নিবারণ॥ ১১৯
ত্রিজগত গুরু হরি নর অবতার।
নরলোকে গৃহ কর্ম্ম করিল প্রচার॥ ১২০
রমে রমণীগণ করিয়া রমণ।
নিজ কামে পরিপূর্ণ প্রভু নারায়ণ॥ ১২১
ভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী।
দুর্লভ কৃষ্ণের প্রেম প্রেম তরঙ্গিণী॥ ১২২
ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে ভগবদ্রুক্মিণী-
সংবাদঃ নাম সাঠিতমোহধ্যায়। ৬০॥

ধানশীরাগঃ।

তবে রাজা শুন কৃষ্ণের বংশের বিস্তার।
মহাবল পরাক্রম বিক্রম বিশাল॥ ১
এক এক রমণীর দশ দশ পুত।
কৃষ্ণ সম তেজ রূপ সর্ব্ব গুণ যুত॥ ২
প্রতি পুরে পুরে প্রভু নিরন্তর বৈসে।
রমণীগণের মন পুরায় সন্তোষে॥ ৩
চারু করকমল বিশাল ভুজদণ্ড।
প্রেমহাস সরস নিরীক্ষণ ভ্রূভঙ্গ॥ ৪
অমল কমলমুখ চরণ রসাল।
শতপত্র চারুনেত্র যুগল বিশাল॥ ৫
দেখিয়া বনিতাগণ সদা বিমোহিত।
শিথিল বলয়াবলী বিগলিত চিত॥ ৬
সলজ্জ কটাক্ষপাত মধুর বিলাস।
ভ্রুবঙ্কী লাবণ্য লজ্জিত পরকাশ॥ ৭
শোভয়ে সহস্রধর রমণী মণ্ডল।
নানাভাবে রতিরস করিলা বিস্তর॥ ৮
তবু কৃষ্ণেরমণী নারিনু জিনিবারে।
হেন কৃষ্ণ ত্রিভুবন যীজইরি বিহরে॥ ৯
রমাপতি পতি হেন মানে নারীগণে।
ব্রহ্মা আদি যার পথ ভব নাহি জানে॥ ১০
হেন কৃষ্ণ নিরবধি কেন আরাধনে।
পতিভাবে সতত সে নিল নারীগণে। ১১
সহস্র সহস্র দাসী আছেন বিস্তর।
তবু তাঁরা আপনে সেবেন নিরন্তর॥ ১২
অষ্টমহীষির পুত্র প্রদ্যুম্ন প্রধান।
শুন রাজা পরীক্ষিত কহি আর নাম॥ ১৩
প্রদ্যুম্ন যাহার নাম সবার প্রধান।
চারুদেষ্ণ সুদেষ্ণ কুমার বলবান॥ ১৪
চারুদেহ চারুগুপ্ত সুচারু সুধীর।
ভদ্রচারু চারুচন্দ্র বিচারু প্রবীর। ১৫
আর পুত্র চারুনামে এ দশ তনয়।
রুক্মিণীর গর্ভে এই হৈলা মহাশয়॥ ১৬
ভানু সুভানু আর স্বভানু সুন্দর।
ভানু কুমার আর ভানুমান মহাবল॥ ১৭
চন্দ্রভানু বৃহদ্ভানু হরিভানু নাম।
প্রতিভানু বিভানু কুমার বলবান॥ ১৮
সত্যভামার দশ পুত্র জগত পূজিত।
জাম্ববতীর দশ পুত্র শুন পরীক্ষিত॥ ১৯
সাম্ব সুমিত্র পুরুজিত বলবান।
শতজিত কুমার সহস্রজিত নাম॥ ২০
চিত্রকেতু দ্রবিড় বিজয় বসুনাম।
কালিন্দীর দশ পুত্র বীরের প্রধান॥ ২১
চারুচন্দ্র উগ্রসেন চিত্রাঙ্গ কুমার।
মেঘবান বৃষ আর বিক্রমে বিশাল॥ ২২
সঙ্কৃষ শুমান কুমার কুন্ত নাম।
নগ্নজিতীর দশ পুত্র মহামতিমান॥ ২৩
শূর করি সুস বীর সুবাহু তনয়।
ভদ্র ভদ্র বল শান্তি দর্প মহাশয়॥ ২৪

(ভদ্রার) আর পুত্র কালিন্দি কুমার।
সোমক তনয় আর বিবিধ সংসার ॥ ২৫
পুষ্পের তনয় গড় বলে সিংহবল।
সেবন উর্দ্ধগ মহাশক্তি ধনুর্দ্ধর ॥ ২৬
সহস্র ভূর্গ কুমার অপরাজিত নাম।
লক্ষণার দশ পুত্র মহা বলবান ॥ ২৭
বৃক অক কুমার আনন গৃধ্র নামে।
বর্দ্ধন উদ্দাত নাম বিদিত ভুবনে ॥ ২৮
মহাস পবন বহ্নি আরক্ষ নাম।
মিত্র বৃন্দার দশ পুত্র মহা বলবান ॥ ২৯
সংগ্রাম সংগ্রাম জিত বৃহত্যাস নাম।
সুধ প্রহর্ষণ অতিজিত বলবান ॥ ৩০
জয় সুভদ্র রাম আর সত্য নামে।
ভদ্রা দেবীর দশ পুত্র বিদিত ভুবনে ॥ ৩১
দীপ্ত নামে তাম্র আদি রেবতীর সুত।
দশ পুত্র জনমিল মহাবল যুত ॥ ৩২
বিবাদ খণ্ডন হেতু রুক্মিণীর প্রতি।
প্রদ্যুম্নে কন্যাদান করিল রুক্মবতী ॥ ৩৩
অনিরুদ্ধ জনমিল তাঁহার উদরে।
প্রদ্যুম্নের পুত্র তেঁহো বিদিত সংসারে ॥ ৩৪
ষোল যে সহস্রদেবী প্রভুর রমণী।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী জগৎ জননী ॥ ৩৫
কোটি কোটি পুত্রপৌত্র জনমিল তাঁহার।
তাহা বিস্তারিয়া কহে শকতি কাহার ॥ ৩৬
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে।
বৈরী পুত্রে রুক্ম কন্যা দিল কি কারণে ॥ ৩৭
কৃষ্ণকে মারিতে করে সতত সন্ধান।
তবে কেনে প্রদ্যুম্নে করিল কন্যাদান ॥ ৩৮
বৈরীভাব তাহার অন্তর অনুক্ষণে।
বিবাহ সম্বন্ধ তাহে ঘটিল কেমনে ॥ ৩৯
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান তোমার গোচর।
জ্ঞানচক্ষে তুমি সব দেখ নিরন্তর ॥ ৪০
মুনি বলে শুন রাজা কহিব কারণ।
নিরবধি করে রুক্ম বৈরীকে স্মরণ ॥ ৪১
মৈলে দুঃখ নাহি ছাড়ে বৈরী অপমান।
তথাপি ভাগিনা দেখি কন্যা কৈল দান ॥ ৪২
কন্যা বিভা দিল রুক্ম পাঞা দিব্যবর।
স্বয়ম্বর স্থান নিরমিল মনোহর ॥ ৪৩
নৃপগণ আসিয়া মিলিল স্বয়ম্বরে।
প্রদ্যুম্ন তাহাতে গেলা দেখিবার তরে ॥ ৪৪
কন্যা আসি স্বয়ম্বরে কৈল আগমন।
কন্যা দেখি বিমোহিত যত রাজগণ ॥ ৪৫
সাক্ষাৎ কন্দর্প দেখি কৃষ্ণের কুমার।
প্রদ্যুম্নের গলে কন্যা দিল রত্নমাল ॥ ৪৬
তবে রাজাগণ সবে বাজিল সংগ্রাম।
জিনিঞা আনিল কন্যা বীরের প্রধান ॥ ৪৭
তবে রুক্ম ভগিনীর করিতে পীরিতি।
প্রদ্যুম্নরে দান কৈল কন্যা রুক্মবতী ॥ ৪৮
এইরূপে রুক্মগৃহে সম্বন্ধ বিধান।
আর কথা কহি রাজা শুন সাবধান ॥ ৪৯
পরম সুন্দরী অতি রুক্মের নাতিনী।
রুক্ম তারে বিভা দিল অনিরুদ্ধ আনি ॥ ৫০
বান্ধবের কর্ম্ম রাজা তথাই চিন্তিল।
সম্বন্ধে বিশেষ করি প্রেম বাড়াইল ॥ ৫১
যদ্যপি এরূপ হয়ে সম্বন্ধ অধর্ম্ম।
পীরিতি কারণে রুক্ম কৈল হেন কর্ম্ম ॥ ৫২
শুভকালে শুভযোগে করি শুভক্ষণ।
আপনি চলিয়া যাতে কমললোচন ॥ ৫৩
চলিলা রুক্মিণীদেবী উৎসব দেখিতে।
সাম্ব প্রদ্যুম্ন আদি কুমার সহিতে ॥ ৫৪
বিবাহ দেখিতে গেলা প্রভু বলরাম।
চলিল সকল যত বীরের প্রধান ॥ ৫৫
আসিয়া মিলিলা যত নৃপতি মণ্ডল।
বিবিধ উৎসব হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥ ৫৬
দন্তবক্র আদি যত মেলি রাজগণে।
কহিল রুক্মের তরে মন্ত্রণা বচনে ॥ ৫৭
পাশক্রীড়া করি তুমি জিন বলরাম।
না জানে পাশার মূল নাহি অবধান ॥ ৫৮
এতেক শুনিয়া রুক্ম বসিল সভাতে।
ডাক দিঞা বলরাম আনিল তথাতে ॥ ৫৯
পাড়িল পাশার খেলা কপট বন্ধনে।
বলরাম খেলে পাশা অকপট মনে ॥ ৬০
শতেক সহস্র পল অযুত ধরিয়া।
ফেলায় রোহিণী সুত অকপট হঞা ॥ ৬১
রুক্মবলে জিনিল সব খেড়ি।
দন্তকুলি দন্তবক্র হাসে খলখলি ॥ ৬২

তবে বলরাম ক্রোধ করি অতিশয়।
অর্ব্বুদ করিয়া পণ খেলে আরবার ॥ ৬৩
সকল জিনিল রাম বিপক্ষ বিদরি।
জিনিল সকল রুক্ম বলে উচ্চ করি ॥ ৬৪
সভাসদে পুছ যদি আমি মিথ্যা বলি।
অন্তরীক্ষ বাণী হৈল হেনই সময় ॥ ৬৫
সকল জিনিল না মানে রুক্ম দুরাশয়।
ছল ধরি রামে মন্দ বলে অতিশয় ॥ ৬৬
বলে কৈস তুমি কিবা সাবধান দায়।
সহজে গোয়ালা জাতি গোধন চরাও ॥ ৬৭
পাশা খেলা করে বিদগধ নৃপগণ।
গোপজাতি তুমি পাশা খেলিতে কি জান ॥
এত মন্দ বলি তবে রুক্ম উপহাসে।
ক্রোধে রাম জলে যেন জগত হুতাশে ॥ ৬৯
মারিল রুক্মির মুণ্ডে মুষল প্রহার।
সভার ভিতরে রুক্মি করিলা সংহার ॥ ৭০
ডরাসে কলিঙ্গ রাজা পলায় সত্বরে।
পদ দশ গিয়া তারে ধরে হলধরে ॥ ৭১
যে দন্ত দেখাঞা দুষ্ট কৈল উপহাস।
গোটে গোটে সেই দন্ত করিল বিনাশ ॥ ৭২
কার শির ভাঙ্গিল কাহার নাক কান।
কার ভুজ কার বুক হৈল খান খান ॥ ৭৩
রকতে তিতিল অঙ্গ মুষল প্রহারে।
প্রাণ লঞা নিজ ঘরে গেল সশরীরে। ৭৪
ভালমন্দ কিছু না বলিলা প্রভু হরি।
বলরাম রুক্মিনীর প্রেম রক্ষা করি। ৭৫
তবে দিব্য রথে বরকন্যা আরোপিল।
বিবিধ সাজন সেনা চৌদিগে সাজিল ॥ ৭৬
তবে রামকৃষ্ণ গেলা দ্বারকা মণ্ডলে।
অনিরুদ্ধ বিবাহ বর্ণিল সরকারে ॥ ৭৭
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস পান ॥ ৭৮

•ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে একষষ্ঠি-
তমোঽধ্যায়। ৬১ ॥

তুড়িরাগঃ।

শুকমুনি বলে রাজা শুন সাবধানে।
বলির কুমার বলি বিদিত ভুবনে ॥ ১
সহস্রেক কর তার পুত্রগণ শ্রেষ্ঠ।
বাণ রাজা আছিল জগতে নৃপ জ্যেষ্ঠ। ২
গাজনে তুষিল শিব তাণ্ডব নর্ত্তনে।
ভকত বৎসল শিব বলিল আপনে ॥ ৩
বর মাগ তাহে যদি কহিলা শঙ্কর।
রাজা বলে মোর দ্বারী হও নিরন্তর ॥ ৪
সহস্রেক ভুজ মোর দেহ মহেশ্বর।
ত্রিভুবনে নহে যেন মোর সম বল ॥ ৫
এই বর বাণ রাজা মাগিল সত্বরে।
বর দিঞা শিব তার রহিলা দুয়ারে ॥ ৬
একদিন বাণ রাজা করিয়া প্রণাম।
কহিতে লাগিলা রাজা শিব বিদ্যমান ॥ ৭
নমঃ নমঃ মহাদেব জগৎ ঈশ্বর।
কামাবর কল্পতরু চরণ যুগল ॥ ৮
সহস্রেক ভুজ দিলে হৈল মহাকায়।
মোর সমবীর নাহি জগত মাঝার ॥ ৯
সবে হেন বুঝি তুমি আছ সমবল।
যুদ্ধ দিঞা কর নাথ ভুজের সফল। ১০
দিগ্‌গজের সনে গেনু করিবারে রণ।
পলাঞা দিগ্‌গজ গেল রাখিয়া জীবন ॥ ১
চূর্ণ কৈনু গিরিগণ ভুজের প্রহারে।
তেকারণে যুদ্ধ চাহি তোমার গোচরে।
এবোল শুনিয়া ক্রোধ করিলা শঙ্কর।
ভুজবলে দর্প বেটা করে এত বড় ॥ ১৩
ভাঙ্গিয়া রথের ধ্বজ পড়িবে যখনে।
আমা সম বীর তোরে মিলিব তখনে ॥
এবোল শুনিঞা রাজা হৈল হরষিত।
শিবের বচনে তার নহিল প্রতীত ॥ ১৫
তার কন্যা উষা নামে আছেন সুন্দরী।
অনিরুদ্ধ সনে তার হৈল রতি কেলি ॥ ১
জাগিয়া উঠিল উষা সচকিত মনে।
অনিরুদ্ধ সনে সঙ্গ লভিয়া সপনে ॥ ১৭
বিলাপ করিয়া কান্দে লজ্জা পরিহরি।
প্রবোধ দিবার কেহ না ছিল সুন্দরী ॥ ১
আছিল বাণের মন্ত্রী কুম্ভণ্ড নামে।
তার কন্যা চিত্রলেখা বিদিত ভুবনে ॥ ১
সর্ব্ব মায়া জানে সেই পরম যোগিনী।
পুছিল উষার তরে বিনয় বাখিনী ॥ ২০

কোন বাঞ্ছা কর তুমি কহ মোর আগে।
কোন কান্ত বঞ্চ তুমি চিত্ত অনুরাগে॥ ২১
যেবা মনোরথ তুমি কর বিদ্যমানে।
আনিয়া ভেটাব যদি থাকে ত্রিভুবনে॥ ২২
চিত্রলেখার বচন শুনিঞা উষাবতী।
কহিতে লাগিল উষা হরষিত মতি॥ ২৩
স্বপনে দেখিনু এক পুরুষ রতন।
নবঘন শ্যাম তনু রাজীব লোচন॥ ২৪
মহা ভুজ পীতবাস অতি মনোহর।
স্বপনে দেখিনু হেন পুরুষ শেখর॥ ২৫
পিয়াঞা অধর মধু গেল পরিহরি।
ওমুখ সাগরে সখি গুমরিয়া মরি॥ ২৬
চিত্রলেখা বলে সখি পরিহর খেদ।
আনিব তোমার কান্ত নহিবে বিচ্ছেদ॥ ২৭
এবোল বলিয়া চিত্রলেখা যোগেশ্বরী।
দিব্য পট্ট নিরমিল চিত্রের পুতুলী॥ ২৮
দেব বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সিদ্ধ চারণ দৈত্য নব ফণধর॥ ২৯
যদুবংশে বৃষ্ণিবংশ লিখিল সত্বর।
রামকৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন লিখিল থরে থর॥ ৩০
প্রদ্যুম্ন দেখিয়া উষা হইলা লজ্জিতা।
অনিরুদ্ধ দেখিয়া অধিক হরষিতা॥ ৩১
এই ত পুরুষ বর মোর প্রাণপতি।
চিত্রলেখা বুঝিয়া চলিল শীঘ্রগতি॥ ৩২
চলিলা দ্বারকাপুরে আকাশ মণ্ডলে।
প্রবেশ করিলা পুরী মহাযোগ বলে॥ ৩৩
অনিরুদ্ধ লঞা নারী উঠিলা আকাশে।
আনিল সুনীত পুরে আঁখির নিমিষে॥ ৩৪
অনিরুদ্ধে আনি দিল উষা বিদ্যমানে।
পতি দেখি উষার সন্তোষ বড় মনে॥ ৩৫
অন্তঃপুরে পতি লঞা পরবেশ করি।
পতি সেবা করে উষা পতিভাব ধরি॥ ৩৬
ধূপ দীপ গন্ধমাল্য বসন ভূষণ।
দিব্য অন্ন পান ভক্ষ মধুর বচন॥ ৩৭
পতি সেবা করে দেবী মহা অনুরাগে।
কত দিবা নিশি যায় হৃদয়ে না লাগে॥ ৩৮
উষা যে হরিলা চিত্ত নাহি অবধান।
অনিরুদ্ধ চিত্তে নাহি দিবা নিশি জ্ঞান॥৩৯
বাহিরে প্রহরীগণ নখিল লক্ষণে।
কন্যা সহে তেন কোন পুরুষ সঙ্গমে॥ ৪০
ভয়ে জানাইল গিয়া রাজ বিদ্যমান।
তোমার কন্যার দেখি পুরুষ সন্ধান॥ ৪১
কুলে অপযশ থুইল তোমার কুমারী।
আমি সব বিচারিয়া নখিতে না পারি॥ ৪২
এবোল শুনিঞা রাজা মনে পাইল ব্যথা।
কুলের কলঙ্ক শুনি হেট কৈল মাথা॥ ৪৩
উঠিয়া চলিল রাজা ত্বরিত গমনে।
কন্যাপুরে প্রবেশ করিল ক্রোধ মনে॥ ৪৪
দেখিল পুরুষবর পুরের ভিতর।
শ্যামল সুন্দর তনু পীতবাস ধর॥ ৪৫
ভুবনমোহন মহা পুরুষ লক্ষণ।
বিকসিত মুখপদ্ম রাজীবলোচন॥ ৪৬
কুটিল কুন্তল গলে দোলে বনমাল।
শ্রুতি বিনিহিত তনু কুণ্ডল বিশাল॥ ৪৭
পাশা সারী খেলে দোঁহে বসি এক সঙ্গে।
দোঁহার বাড়য়ে লজ্জা বিলজ্জ তরঙ্গে॥ ৪৮
সম্মুখে দাণ্ডায় রাজা হেন অবসরে।
বীরগণে বেড়িলেক পুরের ভিতরে॥ ৪৯
তাহা দেখি অনিরুদ্ধ উঠিলা সত্বর।
পরিঘ তুলিয়া নিল দিয়া বাম কর॥ ৫০
বাজিল তুমুল যুদ্ধ পুরীর ভিতরে।
মারিল সকল বীর পরিঘ প্রহারে॥ ৫১
কার মাথা ভাঙ্গিল ছিণ্ডিল কার কান।
কেহ গেল পলাইয়া রাখিয়া পরাণ॥ ৫২
তাহা দেখি বাণ রাজা ক্রোধ কৈল মনে।
নাগপাশে অনিরুদ্ধে বান্ধিল যতনে॥ ৫৩
স্বামীর বন্ধন দেখি ব্যাকুলিত চিতা।
কান্দিতে লাগিলা উষা শোকে বিমোহিতা॥
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥ ৫৫

ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে বাণযুদ্ধে অনিরুদ্ধ
উষাহরণে বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬২॥

দেশাগরাগঃ।

অনিরুদ্ধ না দেখিয়া যত যদুগণে।
শোকেতে ব্যাকুল হঞা চাহে স্থানে২॥ ১

চাহিতে চাহিতে কেহো না পায় উদ্দেশ।
চারি মাস রহিল অল্প অবশেষ ॥ ২
হেন কালে আইলা নারদ তপোধন।
আসিয়া কহিল যত সব বিবরণ ॥ ৩
এবোল শুনিয়া যত মেলি যদুগণে।
দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজনে ॥ ৪
যুঝিতে আইল রাজপুরের বাহিরে।
আসিয়া ডাকিল বাণ শব্দ গভীরে ॥ ৫
ডাকাডাকি বলাবলি বাজিল সংগ্রাম।
স্বগণে যুঝিতে আইল হর ভগবান ॥ ৬
পিশাচ প্রমথগণ সঙ্গে গণপতি।
বৃষে আরোহণ করি কার্ত্তিক সংহতি ॥ ৭
আপনে যুঝিতে আইলা হর মহেশ্বর।
বাজিল তুমুল রণ পুরের ভিতর ॥ ৮
শঙ্করের সনে যুদ্ধ করে নারায়ণ।
প্রদ্যুম্নের সঙ্গে হৈল কার্ত্তিকের রণ ॥ ৯
কুম্ভাণ্ড বাণের মন্ত্রী কূর্পকর্ণ নাম।
দোঁহার সহিত যুদ্ধ করে বলরাম ॥ ১০
বাণের পুত্রের সঙ্গে শাম্বের সংগ্রাম।
সাত্বকীর সনে যুঝে বাণ বলবান ॥ ১১
ব্রহ্মা আদি করি ইন্দ্র যত সুরগণে।
সুর মণি সিদ্ধ সাধ্য গন্ধর্ব্বচারণে ॥ ১২
যক্ষ বিদ্যাধরগণ চড়ি দিব্য রথে।
কৌতুকে সংগ্রাম দেখে রহি শূন্যপথে ॥ ১৩
শিব অনুচর যত এ ভূত বেতাল।
ডাকিনী যোগিনীগণ প্রমথ বিশাল ॥ ১৪
পিশাচ প্রথমগণ রাক্ষসের সেনা।
তারা সব আসি কৃষ্ণ সৈন্যে দিল হানা ॥ ১৫
তীক্ষ্ণ শরে প্রভু তারে কৈল বিনাশন।
তবে আর বাণ যোড়ে শিবের কারণ ॥ ১৬
নিজ অস্ত্রে কৈল শিব কৃষ্ণ অস্ত্র দূর।
তবে কৃষ্ণ ব্রহ্ম অস্ত্র মারিল নিঠুর ॥ ১৭
তারে শিব ব্রহ্ম অস্ত্র কৈল নিবারণ।
তবে বায়ু অস্ত্র যোড়ে প্রভু নারায়ণ ॥ ১৮
যুড়িয়া পর্ব্বত অস্ত্র শিবে নিবারিল।
তবে অগ্নি অস্ত্র প্রভু সন্ধান পূরিল ॥ ১৯
শঙ্কর বরুণ অস্ত্রে কৈল নিবারণ।
আদ্ধি বাণে শঙ্করের মোহিলা নারায়ণ ॥ ২০

তবে বাণ সৈন্যে কৈল সর বরিষণ।
গদার প্রহারে কৈল সৈন্য নিপাতন ॥ ২১
প্রদ্যুম্নের রণে হৈল কার্ত্তিকের ভঙ্গ।
শর বরিষণে হৈল খণ্ড খণ্ড অঙ্গ ॥ ২২
ঝলকে ঝলকে পড়ে অঙ্গের রুধির।
রণ ত্যজি চলিলা কার্ত্তিক মহাবীর ॥ ২৩
পড়িল কুম্ভাণ্ডবীর মুষল প্রহারে।
কূর্পকর্ণে মারিল ঠাকুর হলধরে ॥ ২৪
পলাইল যত সৈন্য রণ পরিহরি।
তবে কোপে ধাঞা আইল বাণ মহাবলি ॥ ২৫
সাত্বকি ছাড়িয়া বীর ধাইল সত্বরে।
রথে চড়ি রহে গিয়া কৃষ্ণের গোচরে ॥ ২৬
পঞ্চ শত বাণ যোড়ে পঞ্চ শত করে।
এক এক ধনুকে যুড়িল দুই শরে ॥ ২৭
একেবারে যোড়ে রাজা সহস্রেক বাণ।
লীলায় কাটিয়া প্রভু করে খান খান ॥ ২৮
খণ্ড খণ্ড হৈল রথী রথের সারথী।
কাটিল রথের ঘোড়া বায়ুবেগ গতি ॥ ২৯
সঙ্কট দেখিয়া দেবী হৈল দিগম্বরী।
আলাঞা মাথার কেশ মন মহনরী ॥ ৩০
দাণ্ডাঞা কৃষ্ণের আগে রহিলা সত্বরী।
লাজে হেঠ মুণ্ড করি রহিলা শ্রীহরি ॥ ৩১
কত কাটা গেল কার কার নাক কান।
কেহ পুরে প্রবেশিল রাখিয়া পরাণ ॥ ৩২
পলাইল ভূতগণ রাখি নিজ প্রাণ।
পলাইল শম্ভু সেনা ত্যজিল সংগ্রামে ॥ ৩৩
হেন কালে আইল জ্বর মহা বলবান।
কালান্তক যম যেন হৈল বিদ্যমান ॥ ৩৪
ভয়ঙ্কর রূপ ধরি তিন গোটা শির।
ধর ধর করিয়া ডাকিল মহা বীর ॥ ৩৫
তা দেখিয়া শোণে হরি তক্ত শর জ্বর।
দুই জ্বরে মহা রণ হৈল ভয়ঙ্কর ॥ ৩৬
জিনিল বৈষ্ণব জ্বর শঙ্করের জ্বরে।
কান্দিয়া রহিলা গিঞা কৃষ্ণের গোচরে ॥ ৩৭
ভয় পাঞা হয় জ্বর কম্পিত হৃদয়।
করযোড় করিয়া কৃষ্ণের আগে রয় ॥ ৩৮
শরণ পশিল জ্বর কৃষ্ণের চরণে।
স্তুতি করে হরজ্বর ভয় পাঞা মনে ॥ ৩৯

নমো নমো অনন্ত শকতি নারায়ণ।
সত্ব রজ তম ত্রিগুণ সনাতন ॥ ৪০
সকলের আত্মা তুমি উৎপত্তির স্থান।
জগত কারণ তুমি প্রলয় নিদান ॥ ৪১
তুমি জীব তুমি কাল তুমি দৈবী কর্ম্ম।
তুমি প্রাণ তুমি আত্মা তুমি দেহ ধর্ম্ম ॥ ৪২
তোমার মায়ায় নাথ জীবের সংহার।
তোমা না ভজিয়া জীব ভবনহে পার ॥ ৪৩
তোমার চরণে নাথ লইনু শরণ।
কৃপা করি কর ভববন্ধ বিমোচন ॥ ৪৪
নানা লীলা কর তুমি পুরুষ পুরাণ।
দুষ্ট সংহারিয়া কর শিষ্ট পরিত্রাণ ॥ ৪৫
সংপ্রতি লীলায় তুমি কৈলে অবতার।
অসুর মারিয়া হর পৃথিবীর ভার ॥ ৪৬
মহা ভয়ঙ্কর জ্বর তোমার সৃজিত।
তার তাপে নাথ আমি কেবল তাপিত ॥৪৭
তাবত জীবের নহে তাপ নিবারণ।
যাবৎ না লয় তোমার চরণে শরণ ॥ ৪৮
এইরূপে নানা স্তুতি করে হরজ্বর।
হাসিয়া বলেন তবে প্রভু গদাধর ॥ ৪৯
শুনহে ত্রিশরী আমি হইনু প্রসন্ন।
ভয় পরিহরি তুমি স্থির কর মন ॥ ৫০
না করিহ আর তুমি জ্বর করি ভয়।
সুখে গিয়া রহ তুমি নাহিক সংশয় ॥ ৫১
তোমায় আমায় যেই হইল সংবাদ।
যে জন শুনয়ে তার খণ্ডিবে প্রমাদ ॥ ৫২
না যাইহ কভু তুমি তার সন্নিধান।
বর পাঞা হর জ্বর গেলা নিজ স্থান ॥ ৫৩
তবে বাণ রাজা পুন আইল রথে চড়ি।
যুঝিল কৃষ্ণের সহ নানা অস্ত্র ধরি ॥ ৫৪
সহস্রেক ভুজে ধরে গাছ আর পাতর।
ক্রোধ করি ফেলি মারে কৃষ্ণের উপর ॥ ৫৫
অস্ত্র বৃষ্টি করে বাণ অতি ভয়ঙ্কর।
এক চক্রে কাটিলা সকল সুরেশ্বর ॥ ৫৬
তবে তার সকল কাটিল ভুজদণ্ড।
ভূমিতে পড়িল ভুজ হঞা খণ্ড খণ্ড ॥ ৫৭
কাটা গেল ডাল যেন রহে তরুবর।
তবে কৃষ্ণ আগে গিয়া দাণ্ডায় শঙ্কর ॥ ৫৮
ভকত বৎসল শিব করযোড় করি।
কৃষ্ণ আগে স্তুতি করে ভক্তি ভাব ধরি ॥৫৯
সত্য ব্রহ্ম প্রভু তুমি নিগম গোপিত।
গূঢ়রূপে পরবেশ জগত বিদিত ॥ ৬০
কিরূপে তোমাকে প্রভু জানিবে অসুরে।
ধ্যান যোগে যোগী যারে জানিতে না পারে ॥
আকাশ তোমার নাভি মুখ হুতাশন।
তৃদিবে তোমার শির পৃথিবী চরণ ॥ ৬২
দশদিগ শ্রুতিগণ মন শশোধর।
মুক্তি শিব আত্মা যার আঁখি দিনকর ॥ ৬৩
সমুদ্র জঠর যার বৃক্ষ লোমাবলী।
মেঘগণ কেশ যার ব্রহ্ম বুদ্ধি বলি ॥ ৬৪
হৃদয় যাহার ধর্ম্ম লিঙ্গ প্রজাপতি।
লোকময় প্রভু তুমি সর্ব্বলোক গতি ॥ ৬৫
অবতার করি কর লোক পরিত্রাণ।
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু নরকুলে উপাদান ॥ ৬৬
তুমি নাথ কর আমা সবা পরিত্রাণে।
তেকারণে আমি সবে ধরি ত্রিভুবনে ॥ ৬৭
তুমি এক পুরুষ নির্গুণ নিরাকার।
অদ্বৈত পরমানন্দ বিচিত্র বিহার ॥ ৬৮
নানা ভাবে বহুরূপে কর পরকাশ।
আপন মায়ায় কর আপন বিলাস ॥ ৬৯
আপন ছায়ায় যেন সূর্য্য আচ্ছাদিত।
তবু নিজ তেজ লোকে করে প্রকাশিত ॥৭০
সেইরূপ কর নিজ মায়াতে রচনা।
আপন মায়ায় নাথ আচ্ছাদ আপনা ॥ ৭১
আমি শিব নহি কেহ তোমা প্রভু বিনে।
নানারূপ ধর তুমি বিহর আপনে ॥ ৭২
সর্ব্ব লোক বিমোহিত মায়ায় তোমার।
দুঃখময় সংসারে ভ্রময়ে বারে বার ॥ ৭৩
পুত্র দার গৃহময় গতির সাগর।
তোমার মায়ায় জীব ভ্রমে নিরন্তর ॥ ৭৪
মনুষ্য জনম নাথ লভিয়া যতনে।
তোমার পদারবিন্দ না ভজে যে জনে ॥ ৭৫
সে জন কেবল নাথ অধম বঞ্চিত।
তোমার মায়ায় নাথ সে হয় মোহিত ॥ ৭৬
যে পুন তোমাকে ছাড়ে নর দেহ পাঞা।
অমৃত ত্যজিয়া যেন মরে বিষ খাঞা ॥ ৭৭

মুঞি মহেশ্বর প্রভু ব্রহ্মা প্রজাপতি।
মুনিগণ সুরগণ যতি শুদ্ধ মতি ॥ ৭৮
সর্ব্বভাবে আমি সবে পশিনু শরণে।
অন্য গতি নাহি নাথ তোমা প্রভু বিনে ॥৭৯
জগতের আত্মা পতি পতিপতি প্রাণ।
চরণে পড়িনু নাথ কর পরিত্রাণ ॥ ৮০
এ মোর কিঙ্কর নাথ প্রিয় অনুচর।
মুঞি নাথ ইহাকে দিয়াছো একবার ॥ ৮১
পুরবে অভয় বর দিনু তুষ্ট হঞা।
মোর সত্য রাখ নাথ যদি কর দয়া ॥ ৮২
যদি বল অসুরে না করি বর দান।
প্রহ্লাদ তোমার ভক্ত তাহার প্রমাণ ॥ ৮৩
এতেক বচন শুনি প্রভু চক্রপাণি।
শঙ্করের তরে প্রভু বলে কোন বাণী ॥ ৮৪
সত্য সত্য শিব তুমি কহিলে নিশ্চয়।
তোমার বচন যেন কভু মিথ্যা নয় ॥ ৮৫
প্রহ্লাদের তরে আমি এই বর দিল।
অবাধ্য তোমার বংশ আজি হৈতে হৈল ॥
সেই বংশে বাণ রাজা হৈল উপাদানে।
আমার অবধ্য হঞা রহে তেকারণে ॥ ৮৭
ভুজগণ কাটিয়া হরিল যত দর্প।
পুনরপি আর যেন নাহি করে গর্ব্ব ॥ ৮৮
চারি ভুজ রাখিয়া অভয় বর দিল।
আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর মোক্ষ হৈল ॥
অজর অমর হঞা রহিল সংসারে।
এই বর দিব হয় তোমার কিঙ্করে ॥ ৯০
বর পাঞা বাণ রাজা আইল সন্নিধান।
অঙ্ঘ্রি পদারবিন্দে করিল প্রণাম ॥ ৯১
রথে তুলি অনিরুদ্ধ আনিল গোচরে।
কন্যা দিঞা নিবেদিল চরণ যুগলে ॥ ৯২
এক অক্ষৌহিণী সেনা দিল নানা ধন।
বিবিধ যৌতুক দিল বসন ভূষণ ॥ ৯৩
বিদায় করিয়া রহিলা গগনে।
কৌতুকে চলিলা প্রভু দ্বারকা ভুবনে ॥ ৯৪
মহারথে বর কন্যা করি আগুয়ান।
হরকে বিদায় তবে কৈল ভগবান ॥ ৯৫
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজিল কোলাহল।
বহুবিধ নৃত্য গীত আনন্দ মঙ্গল ॥ ৯৬
দ্বারকা প্রবেশ কৈল ত্রিজগত রায়।
ত্রিভুবনে শঙ্কর বিজয় গুণ গায় ॥ ৯৭
বাণ যুদ্ধ উপাখ্যান শঙ্কর বিজয়।
যে জন শুনয়ে নিত্য প্রভাত সময় ॥ ৯৮
রণে ভঙ্গ নহে তাঁর নহে ভব ভয়।
জ্বর হৈতে ভয় তাঁর কভু নাহি হয় ॥ ৯৯
হরিবংশে কহিলেন করিয়া বিস্তার।
ভাগবতে কহে সার করিয়া উদ্ধার ॥ ১০০
জান গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ১০১

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে
বাণাসুর সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়
ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ। ৬৩ ॥

সুহইরাগঃ।

মুনি বলে শুন রাজা অদ্ভুত বাণী।
কহিব তোমারে আগে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥ ১
একদিন কৃষ্ণের কুমারগণ মেলি।
শাম্ব প্রদ্যুম্ন গদভানু আদি করি ॥ ২
উপবনে শিশুসনে খেলে নানা খেলা।
খেলা বসে না জানে অনেক হৈল বেলা ॥৩
তৃষ্ণায় আকুল সবে বনে বনে ধায়।
জলের উদ্দেশ করি বনেতে বেড়ায় ॥ ৪
চাহিতে কূপেতে দেখে পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া বিস্ময় বড় সকল কুমার ॥৫
চর্ম্ম দড়ি দিয়া তারে বান্ধিল যতনে।
টানিয়া তুলিতে নারে যত শিশুগণে ॥ ৬
কহিলা কৃষ্ণের আগে সব বিবরণ।
আপনে চলিয়া গেলা প্রভু নারায়ণ ॥ ৭
পরশ করিলা প্রভু দিয়া বাম কর।
লীলায় তুলিলা তারে কূপের উপর ॥ ৮
কৃষ্ণ পরশনে তার সর্ব্ব পাপ হরে।
কৃকলাসরূপ ত্যজি দিব্যগুণ ধরে ॥ ৯
তপন কাঞ্চন জিনি দীপ্ত কলেবর।
রতন মুকুট হার কিরীট কুণ্ডল ॥ ১০
জানেন সকল তত্ত্ব জ্ঞান শিরোমণি।
তথাপি জিজ্ঞাসিলা দেবচক্রপাণি ॥ ১১

লোক বুঝাইতে জিজ্ঞাসিলা নারায়ণ।
কহ হে পুরুষ তুমি নিজ বিবরণ॥ ১২
কোন পাপে তোমার আছিল হেন গতি।
কোন পুণ্যে দিব্য গতি ধরিলে সংপ্রতি॥
আপনার জন্ম কর্ম্ম কহ মহাশয়।
কি নাম তোমার তুমি কাহার তনয়॥ ১৪
ইচ্ছা যদি কর তবে কহিবে কারণ।
তবে সেই নৃগ রাজা করে নিবেদন॥ ১৫
ইক্ষ্বাকু তনয় আমি নৃগ রাজা নামে।
সকল বিদিত নাথ তোমার চরণে॥ ১৬
সর্ব্বভূত সাক্ষী তুমি সর্ব্বাঙ্গশেখর।
সকল জীবের গতি তোমাতে গোচর॥ ১৭
তথাপি তোমার আজ্ঞা কহি শিরে ধরি।
মোর ভাগ্যে তুমি জিজ্ঞাসিলে কৃপা করি॥
যতেক পৃথিবীরেণু আকাশের তারা।
যতেক মেঘের হয় বরিষণ ধারা॥ ১৯
তত ধেনু দিল দান রতনে ভূষিয়া।
তরুণী কপিলা হেমময় শৃঙ্গ দিয়া॥ ২০
রতনের শৃঙ্গ চারু খুর বিরাজিতা।
পীত পট্ট মাল্য আভরণ বস্ত্রযুতা॥ ২১
যুবক ব্রাহ্মণ যত বিপ্রের প্রধান।
কুল শীল গুণযুক্ত মহা মতিমান॥ ২২
সত্যব্রত তপযুক্ত বেদ বিদ্যাধর।
কাঞ্চনে ভূষিয়া তাঁর পুণ্য কলেবর॥ ২৪
হেন রূপ দ্বিজগণে আনি বিদ্যমান।
নিত্য নিত্য একলক্ষ ধেনু দিয়া দান॥ ২৪
রতন কাঞ্চন কন্যা তিল ভূমি জল।
কনক নির্ম্মিত রথ তুরঙ্গ কুঞ্জর॥ ২৫
বসন ভূষণ শয্যা রতন রচনা।
কত কোটি কোটী তার কে জানে গণনা॥
কত কত দান মহা বিপুল মন্দির।
কত অন্য দিঘি সরোবর পূর্ণনীর॥ ২৭
এইরূপ কত দান কৈল নিরবধি।
দৈবযোগে এক দিন বাম হৈল বিধি॥ ২৮
এক ব্রাহ্মণেরে ধেনু ভ্রম হঞা আসি।
দৈবে সেই ধেনু মোর গোঠে পরবেশী॥ ২৯
সেই ধেনু দিল আমি আর ব্রাহ্মণেরে।
ধেনু লঞা ব্রাহ্মণ চলিল নিজ ঘরে॥ ৩০

চাহিয়া বেড়ায় বিপ্র পথে আসি দেখে।
মোর মোর বলিয়া ব্রাহ্মণ ধেনু রাখে॥ ৩১
বিবাদ করিয়া তারা আইল দুইজন।
তৎ্সিয়া আমার ঠাঞি কৈল নিবেদন॥ ৩২
তুমি দান দিলে বিপ্রে লয়ে যে কাটিয়া।
মোর মনে সন্দেহ হৈল এবোল শুনিয়া॥ ৩৩
তবে দুই ব্রাহ্মণের ধরিনু চরণে।
বিস্তর শান্তিনু আমি বিনয় বচনে॥ ৩৪
অনুগ্রহ কর দোঁহে না কর বিবাদ।
না জানিয়া দোষ কৈনু ক্ষম অপরাধ॥ ৩৫
কিঙ্করের অপরাধ প্রভু নাহি লয়।
হেন কর্ম্ম কর যেন নরক না হয়॥ ৩৬
কৃপা করি এক বিপ্র ধেনু ছাড়ি দেহ।
একের রোদনে আর এক লক্ষ লেহ॥ ৩৭
এবোল শুনিয়া দোহে বলিলা বচন।
আর ধেনু লঞা কিছু নাহি প্রয়োজন॥ ৩৮
এবোল শুনিঞা দুই বিপ্র গেলা ঘরে।
মৃত্যুকাল হৈল মোর কত দিনান্তরে॥ ৩৯
যমদূতে লঞা গেল যম বিদ্যমানে।
ধর্ম্মরাজ দেখি আমি করিনু প্রণামে॥ ৪০
সম্ভাষিয়া ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসিলা মোরে।
পাপ ভোগ কর তুমি এই অবসরে॥ ৪১
পাছে তুমি পুণ্যভোগ করিহ সকল।
তোমার পুণ্যের অন্ত নাহি নরেশ্বর॥ ৪২
অঙ্গীকার কৈনু আমি ধর্ম্মের বচনে।
পড় হেন বাণি যম কহিলা তখনে॥ ৪৩
সেই ক্ষণে পড়িলাম কূপের ভিতরে।
কৃকলাসরূপ ধরি আছি চিরকালে॥ ৪৪
দানশীল রাজা আমি তোমারে কিঙ্কর।
কূপে পড়ি আছিলাম অনেক বৎসর॥ ৪৫
তোমার পদারবিন্দ করিয়া স্মরণ।
আশা ধরি আছি নাথ হবে দরশন॥ ৪৬
যোগেন্দ্র মুণীন্দ্র যার চরণ ধেয়ায়।
হৃদয়ে চিন্তিয়া যার দেখিতে না পায়॥ ৪৭
অপবর্গ পদ যার চরণ যুগল।
হেন প্রভু হৈলে মোর চক্ষের গোচর॥ ৪৮
সংসারে পতিত বুঝি অজ্ঞ মূঢ়মতি।
দরশন দিঞা মোর খণ্ডিলে দুর্গতি॥ ৪৯

গোবিন্দ মাধব দেব দেব জগন্নাথ।
নারায়ণ হৃষীকেশ প্রভু শ্রীনিবাস ॥ ৫০
অচ্যুত কেশব পুণ্যশ্লোক শিরোমণি।
আজ্ঞা দেহ স্বর্গ তোর অনুগত জানি ॥ ৫১
যথা তথা থাকি যেন বুদ্ধি ভ্রম নয়।
চরণারবিন্দে যেন সবে মতি রয় ॥ ৫২
নমো বাসুদেব কৃষ্ণ অনন্ত শকতি।
নম ত্রিজগতনাথ ব্রজ কুলপতি ॥ ৫৩
প্রদক্ষিণ করি কৈল দণ্ডপরণাম।
আজ্ঞা লঞা দিব্য রথে চড়ি মতিমান ॥ ৫৪
সর্ব্বদেব বিদ্যমানে গেলা স্বর্গ স্থানে।
হাসিয়া বলেন তবে প্রভু নারায়ণে ॥ ৫৫
ব্রহ্মণ্য শিখর হরি লোক শিক্ষা করে।
বুঝায় বিবিধ ধর্ম্ম বিবিধ প্রকারে ॥ ৫৬
অল্প ব্রহ্মণ্য যদি ভুঞ্জয়ে অনলে।
অগ্নি হেন হঞা সেই জানিতে না পারে ॥
হালাহল বিষ সেই না বুঝিবে তারে।
প্রতীকার আছে কোন পরকারে ॥
ব্রহ্মণ্য সমান বিষ নাহি বলিবার।
বিষ পান কৈলে মাত্র মরে সেইজন।
জল দিলে আপনে নিভায় হুতাশন ॥ ৬০
ব্রহ্মণ্য অনল যাতে পরবেশ করে।
সমূলে সকল কুল পোড়াইয়া মারে ॥ ৬১
সকৃত ব্রহ্মণ্যে যদি কোন মতে হরে।
এ তিন পুরুষ তার অধোগতি চলে ॥ ৬২
বলে যদি ব্রহ্মণ্য করে অপহার।
দশপূর্ব্ব দশপর পুরুষ তাহার ॥ ৬৩
নরকে পড়িয়া মরে নাহি কোন গতি।
ব্রহ্মস্ব হরয়ে মহাপাপ দুষ্টমতি ॥ ৬৪
দুঃখ শোক পাঞা যাতে কান্দয়ে ব্রাহ্মণ।
যত ধূলা তিতে তাঁর নয়নের নীরে।
ততেক বৎসর পাপ দুঃখ ভোগ করে ॥ ৬৬
কুম্ভীপাকে পড়ে তার নাহি পরিত্রাণ।
কেহ যদি করয়ে ব্রাহ্মণের অবিজ্ঞান ॥ ৬৭
পরে দিঞা থাকে বা আপনে দিঞা থাকে।
সকৃত ব্রহ্মস্ব যদি হয় কোন পাকে ॥ ৬৮
ষাটি সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত অবধি।
ক্রিমী হঞা বিষ্ঠাতে থাকয়ে নিরবধি ॥ ৬৯
ব্রাহ্মণের ধন যেন কভু সে না লয়।
রাজ্যভ্রষ্ট হঞা তেন সর্ব্বযোনি হয় ॥ ৭০
সাঁপুক ব্রাহ্মণী কিবা সাঁপুক ব্রাহ্মণ।
তবু জানি করে কেহ ব্রাহ্মণ লঙ্ঘন ॥ ৭১
সাঁপিতে মারিতে যেবা করে নমস্কার।
সে জন আমার প্রিয় বান্ধব আমার ॥ ৭২
ব্রাহ্মণে প্রণাম আমি করি সর্ব্বকাল।
ব্রাহ্মণ অধিক পূজ্য কেহ নাহি আর ॥ ৭৩
যে জন অন্যথা করে করি তার দণ্ড।
বিপ্র অপরাধে পাপ হয় পরচণ্ড ॥ ৭৪
কভু জানি হয় কার বিপ্র ধনে লোভ।
নৃগ রাজা হঞা এত কৈল দুঃখ ভোগ ॥ ৭৫
এ গোল বুঝিয়া সবে হৈবে সাবধান।
কেহ জানি করহ ব্রাহ্মণে অবজ্ঞান ॥ ৭৬
এতেক বচন বলি প্রভু হৃষীকেশ।
দ্বারকা নগরে হরি করিলা প্রবেশ ॥ ৭৭
জ্ঞান শুক্ল গদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৭৮

ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে নৃগোপাখ্যানং
নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৪ ॥

নন্দর রাগঃ।

শুক মুনি বলে শুন অপরূপ কথা।
অনন্ত ধরণীধর বলরাম গাথা ॥ ১
রথে আরোহণ করি বলভদ্র রায়।
বন্ধুগণ দেখিতে গোকুলপুরী যায় ॥ ২
উত্তরিল গিয়া রথ গোকুল নগরে।
গোপ গোপী গোধন মণ্ডিত নিরন্তরে ॥ ৩
যত সব গোপ গোপী দিলা দরশন।
নন্দ যশোদার রাম বন্দিলা চরণ ॥ ৪
আশীর্ব্বাদ করি তাঁর শিরে দিলা হাত।
লক্ষ লক্ষ নিজ জন ব্রজকুল নাথ ॥ ৫
বৃদ্ধ গোপগণে রাম কৈল নমস্কার।
মাথে হাত দিঞা সবে কৈল আশীর্ব্বাদ ॥ ৬
যার যেন যোগ্য রাম কৈল সম্ভাষণ।
তাঁরা সবে যথাযোগ্য করিলা পূজন ॥ ৭
হাতাহাতি করি বসাইলা সবে মেলি।
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল কৃষ্ণে মন ধরি ॥ ৮

সবে মেলি কুশলে আছহ নিরাকুলে।
পুত্রদার সহে কৃষ্ণ আছে ভালে ভালে ॥ ৯
ভাগ্যে পাপ কৈল কুলের অঙ্গার।
ভাগ্য পুণ্যে বন্ধুগণ পাইল নিস্তার ॥ ১০
গোপ গোপী প্রেমাবেশে করিয়া সম্ভাষণ।
কিঞ্চিৎ হাসিয়া করে কুশল জিজ্ঞাসা ॥ ১১
পুরনারী বল্লভ সংপ্রতি বনমালী।
কুশলেত আছেন দ্বারকা অধিকারী ॥ ১২
পিতা মাতা কৃষ্ণ কয়ে করয়ে স্মরণ।
কভু কি স্মঙরে কৃষ্ণ গোপ গোপীগণ ॥ ১৩
পতি সুত বন্ধু পিতা সকল ত্যজিল।
কুল ধর্ম্ম আজি তাঁর চরণ ভজিল ॥ ১৪
তথাচ ছাড়িলা কৃষ্ণ করিয়া পীরিতি।
কে তাঁর বচনে আর করয়ে পীরিতি ॥ ১৫
বলে আন করে আন কর্ম্ম বাহি বুঝি।
কোন জনে ভজিলা যুবতী নারী ত্যজি ॥১৬
উন্নত নাসিকা তার সুন্দর বদন।
কটাক্ষেতে নারীর হরিতে পারে মন ॥ ১৭
কি তার কথাতে মোরা আন কথা কহি।
এত দিন জায় যার আমা সভা বহি ॥ ১৮
যদি তার কাল জায় আমা সভা বিনে।
যাবেক আমার কাল চিত্ত সমাধানে ॥ ১৯
এতেক বলিয়া গোপী হরিল চেতন।
কৃষ্ণের লাবণ্য লীলা হইল স্মরণ ॥ ২০
চারুমুখ চারু হাস বচন স্মঙরি।
রোদন করয়ে গোপী লজ্জা পরিহরি ॥ ২১
দেখিয়া গোপীর প্রেম প্রভু হলধর।
বিনয় বচনে গোপী শান্তিলা বিস্তর ॥ ২২
চৈত্র বৈশাখ ধরি প্রভু পুণ্য কাম।
দুই মাস তথাতে রহিলা বলরাম ॥ ২৩
নিরমল রজনী কুসুম বহে গন্ধ।
অখণ্ড পূর্ণিমা শশী পবন সুমন্দ ॥ ২৪
কুসুমিত বনে ব্রজ রমণী মণ্ডলে।
রাস রসে কেলি রাম করে কুতূহলে ॥ ২৫
বরুণে পাঠাঞা দিল বারুণী মদিরা।
বৃক্ষের কোঠর হৈতে পড়ে মধু ধারা ॥ ২৬
তার গন্ধে দশদিগ হৈল বিমোহিত।
মধু পান করে রাম হঞা হরষিত ॥ ২৭
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় দুন্দুভি বাজন।
দিব্য বিদ্যাধরি নাচে পুষ্প বরিষণ ॥ ২৮
সুরগণ আনন্দে প্রভুর গুণ গায়।
দিব্য রাসকেলি করে হলধর রায় ॥ ২৯
বৈজয়ন্তী মালা গন্ধে মত্ত হলধর।
বিহ্বল লোচনযুগ শ্রবণে কুণ্ডল ॥ ৩০
সম্মুখে যমুনা দেখি মত্ত হলধর।
ডাকিয়া কহিলা দেবী না আইসে গোচর ॥
রামের বচন দেবী কৈলা অনাদর।
লাঙ্গলে বিন্ধিয়া তোরে করিব জর্জ্জর ॥ ৩২
এবোল শুনিঞা তবে সূর্য্যের কুমারি।
চরণে পড়িল আসি দণ্ডবত করি ॥ ৩৩
বলরাম মহাপ্রভু ত্রিজগতপতি।
না জানি তোমার তত্ত্ব আমি হীন মতি ॥৩৪
এক অংশে ধরে যার এ মহীমণ্ডল।
কে তার জানিবে তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥ ৩৫
রক্ষ রক্ষ বিশ্বনাথ প্রপন্ন পালন।
তবে প্রভু বলরাম হইলা প্রসন্ন ॥ ৩৬
জল কেলি করে রাম যমুনার জলে।
জল ছিটাছিটি করে রমণী মণ্ডলে ॥ ৩৭
জল ক্রীড়া করি উঠে বলভদ্র রায়।
লক্ষ্মী দেবী দিব্য মাল্য আনিঞা যোগায় ॥
বহুবিধ বসন ভূষণ দিব্য গন্ধ।
দেখিয়া রামের হৈল হৃদয়ে আনন্দ ॥ ৩৯
নীল বাস ধরে রাম দিব্য বনমালা।
করিণী সহিত যেন মত্তগজ লীলা ॥ ৪০
দিব্য গন্ধ পরে অঙ্গে ভূষিত ভূষণে।
রূপার পর্ব্বত যেন জড়িত কাঞ্চনে ॥ ৪১
হেনরূপে করে রাম বিচিত্র বিহার।
জগতে রহিল যশ বড় চমৎকার ॥ ৪২
টান দিয়া আনিয়া যমুনা বলরাম।
অদ্যাপি রামের যশ আছে বিদ্যমান ॥ ৪৩
এইরূপে রাসকেলি করে হলধরে।
রমণী মণ্ডলে রাম আনন্দে বিহরে ॥ ৪৪
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা।
কৃষ্ণে মন ধর সবে ত্যজিয়া দুরাশা ॥ ৪৫
ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে বলদেব
বিজয়ো নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়। ৬৫ ॥

কুরুষ রাজ্যের রাজা আছিল দুর্মতি।
বাসুদেব নাম ধরে দুষ্টগণপতি ॥ ১
শিষ্যগণে বাড়ায় তাহার অহঙ্কার।
আপনের মনে আমি কৃষ্ণ অবতার ॥ ২
দূত পাঠাঞা দিল দ্বারকা ভুবনে।
উত্তরিল গিয়া দূত কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ ৩
বিচিত্র মন্দির দিব্য সভার ভিতর।
বসিয়া আছেন হেম খট্টার উপর ॥ ৪
কমলবদন কৃষ্ণ দেখিয়া নয়নে।
ডাক দিয়া বলে দূত কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ ৫
বাসুদেব আমি সবে কেহ নহে আর।
লোক পরিত্রাণ হেতু কৈনু অবতার ॥ ৬
তুমি কৃষ্ণ আপনার মিথ্যা নাম ত্যজ।
কৃষ্ণ চিহ্ন ত্যজিয়া আমাকে আসি ভজ ॥ ৭
আমার শরণ লঞা রহ গিয়া সুখে।
নহে যুদ্ধ করহ দেখুক সর্ব্বলোকে ॥ ৮
শুনিয়া বচন দুষ্ট দূতের প্রকাশ।
সভাসদে উপজিল হাস পরিহাস ॥ ৯
হাসিয়া বলেন তবে প্রভু নারায়ণ।
কহ গিয়া দূত তুমি আমার বচন ॥ ১০
যে চিহ্ন ধরিয়া করে এত বড় গর্ব্ব।
সেই চিহ্ন ঘুচাইয়া খণ্ডাইব দর্প ॥ ১১
রণভূমি মাঝে তারে করাইব শয়ন।
শৃগাল কুক্কুরে মাংস করিবে ভোজন ॥ ১২
শুনি দুরাচার দূত কৃষ্ণের বচন।
কহিল রাজার আগে সব বিবরণ ॥ ১৩
তবে প্রভু রথে চড়ি পুরুষ কেশরি।
বারাণসীপুরে প্রভু গেলেন শ্রীহরি ॥ ১৪
শুনিঞা পৌণ্ড্রক রাজা কৃষ্ণ আগমন।
বাছিয়া বাছিয়া সৈন্য করিল সাজন ॥ ১৫
দুই অক্ষৌহিণী সেনা সাজিল সুসার।
ত্বরিতে চলিলা রাজা যুদ্ধ করিবার ॥ ১৬
কাশীরাজ তবে তার মৈত্র্য সে হইল।
তিন অক্ষৌহিণী সেনা করি পাঠাইল ॥ ১৭
দেখা দেখি বলা বলি বাজিল সমর।
অস্ত্রে অস্ত্রে কাটাকাটি রণ ভয়ঙ্কর ॥ ১৮
সৈন্যে সৈন্যে বিন্ধাবিন্ধি মুষল মুদ্গর।
বাজিল বিষম রণ খড়্গের তোমর ॥ ১৯

তবে প্রভু দেখিয়া পৌণ্ড্রক অভিলাষ।
শ্রীবৎস লাঞ্ছন ধরে পরে পীতবাস ॥ ২০
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
তাহা দেখি ক্রোধ কৈলা প্রভু চক্রধরে ॥ ২১
কাটিল সকল সেনা তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে।
রথ হয় গজ পড়ি পদাতিকগণে ॥ ২২
ভূমিতে পড়িল কত সেনাপতির মুণ্ড।
কত কোটি রথ কাটে কত গজ শুণ্ড ॥ ২৩
কত কোটি লোটায় বীরের কলেবর।
কত কোটি কোটি ঘোড়া মহিষ কুঞ্জর ॥ ২৪
দীপ্ত করে রণ ভূমি দেখি ভয়ঙ্কর।
হেন মহারণ হৈল পৃথিবী ভিতর ॥ ২৫
কাটিয়া দোঁহার সৈন্য প্রভু চক্রপাণি।
গম্ভীর শবদ করি বলে কোন বাণি ॥ ২৬
শুন শুন আরে রে পৌণ্ড্রক দুরাচার।
দূত মুখে মহিমা কহিলে আপনার ॥ ২৭
না করিব শাস্তি যদি পৈলহ শরণ।
নহে বেটা মোর সনে করসিয়া রণ ॥ ২৮
এতেক বচন বলি প্রভু যদুরায়।
রথে হতে টান দিয়া পৌণ্ড্রক নামায় ॥ ২৯
চক্রে মাথা কাটিয়া ফেলিল ভূমিতলে।
বজ্রে যেন পর্ব্বত কাটিল পুরন্দরে। ৩০
তবে কাশী নৃপ শির কাটিয়া ফেলিল।
কাশীপুরে গিয়া মাথা উঠিয়া পড়িল ॥ ৩১
সগণে পৌণ্ড্রক মারি দেব শিরোমণি।
দ্বারকা প্রবেশ কৈল দিয়া শঙ্খধ্বনি ॥ ৩২
সিদ্ধ বিদ্যাধরগণে প্রভু গুণ গায়।
দ্বারকা প্রবেশ কৈল ত্রিজগত রায় ॥ ৩৩
মরণ পৌণ্ড্রক রাজা নারায়ণ বেশ।
ধ্যান যোগে সতত চিন্তিল হৃষীকেশ ॥ ৩৪
বৈরীভাবে কৃষ্ণ ধ্যান করি নিরন্তর।
কৃষ্ণময় হঞা রাজা ত্যজে কলেবর ॥ ৩৫
উঠিয়া পড়িল মাথা পুরের ভিতরে।
একি একি বলি লোক বেড়িল সত্বরে ॥ ৩৬
দেখিয়া রাজার মাথা কান্দে পুরজন।
মহাদেবী আদি করি পাত্র মিত্রগণ ॥ ৩৭
হে নাথ হে নাথ তুমি কৈলে কোন কর্ম্ম।
ঈশ্বর লঙ্ঘন কৈলে না জানিঞা মর্ম্ম ॥ ৩৮

আছিল তাহার পুত্র সুদক্ষিণ নামে।
বাপের মরণ দেখি ক্রোধ হৈল মনে ॥ ৩৯
পরলোক কর্ম্ম করি বিধি অনুসারে।
প্রতিজ্ঞা করিল গিঞা শিবের মন্দিরে ॥ ৪০
শুধিব বাপের ধার এই করি মনে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল শিবের চরণে ॥ ৪১
শুক্র সহে কৈল বীর শিব আরাধন।
সমাধি করিয়া শিব চিন্তে অনুক্ষণ ॥ ৪২
তবে তুষ্ট হঞা বর দিল মহেশ্বর।
সুদক্ষিণ বলে নাথ এই মাগি বর ॥ ৪৩
মারিব বাপের শত্রু এই আছে মনে।
এই বর দেহ নাথ মাগি যে চরণে ॥ ৪৪
শিব বলে শুন বীর আমার বচন।
দক্ষিণ অঙ্গুলি তুমি কর আরাধন ॥ ৪৫
ব্রাহ্মণ সহিতে করি যজ্ঞ ও বিচার।
এই যজ্ঞে অষ্টসিদ্ধি হইবে তোমার ॥ ৪৬
শুন বীর কহি তোরে কিছু উপদেশ।
ব্রাহ্মণ ভকত জনে না করিহ দ্বেষ ॥ ৪৭
তবে সব কৃত্যা পূর্ণ হইবে তোমার।
এবোল বুঝিয়া কর যজ্ঞ অভিচার ॥ ৪৮
তবে অভিচার যজ্ঞ করে সুদক্ষিণ।
আগুনি বেড়িয়া কৈল তিন প্রদক্ষিণ ॥ ৪৯
হেন কালে অগ্নি হৈতে হঞা মূর্ত্তিমান।
উঠিল পুরুষ এক আগুনি সমান ॥ ৫০
তপত তাম্রের তুল্য ধরে দাড়ি চুল।
অঙ্গার উগারে আঁখি শরদ নিষ্ঠুর ॥ ৫১
তিন গোটা শির ধরে জলন্ত আগুনী।
পদ ভরে টলমল করয়ে মেদিনী ॥ ৫২
সত্বরে চলিল বীর দ্বারকা উদ্দেশে।
সর্ব্বলোক আঁখি বুজি রহিল তরাশে ॥ ৫৩
দ্যূত ক্রীড়া সভাতে করেন ভগবান।
জানুয় সকল লোক কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥ ৫৪
রক্ষ রক্ষ মহা প্রভু ত্রিজগত নাথ।
অনলে পুড়িয়া মরি তোমার সাক্ষাত ॥ ৫৫
নিজগণ পরিত্রাণ কর যোগেশ্বর।
হাসিয়া গোবিন্দ বলে না করিহ ডর ॥ ৫৬
ভয়ে পরিহর লোক দেখ বিদ্যমান।
এখনি করিব সবার দুঃখ সমাধান ॥ ৫৭
জানেন সকল তত্ত্ব দেব চূড়ামণি।
সবার অন্তর বাহ্য দেখে চক্রপাণি ॥ ৫৮
সঙ্করের কৃত্যা প্রভু জানেন আপনে।
আছিল নিকটে চক্র কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ ৫৯
সূর্য্য কোটি সমতেজ জলন্ত অনল।
নিজ চক্রে আজ্ঞা দিল প্রভু চক্রধর ॥ ৬০
আজ্ঞা শিরে ধরি চক্র চলিলা সত্বরে।
কৃত্যা ভঙ্গ কৈলে প্রভু নিজ যোগ বলে ॥ ৬১
চক্র তেজে কৃত্যানল সহিতে না পারি।
বাহুড়িয়া গেলা পুন বারাণসী পুরী ॥ ৬২
সুদক্ষিণ পুড়িল সকল পুরীজন।
পুড়িয়া মরিল যত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ॥ ৬৩
তবে চক্র বারাণসী পরবেশ করি।
সমূলে বিনাশ কৈল বারাণসী পুরী ॥ ৬৪
পুনরপি গেলা চক্র কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম করে নারায়ণে ॥ ৬৫
কৃষ্ণের বিক্রম যেবা শুনায়ে শুনায়।
সর্ব্বপাপ হরে সেই বিষ্ণুলোক জায় ॥ ৬৬
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৬৭

ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে
কাশীরাজবধঃ নাম ষট্‌ষষ্ঠি অধ্যায়ঃ ॥

গৌরীরাগঃ ॥

তবে রাজা জিজ্ঞাসিলা হঞা হরষিত।
পুনরপি কহ মুনি রামের চরিত ॥ ১
আর কোন কর্ম্ম কৈল প্রভু হলধর।
রামের মহিমা কহ জগত মঙ্গল ॥ ২
মুনি বলে শুন রাজা রামের মহিমা।
বিপক্ষ বিদার রাম করুণার সীমা ॥ ৩
আছিল দ্বিবিদ নাম একটা বানর।
মৈন্দ নামে বানরের ভাই সহোদর ॥ ৪
নরকের ভরসাসে সুগ্রীব কিঙ্কর।
উপদ্রব করিয়া বেড়ায় নিরন্তর ॥ ৫
নরকের ধার সেই সুধিবারে চায়।
গ্রামে গ্রামে পুরে পুরে আগুনী জ্বালায় ॥ ৬
উপাড়িয়া বড় বড় গাছ আর পাথর।
পাক দিয়া ফেলে দূর দেশের উপর ॥ ৭

যে দেশে চাপিয়া পড়ে ধূলাইয়া যায়।
এইমত উৎপাত করিয়া বেড়ায় ॥ ৮
অনর্থ নগরে গিয়া উঠিল বানর।
তথাতে আছেন রাম মহা হলধর ॥ ৯
সাগরে নামিয়া দুই হাতে জল তোলে।
ডুবিয়া সকল লোক কূলের উপরে। ১০
মুনির আশ্রম ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলায়।
চূর্ণ করে উপবন গাছ উপড়ায় ॥ ১১
বিষ্ঠা মূত্র ছাড়ে যজ্ঞ কুণ্ডের উপরে।
স্ত্রী হরিয়া লঞা যায় বনের ভিতরে ॥ ১২
নর নারী প্রবেশায় গহ্বর ভিতরে।
দ্বার রুদ্ধিয়া রাখে গাছ আর পাথরে ॥ ১৩
এইরূপ দুষ্ট কর্ম্ম করে নিরন্তর।
দশ সহস্র ধরে মদমত্ত করির ॥ ১৪
রৈবত পর্ব্বতে গিয়া কৈল আরোহণ।
তথাতে দেখিল রাম রাজীব লোচন ॥ ১৫
অমল কমল মালা ধরে নীলবাস।
মনোহর কলেবর মন্দ মধুহাস। ১৬
বারুণী মদিরা পানে তরলিত অঙ্গ।
যুবতীর মাঝে বাড়ে মদন তরঙ্গ ॥ ১৭
মন্মথ বারণ জিনি মনোহর লীলা।
রমণী মণ্ডলে খেলে অপরূপ খেলা ॥ ১৮
হেন রূপ রামে যদি দেখিল বানর।
লাফ দিয়া উঠে দুষ্ট গাছের উপর ॥ ১৯
নিষ্ঠুর শবদ করি গাছ কাঁপায়।
ভ্রুকুটি করিয়া দুষ্ট উপস্থ দেখায় ॥ ২০
সহজে চপল জাতি বেড়ি চারি পাশে।
তার কর্ম্ম দেখিয়া যুবতীগণ হাসে ॥ ২১
সম্মুখে বসিয়া গুহ্য দেখায় বানর।
লজ্জা পাঞা নারীগণ পলায় সত্বর ॥ ২২
তবে প্রভু বলভদ্র বিপক্ষ বিদার।
ক্রোধ করি কৈল এক শীলার প্রহার ॥ ২৩
আক্লাঞা রহিয়া দুষ্ট নিকটে দাণ্ডায়।
মদিরা কলস ধরি তুলিয়া ফেলায় ॥ ২৪
তবে ক্রোধ কৈল রাম মারিবার তরে।
লাঙ্গুল মুষল তুলি নিল দুই করে ॥ ২৫
তবে শাল গাছ লঞা আইল বানর।
ফেলিয়া মারিল বলরামের উপর ॥ ২৬
শালগাছ পড়িবে দেখিয়া বলরাম।
বাম হাতে ধরিয়া করিল সাত খান ॥ ২৭
তার অঙ্গে মারে রাম মুষলের বাড়ি।
তবে দুষ্ট বানর রোষিল ক্রোধ করি। ২৮
ভাঙ্গিলা দুষ্টের মাথা মুষল প্রহারে।
তবে আর শাল গাছ উপাড়ে বানরে। ২৯
মোচড়িয়া ফেলিল গাছের পাতা ডাল।
রামের উপরে তুলি মারিল বিশাল ॥ ৩০
ক্রোধ করি তুলিয়া মারিল গাছ খান।
শতখান করিয়া কাটিল বলরাম ॥ ৩১
তবে আর শাল গাছ তুলিল বানর।
ফেলিয়া মারিল পুন রামের উপর ॥ ৩২
বলরাম সেহো গাছ কৈল সাত খান।
পুন আর গাছ লঞা হৈল আগুয়ান। ৩৩
সেহো গাছ কাটিলা ঠাকুর হলধর।
তবে আর গাছ লঞা ধাইল বানর ॥ ৩৪
সেহো গাছ কাটে রাম মুষল প্রহারে।
তবে দুষ্ট বাহু তুলি ধাইল সত্বরে। ৩৫
মারিল রামের বুকে মুষ্টির প্রহার।
তবে মহা হলধর চিন্তিল প্রকার ॥ ৩৬
ত্যজিয়া মুষল হল মুষ্টি করি কর।
কর্ণ মূলে মুষকী মারিল হলধর ॥ ৩৭
কর্ণ মূল ভাঙ্গিল রুধির পড়ে ধীরে।
কাঁপিয়া পড়িল দুষ্ট মুষ্টির প্রহারে ॥ ৩৮
নদনদী গিরি বন কাঁপিল সকল।
প্রাণ ছাড়ি পড়িলেন দ্বিবিদ বানর ॥ ৩৯
জয় জয় শবদ উঠিল সুরগণে।
সাধু সাধু করিয়া প্রশংসে মুনিগণে ॥ ৪০
দ্বিবিদ বানর বধ করি হলধরে।
নিজপুরে কামপাল আনন্দে বিহরে ॥ ৪১
ভক্তিরস গুরু শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৪২

ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে দ্বিবিদবধ-
নাম সাতষষ্টীতমোহধ্যায়ঃ। ৬৭ ॥

আশো আবিয়াগঃ ॥

শুকমুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
ভুবন পাবন বশ রামের চরিত ॥ ১

আছিলা লক্ষণা নামে দুর্য্যোধন সুতা।
দিব্যরূপ বেশ ধরে সর্ব্বগুণ যুতা ॥ ২
যত রাজকুমার আনিঞা দুর্য্যোধন।
স্বয়ম্বর করিতে কন্যার আগমন ॥ ৩
সভাকরি বসিয়াছে যত রাজগণ।
হেন কালে গেলা তথা কৃষ্ণের নন্দন ॥ ৪
জাম্বুবতী সুত সাম্ব কোন কর্ম্ম করে।
রথে তুলি কন্যা লঞা জায় একেশ্বরে ॥ ৫
দেখিয়াত কুপিল যতেক কুরুসেনা।
দেখ দেখ হেন কর্ম্ম করে কোন জনা ॥ ৬
শিশু হঞা এত বড় করে অহঙ্কার।
কন্যা হরে লঞা জায় কৃষ্ণের কুমার ॥ ৭
শিশু হঞা দিল আসি রাজপুরে হানা।
মহাবীর বীরগণে করে অপঘুনা ॥ ৮
বান্ধিয়া বালক গিয়া আন ঝাট করি।
দেখি যদুবংশে তার কি করিতে পারি ॥ ৯
পুত্রের বন্ধন শুনি যদুবংশে মেলি।
যদি তাঁরা যুঝিতে আইসে ক্রোধ করি ॥ ১০
ভগ্ন দর্প হঞা যাবে পাঞা অপমান।
প্রাণ লঞা পলাইবে ত্যজিয়া সংগ্রাম ॥ ১১
এতেক বচন বলি রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যজ্ঞকেতু চারিজন ॥ ১২
ভূরিশ্রবা শল্য এই ছয় জন মেলি।
মহারথীগণ সবে ধাইল রথ চড়ি ॥ ১৩
রহ রহ রহ রে বালক দুরাচার।
কন্যা লঞা যাবে এত বড় অহঙ্কার ॥ ১৪
এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের নন্দন।
বামহাতে ধরিয়া তুলিল শরাসন ॥ ১৫
ফিরিয়া রহিল যেন সিংহ মহাবল।
একেশ্বর করে বীর তুমুল সমর ॥ ১৬
ছয় মহাবীরে করে শর বরিষন।
সকল সহিলা সাম্ব কৃষ্ণের নন্দন ॥ ১৭
তবে জাম্বুবতী সুত বিক্রম বিশাল।
আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ॥ ১৮
তবে সাম্ব ছয় বাণে বিন্ধে ছয় বীরে।
চারি অশ্ব বিন্ধিলেক চারি গোটা শরে ॥ ১৯
সারথী বিন্ধিল মারি এক এক শর।
অস্ত্র বরিষণ করে অতি ঘোরতর ॥ ২০
তবে ছয় বীরে তার যুঝিয়া সংগ্রাম।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে চোখবাণ ॥ ২১
চারি ঘোড়া চারি বাণে বিন্ধে চারি জনে।
এক শরে সারথী বিন্ধিল একজনে ॥ ২২
তবে ছয় বীরে মহা যতন করিয়া।
রথে হৈতে কৃষ্ণ সুতে নাবায় ধরিয়া ॥ ২৩
বান্ধিয়া বালকে তারা নিল নিজ পুরে।
নারদ কহিল গিঞা দ্বারকা নগরে ॥ ২৪
তাহা শুনি কোপে জ্বলে যত যদুগণে।
পাঠাইল বিষম সেনা রাজা উগ্রসেনে ॥ ২৫
বাছিয়া বাছিয়া সৈন্য করিল সাজন।
বিক্রম করিয়া চলে যত বীরগণ ॥ ২৬
বীরের বিক্রম দেখি হলধর রায়।
বিনয় বচনে রাম শান্তিয়া বুঝায় ॥ ২৭
বন্ধুগণ সনে কেনে বিবাদ বাড়াই।
রহ সব বীরগণ আগে আমি যাই ॥ ২৮
শান্তিয়া রাখিল যত বীরের প্রধান।
রথে চড়ি চলিলা আপনি বলরাম ॥ ২৯
কুল বৃদ্ধ জ্ঞাতিগণ চৌদিকে বেষ্টিত।
সঙ্গে করি নিল যত কুল পুরোহিত ॥ ৩০
চলিলা হস্তিনাপুরে প্রভু বলরাম।
উত্তরিলা হলধর পুর সন্নিধান ॥ ৩১
আপনি রহিল রাম বাহ্য উপবনে।
উদ্ধব পাঠাঞা দিল রাজ বিদ্যমানে ॥ ৩২
ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইতে রামের মন্ত্রণা।
উদ্ধব পাঠাঞা করে বিবাদ খণ্ডনা ॥ ৩৩
পুর পরবেশ গিয়া উদ্ধব করিল।
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণের চরণ বন্দিল ॥ ৩৪
সভাসদে কহিল রামের আগমন।
তাহা শুনি আনন্দ বাড়িল বীরগণ ॥ ৩৫
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তবে উদ্ধবে পূজিল।
দিব্য উপহার লঞা আনন্দে চলিল ॥ ৩৬
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ বন্দন।
দিব্য উপহার দিঞা কৈল নিবেদন ॥ ৩৭
মধুর বচনে কৈল রাম সম্ভাষণ।
একে একে সকলে পূজিল জনে জন ॥ ৩৮
অন্যান্য সবার সনে কহিল জিজ্ঞাসা।
বিনয় বচনে করে কুশল জিজ্ঞাসা ॥ ৩৯

তবে বলভদ্র বলে শুন বীরগণ।
সাবধানে শুন সবে আমার বচন ॥ ৪০
উগ্রসেন ক্ষত্রীপতি নৃপতি প্রধান।
তাঁর আজ্ঞা কহি তোমা সবা বিদ্যমান ॥ ৪১
আজ্ঞা শিরে ধরি কার্য্য কর সাবধানে।
ইহাতে অন্যথা কিছু না করিহ মনে ॥ ৪২
তোমরা অনেকে মেলি রাখিলে ছাওয়াল।
নাহি জানি মনেতে আছয়ে কামপাল ॥ ৪৩
বন্ধুগণ দেখিয়া ক্ষমিনু অপরাধ।
পীরিতি কারণে আমি না করি বিবাদ ॥ ৪৪
রামের এতেক বাণী শুনি কুরুগণে।
ক্রোধ করি বলে তাঁরা ঘুর্ণিত লোচনে ॥ ৪৫
হরি হরি এত বড় অপূর্ব্ব কথন।
শৃগালে করয়ে কিবা মনুষ্য শাসন ॥ ৪৬
পায়ের পানই উঠে মাথার উপর।
যদুকুলে চলিত বাড়িল এত বড় ॥ ৪৭
যোনিগত সম্বন্ধ করিয়া তার সনে।
আপনার তুল্য করি বাড়াই আপনে ॥ ৪৮
ধ্বজছত্র চামর রাজার আভরণ।
বসন ভূষণ শয্যা কনক আসন ॥ ৪৯
উপেক্ষিয়া কত খানি দিল রাজ্যখণ্ড।
কৃপা করি আমি সে দিলাম ছত্রদণ্ড ॥ ৫০
নিলজ্জ যাদবগণ হেন অগেয়ান।
আমার প্রসাদে ধরে রাজা হেন নাম ॥ ৫১
আজ্ঞা দিঞা আমাকে পাঠায় কোন লাজে।
আমি ক্রোধ তাহাকে করিব কোন কাজে ॥
ইন্দ্র আদি দেব নাহি করি বস্তু জ্ঞান।
যদুবংশে জনমিয়া বলে অপমান ॥ ৫৩
ভর্ৎসিয়া রামেরে তবে বলয়ে বচন।
পুর পরবেশ কৈল যত বীরগণ ॥ ৫৪
শুনিঞা এতেক রাম নিষ্ঠুর বচনে।
দুষ্টমতি দেখিয়া সকল বীরগণে ॥ ৫৫
কোপে রাম জলে যেন জলন্ত অনল।
কহিয়া বলেন তবে কম্পিত অধর ॥ ৫৬
ঐশ্বর্য্য গরবে এত বাড়ে উন্মাদ।
দণ্ড বিনে কভু তার নহে অবসাদ ॥ ৫৭
পশুনি বাঁধিতে যেন দণ্ড ধরে করে।
দণ্ড করি দুষ্টগণ নিবারে ঈশ্বরে ॥ ৫৮
ক্রোধ করি সাজিয়া আসিবে বহুগণ।
মহাকোপে আসিবেন প্রভু নারায়ণ ॥ ৫৯
তাঁ সবাকে শান্তিয়া আপনে আইনু হেথা।
দুষ্ট খল কুরু সব কহে হেন কথা ॥ ৬০
দুর্ব্বাক্য বচন বলে আমা বিদ্যমানে।
অমলোক হঞা করে এত অপমানে ॥ ৬১
উগ্রসেন প্রভু নহে চক্রবর্ত্তী রাজা।
ইন্দ্র আদি সুরগণে যারে করে পূজা ॥ ৬২
সুধর্ম্মা সভাতে যার বসিয়া দেয়ান ॥
পারিজাত পুষ্প যার ঘরে উপাদান। ৬৩
ইন্দ্রের সম্পদ যেই ভুঞ্জে নিতি নিতি।
সে নহে রাজার তুল্য দুষ্টগণ যুক্তি ॥ ৬৪
যার পদযুগ সেবে লক্ষ্মী চারি বাণী।
দেবের ঈশ্বরী দেবী জগত জননী ॥ ৬৫
চরণ পঙ্কজ যার বাঞ্ছে লোকনাথে।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে ধেয়ায় যোগপথে ॥
তীর্থ সেবি তীর্থ যার চরণ কমল।
প্রজাপতি প্রত্যয়াক্ষে সেবে নিরন্তর ॥ ৬৭
বিরিঞ্চি শঙ্কর আমি সহস্র বদন।
এ সব যাহার অংশ অংশের সৃজন ॥ ৬৮
হেন পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রভু ভগবান।
রাজসভা করি তার কোন বস্তু জ্ঞান ॥ ৬৯
ইহারা সে দিন কত খানি রাজ্য খণ্ড।
তাতে বৈসে বহুগণ ধরে নৃপদণ্ড ॥ ৭০
আমি সবে পালহ এ সব হয়ে মাত্তা।
করিব ইহার শাস্তি নহিবে অন্যথা ॥ ৭১
কুরুনাম থুই এ মহী মণ্ডলে।
এবোল বলিয়া রাম উঠিলা সত্বরে ॥ ৭২
জগৎমোহন তেজ তুলিল লাঙ্গল।
লাঙ্গলের আগ দিয়া ফিরায়ে নগর ॥ ৭৩
তুলিয়া হস্তিনাপুরী গঙ্গাতে ফেলায়।
ভয় পাঞা প্রজাগণ রাজাকে জানায় ॥ ৭৪
ভয়েতে ব্যাকুল হঞা যত বীরগণ।
সপুত্র বান্ধবে নিল রামের শরণ ॥ ৭৫
কন্যা সহে সাম্বে আনি দিল বিদ্যমান।
প্রণাম করিল সবে স্তুতি অনুপম ॥ ৭৬
অনন্ত ধরণীধর প্রভু বলরাম।
হীনমতি আমি সব মূঢ় অগেয়ান ॥ ৭৭

তোমা হৈতে উৎপত্তি প্রলয় পালন।
তুমি নাথ কর সবে মায়ায় সৃজন ॥ ৭৮
সহস্র ফণার এক ফণার উপরে।
লীলায় ধরিলে তুমি এ মহীমণ্ডলে ॥ ৭৯
অন্তকালে ধর তুমি ব্রহ্মাণ্ড উপরে।
অবশেষে তুমি মাত্র থাক অন্তঃকালে ॥ ৮০
তুমি ক্রোধ করি দুষ্ট খল শিক্ষা কর।
দ্বেষ ভাবে করি তুমি দণ্ড নাহি ধর ॥ ৮১
নমো বিশ্বনাথ রাম সর্ব্বভূত পতি।
সর্ব্বশক্তি ধরনাথ সর্ব্বলোক গতি ॥ ৮২
চরণে শরণ প্রভু পশিনু তোমার।
কৃপা করি কর আমা সবা প্রীতকার ॥ ৮৩
এইরূপ স্তব করে ভয়ে কম্পমান।
কুরুগণ ক্রন্দন শুনিঞা বলরাম ॥ ৮৪
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে কৃপাময়।
তুষ্ট হইলাম আমি না করিহ ভয় ॥ ৮৫
তবে রাজা দুর্য্যোধন ভয় পরিহরি।
কন্যার যৌতুক আনি দিল ভক্তি করি ॥৮৬
দুইশত সহস্র কুঞ্জর আগুসার।
অযুত অযুত ঘোড়া শীঘ্রগতি যার ॥ ৮৭
ছয় সহস্র রথ দিল কাঞ্চনে নির্ম্মিত।
একশত দাসী দিল বিধানে পণ্ডিত ॥ ৮৮
পুত্রবধূ সঙ্গে লঞা প্রভু বলরাম।
চলিলা দ্বারকাপুরে মহামতিমান ॥ ৮৯
প্রবেশ করিল গিয়া দ্বারকা নগরে।
দ্বারকা নগর আনন্দিতে প্রতি ঘরে ॥ ৯০
এখন রামের আছে বিক্রমের চিন।
দক্ষিণে আছয়ে পুরী গঙ্গাতীরে লীন ॥ ৯১
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী।
দুর্লভ কৃষ্ণের গুণ প্রেমতরঙ্গিণী ॥ ৯২

ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে বলদেব বিজয়োনাম অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৮ ॥

শুকমুনি বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
আর অদ্ভুত কহি কৃষ্ণের চরিত ॥ ১
শুনিঞা নরকবধ কন্যার হরণ।
ষোল যে সহস্র বিভা কৈল নারায়ণ ॥ ২
ষোল যে সহস্র বিভা কৈল একবারে।
ষোল যে সহস্র ঘরে রহে গদাধরে ॥ ৩
কৌতুকে নারদ গেলা দ্বারকা ভুবনে।
দেখিয়া প্রভুর লীলা ব্রহ্মার নন্দনে ॥ ৪
নব লক্ষ দিব্য পুরী কাঞ্চনে নির্ম্মিত।
মহা মরকত হেম স্ফটিক রচিত ॥ ৫
রাজপথ পুরপথ বিচিত্র চৌতরা।
বিবিধ পসার ঘর দিব্য সভাসানা ॥ ৬
সাধু গৃহ সুর পুর আওয়ারি আওয়ারি।
রতন নির্ম্মিত ঘর শোভে সারি সারি ॥ ৭
প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে দিব্য চন্দনের ছড়া।
ফলকে ফলকে চলে নানা বর্ণের ঘোড়া ॥ ৮
ধ্বজ ছত্রে আচ্ছাদিল রবির কিরণ।
অলিকুল বিলসিত কুসুমিত বন ॥ ৯
বিমল রতন জল দিঘী সরোবর।
প্রফুল্ল কমল কুঞ্জ নীল উৎপল ॥ ১০
কূজিত সারস হংস পবন সুমন্দ।
ভ্রমর ঝঙ্কার কত কুসুম সুগন্ধ ॥ ১১
এইরূপ নবলক্ষ পুরী নিরমিত।
তার মধ্যে মহাপুরীগণ বিলসিত ॥ ১২
ষোল যে সহস্র পুরী মধ্যে নিরমাণ।
মহা সুশোভন সেই মহানিরমান ॥ ১৩
কনক মন্দির মণি রতনে খচিত।
বিলোল মুকুতাদাম বিতান মণ্ডিত ॥ ১৪
ইন্দ্রনীলময় তার বিতান জগতি।
মণি বিরাজিত স্তম্ভ জলে বহুভাতি ॥ ১৫
বৈদূর্য্য কপাট হেম রতন দুয়ারে।
ষোল যে সহস্র পুরী পুরের মাঝারে ॥ ১৬
তথা গিয়া উত্তরিলা ব্রহ্মার কুমার।
গাইতে কৃষ্ণের গুণ তত্ত্ব জানিবার ॥ ১৭
দেখিয়া নারদ মুনি মনে চমকিত।
এক পুরে প্রবেশিলা হঞা হরষিত ॥ ১৮
অগুরু চন্দন গন্ধ পবন সঞ্চার।
মণি দীপ নিকর নিহিত অন্ধকার ॥ ১৯
ঘরের উপরে ঘর শত শত তালা।
তাহার উপরে শোভে হেম ঘটবারা ॥ ২০
ময়ূর পায়রা নাচে তাহার উপর।
দিব্য বেশ নর নারী দেখিতে সুন্দর ॥ ২১

হেন দিব্য পুরী মাঝে দিব্য ঘর।
দিব্য দিব্য সিংহাসন তাহার উপর ॥ ২২
তাহার উপরে প্রভু জলধর শ্যাম।
সর্ব্বগুণ নিধান লাবণ্য গুণধাম ॥ ২৩
সবে সমরূপ শীল দিব্য গুণ যুতা।
পরিচর্য্যা করে দেবী হঞা হরষিতা ॥ ২৪
কনক রচিত দণ্ড চামর ঢুলায়।
রমণীমণ্ডল মেলি চৌদিগে দাণ্ডায় ॥ ২৫
হেন রূপ সাক্ষাতে দেখিয়া ভগবান।
পাসরিল নারদ আপন গুণ ধাম ॥ ২৬
নারদে দেখিয়া প্রভু উঠিলা সত্বরে।
সিংহাসন তেজিয়া নাম্বিলা ভূমিতলে ॥ ২৭
ভূমিতে পড়িয়া কৈলা চরণ বন্দন।
করযোড়ে কহে প্রভু বিনয় বচন ॥ ২৮
তুলি বসাইল প্রভু নিজ সিংহাসনে।
পুণ জলে পদ যুগ পাখালে আপনে ॥ ২৯
ব্রাহ্মণের পদজল নিজ শিরে ধরি।
নিজগৃহে পরিজন অভিষেক করি ॥ ৩০
শাস্ত্র জন পতি গতি ত্রিজগৎ গুরু।
ব্রহ্মণ্য শিখর ভক্ত কুল কল্পতরু ॥ ৩১
আপনে করিয়া কর্ম্ম জগতে বুঝায়।
ব্রহ্মা ভব আদি যার চরণ ধেয়ায় ॥ ৩২
যার পদধৌত জল সর্ব্বতীর্থ সার।
হেন প্রভু বিপ্রভক্তি করয়ে প্রচার ॥ ৩৩
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনির পূজিল চরণে।
জিজ্ঞাসিলা হিত মিত অমৃত বচনে ॥ ৩৪
কি করিব কহ আমি কিঙ্কর তোমার।
ব্রাহ্মণ আমার গুরু দেব সর্ব্বকাল ॥ ৩৫
এতেক বচন শুনি ব্রহ্মার তনয়।
কহিতে লাগিল মনে ভাবিয়া বিস্ময় ॥ ৩৬
কিছুই অদ্ভুত নাথ না হয় তোমার।
অখিল জগৎ গুরু সর্ব্বলোক পাল ॥ ৩৭
নিজ জনে করহ তুমি যে ব্যবহার।
খলজনে দণ্ড কর উচিত তোমার ॥ ৩৮
জগত রক্ষক হেতু অবতার কর।
দোষ গুণ বুঝিয়া উচিত ফল ধর ॥ ৩৯
আপন মায়ায় প্রভু আপনে আসাদ।
নরলীলা করিয়া জগতে কার্য্য সাধ ॥ ৪০

দেখিনু তোমার নাথ চরণযুগল।
ব্রহ্মাদি বন্দিত সর্ব্বজন পাপ হর ॥ ৪১
সংসার পতিত যত তার অবলম্ব।
মহাভয় বিনাশন ভবদুঃখ ভঙ্গ ॥ ৪২
সবে মুঞি এই নাথ অনুগ্রহ চাও।
তব পদ যুগ যেন সতত ধেয়াও ॥ ৪৩
সবে এই মাগি নাথ চরণযুগলে।
স্মৃতি ভঙ্গ মোর যেন নহে কোন কালে ॥
এতেক বচন বলি মুনি যোগেশ্বর।
আর এক পুরে মুনি চলিলা সত্বর ॥ ৪৫
যোগমায়া প্রভুর বুঝিয়া তপোধন।
আর এক পুরে গিয়া হৈলা উপগম ॥ ৪৬
তথাতে দেখিল গিয়া প্রভু বনমালি।
উদ্ধবের সঙ্গে কৃষ্ণ খেলে পাশা সারি ॥ ৪৭
নারদ দেখিয়া প্রভু উঠিলা সত্বরে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিলা সাদরে ॥ ৪৮
না জানিঞা কৃষ্ণ যেন পুছিলা তাঁহারে।
কোথা হৈতে আইলা মুনি আমার মন্দিরে ॥
আপনেই পূর্ণ তুমি সর্ব্ব শক্তিধর।
সফল জনম যদি অনুগ্রহ কর ॥ ৫০
কিবা আরাধনা আমি করিবারে পারি।
তথাপি করিবে আজ্ঞা মনে যুক্তি করি ॥ ৫১
এতেক বচন শুনি ভাবিলা বিস্ময়।
নিঃশব্দে রহিলা নারদ মহাশয় ॥ ৫২
আর এক পুরে মুনি করিলা প্রবেশ।
তথা গিয়া নারদ দেখিলা হৃষীকেশ ॥ ৫৩
শিশু কোলে করি হরি করয়ে লালন।
তবে আর পুরে গেলা ব্রহ্মার নন্দন ॥ ৫৪
তথা গিয়া দেখিল পূজার অনুবন্ধ।
আর এক পুরে দেখে যজ্ঞের আরম্ভ ॥ ৫৫
কোথায় ব্রাহ্মণ্য দেব ব্রাহ্মণ ভুঞ্জায়।
আপুনি বিপ্রের অবশেষ অন্ন খায় ॥ ৫৬
কোথায় করেন প্রভু সন্ধ্যা উপাসনা।
কোথাহ জপেন মন্ত্র ঈশ্বর ভাবনা ॥ ৫৭
খড়্গ চর্ম্ম ধরি প্রভু ধায় কোন পুরে।
রঙ্গ ভূমি মাঝে কোথা মল্ল ক্রীড়া করে ॥ ৫৮
কোন ঠাঞি গজ স্কন্ধে কোন ঠাঞি রথে।
কোন ঠাঞি অশ্বপৃষ্ঠে ধায় রাজপথে ॥ ৫৯

কোথাও করেন প্রভু মন্দিরে শয়ন ।
ভাটগণে গুণগায় স্তবকে স্তবন ॥ ৬০
জলক্রীড়া কোথাও করেন দিব্য জলে ।
বেশ্যাগণ সঙ্গে কোথাও কৌতুকে বিহরে ॥
কোথাও ব্রাহ্মণ আনি করয়ে গোদান ।
কোথাও পণ্ডিত মুখে শুনয়ে পুরাণ ॥ ৬২
কোন ঠাঞি হাস পরিহাসে কথা কয় ।
কোন ঠাঞি ধর্ম্ম পরায়ণ হঞা রয় ॥ ৬৩
কোন ঠাঞি করে হরি সুখ উপভোগ ।
কোন ঠাঞি করে ধন উপার্জ্জন যোগ ॥ ৬৪
আপনাকে আপনি ধেয়ায় কোন স্থানে ।
কোন ঠাঞি গুরু সেবা করে দৃঢ় মনে ॥ ৬৫
কোথাও করেন হরি সাজিয়া সংগ্রাম ।
মৈত্রীগণ লঞা করে মন্ত্রণা বিধান ॥ ৬৬
কন্যাবর আনিয়া করেন শুভক্ষণ ।
পুত্র কন্যা বিবাহ করায় নারায়ণ ॥ ৬৭
অপত্য উৎসব করে আনন্দ মঙ্গল ।
কন্যা আনি কোথাও পাঠায় পতিঘর ॥ ৬৮
দেব যজ্ঞ কোথাও করয়ে যজ্ঞ করি ।
কোন ঠাঞি গৃহ কর্ম্ম করে বনমালি ॥ ৬৯
কোন ঠাঞি করে হরি সাজিয়া সমর ।
কোথা মৃগয়া করে বনের ভিতর ॥ ৭০
কোন ঠাঞি গোপনে বসিয়া নারায়ণ ।
গূঢ়রূপে পরীক্ষা করয়ে মন্ত্রিগণ ॥ ৭১
এইরূপ যোগ মায়া দেখি মহোদয় ।
দেখিয়া নারদ মুনি ভাবিলা বিস্ময় ॥ ৭২
কে নাথ বুঝিবা যোগ মায়া অনুভব ।
অচিন্ত্য পরমানন্দ পরম প্রভাব ॥ ৭৩
এই আজ্ঞা কর নাথ যদি কর দয়া ।
জগতে ভ্রমিয়া বলি তব গুণ গাঞা ॥ ৭৪
কি মোর শকতি মায়া বুঝিতে তোমার ।
স্বগুণ গাঞা যেন বেড়াও সংসার ॥ ৭৫
নারদের বচন শুনিঞা গদাধর ।
কহিলা মুনিরে তবে প্রবোধ উত্তর ॥ ৭৬
শুন শুন নারদ বিস্ময় পরিহর ।
আমার বচনে তুমি অবধান কর ॥ ৭৭
আমি সে ধর্ম্মের কর্ত্তা বেক্তা অধিকারী ।
লোক শিক্ষা হেতু আমি নানাক্রীড়া করি ॥
খেদ পরিহর মুনি চিত্ত কর স্থির ।
মহাভাগবত তুমি পরম সুধীর ॥ ৭৯
কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
বিস্ময় ভাবিয়া কৈল চিত্ত নিবারণ ॥ ৮০
এক কৃষ্ণ নানা রূপ দেখি স্থানে স্থানে ।
বিস্ময় ভাবিয়া মুনি রহিলা ধেয়ানে ॥ ৮১
এইরূপ নরলীলা করে নারায়ণ ।
অখিল জগত গুরু করয়ে পালন ॥ ৮২
চলিলা নারদ মুনি আজ্ঞা শিরে ধরি ।
ষোল যে সহস্র পুরে বিহরে শ্রীহরি ॥ ৮৩
পরম প্রভুর গুণ অনন্ত পবিত্র ।
অজ ভব আদি যার না জানে চরিত্র ॥ ৮৪
যেবা শুনে যেবা কহে করয়ে কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণ ভক্তি হয় তার বৈকুণ্ঠ গমন ॥ ৮৫
পণ্ডিত মুকুট মণি গদাধর জান ।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৮৬

ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে উন-
সত্তর তমোঽধ্যায়ঃ । ৬৯ ॥

ষোল যে সহস্র পুরী দ্বারকা নগরে ।
রমণী মণ্ডলে হরি আনন্দ বিহরে ॥ ১
সহিতে না পারে কেহো কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ।
রজনী প্রভাতে হয় যেন মনে খেদ ॥ ২
পক্ষগণ শব্দ শুনিঞা দেয় গালি ।
বিহরে রমণীগণ লঞা বনমালি ॥ ৩
শয়ন ত্যজিয়া হরি উঠে রাত্রি শেষে ।
কর পদ পাখালিয়া রহে শুদ্ধাবেশে ॥ ৪
প্রসন্ন বদন করি করয়ে ধেয়ান ।
আপনাকে আপনি চিন্তয়ে ভগবান ॥ ৫
অদ্বৈত পরমানন্দ নিত্য পরকাশ ।
নিজ নাম চিন্তে হরি আনন্দ বিখাদ ॥ ৬
প্রভাত সময় হরি করিয়া মজ্জন ।
যথাবিধি সন্ধ্যা কর্ম্ম করি উপাসন ॥ ৭
মন আরোপিয়া করে ব্রহ্ম মন্ত্র জপ ।
সূর্য্য উপাসনা করে ত্রিজগত নাথ ॥ ৮
দেবঋষি নিজ অংশ পিতৃ আরাধন ।
[illegible] ॥ ৯

হেমশৃঙ্গ মুক্তামণি দিয়া দিয়া রতি।
পীত পট্ট বসন রতনযুত যতি ॥ ১০
বৎসযুতা তরুণি রতন খুরময়ী।
অজিন কনক তিল পট্টবাস দেই ॥ ১১
এই মত অষ্টকোটি অর্ব্বুদে অর্ব্বুদ।
চৌরাশী অধিক ত্রয়োদশ লক্ষ যুত ॥ ১২
এইরূপ ধেনু আনি প্রতি দিনে দিনে।
সর্ব্বগুণযুত বিপ্র ভূষিয়া কাঞ্চনে ॥ ১৩
পুরে পুরে প্রতিদিন করে প্রভু দান।
হেন মহামহেশ্বর প্রভু ভগবান্ ॥ ১৪
গো ব্রাহ্মণে বন্দিয়া যে যাহার চরণ।
বৃদ্ধগণ গুরু দ্বিজ করি আরাধন ॥ ১৫
তবে প্রভু পরশে মঙ্গলদ্রব্য আনি।
তাঁর অঙ্গে অঙ্গভাব পরে চক্রপাণি ॥ ১৬
নরলোক বিভূষিত নিজ কলেবর।
দিব্য বেশ ভূষণ ধরয়ে গদাধর ॥ ১৭
ঘৃত দেখি দেখে প্রভু দর্পণে বদন।
গো বৃষ দেব দ্বিজ করি দরশন ॥ ১৮
তবে প্রভু পূরয়ে সকল লোক কাম।
নিজ পুরজনে করে মনোরথ দান ॥ ১৯
পুরনারীগণে চুরি করিয়া পীরিতি।
সর্ব্বলোক-ভূষণে ভূষয়ে সুরপতি ॥ ২০
বিভূষিয়া সর্ব্বলোকে দিয়া অন্নপান।
গন্ধ মালা তাম্বূল করিয়া আগুয়ান ॥ ২১
দাস-দাসীগণে প্রভু দিয়া অন্নপানে।
তবে সর্ব্বশেষে প্রভু করয়ে ভোজনে ॥ ২২
সাজিয়া সারথি রথ আনিয়া যোগায়।
রথে আরোহণ করি ত্রিজগত রায় ॥ ২৩
উদ্ধবাদি মন্ত্রীগণ করিয়া সংহতি।
পুরের বাহির তবে হৈল যদুপতি ॥ ২৪
সুধর্ম্মা সভার মাঝে দিব্য সিংহাসন।
তাহার উপরে বৈসে প্রভু নারায়ণ ॥ ২৫
নিজ অঙ্গতেজে দশদিগ্ বিরাজিত।
যদুসিংহগণ সব চৌদিগে বেষ্টিত ॥ ২৬
হাসিয়া উৎকলগণ নিকটে দাণ্ডায়।
হাস পরিহাস প্রভু আপনে যেথায় ॥ ২৭
নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণে নটন বিলাস।
বহুবিধ রসকথা হাস পরিহাস ॥ ২৮
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন কোলাহল।
বহুবিধ নৃত্য গীত আনন্দ মঙ্গল ॥ ২৯
স্তবকে স্তবন করে মন্ত্রীতে মন্ত্রণা।
উচ্চস্বরে ভাটগণ পড়য়ে ভট্টনা ॥ ৩০
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ করে মহাবেদধ্বনি।
কথকে পুরাণ কথা কহয়ে বাখানি ॥ ৩১
হেন কালে আইল এক পুরুষ দুয়ারে।
দ্বারী জানাইল গিয়া প্রভুর গোচরে ॥ ৩২
আজ্ঞা পাঞা প্রবেশিলা পুরের ভিতর।
প্রণাম করিয়া বলে প্রভুর গোচর ॥ ৩৩
ধরণী মণ্ডল জিনি জরাসন্ধ রাজা।
বশ হঞা রাজগণ করে তার পূজা ॥ ৩৪
দাস হঞা তাহার যতেক নরপতি।
বান্ধিঞা নৃপতিগণে রাখিল দুর্ম্মতি ॥ ৩৫
সে সব নৃপতি নাথ তোমার কিঙ্কর।
তার নিবেদন করি তোমার গোচর ॥ ৩৬
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নিজজন দুরিতভঞ্জন।
চরণারবিন্দে নাথ পশিনু শরণ ॥ ৩৭
ভবভীত আমি সব অধম বঞ্চিত।
তোমার চরণারবিন্দে সকল বিদিত ॥ ৩৮
তোমার অর্চ্চনা বিনে আর যত কর্ম্ম।
সে সব সকল নাথ জানিয়ে অধর্ম্ম ॥ ৩৯
অকর্ম্মে সকল লোক রত নিরন্তর।
তোমার পদারবিন্দে বঞ্চিত সকল ॥ ৪০
কালরূপে কর তুমি জগত সংহার।
অনন্ত শকতি তব অনন্ত বিহার ॥ ৪১
নমো নমো জগতনিবাস হৃষীকেশ।
নমোনমঃ কালরূপী দিব্য নরবেশ ॥ ৪২
খলবিনাশনহেতু ভকতরক্ষণ।
অবতার কর তুমি এই সে কারণ ॥ ৪৩
যে তোমার আজ্ঞা নাথ না করে পালন।
কোন্ গতি হবে তার না বুঝি কারণ ॥ ৪৪
পরাধীন নৃপ সুখ স্বপন সমান।
নিরবধি লোহ মোহ শোক অপেয়ান ॥ ৪৫
তাতে অভিমান করে কেবল বঞ্চিত।
আমি সবে তোমার মায়ায় বিমোহিত ॥ ৪৬
প্রণতবৎসল শোক হর পদদ্বন্দ্ব।
ছিণ্ডিয়া উদ্ধার কর জরাসন্ধবন্ধ ॥ ৪৭

দশ সহস্র ধরে মত্তগজবল ।
একচক্রে শাসিল সকল ক্ষিতিতল ॥ ৪৮
মহাবল জরাসন্ধ জিনিঞা সকলে ।
আমা সবা বান্ধিয়া রাখিল নিজ ঘরে ॥৪৯
অষ্টাদশ বার তুমি জিনিলে সংগ্রাম ।
একবার যুদ্ধ যিনি করে অভিমান ॥ ৫০
আমি সবে তোমার কিঙ্কর হেন জানে ।
নিজগৃহে বান্ধিয়া রাখিল তেকারণে ॥ ৫১
সকল বিদিত নাথ তোমার চরণে ।
বুঝিয়া করিবে কৃপা যে উচিত মনে ॥ ৫২
এইরূপ রাজদূত কৈল নিবেদনে ।
হেন কালে আইলা নারদ তপোধনে ॥ ৫৩
সূর্য্যসম তেজস্বী পিঙ্গল জটাভার ।
মৃণাল ধবল মুনি পরে বৃক্ষছাল ॥ ৫৪
কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন-আনন্দসুধানন্দ ।
দেখিয়া নারদ মুনি সবার আনন্দ ॥ ৫৫
সভাসদে উঠিলা দেখিলা লোকনাথ ।
শিরে পদ পরশি করিল দণ্ডপাত ॥ ৫৬
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিলা বিধানে ।
অতীত সম্ভাষা করে বিনয়বচনে ॥ ৫৭
আপনে করিলা তুমি লোক পর্য্যটন ।
জগতের দুঃখ শোক কর নিবারণ ॥ ৫৮
জগতে তোমার কিছু নাহি অগোচর ।
পঞ্চ পাণ্ডবের কহ কল্যাণ কুশল ॥ ৫৯
প্রভুর বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন ।
হাসিয়া বলেন মুনি প্রভুর চরণ ॥ ৬০
হরি হরি দেবমায়া বুঝনে না জায় ।
ব্রহ্মাভব আদি যার অন্ত নাহি পায় ॥ ৬১
সর্ব্বশক্তিধর নাথ সর্ব্বজীবে বৈস ।
সমভাব করি তুমি সর্ব্বত্র প্রকাশ ॥ ৬২
তবু জান না জান কিছুই হেন বোলে ।
ইহার বুঝিবে মায়া কে আছে সংসারে ॥৬৩
কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মকলেবর ।
মহাযজ্ঞ করিবে শাসিয়া ক্ষিতিতল ॥ ৬৪
যজ্ঞ করি করিবে তোমার আরাধন ।
পূজিবে তোমার অংশ যত দেবগণ ॥ ৬৫
সার্ব্বভৌম নরপতি হবে মহীপাল ।
জগতে তোমার যশ করিবে প্রচার ॥ ৬৬
আপনে চলিবা তুমি যজ্ঞ মহোৎসবে ।
দেখিবে তোমারে আসি যত সব দেবে ॥৬৭
রাজগণ আসিয়া দেখিবে পাদপদ্ম ।
কপটে বিহর নাথ ধরি নর ছদ্ম ॥ ৬৮
পতিত চণ্ডাল হয় শ্রবণে পবিত্র ।
দেখিলে তরিবে তাতে এ কোন্ বিচিত্র ॥
যার শক্তি ক্ষিতিতল পাতাল আকাশে ।
দ্রবময়ী হঞা গঙ্গা জগতে প্রকাশে ॥ ৭০
ভুবনপাবন যার পদনখজল ।
বুঝিয়া করিবে আজ্ঞা প্রভু গদাধর ॥ ৭১
মুনির বচন শুনি সভাসদ্গণে ।
কহিতে লাগিলা সবে যার যেই মনে ॥ ৭২
উদ্ধবের তরে তবে বলেন শ্রীহরি ।
কহ হে উদ্ধব আগে কোন্ যুক্তি করি ॥৭৩
প্রভুর বচন শুনি উদ্ধব সুধীর ।
আজ্ঞা শিরে ধরি তবে যুক্তি কৈল স্থির ॥
করযোড় করিয়া প্রভুর বিদ্যমানে ।
চিন্তিয়া উদ্ধব কহে ভকতপ্রধানে ॥ ৭৫
গদাধরপদযুগ করিয়া ধেয়ান ।
ভাগবত আচার্য্যের মধু রস গান ॥ ৭৬

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ভগবত-
প্রশ্নো নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ । ৭৭

ভূপালী রাগঃ ।

সর্ব্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বভূতে বৈস ।
জানিঞা কপটে তুমি আমাকে জিজ্ঞাস ॥১
তথাপি তোমার আজ্ঞা শিরের উপরে ।
কহিব সাক্ষাতে নাথ বুদ্ধি অনুসারে ॥ ২
সাক্ষাতে নারদ মুনি কৈল নিবেদন ।
দূত মুখে নৃপগণের শুনিলে বচন ॥ ৩
অবশ্য করিতে চাহ নৃপগণরক্ষা ।
করিবারে চাহ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ রক্ষা ॥ ৪
দোঁহার করিতে চাহ অবশ্য নিস্তার ।
তাহাতে উত্তম দেখি যুক্তি এই সার ॥ ৫
আগে যুধিষ্ঠিরের মহোৎসবে চলি যাহ ।
যজ্ঞ অনুবন্ধ গিয়া রাজাকে করাহ ॥ ৬
দশদিগ জিনিঞা আনিব নরেশ্বর ।

জরাসন্ধ বধ হবে ভকত উদ্ধার ।
সেবকের যশ হবে জগতে প্রচার ॥ ৭
সর্ব্বলোক সুখী হবে সবার পিরীতি ।
ভুবন ভরিয়া হবে জগতে খেয়াতি ॥ ৮
আগে গিয়া হই ইন্দ্রপ্রস্থে উপনয় ।
যুধিষ্ঠির জিনিঞা আনিবে রাজগণ ॥৯
জরাসন্ধ রাজা হয় অজয় অমর ।
দশ সহস্র ধরে মত্ত কুঞ্জরের বল ॥ ১০
দ্বিজবেশে ভীম গিঞা মাগিবে সংগ্রাম ॥
যুদ্ধ যুদ্ধে তবে তার লইব পরাণ ॥ ১১
তোমার সাক্ষাতে তারে করিব সংহার ।
সর্ব্বলোকসাক্ষী তুমি ভুবন আধার ॥ ১২
রাজার মহিষীগণে এই গুণ গায় ।
মুনিগণে নিরবধি চরণ ধেয়ায় ॥ ১৩
হরি অবতার কৈলা গজেন্দ্রমোক্ষণ ।
জানকী উদ্ধার কৈলে বধিয়া রাবণ ॥ ১৪
এইরূপে নানা যশ গায় ত্রিভুবনে ।
এখন যে কর্ম্ম কর গায় সর্ব্বজনে ॥ ১৫
যজ্ঞ আরম্ভিয়া কর যশ পরকাশ ।
দৈবে তার মাঝে হবে জরাসন্ধ নাশ ॥১৬
এতেক বচন যদি কহিল উদ্ধবে ।
ধন্য ধন্য বলিয়া প্রশংসে সভাসদে ॥ ১৭
আপনে করিল প্রভু উদ্ধবে প্রশংসা ।
গুরুজন আজ্ঞা নিলা করিয়া সম্ভাষা ॥ ১৮
দারুক আনিঞা আজ্ঞা দিলা নারায়ণ ।
ঝাট করি আন রথ করিয়া সাজন ॥ ১৯
সৈন্য সামন্ত চলুক আর মুনিগণ ।
পাত্র মিত্র চলুক সকল পরিজন ॥ ২০
দেবাগণ চলুক বিবিধ পরিচ্ছদে ।
রথ গজ তুরঙ্গ চলুক নিজ সাজে ॥ ২১
আজ্ঞা মাগি নিল দেব বলভদ্র স্থানে ।
উগ্রসেন সম্ভাষিয়া চলিলা আপনে ॥ ২২
দারুক আনিল রথ গরুড়বাহন ।
তবে কৃষ্ণ তাহাতে করিল আরোহণ ॥ ২৩
চলিল রথের আগে ঘোড়ার সোয়ার ।
দুই পার্শ্বে মহাসেনা হৈলা পাটোয়ার ॥ ২৪
মহা মত্ত গজ আগে ধরিল যোগান ।
লক্ষ লক্ষ পদাতি চলিল আগুয়ান ॥ ২৫

নরযান অশ্বযান কাঞ্চন বিমানে ।
চলিলা মহিষীগণ আনন্দ বিধানে ॥ ২৬
অবরে নির্ম্মিত গৃহ কাঞ্চনে নির্ম্মাণ ।
শিল্পিগণে করিলেক পুরের বিধান ॥ ২৭
বিচিত্র পতাকা উড়ে ধ্বজ ছত্র বালা ।
কোটি হয় গজ কোটি কোটি সেনা ॥২৮
প্রভুর চরণে মুনি করিয়া প্রণাম ।
নারদ চলিলা তবে হঞা অন্তর্দ্ধান ॥ ২৯
রাজদূতে প্রবোধ করিয়া প্রভু হরি ।
পরিহর ভয় দূত জরাসন্ধ করি ॥ ৩০
জরাসন্ধ মারিয়া আনিব নৃপগণ ।
কহ গিয়া দূত তুমি এই বিবরণ ॥ ৩১
প্রণাম করিয়া দূত চলিল সত্বর ।
রাজগণ বিদ্যমান কহিল সকল ॥ ৩২
কৃষ্ণ দরশনে হবে বন্ধ বিমোচন ।
আনন্দিত হঞা রহে সব নৃপগণ ॥ ৩৩
চতুরঙ্গ সেনা সাজি চলিলা শ্রীহরি ।
আনর্ত্ত সৌভরি আর দেশগণে তরি ॥ ৩৪
নদনদী তরিলা পর্ব্বত কত দেশ ।
কুরুক্ষেত্রে তরিলা আপনে হৃষীকেশ ॥ ৩৫
দশদ্বতি তরিয়া তরিল সরস্বতী ।
তরিয়া পঞ্চাল দেশ গেলা যদুপতি ॥ ৩৬
ইন্দ্রপ্রস্থে গেলা প্রভু মৎদেশ তরি ।
বাহ্য উপবনে গিয়া রহিয়া শ্রীহরি ॥ ৩৭
কৃষ্ণ আগমন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ।
রাজ্য পাসরিল রাজা পুলক শরীর ॥ ৩৮
ভীম ধনঞ্জয় হৈলা মহা হরষিত ।
সহদেব নকুল শুনিঞা আনন্দিত ॥ ৩৯
কৃষ্ণ অনুসারে রাজা চলিলা ত্বরিতে ।
পাত্র মিত্র পুরবাসী সামন্ত সহিতে ॥ ৪০
বহুবিধ নৃত্য গীত বাজন মঙ্গল ।
জয় জয় বেদধ্বনি বাদ্য কোলাহল ॥ ৪১
সাক্ষাৎ দেখিয়া কৃষ্ণ ধর্ম্মের নন্দন ।
ভুজপাশে ধরি রাজা করি আলিঙ্গন ॥ ৪২
মজ্জিল ধর্ম্মের সুত আনন্দসাগরে ।
বাহ্য পাসরিল রাজা শরীর না ধরে ॥ ৪৩
আলিঙ্গন দিয়া ভীম আনন্দে পূজিল ।
কোল দিঞা অর্জ্জুন সকল বিসরিল ॥ ৪৪

সহদেব নকুলের হরষে গেয়ান।
পঞ্চ পাণ্ডবের নাহি বাহ্য অবধান ॥ ৪৫
অর্জ্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ কৈল অঙ্গ সঙ্গ।
সহদেব নকুল বন্দিল পদদ্বন্দ্ব ॥ ৪৬
বৃদ্ধমান্য গুরুজনে কৈলা নমস্কার।
কুশল বচনে কৈল লোক পুরস্কার ॥ ৪৭
সূত মাগধে গায় কৃষ্ণের মহিমা।
উচ্চস্বরে ভাটগণে পড়য়ে ভটিমা ॥ ৪৮
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বিবিধ বাদ্য বাজে।
প্রভুর চৌদিক্ ভরি বন্ধুগণ সাজে ॥ ৪৯
বহুবিধ নৃত্য গীত চলন সুসার।
আছে পাছে মহাবীর পাটোয়ার ॥ ৫০
পুর পরবেশ করে ত্রিজগত রায়।
বেদমন্ত্র পড়িয়া ব্রাহ্মণে গুণ গায় ॥ ৫১
পুরপথে রাজপথে চন্দনের ছড়া।
ফলকে২ চলে নানা বর্ণের ঘোড়া ॥ ৫২
মদমত্ত গজজলে তুলিল কর্দ্দম।
রতন ভ্রমরগণ দেখি মনোরম ॥ ৫৩
সারি সারি হেমকুম্ভ রম্ভা আরোপণ।
প্রবাল তণ্ডুল ফল পুষ্প বরিষণ ॥ ৫৪
ধ্বজচ্ছত্র চামর পতকা নানা উড়ে।
বিতান বিচিত্র সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ৫৫
দিব্য বেশ নরনারী পুর বিরাজিত।
প্রতি ঘরে ধূপ দীপ বিতান মণ্ডিত ॥ ৫৬
মণিময় দীপগণ দিল মণি আভা।
হেম গৃহে মণি ঘট সারি সারি শোভা ॥ ৫৭
হেন পুরে উত্তরিলা প্রভু নারায়ণ।
সুখময় সাগরে মজিল সর্ব্বজন ॥ ৫৮
কৃষ্ণ আগমন শুনি পুর নারীগণে।
গৃহকর্ম্ম পাসরিলা কৃষ্ণদরশনে ॥ ৫৯
কেহ পতি কোলে সতী আছিল শয়নে।
কেহ অঙ্গমার্জ্জন করে কেহ বা ভোজনে ॥
সেই ক্ষণে ত্যজিলা শুনিঞা পুরনারী।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণপদে মন ধরি ॥ ৬১
ঘরের উপরে কেহ করি আরোহণ।
কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ ৬২
প্রবাল তণ্ডুল ফল বিলসিত মালা।
যেন বরিষণ হয় মলয়জ ধারা ॥ ৬৩

লজ্জা পরিহরি করে কুশল জিজ্ঞাসা।
স্বগত বচনে কহে কুশল সম্ভাষা ॥ ৬৪
কৃষ্ণপত্নীগণ দেখি বলে পুরনারী।
এস ভেল ভিল কৃষ্ণ কোন্ তপ করি ॥ ৬৫
পুরুষশেখর কৃষ্ণ কমল বিলাস।
তাঁহার শ্রীমুখ দেখি নয়ন প্রকাশ ॥ ৬৬
এইরূপ জান কৃষ্ণ পুর পর বেশী।
পথে পথে চাহে কৃষ্ণে সর্ব্বলোক হাসি ॥ ৬৭
আনন্দ মঙ্গল করি করে নির্ম্মাণ।
কৃষ্ণের পদারবিন্দ করিয়া বন্দন ॥ ৬৮
এইরূপে দেখি কৃষ্ণ নয়ন ভরিয়া।
প্রভুর পদারবিন্দ হৃদয়ে ধরিয়া ॥ ৬৯
পুর পরবেশ তবে করিলা শ্রীহরি।
আনন্দে পূরিল কুন্তী কৃষ্ণে কোলে করি ॥
ত্রিভুবনের নাথ কৃষ্ণ দেবের ঈশ্বর।
করে ধরি নিল দেবী পুরের ভিতর ॥ ৭১
কি দিয়া পূজিব কৃষ্ণ শরীর না ধরি।
আনন্দে মজিয়া রাজা আপনা পাসরি। ৭২
কুন্তীর চরণ প্রভু করিয়া বন্দন।
সর্ব্বগুরু পত্নীগণের বন্দিলা চরণ ॥ ৭৩
তবে আদেশিলা কুন্তী দ্রৌপদীর তরে।
কৃষ্ণ পত্নীগণ যত পূজিলা সাদরে ॥ ৭৪
সত্যভামা রুক্মিণী কালিন্দী জাম্বুবতী।
মিত্রবৃন্দা সত্যদেবী আর নগ্নজিতী ॥ ৭৫
ষোল যে সহস্র আর মহাদেবীগণ।
একে একে পূজিল সকল জনে জন ॥ ৭৬
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির বেদ বিদাম্বর।
দিবা অন্ন পানে লোক পূজিলা সকল ॥ ৭৭
সসৈন্যে পূজিলা কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে।
নব নব পীরিতি বাড়য়ে দিনে দিনে ॥ ৭৮
পাণ্ডুপুত্রে প্রেম আচরিয়া কৃষ্ণ হরি।
চাতুর্মাস তথায় রহিল গিরিধারী ॥ ৭৯
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুররস গান ॥ ৮০

ইতি শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে ইন্দ্রপ্রস্থা-
গমনাঃ একোত্তরিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

কল্যাণ রাগঃ।

এক দিন সভা করি বসিলা নৃপতি।
ভ্রাতৃগণ বন্ধুগণ করিয়া সঙ্গতি॥ ১
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সর্ব্বে কুলপুরোহিত।
কুল বৃদ্ধ জ্ঞাতিগণ চৌদিগে বেষ্টিত॥ ২
কৃষ্ণ সম্ভাষিয়া রাজা বলে কোন বাণী।
শুনহ গোবিন্দ অলৌকিক প্রাণ মণি॥ ৩
এই নিবেদন নাথ চরণ যুগলে।
রাজসূয় যজ্ঞ করি ভজিব তোমারে॥ ৪
মুঞি এবে নিজ সত্য কৈনু নিবেদন।
আজ্ঞা কর যজ্ঞ যেন হয় সমাপন॥ ৫
তোমার পদারবিন্দ করিয়া ধেয়ান।
যেবা জন কীর্ত্তন করয়ে অভিরাম॥ ৬
তারা সে লভিতে পারে অপবর্গ গতি।
যদি বা সম্পদ বাঞ্ছে লভে সর্ব্বসিদ্ধি॥ ৭
তোমার পদারবিন্দ সেবা অনুভাব।
দেখুক সকল লোক অতুল প্রভাব॥ ৮
যে পদ ভজিলে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ।
যে না ভজে তাঁর কভু নহে পরিত্রাণ॥ ৯
দেখুক সকল লোক আশ্চর্য্যের সীমা।
ভকত জনার তুমি বাড়াহ মহিমা॥ ১০
যদি বল নিজ পর নাহিক আমার।
তার কথা নিবেদি যে চরণে তোমার॥ ১১
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম তুমি সর্ব্বজীবে বৈস।
সকলের আত্মা তুমি সভাতে প্রকাশ॥ ১২
নিজ পর ভেদ তুমি বিবিধ নরেশ্বর।
তথাপি ভকত জনে অনুগ্রহ ধর॥ ১৩
অমৃত ভবন যেন করে কল্পতরু।
সেইরূপ প্রভু তুমি ত্রিজগত গুরু॥ ১৪
সেবা অনুরূপ কর ফলের উদয়।
ইহাতে না কর কিছু ইহার বৈষম্য॥ ১৫
রাজার বচন শুনি প্রভু গুণনিধি।
কহিতে লাগিলা তবে সর্ব্ব যজ্ঞ বিধি॥ ১৬
শুন পাণ্ডুপুত্র তুমি ধর্ম্ম অবতার।
ভুবন ভরিয়া যশ রহিবে তোমার॥ ১৭
শুভকালে কর তুমি যজ্ঞ অনুবন্ধ।
দেবর্ষি পিতৃগণের বাড়ুক আনন্দ॥ ১৮
সবার আনন্দ হবে সবার পীরিতি।
কিন্তু একখানি আছে কহি যে যুকতি॥ ১৯
জগতে কহি যে বশ নৃপগণ জিনি।
সকল পৃথ্বীর ধন জড় কর আনি॥ ২০
তবে যজ্ঞ কর তুমি চিন্তা পরিহরি।
ভ্রাতৃগণ পাঠাইয়া জগত বশ করি॥ ২১
আপন সাক্ষাতে আমি আছি বিদ্যমান।
জগত জিনিবে তাতে কোন বস্তু জ্ঞান॥ ২২
ক্ষুদ্র জন করে যদি আমার আশ্রয়।
ত্রৈলোক্যে তাহার কভু পরাভব নয়॥ ২৩
আপুক মানুষ দেব না হয় সমান।
জগতের পূজ্য ভক্ত সবার প্রধান॥ ২৪
প্রভুর বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
আনন্দে পূরিল রাজা পুলক শরীর॥ ২৫
সহদেব দক্ষিণে পাঠাইল সৈন্য দিয়া।
পশ্চিম নকুল বীর চলিল সাজিয়া॥ ২৬
সৈন্য সাজি ধনঞ্জয় চলিল উত্তরে।
পূর্ব্ব দিকে বৃকোদর চলিল সত্বরে॥ ২৭
প্রত্যেকে সকল সৈন্য করিয়া সাজন।
চারিদিগে চলে দূত করিয়া গমন॥ ২৮
জিনিঞা আনিল সব পৃথিবীর ধন।
দশদিগ জিনিঞা আনিল রাজাগণ॥ ২৯
সর্ব্ব সমর্পণ কৈল রাজ বিদ্যমানে।
জরাসিন্ধু না জিনিনু শুনিল শ্রবণে॥ ৩০
চিন্তিতে লাগিলা রাজা মনে পাঞা ভয়।
জরাসিন্ধু জিনিবারে মনে যুক্তি হয়॥ ৩১
বুঝিয়া রাজার মন প্রভু যদুনাথ।
উপায় করিব আমি না কর বিষাদ॥ ৩২
এতেক বচন তবে বলিয়া শ্রীহরি।
তিনজন মিলিয়া ব্রাহ্মণ বেশ ধরি॥ ৩৩
ভীমার্জ্জুন লঞা প্রভু চলিলা আপনে।
রাজাগার পশ্চাতে উঠিলা তিন জনে॥ ৩৪
অতীত বেলাতে গেলা রাজার গোচর।
মাগিল যেন ভিক্ষা তিনি দ্বিজবর॥ ৩৫
আমি সবে অতীথ ব্রাহ্মণ তিনজন।
ব্রাহ্মণ ভকত তুমি নৃপতি সত্তম॥ ৩৬
সন্ধ্যাকালে অতীথে না তাজে মতিমান।
আর সব যে মাগিবে না করিবে আন॥ ৩৭

ত্যাগ শীলে জানে কিনা করি পরিত্যাগ।
অসাধু জনের কিবা নহে মন্দ কাজ ॥ ৩৮
জ্ঞানশীল জনে কিনা করে দিব্য দান।
সমদৃষ্টি জনে বল দেখি পরজ্ঞান ॥ ৩৯
অনিত্য শরীরে যেবা না সাধিল নিত্য।
সর্ব্বগুণ যুত যদি কেবল বঞ্চিত ॥ ৪০
হরিশ্চন্দ্র রন্তি দেব রাজা শিবি বলি।
ব্যাধি কপোত আর চিত্র আদি করি ॥ ৪১
অধ্রুবে করিয়া ধ্রুব প্রসবে চলিল।
ভুবন ভরিয়া তার পুণ্য যশ হৈল ॥ ৪২
তবে রাজা জরাসিন্ধু চিন্তে মনে মন।
এ সব ব্রাহ্মণ নহে জানিনু লক্ষণ ॥ ৪৩
তথাপি ব্রাহ্মণ বেশ রহিলা গোচর।
শিব যদি চাহে তবে দিতে কতবড় ॥ ৪৪
মায়া যে ব্রাহ্মণ বেশ ধরি নারায়ণ।
মাগিল বলিকে দান কপটে বামন ॥ ৪৫
জানিতেছ বলি তাহা না কৈল খণ্ডনা।
জগতে রহিল তার যশের ঘোষণা ॥ ৪৬
গুরুর বচন বলি কর্য়া লঙ্ঘন।
দান দিঞা যশে পুরাইল ত্রিভুবন ॥ ৪৭
জীবনে না কৈল যে ব্রাহ্মণ উপকার।
জীবনে মরণে ব্যর্থ সকল তাহার ॥ ৪৮
তবে জরাসন্ধ বলে শুনহ ব্রাহ্মণ।
কি মাগিবে মাগ তুমি দিব এইক্ষণ ॥ ৪৯
তুমি সবে যে মাগিবে না করিব আন।
শির যদি মাগ তবু নাহি বস্তু জ্ঞান ॥ ৫০
তবে প্রভু বলে রাজা শুন বিবরণ।
যুদ্ধ মাগি আমি সবে কহিনু কারণ ॥ ৫১
এবোল শুনিয়া জরাসন্ধ মতিক্ষয়।
উচ্চনাদ করিয়া হাসিল অতিশয় ॥ ৫২
ক্রোধ করি কহে বীর করিব সংগ্রাম।
তুমি অল্পবল কৃষ্ণ নহিবে সমান ॥ ৫৩
মোর যুদ্ধ ভয়ে তুমি মথুরা ছাড়িয়া।
সমুদ্রে শরণ পশি আছ লুকাইয়া ॥ ৫৪
বয়েসে অর্জ্জুন তুল্য নহে সমবল।
অর্জ্জুনের সঙ্গে আমি না করি সমর ॥ ৫৫
ভীমতুল্য বল মোর বয়েসে সমান।
ইহা সহ যুদ্ধে মোর নাহি অপমান ॥ ৫৬

এবোল বলিয়া বীর তোলে গদাপাটি।
ফেলিয়া মারিল গদা দিয়া মালসাট ॥ ৫৭
ভীম গদা তুলিয়া নাম্বিলা মহাবল।
দুই বীরে সমর বাজিল ঘোরতর ॥ ৫৮
গদায় গদায় যুদ্ধ যেমন মাতঙ্গ।
পায় পায় যুদ্ধ যেন প্রখর তরঙ্গ ॥ ৫৯
গদায় গদায় যুদ্ধ তুমুল নির্ঘাত।
ছট ছট শব্দ যেন মহা বজ্রপাত ॥ ৬০
করপদ ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল নাক কাণ।
দুই পাদ গদা কুটী হৈল খান খান ॥ ৬১
অঙ্গেতে ফুটিয়া গদা মিলিল বিদার।
খশ খশ করে যেন আকন্দের ডাল ॥ ৬২
ভাঙ্গিল দোঁহার গদা দোঁহে কোপে জ্বলে।
দুঁহ যুঝে পুন মুষ্টির প্রহারে ॥ ৬৩
চড় চাপড়ে যুদ্ধ হয় মহা ভয়ঙ্কর।
দুই অঙ্গে পড়ে যেন বজ্রসম শর ॥ ৬৪
সমবল সমদীক্ষা সম পরাক্রম।
দুই বীরে যুঝে কার নাহি জয় ভঙ্গ ॥ ৬৫
জনম মরণ তার জানেন শ্রীহরি।
বাড়ায় ভীমের তেজ নিজবল ধরি ॥ ৬৬
মরণ প্রকার তার জানেন আপনে।
চিরিয়া বেণার পাতা দেখান নয়নে ॥ ৬৭
মহাবল ভীম তার সন্ধান বুঝিয়া।
ভূমিতে ফেলাঞা তারে ধরিল চাপিয়া ॥ ৬৮
দুই পদ দিয়া তার এক পদ ধরি।
আর এক পদ তার হাতে নিল তুলি ॥ ৬৯
নির্ঘাসে তুলিয়া বীর দিল একটান।
সমভাগে জরাসন্ধ হৈল দুই খান ॥ ৭০
এক ভুজ এক আঁখি এক ভুরু শির।
সমভাগে জরাসন্ধ হৈল দুই চীর ॥ ৭১
রাজপুরে হাহাকার শব্দ উঠিল।
সাধু সাধু বলি সবে ভীমে প্রশংসিল ॥ ৭২
তবে কৃষ্ণ অর্জ্জুন ভীমেরে দেয় কোল।
জয় জয় শব্দ হৈল অবনীমণ্ডল ॥ ৭৩
সহদেব তার পুত্রে অভিষেক করি।
রাজ অধিকার দিয়া স্থাপিলা শ্রীহরি ॥ ৭৪
জ্ঞান গুরু গদাধর ধীর শিরোমণি।
ভাগবত আশ্চর্য্যের মধুরস বাণী ॥ ৭৫

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে জরাসন্ধবধো-
নাম বাহাত্তরীতমোধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

দুই যুক্ত অষ্টশত মহাবলী নরপতি।
বান্ধিঞা রাখিয়া ছিল বলের শকতি॥ ১
পর্ব্বত গহ্বর হতে হইলা বাহিরে॥
বাহির হইয়া সবে দেখে গদাধরে॥ ২
নবঘন শ্যামতনু শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন॥ ৩
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
হার বিরাজিত উরে বনমালা দোলে॥ ৪
কটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র হার বিরাজিত।
মণিময় মকর কুণ্ডল বিলাসিত॥ ৫
হেন অপরূপ কৃষ্ণ দেখি নৃপগণে।
দণ্ড পরণাম করি পড়িল চরণে॥ ৬
কৃষ্ণ দরশনে হেন আনন্দ উদয়।
বন্ধন জনিত দুঃখ সব গেল ক্ষয়॥ ৭
স্তুতি করে রাজগণ শিরে ধরি কর।
নমো নমো নরদেব ভকতবৎসল॥ ৮
প্রপন্ন পালন প্রভু কৈলা প্রতিকার।
এ ঘোর সংসারে আমা সবা কর পার॥ ৯
অনুগ্রহ কৈল এই রাজা জরাসন্ধ।
তে কারণে দেখিনু অভয় পদদ্বন্দ্ব॥ ১০
অনুগ্রহ লেশ আছে যাহাতে তোমার।
সে রাজার নষ্ট হয় রাজ্য অধিকার॥ ১১
তোমার মায়ায় বিমোহিত সেই জনে।
অনিত্য শরীর সেই সত্য করি মানে॥ ১২
পিপাসিত জন যেন জলের কারণে।
মৃগ তৃষ্ণাজল বলি ধায় অগ্রেয়ানে॥ ১৩
নষ্টবুদ্ধি আমি সবে জানিনু এক্ষণে।
অন্যে অন্যে যুঝি মরে প্রেমের কারণে॥
প্রজাবধ করিল ত্যজিয়া দয়া ধর্ম্ম।
সঙ্গেহ মৃত্যু তারি না জানিল মর্ম্ম॥ ১৫
কালযোগে এক্ষণে সকল হৈল নাশ।
তে কারণে কৈলা প্রভু কৃপা পরকাশ॥ ১৬
দর্পভঙ্গ হৈল নাথ খণ্ডিল কুবুদ্ধি।
সেই কারণে পদযুগ চিন্তি নিরবধি॥ ১৭
যদি বল রাজ্যপদ দিবে অধিকার।
তার নিবেদন করি চরণে তোমার॥ ১৮
মৃগতৃষ্ণা সমতুল্য যে সব সম্পদ।
প্রতিসুখ স্বর্গভোগ বিপদের পদ॥ ১৯

পতিত কল্পতরু তুমি মহাশয়।
আর যেন প্রভু নাথ চরণে তোমার॥ ২০
শ্রুতি ভঙ্গ কভু যেন নহে আরবার।
কর্ম্মবন্ধে জন্ম যদি যথা তথা হয়।
চরণে শরণ ভঙ্গ কভু যেন নয়॥ ২১
নমো বাসুদেব কৃষ্ণ প্রণতপালন।
নমো নমো নারায়ণ দুরিতভঞ্জন॥ ২২
এইরূপ স্তুতি যদি কৈল নৃপগণে।
কহিতে লাগিলা প্রভু মধুর বচনে॥ ২৩
আজি হতে আমাতে করিহ দৃঢ়মতি।
আমার ভজন বিনে আর নাহি গতি॥ ২৪
ভাল ভাল তুমি সবে কহিলে নিশ্চয়।
আমার ভকতি বিনে কিছু সত্য নয়॥ ২৫
রাজ্যপদ সম্পদ বিপদ হেন মানি।
উন্মাদ কারণে এসব সত্য জানি॥ ২৬
নরকবারণ যেন এসব নৃপতি।
শ্রীমদে তাহারা সবে গেল অধোগতি॥ ২৭
তুমি সব হেন জান সকল অসত্য।
সর্ব্বভাবে আমার চরণে কর চিত্ত॥ ২৮
পুনরপি রাজা হঞা যজ্ঞ দান কর।
ধর্ম্মে প্রজা পালিয়া আমাতে চিত্ত ধর॥
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ চিত্তে না করিহ।
যখনে যে হয় তাহা মনে না ধরিহ॥
দেহ গেহ সুত দারে হবে উদাসীন।
বিষ্ণুব্রত ধরি হবে বৈষ্ণবের চিহ্ন॥ ৩১
আমাতে ধরিয়া চিত্ত রহ যথা তথা।
সাধু সঙ্গে কহিবে আমার গুণকথা॥
রাজ্য ভোগ কর এই লঞা উপদেশ।
তনু ত্যজি আমাতে করিবে পরবেশ॥
এতেক বচন বলি করুণাসাগর।
অখিল ভুবনপতি মহামহেশ্বর॥ ৩৪
করাঞা নাপিত কর্ম্ম অঙ্গের মলাপণ।
স্ত্রীগণ আনাইয়া করাইলা মার্জ্জন॥ ৩
সহদেব আনিঞা আপন বিদ্যমানে।
সুজান নৃপতিগণ বিবিধ বিধানে॥ ৩৬
যার যোগ্য বসন ভূষণ বিলেপন।
বহুবিধ অন্ন পান তাম্বূল চর্ব্বণ॥ ৩৭
প্রভুর আজ্ঞায় সহদেব মতিমান॥

পূজিল নৃপতিগণ হঞা সাবধান ॥ ৩৮
দীপ্তকরে রাজগণ ভূষণে ভূষিত।
কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড চন্দনে অর্চ্চিত ॥ ৩৯
দীপ্ত করে রাজগণ দেখিতে সুন্দর।
বর্ষিষা খণ্ডিলে যেন নক্ষত্রমণ্ডল ॥ ৪০
দিব্য রথ দিব্য অশ্ব আনিল সাজিয়া।
মদমত্ত গজগণ কাঞ্চনে ভূষিয়া ॥ ৪১
চতুরঙ্গ বলে করি সেনার সাজন।
বিনয় বচনে সম্ভাষিলা নৃপগণ ॥ ৪২
নিজ নিজ গজে তবে পূজিয়া পাঠায়।
কৃষ্ণরূপ গুণ চিন্তি নৃপগণ যায় ॥ ৪৩
নিজ নিজ রাজ্যে গেলা যত নৃপগণ।
পুরজনে কহিলা সকল বিবরণ ॥ ৪৪
জরাসন্ধ বধ কৈল যেমতে শ্রীহরি।
যেমতে পূজিলা বন্ধ বিমোচন করি ॥ ৪৫
কহিল সকল কথা সভা বিদ্যমানে।
আজ্ঞা শিরে ধরিয়া বসিলা রাজাসনে ॥ ৪৬
জরাসন্ধ বধ করি প্রভু ভগবান্।
সহদেবে রাজা করি দিল বিদ্যমান ॥ ৪৭
ভীম অর্জ্জুনেরে লঞা চলিলা শ্রীহরি।
ইন্দ্রপ্রস্থে তিনজন পরবেশ করি ॥ ৪৮
তিনজন একেবারে কৈল শঙ্খধ্বনি।
সর্ব্বজন হরষিত রিপু জয় শুনি ॥ ৪৯
জরাসন্ধবধ শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
আনন্দে পূরিল রাজা পুলক শরীর ॥ ৫০
ভীম ধনঞ্জয় আর প্রভু নারায়ণ।
যুধিষ্ঠিরে বিরলে বন্দিল তিনজন ॥ ৫১
সভা মধ্যে কহিল সকল বিবরণ।
শুনিঞা বিস্ময় হৈল সর্ব্ব পুরজন ॥ ৫২
নয়নে আনন্দজল পুলকিত অঙ্গ।
কিছু না বলিল রাজা হঞা সভা ভঙ্গ ॥ ৫৩
ধীর শিরোমণি শ্রীল গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥ ৫৪

ইতি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে জরাসন্ধবধ-
রাজবিমোক্ষণ নাম ত্রিসপ্ততী-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

সারঙ্গরাগঃ ॥

তবে যুধিষ্ঠির বলে হঞা প্রেমযুত।
হরি হরি এত বড় হয় অদ্ভুত ॥ ১
ত্রিভুবন গুরু রাজা সর্ব্ব অধিকারী।
তারা সবে রাজ আজ্ঞা বহে শিরে ধরি ॥ ২
শঙ্কর বিরিঞ্চি যার না জানয়ে মর্ম্ম।
মোর আজ্ঞা লঞা হেন প্রভু করে কর্ম্ম ॥ ৩
তথাপি প্রভুর কিছু না ছুটে মহিমা।
কিন্তু মুঞি অধমের এত বিড়ম্বনা ॥ ৪
অদ্বৈত পরমানন্দ এক ভগবান্।
সকলের আত্মা প্রভু সর্ব্বত্র সমান ॥ ৫
কর্ম্ম হলে তাঁর তেজ না টুটে না বাড়ে।
সমভাব হঞা যেন এক সূর্য্য চলে ॥ ৬
আমুক অন্যের কাজ ত্রিভুবন মাঝে।
ভকত জনের কেহ মহিমা না বুঝে ॥ ৭
তোমার ভকত জনের নাহি অভিমান।
পশুরত তোর মোর নাহিক অজ্ঞান ॥ ৮
এতেক বচন বলি ধর্ম্মের নন্দন।
শুভকালে ধরিল যাজ্ঞিক দ্বিজগণ ॥ ৯
বেদব্যাস ভরদ্বাজ নারদ গৌতম।
বশিষ্ঠ মৈত্রেয় কণ্ব অসিত চ্যবন ॥ ১০
বিশ্বামিত্র বামদেব জৈমিনি সুমতি।
পৌলস্ত্য পরাশর গর্গ কুমার ভৃগু প্রতি ॥ ১১
অথর্ব্ব কশ্যপ ক্রতু আর ব্রহ্মা।
মধুচ্ছন্দ বীতিহোত্র আদি মুনিগণ ॥ ১২
বরিল নৃপতিসিংহ ভার্গব আসুরী।
তবে যত ব্রাহ্মণ আনিল আজ্ঞা করি ॥ ১৩
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র রাজা।
সপুত্র বান্ধবে পৃথিবীর যত রাজা ॥ ১৪
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি করি।
যজ্ঞ দেখিবারে গেলা যত নর নারী ॥ ১৫
তবে যত দ্বিজগণ করি শুভক্ষণ।
সূত্র ধরি কৈল যজ্ঞস্থান নিরূপণ ॥ ১৬
সোণার লাঙ্গলে তাতে দিল এক চাস।
তবে যজ্ঞবেদীগৃহ করিল প্রকাশ ॥ ১৭
তবে রাজা যুধিষ্ঠির করি শুভক্ষণ ॥
যজ্ঞ দীক্ষা করিলেন সর্ব্ব দ্বিজগণ ॥ ১৮

কনকরচিত পাত্রে যজ্ঞের সভায়।
বরুণের যজ্ঞ যেন দেখি চমৎকার ॥১৯
ইন্দ্র আদি দেবগণ সগণে শঙ্কর।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধর ॥২০
আপনে বিরিঞ্চি দেব চলিলা সগণে।
পন্নগ চারণ সবে সকল ব্রাহ্মণে ॥২১
দেখিতে রাজার যজ্ঞ চলিলা কৌতুকে।
দিনে দিনে আনন্দ বাড়য়ে সর্ব্বলোকে ॥২২
পৃথিবীর যত রাজা সবল বাহনে।
পুজিলা সকল লোক বিবিধ যতনে ॥২৩
রাজপত্নীগণ যত পুরনারীগণ।
পাণ্ডুপুত্রের মহা যজ্ঞে হৈল উপসন্ন ॥২৪
মহারাজ যুধিষ্ঠির ভকত প্রধান।
যজ্ঞ ভঙ্গ হৈল বাল সর্ব্বলোকে গান ॥২৫
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করয়ে বিধানে।
রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করে হর্ষমনে ॥২৬
সোম অতি সার দিন পাঞা শুভকাল।
পুজিল নৃপতিগণ চিত্তে মহাপাল ॥২৭
সভাতে প্রধান আছে বিরিঞ্চি শঙ্কর।
মহা মুনিগণ চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর ॥২৮
আপনি সাক্ষাতে যাতে ত্রিভুবন রায়।
কাহাকে পুজিব আগে কি হবে উপায় ॥২৯
চিন্তে রাজা যুধিষ্ঠির ভাবিয়া বিস্ময়।
সহদেব আসিয়া কি বলে মহাশয় ॥৩০
সাক্ষাতে অচ্যুত যাতে সবার প্রধান।
সর্ব্বদেবময় হরি প্রভু ভগবান্ ॥৩১
সর্ব্ব যজ্ঞময় এই দেশকালময়।
সর্ব্বলোকপতি পতি এই মহাশয় ॥৩২
তন্ত্র মন্ত্র সাক্ষী যাগ এই সর্ব্বরূপ।
এই সর্ব্বময় আমি হয়ে যশোরূপ ॥৩৩
আপনা আপনে সৃজে পালয়ে সংহরে।
এই প্রভু নানারূপে নানা কর্ম্ম করে ॥৩৪
এই কৃষ্ণ জগতে করয়ে নানা কর্ম্ম।
ইহার প্রসাদে লোক সাধে নানা ধর্ম্ম ॥৩৫
হেন প্রভু থাকিতে দেব গদাধর।
কাহাকে পুজিবে আগে সভার ভিতর ॥৩৬
সর্ব্বলোক পুজ্য হয় কৃষ্ণকে পুজিলে।
সর্ব্বজীব যেন তুষ্ট কৃষ্ণ পুজা কৈলে ॥৩৭
এবোল বুঝিয়া তুমি আগে কৃষ্ণে পূজ।
সর্ব্বময় কৃষ্ণ তুমি সর্ব্বানন্দে ভজ ॥৩৮
পূর্ণ ব্রহ্ম শুদ্ধসত্ব নিত্য শান্তময়।
এদেব পুজিলে সর্ব্ব দেবপূজা হয় ॥৩৯
এতেক বলিলা সহদেব মহামতি।
নিঃশব্দে রহিলা বুঝিয়া ধর্ম্মপতি ॥৪০
সহদেব বচন শুনিঞা সর্ব্বলোক।
সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে সভাসদ্ ॥৪১
বুঝিয়া সবার মন রাজা যুধিষ্ঠির।
নয়নে পুলক জল অঙ্গ নহে স্থির ॥৪২
সুহৃদে পুজিল রাজা প্রণতি বিস্তর।
পুণ্য জল পাখালিল চরণযুগল ॥৪৩
স্বকুটুম্ব সবন্ধু বান্ধবগণ মেলি।
প্রভুর চরণ জল নিজ শিরে ধরি ॥৪৪
বিবিধ বিধানে রাজা বসন পরায়।
দিব্য অলঙ্কার দিঞা শ্রীঅঙ্গ সাজায় ॥৪৫
মণিময় বসন ভূষণ মহাধন।
দিব্য বেশে করে রাজা অঙ্গের সাজন ॥ ৪৬
নয়নে আনন্দ জল পড়ে শতধারে।
ভূষণ পরায় রাজা আপনা পাসরে ॥৪৭
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর যুড়ি দুই কর।
মুনিগণ সুরগণ আনন্দ বিস্তর ॥৪৮
নমো নমো জয় জয় শব্দ সর্ব্বজনে।
দুন্দুভি বাজন বাজে পুষ্প বরিষণে ॥৪৯
সুরগণে মুনিগণে নমো নমো বাণী।
ত্রিভুবন ভরিয়া উঠিল জয়ধ্বনি ॥৫০
তবে দামঘোষ সুত রাজা শিশুপাল।
কৃষ্ণগুণ প্রশংসা দেখিয়া দুরাচার ॥৫১
উঠিল আসন হৈতে মহাক্রোধ করি।
উচ্চস্বরে ডাক দিয়া বলে বাহু তুলি ॥৫২
ভং সিয়া কৃষ্ণেরে গালি দেয় অতিশয়।
সভার ভিতরে বসি বলে মতিক্ষয় ॥৫৩
সত্য সত্য কালগতি কে বুঝিতে পারে।
ছাওলের বচনে বৃদ্ধের মতি চলে ॥৫৪
তুমি মহাপাত্র শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ মহাজন।
হেন হৈয়া তবু ধর শিশুর বচন ॥৫৫
সভাপতি তুমি সব আছ বিদ্যমান।
হেন সভামাঝে কর গোয়াল প্রধান ॥৫৬

ব্রতবিদ্যা তপোময় মহামুনিগণ।
দিব্যজ্ঞান ব্রহ্মনিষ্ঠ ভুবন পাবন ॥৫৭
এ সব থাকিতে মহা ঋষি যোগেশ্বর।
ব্রহ্মা ভব চন্দ্র সূর্য্য যাহে পুরন্দর ॥৫৮
তাহাকে উত্তম পাত্র কি হয় গোয়াল।
কুলশীল বিবর্জ্জিত স্বাশ্রম আচার ॥৫৯
কুলবিনাশন সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত।
স্বচ্ছন্দ আচার গুণহীন বিনিন্দিত ॥৬০
হেন গোপজাতি কৃষ্ণ পূজিবে জুয়ায়।
কাকে যেন যজ্ঞভাগ আগে বলি খায় ॥৬১
যযাতিরাজার শাপ আছে যদুকুলে।
যদুবংশে কেহ জানি রাজ্যপদ করে ॥৬২
হেন যদুবংশে জন্ম লোক বহিষ্কৃত।
বৃথা পানরত সাধুজন বিবর্জ্জিত ॥৬৩
ধর্ম্মজন সেবিত ছাড়িয়া পুণ্যদেশ।
গড়বন্দি করে গিয়া সাগরে প্রবেশ ॥৬৪
হেন কৃষ্ণ হয় কি পূজার অধিকারী।
এইরূপে শিশুপাল দিল নানা গালি ॥৬৫
যত গালি দিল শিশুপাল দুষ্টমতি।
সেই স্তুতি করিয়া বর্ণিল সরস্বতী ॥৬৬
কিছু না বলিল তাথে প্রভু শ্রীনিবাসে।
শিয়াল শবদে যেন কেশরী না রোষে ॥৬৭
কৃষ্ণনিন্দা শুনিঞা উঠিল সভাসদে।
দুই কাণ ধরিয়া চলিল সচকিতে ॥৬৮
কৃষ্ণনিন্দা শুনে কিবা সাধুনিন্দা শুনে।
কর্ণ ধরি যে জন না চলে তথা হনে ॥৬৯
অধোগতি চলে তার পূর্ব্বপুণ্য ক্ষয়।
সাধুনিন্দা সম পাপ কহনে না হয় ॥৭০
তবে পাণ্ডুসুত আদি মহাবীরগণে।
ক্রোধ করি অস্ত্র ধরি উঠিল তখনে ॥৭১
খড়্গ চর্ম্ম ধরিয়া উঠিল শিশুপাল
কৃষ্ণপক্ষ বীরগণ হাসিয়া অপার ॥৭২
তবে হরি বীরগণ করি নিবারণ।
চক্র ধরি আপনে উঠিল নারায়ণ ॥৭৩
খরধার চক্রে মাথা কাটিয়া ফেলিল।
হাহাকার কোলাহল শবদ উঠিল ॥৭৪
শিশুপাল পক্ষ যত আছিল নৃপতি।
প্রাণ লইয়া তারা সব গেল ভিতাভিতি ॥৭৫
তার অঙ্গ জ্যোতি হৈয়া উঠিল গগনে।
তড়িত সঞ্চারে যেন দেখে সর্ব্বজনে ॥৭৬
প্রবেশ করিল জ্যোতি গোবিন্দ চরণে।
নয়ন বুজিয়া লোক রহিলা যেখানে ॥৭৭
বৈরভাব ধরে বিপ্র তিন জন্ম ধরি।
সতত চিন্তিল কৃষ্ণ বৈরভাব করি ॥৭৮
কৃষ্ণধ্যান করি দৈত্য হৈল কৃষ্ণময়।
জ্যোতিরূপ চিন্তিলে গোবিন্দরূপ হয় ॥৭৯
তবে যজ্ঞ সমাপিল ধর্ম্মের নন্দন।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিল ব্রাহ্মণ ॥৮০
বিধি অনুসারে কৈল সর্ব্বলোক পূজা।
যজ্ঞ সমাধিল তবে যুধিষ্ঠির রাজা ॥৮১
মহাযোগ যোগেশ্বর প্রভু ভগবান্।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করাইলা সমাধান ॥৮২
বন্ধুগণে রাখিল ধরিয়া পদযুগে
কথোদিন রহিলা বান্ধব অনুরাগে ॥৮৩
থকে দিন রহি বন্ধুগণ সম্ভাষিয়া।
চলিলা দ্বারকাপুরী বন্ধুগণ লৈঞা ॥৮৪
হেন অপরূপ কর্ম্ম করিলা শ্রীহরি।
অনন্ত কৃষ্ণের কর্ম্ম কহিতে না পারি ॥৮৫
যজ্ঞ সমাপিয়া রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
যজ্ঞ শেষ পুণ্যজনে করিয়া মার্জ্জন ॥৮৬
আসনে বসিল রাজা যেন পুরন্দর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য রচিল মণ্ডপ ॥৮৭
সুরমাণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর নরনারী।
চলিল সকল লোক কৃষ্ণে মন ধরি ॥৮৮
আনন্দে চলিল লোক যজ্ঞ প্রশংসিয়া।
সবে দুর্য্যোধন গেল মনে দুঃখ পায়্যা ॥৮৯
শিশুপাল বধ নৃপগণ বিমোচন।
মহাযজ্ঞ পুণ্যকথা যে করে কীর্ত্তন ॥৯০
কৃষ্ণগুণ কথা পুণ্য যশ পরকাশ।
সর্ব্বপাপ হরে তার বিষ্ণুপদে বাস ॥৯১

৭৪ অধ্যায় সমাপ্ত।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনি মতিমান।
দুর্ব্বে খিন্ন রাজা কিবা পাইল অপমান ॥১
মহাযজ্ঞ দেখি লোক পাইল আনন্দ।
দুর্য্যোধন রাজা কেন পাইল নিরানন্দ ॥২

কহ শুক যোগেশ্বর ইহার কারণ।
তবে শুক মুনি কহে সব বিবরণ ॥৩
পিতামহ তোমার আছিল যুধিষ্ঠির।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল নৃপতি সুধীর ॥৪
পরিচর্য্যা করিতে আনিঞা বন্ধুগণ।
যার যেন যোগ্য কার্য্য কৈল নিয়োজন ॥৫
ভীমে অধিকার পাইল করাইতে রন্ধন।
ধন অধিপতি করি দিল দুর্য্যোধন ॥৬
সহদেব লোক পূজা কর্ম্মে নিয়োজিল।
দ্রব্য আনি যোগাইতে নকুল স্থাপিল ॥৭
সাধুসেবা করিতে স্থাপিল ধনঞ্জয়।
পাদ পাখালইতে দিল দাসে অধিকার ॥৮
যুযুধান বিরাট বিদুর সপ্তজন।
নানা কর্ম্মে নিয়োজিল যত মহাজন ॥৯
এইরূপে যজ্ঞ কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্বভাবে সর্ব্বলোক কৈল আরাধন ॥১০
যজ্ঞ সমাপিয়া দিল বিবিধ দক্ষিণা।
যার যেন পিরীতি না কৈল বিচক্ষণা ॥১১
দমঘোষসুত যদি সভা বিদ্যমানে।
প্রবেশ করিলা গিয়া গোবিন্দচরণে ॥১২
তবে পূর্ণ দিয়া যজ্ঞ কৈল সমাধান।
সগণে চলিয়া গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান ॥১৩
দুন্দুভি মৃদঙ্গ বাদ্য বাজে শঙ্খ ভেরি।
বিবিধ বাজন বাজে আনক ঝুবরি ॥১৪
নর্ত্তক নর্ত্তকী নাচে নানা নৃত্যগীত।
বিবিধ মঙ্গল রোল চৌদিকে পূরিত ॥১৫
বিচিত্র পতাকাধ্বজ উড়ে ছত্রবাণা ॥
নানাবর্ণে দিব্য ঘোড়া নানাগণের সেনা ॥১৬
মহাগজ মহারথ কাঞ্চন নির্ম্মিত।
দিব্যবেশ নরনারী ভূষণভূষিত ॥১৭
কত কত রাজা ধায় রাজার গোচর।
সৈন্যভরে ধরণী করয়ে টলমল ॥১৮
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে করে বেদধ্বনি।
দেব ঋষি পিতৃগণ স্তুতি জয়বাণী ॥১৯
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
পুষ্প বরিষণ করে দিব্য নরনারী ॥২০
চন্দন ছিটায় কেহো অঙ্গে বিলেপন।
নানা রসে কেহ কেহ করয়ে সেচন ॥২১
কেহ গন্ধ জল কেহ চন্দন ছিটায়।
হরিদ্রা গোরস কেহ তুলিয়া ফেলায় ॥২২
আগে দেবীগণ যায় চড়িয়া বিমানে।
চৌদিক্ বেষ্টিত রাজা মহাভট্টগণে ॥২৩
হাস পরিহাস গন্ধ চন্দন সেচন।
চর্ম্মকোষ ভরি করে জল বরিষণ ॥২৪
স্তন বিনিহিত তনু বসন বিলাস।
কেশপাশ বিগলিত কুচ পরকাশ ॥২৫
রুচির বিহার রসময় মতিভঙ্গ।
দেখিয়া কামুক জন মদন তরঙ্গ ॥২৬
হেম বিনির্ম্মিত রথে করি আরোহণ।
চৌদিগ্ বেষ্টিত মহাভটবীরগণ ॥২৭
রথ গজ তুরগ রাজার আগ্ য়ান্।
দুইপাশে নৃপগণ করিয়া যোগান ॥২৮
উত্তরিল গিয়া রাজা সুরনদীতীরে।
অভিষেক কৈল আগে যজ্ঞশেষনীরে ॥২৯
মহা অভিষেকে আছে যজ্ঞের বিধান।
সপত্নীক হৈয়া তাহা কৈল সমাধান ॥৩০
আচমন করিয়া মার্জ্জন গঙ্গাজলে।
অভিষেক কৈল রাজা বিধি অনুসারে ॥৩১
দেববাদ্য নরবাদ্য দুন্দুভি বাজন।
জয় জয় স্তুতিবাণী পুষ্প বরিষণ ॥৩২
দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর পিতৃগণ।
মহা অভিষেকে চলে করিয়া মার্জ্জন ॥৩৩
সবলোক আনন্দিত হৈল পাপক্ষয়।
মহাপাতকীর যার পাতক না রয় ॥৩৪
মহা অভিষেক করি ধর্ম্মের কুমার।
উঠিয়া পরিল বাস রাজ অলঙ্কার ॥৩৫
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বসন ভূষণে।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিল বিধানে ॥৩৬
জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধব সকল নৃপগণ।
একে একে পূজিল সকল জনে জন ॥৩৭
ভকত সগুণ রাজা বিধি-বিদাবর।
যার যেন যোগ্য পূজা করিতে সকল ॥৩৮
বসন ভূষণে সব লোক বিরাজিত।
মুকুট কুণ্ডল হার চন্দনে চর্চ্চিত ॥৩৯
বিবিধ বরণে পাগ অঙ্গের কাচলী।
বহুবিধ ভূষণে ভূষিত নর নারী ॥৪০

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ যত সামগ ব্রাহ্মণ।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যত ক্ষিতিপতিগণ ॥৪১
দেব ঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যত নারীনর ॥৪২
সভাই চলিল রাজা করিয়া সম্ভাষা।
মহাযজ্ঞ মহোৎসব করিয়া প্রশংসা ॥৪৩
সর্ব্বলোক গেল তবে নিজ নিজ ধাম।
আনন্দে রহিলা রাজা ভকত প্রধান ॥৪৪
ভাই বন্ধু সুহৃদ বান্ধব মিত্রগণ।
স্নেহ ভাব ধরিয়া রাখিল সর্ব্বজন ॥৪৫
চরণ ধরিয়া কৃষ্ণ রাখিল যতনে।
নব নব দিনে দিনে পূজিল বিধানে ॥ ৪৬
রাজার পিরীতি হরি করিবারে চায়।
সব যদুগণ আনি দ্বারকা পাঠায় ॥৪৭
আপনে রহিলা হরি রাজার মন্দিরে।
পাঠাইয়া সকল লোক দিল নিজপুরে ॥৪৮
ধর্ম্মসুত রাজসিংহ মহাগুণনিধি।
সুখময় সাগরে মজিল নিরবধি ॥৪৯
একদিন দুর্য্যোধন গেল অন্তঃপুরে।
রাজপুর স্ত্রী দেখি কাঁপিল অন্তরে ॥৫০
সুরেন্দ্র লক্ষ্মী সাথে দেখি নানাজাতি।
ত্রিভুবন সমপদ একত্র মূর্ত্তিমতী ॥৫১
ময়দানবের সভা বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তাহাতে বসিয়া আছে নৃপতি প্রধান ॥৫২
দিব্যবেশ দাসীগণ নিজ সঙ্গে করি।
পরিচর্য্যা করে যথা দ্রুপদকুমারী ॥৫৩
অতুল সম্পদ দেখি মহা অনুভাব।
দুর্য্যোধন হৃদয়ে উঠিল অনুতাপ ॥৫৪
ষোল সহস্র যত কৃষ্ণের রমণী।
সিঞ্জিত মঞ্জীর পদ রণিত কিঙ্কিণী ॥৫৫
রাজসিংহাসনে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
চৌদিগে বেড়িয়া আছে ভাই বন্ধুগণ ॥৫৬
ইন্দ্রপুরে যেন ইন্দ্র ত্রিদিব-সমাজে।
দীপ্ত করে নরপতি দিব্য সভা মাঝে ॥৫৭
নর্ত্তকী নর্ত্তক করে স্তাবকে মহিমা।
উচ্চনাদে ভাটগণে পড়য়ে ভঙ্গিমা ॥৫৮
হেনকালে গেলা তথা রাজা দুর্য্যোধন।
চৌদিগে বেড়িয়া তাকে আছে ভাইগণ ॥
দেখিয়া সম্পদ রাজা ক্রোধে হৈল অন্ধ।
হাতে হাতে মোচড়ে দশনে পিষে দন্ত ॥৬০
ক্রোধে অচেতন রাজা হরল গেয়ান।
স্থলে জল ভুলে ধরি তোলে পরিধান ॥৬১
জলে স্থল ভরমে নাম্বয়ে নিজবাস।
তা দেখিয়া নারীগণে করে উপহাস ॥৬২
কটাক্ষে ঠারিঞা দিল দেবকীনন্দন।
ভীম আদি করিয়া যত হাসয়ে নৃপগণ ॥৬৩
ভয়ে যুধিষ্ঠির রাজা করে নিবারণ।
হাসে সব লোক কেহ না ধরে বচন ॥৬৪
আপনে রসিক যাতে প্রভু শ্রীহরি।
অন্যের শকতি তাতে কি করিতে পারি ॥৬৫
লজ্জা পাইয়া দুর্য্যোধন গেল নিঃশবদে।
হাহাকার শবদ উঠিল সভাসদে ॥৬৬
বিষাদ ভাবিয়া রহে ধর্ম্মের নন্দন।
নিঃশবদে রহিলা ঠাকুর নারায়ণ ॥৬৭
পৃথিবীর ভার হরি হরিবারে চায়।
অন্যান্যে করি প্রভু বিবাদ বাড়ায় ॥৬৮
যে কিছু পুছিলে রাজা কহিল সাক্ষাতে।
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি বাড়িল যেন মতে ॥৬৯
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী ॥
দুর্য্যোধন মানভঙ্গ প্রেমতরঙ্গিণী ॥৭০

৭৫ অধ্যায় সমাপ্ত।

তবে মুনি বলে রাজা শুন পরীক্ষিত।
অদভুত আর কথা গোবিন্দ চরিত ॥১
ক্রীড়া নরকলেবর নরলীলা করি।
শাল্বনামে অসুর বধিলা শ্রীহরি ॥২
শিশুপাল সখা শাল্ব আছিল অসুর।
পরম দুর্ব্বার বীর পরম নিষ্ঠুর ॥৩
রুক্মিণী হরণে গেলা যখনে শ্রীহরি।
তখনে আসিয়া ছিলা শাল্ব মহাবলী ॥৪
সংগ্রামে হারিয়া পলাইল সে যখনে।
প্রতিজ্ঞা করিল শাল্ব সভাসিদ্ধমানে ॥৫
অযাদবী পৃথিবী করিব বাহুবলে।
মোর যশ রহে যেন ধরণীমণ্ডলে ॥৬
প্রতিজ্ঞা করিয়া এই চলিল দুরন্ত।
শিব আরাধিল গিয়া বৎসর পর্য্যন্ত ॥৭

একমুষ্টি পাংশু খায় দিন অবসানে।
তুষ্ট হইয়া শিবদেব আইলা বিশ্বমানে ॥৮
আনন্দিত হৈয়া শাম্ব মাগে এইবর।
কামগতি একরথ দেহ মহেশ্বর ॥৯
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সিদ্ধ সুর সুরেশ্বরে।
ত্রিভুবনে কেহো যেন ভাঙ্গিতে না পারে॥
ত্রিভুবন জিনিঞা আনিব একরথে।
হেন রথ মাগে নাথ তোমার সাক্ষাতে ॥১১
অলক্ষিত গতি রথ লোকভয়ঙ্কর।
তুষ্ট হৈয়া পশুপতি দিল সেই বর ॥১২
ময়নাম দানব আসিয়া বিদ্যমান।
আজ্ঞা দিল দেহ রথ করিয়া নির্ম্মাণ ॥১৩
রথ নিরমিয়া ময় দিল সচকিত।
সৌভনাম রথখান লোহার নির্ম্মিত ॥১৪
অন্ধকারময় রথ অলক্ষিত গতি।
তাহাতে চড়িয়া শাম্ব চলিল দুর্ম্মতি ॥১৫
বেড়িল দ্বারকাপুরী লৈয়া মহাসেনা।
গড়ের বাহির গিয়া বেড়ি দিল হানা ॥১৬
বন উপবন ভাঙ্গে প্রাচীর দুয়ার।
গোপুর মন্দিরপুর বিমান বিহার ॥১৭
অস্ত্র বরিষণ পাড়এ গাছ পাথর।
বজ্রপাত নিষ্ঠুর গর্জ্জন ফণাধর ॥১৮
পরচণ্ড চক্রবাত ধূলা বরিষণে।
দশদিগ্ আচ্ছাদিল ঘন গরজনে ॥১৯
দেখিয়া প্রদ্যুম্ন বীর কৃষ্ণের তনয়।
শান্তিয়া রাখিল লোক না করিহ ভয় ॥২০
এবোল বলিয়া বীর মহারথে চড়ি।
মহাসেনাপতিগণ নিজ সঙ্গে করি ॥২১
সাত্যকি অক্রূর গদ শুক সারণ।
শাম্ব অনিরুদ্ধ আদি মহাবীরগণ ॥২২
আর যত সেনাপতি মহাধনুর্দ্ধর।
মহাভট মহারথ তুরঙ্গ কুঞ্জর ॥২৩
চলিল প্রদ্যুম্ন বীর সাজি যদুসেনা।
নানাবর্ণে হাতী ঘোড়া ছত্র ধ্বজ বীণা ॥২৪
বাজিল শাম্বের সহে তুমুল সংগ্রাম।
নহিল নহিব যুদ্ধ তাহার সমান ॥২৫
ধনুকে টঙ্কার দিয়া জোড়ে চোখশর।
কাটিল শাম্বের মায়া কৃষ্ণের কুমার ॥২৬
তিলেক শাম্বের মায়া সব গেল নাশ।
সূর্য্য দরশনে যেন তিমির বিনাশ ॥২৭
বিন্ধিল পাঁচ শরাসনে শাম্ব সেনাপতি।
দশ দশ বাণে আর বিন্ধিল সারথি ॥২৮
বিন্ধিল শতেক বাণে শাম্ব কলেবর।
তিন তিন বাণে ঘোড়া কৈল জর জর ॥২৯
একরূপ বহুরূপ নানারূপ ধরে।
অলক্ষিত রথ কেহ লক্ষিতে না পারে।৩০
মায়াময় রথখান দেখিতে না দেখি।
কিরূপ কোথাতে থাকে লক্ষিতে না লখি ॥
ক্ষেণে জলে ক্ষেণে স্থলে আকাশমণ্ডলে।
ক্ষেণে বলে পরবশে পর্ব্বতশিখরে ॥৩২
যথা যথা চিন্তি রথ আছে সেই ঠাই।
কোথা শাম্ব কোথা সৈন্য চিহ্নিতে না পাই ॥
যত সেনাপতি যদুকুলের প্রধান।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া জোড়ে চোকবাণ ॥৩৪
বিন্ধিয়া শাম্বের সৈন্য কৈল জর জর।
তবে কোন বুদ্ধি করে শাম্ব মহাবল ॥৩৫
একধারে করে তীক্ষ্ণবাণ বরিষণ।
তবু যদুবীরগণে না তেজিল রণ ॥৩৬
আছিল শাম্বের মন্ত্রী মন্ত্রীর প্রধান।
দ্যুমান তাহার নাম মহাবলবান্ ॥৩৭
প্রদ্যুম্নের বাণ বেটা সংগ্রামে ত্যজিয়া।
ভূমেতে পড়িয়াছিল মুরছিত হৈঞা ॥৩৮
আরবার উঠিল ডাকিয়া ভয়ঙ্কর।
তুলিয়া লোহার গদা ধাইল সত্বর ॥৩৯
প্রদ্যুম্নের বুকে গিয়া মারে এক বাড়ি।
পড়িল প্রদ্যুম্ন বীর রণে প্রাণ ছাড়ি ॥৪০
দারুকনন্দন তার রথের সারথি।
রথখান বাহিরে আনিল মহামতি ॥৪১
রণে হৈতে রথখান আনিল বাহির।
যুদ্ধধর্ম্ম জানে সে যে পরম সুধীর ॥৪২
উঠিল চৈতন্য পায়্যা কৃষ্ণের নন্দন।
সারথি দেখিয়া তবে কি বোলে বচন ॥৪৩
কেন হেন কর্ম্ম তুমি কৈল বিপরীত।
সংগ্রাম তেজিব বীর না হয় উচিত ॥৪৪
যুদ্ধ ত্যেজি পলান বীরের নহে ধর্ম্ম।
যদুবংশে কেহো হেন নাহি করে কর্ম্ম ॥৪৫

কি বোলিয়া রহিব কৃষ্ণের বিদ্যমান।
কি বোল বলিব মোকে ভাই বন্ধুগণ ॥৪৬
বন্ধুগণে হাসিয়া করিব উপালম্ব।
পুরজনে দেখিয়া বোলিব মোকে মন্দ ॥৪৭
এতেক বচন শুনি দারুকতনয়।
কহিতে লাগিলা ধর্ম্ম জানিয়া নিশ্চয় ॥৪৮
শুন মহাপুরুষ ধর্ম্মের বিবরণ।
আমি নাহি করি যুদ্ধ ধর্ম্মের লঙ্ঘন ॥৪৯
সঙ্কট পতিত বীর রাখিব সারথি।
সারথির প্রতীকার করে মহারথি ॥৫০
এবোল বুঝিয়া কৈল রণের বাহির।
দুঃখ পরিহর তুমি মতি কর স্থির ॥৫১
এতেক বচন যদি বুলিল সারথি।
চিত্ত স্থির করিয়া রহিল মহামতি ॥৫২
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষ।
হরিকথা বিনে আর না করিহ আশা ॥৫৩
৭৬ অধ্যায় সমাপ্ত।

উঠিয়া বসিল বীর রুক্মিণীর নন্দন।
হাত পাও পাখালিয়া কৈল আচমন ॥১
ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে চোকবাণ।
ডাকিয়া বোলেন তবে বীরের প্রধান ॥২
আরে রে সারথি রথ সত্বরে চালাও।
কোথাতে দ্যুমান বীর ত্বরিতে দেখাও ॥৩
এতেক বচন বুলি বেড়িয়া চারিপাশে।
বিন্ধিল দ্যুমানবীর আগুনাগপাশে ॥৪
চারিবাণে চারি ঘোড়া বিন্ধিল সন্ধানে।
ধনুখান কাটিয়া পাড়িল একবাণে ॥৫
দুই বাণে কাটে ধ্বজ সারথির মাথা।
চারিবাণে কাটিল রথের চারি চাকা ॥৬
একবাণে কাটে তবে দ্যুমানের শির।
সাধু সাধু বলিয়া ডাকিল সব বীর ॥৭
তবে গদা মাঝে শুক সাত্যকি সারণ।
চৌদিকে বেড়িয়া যুঝে সব বন্ধুগণ ॥৮
কাটিয়া শাম্বের সৈন্য ফেলিল সাগরে।
ছিন্ন ভিন্ন হৈঞা কথো রহিল সমরে ॥৯
এইরূপে দুই সৈন্য যুঝি নিরন্তর।
সাতাস দিবস যুদ্ধ পৃথিবী ভিতর ॥১০
ইন্দ্রপ্রস্থে যখনে আছিলা শ্রীহরি
ধর্ম্মপুত্রে নিঞা দিল নিমন্ত্রণ করি ॥১১
রাজসূয় যজ্ঞ যদি কৈল সমাধান।
শিশুপাল সংহার করিয়া ভগবান্ ॥১২
দুর্লক্ষণ দেখিয়া বিস্ময় করি চিত্তে।
বন্ধুগণ সম্ভাষিয়া চলিল তুরিতে ॥১৩
বন্ধুগণ সহ আসি এথা উপস্থিত।
না জানি কি হয় তথা কার্য্য বিপরীত ॥১৪
শিশুপাল পক্ষ যত বিপক্ষ নৃপতি।
না জানি করে তারা পুরীর দুর্গতি ॥১৫
এতেক বচন বুলি প্রভু হৃষীকেশ।
দ্বারকা নগরে আসি কৈলা পরবেশ ॥১৬
নিজজন ক্রন্দন দেখিয়া শ্রীহরি।
সারথির তরে আজ্ঞা দিল তরাতরি ॥১৭
চালাও সারথি রথ না কর বিলম্ব।
শাম্বের মায়ায় জানি যুদ্ধে দেহ ভঙ্গ॥১৮
যথা শাম্ব তথা রথ চালাহ সত্বর।
সগণে মারিব তাকে রণের ভিতর ॥১৯
তবে রথ টিপিয়া সারথি দিল ঝাটে।
আঁখির নিমিষে নিল শাম্বের নিকটে ॥২০
হেনকালে তথাই গরুড় দেখা দিল।
দেখিয়া সকল সৈন্য চমকিত হৈল ॥২১
তবে কোন কর্ম্ম করে শাম্ব দুরাচার।
শক্তিপাট তুলিয়া কিরায় সাতবার ॥২২
ফেলাইয়া মারিল শক্তি সারথির শিরে।
উল্কাপাত হৈল যেন আকাশমণ্ডলে ॥২৩
শক্তিপাট পড়িব দেখিয়া ভগবান্।
তীক্ষ্ণবাণে কাটিয়া করিল শতখান ॥২৪
বিন্ধিল ষোড়শ বাণে শাম্বের শরীর।
রথখান জর জর কৈল শরজালে ॥২৫
তবে কোন কর্ম্ম করে শাম্ব দুরাচর।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ॥২৬
বামহাত কৃষ্ণের বিন্ধিল তীক্ষ্ণবাণে।
খসিয়া পড়িল ধনু নিজহাত হনে ॥২৭
পড়িল শরঙ্গধনু দেব চমৎকার।
ত্রিভুবনে শবদ উঠিল হাহাকার ॥২৮
ডাকিয়া কি বোলে শাম্ব আরেরে গোয়ালা।
আজি মোরহাতে তোর নাহিক নিস্তার॥২৯

মোর সখা তোর ভাই হয় শিশুপাল।
তার ভার্য্যা সাক্ষাতে হরিলি দুরাচার ॥৩০
তো হেন নির্লজ্জ কেহো নাহি ত্রিভুবনে।
সভামধ্যে ভাই বধ কৈলে বিগুমানে ॥৩১
তীক্ষ্ণবাণে আজি তোর হরিব পরাণ।
রণে স্থির হৈয়া রহ মোর বিগুমান ॥৩২
শাম্বের বচন শুনি বোলেন শ্রীহরি।
কেনে বেটা এতেক বুলিস্ দর্প করি ॥৩৩
শূর হৈয়্যা বিক্রম দেখায়ে আপনার।
বীর হইয়া বচনে না করে অহঙ্কার ॥৩৪
এবোল বলিয়া হরি গদাপাট তুলি।
মারিল সাম্বের গালে তীক্ষ্ণ গণ্ডবাড়ি ॥৩৫
কাঁপিয়া উঠিল শাম্ব রক্ত পড়ে ধারে।
অন্তরীক্ষ হৈয়া গেল আকাশমণ্ডলে ॥৩৬
ক্ষেণেক অন্তরে এক পুরুষ আসিয়া।
রহিল কৃষ্ণের আগে প্রণাম করিয়া ॥৩৭
দেবকী তোমার মাতা পাঠাইল মোরে।
নিবেদন করিলাম তোমার গোচরে ॥৩৮
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু প্রমাদ ঘটিল।
বান্ধিয়া তোমার পিতা শাম্বে লৈয়া গেল ॥
কোন বুদ্ধি করিবে কি হয় পরকার।
কোনমতে করিবে বাপের প্রতিকার ॥৪০
এবোল শুনিয়া কৃষ্ণ ভাবিয়া বিস্ময়।
দুঃখ শোক পায়্যা হরি চিত্তে অতিশয় ॥৪১
মানুষ প্রকৃতি লীলা প্রকট করিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্ময় ভাবিয়া ॥৪২
জ্যেষ্ঠ ভাই তথাতে থাকিতে বলরাম।
ত্রিভুবনে নাহি বীর তাহার সমান ॥৪৩
অনুশাম্বের হরি পিতা লয়্যা যায়।
বিধি বাম হয়্যাথে কি হয় উপায় ॥৪৪
হেনকালে শাম্ব আসি দিল দরশন।
বসুদেব করে ধরি কি বোলে বচন ॥৪৫
হের দেখ কৃষ্ণ তোর বসুদেব পিতা।
এইরূপে তোর বিগুমানে কাটে মাথা ॥৪৬
যদি কৃষ্ণ পারিস্ বাপের রক্ষা কর।
না হয় হের মাথা কাটা তোহ্মার গোচর॥৪৭
এতেক জানিয়া শাম্ব খড়্গে কাটি শির।
আকাশে উড়িয়া গেল শাম্ব মহাবীর ॥৪৮

ক্ষেণেক রহিলা কৃষ্ণ হইয়া মুরছিত।
মানুষ স্বভাবে চিত্ত করি নিয়োজিত ॥৪৯
যগুপি পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময়।
সঙ্গদোষে তথাপি অবশ্য মোহ হয় ॥৫০
এই বুঝাইতে প্রভু নরলীলা ধরি।
বুঝাএ সকল লোক এই শিক্ষা করি ॥৫১
তবে কৃষ্ণ উঠিয়া মেলিল দুই আঁখি।
জানিল শাম্বের মায়া সর্ব্বলোকে সাক্ষী ॥৫২
নাহি ক্রতরথে বাপের কলেবর।
তিলেকে শাম্বের মায়া খণ্ডিল সকল ॥৫৩
আকাশে দেখিল সৈন্য সৌভের উপরে ॥
ক্রোধ করি জগন্নাথ উঠিল সত্বরে ॥৫৪
এইরূপ কোন কোন বোলে মুনিগণ।
আপনে না বুঝে তারা আপন বচন ॥৫৫
কোথা শোক কোথা মোহ কোথা প্রেমভয়।
কোথা বা পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময় ॥৫৬
যার চরণারবিন্দ সেবা অনুভার।
অবিগ্যা বিনাশ করে হরে ভবতাপ ॥৫৭
সপ্তজন গতি পতি পুরুষ পুরাণ।
তার শোক তার মোহ কি হয় প্রমাণ ॥৫৮
এইরূপে কেহ কেহো বোলে অগেয়ানে।
তারা সব কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে ॥৫৯
অস্ত্রে অস্ত্রে করে শাম্ব শর বরিষণ।
তা দেখিয়া ক্রোধ কৈল দেবকীনন্দন ॥৬০
অঙ্গের কবচ কাটি কৈল জর জর।
আর বাণে কাটিল হাতের ধনুঃশর ॥৬১
কাটিল মাথার মণি খরতর শরে।
রথখান চূর্ণ কৈল গদার প্রহারে ॥৬২
খণ্ড খণ্ড হৈয়া রথ পাড়ল সাগরে।
লম্ফ দিয়া তবে শাম্ব নামে ভূমিতলে ॥৬৩
গদাপাঠ তুলি শাম্ব হৈল আগুয়ান।
গদাসহে বাহু কাটি কৈল খান খান ॥৬৪
তেদকে কাটিল ভুজ প্রভু চক্রধর।
তবে চক্র তোলে যেন প্রলয় অনল ॥৬৫
চক্র করে করি হরি জ্বলে অতিশয়।
উদয় পর্ব্বতে যেন সূর্য্যের উদয় ॥৬৬
চক্রে মাথা শাম্বের কাটিল চক্রধর।
ভূমেতে পড়িল মাথা মুকুট মণ্ডপ ॥৬৭

বজ্র যেন পর্ব্বত কাটিল পুরন্দরে।
হাহাকার শবদ উঠিল ক্ষিতি তলে ॥৬৮
পৌণ্ড্র সহে শাল যদি পড়িল সংগ্রামে।
তবে যুঝিবারে আইলা দন্তবক্র নামে ॥৬৯

৭৭ অধ্যায় সমাপ্ত।

শিশুপাল শাল্ব যদি পড়িল সংগ্রামে।
পড়িল পৌণ্ড্রক যদি তীক্ষ্ণ চক্রবাণে ॥১
যুঝিবারে আইল বীর বহু বীরগণ।
দন্তবক্র নামে এক রাজা দুরাচার ॥২
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল।
গদা লইয়া আইল বীর করিতে সমর ॥৩
গদা হাতে দৈত্যেরে দেখিয়া গদাধর।
গদা ধরি রথ হৈতে নামিল সত্বর ॥৪
গদাধর দেখিয়া কি বোলে দন্তবক্র।
ভাল ভাল আজি কৃষ্ণ দূর কর দর্প ॥৫
ভাল মিত্রদ্রোহী তুমি মাতুল আমার।
গদার প্রভাবে তোরে করিব সংহার ॥৬
তবে আজি সুধীব বান্ধবগণ জন।
বন্ধুরূপে শত্রু তুমি ধর নর চিন ॥৭
এহিরূপ রুক্ষ বাণী বুলিল আতশয়।
সিংহনাদ করিয়া ডাকিল দুরাশয় ॥৮
মারিল গদার বাড়ি কৃষ্ণের উপরে।
তবু না টলিল হরি গদার প্রহারে ॥৯
তবে কৌমুদকী গদা তুলিল শ্রীহরি।
বুকের উপরে তার মারে এক বাড়ি ॥১০
বুক ভাঙ্গি দন্তবক্র হৈল দুই চির।
ঝলকে ঝলকে পড়ে মুখের রুধির ॥১১
হাত পাও আছাড়িয়া তেজিল শরীর।
ভূমিতলে পড়িল দন্তবক্র মহাবীর ॥১২
সুক্ষ্মতেজ উঠিল দৈত্যের দেহ হৈতে।
কৃষ্ণ পরবেশ কৈল দেখে সর্ব্বজনে ॥১৩
বিদূরথ তার ভাই শোকেতে ব্যাকুল।
খড়্গ চর্ম্ম ধরি বীর ডাকিল নিষ্ঠুর ॥১৪
কৃষ্ণ মারিবারে বীর হৈল আগুসার।
চক্রে মাথা কাটি তার করিল সংহার ॥১৫
কিরীট কুণ্ডল সহে বিদূরথ শির।
ভূমেতে পড়িয়া তার লোটায় শরীর ॥১৬
এইরূপে পৌণ্ড্র শাল্ব দন্তবক্র কাটি।
বিদূরথ আদি আর বীর কোটি কোটি ॥১৭
দ্বারকা প্রবেশ কৈল দেবকীনন্দন।
সুরগণ স্তুতি করে পুষ্প বরিষণ ॥১৮
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
সিদ্ধ মুনিগণে স্তুতি করে মন্ত্র পড়ি ॥১৯
পিতৃগণ যক্ষগণ বিদ্যাধরগণ।
কৃষ্ণের মহিমা যশ করয়ে কীর্ত্তন ॥২০
চৌদিকে বেষ্টিত প্রভু যদুবীরগণে।
দ্বারকা প্রবেশ কৈলা সকল বাহনে ॥২১
মহাযোগেশ্বর হরি পূর্ণ ভগবান্।
জগত ঈশ্বর প্রভু সর্ব্বগুণধাম ॥২২
বিচারে না দেখি তাহে জয় পরাজয়।
পশু বুদ্ধি জনে তাথে করয়ে নির্ণয় ॥২৩
কুরুবংশে পাণ্ডুবংশে বাজিল সংগ্রাম।
দুইগণ বিস্তর শাস্তিল বলরাম ॥২৪
আপনে মধ্যস্থ হৈয়া কৈলে নিবারণ।
নিবারিতে না পারিল কৃষ্ণের ঘটন ॥২৫
তীর্থ পর্য্যটনে গেলা ঠাকুর বলরাম।
প্রথমে প্রভাসে গিয়া কৈলা তীর্থস্নান ॥২৬
দেব ঋষি পিতৃগণ করিয়া তর্পণ।
তবে সরস্বতাতীরে কৈল আগমন ॥২৭
তবে প্রাতস্রোতা নদীজলে কৈল স্নান।
পৃথূদক নাম তীর্থ গেল বলরাম ॥২৮
বিন্দুসর তীর্থ কৃষ্ণ তরে সুদর্শন।
বিশলা নদীর জলে করিয়া মজ্জন ॥২৯
ব্রহ্ম তীর্থ চক্রতীর্থ প্রাচী সরস্বতী।
তবে যমুনার তীরে গেলা যদুপতি ॥৩০
গঙ্গাস্নান করি গেলা নৈমিষ অরণ্য।
ছাব্বিশ সহস্র তথা বৈসে মুনিগণে ॥৩১
যজ্ঞ লক্ষ্য করি তথা আছে মুনিগণ।
তা সবার সহে রাম কৈল সম্ভাষণ ॥৩২
উঠিয়া প্রণাম কৈল শত মুনিগণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে রামের চরণ ॥৩৩
পূজিয়া বসায় রামে কনক আসনে।
সগণে পূজিল রামে আতিথ্য বিধানে ॥৩৪
বেদব্যাস শিষ্য তথা লোমহর্ষণ।
সভার ভিতরে আছে করিয়া আসন ॥৩৫

পুরাণ ব্যাখ্যানে সূত মুনি বিদ্যমানে।
আসন ত্যেজিয়া না উঠিল সভাস্থানে ॥৩৬
তবে ক্রোধ কৈল রাম দেখিয়া দুর্ণয়।
শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণে পড়ায় দুরাশয় ॥৩৭
ধর্ম্মপাল আমি শাস্তি করিব উচিত।
ব্যাস শিষ্য হৈয়া হেন করহ দুর্নীত ॥৩৮
ধর্ম্ম শাস্ত্র যতেক পুরাণ ইতিহাস।
সকল পড়িয়া এত বড় মতিনাশ ॥৩৯
বিনয়বিহীন দুষ্টমতি দম্ভময়।
দুষ্টজন গুণ কভু শুভ হেতু নয় ॥৪০
এই সে কারণে আমি কৈল অবতার।
পাষণ্ড দুর্জ্জন জন করিব সংহার ॥৪১
এতেক বচন বুলি প্রভু বলরাম।
ক্রোধ ত্যেজি প্রভু চিত্তে দিল সমাধান ॥৪২
অসৎ দুর্গত বধে কান প্রয়োজন।
তভু তার আছে হেন আদিষ্ট লক্ষণ ॥৪৩
কুশ অগ্র দিয়া মাত্র অঙ্গ পরশিল।
সেইক্ষণে ব্যাসপুত্র প্রাণ ছাড়ি গেল ॥৪৪
হাহাকার শবদ উঠিল মুনিগণে।
বিষাদ ভাবিয়া মুনি চিন্তে মনে মনে ॥৪৫
অধর্ম্ম করিল রাম না করিল ভাল।
আপনে ঈশ্বর হৈয়া দুষ্কর্ম্ম করিল ॥৪৬
ব্রহ্মাসন দিয়া আছি সভার ভিতরে।
পরমায়ু বুদ্ধিবল দিল কলেবরে ॥৪৭
সভাতে বসিয়া সূত পড়িল পুরাণ।
যাবত মুনির যোগ্য হয় সমাধান ॥৪৮
ব্রহ্মবধ তুমি রাম কৈলে অজানিত।
যদ্যপি ঈশ্বর নহে বেদের বাধিত ॥৪৯
তথাপি করিব ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত।
● ● ● ৫০

বেদপক্ষ রক্ষা হৈতে ঈশ্বরের কর্ম্ম।
ঈশ্বরে সে বুঝায় সকল লোক ধর্ম্ম ॥৫১
তবে বলরাম প্রভু বোলে কোন বাণী।
ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত কহ তবে জানি ॥৫২
প্রথমে কহিব বিষয়িক আচার।
যে যে রূপে হয় ব্রহ্মবধ প্রতীকার ॥৫৩
দীর্ঘ পরমায়ু বল দিব তবে জ্ঞান।
যোগবলে সকল সাধিব বিদ্যমান ॥৫৪

রামের বচন শুনি বোলে মুনিগণ।
শুন রাম মহাভুজ আমার বচন ॥৫৫
অস্ত্রের সকল তুমি করিবে সর্ব্বথা।
সূতের মরণ কভু নহিব অন্যথা ॥৫৭
মুনিগণ বচন করিতে চাহ তথ্য।
হেন কর্ম্ম করে সব হয় সত্য সত্য ॥৫৭
তবে বলরামে বোলে শুন মুনিগণ।
পুত্ররূপে হয় গিয়া পিতার জনম ॥৫৮
আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ বোলে বেদবাণী।
যে কারণে ধর্ম্ম সার কহি তত্ত্ব জানি ॥৫৯
ইহার তনয় আছে উগ্রশ্রবা নামে।
দক্ষিণ পর্ব্বতে বসি পড়িব পুরাণে ॥৬০
দীর্ঘ পরমায়ু দিল মহা বুদ্ধিবল।
কহ মুনিগণ আর বিধিবিদাম্বর ॥৬১
ইল্বলের পুত্র আছে বল্বল অসুর।
রক্তমাংস বরিষয়ে গর্জ্জন নিষ্ঠুর ॥৬২
পর্ব্বে পর্ব্বে আসি করে যজ্ঞের দূষণ।
রক্তমাংস মূত্র করে সদা বরিষণ ॥৬৩
তাহাকে মারিয়া কর তীর্থ পর্য্যটন।
ভারতবরিষ আইস করিয়া ভ্রমণ ॥৬৪
তীর্থস্নান করি হইব শুদ্ধ কলেবর।
এই বোল শুনিয়া রহিল হলধর ॥৬৫

৭৮ অধ্যায় সমাপ্ত।

তবে পর্ব্বকাল আসি দিল দরশন।
যজ্ঞের উপরে কৈল ধূল বরিষণ ॥১
বিপরীত গন্ধ বহে বায়ু ভয়ঙ্কর।
বিষ্ঠা মূত্র বরিষণ যজ্ঞের উপরে ॥২
তবে রাম বল্বলে দেখেন শূন্যপথে।
আকাশে ভ্রময় দৈত্য শূল ধরি হাতে ॥৩
দন্ত মুখ বিকট পিঙ্গল জটাভার।
ধূম্রবর্ণ কলেবর পর্ব্বত আকার ॥৪
তবে রাম শূল নিল শ্রীহল মুষল।
পর চক্র বিদারণ প্রলয় অনল ॥৫
সেইক্ষণে দুই অস্ত্র কৈল বরিষণ।
লাঙ্গল তুলিয়া দুষ্ট বিনাশন ॥৬
মুষল তুলিয়া রাম আকাশে ফিরায়।
লাঙ্গল [illegible] গলে টানিয়া আনয় ॥৭

ক্রোধ করি মারে এক মুষলের বাড়ি।
ভূমিতে পড়িল দৈত্য আর্ত্তনাদ করি ॥৮
ভাঙ্গিল দৈত্যের মাথা হৈল শতখান।
রুধির উগাড়ে মুখে তেজিল পরাণ ॥৯
মারিল বহুল দৈত্য প্রভু হলধর।
বজ্রে যেন পর্ব্বত কাটিল পুরন্দর ॥১০
মুনিগণে স্তুতি করে জয় জয় নাদ।
শিরে হাত দিয়া মুনি করে আশীর্ব্বাদ ॥১১
পুণ্যজলে অভিষেক কৈল মুনিগণে।
বৃত্র বধে ইন্দ্র যেন দেবের সদনে ॥১২
অমল কমলমালা দিল নীলবাস।
বৈজয়ন্তী মালা দিল তড়িত বিনাশ ॥১৩
দিব্য গন্ধ চন্দন বিবিধ অলঙ্কার।
রামের চরণে দিল নানা উপহার ॥১৪
আজ্ঞা দিল দ্বিজগণে তীর্থ পর্য্যটনে।
চলিলা রোহিণী সুত মুনির বচনে ॥১৫
প্রথমে কৌশিকী জলে করিয়া মার্জ্জনে।
তবে সরযূর তীরে হইলা উপসন্নে ॥১৬
যাহা হৈতে সরযূর নদীর উপদান।
হেন পুণ্যজলে গিয়া কৈল স্নান দান ॥১৭
প্রয়াগে আসিয়া তবে রোহিণী নন্দন।
পুণ্যজলে স্নানদান করিলা তর্পণ ॥১৮
পৌলহ আশ্রমে গেলা গোমতীর তীরে।
তবে স্নান কৈল গিয়া গণ্ডকীর জলে ॥১৯
বিপাশা তরিয়া গেলা শোণনদী স্নান।
তবে গয়ায় কৈল গিয়া পিতৃপিণ্ডদান ॥২০
তবে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করি।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে গেলা দুর্গাপথ তরি ॥২১
রাম দরশন করিয়া বন্দিয়া চরণ।
সপ্তগোদাবরীজলে করিয়া মার্জ্জন ॥২২
বিবস্বা পম্পা ভীমরথি মজ্জন করিয়া।
শ্রীশৈল পর্ব্বতে গেলা কার্ত্তিক দেখিয়া ॥২৩
দ্রাবিড়ে চলিলা শিব দরশন করি।
তবে গেলা বেঙ্কট পর্ব্বত রাজা তরি ॥২৪
কামকোষ্ঠি তবে রাম গেলা কাঞ্চীপুরী।
কাবেরী তরিয়া গেলা স্নান দান করি ॥২৫
শ্রীরঙ্গ দেখিলা তবে মহাপুণ্য স্থান।
আপনে যাহাতে হরি নিত্য সন্নিধান ॥২৬

ঋষভকেত্রে তরি গেলা ঋষভ পর্ব্বতে।
দক্ষিণ মথুরা তরি বেগে পুণ্যপথে ॥২৭
সেতুবন্ধে গিয়া স্নান কৈল সিন্ধুজলে।
অযুত গোদান কৈল ব্রাহ্মণের তরে ॥২৮
কৃতমালা তাম্রপর্ণী মলয় তরিল।
কুলাচলে গিয়া তবে অগস্ত্য দেখিল ॥২৯
মুনির চরণে রাম কৈল দণ্ডবত।
চলিলা দক্ষিণ মুখে লৈয়া আশীর্ব্বাদ ॥৩০
দক্ষিণ সাগরে গিয়া হৈল উপসন্ন।
তথা গিয়া কন্যা দেবী কৈল দরশন ॥৩১
অর্জ্জুন দেখিয়া তবে গেলা পম্পাপার।
অযুত গোদান তথা কৈল হলধর ॥৩২
বিষ্ণু সন্নিহিত তথা পুণ্য মহাস্থান।
তথা গিয়া বলরাম কৈল মহাদান ॥৩৩
কেরল ত্রিগর্ত্তদেশ করিয়া লঙ্ঘন।
গোকর্ণে শঙ্কর গিয়া কৈল দরশন ॥৩৪
আদেবী দ্বৈপায়নী দরশন করি।
তবে রাম গেলা শূর্পারক তীর্থ করি ॥৩৫
তাপী নদী পয়োষ্ণী নির্বিন্ধ্যা করি স্নান।
দণ্ডকারণ্যে তবে গেলা বলরাম ॥৩৬
তবে রেবাতীরে গেলা মাহেষ্মতীপুরী।
মনুতীর্থে পুণ্যজলে স্নান পান করি ॥৩৭
প্রবাসে আসিয়া রাম যদি দিলা দেখা।
লোকমুখে শুনিল ভারত যুদ্ধকথা ॥৩৮
বন্ধুগণ নিধন শুনিল দ্বিজমুখে।
ক্ষেণেক চিন্তিয়া রাম বহে দুঃখশোকে ॥৩৯
জানিল পৃথিবীভার হরিল শ্রীহরি।
বুঝিয়া রহিলা রাম শোক পরিহরি ॥৪০
গদাযুদ্ধ করি ঝুঝি ভীম-দুর্য্যোধন।
লোকমুখে শুনিল এসব বিবরণ ॥৪১
কুরুক্ষেত্রে গেলা রাম যুদ্ধ নিবারিতে।
যুধিষ্ঠির দেখিয়া সন্তোষ পাইল চিতে ॥৪২
সহদেব নকুল করি যত জন।
ভক্তিভাবে পূজে দোঁহে রামের চরণ ॥৪৩
কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহে করিয়া সম্ভাষা।
সবাকারে কৈল তবে কুশল জিজ্ঞাসা ॥৪৪
কোন কার্য্যে এথানে রামের আগমন।
নিঃশব্দে রহিলা সকল বীরগণ ॥৪৫

ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ গদার প্রহারে ।
দুই বীরে গদাযুদ্ধ করে নিরন্তরে ॥৪৬
দুই বীরে যুঝে কারো নাহি জয় ভঙ্গ ।
ক্রোধে মূর্চ্ছিত দোহের বজ্রসম অঙ্গ ॥৪৭
তা দেখিয়া বলে রাম আরে দুর্য্যোধন ।
শুন শুন আরে ভীম আমার বচন ॥৪৮
দুর্য্যোধন শিষ্য হয় প্রাণ সমতুল ।
প্রাণের অধিক ভীম এই নহে দূর ॥৪৯
সমবল দোহে যুদ্ধ কর কি কারণ ।
ব্যর্থ যুদ্ধ করি কেন পাও পরিশ্রম ॥৫০
দোহে যুদ্ধ ছাড়ি রহ আমার বচনে ।
তবু অস্ত্র না ছাড়িল তারা দুইজনে ॥৫১
অদৃষ্ট মানিয়া রাম রহে নিঃশবদে ।
দ্বারকা চলিয়া রাম গেলা সেই মতে ॥৫২
রামে দেখি আনন্দে উঠিল বন্ধুগণে ।
পুনরপি গেলা রাম নৈমিষ অরণ্যে ॥৫৩
যজ্ঞ করাইল তবে মুনিগণে মেলি ।
যজ্ঞময় যজ্ঞপতি যজ্ঞ অধিকারী ॥৫৪
তুষ্ট হৈয়া তবে রাম দিল তত্ত্বজ্ঞান ।
যাহা হৈতে জানি সব তড়িত সমান ॥৫৫
যজ্ঞ সমাপিয়া রাম অভিষেক করি ।
দীপ্তি করে যেন চন্দ্র দিব্যবাস পরি ॥৫৬
এইরূপে অনন্তের অনন্ত মহিমা ।
ব্রহ্মা ভব আদি যার দিতে নারে সীমা ॥৫৭
রামের চরিত্র যেবা প্রভাতে সোঙরে ।
শুনয়ে শুনায় যেবা গায় উচ্চস্বরে ॥৫৮
কৃষ্ণভক্তি হয় তার খণ্ডয়ে দুরিত ।
কৃষ্ণ পারিষদ হয়ে কৃষ্ণের বিদিত ॥৫৯
কৃষ্ণকথা শুন ভাই অপূর্ব্ব কাহিনী ।
বলরামের পুণ্যকথা প্রেমতরঙ্গিণী ॥৬০

৭৯ অধ্যায় সমাপ্ত ।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনির চরণ ।
আর কি কি কর্ম্ম কৈলা প্রভু নারায়ণ ॥১
অনন্ত চরিত্র হরি অনন্ত বিহার ।
তার গুণকথা কহ করিয়া বিস্তার ॥২
কৃষ্ণকথা সুধাময়ী অমৃতের ধারা ।
পদে পদে নব নব অতি মনোহরা ॥৩
তৃপ্ত কাহার নয় হরিকথা পানে ।
বিশেষে যে জন জর্জ্জর কামবাণে ॥৪
সেই জানি সত্য কৃষ্ণ পায় নিরন্তর ।
কৃষ্ণকর্ম্ম করে যদি সেই দুই কর ॥৫
সেই মন গোবিন্দ সোঙরি নিরবধি ।
স্থাবর জঙ্গমে হরি দেখে গুণনিধি ॥৬
সেই মন আন না সোঙরে কৃষ্ণবিনে ।
সেই শ্রুতিযুগ যদি কৃষ্ণ কথা শুনে ॥৭
সেই সে উত্তম শির জানিব প্রধান ।
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের করে চরণে প্রণাম ॥৮
সেই সে সফল দুই জানিবে লোচন ।
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখে আর দেখে কৃষ্ণজন ॥৯
কৃষ্ণ বৈষ্ণবের যদি ধরে পদনীর ।
সেই সে জানিব ধন্য সফল শরীর ॥১০
শুক মহামুনি শুনি রাজার বচন ।
কহিতে লাগিলা তবে ব্যাসের নন্দন ॥১১
হরির চরণারবিন্দে মগন হৃদয় ।
আনন্দিত হৈয়া মুনি কৃষ্ণকথা কয় ॥১২
আছিল কৃষ্ণের এক সখা দ্বিজবর ।
শান্ত দান্ত ব্রতযুত তপোযোগপর ॥১৩
বিষয় বৈরাগ্যযুত গৃহাশ্রমে বসে ।
যথালাভে তুষ্ট বিপ্র পূর্ণ জ্ঞানরসে ॥১৪
কুচৈল মলিন দ্বিজ শীর্ণকলেবর ।
জিতকাম জিতক্রোধ বেদবিদাম্বর ॥১৫
তার ভার্য্যা সেইরূপ গুণশীল ধরে ।
কুচৈল মলিন অঙ্গ জীর্ণ পট পরে ॥১৬
পতিব্রতা পতিসেবা পতিপরায়ণা ।
কর্ম্মে থর থর অঙ্গ মলিনবসনা ॥১৭
কহিতে লাগিলা কিছু পতি সন্নিধানে ।
মোর নিবেদন নাথ কর অবধানে ॥১৮
সাক্ষাতে তোমার সখা ভুবন ঈশ্বর ।
লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ব্রহ্মণ্য শেখর ॥১৯
সম্প্রতি দ্বারকাপুরে বসে যদুপতি ।
ভকত-বৎসল হরি জগতের পতি ॥২০
চরণ শরণ যদি করি কোন পাকে ।
আপনাকে দিয়া তার বশ হৈয়া থাকে ॥২১
অর্থকাম দিব তার কোন বড় কাম ।
অখিল ভুবন গুরু পুরুষ পুরাণ ॥২২

এইরূপে ভার্য্যা যদি কহিল বিস্তর।
আনন্দ হৈল দ্বিজ পুণ্য কলেবর ॥২৩
এই তার উত্তম লাভ ভাগ্যের উদয়।
যদি কোন মতে কৃষ্ণ দরশন হয় ॥২৪
ভাল পতিব্রতা তুমি কুলবতী নারী।
তোমার প্রসাদে গিয়া দেখিব শ্রীহরি ॥২৫
যদি কিছু দিতে পার শীঘ্র চলে যাই।
প্রভুর চরণে গিয়া নিবেদিতে চাই ॥২৬
এ বোল শুনিয়া ভার্য্যা চলিলা সত্বরে
মাগিয়া আনিল ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ঘরে ॥২৭
ভাঙ্গা তণ্ডুলের খুদ আনিল মাগিয়া।
যতনে বান্ধিলা ভাঙ্গা বস্ত্রখানি দিয়া ॥২৮
ব্রাহ্মণের হাতে নিয়া দিল উপায়ন।
তাহি লয়্যা দ্বারকাতে চলিলা ব্রাহ্মণ ॥২৯
কৃষ্ণ দরশন মোর হয় কোন মতে।
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র যায় কোন পথে ॥
তিন থান লঙ্ঘিয়া ব্রাহ্মণ চলি যায়।
ত্বরান্বিত করিয়া চারি দুয়ার এড়ায় ॥৩১
তবে বিপ্র দুর্গম পথ হরিগুণে তরি।
সুখে গিয়া উত্তরিলা দ্বারকা নগরী ॥৩২
ষোড়শ সহস্র পুরী নির্ম্মাণে বিশেষ।
তার এক পুরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥৩৩
আনন্দসাগরে যেন মজিল ব্রাহ্মণ।
বিপ্র দেখি সত্বরে উঠিলা নারায়ণ ॥৩৪
কনক পর্য্যঙ্কে কৃষ্ণ আছিল বসিয়া।
ভূমিতে উঠিলা হরি ব্রাহ্মণে দেখিয়া ॥৩৫
বিপ্র দরশনে হৈল আনন্দ অশেষ।
একে প্রিয়সখা তাহে দ্বিজ মুনিবেশ ॥৩৬
ভুজপাশে ধরি দিল দৃঢ় আলিঙ্গন।
পুলকে পূরিল তনু সজল নয়ন ॥ ৩৭
পর্য্যঙ্কে বসিয়া হরি ব্রাহ্মণে বসায়।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বিপ্র পূজে যদুরায় ॥৩৮
পুষ্পজল দিয়া দুই পাখালে চরণ।
শিরে জল ধরি হরি ত্রিলোকপাবন ॥৩৯
দিব্যগন্ধ চন্দনে লেপিয়া কলেবর।
ধূপ দীপ দিয়া পূজে ব্রাহ্মণশেখর ॥৪০
দিব্য অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন।
আচমন জল দিয়া তাম্বূল অর্পণ ॥৪১

স্বাগত বচনে কৈল আতিথ্য সম্ভাষা।
বিনয় বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥৪২
কুচেল মলিন দ্বিজ ক্ষীণকলেবর।
আপনে আসিয়া দেবী ঢুলায় চামর ॥৪৩
পরিচর্য্যা করে দেবী দেখি পুরজন।
আপনে করয়ে হরি পাদ সম্বাহন ॥৪৪
দেখি সব লোক বলে কেন অদভুত।
কোথা হৈতে আইল এথা দ্বিজ অবধৌত॥
দুর্গত মলিন তনু ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
অধম নিন্দিত ক্ষীণ তনু কুলক্ষণ ॥৪৬
পরিচর্য্যা করে তার আপনে শ্রীহরি।
পর্য্যঙ্ক তেজিয়া নিজ প্রিয়া পরিহরি ॥৪৭
কোন পুণ্য কৈল দ্বিজ জন্ম জন্মান্তরে।
আপনে জগত গুরু পরিচর্য্যা করে ॥৪৮
হাথে হাত ধরিয়া বসিলা চক্রপাণি।
কহিতে লাগিলা তবে পূরব কাহিনী ॥৪৯
কহ দ্বিজ গুরুকুলে বেদ সমাপিলে।
বিনয়ে দক্ষিণা দিয়া গুরু সন্তোষিলে ॥৫০
বেদপতি গৃহধর্ম্মে আছ নিরাকুলে।
আপনে সদৃশী ভার্য্যা কিবা বিভা কৈলে ॥
প্রায়ে হেন জানি তুমি পুরুষ নিষ্কাম।
বনবাসে চিত্ত তুমি ধর অবিরাম ॥৫২
গৃহবাসে নাহি দেখি সন্তোষ তোমার।
তে কারণে এতেক জিজ্ঞাসি বার বার ॥৫৩
কেহো কেহো কর্ম্ম করে তেজি কর্ম্মফল।
অবিদ্যা বিনাশ করে হৈয়া কর্ম্মপর ॥৫৪
আপনে করিয়া কর্ম্ম ত্রিলোক বুঝায়।
কর্ম্ম তেজি কেহ যেন বিকর্ম্মে না ধায় ॥৫৫
এখনে ব্রাহ্মণ কি শোঙরে গুরুবাস।
যাহা হৈতে তব জ্ঞান হয় পরকাশ ॥৫৬
অবিদ্যা বিনাশ হয় তব অন্ধকার।
হেন গুরুবাস মনে আছে কি তোমার ॥৫৭
পিতা গুরু প্রথমে জনম যাহা হৈতে।
জনক প্রথম গুরু জানিবা সাক্ষাতে ॥৫৮
দ্বিতীয়ে ব্রাহ্মণ গুরু করে দশ কর্ম্ম।
বেদশিক্ষা করায়ে লওয়ায়ে কুলধর্ম্ম ॥৫৯
জ্ঞানদাতা গুরুরূপে আমি ভগবান্।
তিন গুরু কহিল তোমায় বিদ্যমান ॥৬০

সর্ব্ববর্ণে সর্ব্বধর্ম্মে এহি সুনিশ্চিত ।
তবে উপদেশ নয় যে হয় পণ্ডিত ॥৫১
উপদেশ করি আমি গুরুরূপ ধরি ।
গুরু উপদেশে লোক যায় ভব তরি ॥৫২
গুরুকে সাক্ষাৎ হেন ঈশ্বর করি মানে ।
সেই বস আমার প্রিয় সর্ব্বথা জানে ॥৪৩
জপ তপ যজ্ঞ দান বিবিধ দক্ষিণা ।
শম দম সাধে কিবা সমাধি ধারণা ॥৫৪
তথাপি তাহাতে তুষ্ট তত বড় নাই ।
গুরুসেবা হৈতে যত বড় সুখী হই ॥৫৫
তুমি কি সোঙর বিপ্র পূর্ব্ব বিবরণ ।
গুরুবাসে কৈল যে যে গুরু আরাধন ॥৫৬
গুরুপত্নী আজ্ঞা কৈল কাষ্ঠ আনিবারে ॥
সভাই গেলাও মহাবনের ভিতরে ॥৫৭
আকাশে নিষ্ঠুর হৈল ঝড় বরিষণে ।
পথ না চিনিয়া তবে ভ্রমি বনে বনে ॥৫৮
হাতাহাতি ধরিয়া ভ্রমিঞা নিরন্তর ।
শীতবাত-কম্পিত সকল কলেবর ॥৫৯
বাত বরিষণে গেল উদিত ভাস্কর ।
তবে সান্দিপনী গুরু জানিল সকল ॥৬০
চাহিতে বেড়ায় গুরু প্রতি বনে বনে ।
কত দূর গিয়া তবে পাইল দরশনে ॥৬১
অদ্ভুত দেখিয়া গুরু বোলে শিষ্যগণে ।
এত বড় দুঃখ পাইলে আমার কারণে ॥৬২
প্রাণেত অধিক প্রিয় কেহো কারো নয় ।
প্রাণ চাহিতে গুরুসেবা কৈল অতিশয় ॥৬৩
এইরূপে গুরুসেবা করয়ে যে জন ।
সর্ব্বভাবে করে যদি আত্মসমর্পণ ॥৬৪
হরি গুরু চরণ সমান করি ধরে ।
সেই সে এ ঘোর ভব অন্ধকার তরে ॥৬৫
তুষ্ট হৈল শিষ্যগণ কর সমাধান ।
মনোরথ সিদ্ধ হোক সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥৬৬
সর্ব্ববিদ্যা স্ফুরুক সকল মন্ত্র তন্ত্র ।
ইহলোকে পরলোকে হব নিরাতঙ্ক ॥৬৭
এইরূপে গুরুসেবা কত কত করি ।
গুরুকুলে আছিনু সকল শিষ্য মেলি ॥৬৮
গুরু-অনুগ্রহে হয় সর্ব্বত্র কল্যাণ ।
বিনে গুরু ভজিলে না হয় পরিত্রাণ ॥৬৯

তবে বিপ্র বোলে দেবদেব নারায়ণ ।
ত্রিজগত গুরু তুমি জগতজীবন ॥৭০
তোমার কৃপায় পূর্ণ হৈল গুরুবাস ।
গুরুসেবা ধর্ম্ম তুমি কৈলে পরকাশ ॥৭১
বেদময় প্রভু তুমি বেদমূর্ত্তি ধর ।
সকল সম্পদদাতা নানা কর্ম্ম কর ॥৭২
অখিল জগতগুরু গুরুকুলে বাস ।
এত বড় বিড়ম্বন হৃদয়ে প্রকাশ ॥৭৩

৮০ অধ্যায় সমাপ্ত ।

এইরূপে নানা কথা কহে চক্রপাণি ।
সর্ব্বতত্ত্ব জানিলেন সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি ॥১
সাধুজনে গতি পতি ব্রহ্মণ্যশেখর ।
হাসিয়া কি কহে প্রভু কহ দ্বিজবর ॥২
কি দ্রব্য আনিঞাছ আমার তরে স্নেহে ।
সঙ্কোচ মানিঞা কেহ গুপ্ত করি রহ ॥৩
ভকতে যে কিছু করে অন্ন নিবেদন ।
সে হয় বিস্তর মোর পিরীতি কারণ ॥৪
যদি বা বিস্তর দেই ভক্তিহীন জনে ।
আমার সন্তোষ তাহে নাহি কোন মনে ॥
পত্রপুষ্প যে কিছু ভক্তজনে ধরে ।
ভকতি করিয়ে মোর চরণযুগলে ॥৬
পিরীতি মানিঞা সেই করিঞা ভোজনে
ভকত বান্ধব আমি ভকত জীবনে ॥৭
এতেক বচন যদি বুলিলা শ্রীহরি ।
লাজ পায়্যা রহে বিপ্র হেঠমাথা করি ॥৮
জ্ঞানময় প্রভু জানে সভার হৃদয় ।
আগমন কারণ বুঝিয়া দয়াময় ॥৯
চিন্তিয়া কি বোলে তবে প্রভু দেবরাজে ।
সম্পদ বাঞ্ছিয়া বিপ্র কভো নাহি ভজে ॥১০
কিন্তু পতিব্রতা নারী পিরীতি কারণে ।
আমা দেখিবারে বিপ্র আইল ভবনে ॥
দুর্লভ সম্পদ দেবদেবের বাঞ্ছিত ।
হেন বুদ্ধি করি যেন না হয় বিদিত ॥১২
এতেক বচন বুলি পুরুষ পুরাণ ।
ভক্ত বস্ত্রখানি ধরি দিলা এক টান ॥১৩
একি একি বলি প্রভু পুটুলি খসায় ।
তাহা তণ্ডুলের খুদ বিচারিয়া পায় ॥১৪

মোরে ভাল সখা এই দিব্য উপায়ন।
এই সে আমার হয় পিরীতি কারণ ॥১৫
এইত তণ্ডুলে হইব আমার পিরীতি।
বিশ্ব মহে তুষ্ট হৈব আমি বিশ্বপতি ॥১৬
এ বোল বুলিয়া হরি কোন কর্ম করে।
এক মুষ্টি খুদ খায়্যা আর মুষ্টি তোলে ॥১৭
তা দেখিয়া সখ্যাদেবী লক্ষ্মীমূর্ত্তিমতী।
ধরিয়া প্রভুর হাতে বোলে মহাসতী ॥১৮
সকল সম্পদ হেতু বোলে এত দূরে।
তোমার সন্তোষে মাত্র সর্ব্বফল ধরে ॥১৯
তুমি তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হৈব ত্রিভুবন।
তবে যদি কর তারে আত্মসমর্পণ ॥২০
তত্ত্ব তুমি খুঁজিতে না পার তার ধার।
হেন কৃপাময় তুমি বিচিত্র বিহার ॥২১
নিঃশব্দে রহে কৃষ্ণ এবোল শুনিয়া।
ব্রাহ্মণ চলিলা তবে রজনী বঞ্চিয়া ॥২২
সুখে পান ভোজন করি যদি দ্বিজবরে।
আনন্দে আছিলা বিপ্র অচ্যুতমন্দিরে ॥২৩
প্রভাতে উঠিয়া ঘরে চলিল ব্রাহ্মণ।
সম্ভাষিয়া ব্রাহ্মণ পাঠায়ে নারায়ণ ॥২৪
বিপ্র ধন না মাগিল না দিল শ্রীহরি।
লজ্জা পায়্যা যায় বিপ্র চিন্তা পরিহরি ॥২৫
আপনে ব্রাহ্মণ্য দেব জানে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
দ্বিজভক্তি পাপয়াইতে করে হেন কর্ম্ম ॥২৬
ব্রাহ্মণ অধম মুঞি দরিদ্র বঞ্চিত।
কুরূট মলিন বেশ লোকেতে গরহিত ॥২৭
লক্ষ্মীকান্ত হৈয়া লক্ষ্মী তেজিলা শয়নে।
আলিঙ্গন দিল মোকে গাথিয়া আপনে ॥২৮
সেবকস্তু পূজিয়া বসায় নিজাসনে।
পাদ সম্বাহন হরি করয়ে আপনে ॥২৯
স্বর্গ অপবর্গ সব সম্পদের হেতু।
পাদপদ্ম মোর ভবসিন্ধু সেতু ॥৩০
হেন প্রভু লৈয়া মোথে করে এত বড়।
আপনে কমলা দেবী ঢুলায় চামর ॥৩১
অধম দরিদ্র দেখে ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ।
ধন পায়্যা না করিব আমাকে সেবন ॥৩২
করুণাসাগর হরি এই কৃপা করি।
ধন কারণে ধন মোকে না দেন শ্রীহরি ॥৩৩
এই মনে চিন্তিতে ব্রাহ্মণ চলি যায়।
আপনার নিজ ঘর নিকটে তাথায় ॥৩৪
বিচিত্র বিমান বর চৌদিকে বেষ্টিত।
সূর্য্য কোটিসম কনকনির্ম্মিত ॥৩৫
আলিঙ্গন বিনাদিত বন উপবন।
কোলাহল শব্দ বিবিধ খগগণ ॥৩৬
প্রফুল্ল কমল ফুল কুমুদ কহ্লার।
বহুবিধ জলচর শবদে সঞ্চার ॥৩৭
দিব্যবেশ নরনারী চৌদিকে বেষ্টিত।
কনকে নির্ম্মিত ঘর রতনে মণ্ডিত ॥৩৮
একি অদ্ভুত কিবা হয় কার স্থান।
কোথা হৈতে এরূপ হৈল উপাদান ॥৩৯
এইরূপে মনে মনে করয়ে নির্ণয়।
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পড়িল সংশয় ॥৪০
এই মনে করি বিপ্র চিন্তিতে লাগিল।
এত বলি সেই স্থানে বসিয়া রহিল ॥৪১
এথাতে ব্রাহ্মণী পথ করে নিরীক্ষণ।
কথোদিনে আইসে সেই দুঃখিত ব্রাহ্মণ ॥৪২
এত বলি দাসীগণে কহেন বচন।
দেখিবে বাহিরে যদি দুঃখিত ব্রাহ্মণ ॥৪৩
শীঘ্র আসি তুমি আমায় কহিবে সত্বরে।
এত শুনি দাসী পথ নিরীক্ষণ করে ॥৪৪
দেখয়ে এক দুঃখিত ব্রাহ্মণ আছয়ে বৃক্ষতলে
তাহা দেখি দাসী আসি কহিল তাহারে ॥৪৫
তবে নরনারীগণে ভূষিত ভূষণে।
চৌদিকে বেড়িল আসি মঙ্গল বাজনে ॥৪৬
বহুবিধ নৃত্যগীত চতুরঙ্গ সেনা।
দিব্য রথ গজঘোড়া ছত্রধ্বজ বীণা ॥৪৭
লক্ষ্মীমূর্ত্তিমতী যেন বিপ্রের ব্রাহ্মণী।
পতি দরশনে আইলা পরমরমণী ॥৪৮
পতি দেখি প্রণাম করিয়া পতিব্রতা।
মনে মনে আলিঙ্গন দিল সুপণ্ডিতা ॥৪৯
পাদ্য অর্ঘ দিয়া পত্নী পূজিল ব্রাহ্মণ।
ধূপ দীপ দিয়া কৈল পাত্তর বন্দন ॥৫০
দিব্যবেশ দাসীগণে চৌদিগে বেষ্টিতা।
দিব্যবেশ দাসীগণে ভূষণে ভূষিতা ॥৫১
দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৈল অন্তরে বিস্মিত।
কোথা হৈতে এইরূপ ঘটিল আচম্বিত।

সগবে পূজিয়া পত্নী পতি লৈয়া যায়।
পুর পরবেশ নিঞা ব্রাহ্মণী করয় ॥৫৩
পুরী নিরখিয়া চাহে চকিত নয়নে।
আশ্চর্য্য দেখিয়া বিপ্র চিন্তে মনে মনে ॥৫৪
রতন নির্ম্মিত ঘর যেন যমপুরী।
শত শত মণিময় স্তম্ভ সারি সারি ॥৫৫
পয়ঃফেন তুল্য শয্যা হেম বিনির্ম্মিত।
দন্ত বিনিহিত মণি রতনে মণ্ডিত ॥৫৬
ললিত বিতানজাল মুকুতা তোরণ।
বিলোল চামর জাল কনক আসন ॥৫৭
স্ফটিক রতন ঘর মরকত স্থল।
রতন প্রদীপ জ্বাল মন্দির নিকর ॥৫৮
অতুল সম্পদ দেখি কি বোলে ব্রাহ্মণ।
সকল সম্পদ হেতু কৃষ্ণ দরশন ॥৫৯
অধম দরিদ্র মুঞি দুর্গত দেখিয়া।
দুঃখ নিবারণ মোর মহাধন দিঞা ॥৬০
আছুক মাগিলে দিব এমন সম্পদ।
আপনেহি পূরিয়ে ভকত মনোরথ ॥৬১
ইন্দ্র বরিষয়ে যেন বুঝিয়া সময়।
আপনে ভকত কাম পূরে দয়াময় ॥৬২
আপনে বিস্তর দিলে মানে অল্পফল।
ভকতে অলপ দিলে মানয়ে বিস্তর ॥৬৩
একমুষ্টি খুদ মাগি দিতে ইচ্ছা কৈল।
অল্প দেখিয়া তাহা লুকায়া রাখিল ॥৬৪
আপনে কাড়িয়া খায় পিরীতি কারণ।
ভকত বৎসলগণ দেখায় ভুবনে ॥৬৫
প্রেম মৈত্রী মোর যেন হয় দরশন।
দাস্য সখ্য রহে যেন জনমে জনম ॥৬৬
কোন কালে রহে যেন তার স্মৃতিভঙ্গ।
ভকত জনের সহে হয় যেন সঙ্গ ॥৬৭
ভকতের না বাচায়েন এধন সম্পদ।
সুখভোগ না বাচায়ে না দে রাজ্যপদ ॥৬৮
আপনেহি বিচক্ষণ জগত বিনাশ।
ধনপদ কৈলে হয় ভকত বিনাশ ॥৬৯
তে কারণে ভকতের না বাড়ায়ে ধন।
ভকতের হিতকারী মহা বিচক্ষণ ॥৭০
এই রূপ মনে মনে চিন্তে মহাবুদ্ধি।
কৃষ্ণে মন ধরি বিপ্র রহে নিরবধি ॥৭১

এইরূপ মনে মনে করিয়া নিশ্চয়।
বিষয় লম্পট বিপ্র নহে [illegible]
সুখভোগ করে বিপ্র মনে [illegible]
সুখে ভক্তি সাধে বিপ্র কৃষ্ণে মন ধরি [illegible]
ভকতসত্তম বিপ্র এইরূপে বসে।
পূর্ণ কলেবর বিপ্র কৃষ্ণধ্যান রসে [illegible]
ভক্তিভাব করি কৃষ্ণ কৈল আরাধন।
বৈকুণ্ঠ চলিল বিপ্র অখিল বন্ধন ॥৭৫
শুনয়ে শুনায়ে যেবা এ পুণ্য চরিত্র।
ভক্তিযুক্ত হয় তার খণ্ডয়ে দুরিত ॥৭৬

৮১ অধ্যায় সমাপ্ত।

এইরূপে বসে হরি দ্বারকানগরে।
সূর্য্য উপরাগ হৈল হেন অবসরে ॥১
কুলক্ষণ হৈল যেন মহা অন্ধকার।
শুনিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার ॥২
সামন্ত পঞ্চক ক্ষেত্র তীর্থ চূড়ামণি।
সর্ব্বলোক গেল তথা উপরাগ শুনি ॥৩
নিঃক্ষেত্রিয়া কৈলা পৃথ্বী ভৃগুপতি রাম।
মহাহ্রদ কৈল যথা রুধিরে নির্ম্মাণ ॥৪
তথাকে চলিল সব ভারতের প্রজা।
সপুত্র বান্ধবে গেলা পৃথিবীর রাজা ॥৫
যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ চলিল সকল।
সগণে চলিল তথা দ্বারকামণ্ডল ॥৬
সাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সুচন্দ্র সঙ্গে নিঞা।
অনিরুদ্ধ দ্বারকারক্ষক করি থুইঞা ॥৭
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে তার দিয়া সেনাপতি।
আপনে চলিয়া গেলা ত্রিজগতের পতি ॥৮
তুরঙ্গ সুরঙ্গগতি পবন সঞ্চার।
মহামত্ত গজ যেন পর্ব্বত আকার ॥৯
কোটি কোটি মহারথ সুরপুরী জিনি।
চলিল শ্রীহরি সৈন্য করিয়া সাজনি ॥১০
দিব্য গন্ধ চন্দন ভূষণ মনোহর।
পথে পথে চলে লোক দেখিতে সুন্দর ॥১১
উত্তরি লাগিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে যদুগণ।
উপবাস কৈল তীর্থ করিয়া মার্জ্জন ॥১২
পরদিনে স্নানরূপে করিয়া মার্জ্জন।
যথাবিধি দেব পিতৃ করিয়া তর্পণ ॥১৩

গ্রহণ সময়ে দান দিলা দ্বিজগণে ।
বিবিধ দক্ষিণা ধেনু ভূষিত কাঞ্চনে ॥১৫
দিব্য অন্ন পান দিল বহুমূল্য ধন ।
হয়রথ মহাগজ দিব্য আভরণ ॥১৬
যদুগণ বৃষ্ণিগণ ভক্তেতে প্রধান ।
কৃষ্ণভক্তি হউক বলি দিল নানাদান ॥১৭
দিব্য অন্ন পান বিপ্র করিলা ভোজন ।
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া তুষিলা ব্রাহ্মণ ॥১৮
কৃষ্ণভক্ত যদুগণ আজ্ঞা শিরে ধরি ।
পারণা করিল তবে স্নান দান করি ॥১৯
তবে কৃষ্ণ বসিলা শীতল তরুতলে ।
চারি পাশে যদুগণে রচিলা মণ্ডলে ॥২০
সাক্ষাতে আসিয়া কৃষ্ণ দেখিলা নয়নে ।
নৃপগণ গেল তথা কৃষ্ণ দরশনে ॥২১
নানা দেশী যত লোক মিলিল সকল ।
আত্মপক্ষ পরপক্ষ যত নারীনর ॥২২
নন্দ আদি করি যত গোপগোপীগণ ।
বিকসিত মুখপদ্ম সরোজ নয়ন ॥২৩
কৌতুকে সভাই গেলা দেখিতে শ্রীহরি ।
বেড়িয়া রহিল লোক চারিদিগ ভরি ॥২৪
হরি দরশনে লোকে বাড়িল আনন্দ ।
নয়নে গলয়ে নীর পুলকিত অঙ্গ ॥২৫
কৃষ্ণ দেখি নারীগণে না ধরে শরীর ।
মুখে বাণী না সরে নয়নে ঝরে নীর ॥২৬
আলিঙ্গন দিল হরি হৃদয়ে ধরিয়া ।
যেখানে রহিল নারী বাহু পাসরিয়া ॥২৭
নারীগণে নারীগণ করি আলিঙ্গন ।
স্তন বিনিন্দিত অঙ্গ কুঙ্কুম লেপন ॥২৮
কানাঞি জ্যেষ্ঠের হৈল চরণ বন্দন ।
আনন্দ বচনে কৈল ইষ্ট সম্ভাষণ ॥২৯
নরগণে নারীগণে একত্র মিলিঞা ।
কৃষ্ণকথা কহে সভে হরষিত হৈঞা ॥৩০
কুন্তী আসি বন্ধুগণে কৈল সম্ভাষণ ।
বসুদেবে সম্ভাষিয়া করে নিবেদন ॥৩১
শুন ভাই বসুদেব তুমি মহাশয় ।
জিজ্ঞাসা না কৈলে মোর বিপদ সময় ॥৩২
এতেক আমারে মুঞি অধম বঞ্চিতা ।
বন্ধুগণে নাশে হবে বিমুখ বিধাতা ॥৩৩

বসুদেব বলে মাতা না করিহ রোষ ।
বিচারিয়া তবে মাতা পাছে দিহ দোষ ॥৩৪
অদৃষ্ট অধীন লোক অদৃষ্টে সঞ্চরে ।
ঈশ্বর ইচ্ছায় লোক ভালমন্দ করে ॥৩৫
কংস ভয়ে আমি সব যায়্যা দেশে দেশে ।
প্রাণ রক্ষা করিয়া আছিল গুপ্তবেশে ॥৩৬
দৈবযোগে এখনে ঘটিল দরশন ।
যখনে যে হয় তাথে অদৃষ্ট কারণ ॥৩৭
বসুদেব উগ্রসেন যদুকুলে মেলি ।
পূজিল সকল লোক স্তুতি ভক্তি করি ॥৩৮
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃতরাষ্ট্র পূজিল গান্ধারী ।
দুর্য্যোধন আদি কুরুকুলনরনারী ॥৩৯
যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন আদি করি ।
সঞ্জয় বিদুর কৃপ দ্রুপদ কুমারী ॥৪০
কুন্তিভোজ বিরাট ভীষ্মক নগ্নজিত ।
বৃষকেতু কাশীরাজ শৈব্য পুরজিত ॥৪১
দমঘোষ বিদর্ভ দ্রুপদ নরপতি ।
যুধামন্যু মদ্র কেকয় মহামতি ॥৪২
সুশর্ম্মা বাহ্লিক আদি নৃপতি মণ্ডল ।
কৃষ্ণ দেখি আনন্দে পূরিল কলেবর ॥৪৩
জারজ সন্তানগণে গায় নিরন্তর ।
জগত পবিত্র করে যার পদজল ॥৪৪
বেদশাস্ত্র হৈল যবে বেদময় ধ্বনি ।
অখিল মঙ্গলধাম দেব চূড়ামণি ॥৪৫
চরণ পরশ যার পাঞা ক্ষিতিতলে ।
ধন্য পুণ্যময় হৈল সর্ব্ব শক্তিধরে ॥৪৬
হেন নারায়ণ সহে নিরন্তর বাস ।
শয়ন ভোজন পান গমন বিলাস ॥৪৭
তাঁর সহ সখ্য মিত্র করিয়া সম্বন্ধ ।
গৃহবাসে সুখে বস হৈয়া নিরাতঙ্ক ॥৪৮
দুঃখময় গৃহবাস নরক দুয়ার ।
তাথে বসি তুমি সব হৈলে ভবপার ॥৪৯
এইরূপে স্তুতি যদি কৈল নৃপগণ ।
তবে নন্দগোপ আসি দিল দরশন ॥৫০
গোপগোপীগণ যদি শকটে চড়িয়া ।
কৃষ্ণদরশনে আইলা চৌদিগ ভরিয়া ॥৫১
ভুজপাশে ধরি দিল যদুগণে কোল ।
হরি হরি শব্দ উঠিল উতরোল ॥৫২

নন্দ দেখি বসুদেব দিল আলিঙ্গন।
পুলকে পূরিল তনু বিহ্বল লোচন ॥৫৩
পূর্ব্ব বিবরণ দুঁহা সোঙরি সোঙরি।
মূরছিত হৈলা দোঁহে কোলাকোলি করি ॥
রাম কৃষ্ণ নন্দঘোষে করি আলিঙ্গন।
বাহ্য পাসরিল নন্দ না সরে বচন ॥৫৫
নন্দ যশোদার দোঁহে চরণ বন্দিয়া।
কিছু না বুলিল দোঁহে অশ্রুমুখী হৈঞা ॥৫৬
রামকৃষ্ণ দুই পুত্র ভুজপাশে ধরি।
গাঢ় আলিঙ্গন দিল পুত্র কোলে করি ॥৫৭
আনন্দে মজিল নন্দ যশোদা সুন্দরী।
কত প্রেম উপজিল কহিতে না পারি ॥৫৮
রোহিণী যশোদা আসি কৈল সম্ভাষণ
যশোদা করিয়া কোলে দিল আলিঙ্গন ॥৫৯
সোঙরি পূরব গুণ দোঁহে বিমোহিতা।
নয়নে গলয়ে নীর অঙ্গপুলকিতা ॥৬০
শুনহে যশোদা কিবা কহিব কথনে।
বিস্মরিতে নারি গুণ দুঃখ উঠে মনে ॥৬১
যত উপকার তুমি কৈলে ব্রজেশ্বরি।
ত্রিভুবন দিলে ধার শোধিতে না পারি ॥৬২
এ দুই ছাওয়াল তুমি পুত্রবৎ করি।
লালন পালন কৈলে দিঠে দিঠে ধরি ॥৬৩
এত বড় কে কার করে যে উপকার।
ত্রিভুবন দিলেহো শোধিতে নারি ধার ॥৬৪
চিরদিনে গোপীগণ দেখিল শ্রীহরি।
যাহা বিনে তিলেক মানিলে যুগ করি ॥৬৫
আঁখির নিমিষ দেহো না গেল সহন।
হেন কৃষ্ণ সহে চিরদিনে দরশন ॥৬৬
বাহ্য পাসরিল গোপী গোবিন্দ দেখিয়া।
দৃঢ় আলিঙ্গন দিল হৃদয়ে ধরিয়া ॥৬৭
তবে কৃষ্ণ গোপতে আনিঞা গোপীগণ।
ভুজদণ্ডে ধরি দিল দৃঢ় আলিঙ্গন ॥৬৮
হাসিয়া কি বোলে হরি শুন ব্রজরামা।
আমার পূরব দোষ সব কর ক্ষমা ॥৬৯
তোমা সভা তেজি আমি নিজ প্রিয়তমা।
বন্ধুগণ দুঃখশোক করিতে খণ্ডনা ॥৭০
কংস রিপুবারে আমি যাই মধুপুরে।
সে দোষ রমণীগণ না দিহ আমারে ॥৭১
ঈশ্বর অধীন লোক ঈশ্বরে ভ্রমায়।
সংযোগবিচ্ছেদ গোপী ঈশ্বরে করয় ॥৭২
যেন মেঘ যেন তৃণ যেন রেণুচয়।
পবনে সঞ্চারে যেন পবনে মিলয় ॥৭৩
এইরূপে জগত ভ্রমায় নারায়ণে।
না বুঝিয়া দেহ জানি দেহ অকারণে ॥৭৪
এই বড় ভাগ্য গোপী সাধিলে ভকতি।
ভক্তিভাবে কৈলে তুমি আমারে পিরীতি।
অতেকে হে তুমি সব তারিলে সংসার।
তোমা সব বিনে আমি নাহি জানি আর ॥
সর্ব্বভূতে বাস আমি অন্তর বাহিরে।
তোমা বিনে কিছু সত্য না হয় সংসারে ॥
যেন জল মহী আর পবন আকাশ।
সবে এই সত্য মাত্র সবে যায় নাশ ॥৭৮
এইরূপে আমি সত্য আর সব মিছা।
নানাচন্দ্র দেখি যেন একচন্দ্র সাচা ॥৭৯
এইরূপে নানা তত্ত্বজ্ঞান উপদেশে।
কৃষ্ণময় হয়্যা গোপী কৃষ্ণ পাইল শেষে ॥৮০
হেন কৃষ্ণ কমলনাথ ভকতলোচন।
ব্রহ্মাদিবন্দিত-পদ বন্দিত চরণ ॥৮১
ভবকূপপাতিত-ভবন-অবলম্ব।
যোগময় যোগিগণ হৃদয় আনন্দ ॥৮২
ভাগবত আচার্য্যের মধুর বচন।
কৃষ্ণকথা শুন ভাই কৃষ্ণে ধর মন ॥৮৩

৮২ অধ্যায় সমাপ্ত।

গোপীগণ সম্ভাষিয়া কেশব আপনা সাথে।
তবে যুধিষ্ঠির সম্ভাষিল জগন্নাথে ॥১
তবে আর বন্ধুগণ করিলা সম্ভাষা।
মধুর বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥২
একে একে কুশল পুছিল হৃষীকেশ।
সর্বলোকে উপজিল আনন্দ বিশেষ ॥৩
কৃষ্ণ দরশনে সব খণ্ডিল দুরিত।
কহে প্রবোধিল লোক হৈয়া হরষিত ॥৪
তোমার পদারবিন্দমধু পান করে।
সাধু মুখ মুখরিত শ্রবণ বিবরে ॥৫
তার কোন বিঘ্ন নহে নহে অকুশল।
গতাগত শমদমাদ চরণকমল ॥৬

নমো নমো নরমায়া-লীলা কৈলে বর।
পরমহংসের গতি চরণযুগল ॥৭
অখণ্ড পরমানন্দ সর্ব্বগুণনিধি।
নমো নমো গোবিন্দ চরণ নিরবধি ॥৮
এইরূপে সর্ব্বলোকে কৃষ্ণকথা কহে।
আনন্দে মেলিয়া লোক যূথে যূথে রহে ॥৯
নারীগণে নারীগণে করে হাতাহাতি।
কৃষ্ণকথা কহে তারা শুন ক্ষিতিপতি ॥১০
দ্রৌপদী পুছিল শুন ভীষ্মক নন্দিনী।
শুন ভদ্রা জাম্ববতী কালিন্দী রোহিণী ॥১১
শুন সত্যভামা শৈব্যা কোশলা লক্ষ্মণা।
শুন কৃষ্ণপত্নীগণ গোবিন্দজীবনা ॥১২
নব লীলা প্রকটিয়া দেবশিরোমণি।
কে কিরূপে বিভা কৈল কহ দেখি শুনি ॥
শুনিঞা রুক্মিণী দেবী দ্রুপদনন্দিনী।
কহিতে লাগিলা নিজ বিভার কাহিনী ॥১৪
শিশুপালে বিভা দিতে করিয়া মন্ত্রণা।
রাজগণ সাজি আইলা চতুরঙ্গ সেনা ॥১৫
ধনুতে টঙ্কার দিয়া বেড়ি চারিপাশে।
হেন সৈন্য বিচালিল আঁখির নিমিষে ॥১৬
লীলায় হরিঞা মোকে ভুক্ত অঙ্গে আনে।
সিংহ ভাগ হ'রে যেন ছাগগণ হনে ॥১৭
এমত বৎসল গুণময় শ্রীনিবাস।
চরণ অর্চ্চন মাত্র সবে মোর আশ ॥১৮
সত্যভামা বলে শুন দ্রুপদদুহিতা।
ভাইয়ের মরণ দেখি শত্রাজিত পিতা ॥১৯
মণিহেতু দিল বাপে কৃষ্ণে পরিবাদ।
জাম্ববান্ জিনি প্রভু আনে মণিরাজ ॥২০
বাপে বিভা দিল আনি অপবাধ ভয়ে।
দাস্যপদ মাজ্জিমাত্র ঐ দুই পায়ে ॥২১
জাম্ববতী বোলে দেবী কর অবধান।
পাতালে আছিল মোর পিতা জাম্ববান্ ॥২২
সাতাশি দিবস ধরি হৈল মহারণ।
তবে বাপে সাক্ষাতে জিনিল নারায়ণ ॥২৩
জানকীবল্লভ রাম জানিল সাক্ষাতে।
ভূমেতে পড়িয়া বাপে কৈল দণ্ডপাতে ॥২৪
মণি সহ আমা আনি কৈল সমর্পণ।
দাসী হৈয়া করি আমি মন্দির মার্জ্জন ॥২৫
কালিন্দী কি বোলে তবে শুনহ দ্রৌপদী।
এই বাঞ্ছা করি তপ করি নিরবধি ॥২৬
চরণ পরশ যদি হয় কোনকালে।
অর্জ্জুন পাঠাঞা হরি আনায়ে সত্বরে ॥২৭
তবে আমা পাণিগ্রহ করিলা শ্রীহরি।
দাসী হৈয়া আমি গৃহ মার্জ্জন করি ॥২৮
ভদ্রা বোলে প্রভু মোকে স্বয়ম্বর স্থলে।
নৃপগণে জিনিঞা আনিল একেশ্বরে ॥২৯
সিংহে ভাগ হরে যেন জম্বুকের মাঝে।
বীরগণ জিনিঞা আনিল দেবরাজে ॥৩০
এই বর মাগো সবে ও দুইচরণে।
চরণ পাথ লো যেন জনমে জনমে ॥ ৩১
সত্যা বোলে শুন দেবি মোর বিবরণ।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গ সাতবৃষ দিল দরশন ॥৩২
বীরবল পরীক্ষিতে বাপে আনি রাখে।
পলায় সকল বীর সাতবৃষ দেখি ॥৩৩
কৌতুকে চলিলা হরি এ বোল শুনিয়া।
একবারে সাতবৃষ ফেলিল বান্ধিয়া ॥৩৪
হেন অদভুত কর্ম্ম করে যদুরায়।
অজ শিশু বান্ধি যেন ছাওয়ালে ফেলায় ॥
তবে বাপে বিভা দিল কৌতুক মঙ্গলে।
পথে নৃপগণ জিনি আনিল মন্দিরে ॥৩৬
এই বর মাগো মুক্তি ও দুই চরণে।
দাস্যভাব রহে যেন জনমে জনমে ॥৩৭
মিত্রবিন্দা বলে মোর পিতা মাতমান্।
আপনে আনিঞা কৃষ্ণে কৈল কন্যাদান ॥
এক অক্ষৌহিণী সৈন্য করিয়া সাজন।
কন্যা সমর্পিয়া দিল বহুমূল্যধন ॥৩৯
কর্ম্মবশে যথা তথা না হয় জনম।
সবে মাত্র সেবি যেন ঐ দুই চরণ ॥৪০
লক্ষ্মণা কি বোলে বাণী শুন সাবধানে।
কহিব আমার কথা তোমা বিদ্যমানে ॥৪১
নারদাদি মুখে শুনি কৃষ্ণের মহিমা।
আমার হৃদয়ে আর না ছিল ভাবনা ॥৪২
শুনিল কমলাদেবী পাদ্ম হস্তে ধরি।
আপনে বরিল সব দেব পরিহরি ॥৪৩
ব্রহ্মাদি দেবে করেন সতত ধেয়ান।
সে কারণে চিত্তে আমি না ভাবিয়ে আন ॥

বৃষসেন পিতা মোর হৃদয় বুঝিয়া।
মৎস্যধ্বজ নিরমিল উপায় করিয়া ॥৪৫
তোমার জনক যেন অর্জ্জুনের তরে।
মৎস্য নিরমাণ যেন কৈল স্বয়ম্বরে ॥৪৬
আছে নাহি মৎস্য কেহ লক্ষিতে না পারে।
সবে মৎস্য দেখি মাত্র জলের ভিতরে ॥৪৭
এতেক বচন শুনি যতেক ক্ষিতিপাল।
অস্ত্রশস্ত্র ধরি গেল মৎস্য বিন্ধিবার ॥৪৮
সবলবাহনে সৈন্য করিয়া সাজন।
পৃথিবী পূরিয়া সব আইল নৃপগণ ॥৪৯
পূজিয়া নৃপতিগণ করিয়া বিনয়।
যার যেন যোগ্য পূজা পিতা মহাশয় ॥৫০
থরতর শর জোড়ি দিব্যাশরাসনে।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ ছাড়ে বীরগণে ॥৫১
গুণ চড়াইতে কেহো প'ড়ল আছাড়ে।
কেহ নিজ শরাঘাতে প্রাণ ছাড়ি পড়ে ॥৫২
কেহ গুণ চড়াইল অনেক যতনে।
ভীম দুর্য্যোধন কর্ণ আদি বীরগণে ॥৫৩
জলে মৎস্য দেখি কেহ বিন্ধল আকাশে।
অর্জ্জুনের শরমাত্র কিঞ্চিৎ পরশে ॥৫৪
এইরূপে নৃপগণ ভগ্নদর্প হৈয়া।
কেহ মৈল পলাইল অপমান পাঞা ॥৫৫
এ বোল শুনিয়া হরি পুরুষকেশরী।
ধনুকে টঙ্কার দিল লীলা করে করি ॥৫৬
সঙ্গত দেখিয়া জলে ছাড়ে তীক্ষ্ণবাণ।
আকাশে কাটিয়া মৎস্য কৈল দুইখান ॥৫৭
দুইপ্রহর বেলি হৈল অভিজিৎক্ষণে।
কাটা গেল যদি মৎস্য গোবিন্দের বাণে ॥৫৮
আকাশমণ্ডলে বাজে দুন্দুভি বাজন।
জয় জয় শব্দ হৈল পুষ্প বরিষণ ॥৫৯
তবে স্বয়ম্বরে মুনি কৈলা পরবেশ।
বিগলিত মল্লীমালা বিলুলিতকেশ ॥৬০
রতননূপুর মণি ভূষিত সিঞ্চিত।
উজ্জ্বল কনকমালা কবরী বিলসিত ॥৬১
কটিতটে পীতপট্ট পরাই ভূষণ।
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতহাস মুদিত বদন ॥৬২
হেন দিব্য বেশ মুঞি কৈল পরবেশ।
কুণ্ডল কুণ্ডলাবলম্বিত গণ্ডদেশ ॥৬৩
ভ্রূভঙ্গে নিরখিয়া নৃপতিমণ্ডল।
ধীরে ধীরে গেলো মুঞি প্রভুর গোচর ॥৬৪
রত্নমালা তুলিয়া প্রভুর দিল গলে।
দুন্দুভি বাজন হৈল আকাশমণ্ডলে ॥৬৫
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন কোলাহল।
নর্ত্তক নর্ত্তকী নাচে গীত-মনোহর ॥৬৬
এইরূপে মুঞি যদি বরিল শ্রীহরি।
উঠিল নৃপতিগণ সহিতে না পারি ॥৬৭
তবে কৃষ্ণ মোকে নিঞা তোলে নিজ রথে।
তুলিয়া শারঙ্গধনু লৈল প্রভু হাথে ॥৬৮
চতুর্ভুজ হৈঞা মোকে দুই হাথে ধরি।
দুইহাথ দিয়া শর বরিষণ করি ॥৬৯
খেদায়া যে নৃপগণ চলে যদুরায়।
সিংহ দরশনে যেন হরিণী পলায় ॥৭০
সাজিয়া বেড়িল পথে কোন বীরগণে।
কুকুরে কেশরী যেন বেঢ়ে অকারণে ॥৭১
শারঙ্গে যুড়িয়া কৈল বাণ বরিষণ।
লীলায় সকল সৈন্য কৈল নিপাতন ॥৭২
হাতপা কাটা গেল কার নাক কাণ।
রণেতে তেজি গেল কেহ রাখিয়া পরাণ ॥
রিপুসৈন্য নিবারিয়া প্রভু হৃষীকেশ।
দ্বারক মণ্ডলে তবে কৈলা পরবেশ ॥৭৪
বিতান-তোরণ জাল ছত্রধ্বজ বীণা।
বিচিত্র নির্ম্মাণ পুরী বিবিধভূষণা ॥৭৫
দ্বারকা প্রবেশ কৈল ত্রিভুবন রায়।
পিতা মোর ভক্তিভাবে পূজিয়া পাঠায় ॥৭৬
মহামূল্য ধন দিল দিব্য অলঙ্কার।
আসনভূষণ শয্যা নানা উপহার ॥৭৭
দাসীগণ দিল দিব্য ভূষণে ভূষিয়া।
রথ গজ ঘোড়া দিল রতনে নির্ম্মিয়া ॥৭৮
অস্ত্রশস্ত্র দিল নানা মহামূল্য ধন।
ভক্তিভাবে কৈল পিতা কৃষ্ণ আরাধন ॥৭৯
দিন পরিপূর্ণ হরি নিত্য সুখানন্দ।
কহিতে প্রভুর গুণ কেবা পায় অন্ত ॥৮০
এই বর মাগ সবে জন্ম জন্মান্তরে।
গৃহদাসী হৈয়া যেন থাক নিরন্তরে ॥৮১
তবে বোলসহস্রদেবী কি বোলে বচন।
অনন্তে দ্রৌপদী দেবী কহি বিবরণ ॥৮২

আছিল নরক রাজা জিনিঞা সংসার।
আমা সভা হরিয়া আনিল দুরাচার ॥৮৩
ষোল সহস্র আমি সব রাজকন্যা।
সুশীল গুণবতী সর্ব্বলোক ধন্যা ॥৮৪
নরক বধিয়া হরি নিজপুরে আনি।
ষোল সহস্র বিভা কৈল প্রভু চক্রপাণি ॥৮৫
স্বর্গভোগ রাজ্যপদ অশেষ সম্পদ্।
ব্রহ্মপদ না মাঙ্গিব কিবা বিষ্ণুপদ ॥৮৬
সবে এই চরণপঙ্কজরজ আশা।
ভকতবৎসল প্রভু ভকতি ভরসা ॥৮৭

৮৩অধ্যায় সমাপ্ত।

এতেক বচন শুনি দ্রুপদনন্দিনী।
কুন্তি আদি আর যত রাজার রমণী ॥১
গোপীগণ আর যত কুলের বাসরি।
বিস্ময় ভাবিয়া রহে কৃষ্ণ মন ধরি ॥২
এইরূপে নারীগণে নারীগণে মেলি।
পুরুষে পুরুষে কথা হাস্যরস করি ॥৩
হেনকালে মুনিগণ ভুবনপাবন।
কৃষ্ণ দরশনহেতু কৈল আগমন ॥৪
বেদব্যাস নারদ চ্যবন যোগেশ্বর।
বিশ্বামিত্র শতানন্দ অসিত দেবল ॥৫
বামদেব ভরদ্বাজ ভৃগুপতি শ্রীরাম।
বশিষ্ঠ গৌতম ভৃগু যাজ্ঞবল্ক নাম ॥৬
পুলস্ত কশ্যপ অত্রি মুনি বৃহস্পতি।
মার্কণ্ডেয় আদি মহাদ্বিজ ত্রিতি ॥৭
অগস্ত্য অঙ্গিরা মুনি সনকাদি করি।
কৃষ্ণ দেখিবারে গেল মুনিগণে মেলি ॥৮
দেখিয়া সংভ্রমে লোক উঠিল সকল।
যুধিষ্ঠির আদি যত নৃপতিশেখর ॥৯
রামকৃষ্ণ বসুদেব উঠিলা সত্বরে।
দণ্ড পরণাম কৈল চরণযুগলে ॥১০
পাদ্যঅর্ঘ দিয়া দিল গন্ধচন্দন।
ধূপ দীপ দিয়া কৈল প্রদীপ বন্দন ॥১১
আসনে বসাইয়া হরি পূজল বিধানে।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় বচনে ॥১২
আমি সব ধন্য হৈল সফল জনম।
মহাযোগেশ্বর সভে হৈল দরশন ॥১৩
সাধুজন দরশন দেবের দুর্লভ।
ভাগ্যে আজি ঘটে হেন অখিল সম্পদ ॥১৪
অল্পতপ আমি সব অল্পবুদ্ধি ধরি।
স্বভাবে মানুষজাতি অল্প অধিকারী ॥১৫
প্রতিমাতে দেববুদ্ধি নাহি সাধুজনে।
মতি হেন আমি সব সাধু অবজ্ঞানে ॥১৬
জলময় তীর্থদেব ধাতু শিলাময়।
এ সবে পবিত্র করে কিন্তু শীঘ্র নয় ॥১৭
দরশনে মাত্র করে সাধুজনে ত্রাণ।
দেবতীর্থ ফল নহে মহান্ত সমান ॥১৮

তথাহি—

গঙ্গা পাপং শশি তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সত্ত্বঃসাধুসমাগমে ॥
ভবভিধা ভাগবতা তীর্থভূতা স্বয়ংপ্রভো।
তীর্থং কুর্ব্বন্তি তীর্থানি শাস্তস্তেনগদাভৃতা ॥
সাধু মোর আত্মা মুঞি সাধুক জিউ।
সাধু মোর এঙ বয়স জেও বরাম ঘাও ॥
অগ্নিসূর্য্য শশধর আকাশ পবন।
জল ভূমি বাক্য মন গৃহ বৃক্ষগণ ॥২২
এ সব সেবিলে নহে দুরিত সঙ্কয়।
কিন্তু ভেদবুদ্ধ করি করে পাপক্ষয় ॥২৩
তিলেক মহান্তসেবা যদি মাত্র করে।
অশেষ দুরিত দুঃখ সেইক্ষণে হরে ॥২৪
যার আত্ম বুদ্ধি হয় মৃত কলেবরে।
বাত পিত্ত শ্লেষ্মা তিন ধাতু মাত্র ধরে ॥২৫
পুত্র মিত্র কলত্র আপন করি মনে।
সকলে প্রাতমা দেব এই সবে জানে ॥২৬
জলমাত্র তীর্থবুদ্ধি নাহি সাধুজনে।
এ সব গোখর কিবা গদ্দভ সমানে ॥২৭
কৃষ্ণের বচন শুনি মহামুনিগণ।
নিঃশব্দ হৈয়া রহে বুদ্ধি হৈলে ভ্রম ॥২৮
চিত্তে বিমরিষ করি কহে মুনিগণে।
হেন অদভুত নহে দেখি ত্রিভুবনে ॥২৯
ত্রিজগত গুরু হরি দেব শিরোমণি।
লোক বুঝাইতে হার বোলে হেন বাণী ॥৩০
আমি সব বিমোহিত যার মায়াজালে।
মহাযোগেশ্বর হৈয়া ভ্রমায় সংসারে ॥৩১

আপনা আসাদে প্রভু নর-লীলা ক'র।
তার মায়া ত্রিভুবনে কে বুঝিতে পার ॥৩২
আপনে আপনা সৃজে করয়ে সংহার।
আপনে পালন হরি করে আপনার ॥৩৩
এক হরি বহুরূপ ধরে নানা নাম।
সর্ব্বজীবে বসে হরি সর্ব্বত্র সমান ॥৩৪
মাটির নির্ম্মিত ঘট নানা পরকার।
ঘট পট সত্য নহে মাটী মাত্র সার ॥৩৫
লোকবিড়ম্বন হেতু লোকলীলা করে।
কপট মানুষ মায়া কে বুঝিতে পারে ॥৩৬
সম্প্রতি ভকতজন প্রতিকার হেতু।
অপার সংসার-সিন্ধু-পরিত্রাণ-সেতু ॥৩৭
পুরুষপরাণ তুমি নরলীলা কর।
বেদপথ রক্ষাহেতু দ্বিজভক্তি কর ॥৩৮
তোমার দয়ায় বেদ উপযোগময়।
বেদমুখে শুভাশুভ এ সব নির্ণয় ॥৩৯
হেন বেদ ব্রাহ্মণের মুখে উতপতি।
তেকারণে কর তুমি ব্রাহ্মণ ভকতি ॥৪০
সফল জনম আজি সফল জীবন।
সফল সমাধিযোগ সফল নয়ন ॥৪১
কুলশীল আজি সে সকল তপজ্ঞান।
সর্ব্বসিদ্ধ হৈল আজি পরিপূর্ণকাম ॥৪২
নমোনমো গোবিন্দ মাধব দামোদর।
নমোনমো দেবদেব কৃষ্ণ যোগেশ্বর ॥৪৩
আপন মায়ায় তুমি আচ্ছন্ন আপনা।
নিগমনে গূঢ় তুমি অপার মহিমা ॥৪৪
এ সব নৃপাতগণে তোমা নাহি জানে।
অন্যের আছুক কাজ এই যদুগণে ॥৪৫
একত্র বসতি বাস শয়নভোজন।
তভু তত্ত্ব না জানিল যত বৃষ্ণিগণ ॥৪৬
হেনমায়া কর তুমি প্রকৃতির পর।
তোমার মায়ায় নাথ বঞ্চিত সকল ॥৪৭
আজি চরণারবিন্দ ভেল দরশন।
যোগিগণ-চিত্তগণ অঘাবদারণ ॥৪৮
সর্ব্বতীর্থ সনকাদি কুমার সনন্দ।
বিনিহিত ভকতচবিত দুঃখবন্ধ ॥৪৯
জ্ঞানময় প্রভু তুমি জ্ঞানে সব দেখ।
তোমার ভকত করি আমা সভা রাখ ॥৫০

এতেক বচন বলি মহামুনিগণ।
স্তুতভক্তি প্রণাম করিয়া নারায়ণে ॥৫১
যুধিষ্ঠির আদি সম্ভাষিয়া জনেজন।
চলিতে উদ্যম কৈল মহামুনিগণ ॥৫২
তা দেখিয়া বসুদেব মহামনিস্মান্।
মুনিগণ চরণে করিয়া পরণাম ॥৫৩
করজোড় করি বোলে বিনয় বচনে।
নমোনমো মুনিগণ করো নিবেদনে ॥৫৪
কর্ম্ম হৈতে কর্ম্মনাশ কোনমতে হয়।
হেন উপদেশ মোকে দেহ মহাশয় ॥৫৫
বসুদেব বচন শুনিঞা মুনিগণে।
ভুরুভঙ্গে নিরখিয়া হাসে মনে মনে ॥৫৬
নারদে কহিল তবে এ কোন বিস্ময়।
ভাল জিজ্ঞাসিলে বসুদেব মহাশয় ॥৫৭
পুত্রবুদ্ধি বসুদেব করে নারায়ণে।
তেকারণে জিজ্ঞাসিল আমা সভাস্থানে ॥৫৮
নিকটে থাকিলে লোকে করে অনাদর।
দূরতীর্থে যায় যেন তেজ গঙ্গাজল ॥৫৯
উৎপাত্ত প্রলয় যার তার নহে ধ্বংস।
নির্গুণ পরমানন্দ নিত্য পরহংস ॥৬০
হেন প্রভু ধরে নবকলেবর লীলা।
মায়ায় মানুষবেশে করে নানা খেলা ॥৬১
বসুদেব দেবকী হার বুঝি অনুভাব।
আমি সব হৈয়া পার না বুঝিল ভাব ॥৬২
এতেক বচন বলি সব মহামুনি।
বসুদেব সম্ভাষিয়া বোলে কোন বাণী ॥৬৩
ভাল বসুদেব তুমি মনে কৈলা সার।
কর্ম্ম হৈতে কর্ম্মবন্ধ খণ্ডবে তোমার ॥৬৪
যজ্ঞদান করি কৃষ্ণ কর আরাধন।
সব কর্ম্ম ক'র দেবে কর সমর্পণ ॥৬৫
বিনে কর্ম্ম কৈলে নাহি চিত্তের সন্তোষ।
বিনে কৃষ্ণ সমর্পণে না হয় নির্দ্দোষ ॥৬৬
এই সে উত্তম পথ গৃহস্থের কর্ম্ম।
শুদ্ধযুত হৈয়া কর যজ্ঞদান কর্ম্ম ॥৬৭
ন্যায় উপার্জ্জিত বিত্ত করি সমর্পণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ ॥৬৮
যজ্ঞদান করি বিত্ত আশা দূর কর।
গৃহবাসে পুত্রদার আশা পরিহরি ॥৬৯

ভোগে পরিহরি স্বর্গসুখভোগ আশ।
বুধজনে এইরূপে করে কর্ম্মনাশ ॥৭০
জনকাদি মহাজন আছিল সংসারে।
কত কত যজ্ঞদান কৈল ক্ষিতিতলে ॥৭১
পাছে কর্ম্ম করি তারা গেলা তপোবনে।
বসুদেব ভাল তুমি ভক্তি কৈলা মনে ॥৭২
তিনঋণ লৈয়া হয় বিপ্রের জনম।
বেদঋণ ঋষিঋণ পিতৃঋণ এ তিন বন্ধন ॥৭৩
যজ্ঞ করি দেবঋণ শুধিব ব্রাহ্মণে।
বেদপাঠে ঋষিঋণ করিব খণ্ডনে ॥৭৪
পুত্র জনমিয়া শুধি পিতৃগণ ধার।
নহে তিনঋণে বিপ্রে না পায় নিস্তার ॥৭৫
তুমি তার দুইঋণ পূরবে সাধিলে।
ঋষিঋণে পিতৃঋণে পরিত্রাণ পাইলে ॥৭৬
দেবঋণ শুধ তুমি মহাযজ্ঞ করি।
তবে বসুদেব তুমি হেলে যাবে তরি ॥৭৭
ধন্য তুমি বসুদেব সফল জীবন;
জগত ঈশ্বর পুত্র হৈলা নারায়ণ ॥৭৮
মুনিগণ বচন শুনিয়া মহাশয়।
বসুদেব আনন্দিত প্রসন্ন হৃদয় ॥৭৯
মুনিগণ চরণেতে করিয়া প্রণতি।
বিনয় ভকতি করি পূজি মহামতি ॥৮০
বিধি অনুসারে কৈল ব্রাহ্মণ বরণ।
মহাধন ধেনু দিল বসনভূষণ ॥৮১
তবে যজ্ঞ অনুবন্ধ করি শুভক্ষণে।
যজ্ঞ করে মুনিগণ উত্তম বিধানে ॥৮২
যজয়ে ব্রাহ্মণগণ বিধি অনুসারে।
যজ্ঞ করে বসুদেব আনন্দ মঙ্গলে ॥৮৩
নরনারী বিরাজিত বসনভূষণে।
বিবিধ কুসুমমালা গন্ধ সচন্দনে ॥৮৪
রাজগণ হেমমণি ভূষণে ভূষিত।
কস্তুরিকুঙ্কুম গন্ধচন্দনে চর্চ্চিত ॥৮৫
রাজমহার্ষিগণ মুদিত নয়ন।
দিব্যমণি অলঙ্কৃত বসন ভূষণ ॥৮৬
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ বাজন মঙ্গলে।
নর্ত্তকে নর্ত্তকীগণ নৃত্য মনোহরে ॥৮৭
সুতমাগধে স্তুতি করে অতি সুললিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় সুমধুর গীত ॥৮৮
তবে বসুদেব মহা অভিষেক করি।
নয়নে অঞ্জন পীত পরিধান পরি ॥৮৯
অঙ্গে পরে হেমমণি দিব্য অলঙ্কার।
করয়ে রমণীগণ মঙ্গল আচার ॥৯০
সাত দশ পত্নীমাঝে শোভে মহাশয়।
তারকামণ্ডলে যেন চাঁদের উদয় ॥৯১
ঙইকুল বলয় পাশুলি নূপুর।
অলঙ্কৃত নরনারী মঙ্গল প্রচুর ॥৯২
পীতবাস বিরাজিত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞ ঘরে বিরাজিত দীপ্ত হুতাশন ॥৯৩
রামকৃষ্ণ দুই ভাই নিজ জন সঙ্গে।
বিহরে জীবানন্দ নানারস রঙ্গে ॥৯৪
যজ্ঞপূর্ণ কৈল যাদ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
পূর্ণ দিল বসুদেব হরষিত মন ॥৯৫
বিবিধ দক্ষিণা দিয়া পূজিলা ব্রাহ্মণ।
গো ভূমি কাঞ্চন কন্যা দিল মহাধন ॥৯৬
অভিষেক স্নান কৈল যজ্ঞশেষ জলে।
রামকৃষ্ণে স্নান করি বিধি অনুসারে ॥৯৭
মুনিগণে দিল বস্ত্র নানা অলঙ্কার।
সর্ব্বলোক পূজা কৈল পতিত চণ্ডাল ॥৯৮
কুক্কুর পর্য্যন্ত পূজা কৈল অন্ন পানে।
সর্ব্বলোক পূজা কৈল বিবিধ ভূষণে ॥৯৯
বিদর্ভ কোশল কুরু কেকয় সৃঞ্জয়।
পাঠায় সকল লোক করি সবিনয় ॥১০০
দেবমণি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব চারণ।
যজ্ঞ প্রশংসিয়া গেলা আপন ভবন ॥১০১
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী।
কর্ণ দুর্য্যোধন আদি যত পুরনারী ॥১০২
যুধিষ্ঠির আদি করি পঞ্চ সহোদর।
কুন্তী আদি আর যত পুরনারী নর ॥১০৩
আপনে নারদ ব্যাস আদি মুনিগণ।
জ্ঞাতিবন্ধু বান্ধব সুহৃদে পরিজন ॥১০৪
এ সভে চলিলা যজ্ঞ করিয়া প্রশংসা।
প্রেম আলিঙ্গন দিয়া করিয়া সম্ভাষা ॥১০৫
কিন্তু নন্দ আদি যত গোপগোপীগণ।
পুজিয়া রাখিল পূর্ব্ব পিরীতি কারণ ॥১০৬
বসুদেব মহামতি পরম উদার।
যজ্ঞ করি হৈল কর্ম্মসাগরের পার ॥১০৭

বন্ধুগণ সহ গেলা নন্দ সন্নিধানে।
করে ধরি বোলে কিছু বিনয় বচনে ॥১০৮
শুন শুন ভাই নন্দ ঈশ্বর নির্ম্মিত।
স্নেহ পাশে সব লোক আছে নিয়োজিত ॥
আছুক অন্যের কাজ মহামুনিগণে
স্নেহ দড়ি ছিন্দিতে না পারে কোন জনে ॥
তুমি যত কৈল ভাই পূর্ব্বে মিতালী।
ত্রিভুবন দিলে তাহা শোধিতে না পারি ॥১১১
পূর্ব্বে না ছিল আমি কুশল কল্যাণে।
সম্ভাষিতে তোমা না পারিল সেকারণে ॥১১২
সম্প্রতি শ্রীমদে অন্ধ এ দুই নয়ন।
তেকারণে নাহি কার বান্ধবদর্শন ॥১১৩
এ ধন সম্পদ যেন হয় সাধুজনে।
শ্রীমদে মত্ত হৈয়া না দেখে নয়নে ॥১১৪
গুরু দ্বিজ নিজ জন নয়নে না চায়।
কভু যেন শ্রীমদ মহাজনে নাহি পায় ॥১১৫
এ বোল বলিতে বসুদেব মহাশয়।
প্রেম পুলকিত অঙ্গ শিথিল হৃদয় ॥১১৬
সোঙরি পূর্ব্বব গুণ কাঁদে উচ্চস্বরে।
অন্যান্যে মিলিল দোঁহে প্রেম সিন্ধুজলে ॥১১৭
এইরূপে রহে নন্দ কৃষ্ণপ্রেম ধরি।
তিন মাস গোয়াইল আজি কালি করি ॥১১৮
রামকৃষ্ণ বসুদেবে করিয়া আশ্বাস।
আজিকালি করিয়া রাখিল তিনমাস ॥১১৯
বহুমূল্য ধন দিল বসন ভূষণ।
দিব্য পরিচ্ছদ দিল দিব্য আভরণ ॥১২০
বহুবিধ ভেট দিল শকট পূরিয়া।
আগুবাড়া থুইল নন্দ বিনয় করিয়া ॥১২১
মন নিয়োজিয়া কৃষ্ণচরণকমলে।
গোপ গোপী লৈয়া নন্দ চলিল গোকুলে ॥
বরিষা সময়ে আসি দিল দরশন।
বসুদেব আদি যত যদুবৃষ্ণিগণ ॥১২৩
চলিলা দ্বারকাপুরে রামকৃষ্ণ লৈয়া।
কহিল সকল কথা নিজ পুরে গিয়া ॥১২৪
তীর্থযাত্রা বন্ধুগণ দরশন কথা।
যজ্ঞ মহোৎসব রামকৃষ্ণ গুণগাথা ॥১২৫
কহিল সকল কথা সর্ব্ব পুরজনে।
আনন্দিত হৈয়া লোক অদ্ভুত শ্রবণে ॥১২৬
ভাগবত আচার্য্য মধুসূদন বাণী।
তীর্থযাত্রা পুণ্যকথা প্রেমতরঙ্গিণী ॥১২৭

৮৪ অধ্যায় সমাপ্ত।

শুক মুনি বোলে রাজা শুন সাবধানে।
আর এক অদ্ভুত কহিব এমনে ॥১
একদিন রামকৃষ্ণ দুই সহোদর।
প্রণাম করিতে গেলা বাপের গোচর ॥২
প্রণাম করিয়া বাপ মায়ের চরণে।
কর জোড়ি দুই ভাই রহে বিদ্যমানে ॥৩
রামকৃষ্ণ-তত্ত্বকথা মুনিমুখে শুনি।
পুত্র দেখি বসুদেব বলে কোন বাণী ॥৪
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগেশ্বর সনাতন।
হে রাম ধরণীধর সহস্রবদন ॥৫
তুমি কর্ত্তা তুমি কর্ম্ম তুমি সম্প্রদান।
তুমি হেতু সর্ব্বাধার তুমি অপাদান ॥৬
দেখি শুনি যত কিছু তুমি সর্ব্বময়।
তোমা বিনু বিশ্বনাথ আর কিছু নয় ॥৭
আপনে প্রবেশ করি আপন হে থাক।

* * *

করণ কারণ তুমি কারণ শকতি
তোমা বিনে সব যত নাহি কারো গতি ॥৯
তুমি সে সূর্য্যের তেজ আগুনের প্রভা।
তুমি সে চন্দ্রের গতি নক্ষত্রের আভা ॥১০
পৃথিবীর দেশা দিশা তুমি গন্ধগুণ।
জলের তর্পণ শক্তি তুমি সে বরুণ ॥১১
পবনের গতিশক্তি তুমি তেজবল।
দশদিক্ অবকাশ আকাশ মণ্ডল ॥১২
তুমি নদ তুমি স্বর্গ তুমি সে শঙ্কর।
আকৃতি প্রকৃতি তুমি জীবের আধার ॥১৩
সকল ইন্দ্রিয় তুমি ইন্দ্রিয় শকতি।
তুমি জ্ঞান তুমি বুদ্ধি তুমি জীবস্মৃতি ॥১৪
তুমি দেব প্রকৃতি ত্রিবিধ অহঙ্কার।
অসত্য এ সব যত তুমি মাত্র সার ॥১৫
সত্ত্বরজ তুমি তম ত্রিগুণ জড়িত।
তোমার মায়ায় নাশ সকল কল্পিত ॥১৬
তুমি সত্য মাত্র প্রভু এ সব বিকার।
তোমা বিনে যত দেখি অসত্য সংসার ॥১৭

এই তত্ত্ব না জানিঞা এ লোক বঞ্চিত।
গতাগত দুঃখভোগ করে সুসঞ্চিত ॥১৮
দুর্লভ মানুষে জন্ম পাঞা ভাগ্যবাস।
আমি মোর বলিয়া মরয়ে গৃহবাস ॥১৯

তথাহি—

স্নেহ পাশে বদ্ধ হৈয়া পায়্যা সুতদার।
আপনে বঞ্চিত হয়ে না থুলে সংসার ॥২০
তুমি দুই পুত্র নহে পুরুষ প্রধান।
তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ নিত্য ভগবান্ ॥২১
পৃথিবীর হরিতে ভার হৈলে অবতার।
মানুষ লীলায় করি বিচিত্র বিহার ॥২২
তোমার পদারবিন্দে লইনু শরণ।
প্রপন্ন জনের ভবদুঃখবিমোচন ॥২৩
তোমাতে মানুষবুদ্ধি অসভ্য গেয়ান।
আমিত বঞ্চিত হৈল অসত্য ধেয়ান ॥২৪
সূতিকাঘরে তুমি নাথ কহিলে সকল।
যুগে যুগে ধর তুমি দিব্য কলেবর ॥২৫
নিজধর্ম রক্ষা কর নিজমূর্ত্তি ধরি।
তোমার মায়ায় তাহো রহিলা পাসরি ॥২৬
বাপের বচন শুনি প্রভু নারায়ণে।
কহিতে লাগিল প্রভু বিনয় বিধানে ॥২৭
তুমি যে কহিল বাপ সে নহে অন্যথা।
পুত্রে উদ্দেশিয়া তুমি কত তত্ত্বকথা ॥২৮
আমি তুমি এসব দ্বারকাবাসিগণ।
বিচারিয়া বুঝি যদি সবনারায়ণ ॥২৯
নির্লেপ নির্গুণ আত্মা প্রকাশ স্বরূপ।
এক আত্মা নানা ভেদে দেখে অনুরূপ ॥৩০
যেন জ্যোতি ভূমি জল পবন আকাশ।
নানা ভেদে দেখি যেন নানা পরকাশ ॥৩১
এতেক বচন যবে বুলিল শ্রীহরি।
তবে বসুদেব রহে চিত্ত স্থির করি ॥৩২
দেবকী আসিয়া তবে পুত্র সন্নিধানে।
পুত্রের মহিমা শুনি কহে বিদ্যমানে ॥৩৩
যম ঘরে হৈতে দিল শ্রীগুরু আনি।
পুত্রের প্রভাব দেখি কি বোলে জননী ॥৩৪
কান্দিতে লাগিল দেবী পুত্র সোঙরে।
কান্দিতে কান্দিতে বোলে অধর নয়নে ॥৩৫
রাম রাম কৃষ্ণ যোগেশ্বর দামোদর।
অনাদি পুরুষ তুমি দেব দেবেশ্বর ॥৩৬
ধর্ম্মসংস্থাপনহেতু হৈলে অবতার।
পাষণ্ড খণ্ডন করি হরিয়ে ভূভার ॥৩৭
যার অংশ অংশে করি উৎপত্তি প্রলয়।
যার ইচ্ছামাত্র কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদয় ॥৩৮
গুরুপুত্র আনি দিলে গুরুর দক্ষিণা।
আমি বড় ব্যাকুলা ছয় পুত্রহীনা ॥৩৯
ছয় পুত্র কংস মোর কৈল নিপাতন।
আনিঞা দেখাও মোরে কমললোচন ॥৪০
এতেক বচন যবে বুলিল জননী।
সুতল প্রবেশ কৈল রাম চক্রপাণি ॥৪১
যোগ বলে প্রবিশিল সুতল বিবরে।
দুই ভাই উত্তরিলা বলির মন্দিরে ॥৪২
রামকৃষ্ণ নিকট দেখিয়া দৈত্যেশ্বর।
সভাসদে বলি রাজা উঠিল সত্বর ॥৪৩
সগণে চরণে হৈল দণ্ড পরণাম।
পুলকে পুরল তনু ভয়ে কম্পমান ॥৪৪
নয়নে গলয়ে নীর শিথিল অন্তর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি পূজিল সত্বর ॥৪৫
চরণ পাখালে বলি পুণ্য গন্ধ জলে।
পূজিয়া বসিয়া মুনি আসন উপরে ॥৪৬
সগণে সবংশে বলি শিরের উপর।
আব্রহ্ম পাবন পুণ্য ধরে পদজল ॥৪৭
মহাধন আভরণ বসন ভূষণে।
ধূপ দীপ দিয়া পূজে অমৃতভোজনে ॥৪৮
গন্ধ চন্দন দিব্য অঙ্গবিলেপন।
বিবিধ কুসুমমালা তাম্বূল অর্পণ ॥৪৯
চতুর্বিধ পরিবার অর্পিয়া চরণে।
হৃদয়ে ধরিয়া বলি করে নিবেদনে ॥৫০
নয়নে আনন্দ জল পুলকিত অঙ্গ।
আকুল হৃদয়ে গদগদ স্বরভঙ্গ ॥৫১
নমো নমো নারায়ণ কৃষ্ণ হৃষিকেশ।
নমো যোগময় যোগ নিধান যোগেশ ॥৫২
যোগীর দুর্লভ যার পদ দরশন।
হেন প্রভু মোর ভাগ্যে হৈল উপসন্ন ॥৫৩
দৈত্য জাত আমি সর্ব্ব তমোগুণ ধাব।
দেখিল পদারবিন্দ কোন পুণ্যকারি ॥৫৪

দৈত্য দানব সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
যক্ষ রক্ষ পিশাচ কামপ নিশাচর ॥৫৫
বৈর ভাব আমি সব ধরি নিরন্তর।
তথাপি না কর তুমি কভু নিজপর ॥৫৬
কেহো বৈরভাবে ভজে কেহো ভক্তি করি।
কেহো কামভাবে ভজে কাজ আশা ধরি॥
কিন্তু ক্রোধ অসুর যেরূপে তরি যায়।
সত্তাময় দেব হৈয়া সে গতি না পায় ॥৫৮
না বুঝে তোমার মায়া মহাযোগিগণে।
কি নাথ বুঝিব আমি কুযোনি জনমে ॥৫৯
প্রসীদ কমলাকান্ত অকিঞ্চন ধন।
জগত বন্দিতগণ বন্দিত চরণ ॥৬০
গৃহঅন্ধকূপ তেজি রহো তরুতলে।
অকিঞ্চন হৈয়া কিবা ভজো নিরন্তরে ॥৬১
ভকত সমাজে কিবা নিরবধি রহি।
তোমার নির্ম্মল যশ সবে যেন কহি ॥৬২
এই কৃপা কর নাথ যদি কর দয়া।
এ সব সম্পদ মোর হর দেবমায়া ॥৬৩
বলির বচন শুনি দেবকীনন্দন।
কহিতে লাগিল তবে পূর্ব্ব বিবরণ ॥৬৪
আছিল মরীচি মুনি ব্রহ্মার কুমার।
ঊর্ণা নামে এক ভার্য্যা আছিল তাহার ॥৬৫
ছয় পুত্র জনমিল আদি মন্বন্তরে।
ব্রহ্মা দেখিবারে গেলা ছয় সহোদরে ॥৬৬
দেখি ব্রহ্মা হৈয়া কন্যা বি—? লজ্জানে।
তা দেখিয়া উপহাস কৈল ছয় জনে ॥৬৭
ব্রহ্মশাপে হৈল তার অসুর জনম।
হিরণ্যকশিপু পুত্র হৈল ছয় জন ॥৬৮
যোগমায়া আনি দিল দেবকী উদরে।
কংসাসুরে মারিয়া ফেলিল বারে বারে ॥৬৯
সেই ছয় শিশু আছে নিকটে তোমার।
শোকেতে ব্যাকুল মাতা দেখিতে কুমার ॥
সে কারণে আমার এথাতে আগমন।
ছয় পুত্র নিব আমি দ্বারকা ভবন ॥৭১
এ ছয় পুত্র হৈব শাপ বিমোচন।
মায়ের করিতে চাহি শোক নিবারণ ॥৭২
ছয় পুত্রের হৈল বিপদ্ বিনাশ।
আমার প্রসাদে হৈব বিষ্ণুপদে বাস ॥৭৩

এতেক বচন বুলি দেব দামোদর।
ছয় পুত্র দিল নিয়া মায়ের গোচর ॥৭৪
দেখিয়া দেবকী দেবী দিল আলিঙ্গন।
মুখ নিরখিয়া করে বদন চুম্বন ॥৭৫
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ গলে পয়োধর।
স্তন পিয়াইল মাতা কম্পিত অন্তর ॥৭৬
মায়ায় মোহিতা হৈল কৃষ্ণের জননী।
কি বুঝিব বিষ্ণু যোগীন্দ্র মোহিনী ॥৭৭
কৃষ্ণ পান শেষ স্তন অমৃত সমান।
হৈল স্তন শিশুগণ হৈল সমাধান ॥৭৮
তত্ত্বজ্ঞান জনমিল কৃষ্ণ পরশনে।
প্রণাম করিল তবে কৃষ্ণের চরণে ॥৭৯
বসুদেব দেবকীর বন্দিল চরণ।
বলভদ্র পাদপদ্ম করিয়া বন্দন ॥৮০
বৈকুণ্ঠে চলিল তারা সর্ব্বলোক দেখি।
বিস্ময় মানিয়া লোক মনে হৈলা সুখী ॥৮১
দেখিয়া দেবকী দেবী ভাবিলা বিস্ময়।
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম যে করে কৃপায় ॥৮২
অশেষ চরিত হর জগত পবিত্র।
ভকত স্তবমু পুর মুকুন্দ চরিত্র ॥৮৩
ব্যাসপুত্র বিরচিত অমৃত স্তবন:
যেবা শুনে শুনায় যেবা করয়ে শ্রবণ ॥৮৪
কৃষ্ণে চিত্ত হয় তার বিষ্ণুপদে গতি।
ভজহ গোবিন্দ পদ পাইবে মুকতি ॥৮৫

৮৫ অধ্যায় সমাপ্ত

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল মুনির বচনে।
আর অদ্ভুত কথা পুছি এখনে ॥১
আছিল সুভদ্রা দেবী কৃষ্ণের ভগিনী।
কিরূপে অর্জ্জুন বিভা কৈল বল শুনি ॥২
পিতামহী আমার পরম রূপবতী।
কিরূপে অর্জ্জুন বিভা কৈল মহামতি ॥৩
মুনি বলে শুন রাজা কহি বিবরণ।
যখনে অর্জ্জুনে কৈল তীর্থপর্য্যটন ॥৪
পৃথিবী ভ্রমিয়া তেহো মিলিলা প্রভাসে।
লোকমুখে এই কথা শুনিলা বিশেষে ॥৫
কৃষ্ণের ভগিনী আছে সুভদ্রা সুন্দরী।
দুর্য্যোধনে বিভা দিব রাম অধিকারী ॥৬

শুনিয়া সন্তোষ হৈল অর্জ্জুনের মনে।
ধরিয়া সন্ন্যাসিবেশ চলিলা তখনে ॥৭
দ্বারকা মণ্ডলে গেলা করিয়া সন্ন্যাস।
চারিমাস রহিলা করিয়া তীর্থবাস ॥৮
পুরজনে পূজা করে দেখিয়া সন্ন্যাসী।
অন্নপানে পূজা করে যত গৃহবাসী ॥৯
না জানিঞা বলরাম করে তার পূজা।
ভক্তিভাবে পূজে তাকে দ্বারকার প্রজা ॥
একদিন বলভদ্রে দিয়া নিমন্ত্রণ।
ঘরে আনি ভিক্ষা দিয়া করান ভোজন ॥১১
মন্দিরে দেখিয়া কন্যা অর্জ্জুনে মোহিল।
কামে বিমোহিত চিত্ত চিন্তিতে লাগিল ॥১২
অর্জ্জুনে দেখিয়া কন্যা কামে বিমোহিতা।
কিঞ্চিত কুঞ্চিত ভুরুভঙ্গ সুলজ্জিতা ॥১৩
দুঁহে দুহা ধেয়ান করয়ে নিরন্তর।
দুহার হৃদয় কামশরে জর জর ॥১৪
দৈবযোগে তীর্থযাত্রা হৈল পুণ্যকালে।
রথে চড়ি গেলা কন্যা গড়ের বাহিরে ॥১৫
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পায়্যা অর্জ্জুন সুধীর।
রথে চড়ি বাহিরে চলিলা মহাবীর ॥১৬
হরিয়া তুলিলা কন্যা রথের উপরে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া চলে ধনুর্দ্ধরে ॥১৭
বীরগণে চারি পাশে বেড়িল সত্বরে।
খেদায়্যা সকল বীর যায় একেশ্বরে ॥১৮
সিংহ যেন মৃগগণে মাঝে হরে ভাগ।
কন্যা হরি যায় বীর অতুল প্রভাব ॥১৯
শুনিয়া ক্রোধল রাম দীপ্ত হুতাশন।
সান্ত্বিয়া রাখিল কৃষ্ণ ধরিয়া চরণ ॥২০
যৌতুক পাঠায়্যা দিল মহামূল্য ধন।
দিব্য পরিচ্ছদ রথ কুঞ্জর বাহন ॥২১
আর এক কথা কহি শুন পরীক্ষিত।
আছিল ব্রাহ্মণ এক উদার চরিত ॥২২
গৃহাশ্রমে বসি বিপ্র শ্রুতদেবনাম।
শান্ত দান্ত অলম্পট ভকতপ্রধান ॥২৩
মিথিলা নগরে বসি চেষ্টা পরিহরি।
যথালাভে তুষ্ট হৈয়া নিজ কর্ম করি ॥২৪
দেহমাত্র ধারণ ধনের প্রয়োজন।
অধিক না লয় বিপ্র তুষ্টিপরায়ণ ॥২৫
আছিল রাজ্যের রাজা বহুলাশ্ব নাম।
সেইরূপ গুণশীল ভকত প্রধান ॥২৬
অহঙ্কার বিবর্জ্জিত শুদ্ধ কলেবর।
কৃষ্ণকর্ম্মপরায়ণ কৃষ্ণপ্রিয়ঙ্কর ॥২৭
দুহারে করিব কৃপা প্রভু গুণনিধি।
ডাকিয়া আনিল প্রভু দারুক সারথি ॥২৮
শীঘ্র করি আন রথ করিয়া সাজন।
সারথি আনিয়া রথ দিল ততক্ষণ ॥২৯
নারদাদি মুনিগণ নিজরথে তুলি।
রথে চড়ি আপনেই চলিলা শ্রীহরি ॥৩০
রামদেব বেদব্যাস অত্রি বৃহস্পতি।
নারদ চ্যবন কণ্ব রাম মহামতি ॥৩১
মুনিগণ তুলি লয়া রথের উপরে।
আপনে চলিলা হরি মিথিলা নগরে ॥৩২
কুরু ধনু কঙ্ক মৎস্য পাঞ্চাল কোশল।
কুন্তি মধু আদি দেশ কেকয় জাঙ্গাল ॥৩৩
তরিয়া আনর্ত্ত দেশ মিথিলায় যায়।
পথে পথে আসিয়া সকল লোকে চায় ॥৩৪
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ।
ধন্য হৈল সব লোক সব পুরজন ॥৩৫
দেশে দেশে পূজে লোক দিয়া উপহার।
বিবিধ ভূষণ বাস বিবিধ সম্ভার ॥৩৬
উদার রুচির হাস সরোজ নয়ন।
বিলোল অলকাবলি মুদিত বদন ॥৩৭
হরষিত নরনারী শ্রীমুখ দেখিয়া।
সব লোক যায় হরি কৃতার্থ করিয়া ॥৩৮
দুরিত হরণ যশ সর্ব্বলোক গায়।
নিজ যশ শুনিতে কৌতুকে চলি যায় ॥৩৯
মিথিলা নগরে হরি উঠিলা শ্রীহরি।
আনন্দিত হৈলা লোক পুর নরনারী ॥৪০
পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া লোকে হৈল আগুয়ান।
ভূমিতে পড়িয়া কৈল দণ্ড পরণাম ॥৪১
শিরে কর ধরিয়া নাওয়ায় চারি পাশে।
শ্রীমুখ দেখিয়া লোক পূজিল হরিষে ॥৪২
শ্রুতদেব বহুলাশ্ব পাড়লা চরণে।
নিমন্ত্রণ কৈল দোহে আতিথ্য বিধানে ॥৪৩
প্রণতকঙ্কর করি শিরে ধরি কর।
দ্বিজগণ লৈয়া প্রভু আইস মোর ঘর ॥৪৪

বুঝিয়া তাঁহার চিত্ত দেবকীনন্দন।
চলিলা তাঁহার ঘরে লৈয়া মুনিগণ ॥৪৫
সঙ্গে লৈয়া মুনিগণ লইয়া কার।
দুই ঘরে গেলা হরি দুইরূপ ধরি ॥৪৬
দুহে না জানিল হরি গেলা দুই ঘরে।
মগন হইল চিত্ত আনন্দসাগরে ॥৪৭
আনিয়া জনক রাজা কনক আসনে।
বসাইয়া পূজিল হরি আনন্দিত মনে ॥৪৮
শিরের উপরে কর করিয়া নন্দন।
পুণ্যজল দিয়া দুই পাখালে চরণ ॥৪৯
বন্ধু বান্ধবে রাজা শিরে জল ধরে।
আনন্দে ছিটায়ে জল এ ঘর দুয়ারে ॥৫০
গন্ধমাল্য ধূপ দীপ বসন ভূষণে।
কৃষ্ণপাদ পূজে রাজা মধুর বচনে ॥৫১
দিব্য গন্ধ ভূষণ বসন ধূপদীপে।
মুনিগণের চরণ পূজিল একে একে ॥৫২
বুকের উপর ধরি কমলচরণ।
ধীরে ধীরে করে রাজা পাদসম্বাহন ॥৫৩
অঙ্গপুলকিত রাজা গদ গদ ভাষা।
কি বোলে নৃপতিসিংহ করিয়া সম্ভাষা ॥৫৪
সর্ব্বভূত আত্মা তুমি সাক্ষী স্বপ্রকাশ।
নরবেশ ধরি কর আনন্দ বিলাস ॥৫৫
নিরবধি পদযুগ করি সোঙরণ।
সে কারণে পাদপদ্ম হৈল দরশন ॥৫৬
সত্য করিবারে চাহ আপনার বাণী।
সে কারণে দরশন দিলে চক্রপাণি ॥৫৭
একান্ত ভকত বিনে সহস্র বদন।
শঙ্কর বিরিঞ্চি মোর নহে প্রিয়োত্তম ॥৫৮
সেরূপ কমলা দেবী নহে প্রিয়োত্তমা।
ভকতের সঙ্গে মোর বান্ধে নাহি সীমা ॥৫৯
একথা শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
কহিতে লাগিল তবে আপন বচন ॥৬০
সত্য করিবারে চাহ আপন বচন।
সে কারণে তুমি নাথ দিলে দরশন ॥৬১
কেন দয়ানিধি তুমি যে তোমারে বচনে।
যে জানে তোমাকে নাথ তেজিবে কেমনে ॥
শান্ত দান্ত অকিঞ্চন ভক্ত দেখিয়া।
বশ হইয়া থাক তুমি আপনারে দিয়া ॥৬২
যদুবংশে সম্প্রতি করিয়া অবতার।
দুরিত দহন যশ কর পরচার ॥৬৩
নমো নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান্।
বৈকুণ্ঠ নাথ হরি পুরুষ পুরাণ ॥৬৪
বহু দিন মোর ঘরে রহ কৃপা করি।
পদরজে মোর কুল পরিত্রাণ করি ॥৬৫
মুনিগণ সহে প্রভু রহ মোর ঘরে।
পবিত্র সকল কুল হৌক পদজলে ॥৬৬
ভূপের বচন শুনি ভকতবৎসল।
সগণে রহিলা হরি মিথিলা নগর ॥৬৭
শ্রুতদেবঘরে যদি গেলেন শ্রীহরি।
ভূমিতে পড়িয়া বিপ্র পরণাম করি ॥৬৮
বসন ঢুলায় বিপ্র নাচে বাহু তুলি।
চরণে লোটায় বিপ্র হরি হরি বুলি ॥৬৯
কুশের আসন বিপ্র আনিয়া ভেটায়।
তৃণ ছাল পাতি পাতে সগণে বসায় ॥৭০
কমণ্ডলু ভরিয়া ব্রাহ্মণী যোগ জল।
হরিষে পাখালে দ্বিজ চরণযুগল ॥৭১
সবন্ধু বান্ধবে বিপ্র পদজল ধরে।
আনন্দে ছিটায়ে জল এ ঘর দুয়ারে ॥৭২
বিরণার মূল জল সুগন্ধ মৃত্তিকা।
কমল তুলসীদল পদ্মের কর্ণিকা ॥৭৩
পুষ্পাঞ্জলি আনিবার করে সমর্পণ।
ভক্তিভাবে করে বিপ্র কৃষ্ণ আরাধন ॥৭৪
মনে মনে চিন্তে বিপ্র মুক্তিহি বঞ্চিত।
গৃহ-অন্ধকূপে মুঞি কেবল পতিত ॥৭৫
সর্ব্বতীর্থ পাদপদ্ম যার পদধূলি।
তার দরশন হয় কোন তপ করি ॥৭৬
মুনিগণ পদরজে তীর্থকোটি বসে।
এমন মুনির পাদ মোহর আবাসে ॥৭৭
কোন তপ করি মুঞি লাভিল সকলে।
তাহাত পাইল আমি প্রভু কৃপাবলে ॥৭৮
তবে শ্রুতদেব দ্বিজ সপুত্র বান্ধবে।
পাদসম্বাহন দ্বিজ করে ভক্তিভাবে ॥৭৯
চিত্তে সমাধানে কিছু করে নিবেদনে।
পরম পুরুষ তুমি অনাদি বিধানে ॥৮০
আজি দেখা দিলে তুমি এহি সত্য নহে।
যখনে সৃজিয়া তুমি প্রবেশিলা দেহে ॥৮১

এখন তোমার সহে হৈল দরশন।
মায়ায় মোহিত আমি না বুঝি কারণ ॥৮২
স্বপনে পুরুষ যেন নানা মূর্ত্তি হয়।
আপনা পাসরে জীব সেই মনে লয় ॥৮৪
তোমার মায়ায় সব লোক বিমোহিত।
তোমা পাশরিয়া লোক কেবল বঞ্চিত ॥৮৪
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণুস্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
শ্রবণ কীর্ত্তন পদ বন্দন অর্চ্চন।
যে জন সতত করে তোমার চিন্তন ॥৮৬
তার চিত্তে দেহ তুমি আপনা প্রকাশ।
সেইক্ষণে হয় তার অবিদ্যা বিনাশ ॥৮৭
হৃদয় ছাড়িয়া তুমি আছ অতি দূর।
যে জন সংসাররত কর্ম্মেতে ব্যাকুল ॥৮৮
নম নম চরণ পঙ্কজে নমস্কার।
প্রকৃতিপুরুষপর স্বতন্ত্র বিহার ॥৮৯
আজ্ঞা দেহ কোন কর্ম্ম করিব তোমার।
আজি সে খণ্ডিল মোর এ ঘোর সংসার ॥
যবে ত তোমার সহে না হয় দরশন।
তাবত জীবের থাকে এ ভববন্ধন ॥৯১
বিপ্রের বচন শুনি দেবশিরোমণি।
হাতে হাত ধরিয়া কি বোলে চক্রপাণি ॥৯২
শুন শুন দ্বিজবর কহিব বিশেষ।
কহিব তোমারে বিপ্র ধর্ম্ম উপদেশ ॥৯৩
অনুগ্রহ করিতে এ সব মুনিগণ।
তোমার মন্দিরে গিয়া হইল উপসন ॥৯৪
ভুবন পবিত্র করে দিয়া পদরেণু।
লোকপরিত্রাণ হেতু ধরে দ্বিজতনু ॥৯৫
পুণ্যতীর্থ পুণ্যক্ষেত্র দেব শিলাময়।
দরশনে পরশনে করে পাপক্ষয় ॥৯৬
এ সব পবিত্র করে কিন্তু চিরদিনে।
তিলেক পবিত্র করে সাধুদরশনে ॥৯৭

তথাহি—

গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥
সাধুদর্শনজং পুণ্যং স্পর্শনং পাপনাশনং।
চরণামৃতে সর্ব্বতীর্থানি প্রসাদেন মহৎফলম্

জনমিলে মাত্র শ্রেষ্ঠ বুলি দ্বিজকুলে।
কি বুলিব যদি বিদ্যা তপ তুষ্টি ধরে ॥১০০
চতুর্ভুজরূপ মোর নিজ কলেবর।
ব্রাহ্মণ চাহিতে তেন নহে প্রিয়তর ॥১০১
সর্ব্ববেদময় বিপ্র সর্ব্ব যে প্রধান।
সর্ব্বদেবময় আমি পুরুষ পুরাণ ॥১০২
সর্ব্বলোক গুরু বিপ্র সভার ঈশ্বর।
দ্বিজরূপে ধরে বিপ্র বিষ্ণু কলেবর ॥১০৩
না জানিয়া দুষ্টজনে অবজ্ঞান করে।
সকলে প্রতিমামাত্র দেববুদ্ধি ধরে ॥১০৪
ব্রাহ্মণপ্রসাদে আমি করি যে সৃজন।
ব্রাহ্মণপ্রসাদে করি প্রলয় পালন ॥১০৫
এ বোল বুঝিয়া তুমি পূজ মুনিগণ।
সেই সে আমার পূজা ভক্তি আরাধন ॥১০৬
কৃষ্ণের বচন বিপ্র শুনিয়া শ্রবণে।
মুনিগণ পূজা কৈলা বিবিধ বিধানে ॥১০৭
এইরূপে কথদিন রহি ভগবান্।
দুই ভকতের তরে কহে তত্ত্বজ্ঞান ॥১০৮
ব্রহ্মপরায়ণ বেদ ব্রহ্মমাত্র কহে।
ব্রহ্ম বিনা আর যত কিছু সত্য নহে ॥১০৯
এই উপদেশ করি লৈয়া মুনিগণ।
চলিলা দ্বারকাপুরে দেবকীনন্দন ॥১১০
ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥১১১

৮৬ অধ্যায় সমাপ্ত।

তবে পরীক্ষিত রাজা ভাবিয়া বিস্ময়।
বিনয়ে পুছিল কিছু বুঝিতে নির্ণয় ॥১
নির্গুণ নিষ্কল ব্রহ্ম প্রমাণ রহিত।
প্রকৃতি পুরুষবর উপাধি-বর্জ্জিত ॥২
আপনে সগুণ হয় নির্গুণের মর্ম্ম।
কিরূপে জানিব গুরু এত বড় ভ্রম ॥৩
মুনি বোলে ভাল রাজা কহিলে সর্ব্বথা।
যে তুমি জিজ্ঞাস কভু না হয় অন্যথা ॥৪
জীবের ইন্দ্রিয় প্রভু সৃজিল আপনে।
বুদ্ধি প্রাণ মন সৃজে জীবের কারণে ॥৫
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধিবার তরে।
জীবের কারণে প্রভু সৃষ্টি লীলা করে ॥৬

আপনে সগুণ বেদ প্রমাণ গোচর।
তথাপি নির্গুণ গুণ গায় নিরন্তর ॥৭
এই সর্ব্ব বেদবাণী ব্রহ্মপরায়ণ।
শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া ধরয়ে যেবা জন ॥৮
ব্রহ্মে পরবশ তার হয় ব্রহ্মময়।
কহিল তোমারে রাজা বেদের নির্ণয় ॥৯
পূর্ব্বে নারদ আর নরনারায়ণে।
দোঁহে এই কথা হৈল বদরী আশ্রমে ॥১০
পূর্ব্বে নারদে করি তীর্থ পর্য্যটন।
বদরিকাশ্রমে গেলা যথা নারায়ণ ॥১১
লোক পরিত্রাণ হেতু ভারতবরিষে।
আকল্প পর্য্যন্ত তপ করে মুনিবেশে ॥১২
নারদে দেখিল গিয়া বদরিকাশ্রমে।
চৌদিকে বেষ্টিত তীর্থবাসী মুনিগণে ॥১৩
এই কথা জিজ্ঞাসিল ব্রহ্মার নন্দন।
কহিতে লাগিলা তবে প্রভু নারায়ণ ॥১৪
জনালোক যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মসত্র নামে।
ব্রহ্মার মানস পুত্র যত মুনিগণ ॥১৫
শ্বেতদ্বীপে শ্বেতদ্বীপপতি দরশনে।
তুমি গিয়াছিলে নাথ আপনে তখনে ॥১৬
হেনকালে প্রশ্ন হৈল মুনির সমাজে।
বেদগুহ্য তত্ত্বকথা বুঝিবার কাজে ॥১৭
ছোট বড় নাহি তাথে সবাই সমান।
তুল্য তপ যোগাবল তুল্য তত্ত্বজ্ঞান ॥১৮
মন্ত্রণা করিয়া তবে যত মুনিগণ।
কহিবার তরে নিয়োজিলা একজন ॥১৯
মুনিগণ মেলি এই কৈলা নিবন্ধন।
সভাই শুনিব কথা কহিব সনন্দন ॥২০
শুনিয়া সনন্দন মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
কহিতে লাগিল কথা শুনে মুনিগণ ॥২১
সর্ব্বশক্তি লৈয়া সৃষ্টি করিলা সংহার।
অনন্ত শয়ানে হরি রহে চিরকাল ॥২২
প্রবোধ সময় বুঝি প্রবোধ বচনে।
স্তুতি করে শ্রুতিগণ পুণ্য যশোগানে ॥২৩
প্রভাত সময় যেন ভাটগণ মেলি।
নিদ্রায় জাগায় রাজা নানা স্তুতি করি ॥২৪
জয় জয় হে অজিত ছেদহ নিজ মায়া।
জীবের আনন্দ হরে গুণময় হৈয়া ॥২৫
সর্ব্ব শক্তিধর তুমি আনন্দ বিলাস।
তোমা হৈতে সর্ব্বজনের শক্তি পরকাশ ॥২৬
সর্ব্বৈশ্বর্য্য ধর তুমি সভার ঈশ্বর।
স্বতন্ত্র না হয় জীব নিজ কলেবর ॥২৭
যখন প্রকৃতি সঙ্গ বিহর আপনে।
তখন তোমার গুণ গায় শ্রুতিগণে ॥২৮
দেখি শুনি যত কিছু শ্রবণ নয়নে।
ব্রহ্ম করি মানে সব যত যোগিগণে ॥২৯
অন্তকালে ব্রহ্মমাত্র অবশেষ রয়।
যাহা হৈতে জগতের উৎপত্তি প্রলয় ॥৩০
তথাপি নির্গুণ ব্রহ্ম বিকারবর্জ্জিত।
ব্রহ্ম অধিষ্ঠানমাত্রে ব্রহ্মাণ্ড উদিত ॥৩১
মাটীর নির্ম্মিত পাত্র নানা পরকার।
ভাঙ্গেচুরে হৈয়ে যায় মাটীমাত্র সার ॥৩২
যেই মাটী সেই মাটী না টুটে না বাড়ে।
এইরূপে নিত্য ব্রহ্ম না হয় না মরে ॥৩৩
এই কারণে প্রভু বেদমন্ত্রগণে।
তোমার চরণ ভজে কায়বাক্য মনে ॥৩৪
যদি বল শ্রুতিগণ নানা দেব ভজে।
শশী সূর্য্য পুরন্দর প্রজাপতি পূজে ॥৩৫
বহুমুখে শ্রুতিগণ নানা মূর্ত্তিভেদে।
সর্ব্বময় প্রভু তুমি সর্ব্বভাবে বেদে ॥৩৬
যথা তথা করি যদি পাদ আরোপণ।
গাছ পাথর কিবা গিরি আরোহণ ॥৩৭
তবু তুমি বিনে নাথ না বুলিব আন।
এইরূপ সর্ব্বময় তুমি ভগবান ॥৩৮
এই সে কারণে নাথ মহামুনিগণে।
তোমার পবিত্র কথা সুধাসমুদ্র স্নানে ॥৩৯
অশেষ দুষ্কৃতি হরি লভিল সুকৃতি।
হেন গুণনিধি তুমি ভকতের গতি ॥৪০
গুণময়ী মায়া মৃগী নটন পণ্ডিত।
পরম পুরুষ তুমি ত্রিগুণবর্জ্জিত ॥৪১
কথা মাত্র শ্রবণে সকল তাপ হরে।
ভক্তি করি যেবা ভজে কি বলিব তারে ॥৪২
তত্ত্বজ্ঞ ন যোগে যার শোধিত অন্তর।
ভকতি করিয়া ভজে চরণ যুগল ॥৪৩
অমৃত পরমানন্দ পদ সুখময়।
কি পুন কহিব তার কোন গতি হয় ॥৪৪

তোমার পদারবিন্দ ভক্তিহীন জন।
চর্ম্মের হাতিয়া হেন বিফল জীবন ॥৪৫
যদি বল সুখভোগ করে নিরবধি।
ভক্তিহীন জনের না হয় কোন সিদ্ধি ॥৪৬
যার অনুগ্রহে সৃষ্টি করে তত্ত্বগণে।
ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করি বিবিধ বিধানে ॥৪৭
ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া করি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ।
প্রলয় সকলে তুমি থাক অবশেষ ॥৪৮
কার্য্য কারণের পর শাস্তা সত্যময়।
তোমা বিনে কারো নাথ কিছু সিদ্ধি নয় ॥
ভকতের জনে মিলে সর্ব্বত্র কল্যাণ।
না ভজিলে কভু তার নহে পরিত্রাণ ॥৫০
এখনে কহিব ধ্যান গুরু উপদেশ।
ধ্যান অবলম্ব করি ভজিব বিশেষ ॥৫১
স্থূলবুদ্ধি জনে করে উদার চিন্তন।
মুনি যোগপথে যার স্থির নহে মন ॥৫২
সূক্ষ্মমতি জনে ব্রহ্ম দেখায় শরীরে।
নাড়ীভেদে চিন্তে ব্রহ্ম হৃদয়-কমলে ॥৫৩
ষট্চক্র ভেদিয়া তোলে শিরের উপর।
নিরমল জ্যোতি যথা সহস্রকমল ৫৪
যার সমাগমে পুন না হয় সংসার।
যে ব্রহ্ম চিন্তিয়া যোগী হয় ভবপার ॥৫৫
যদি সর্ব্বদেহে আমি বসি নিরন্তর।
আমার জীবের সনে কি হয় অন্তর ॥৫৬
হেন যদি কোন দেন কহে শ্রুতিগণে।
আর কিছু সত্যনাথ নহে তোমা বিনে ॥৫৭
সর্ব্ব হৈতে সাক্ষী তুমি বস গুরুরূপে।
নির্লেপ নির্গুণ তুমি বস সর্ব্বরূপে ॥৫৮
ছোট বড় তৃণ তরু বিবিধ রচনা।
আপনে করিয়া তুমি ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা ॥৫৯
আপনে সৃজিয়া তাতে কর পরবেশ।
দেহ অনুরূপে তুমি ধর নিজ বেশ ॥৬০
শকতি প্রকাশ কর দেহ অবসরে।
কাষ্ঠ অনুরূপ হেন হুতাশন জ্বলে ॥৬১
তথাপি অসত্য সব তুমি মাত্র সত্য।
এক মনময় ধাম তুমি সব তথ্য ॥৬২
নিরমল মতি যার বিগত সংসার।
তারা সব এইরূপে চিন্তয়ে তোমার ॥৬৩

কি পুন তোমার নাথ প্রকৃতি প্রসঙ্গ।
বিচারে জনের কিছু নাহি ভববন্ধ ॥৬৪
ভকতি করিয়া জীব তোমার চরণে।
এ ঘোর সংসার তরে কহে শ্রুতিগণে ॥৬৫
নিজ কর্ম্ম বিনির্ম্মিত প্রতি কলেবর।
কর্ত্তা হৈয়া জীব তাপে থাকে নিরন্তর ॥৬৬
তথাপি তোমার অংশ জীব বদ্ধ নয়।
সর্ব্বশক্তিধর তুমি সভার আশ্রয় ॥৬৭
কার্য্য কারণের জীব না হয় অধীন।
দেহে মাত্র থাকে জীব দেহ হইতে ভিন ॥৬৮
এইরূপ জীবগতি বুঝিয়া পণ্ডিত।
সর্ব্বকর্ম্ম তোমাতে করিয়া নিয়োজিত ॥৬৯
তোমার চরণ যুগ ভব নিবারণ।
বুঝিয়া পাণ্ডিত জনে করে আরাধন ॥৬৯
অর্চ্চন বন্দন সেবা স্তবন কীর্ত্তন।
ভকতি সাধিয়া ভব তরে সাধুজন ॥৭০
তোমার জানিতে নাহি কাহার শকতি।
কে কারণে ধর তুমি বিবিধ মূরতি ॥৭১
জীবপরিত্রাণহেতু নানা মূর্ত্তি ধর।
নানা অবতারে তুমি নানা লীলা কর ॥৭২
সেই লীলা-চরিত্র-অমৃতসিন্ধুজলে।
করিয়া মার্জ্জন পান অরবিন্দ করে ॥৭৩
অপবর্গ পদে তার নাহি অভিলাষ।
ভক্তিরস সুখে বিস্মরিল গৃহবাস ॥৭৪
তোমার চরণ সরোরুহ-মধুকর।
তার সঙ্গে সুখরসে পাশরে সকল ॥৭৫
নরকলেবর নাথ ভজন দুয়ার।
নরদেহ ধরি হয় সংসারের পার ॥৭৬
হেন দেহ আপনার প্রিয় করি মানে।
তুমি আত্মা প্রিয়সখা এ সব না জানে ॥৭৭
অসত্য সেবিয়া সে যে নহে শুদ্ধমতি।
তোমার পদারবিন্দে নাহি তার রতি ॥৭৮
আত্মঘাতী অসত্য ধেয়ান দুরাশয়।
না ঘুচে পদারবিন্দ না ঘুচে সংশয় ॥৭৯
অসত্য ধেয়ানে নহে শুদ্ধ কলেবর।
মহাভয়ে সংসারে ভ্রময়ে নিরন্তর ॥৮০
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া শোধন।
দৃঢ় তাপ করি মন পরম সংযম ॥৮১

মুনিগণ চিত্তে যাকে হৃদয় কমলে।
বৈরভাবে দৈত্যগণ সতত সোঙরে ॥৮২
ভোগী ভোগ ভুঞ্জে দণ্ড হৃদয় দেয়ায়।
কামভাবে গোপীগণে সেই কৃষ্ণ পায় ॥৮৩
আমি সব শ্রুতগণ সেই অনুসারে।
চরণপঙ্কজ ধরি হৃদয়কমলে ॥৮৪
যোগী যোগপথে যাকে চিন্তয়ে ধেয়ানে।
বৈরভাবে হেন প্রভু পায় দৈত্যগণে ॥৮৫
কামভাবে চিন্তিয়া রমণীগণ পায়।
তেকারণে শ্রুতিগণ চরণ ধেয়ায় ॥৮৬
ভক্তি বিনে তত্ত্বজ্ঞান না হয় উদয়।
ভক্তিযোগ বিনে কভু পরিত্রাণ নয় ॥৮৭
এই সে কারণে ভক্তি কহে শ্রুতিগণে।
কে তোমা জানিব নাথ ভক্তিযোগ বিনে॥
যখনে না ছিল কিছু ব্রহ্মা মহেশ্বর।
তখনে আছিল মাত্র আপনে কেবল ॥৮৯
এখনে জন্মিঞা তোমা কে জানিতে পারে
ব্রহ্মা উপজিল যার এ নাভিকমলে ॥৯০
যাহা হৈতে দেবগণ সৃষ্টি উপাদান।
হেন পরিপূর্ণ তুমি প্রভু ভগবান্ ॥ ৯১
প্রলয়ে যখনে সৃষ্টি করিয়া সংহার।
অনন্ত শয়নে কর কেবল বিহার ॥৯২
স্থূল সূক্ষ্ম তখনে না থাকে কোন গতি।
নায়দ বেদান্ত শাস্ত্র তর্ক দণ্ডনীতি ॥৯৩
অসত্যের উৎপত্তি বোলয়ে যে জনে।
সত্যের মরণ যেবা সত্য করি মানে ॥৯৪
আত্মমতে ভেদ যেবা করে নিরূপণ।
ব্যবহার সত্য করি বোলয়ে যে জন ॥৯৫
এই সব উপদেশ যে যে জ্ঞান রহে।
আরোপিত মাত্র সব কিছু সত্য নহে ॥৯৬
ঈশ্বর ত্রিগুণময় এতো সত্য নয়।
অজ্ঞানকল্পিত মাত্র বুধ জনে কয় ॥৯৭
জ্ঞান ঘন রসময় ব্রহ্মমাত্র সার।
জ্ঞানে নাহি জানে ব্রহ্মজ্ঞান হৈতে পার॥
ত্রিগুণ জনিত যত মনের বিলাস।
সত্য অধিষ্ঠানে করে অসত্য প্রকাশ ॥৯৯
অজ্ঞানকল্পিত যত বোধ নানারূপ।
এক ব্রহ্ম সত্য মাত্র ধরে সর্ব্বরূপ ॥১০০

অসত্য মানিয়া সত্য সত্য অধিষ্ঠানে।
তে কারণে সত্য বোলে তত্ত্বজ্ঞানিজনে॥
কনক কিনিয়া যদি বাণিগের (?)।
কনক কিনিতে কিনে হেম অলঙ্কার ॥১০২
হার অলঙ্কার তেজি কনক না কিনে।
এইরূপ সত্য সব বলে তত্ত্বজ্ঞানে ॥১০৩
ব্রহ্মময় সত্য এই জানিব নিশ্চয়।
ব্রহ্মা বিনু তত্ত্বজ্ঞান কিছু সত্য নয় ।১০৪
যে তোমার পরিচর্য্যা করে নিরবধি।
সর্ব্বজীবে বল তুমি সর্ব্ব গুণনিধি ॥১০৫
মৃত্যু শরীরে পদ ধরে গণনা না করে।
এ ঘোর সংসার তাপ লীলামাত্র তার ॥১০৬
সর্ব্বশাস্ত্রে নিগ্ধ ভক্তিহীনজন।
পশুবৎ বেদপাশে করিয়া বন্ধন ॥১০৭
কর্ম্মপথে ভ্রময়ে না পায় প্রতীকার।
ভকতি বিমুখ তার না হয় নিস্তার ॥১০৮
যে পুণ্য পদারবিন্দ ভাজয় সাদরে।
দৃষ্টিমাত্র সর্ব্বলোক পবিত্রাণ করে ॥১০৯
জীব পরিত্রাণ কভু নহে ভক্তিবিনে।
কারণ বুঝিয়া ভক্তি করে শ্রুতিগণে ॥১১০
সর্ব্বজীবে বসি আমি যদি সত্য হয়।
তবে কর্ত্তা ভোক্তা আমি এত মিছা নয়॥
জীবের আমার তবে কি হয় অন্তর।
শ্রুতিগণে দিল তার বুঝিয়া উত্তর ॥১১১
নাহি কর পদমুখ শ্রবণ নয়ান।
ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত তুমি অনাদিনিধান ॥১১২
সর্ব্বজীবশক্তি তুমি পরকাশ কর।
সর্ব্বময় প্রভু তুমি সর্ব্ব শক্তিধর ॥১১৩
এই সে কারণে ইন্দ্র আদি দেবগণে।
বলি সমর্পণ করে অভয় চরণে ॥১১৪
অজ ভব মায়াদেবী চমকিতে ভজে।
চক্রবর্ত্তী রাজা যেন রাজগণ মাঝে ॥১১৫
যে যে দেব নিয়োজিত যে যে অধিকারে।
ভয়ে চমকিত হৈয়া সেই কর্ম্ম করে ॥১১৬
আজ্ঞা পরিপালন তোমার আরাধন।
সর্ব্বদেব পূজি তুমি সভার জীবন ॥১১৭
যখনে প্রকৃতি সঙ্গে বিহরে আপনে।
স্থাবর জঙ্গম যত জন্মে তখনে ॥১১৮

তোমার দক্ষিণ মাত্র কারণ উদয়।
কারণ সংযোগে সৃষ্টি নানারূপ হয় ॥১১৯
পরম উত্তম তুমি করুণাসাগর।
সর্ব্বজীব সম তুমি অতি নিরন্তর ॥১২০
সর্ব্বত্র নির্লেপ তুমি আকাশ সমান।
মন বচনের পর না দেখি প্রমাণ ॥১২১
নিরালম্ব নিরাধার প্রকৃতির পর।
সর্ব্বজীবে পতিপতি মহা মহেশ্বর ॥১২২
যদি সর্ব্বগত জীব নিত্য নিরাকার।
অসংখ্য অনন্ত জীব তবে নির্ব্বিকার ॥১২৩
ঈশ্বর কিঙ্কর তবে না হয় নির্ণয়।
কে দণ্ড ধরিব তবে কে করিব ভয় ॥১২৪
বস্তুগত সর্ব্বজীব নাহি কিছু ভিন্ন।
কিন্তু কেহো কারো তরে না হয় অধীন ॥
শ্রুতিগণে তাথে এই করে নিরূপণা।
চৌদিগে সঞ্চার যেন আগুণের কণা ॥১২৬
এইরূপে পূর্ণ তুমি মহা জ্যোতির্ম্ময়।
তোমা হইতে সর্ব্বজীব উৎপত্তি হয় ॥১২৭
তুমি সে পালন কর তুমি কর নাশ।
তোমা হৈতে সর্ব্বজীব শক্তি পরকাশ ॥১২৮
ব্রহ্ম করি সর্ব্ব জীবে বুলিতে কারণে।
ভিন্ন ভিন্ন সর্ব্বজীব নহে তোমা বিনে ॥১২৯
পিতা হৈতে নহে কিছু পুত্রের অন্তর।
তে কারণে ব্রহ্ম বুলি সব চরাচর ॥১৩০
সর্ব্বজীব গতি পতি প্রকৃতির পর।
তুমি আদি মধ্য অন্ত মহামহেশ্বর ॥১৩১
যে বোলে বিবাদ কার নয় তর্ক বল।
ঈশ্বরের সহে নহে জীবের অন্তর ॥১৩২
যে কিছু না জানে তর্ক বোলে তর্ক ধরি।
ঈশ্বর কিঙ্কর দুই বোলে এক করি ॥১৩৩
যে বোলে আমি সে জানি সে কিছু জানে
আর মত তুচ্ছ নহে বোলে অভিমানে ॥১৩৪
যে বোলে না জানে মুঞি সেই সে পণ্ডিত
অভয় চরণারবিন্দ সকল বিদিত ॥১৩৫
প্রকৃতির উৎপত্তি না হয় ঘটনা।
পুরুষের জনম না করে নিরূপণা ॥১৩৬
পুরুষ প্রকৃতি পর পূর্ব্ব সনাতন।
কোন মতে নাহি ঘটে দুহার জনম ॥১৩৭
কাহাকে বলিব জীব জনম কাহার।
কাহার মুকতি পদ কাহার সংসার ॥১৩৮
শ্রুতিগণে তাথে এই করে নিরূপণ।
প্রকৃতি পুরুষ যোগ জীবের জনম ॥১৩৯
জল বুদবুদ যেন নাহি জল বিনে।
পবনে সঞ্চরে যেন মিলয় পবনে ॥১৪০
বিনে জল পবনে না হয় বুদবুদ।
প্রকৃতি পুরুষ বিনে নহে সর্ব্বভূত ॥১৪১
তোমা হৈতে প্রকৃতি পুরুষ উপাদান।
প্রকৃতি পুরুষ হৈতে জগত নির্ম্মাণ ॥১৪২
প্রলয় সকলে তুমি থাক অবশেষ।
প্রকৃতি পর্য্যন্ত করে তোমাতে প্রবেশ ॥১৪৩
নদনদী প্রবেশিয়া সাগরের জলে।
আপনার না জানে গুণ আপনা পাসরে ॥
নানা পুষ্পরস যেন মধুরসে মেলি।
মধুময় হৈয়া যেন আপনা পাসরি ॥১৪৫
এইরূপে সকল তোমাতে পরবেশ।
তোমা বিনে কিছুই না থাকে অবশেষ ॥১৪৬
তোমা হৈতে হয় যেন জীব উৎপন্ন।
প্রলয়ে তোমাতে হয় সভার নিধন ॥১৪৭
কর্ম্মে কর্ম্মে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে।
ভক্তিযোগ বিনে কেহ সংসার না তরে ॥১৪৮
বুঝিয়া জীবের গতি মহাবুধ জনে।
ভকতি করিয়া তুই অভয় চরণে ॥১৪৯
ত্রিভুবনে ভক্তিযোগ করিয়া বিস্তার।
লীলামাত্র হয় ঘোর সংসারের পার ॥১৫০
যে পুন পদারবিন্দ পরিচর্য্যা করে।
তার কি সংসার ভয় হয় কোন কালে ॥১৫১
কালচক্র তোমার কেবল ভ্রূভঙ্গ।
ভকতিবিমুখ জনে কাটায় তরঙ্গ ॥১৫২
ভকত জনের কভু নাহি কালভয়।
ভকতবৎসল তুমি হেন মনে লয় ॥১৫৩
ভক্তিযোগ নহে কভু গুরুকৃপাবিনে।
তে কারণে গুরুসেবা করে শ্রুতিগণে ॥১৫৪
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া বোধন।
যতন করিয়া করি পবন সংযমন ॥১৫৫
চঞ্চল পবন ঘোর মত্ত তুরঙ্গম।
বিবিধ উপায় যদি করয়ে দমন ॥১৫৬

গুরুচরণারবিন্দ দূরে পরিহরে।
বিবিধ যতনে মন নিবারিতে নারে ॥১৫৭
বিনে গুরু উপদেশ স্থির নহে মন।
গুরুকৃপা বিনে কারো না ঘুচে বন্ধন ॥১৫৮
কাণ্ডারী ত্যজিয়া যেন চলে বাণিজ্যার।
সাগরে মজিয়া মরে নাহি পায় পার ॥১৫৯
পুত্র মিত্র গৃহ দ্বার বন্ধু পরিজন।
এ সব বিপদ পদে কোন প্রয়োজন ॥১৬০
তুমি নাথ থাকিতে সাক্ষাৎ ভবরসসিন্ধু।
সর্ব্বজীব প্রিয় আত্মা ইষ্ট ধনবন্ধু ॥১৬১
তুমি সর্ব্বরস সুখময় গুণধাম।
সত্য করি যে না জানে হৈয়া অপমান ॥১৬২
স্ত্রী যবে সুখ সব সত্য করি জানে।
তার সুখ কান কোন নাহি [illegible]
অশেষ বিপদপদ সহজে নশ্বর।
হেন গৃহমুখ জীব ভ্রমে নিরন্তর ॥১৬৪
তোমাকে ভজিলে নাথ কিছু দুখ হয়।
পরম পরমানন্দ সুখরসময় ॥১৬৫
এই সে কারণে গুরু উপদেশ ধরি।
মহামুনিগণে তত্ত্ব নিরূপণ করি ॥১৬৬
তোমার চরণ ধরি হৃদয় কমলে।
মদমান অহঙ্কার [illegible] সকলে ॥১৬৭
মহাপুণ্য ভাগসম গুরু সন্নিধানে।
দেহ মন নিয়োজিয়া তোমার চরণে ॥১৬৮
তুমি তত্ত্ব নিত্য সুখ জানিঞা বিশেষে।
পুনরপি চিত্ত আর নহে গৃহবাসে ॥১৬৯
ক্ষমা শান্তি দৈন্য বিধি করিয়া বিনাশী।
দেখিয়া এ সব দোষ ত্যজে গৃহবাসী ॥১৭০
জগত পবিত্র করে নিজ পদ জলে।
তোমাতে ধরিয়া মন আনন্দে বিহরে ॥১৭১
পুণ্যতীর্থ পুণ্যক্ষেত্র করিয়া আশ্রয়।
সাধুসঙ্গে এ ঘোর সংসার পার হয় ॥১৭২
সত্য হৈতে উৎপত্তি সব চরাচর।
যদি হেন কেহো বোলে মানবে সকল ॥
নিত্য সত্য মাত্র তুমি এ সব নয়।
সত্যতে যে অসত্য সংসার সত্য হয় ॥১৭৪
নানা জাতি ভেদ নানা পরকার।
মনের বিলাস সব ব্রহ্মমাত্র সার ॥১৭৫

মাটীর নির্ম্মিত পাত্র বিবিধ ঘটন।
মাটী মাত্র সার আর এ সব কল্পনা ॥১৭৬
অসত্য সংসার সত্য মানে সুপণ্ডিত।
তোমার মায়ায় নাথ সে হয় [illegible] ॥১৭৭
যদি [illegible] কয় [illegible] অনাদি সংসার।
যদি সত্য নহে নাহি [illegible] ॥১৭৮
তবে কোন জীবের সংসার [illegible]।
কোন পুণ্য করিয়া ঈশ্বর সুখময় ॥১৭৯
কেবা কর্ম্ম করে কেবা ভুঞ্জে [illegible]।
শাস্ত্রগণে দিল তারে উচিত উত্তর ॥১৮০
যখন মায়ার মতে মাখিবে সংযোগ।
মায়া বশ হৈয়া জীব করে কর্ম্ম [illegible] ॥১৮১
[illegible] দীন হৈয়া [illegible]।
[illegible] ভুঞ্জে [illegible] ॥১৮২
তুমি পুন নিজ মায়া দূরে পরিহরি।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য সুখে আনন্দে বিহর ॥১৮৩
সর্পের কঞ্চুক যেন তেজি ফণ ধর।
নিজ সুখে রহ নিরমল কলেবর ॥১৮৪
এইরূপে নিজ মায়া দূরে পরিহরি।
অনন্ত মহিম তুমি আছ ক্রীড়া করি ॥১৮৫
যে ভজে পদারবিন্দ তরে [illegible]।
না ভজে তাহার কভু পরিত্রাণ নাই ॥১৮৬
যদি [illegible] সুখ [illegible] পরিহরে।
চিত্তগত কাম জটা উদ্ধারিতে নারে ॥১৮৭
যদ্যপি তাহার আছে হৃদয় [illegible]।
তথাপি তোমারে তারা পাইতে নারে ॥
কেহ যেন কণ্ঠগত মণি পাসরিয়া।
চারিভিতে বেড়ায় যেন আকুলি হৈয়া ॥১৮৯
যোগচ্ছলে করে [illegible] ইন্দ্রিয় বিনাশ।
ইহলোকে পরলোকে নাহি তার পাশ।
ইহলোকে দুঃখ তার কুইন্দ্রিয় [illegible]।
পরলোকে না ভজিয়া তোমার চরণ ॥১৯১
যে তোমাকে জানে প্রভু [illegible]।
সর্ব্বলোক [illegible] সকালো [illegible] ॥১৯২
পুণ্য পাপ তার কিছু নাহি [illegible]।
[illegible] কর্ম্ম যোগ সে কিছু না জানে ॥
[illegible] নিষেধের পার নাহি কর্ম্মলেশ।
সুখ দুঃখ [illegible] কিছু না জানে বিশেষ ॥১৯৪

যুগে যুগে গুরুমুখে উপদেশ ধরি।
শ্রবণ কীর্ত্তন রস সুধাপান করি ॥১৯৫
তোমার পদারবিন্দ ভজে নিরবধি।
তুমি প্রিয়বন্ধু তার অপবর্গ গতি ॥১৯৬
জ্ঞানযোগে নাহি তার কর্ম্মে অধিকার।
শ্রবণ কীর্ত্তন পর যে জন তোমার ॥১৯৭
বিধি নিষেধের নহে যে জন কিঙ্কর।
চরণারবিন্দ মাত্র ভজে নিরন্তর ॥১৯৮
ভকতি দেখায়া লোক করয়ে বঞ্চনা।
সুখ ভোগ হেতু যার অন্তর বাসনা ॥১৯৯
ইহলোকে পরলোকে নাহি তার গতি।
এই তত্ত্ব নিরূপিয়া কহে সর্ব্বশ্রুতি ॥২০০
অজ ভব আদি যত সুরপতিগণে।
এ সব তোমার অন্ত না পায় ধেয়ানে ॥২০১
আপনে না জান তুমি অন্ত আপনার।
অন্ত যদি থাকিত তবে পারি গণিবার ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি যাহার অন্তরে।
রেণুবৎ নিরন্তর গতাগত করে ॥২০৩
এই সে কারণে মাথ সর্ব্বশ্রুতিগণে।
তত্ত্ব নিরূপণ করি কহিতে না জানে ॥২০৪
সগুণের গুণ অন্ত গণনে না যায়।
নির্গুণের কার্য্যে অন্তে সন্ধান না পায় ॥
তত্ত্ব কহি করিতে নিষেধ যত দূরে।
যথাতে রহিয়া আর ভণিতে না পারে ॥
সেহি সে ঈশ্বর করি করে নিরূপণ।
এহিরূপ সকল তোমাতে শ্রুতিগণ ॥২০৭
তোমা হৈতে উৎপত্তি তোমাতে নিধন।
তোমাতে সকল বেদ বুলিতে কারণ ॥২০৮
এইরূপ স্তুতি কৈল যত শ্রুতিগণে।
কহিল নারদ মুনি তোমা বিদ্যমানে ॥২০৯
সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মার তনয়।
সনন্দন মুখে শুনি ঈশ্বর নির্ণয় ॥২১০
বুঝিয়া জীবের গতি আনন্দিত মন।
সনন্দন পূজিয়া চলিল মুনিগণ ॥২১১
এই সে অশেষ বেদ পুরাণের সার।
মহামুনিগণে কৈল পূরবে উদ্ধার ॥২১২
শ্রদ্ধা ভক্তি করি তুমি এই বাণী ধর।
পূর্ণকাম হইয়া পৃথ্বী পর্য্যটন কর ॥২১৩

নরণারায়ণ মুখে শুনি এত বাণী।
হৃদয় ধরিয়া পূর্ণ হৈল মহামুনি ॥২১৪
নমো নমো নারায়ণ কৃষ্ণ ভগবান্।
অমল কমল হর যশোগুণ গান ॥২১৫
নমো নমো ভকত বৎসল গুণনিধি।
তোমার চরণে রতি বহু নিরবধি ॥২১৬
তবে নরনারায়ণ চরণ বন্দিয়া।
শিষ্য মুনিগণ পায়ে প্রণাম করিয়া ॥২১৭
চলিলা নারদ মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্যাসের আশ্রমে গিয়া হৈল উপসন্ন ॥২১৮
নারদে দেখিয়া পিতা উঠিলা সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া মুনি পূজিলা বিধানে ॥২১৯
আসনে বসিয়া মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
কহিল ব্যাসের তরে সব বিবরণ ॥২২০
সেই বেদবাণী বাপ কহিল আমারে।
প্রকাশিল আমি রাজা তোমার গোচরে ॥
জগতের উৎপত্তি পালন নিধনে।
যে হরি সাক্ষাতে দেখি লীলায়ে আপনে ॥
প্রকৃতি পুরুষপর জীবের ঈশ্বর।
যে হরি মায়ায় সৃজে সব চরাচর ॥২২৩
সৃজিয়া প্রবেশ করে ব্রহ্মাণ্ড ভিতর।
সেই সে সভার প্রভু সভার ঈশ্বর ॥২২৪
আপনে পালন করে আপনে সংহার।
অনন্ত লীলায় করে অনন্ত বিহার ॥২২৫
শরণ পশিয়া যার চরণযুগলে।
কেবল লীলায় জীব মায়াবন্ধ তরে ॥২২৬
অবিনাশ হেতু হয় ভয় নিবারণ।
অপার সংসার সেতু তোমার চরণ ॥২২৭
নিরবধি অভয় চরণ ধ্যান করি।
সুখে পার হয় লোক ভববন্ধ তরি ॥২২৮
অনন্ত চরিত অনুদিত শ্রুতিগীতা।
সাবধানে শুন লোক কৃষ্ণগুণ গাথা ॥২২৯
সুখদে অনুদিত কৃষ্ণকথা বাণী।
সুখে পার হইবে শুন প্রেম তরঙ্গিণী ॥২৩০

৮৭ অধ্যায় সমাপ্ত।

রাজা বলে আর কথা পুছিব তোমারে।
দেব অসুর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ॥১

সভাই শঙ্কর ভজে অমঙ্গল ধাম।
সুখী ভোগী হয়ে লোক মহা ধনবান্ ॥২
লক্ষ্মীপতি গুণনিধি চরণ ভজিয়া।
দুঃখ ভোগ করে মাত্র অকিঞ্চন হৈয়া ॥৩
এ বর সংশয় গুরু পুছিতে কারণে।
বিপরীত ফল দেখি দুহার ভজনে ॥৪
শুকমুনি বলে রাজা জিজ্ঞাসিলে ভাল।
কহিব তোমারে সব করিয়া বিস্তার ॥৫
শঙ্কর ত্রিগুণযুত ধরে অহঙ্কার।
শক্তিযুত হৈয়া সৃজে ত্রিগুণ বিকার ॥৬
শঙ্কর বিকারময় বুলিতে কারণে।
সকল সম্পদ্ মিলে শিবের ভজনে ॥৭
হরি সে ত্রিগুণহীন প্রকৃতির পার।
সর্ব্বসাক্ষী পরিপূর্ণ আনন্দ সাগর ॥৮
নির্গুণ ভজিলে হয় নির্গুণবর্জ্জিত।
তেকারণে অকিঞ্চন বিকার বর্জিত ॥৯
পিতামহ তোমার আছিল যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মযুক্তঃ গুণযুত নির্ম্মল শরীর ॥১০
অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপিয়া নরেশ্বর।
দ্বিজমুখে ধর্ম্মকথা শুনে নিরন্তর ॥১১
এই কথা জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণের চরণে।
তুষ্ট হৈয়া আপনে কহিল নারায়ণে ॥১২
যদুবংশে যে হরি করিয়া অবতার।
নরলীলা ধরি করে বিবিধ বিহার ॥১৩
যাকে অনুগ্রহ করি হরি তার ধন।
তবে তাকে তেজি যায় বন্ধু পরিজন ॥১৪
দেখিয়া দুঃখিত তাকে বন্ধুজন ছাড়ে।
উদ্যোগ করিয়া কিছু করিতে না পারে।
তবে ধন করি আর না করে উদ্যোগ।
ভকতের সঙ্গে রহে করিয়া সংযোগ ॥১৬
তবে অনুগ্রহ আজি করিয়ে তাহারে।
বৈরাগ্য করিয়া আর উদ্যোগ না করে ॥
নিত্য ব্রহ্মমাত্র সত্য করি তারে জানে।
সংসার সাগর পার হয়ে সেইক্ষণে ॥১৮
এই দুঃখে আমারে করিয়া আরাধন।
দুঃখভোগ করে মাত্র হৈয়া অকিঞ্চন ॥১৯
আমাকে তেজিয়া লোক এই সে কারণে।
শঙ্কর ভজিয়া সেবা করে দৃঢ়মনে ॥২০

রাজ্যপদ সম্পদ্ লভিয়া মহাধন।
বর পায়্যা আমাকে পাসরে মূর্খজন ॥২১
সর্ব্বফল দাতা আমি সর্ব্বভূতে বসি।
সর্ব্বময় প্রভু আমি সর্ব্বগুণরাশি ॥২২
ধনমদে মত্ত হৈয়া আমাকে পাসরে।
শঙ্কর কিঙ্কর হৈয়া অবজ্ঞান করে ॥২৩
সাঁপবর দাতা প্রভু তিন সুরেশ্বর।
ব্রহ্ম নারায়ণ আর আপনে শঙ্কর ॥২৪
দণ্ড অনুগ্রহ শিবে করে সেইক্ষণে।
তুষ্ট রুষ্ট হয় শিব অল্পদোষগুণে ॥২৫
মন্ত্রব্রহ্ম প্রজাপতি দেব শ্রীনিবাস।
ইহাতে কহিব এক পূর্ব্ব ইতিহাস ॥২৬
পূর্ব্বে বৃকাসুর নামে ছিল একবীর।
মহাদেবের তপ করে হৈয়া মহাবীর ॥২৭
ত্রিভুবনে জয়ী হব এ মনের সাধ।
অনাহারী হৈয়া এত করিয়া আহ্লাদ ॥২৮
দিনেশো দেবেশো দিগীশো ময়ারি।
যমান্তং নরান্তং সর্বান্তং পুরারি ॥২৯
শশীশো মহেশো জটা ভস্মধারী।
প্রপন্নে প্রসীদ ক্রতুধ্বংসকারী ॥৩০
যদা তু বিরূপস্তদা নানা কর্ত্তা।
প্রপন্নে ত্রিলোক চতুর্ব্বর্গদাতা ॥৩১
প্রভু আশুতোষ অল্প দক্ষরোষ।
ত্রিলোকপ্রকাশো প্রসীদ মহেশ ॥৩২
প্রভু ভূতনাথ পশু বিশ্বনাথ।
কৃপালুর্দয়ালুঃ প্রপন্ন নাথঃ ॥৩৩
দেবেন্দ্রা ভুবাঞ্চা বিরূপা সমেতা।
জগন্নাথনাথ প্রসাদ প্রসাদ ॥৩৪
সদা উগ্রমূর্ত্তিঃ ফণিনাং বিশালে।
জ্বলস্তাগ্নিনেত্রে পিনাকত্রিশূলে ॥৩৫
কদাচম্বধারা কদা তদ্বিহীনে।
শরণ্যো প্রপন্নে ভব ভূতনাথ ॥৩৬
এইরূপ বৃকাসুর করিল স্তবন।
স্তব শুনি মহাদেবের মহানন্দ মন ॥৩৭
মহানন্দ হৈয়া শিব কহিছে বচন।
বর নেহ মহাবীর যে ইচ্ছা মন ॥৩৮
ইহা শুনি বৃকাসুর কহিতে লাগিল।
কৃপা কর মোরে প্রভু দয়া যবে হৈল ॥৩৯

যার মাথে হস্ত দেই সেই ভস্ম হয়।
এই বর দেহ প্রভু হইয়া সদয় ॥৪০
ভক্তে যেই বর মাগে সেই সত্য হয়।
সেই বর দিল প্রভু হইয়া সদয় ॥৪১
বৃকাসুর বর দিয়া হর মহেশ্বর।
পিছে কি হইবে তাহা না দেখে অন্তর ॥৪২
বর দিয়া মহাদেব করিল গমন।
বর পায়্যা বৃকাসুর আনন্দিত মন ॥৪৩
বৃকাসুর বর দিয়া হর মহেশ্বর।
সঙ্কটে পড়িয়া শিব ভ্রমিলা বিস্তর ॥৪৪
আছিল শকুনি নামে এক মহাসুর।
বৃকনাম তার পুন দুরন্ত নিষ্ঠুর ॥৪৫
নারদ দেখিয়া পথে পুছিলা বিনয়ে।
অল্প গুণে শীঘ্র তুষ্ট কোন দেব হয়ে ॥৪৬
নারদ কহিল তুমি শঙ্কর আরাধ।
শিব সন্তোষিয়া তুমি সর্ব্বসিদ্ধি সাধ ॥৪৭
অল্পগুণে অল্পদোষে কিন্তু অল্পকালে।
তুষ্ট রুষ্ট হয় শিব বিচার না করে ॥৪৮
দশগ্রীব বাণরাজা ভজিল কপটে।
অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়া পড়িলা সঙ্কটে ॥৪৯
এবোল শুনিয়া বৃক হরষিত মন।
তুরিতে চলিলা দৈত্য শিব আরাধন ॥৫০
কাটিয়া অঙ্গের মাংস মাখিয়া রুধির।
নিরবধি পুড়ে দৈত্য জ্বলন্ত অনলে ॥৫১
যতদিনে না পায় শঙ্কর দরশন।
খড়্গে শির কাটিতে তুলিল ততক্ষণ ॥৫২
মহাকারুণিক শিব উঠিয়া সম্ভ্রমে।
হাতে হাত ধরিয়া রাখিল সেই ক্ষণে ॥৫৩
শিব পরশনে হৈল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
বর মাগ বলিয়া বলিল মহেশ্বর ॥৫৪
তুষ্ট হৈল আমি কেনে বৃথা দুঃখ কর।
সেই সেই দিব বর যত লৈতে পার ॥৫৫
তবে বর মাগে বৃক পাপী দুরাচারে।
যার মাথে হাত দেও সেই জন মরে ॥৫৬
এবোল শুনিয়া শিব দুঃখিত অন্তর।
বর দিঞা বৃক সন্তোষিল মহেশ্বর ॥৫৭
উঠিয়া কি বোলে দৈত্য শুন ভূতনাথ।
বুঝিব তোমার মাথে দিয়া নিজহাথ ॥৫৮
পরীক্ষা করিয়া বর চলি এথা হৈতে।
এ বোল শুনিয়া হর ভয় পাই চিতে ॥৫৯
তরাসে পলায় শিব কম্পিত শরীর।
শঙ্কর খেদায়্যা লয়্যা যায় মহাবীর ॥৬০
যাবত পৃথিবী তল আকাশমণ্ডল।
দশদিগ্ নদনদী পর্ব্বত সাগর ॥৬১
সুরলোক নাগলোক সপ্তপাতাল।
পলায় শঙ্কর দেব না দেখে নিস্তার ॥৬২
তত্ত্ব না জানিয়া লোক রহে নিঃশবদে।
পলায় শঙ্কর দেব পড়িল প্রমাদে ॥৬৩
শঙ্কর বিহ্বোল দেখি প্রভু দয়াশীল।
দ্বিজ বটু বেশ ধরে সুন্দর শরীর ॥৬৪
দণ্ড কমণ্ডলু ধরে অজিন মেখলা।
জ্বলন্ত অনল যেন পরে অক্ষমালা ॥৬৫
আগুবাড়ী কৈল গিয়া অসুর সম্ভাষা।
বিনয় বচনে কৈল কুশল জিজ্ঞাসা ॥৬৬
কত কত বৃকাসুর খেদ পরিহর।
কি কাজ তোমার কেনে বিশ্রাম না কর ॥
কি কাজ কোথাতে যাও কহত অসুর।
দুর্গম লঙ্ঘিয়া কেনে আইলা এতদূর ॥৬৮
কৃষ্ণের অমৃতময় শুনিয়া বচন।
কহিল সকল কথা শর্ব্বানি নন্দন ॥৬৯
তবে কৃষ্ণ বোলে বৃক না করিল ভাল।
শিবের বচনে আছি প্রতীত কাহার ॥৭০
যে শিব দক্ষের শাপে প্রেতবেশ ধরে।
ভূতপ্রেত সঙ্গে করি শ্মশানে বিহরে ॥৭১
যদি তার বাক্যে থাকে প্রতীতি তোমার।
শিরে হাথ দিয়া দেখি বুঝ আপনার ॥৭২
অসত্য বচন যদি শঙ্করের হয়।
তবে তুমি মারিহ শঙ্কর দুরাশয় ॥৭৩
পুনরপি আর যেন অসত্য না বোলে।
ঈশ্বর সেবক যেন এমত না ভাঁড়ে ॥৭৪
কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতভাষণে।
ভরমে বিচার করি না বুঝিল মনে ॥৭৫
আপনার মাথে তুলি দিল নিজহাত।
ভস্ম হৈল বৃক যেন হৈল বজ্রপাত ॥৭৬
নমো নমো জয় জয় শবদ গগনে।
সাধু সাধু শব্দ হৈল পুষ্পবরিষণে ॥৭৭

দেবঋষি পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
বাজন নাচন কৈল বিবিধ মঙ্গল ॥৭৮
পুরুষ পরম হরি গুণের নিধান।
পুনরপি আসিয়া শিবের সন্নিধান ॥৭৯
শুন শুন মহাদেব দেখিল নয়নে।
আপনার পাপে পাপী মজিল আপনে ॥৮০
মহাজনে পাপ করি কি তারিতে পারে।
বিশেষ জগত গুরু তুমি মহেশ্বরে ॥৮১
অমোঘ বিহার হরি অনন্ত শকতি।
অশেষ করুণানিধি তুমি সুরপতি ॥৮২
শিবের সঙ্কট হরি কৈল পরিত্রাণ।
যেবা কহে যেবা শুনে এ পুণ্য আখ্যান ॥
সর্ব্বপাপ হরে তার ভব বিমোচন।
বিপুলয় মিত্রজয় বৈকুণ্ঠ গমন ॥৮৪

৮৮ অধ্যায় সমাপ্ত।

শুক মুনি বোলে রাজা কর অবধান।
অদ্ভুত কথা কহি তোমা বিদ্যমান ॥১
সরস্বতী নদী তীরে পুণ্য তপোবনে।
মহা যজ্ঞ করে তথা যত ঋষিগণে ॥২
বিতর্ক উঠিল তাথে মুনির সমাজে।
কেবা ঈশ্বর তিন ঈশ্বরের মাঝে ॥৩
জিজ্ঞাসা করিতে ভৃগু ব্রহ্মার কুমার।
পাঠাইয়া দিলেন তবে তত্ত্ব জানিবার ॥৪
সত্যলোকে গেলা ভৃগু ব্রহ্মার দর্শনে।
দাণ্ডাইয়া রহিল যথা ব্রহ্মা বিদ্যমানে ॥৫
প্রণাম স্তবন ভৃগু না কৈল বাপটে।
পরীক্ষা করিতে গিয়া রহিল নিকটে ॥৬
ক্রুদ্ধ হৈল ব্রহ্মা যেন জ্বলন্ত অনল।
পাছে ক্রোধ সম্বরিল মনের ভিতর ॥৭
পুত্র দেখি কেল ব্রহ্মা চিত্ত সমাধান।
তবে ভৃগুমুনি গেলা শিব বিদ্যমান ॥৮
কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া দেখিল শঙ্কর।
ভৃগু দেখি শিবদেব উঠিলা সত্বর ॥৯
ভুজযুগে ধরি হরে দিল আলিঙ্গন।
বুঝিয়া উত্তর দিল ভৃগু তপোধন ॥১০
উনমত্তবেশ শিব জটা দিগম্বরে।
তার সহ কোলাকোলি কে করিতে পারে॥
ক্রোধ শিবদেব ঘূর্ণিত লোচন।
তুলিল ত্রিশূল যেন দীপ্ত হুতাশন ॥১২
চরণে ধরিয়া দবি রাখিলা পার্ব্বতী।
বৈকুণ্ঠে চলিলা ভৃগু গেলা শীঘ্রগতি ॥১৩
লক্ষ্মীসহে প্রভু যথা দেব জনার্দ্দন।
মণি সিংহাসনে আছে করিয়া শয়ন ॥১৪
তথা গিয়া উত্তরিলা ভৃগু মহামতি।
মারিল প্রভুর বুকে দঢ় এক লাথি ॥১৫
সত্বরে উঠিয়া তবে লক্ষ্মীনারায়ণ।
শিরে ধরি দুহে কৈল চরণ বন্দন ॥১৬
স্বাগত বচনে হরি বসাযা আসনে।
চরণে ধরিয়া বোলে বিনয় বচনে ॥১৭
না জানিঞা কৈল দোষ ক্ষম একবার।
পদজল দিয়া কর ত্রিলোক উদ্ধার ॥১৮
পুণ্যতীর্থ হাথে ধরে বিপ্র পদজল।
হেন জন হরি আজি শিবের উপর ॥১৯
তোমার চরণ চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধরি।
আজি সে বৈকুণ্ঠ পদে হৈল অধিকারী ॥
একান্ত সম্পদমাত্র হৈল ত্রিভুবনে।
সর্ব্বলোক পূজ্য বন্দ্য হৈল আজি হনে ॥২১
প্রভুর বচন মুনি ভৃগু যোগেশ্বর।
নিঃশব্দে গেলা কিছু না দিল উত্তর ॥২২
পুনরপি গেলা প্রভু যথা মুনিগণ।
আদি হৈতে কহিল কুশল বিবরণ ॥২৩
ভৃগুর বচন শুনি ভাবিল বিস্ময়।
তুষ্ট হৈল মুনিগণ খণ্ডিল সংশয় ॥২৪
হরি সে সভার প্রভু সভার প্রধান।
শান্তি দয়াধর্ম্ম যাথে নির্ম্মল জ্ঞান ॥২৫
চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য অষ্টনিধি।
সর্ব্বশক্তি বসে যথা যশ নিরবধি ॥২৬
ন্যস্তদণ্ড শান্ত দান্ত মুনি অকিঞ্চন।
সমচিত্ত সর্ব্বহিত তরু সাধুজন ॥২৭
এ সভের গতিপতি সভার আশ্রয়।
ইষ্টদেব বিপ্র যার শুদ্ধ সত্ত্বময় ॥২৮
অকিঞ্চন প্রিয়ধন দেবের দেবতা।
অশেষ সম্পদপদ বিধির বিধাতা ॥২৯
এতেক বচন বুঝি মহামুনিগণ।
ভকতি করিয়া কৈল কৃষ্ণ আরাধন ॥৩০

কৃষ্ণপদ আরাধিয়া হৈল কৃষ্ণময়।
কহিল তোমারে রাজা ঈশ্বর নির্ণয় ॥৩১
ব্যাসসুতমুখ সরোরুহ বিগলিত।
হরিকথা সমুদিত বচন অমৃত ॥৩২
নিরবধি পান করে শ্রবণ বিবরে।
গতাগত শ্রম তার নিরবধি হরে ॥৩৩
আর এক কথা রাজা শুন পরীক্ষিত।
দ্বারকানাথের ধন্য অমৃত চরিত ॥৩৪
এক দিন দ্বারকাতে ব্রাহ্মণের ঘরে।
জনমিয়া মাত্র পুত্র মৈল সেইকালে ॥৩৫
মরাপুত্র লৈয়া গেল রাজার দুয়ারে।
বিলাপ করিয়া বিপ্র কাঁদে উচ্চস্বরে ॥৩৬
ব্রহ্মঘাতী শঠমতি লোভি দুরাচার।
হেন পাপী দ্বারকামণ্ডলে নাহি পার ॥৩৭
তার কর্ম্মদোষে মোর পুত্র মরি যায়।
দুষ্ট রাজায় ভজিয়া প্রজায় দুঃখ পায় ॥৩৮
হিংসক দুঃশীল রাজা হৈল এনা দেশে।
জনমিয়া পুত্র মোর মৈল তার দোষে ॥৩৯
এইরূপ করে বিপ্র করুণা রোদন।
পুনরপি ঘরে গিয়া রহিলা ব্রাহ্মণ ॥৪০
দুই তিন চারি পাঁচ জন্মিল কুমার।
জনমিঞা মাত্র পুন মরে বারবার ॥৪১
নয় পুত্র মৈল যদি এই পরকারে।
পুত্র লৈয়া গেলা বিপ্র রাজার দুয়ারে ॥৪২
উচ্চস্বরে কাঁদে বিপ্র বিলাপ করিয়া।
অর্জ্জুন আসিয়া কৈল বিপ্র সম্ভাষিয়া ॥৪৩
কেহে বিপ্র কান্দিছ রাজার অধিকারে।
কেহো কি তোমার পুত্র রাখিতে না পারে ॥
কেহো কি ইহাতে বীর নাহি ধনুর্দ্ধর।
এ সব ক্ষত্রিয় নহে দ্বিজকলেবর ॥৪৫
ব্রাহ্মণ করয়ে শোক যে রাজার দেশে।
সে সব নাটুয়া মাত্র জীয়ে ক্ষত্রিবেশে ॥৪৬
আমি পুত্র আনি দিব ব্রাহ্মণ তোমার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি কৈল অঙ্গীকার ॥৪৭
যদি পুত্র আনিতে না পারি বিদ্যমানে।
তবে আমি প্রবেশিব দীপ্ত হুতাশনে ॥৪৮
অর্জ্জুনের এত বাণী শুনিঞা শ্রবণে।
প্রতীত না গেল বিপ্র এ সব বচনে ॥৪৯

আপনি সাক্ষাতে যাতে কৃষ্ণবলরাম।
অনিরুদ্ধ সাক্ষাতে প্রদ্যুম্ন বলবান্ ॥৫০
এ সভে যে কর্ম্ম না পারিল সাধিবার।
সে কর্ম্ম করিতে আছে শকতি কাহার ॥
কহিল অর্জ্জুন তুমি সব অগেয়ান।
প্রতীত না হই আমি এ সব বচন ॥৫২
বিপ্রের বচন শুনি বোলে ধনঞ্জয়।
আমার বচনে বিপ্র না কর সংশয় ॥৫৩
প্রদ্যুম্ন না হই আমি নাহি কৃষ্ণরাম।
অনিরুদ্ধ নহি রে অর্জ্জুন বলবান্ ॥৫৪
গাণ্ডীব আমার ধনু ধরি মহাবল।
সমর করিয়া আমি তুষিল শঙ্কর ॥৫৫
যম জিনি আনি দিব তোমার তনয়।
ঘরে চল বিপ্র তুমি না কর বিস্ময় ॥৫৬
অর্জ্জুনের বচন শুনিঞা দ্বিজবর।
প্রতীত মানিঞা চিত্তে গেল নিজঘর ॥৫৭
কথোদিন রহি তবে বিপ্রের ব্রাহ্মণী।
অপত্য প্রসব হৈল হেন কাল জানি ॥৫৮
অর্জ্জুনের ঠাঞি বিপ্র গেল তরাতরি।
রক্ষ রক্ষ মহাবীর চল শীঘ্র করি ॥৫৯
শুনিয়া চলেন বীর পাণ্ডুর নন্দন।
কর পদ পাখালিয়া কৈল আচমন ॥৬০
শিবদেব বচনে করিয়া নমস্কার।
আকর্ণ পুরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ॥৬১
সূতিঘরে কৈল বীর শর বরিষণ।
চৌদিগে রুধিল ঘর কুন্তীর নন্দন ॥৬২
রুধিল সূতিকাঘর শরের পিঞ্জরে।
ব্রাহ্মণী প্রসব হৈল হেন অবসরে ॥৬৩
ভূমিতে পড়িয়া মাত্র ব্রাহ্মণ কুমার।
সশরীরে অন্তরীক্ষে হৈল তৎকাল ॥৬৪
বিপ্র বলে দেখ মোর মতি বিপরীত।
নংপুসক অর্জ্জুনের বচনে প্রতীত ॥৬৫
আপনে শ্রীহরি যাথে প্রভু বলরাম।
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন যাহাতে বিদ্যমান ॥৬৬
যে কর্ম্ম করিতে নহে এ সব ভাজন।
কে হয় অর্জ্জুন তাথে কুন্তীর নন্দন ॥৬৭
ধিক্ ধিক্ ধনু তোর ধিক্ ধিক্ বল।
নপুংসক হৈয়া তোর গর্ব্ব এত বড় ॥৬৮

আরে রে অর্জ্জুন তুঞি হেন সে দুর্ম্মতি।
দৈব নিয়োজিত কাজ করিস দুর্ম্মতি ॥৬৯
এইরূপে গালি দিতে ব্রাহ্মণী রহিল।
মনে দুঃখ পায়া তবে অর্জ্জুন চলিল ॥৭০
কামগতি মহাবিদ্যা অবলম্ব করি।
তুরিতে চলিলা বীর সংযমনপুরী ॥৭১
চাহিতে চাহিতে বীর না পাই উদ্দেশ।
সর্ব্বত্র ভ্রমণ কৈল পাতাল প্রবেশ ॥৭২
পাতাল দেখিয়া তবে আইল স্বর্গপুরী।
তবে ইন্দ্রপুরী গেলো তবে অগ্নিপুরী ॥৭৩
তবে মৃত্যুপুরী গিয়া চাহিল বিচারী।
বরুণের পুরি চাহি পবনের পুরী ॥৭৪
তবে বিচারিল গিয়া কুবেরনগরী।
তবে বিচারিল গিয়া কৈলাসের পুরী ॥৭৫
শিবপুরী বিচারিয়া পশিল পাতালে।
সপ্ত পাতাল চাহি উঠিলা সত্বরে ॥৭৬
তবে স্বর্গ বিচারিয়া চাহিল সকল।
না পায়্যা ব্রাহ্মণসুত দুঃখিত অন্তর ॥৭৭
দ্বারকাভবনে বীর আইলা বাহুরিয়া।
কুণ্ড করি আগুনি জ্বালিল কাষ্ঠ দিয়া ॥৭৮
প্রবেশ করিব গিয়া দীপ্ত হুতাশনে।
নিষেধ করিয়া কৃষ্ণ রাখিল আপনে ॥৭৯
না কর অর্জ্জুন তুমি আগুনি প্রবেশ।
বিষাদ না কর মনে না ভাবিহ ক্লেশ ॥৮০
আনিয়া দেখাব আমি ব্রাহ্মণ কুমার।
ভুবন ভরিয়া যশ রাখিব তোমার ॥৮১
এতেক বচন বলি শ্রীমধুসূদন।
অর্জ্জুনে তুলিয়া রথে কৈল আরোহণ ॥৮২
চলিলা পশ্চিমদিগে আকাশমণ্ডলে।
শূন্যপথে যায় হরি রথের উপরে ॥৮৩
সপ্তদ্বীপ তরি গেলা সপ্ত সাগর।
সপ্তদ্বীপ লোকালোক তরিয়া সকল ॥৮৪
মহাতমে প্রবেশিলা ঘোর অন্ধকার।
না চলে রথের ঘোড়া না চলে সঞ্চার ॥৮৫
নিজপাশে মহাচক্র দেখি ভগবান্।
আজ্ঞা দিল চক্র তুমি চল আগুয়ান্ ॥৮৬
সূর্য্যকোটি সম চক্র আগে চলি যায়।
নিজবেগে ঘোর তম কাটিয়া ফেলায় ॥৮৭
যেন মন পবন সঞ্চার তৎকাল।
সেইরূপ চলে চক্র কাটি অন্ধকার ॥৮৮
দুইপাশে তম কাটি দুই ভাগ করে।
সেই পথে চলে রথ চক্র অনুসারে ॥৮৯
তবে মহাজ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ স্বরূপ।
সূর্য্যকোটি ব্রহ্মকোটি নিরুপমরূপ ॥৯০
দেখিয়া অর্জ্জুন তেজ বুজিল নয়ন।
রথেতে পড়িয়া বীর হইল অচেতন ॥৯১
তিলেক তরিয়া তেজ গেলা হৃষীকেশ।
অপার সাগরজলে কৈল পরবেশ ॥৯২
তরঙ্গ কল্লোল কোলাহল অতিশয়।
তার মাঝে এক পুরুষ মহামণিময় ॥৯৩
সূর্য্যকোটি জিনি মণি মন্দির উজ্জ্বল।
তার মাঝে মণিসিংহাসন মনোহর ॥৯৪
অনন্ত ধরণীধর সহস্রবদন।
ফণামণি বিরাজিত বিলোললোচন ॥৯৫
মৃণালধবল গোর কলেবর শোভা।
চন্দ্রকোটি সুশীতল সূর্য্যকোটি আভা ॥৯৬
হেন মহা অনুভব অনন্ত শয়নে।
শয়ন করিয়া হরি আছেন আপনে ॥৯৭
নবঘন জলধর শ্যাম কলেবর।
গণ্ডযুগ বিলসিত মকর কুণ্ডল ॥৯৮
প্রফুল্ল কমলদল নয়ন বিশাল।
কুঞ্চিত কুন্তল জাল বিলোলি তমাল ॥৯৯
রুচির মধুরহাস মুদিত বদন।
মণিময় বিভূষিত বিবিধ ভূষণ ॥১০০
আজানু পর্য্যন্ত অষ্টভুজ বিরাজিত।
শ্রীবৎস কৌস্তভ বনমালা বিভূষিত ॥১০১
নন্দ সনন্দ আদি পারিষদগণে।
চক্র আদি যত অস্ত্র হৈয়া মূর্ত্তিমানে ॥১০২
অষ্টশক্তি মূর্ত্তিমতি হৈয়া অষ্টসিদ্ধি।
অষ্টৈশ্বর্য্য মূর্ত্তি ধরি সেবে অষ্টনিধি ॥১০৩
এইরূপে দেবদেব দেখি ভগবান্।
আপনার তরে কৈল আপনে প্রণাম ॥১০৪
দাণ্ডাইয়া সম্মুখরূপে শিরে কর ধরি।
অর্জ্জুন সম্ভ্রমে রহে দণ্ডবত করি ॥১০৫
তবে দেবদেব সুরপতি শিরোমণি।
কিঞ্চিত হাসিয়া প্রভু বোলে কোন বাণী ॥

এই দশ দ্বিজসুত দৈয় চল ষাটে।
আপনি আনিঞা আমি রাখিল নিকটে॥
এত কর্ম্ম কৈল তোমা সব দেখিবারে।
তুমি সব জন্মিলে মংশ অবতারে॥১০৮
অসুর বধিয়া ভার পৃথিবীর হরি।
আমার নিকটে গিয়া রহ শীঘ্র করি॥১০৯
যদ্যপি সাক্ষাত তুমি পূর্ণ অবতার।
তথাপি ধরিহ নরনারায়ণ নাম॥১১০
আকল্প পর্য্যন্ত তপ বদরিকাশ্রমে।
লোক পরিত্রাণ হেতু কর দুইজনে॥১১১
এতেক বচন শুনি শ্রীহরি অর্জ্জুনে।
প্রণাম করিয়া দেব দেবের চরণে॥১১২
আজ্ঞা শিরে ধরি দশ পুত্র তুলি রথে।
পুনরপি দ্বারকা চলিলা সেই পথে॥১১৩
দশপুত্র দিল নিয়া ব্রাহ্মণ গোচরে।
অর্জ্জুন পাঠায়্যা প্রভু গেলা নিজপুরে॥১১৪
আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে বড় পাইল ডর।
বিস্ময় ভাবিয়া কিছু না দিল উত্তর॥১১৫
বুঝিল অর্জ্জুন মনে এই যে নিশ্চয়।
কৃষ্ণ অনুগ্রহ বিনে কিছুই না হয়॥১১৬
এইরূপে নানা লীলা করিয়া শ্রীহরি।
নানা যজ্ঞ নানা দান করি নিতিনিতি॥
জীবমাত্রে দেখি প্রভু দিব্য অন্নপান।
ব্রাহ্মণ তোষণ করি দিয়া নানা দান॥১১৮
যথাবিধি যথাকালে স্বাশ্রম আবার।
লোক বুঝাইতে করে এত পরকার॥১১৯
কামভোগ করে হরি জীব রত হৈয়া।
বুঝায় সকল লোক আপন করিয়া॥১২০
ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু করে এত কর্ম্ম।
অনন্ত মহিমা তার কে বুঝিতে মর্ম্ম॥১২১

৮৯ অধ্যায় সমাপ্ত।

এইরূপে বসে হরি দ্বারকা মণ্ডলে।
অশেষ সম্পদ ধাম মন্দিরে মন্দিরে॥১
বৃষ্ণিগণ যদুগণ সর্ব্বত্র বেষ্টিত।
নবীন যৌবনী নারীগণ বিরাজিত॥২
ঘরের উপরে ঘর শত শত তালা।
তথা তথা রহি দিব্য নারায়ণ মেলা॥৩
মদে মত্ত মহাগজ ঘন পরকাশ।
রাজপথ পুরপথ নাহি অবকাশ॥৪
অলঙ্কৃত ভট্টগণ পদনু সঞ্চার।
চকিত চঞ্চল শীঘ্র ঘোড়া পাটোয়ার॥৫
কনক নির্ম্মিত রথ কনকের আভা।
বন উপবন দীঘি সরোবর শোভা॥৬
বিনাদিত খগ ভৃঙ্গ শবদ মধুর।
সুশীতল সুধু প্রীত পুরেপুর॥৭
ষোল সহস্র দেবী এক ভগবান্।
ষোল সহস্র রূপে রহে স্থানে স্থান॥৮
কনক নির্ম্মিত নদ নদী সরোবর।
প্রফুল্ল উৎপল কুঞ্জ কুমুদ কমল॥৯
তরলিত বিমলিত সুবাসিত জল।
অলিকুল বিহগ শবদ কোলাহল॥১০
জলকেলি করে হরি রমণী রমণ।
স্তন বিনিহিত মৃগমদ বিলেপন॥১১
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
সুত মাগধগণ সেবে নানা স্তুতি করি॥১২
দেবীগণে চামের মোটরি ভরি ভরি।
জল ছিটাছিটি করি করে জলকেলি॥১৩
জলকেলি করে হরি রমণী সমাজে।
যক্ষকাজে খেলে যেন যক্ষগণ মাঝে॥১৪
স্তন বিনিহিত তনু বসন বিলাস।
কিঞ্চিত বিদিত কুচ তট পরকাশ॥১৫
গলিত কবরী ভার বিনিহিত মাল।
মোটিত মোটরি কর ঘটন সঞ্চার॥১৬
সমুদিত কামশর জর জর অঙ্গ।
বিকসিত মুখ সরোরুহ বর ভঙ্গ॥১৭
এইরূপে জগত কেলি করে যদুরায়।
রমণী মণ্ডলে হরি আনন্দে খেলায়॥১৮
নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ বসন ভূষণে।
গুণিগণ পূজে মহাধন অন্নপানে॥১৯
আপনে রমণীগণ বসিয়া রমায়।
নিজ পদগত চিত্ত পিরীতি বাড়ায়॥২০
রমণী রমণে নাহি তিলেক বিচ্ছেদে।
নিদ্রা আসবে করে বহুবিধ খেদে॥২১
নানা ভাবে দেবীগণ কৃষ্ণ আরাধিয়া।
কৃষ্ণে প্রবেশিল তারা কৃষ্ণময়ী হৈয়া॥২২

এ কোন বিচিত্র তার হরে ক্ষিতি ভার।
কাল চক্র করে যার ব্রহ্মাণ্ড সংহার ॥৬১
জয় জয় প্রাণনাথ জগতনিবাস।
জয় জয় দেবকী জঠর পরকাশ ॥৬২
জয় জয় যদুবর পারিষদ প্রাণপতি।
জয় নিজভুজবিনিহিত প্রাণ খ্যাতি ॥৬৩
জয় জয় চরাচর দুরিত হরণ।
জয় জয় ব্রজপুর-রমণীরমণ ॥৬৪
জয় জয় প্রমুদিত মুখ মধুর হাস।
জয় ব্রজপুর বধূ কাম পরকাশ ॥৬৫
পরাৎপর পর হরি পুরুষ পুরাণ।
যুগে যুগে করি নিজ ধর্ম্ম পরিত্রাণ ॥৬৬
প্রকটিত লীলা তনু দিব্যরূপ ধরে।
কর্ম্মজাল দহনে বিচিত্র কর্ম্ম করে ॥৬৭
যে হরি পদারবিন্দ করিব ভজন।
যে জন কেবল করে শ্রবণ কীর্ত্তন ॥৬৮
মুকুন্দ শ্রীযুত কথা শ্রবণ করিব।
স্মরণ চিন্তন করি চরণ ভজিব ॥৬৯
দুস্তর দুষ্কৃত জরা মরণ হরণ।
কৃষ্ণময় হৈয়া তার বৈকুণ্ঠ গমন ॥৭০
রাজ্যপদ পরিহরি ক্ষিতিপতিগণে।
বনে পরবেশ করে যাহার কারণে ॥৭১
হেন চরণারবিন্দ ভজ সর্ব্বলোক।
হেন ভব তরিবে খণ্ডিবে ভব শোক ॥৭২
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপদ যুগল ভরসা।
শ্রীভাগবতাচার্য্যের নাহি অন্য আশা ॥৭৩
ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে
দ্বারকাচরিত কথা নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯০
সমাপ্তশ্চায়ং দশমস্কন্ধঃ।

একাদশ স্কন্ধ।

দুরন্তসংসারসমুদ্রসেতুঃ
সবেদ বেদান্ত নিতান্তগুপ্তম্।
অনন্ত সন্তোঽধিকমর্থমেকা-
দশং প্রবক্ষ্যে খলু সত্ত্বশুদ্ধৈঃ ॥১
পঠমঞ্জরীরাগেণ গীয়তে।

পরীক্ষিত মহারাজ ভকত প্রধান।
সদা শুনে রাজা হরিকথা তত্ত্বজ্ঞান ॥২
একাদশ ভাগবত ভক্তিজ্ঞান সার।
সমুদিত কহে শুখ ব্যাসের কুমার ॥৩
নিজ পারিষদগণ, যদু সঙ্গে সঙ্কর্ষণ
রিপুগণ করিতে সংহার।
অন্যোন্যে কন্দল করি, বিবাদ বাড়ায় হরি,
পৃথিবীর হরি গুরুভার ॥৪
কুপাশা খেলন করি, ক্ষিতিভার অবসরি,
বিবাদ বাড়াঞা কুরুগণে।
ক্রোধ জন্মাইয়া হরি, পাণ্ডুসুত লক্ষ্য করি,
ক্ষিতিভার হরে নারায়ণে ॥৫
অন্য হৈতে পরাভব, কদাচিত এই সব,
নহিব আমার প্রয়োজন।
আমার আশ্রয় বাদে, অশেষ মাধব মদে,
বস্তুজ্ঞান নাহি ত্রিভুবনে ॥৬
মনে অনুমান করি, কন্দল বাড়ায়া হরি,
কুলনাশি গেলা নিজধামে।
বাঁশে বাঁশে বন যেন, অগ্নিতে পোড়ায় হেন
আগুনি ভি যায় সেই বন ॥৭
সত্যবাদী ভগবান্, করি ক্ষিতিপরিত্রাণ,
এই মনে করিয়ে নিশ্চয়।
ব্রহ্মশাপ ছল করি, কুল বিনাশিয়া হরি,
তবে কৈল বৈকুণ্ঠ বিজয় ॥৮
নিখিল লাবণ্যরাশি, নিজমূর্ত্তি পরকাশি,
হরি লএ এলোক বচনে।
দেখিতে চরণচিহ্ন, হরিয়া সভার মন,
নিল হরি চরণকমলে ॥৯
শ্রবণ কীর্ত্তন যোগ, তরিব সকল লোক,
যশ বিস্তারিল ক্ষিতিতল।
নিখিল জগত গুরু, জীবহেতু কল্পতরু,
দেখ লোক অনিত্যসংসারে ॥১০
যোগ যোগেশ্বর হরি, চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী,
নিজকুল করিয়া সংহার।
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল, এ বড় বিস্ময় হৈল,
কহ গুরু সব বিবরণ ॥১১
গুরু দ্বিজ সেবারত, দান যুত কৃষ্ণগত,
চিত্তবিত্ত সব যদুগণ ॥

কেন ব্রহ্মশাপ হৈল,　ভেদবুদ্ধি উপজিল,
মহাভাগবত যদুকুলে।
রাজার বচন শুনি,　কহে শুক মহামুনি,
শুন রাজা কহিব তোমারে ॥১২
সকল সুন্দর হরি,　নরকলেবর ধরি,
কৈল নানা বিবিধ বিহার।
নিজকুল পদ ধরি,　আরোহণ সদা করি,
মনে এই যুক্তি কৈল সার ॥১৩
করমল হব ধর্ম্ম,　কর সুমঙ্গল কর্ম্ম,
করিয়া জগতে পরচার।
মনো নিয়োজন করি, প্রভাসে পাঠায়ে হরি,
কালরূপে করিতে সংহার ॥১৪
বিশ্বামিত্র দুর্ব্বাসা,　বামদেব অঙ্গিরা,
বশিষ্ঠ নারদ ভৃগুগণে।
ঈশ্বর আদেশ লই,　পিণ্ডার তীর্থ সেই,
তপোযোগ সাধে সমাধানে ॥১৫
কৃষ্ণের কুমারগণে, ক্রীড়া করে বনে বনে,
তথা গিয়া হৈল উপসন্ন।
সাম্ব জাম্ববতীসুত,　স্ত্রীবেশে অদ্ভুত,
কহে কিছু বিনয় বচন ॥১৬
অত্যহ প্রসূতা নারী, চিরদিনে গর্ভে ধরি,
সাক্ষাতে পুছিতে বাসি লাজ।
কিবা পুত্র কন্যা হৈব, কতদিনে প্রসবিব,
পুছি মুনি তোমার সমাজ ॥১৭
এতেক বচন শুনি, ক্রোধ করি মহামুনি,
শুন আরে মন্দমতিগণ।
ভাল জিজ্ঞাসিল সবে, লোহার মুষল হবে,
জনমিব কুলবিনাশন ॥১৮
শুনিয়া কুমারগণে,　ভয় চমকিত মনে,
বিচারিয়া চাহেন উদরে।
লোহার মুষল দেখি, তরাসে বুজিল আঁখি
না জানি কি ফলে পরমাদে।
আমি সব কুমতি হৈল, হেন মন্দকর্ম্ম কৈল
হইল যে বড়ই পরমাদে ॥১৯
এত মনে চিন্তিয়া,　চলিলা মুষল লইয়া,
দিল নিয়া সভা বিদ্যমানে।
মলিন বদন হৈয়া,　সব বিবরণ কয়া,
একবারে বহে শিশুগণে।২০

ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নয়,　হইবে কুলের ক্ষয়,
চিন্তিতে লাগিল পুরজনে।
তবে রাজা উগ্রসেনে, আজ্ঞা দিলা ভৃত্যগণে
মুষল ঘসিয়া কর ক্ষয়।
ঘসিয়া শিলার পরে,　ফেলিহ সমুদ্রজলে,
কিছু যেন অবশেষ না রয় ॥২১
ভৃত্যগণে আজ্ঞা পায়া, চলিলা মুষল লৈয়া,
ঘষিয়া ফেলিল সিন্ধুজলে।
কিছু অবশেষ রৈল, সাগরেতে ফেলাইল,
এক মৎস্য গিলিল সত্বরে ॥২২
রহি সমুদ্রের তীরে, তরঙ্গ কল্লোল জলে,
জনমিল এইত কারণে।
সেই মৎস্য জালে ধরি, কাটি খণ্ড খণ্ড করি,
বিকনিল মৎস্যঘাতিজনে ॥২৩
মৎস্যের উদরে লোহা, এক ব্যাধ পাইল তাহা
সেই দিয়া নিরমিল শর।
কালরূপ সেই ধরি,　জানেন্ত সকল হরি,
তবু কিছু না কৈল ঈশ্বর ॥২৪
যদি প্রভু ইচ্ছা করে, লীলায় খণ্ডাতে পারে
ব্রহ্মশাপ না করিল দূর।
কুল বিনাশন করি,　পৃথিবীর ভার হরি,
আপনে চলিলা নিজপুর ॥২৫
কৃষ্ণ গুণ সমুদিত,　একাদশ ভাগবত,
কহে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥ (?)
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

মুনি বলে শুন রাজা অদ্ভুত বাণী।
কহিব দ্বারকাপুরী অপ্রকাহিনী ॥১
কৃষ্ণ মহাভক্ত দণ্ড সতত গোপিতা।
প্রভুর দ্বারকাপুরী সতত বন্দিতা ॥২
নিরবধি তাহাতে নারদ মুনি বসে।
কৃষ্ণপদ উপাসনা করি ভক্তি রসে ॥৩
কে হেন বঞ্চিত আছে নর কলেবরে।
মুকুন্দ পদারবিন্দে ভক্তি পরিহরে ॥৪
সব ঠাঁঞি আছে মৃত্যু কোথাও না ঘুচে।
যে জন চতুর সে কি গোবিন্দ না ভজে ॥৫
শঙ্কর বিরিঞ্চি যার করি উপাসনা।
হেন প্রভু চরণ না ভজে কোন জনা ॥৬

এক দিন গেলা মুনি বসুদেব ঘরে।
নারদ দেখিয়া হরি উঠিল সত্বরে ॥৭
পাদ্য অর্ঘ দিয়া কৈল চরণ বন্দন।
আসনে বসাঞা তারে করে নিবেদন ॥৮
ভাগ্যে মোর ঘরে তুমি কৈলে আগমন।
লোকপরিত্রাণ হেতু কর পর্য্যটন ॥৯
মাতা পিতা আগমনে পুত্রের কল্যাণ।
ভক্ত আগমনে হয় লোক পরিত্রাণ ॥১০
সুখ হেতু দুঃখ হেতু দেবের চরিত্র।
দুঃখ বিনু সাধু জনে নহে বিপরীত ॥১১
তুমি সব যেন সব মহা ভকত প্রধান।
তুমি সব জীবমাত্র কর পরিত্রাণ ॥১২
যে পুন যে দেব ভজে ভক্তি সেবা করে।
সে দেব তাহারে ভজে সেই অনুসারে ॥১৩
ছায়ারত দেবগণ কর্ম্মের কিঙ্কর।
যার যত কর্ম্ম তারে দেই তত ফল ॥১৪
ভকত জনের কভু নাহি নিজ পর।
বিশম ভকত জন দয়ার সাগর ॥১৫
যদ্যপি সকল সিদ্ধি হৈব আগমনে।
তথাপি বৈষ্ণব ধর্ম্ম পুছিব চরণে ॥১৬
ভাগবত ধর্ম্ম তুমি কহ তপোধন।
যাহার বলেতে দুঃখ হয় বিমোচন ॥১৭
পূর্ব্বে পূজিল আমি পুরুষ পুরাণ।
মুক্তি না মাগিল আমি হৈঞা পুত্রকাম ॥১৮
সম্প্রতি যে মতে মোর ঘুচে ভব ভয়।
এ ঘোর সংসারে যেন পুনঃ দুঃখ নয় ॥১৯
হেন উপদেশ মোকে কহ যোগেশ্বর।
তবে দেব ঋষি তাকে দিলেন উত্তর ॥২০
ভাল বসুদেব তুমি করিলে জিজ্ঞাসা।
ভাগবত ধর্ম্ম তুমি করিলে প্রশংসা ॥২১
ভাগবত ধর্ম্ম যদি শুনিবে শ্রবণে।
সাদরে মোদন কিবে করয়ে চিন্তন ॥২২
দেববিপ্রদ্রোহী কিবা চণ্ডাল পতিত।
সেই ক্ষণে তরে তার অশেষ দুরিত ॥২৩
ধন্য বসুদেব তুমি পরম কল্যাণ।
স্মরণ করাইলে মোরে প্রভু ভগবান্ ॥২৪
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ তুমি করাইলে মোরে।
শ্রবণ কীর্ত্তনে জীব সর্ব্ব পাপ হরে ॥২৫

কহিব তোমারে ইতিহাস পুরাতন।
স্বায়ম্ভু মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত নাম ॥২৬
অগ্নীধ্র কুমার তার বিদিত ভুবনে।

* * *

তার পুত্র নাভি নামে ঋষভ কুমার।
ধর্ম্ম বুঝাইতে বিষ্ণু অংশে অবতার ॥২৮
এক শত পুত্র তার বেদ বিদাংবর।
ভরত সভার জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম কলেবর ॥২৯
হরিপরায়ণ তিঁহো বিদিত ভুবনে।
ভারতবর্ষ নাম হৈল যার নামে ॥৩০
রাজ্য ভোগ করি তেঁহো রাজ্য পরিহরি।
বনে গিয়া তপ করি আরাধিল হরি ॥৩১
তিন জন্ম হৈল তার বিষ্ণুপদে গতি।
ভরত বৈষ্ণব বড় হৈল তার খ্যাতি ॥৩২
একাশী তনয় তার কর্ম্ম পরায়ণ।
কর্ম্মপথে হৈল তারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ॥৩৩
নব পুত্র হৈল তার মহাযোগেশ্বর।
আত্মবিদ্যাবিশারদ মুনি দিগম্বর ॥৩৪
কবি হরি অন্তরীক্ষ এ তিন তনয়।
প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন দুই মহাশয় ॥৩৫
আবির্হোত্র তনয় দ্রুমিল তিন জন।
কনিষ্ঠ তনয় তার এ করভাজন ॥৩৬
এই নব যোগেশ্বর মুনির প্রধান।
সর্ব্ব জীবে দেখে হরি সর্ব্বত্র সমান ॥৩৭
জ্ঞানচক্ষে এইমাত্র দেখি নিরন্তর।
অব্যাহত ইষ্ট গতি নব সহোদর ॥৩৮
সুর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ নাগ।
সর্ব্বলোক ভ্রমে নব ঋষি মহাভাগ ॥৩৯
শিবলোক ব্রহ্মলোক গোলোক সঞ্চার।
চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমে এ নব কুমার ॥৪০
নিমি রাজা যজ্ঞ করে বিদেহ নগরে।
নব ঋষি গেলা তথা হেন অবসরে ॥৪১
যজ্ঞ ঘরে যজ্ঞ করে মহা ঋষিগণ।
নব ঋষি গিঞা তথা হৈল উপসন্ন ॥৪২
সূর্য্যসম পরকাশ দীপ্ত কলেবর।
তা সভা দেখিয়া রাজা উঠিলা সত্বর ॥৪৩
কুণ্ড হৈতে অগ্নি যেন উঠিল দ্বিজগণ।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া রাজা পূজিল চরণ ॥৪৪

প্রণাম করিয়া রাজা বসাইল আসনে।
করজোড়ে পুছে রাজা বিনয় বচনে ॥৪৫
তুমি সব সাক্ষাতে কৃষ্ণের অনুচর।
লোকপরিত্রাণ হেতু ভ্রম নিরন্তর ॥৪৬
এতেক দুর্ল্লভ বলি মনুষ্য শরীর।
ক্ষণেক ভঙ্গুর যেন তড়িত অস্থির ॥৪৭
তাহাতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রিয় দরশন।
একান্ত কুশল পথ পুছি সেকারণ ॥৪৮
তিলেক সন্তের সঙ্গ হয় কোন প্রকারে।
সেই মহানিধি না ভজালি সংসারে ॥৪৯
মুক্তি যদি শুনিবারে হই যোগপাত্র।
অবসরে ভাগবত ধর্ম্ম কহ মাত্র ॥৫০
কেহো যদি কৃষ্ণভক্ত স্বধর্ম্ম আচরি।
আপনাকে দিয়া তার বশ হয় হরি ॥৫১
নিমির বচন শুনি যত যোগিগণ।
প্রশংসিয়া বোলে রাজা শুন সাবধান ॥৫২
কবি বোলে আমি সবে এই মাত্র বুঝি।
যেন তেন মতে কৃষ্ণপদপদ্ম ভজি ॥৫৩
সভে এই পাদপদ্ম অভয় কল্যাণ।
মহাদুঃখ প্রতীকার ভয়বিনাশন ॥৫৪
দেহ গেহ সুত দারা অসত্য ধেয়ানে।
চিত্তগত উদবেগ বাড়ে দিনে দিনে ॥৫৫
একচিত্তে হয় কত নানা প্রকারে।
অভয় চরণে সবে দুঃখ পরিহরে ॥৫৬
যত যত উপায় কহিল নারায়ণে।
মূর্খজন পরিত্রাণ হয় যাহা চিনে ॥৫৭
সেই ভাগবত ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণ পাই কহিল নিশ্চয় ॥৫৮
যে ধর্ম্ম আশ্রয় কৈলে নাহি পরমাদ।
সে ধর্ম্ম থাকিলে কিছু নাহি বিঘ্নপাত ॥৫৯
যে ধর্ম্ম আশ্রয় করি মুদ্রিত নয়নে।
সুপথ লাঙ্ঘিয়া করে কুপথ গমনে ॥৬০
শ্রুতি স্মৃতি দুই শাস্ত্র বিপ্রের লোচন।
এক না থাকিলে নানা বুদ্ধির কারণ ॥৬১
দুই না থাকিলে অন্ধ বুলি বুঝায়ে।
হেন বিপ্র হৈয়া যদি হয়াপ না পড়ে ॥৬২
হেন ভাগবত ধর্ম্ম ঈশ্বরের বাণী।
ইহাতে সংশয় বুদ্ধি কেহো কার জানি ॥৬৩
যে যে কর্ম্ম করে যেবা কায়মনচিতে।
সহজে স্বভাব কিবা করে বুদ্ধিগতে ॥৬৪
সকল ইন্দ্রিয়গণ বাড়ে অহঙ্কারে।
লৌকিক বৈদিক কর্ম্ম যেবা জন করে ॥৬৫
সকল করিব জীব কৃষ্ণে সমর্পণ।
ঈশ্বর কহিল এই ভাগবত ধর্ম্ম ॥৬৬
ঈশ্বর ভজিলে কিবা আছে প্রয়োজন।
জ্ঞান হৈলে হয় সব বিপদ খণ্ডন ॥৬৭
হেন যদি বোল রাজা বুঝিল তোমারে।
কৃষ্ণ না ভজিলে কেহো সংসার না তরে ॥৬৮
ঈশ্বরবিমুখজন হয় দেবমায়া।
তুমি আমি ভেদ বুদ্ধি করে দেহ পাঞা ॥৬৯
তবে মাত্র মিথ্যা হয় এ সব কল্পনা।
তবে দুঃখ সুখ হয় এসব ভাবনা ॥৭০
মুক্তি দেহ হেন হয় বুদ্ধি বিপর্য্যয়।
সে কারণে হয় তার নানা দুঃখ ভয় ॥৭১
যাহার মায়ায় হয় এত বিড়ম্বন।
এ বোল বুঝিয়া কৃষ্ণ ভজে বুধজন ॥৭২
গুরু সে ঈশ্বর আত্মা করহ ভাবনা।
কৃষ্ণ গুরু এক করি কর উপাসনা ॥৭৩
দুই হেন বস্তু নাহি বিচার করিতে।
যেন স্বপ্নে মনোরথ মিলায় ভাবিতে ॥৭৪
এ সব সকল দেখ মনের বিলাস।
মন নিরোধিলে সব ভয় যায় নাশ ॥৭৫
স্বপন সমান যেন তড়িত প্রকাশ।
মন প্রবোধিলে সব ভয় যায় নাশ ॥৭৬
এ সব দুর্গম পথ ভজন শকতি।
সে কারণে কহি রাজা সুগম ভকতি ॥৭৭
কৃষ্ণের মঙ্গল নাম ভজন চরিত।
শুনিব শ্রবণ ভরি যে হয় পণ্ডিত ॥৭৮
উচ্চস্বরে নাম গুণ করিব কীর্ত্তন।
লাজ ভয় পরিহরি কার্য্য পরাইন ॥৭৯
মনের আসক্তি ছাড়ি রহে যথা তথা।
সে জন বৈষ্ণব রাজা জানিহ সর্ব্বথা ॥৮০
শ্রবণ কীর্ত্তন এত সংকল্প যাহার।
শ্রবণ কীর্ত্তনে চিত্ত দ্রবয়ে তাহার ॥৮১
উচ্চস্বরে গায়ে ক্ষেণে করয়ে রোদন।
মূর্চ্ছিত হয় ক্ষেণে ঘন গরজন ॥৮২

উনমত নাচে লোক বাহ্য হৈয়া।
লোক বেদ লাজ ভয় সকল তেজিয়া ॥৮৩
আকাশ পবন বহ্নি মহী জ্যোতিজন।
ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছে জানিব মনন ॥৮৪
নদ নদী বন তরু পর্ব্বত সাগর।
সকলে রাজিত প্রভু গুণের সাগর ॥৮৫
সকল কৃষ্ণের তনু জানিবে গেয়ানে।
প্রণাম করিব সব বিনয় বচনে ॥৮৬
"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥৮৭
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাভির্ভুবি যথা
সাপাত্র ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদিদমখিলং জগৎ ॥
যদি বল বহু জন্ম তপ যোগ করি।
এমন দুর্ল্লভ জ্ঞান লভিতে না পারি ॥৮৯
কেবল কীর্ত্তনে মাত্র হবে দিব্য জ্ঞান।
এক জন্মে হয় কত না হয় প্রমাণ ॥৯০
হেন যদি বোল রাজা করিব মরমে।
ভজিতে থাকুক মাত্র শ্রবণ কীর্ত্তনে ॥৯১
ভক্তিযোগ তত্ত্বজ্ঞান অনুভব স্ফুরে।
বিষয় বৈরাগ্য তিন বাঢ়ে এককালে ॥৯২
ভোজন করিতে যেন গরাসে গরাসে।
তুষ্টি পুষ্টি হয় যেন ক্ষুধার বিনাশে ॥৯৩
এই মত কৃষ্ণপদ ভজিতে ভজিতে।
ভকতি বৈরাগ্য হয় ভকতি সাধিতে ॥৯৪
অনুভব তত্ত্বজ্ঞান করয়ে উদয়।
তবে শান্তিরস পায় শান্তি হৈয়া বয় ॥৯৫
নিমি রাজা বলে শুন মহাযোগিগণ।
কিরূপ ভকতি চিহ্ন কি তার লক্ষণ ॥৯৬
কি বোলে কি করে তাহা কি ধর্ম্ম আচরে
হরি বোলে শুন রাজা কহি। তোমারে ॥
সর্ব্বভূতে সত্য বৈসে এক নারায়ণ।
সর্ব্ব নারায়ণ বৈসে দেখে যেই জন ॥৯৮
ভকত উত্তম সেই জানিহ নিশ্চয়।
ভকত মধ্যম তবে কহিব নির্ণয় ॥৯৯
ঈশ্বরে করয়ে প্রেম ভকতে মিত্রতা।
দীন হীন জনে কৃপা বিবর্জ্জিত গীতা ॥১০০
এই সে জানিহ রাজা ভকত মধ্যম।
প্রকৃত ভকত শুন কহিব লক্ষণ ॥১০১
প্রতিমাতে পূজে কৃষ্ণ শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
ভক্তজন না পূজে ঈশ্বর বুদ্ধি করি ॥১০২
প্রাকৃত ভকত তারে জানিব বিদিতে।
ত্রিবিধ ভকত রাজা কহিল সাক্ষাতে ॥১০৩
যেদেই মাত্র কেবল বিষয় ভোগ করে।
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার সর্ব্বত্র না ধরে ॥১০৪
দেখিব ঈশ্বর-মায়া এ তিন ভুবনে।
সেই সে উত্তম ভাগবত বল ক্ষণে ॥১০৫
ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক দুঃখ জনম মরণ।
এ সব সংসারধর্ম্ম দেহের কারণ ॥১০৬
এ সবে মোহিত যেবা নহে অতিশয়।
হরির স্মরণে হয় আনন্দ উদয় ॥১০৭
এই সে জানিবে রাজা ভকত প্রধান।
তবে আর কহি রাজা কর অবধান ॥১০৮
যার চিত্তে কাম ক্রোধ না উঠে বাসনা।
ঈশ্বর আশ্রয়মাত্র করয়ে যে জনা ॥১০৯
ভকত উত্তম তাথে জানিবে লক্ষণ।
জন্মকর্ম্ম যার চিত্তে নাহি অভিমান ॥১১০
জাতি কুল বর্ণাশ্রম নাহি অহঙ্কার।
ভকত উত্তম সেই লক্ষণ তাহার ॥১১১
নিজপর বুদ্ধি যার নহে দেহে গেহে।
সুতবিত্ত পায়্যা যার ভেদ বুদ্ধি নহে ॥১১২
সর্ব্বভূতে সম বুদ্ধি শান্তিরস ধরে।
ভকত উত্তম রাজা জানিব সংসারে ॥১১৩
এ তিন ভুবন রাজ্য পদ হয় অধিকার।
তভু কৃষ্ণ শ্রুতি ভঙ্গ না হয় তাহার ॥১১৪
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র আদি চিন্তিতে না পায়।
শঙ্কর বিরিঞ্চি যারে ধেয়ানে ধেয়ায় ॥১১৫
হেন চরণারবিন্দ তিলেক না ছাড়ে।
নব নিমিষের আধ যে জন না চলে ॥১১৬
সেইজন উত্তম রাজা মহাভাগবত।
বৈষ্ণবলক্ষণ রাজা কহিল সাক্ষাৎ ॥১১৭
কৃষ্ণচরণারবিন্দ পল্লববিলাস।
নখমণি বিরাজিত চন্দ্রিকা প্রকাশ ॥১১৮
হৃদিগত পাপ হরে হয় বিমোচন।
পুনরপি নহে তার উত্তাপ উৎপন্ন ॥১১৯
সূর্য্যতাপ হরে কিবা উদিত শশধরে।
ভকতের নহে তাপ হৃদয়কমলে ॥১২০

যেন তেন মতে ধরি হৃদয়পঙ্কজে।
প্রেমপাশে বান্ধি রাখে তিলেক না ত্যজে॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভুর বিস্তরে।
হেন হরি প্রেমপাশে যে বান্ধিতে পারে॥
সেই মহাভাগবত ভকত উত্তম।
কহিল ত্রিবিধ নিমি বৈষ্ণবলক্ষণ॥১২৩
ভক্তিরস সুধাসিন্ধু শ্রীগদাধর জ্ঞান।
ভাগবতাচার্য্যের মধুরস গান॥১২৪

২য় অধ্যায় সমাপ্ত।

নিমি বলে বিষ্ণুমায়া জগতমোহিনী।
কিরূপ বৈষ্ণবমায়া কোনরূপে জানি॥১
বিষ্ণুমায়া কহ মোকে মহামুনিগণে।
তৃপিত না হয় হরিকথামৃতপানে॥২
এ ঘোর সংসারতাপে মুক্তি যে তাপিত।
দান দেহ হরিকথা বচন অমৃত॥৩
অন্তরীক্ষ বোলে শুন রাজা সাবধানে।
বিষ্ণুমায়া কহিল কিঞ্চিৎ সমাধানে॥৪
আদিপুরুষ হরি হয় কারণ স্বরূপ।
চরাচর শরীরে সৃজিল নানারূপ॥৫
শক্তিপরকাশ করি সৃজয়ে কারণ।
কারণে করয়ে হরি জগৎ সৃজন॥৬
জীবের বিষয়ভোগ কুমতি কারণে।
সৃষ্টি করে নারায়ণ বিবিধ বিধানে॥৭
মায়ায় করিয়া হরি জগত নির্ম্মাণ।
প্রবেশ করয়ে তাতে এক ভগবান্॥৮
অন্তর্যামীরূপে হরি ভুঞ্জায়ে ভুঞ্জায়।
কর্ত্তা নহে ভোক্তা নহে করয়ে করায়॥৯
ইন্দ্রিয়বিজয় ভুঞ্জে ঈশ্বর নিয়োজিত।
আপনাকে অহঙ্কায় করে কুপণ্ডিত॥১০
এই সে কারণে জীব শরীর বন্ধনে।
মুক্তি কর্ত্তা ভোক্তা করি আপনাকে মানে
দেহ যোগে শুভাশুভ নানা কর্ম্ম করে।
সুখ দুঃখ ফল ভুঞ্জে নানা পরকারে॥১২
যাবত পর্য্যন্ত উৎপত্তি পরিণয়।
তাবত জনম মৃত্যু নানা দুঃখ হয়॥১৩
এইরূপে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে।
সুখ দুঃখ ফল ভুঞ্জে বুলে নিরন্তরে॥১৪

ঈশ্বর নির্গুণ নিরাধার নিরালম্ব।
সুখময় রসসিন্ধু নিত্য সুখানন্দ॥১৫
প্রলয় সময় আসি মিলিব যখনে।
অনাদি নিধন কালে সংহরে তখনে॥১৬
অনাবৃষ্টি হয় তবে শতেক বৎসর।
তিন লোক দহিব প্রচণ্ড দিবাকর॥১৭
অনন্তের মুখে হৈতে অগ্নি যে উঠিব।
পাতাল পর্য্যন্ত লোক সকল দহিব॥১৮
তবে মেঘগণ হৈব সম্বর্ত্তক নামে।
শতেক বৎসরে হয় ধারা বরিষণে॥১৯
গজশুণ্ড যেন হয় ধারা বরিষণ।
বিরাট পুরুষ তবে তেজে এতিন ভুবন॥
ব্রহ্মা পরবেশ করি বিরাট ঈশ্বর।
কারণে কারণ সভে মিশিয়া সকল॥২১
সকল ত্রিগুণ অহঙ্কারে পরবেশ।
অহঙ্কার পর লয় হয় অবশেষ॥২২
সব পরবেশ করে প্রকৃতি ভিতরে।
প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করে মহেশ্বরে॥২৩
এই বিষ্ণু মায়া রাজা জগতমোহিনী।
কহিল তোমারে সৃষ্টি সংহারকারিণী॥২৪
আর কি জিজ্ঞাস তুমি কহ ক্ষিতিপতি।
তবে নিমি রাজা বোলে করিঞা মিনতি॥
কিরূপে ঈশ্বর মিলা মন্দমতি জনে।
তরিতে উপায় তার কহিবে এখনে॥২৬
রাজার বচন শুনি প্রবুদ্ধ শুদ্ধধীর।
কহিতে লাগিলা তবে চিত্ত করি স্থির॥২৭
সুখ উৎপন্ন হৈব দুঃখ বিনাশন।
কর্ম্ম করে গৃহী লোক এই সে কারণ॥২৮
স্ত্রী সঙ্গে গৃহে বাস দুঃখ মাত্র সার।
দুঃখ বিনে পরিণামে কিছু নহে আর॥২৯
মৃত্যু হেতু দুঃখ মাত্র দুর্লভ ঘটনে।
দুঃখময় ধনে কিছু নাহি প্রয়োজনে॥৩০
পশু ভৃত্য গৃহ দার বিজুলি চঞ্চল।
যতনে সাধিলে তাথে আছে কোন ফল॥
ইহলোক পরলোক সকল বিনাশী।
দুঃখ মাত্র সার সবে হয় গৃহবাসী॥৩২
মদমান হিংসা মাত্র হয় স্বর্গবাসে।
পুন নিপাতন হয় কর্ম্মফল নাশে॥৩৩

এ বোল বুঝিয়া গুরু করিব আশ্রয়।
ভজিব উত্তম গুরু করিয়া নির্ণয় ॥৩৪
শব্দ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম দোহে সুপণ্ডিত।
শান্ত দান্ত ভক্তিযুত মত পরহিত ॥৩৫
হেন গুরু করিব কপট পরিহরি।
শিখিব বৈষ্ণবধর্ম্ম গুরু সেবা করি ॥৩৬
প্রথমে শিখিব পরিবার প্রেম ভঙ্গ।
মনে কভু না করিব কার সঙ্গে সঙ্গ ॥৩৭
সাধু সেবা সাধু সঙ্গ দয়া সর্ব্বজনে।
যথাযোগ্য প্রেম মৈত্রী শিখিব যতনে ॥৩৮
ত্যাগ শৌচ মৌন তপ বেদ অধ্যয়ন।
শম দম ব্রহ্মচর্য্য কপট বর্জ্জন ॥৩৯
সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টি মনে উদাসীন।
সতত থাকিব কারো নাহি মর্ম্ম ভিন্ন ॥৪০
গৃহারম্ভ পরিত্যাগী থাকিব বিরলে।
যেন তেন মতে তুষ্ট থাকিবে কৌশলে ॥৪১
ভাগবত ধর্ম্মশাস্ত্র করিবে অভ্যাস।
অন্য শাস্ত্রে নিন্দা না করিবে পরকাশ ॥৪২
বাক্য মেনে দমন শিখিব কর্ম্মদণ্ড।
সত্যবাণী শিক্ষা নৈব বার্জ্জব পাষণ্ড ॥৪৩
কৃষ্ণ নাম গুণ কর্ম্ম শ্রবণ কীর্ত্তন।
সর্ব্ব কর্ম্ম করিব কেশবে সমর্পণ ॥৪৪
যজ্ঞ দান তপ যজ্ঞ স্বধর্ম্ম আচার।
প্রিয় হেতু বস্তু রাজ্য মানিব আপনার ॥৪৫
সুত দার গৃহ প্রাণ কৃষ্ণে সমর্পিব।
সব নিবেদন করি উদাসীন হৈব ॥৪৬
কৃষ্ণ নাথ জনে জীব সাধিব পিরীতি।
সাধু জন পরিচর্য্যা সাধিব ভকতি ॥৪৭
অন্যোন্যে করিব কৃষ্ণ চরিত্র কথন।
তুষ্ট রতি শিখিব বৈষ্ণব সম্ভাষণ ॥৪৮
শুনিব সুধাইব কৃষ্ণ গুণ চরিত্র।
কৃষ্ণ নাম লয়াইব জগত পবিত্র ॥৪৯
ভকতি সাধিতে ভক্তি হইব উৎপতি।
পুলকিত তনু হয় রহে জড়মতি ॥৫০
ক্ষেণে কান্দে কৃষ্ণ গুণ করিয়া চিন্তন।
ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কান্দে ঘন গরজন ॥৫১
ক্ষেণে গায় ক্ষেণে বোলে অলৌকিকবাণী।
নিঃশব্দে ক্ষেণে রহে কৃষ্ণ গুণ শুনি ॥৫২

এই মতে ভাগবত ধর্ম্ম সদা শিক্ষা করি।
গুরু আরাধিয়া কৃষ্ণ চিত্তে চিত ধরি ॥৫৩
তবে জীব হয় নারায়ণ পরায়ণ।
তবে বিষ্ণু মায়া ঘুচে অবিদ্যা খণ্ডন ॥৫৪
রাজা বলে নিবেদন করিব চরণে।
নারায়ণ তত্ত্ব যেকে কহ যোগিগণে ॥৫৫
শুনিয়া পিপ্পলায়ন বোলে শুন নরেশ্বর।
নারায়ণতত্ত্ব শুন আমার গোচর ॥৫৬
যাহা হৈতে উৎপত্তি প্রলয় পালন।
যাহা হৈতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড পালন ॥
তিন কালে সত্য যার নাহি শক্তি ভঙ্গ।
সর্ব্ব জীবে বসে নহে কার সহে সঙ্গ ॥৫৮
বুদ্ধি মন প্রাণ যবে শক্তি বলে চলে।
সেই নারায়ণ রাজা কহিল তোমারে ॥৫৯
মন বচনের নাহি যাহাতে প্রবেশ।
না দেখে ইন্দ্রিয়গণ নাহি গুণলেশ ॥৬০
মন বুদ্ধি যাহা হৈতে হয় উপাদান।
সেই মন বুদ্ধি তার নহে সন্নিধান ॥৬১
অগ্নির শিখা যেন উঠায় অনলে।
পুন তেন পরবেশ করিতে না পারে ॥৬২
কত যায় কত হয় নারায়ণ হৈতে।
পুন কোথাই না জানে নারায়ণতত্ত্বে ॥৬৩
শব্দব্রহ্মবেদবাণী বুদ্ধি অনুসারে।
নিষেধ করিতে গিঞা রহে বহুদূরে ॥৬৪
সেই ব্রহ্মা সবে এই করে নিরূপণ।
নাহে তত্ত্ব-অবধারি করিতে ভাজন ॥৬৫
এক ব্রহ্ম সভে মাত্র আছিল প্রথমে।
তিন গুণ প্রকৃতি জন্মিল যাহা হৈতে ॥৬৬
তবে শব্দ জনমিল মহান্ উদয়।
তবে জীব জনমিল জ্ঞান কর্ম্মময় ॥৬৭
এক ব্রহ্ম নানা শক্তি করে পরকাশ।
বহুরূপে করে ব্রহ্মা আনন্দ বিলাস ॥৬৮
যদি বল এক হৈঞা বহুরূপ ধরে।
তবে ব্রহ্মবধ কেন না হয় সংসারে ॥৬৯
হেন যদি বোল রাজা শুন সাবধানে।
না হয় না মরে ব্রহ্ম নিত্য ভগবানে ॥৭০
না বাড়ে না টুটে ব্রহ্ম ছোট বড় নয়।
এক ব্রহ্ম উপাধিবর্জ্জিত সুখময় ॥৭১

এক ব্রহ্ম আছে মাত্র সত্তে এই লখি।
মনের কল্পনা যত নানা ভেদ দেখি ॥৭২
কীট পতঙ্গ তরু তৃণ আদি করি।
সব ঠাঞি বসে আত্মা সমরূপ ধরি ॥৭৩
এইরূপে করি মাত্র ঈশ্বর নির্ণয়।
আত্মা বিনু দেখি শুনি কিছু সত্য নয় ॥৭৪
কৃষ্ণচরণারবিন্দ কৃপা যদি হয়।
তবে তার ভক্তিযোগ করিয়ে উদয় ॥৭৫
তবে যদি চিত্তগত মন যায় নাশ।
নিরমল চিত্ত হয় ব্রহ্ম পরকাশ ॥৭৬
এতেক বচন শুনি নিমি নরেশ্বর।
কর্ম্মযোগ জিজ্ঞাসিল মুনির গোচর ॥৭৭

* * * *

কর্ম্মযোগ তত্ত্ব তুমি কহিবে আমারে ॥৭৮
এই জিজ্ঞাসিলা মুঞি বাপ বিদ্যমানে।
বাপে তার উত্তর না দিল কি কারণে ॥৭৯
কহিবে কারণ তার মহা যোগেশ্বর।
অগ্নিহোত্র দিল তবে তাহার উত্তর ॥৮০
কর্ম্মাকর্ম্ম এ তিন বেদ বাণী।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর বেদ কহে সর্ব্ব মুনি ॥৮১
তে কারণে বিমোহিত সর্ব্ব জন।
বেদ বুঝাইতে কেন কেহো না বুঝে মরম ॥
পর মুখে কহে বেদ বালক শিখায়।
কর্ম্ম বিনাশিতে কর্ম্ম লোকেরে বুঝায় ॥৮৩
ছাওয়ালে না করে যেন ঔষধ ভক্ষণ।
ঔষধ খাওয়ালে হয় রোগ নিবারণ ॥৮৪
বেদ তর্ক উপদেশ মূর্খ দেখি ধরে।
কর্ম্ম পথে বেদে মূর্খ নিয়োজিত করে ॥৮৫
আপনে বিষয় মত্ত মূর্খ অগেয়ান।
যে ধর্ম্ম বুঝায় বেদে না করে সন্ধান ॥৮৬
বিকর্ম্মে অধর্ম্ম বাড়ে যায় অধোগতি।
মৃত্যু পথে গতাগত করে মন্দমতি ॥৮৭
বেদে যে বুঝায়ে ধর্ম্ম করিব বিচারি।
কৃষ্ণে সমর্পিব ফল পরিত্যাগ করি ॥৮৮
সেই সে দুর্ল্লভ মুখ্য নহে মহামতি।
শ্রদ্ধা বাঢ়াইতে যেন শুনি ফলশ্রুতি ॥৮৯
শুভ কর্ম্ম করিয়া নির্ম্মল মতি করে।
এই সে কারণে বেদ ফলশ্রুতি ধরে ॥৯০

যে পুন হৃদয় গ্রন্থি ফেলিব ছিড়িয়া।
সে যেন গোবিন্দ ভজে একান্ত হইয়া ॥৯১
গুরু অনুগ্রহ পায়া লৈব উপদেশ।
কৃষ্ণ মূর্ত্তি করিয়া পূজিব হৃষীকেশ ॥৯২
ইচ্ছা অনুরূপ মূর্ত্তি করিয়া প্রকাশ।
ভজিব গোবিন্দ মূর্ত্তি করিয়া বিশ্বাস ॥৯৩
শুক্র কলেবর করি কল্পিব আসন।
সম্মুখে বসিয়া প্রাণ করিব সংযম ॥৯৪
ভূতশুদ্ধি ন্যাস করি সাধব শরীর।
রক্ষা বন্ধ করি কৃষ্ণ পূজিব সুধীর ॥৯৫
প্রতিমাতে পূজিব কিবা হৃদয় কমলে।
যথা লাভ উপহার ধরিব গোচরে ॥৯৬
দ্রব্য ভূমি নিজ অঙ্গ করিয়া মোক্ষণ।
সকলে সাধনা করি শোধব আসন ॥৯৭
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তার মূর্ত্তি অঙ্গন্যাস করি
মূল মন্ত্রে সব দ্রব্য নিবেদন করি ॥৯৮
সাঙ্গ পাঙ্গ অস্ত্র পুরি পারিষদগণ।
মূল মন্ত্রে দিব পাদ্য অর্ঘ্য আচমন ॥৯৯
গন্ধ মাল্য ধূপ দীপ বসন ভূষণ।
তবে সব উপহার করিব নিবেদন ॥১০০
বিধিমত পূজা করি পূজিব শ্রীহরি।
স্তুতি পাঠ দণ্ডবৎ পরনাম করি ॥১০১
কৃষ্ণময় হৈয়া তবে পূজিব ঈশ্বর।
তবে নিবেদিত ধরি শিরের উপর ॥১০২
তবে কৃষ্ণ ধরি নিয়া হৃদয় কমলে।
নিতি নিতি পূজা করি এই পরকারে ॥১০৩
জলে কৃষ্ণ পূজি কিবা অনল ভাস্করে।
অতিথিতে পূজিয়ে কিবা হৃদয়কমলে ॥১০৪
এইরূপে কৃষ্ণে সেবা পূজে নিরবধি।
মুক্তি পদ হয়ে তার মিলে সর্ব্ব সিদ্ধি ॥১০৫

৩য় অধ্যায় সমাপ্ত।

নিমি রাজা জিজ্ঞাসিল শুনি মুনিগণে।
কোন অবতারে হরি কৈল কোন্ কালে ॥১
কি কি কর্ম্ম করিল হরি কি কি অবতারে
অবতার পুণ্য কথা কহিতে আমারে ॥২
রাজার বচন শুনি দ্রবিড় সুধীর।
কহিতে লাগিল মুনি পুলক শরীর ॥৩

যে বোলে কৃষ্ণের গুণ করিব গণনা।
হেন বুদ্ধিহীন শিশু আছে কোন জনা ॥৪
পৃষ্টমান ধুলা করি গণিবারে পারে।
হেন জন থাকে যদি এ মহীমণ্ডলে ॥৫
অদ্ভুত কৃষ্ণের গুণ গণনা না জায়।
গণিতে প্রভুর গুণ কেবা অন্ত পায় ॥৬
পঞ্চভূত বিরচিত ব্রহ্মাণ্ড রচিঞা।
নিজ আশে রহে তাথে প্রবেশ করিয়া ॥৭
বিরাট বিগ্রহ তিহোঁ আদি নারায়ণ।
তার দেহে বিরচিত এ তিন ভুবন ॥৮
তাহা হৈতে উৎপতি পালন সংহার।
আদি কর্ত্তা প্রভু তিহোঁ আদি অবতার ॥৯
প্রথমে জন্মিল ব্রহ্মা রজো গুণ ধরি।
জগৎপতি প্রভু তিহোঁ সৃষ্টি অধিকারী ॥১০
তমোগুণে শিবরূপে করয়ে সংহার।
তিন গুণে ধরে হরি তিন অবতার ॥১১
দক্ষের কুমারী মূর্ত্তি ধর্ম্মের ঘরণী।
তার ঘরে অবতার কৈলা চক্রপাণি ॥১২
নর নারায়ণ নামে ঋষি কলেবর।
বদরিকাশ্রমে তপ করেন দুষ্কর ॥১৩
আকল্প পর্য্যন্ত তপ মুকতি লক্ষণে।
বদরিকাশ্রমে তপ করে নারায়ণে ॥১৪
মুনিগণ নিষেবিত চরণযুগল।
দেখিয়া তুহার তপ চিন্তে পুরন্দর ॥১৫
ইন্দ্র পদ হরে কিবা হরে সুরপুরী।
তপ ভঙ্গ তুহার করিব বিঘ্ন করি ॥১৬
এতেক বচন বুলি ইন্দ্র শচীপতি।
তপ ভঙ্গ করিব চিন্তিল মন্দমতি ॥১৭
সত্বরে পাঠায়া দিল রতিপতি কাম।
মন্দমতি পবন বসন্ত মূর্ত্তিমান্ ॥১৮
চলিল অপ্সরীগণ ইন্দ্রের বচনে।
বহু ভাতি নৃত্য করে প্রভু বিদ্যমানে ॥১৯
পঞ্চ স্বরে রতিপতি বিন্ধিল মরমে।
ললিত বসন্ত রতি কুসুমিত বনে ॥২০
আদিদেব নারায়ণ জানিল সকলে।
তপ ভঙ্গ করে শচীপতি পুরন্দরে ॥২১
হাসিঞা কি বোলে আদি দেব নারায়ণে
না কর না কর ভয় শুন ইন্দ্রগণে ॥২২
সুখে রহ তুমি সব না করিহ ভয়।
আগমনে ধন্য হৈল সকল আলয় ॥২৩
এতেক বচন যবে বুঝিল শ্রীহরি।
চরণে পড়িয়া দণ্ড পরণাম করি ॥২৪
করে শির ধরি বোলে ভয়ে কম্পমান।
ইন্দ্রগণে বোলে প্রভু কর অবধান ॥২৫
এ কোন চরিত্র প্রভু তুমি নির্ব্বিকার।
অজ নিরঞ্জন তুমি প্রকৃতির পার ॥২৬
আত্মরাম নিকর বন্দিত পাদপদ্ম।
যোগিগণ হৃদয় কমল পদদ্বন্দ্ব ॥২৭
তোমার পদারবিন্দ করিতে সেবন।
তব কীর্ত্তি বহু বিঘ্ন হয় উপগম ॥২৮
স্বর্গ অতিক্রমী হৈঞা বিষ্ণু পদে চলে।
নকারবগণ বহুবিঘ্ন করে ॥২৯
অন্য দেবে ভজিতে দেবের ক্রোধ নহে।
হতভাগ্য পায়া তারা সুখী হৈঞা রহে ॥৩০
তোমার সেবকে নাথ সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজে।
একান্ত ভকতি করি সভে তোমা ভজে ॥৩১
অন্যদেব না করিয়া না করে বস্তুজ্ঞান।
তে কারণ নানা বিঘ্ন হয় উপাদান ॥৩২
তুমি যদি রক্ষা কর নিজ ভৃত্য করি।
যথা তথা রহে বিঘ্ন শিরে পদ ধরি ॥৩৩
ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত বাত জরাশোক ভয়।
কাম লোভ আমি সব মহা জ্বালাময় ॥৩৪
অপার সাগর তরি বসে পদ জলে।
ক্রোধবশে সেহো ব্যর্থ পুণ্যলোপ করে ॥৩৫
এইরূপে ইন্দ্রগণে কৈল নানা স্তুতি।
হেনকালে নারীগণ অদ্ভুত মূরতি ॥৩৬
নারায়ণ পরিচর্য্যা করে চারিপাশে।
ইন্দ্রগণ দেখি আঁখি বুজিল তরাসে ॥৩৭
হরিল অঙ্গের গন্ধ ইন্দ্রগণ চিত।
রূপ দরশনে সব হৈল বিমোহিত ॥৩৮
হাসিঞা কি বোলে তবে প্রভু নারায়ণ।
না কর সম্ভ্রম তোরা শুন ইন্দ্রগণ ॥৩৯
আমার সাক্ষাতে দেখ যতেক রমণী।
মাগিয়া ইহার লহ কন্যা একখানি ॥৪০
এক কন্যা লৈঞা কর স্বর্গের গমন।
শিরে আজ্ঞা ধরিয়া চলিল ইন্দ্রগণ ॥৪১

প্রণাম করিয়া আজ্ঞা মাগিল চরণে।
একখানি কন্যা লৈয়া চলিল দেবগণে ॥৪২
ইন্দ্রের নাচনি সেই অপ্সরা উর্ব্বশী।
সুরসিদ্ধ বিমোহিনী পরম রূপসী ॥৪৩
হেন কন্যা দিল লৈয়া ইন্দ্র বিদ্যমানে।
আদি হৈতে কহিল সকল বিবরণে ॥৪৪
ইন্দ্রগণ মুখে মহিমা শুনিয়া পুরন্দর।
জানিল সাক্ষাতে সেই পরম ঈশ্বর ॥৪৫
বিস্ময় ভাবিয়া ইন্দ্র বসিলা সম্ভ্রমে।
অংশে অবতার রাজা শুন সাবধানে ॥৪৬
হংসরূপে আত্মযোগ কৈল উপদেশ।
দত্তাত্রেয় অবতার বরে জড়বেশ ॥৪৭
সনকাদি রূপে চারি ব্রহ্মার কুমার।
ঋষভ আমার পিতা হংস অবতার ॥৪৮
হয়গ্রীব অবতারে বেদ উদ্ধারিলা।
মধুবধ করিয়া জগত নিস্তারিলা ॥৪৯
পৃথিবী করিয়া নৌকা মৎস্য অবতারে।
বেদ উদ্ধারিলা হরি প্রলয় সাগরে ॥৫০
বরাহ অবতার করি দশন শিখরে।
পৃথিবী তুলিঞা থুইল জলের উপরে ॥৫১
কৌতুকে ধরিল হরি কূর্ম্ম-কলেবর।
অমৃত মন্থনে পৃষ্ঠে ধরিল মন্দর ॥৫২
হরি অবতার করে ভকত কারণে।
চক্রে নক্র কাটি কৈল গজেন্দ্র মোক্ষণে ॥৫৩
ষাটি সহস্র মুনি বালখিল্য গেলে।
কশ্যপের যজ্ঞে তার কাষ্ঠ বহি আনে ॥৫৪
ষাটি সহস্র বহে তাব একখানি ডালে।
নানাদুঃখ পাঞা তারা বসি পদজলে ॥৫৫
বসি পদজলে ঋষি মজিল সগণে।
হাসিয়া উদ্ধার তারে কৈলা নারায়ণে ॥৫৬
বৃত্রবধে ব্রহ্মবধ ইন্দ্রের আছিল।
ইন্দ্র উদ্ধারিঞা বেদ পরিত্রাণ কৈল ॥৫৭
নরসিংহ অবতারে আদি দৈত্য মারি।
বেদ উদ্ধারিল হরি অসুর সংহারি ॥৫৮
অদ্ভুত বামনরূপ নিজ কলেবর।
বলি ছলি নিল হরি পাতাল ভিতর ॥৫৯
পুনরপি ইন্দ্রে দিল নিজ অধিকার।
লীলা অবতারে কৈল বামন বিহার ॥৬০
ভৃগুপতি রামরূপে দিব্য অবতার।
নিঃক্ষত্রিয় পৃথিবী তিনসাত বার ॥৬১
রাবণ সংহার কৈল রাম অবতারে।
সীতা উদ্ধারিয়া যশ স্থাপিল সংসারে ॥৬২
বলরাম অবতারে হরিল ভূভার।
দৈত্য সংহারিয়া থুইল লোক চমৎকার ॥৬৩
বৌদ্ধ অবতারে হরি অসুর মোহিল।
কল্কি অবতারে হরি ম্লেচ্ছ বিনাশিল ॥৬৪
এইরূপে কত কত অদ্ভুত বিহার।
কতরূপে করে হরি কত অবতার ॥৬৫
কাহার শকতি তাহা কহিবারে পারে।
সংক্ষেপে কহিল কিছু বুদ্ধি অনুসারে ॥৬৬

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

নিমি রাজা জিজ্ঞাসিল ভাবিঞা বিস্ময়।
প্রায়ে হরি না ভজে অনেক দুরাশয় ॥১
অশান্ত কামুক তার কোন গতি হয়।
বিচারিয়া কহ মোকে খণ্ডুক সংশয় ॥২
চমকে উত্তর দিলা রাজার বচনে।
কহিব সকল তত্ত্ব শুন সাবধানে ॥৩
ঈশ্বরের মুখ ভুজ উরুপদ হনে।
চারিবর্ণ আশ্রয়ে জন্মিল তিন গুণে ॥৪
মুখ হৈতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দুইকরে।
উরু বৈশ্য জনমিল শূদ্র পদতলে ॥৫
সে প্রভু সবার পিতা সবার ঈশ্বর।
যে হরি না ভজে সেই পতিত পামর ॥৬
অধোগতি চলে যেবা করে অবজ্ঞান।
দূরে হরি কথা যার দূরে হরিনাম ॥৭
স্ত্রীশূদ্র আদি যত নিন্দিত আচার।
তুমি সভ সভার করিছ উদ্ধার ॥৮
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রায়ে শূদ্রজাতি।
কৃষ্ণপদ সন্নিধানে হয় যার স্থিতি ॥৯
কিন্তু বেদবাদি-বিপ্রে বেদ-বিদ্যাবলে।
কুলমদে ধনমদে মজে অহঙ্কারে ॥১০
কর্ম্মে কুপণ্ডিত তারা দম্ভ ভাব ধরে।
মূর্খ হইয়া পণ্ডিত মানয়ে আপনারে ॥১১
চাটুবাণী বোলে তারা সভার ভিতরে।
হাসিঞা হাসিঞা বোলে নানা পরকারে ॥

সংকল্প করিয়া কর্ম্ম করে রজোগুণে।
স্বর্গবাস সুখভোগ ধনপুত্র কামে ॥১৩
অল্প কর্ম্মে ক্রোধ করে যেন কালসর্প।
দম্ভ মান অহঙ্কার করে নানা দর্প ॥১৪
এসব দুর্জ্জন পাপী খল মতিনাশ।
বৈষ্ণব দেখিয়া তারা করে উপহাস ॥১৫
অন্যান্যে বোলয়ে মন্দ নানা ভঙ্গি করি।
দেখিয়া বৈষ্ণব জন কটাক্ষে না হেরি ॥১৬
স্ত্রী ঘরে স্ত্রীসেবা স্ত্রীসম্ভাষণা।
ব্যর্থ কাল যায় তার অপত্য কল্পনা ॥১৭
প্রাণতুষ্ট হেতুমাত্র পশুবধ করে।
দেবতা উদ্দেশ করি শাস্ত্র বলে ছলে ॥১৮
বিধি হীন দক্ষিণা বিহিত করে দান।
পশুবধ পাতক না দেখে অগেয়ান ॥১৯
ধনমদে কুলমদে ঐশ্বর্য্য গরবে।
ত্যাগ কর্ম্ম বিদ্যামদে সম্পদ বৈভবে ॥২০
নানা মদে অন্ধ হয় খলমতি জনে।
সাধুজনের নিন্দা করে ভক্তি নাহি জানে ॥
বৈষ্ণবের নিন্দা করে সেই খলমতি।
সর্ব্বনাশ হয় তার অন্তে অধোগতি ॥২২
সকলের আত্মা কৃষ্ণ সভার ঈশ্বর।
সর্ব্বভূতে বৈসে কৃষ্ণ না বুঝে পামর ॥২৩
না বুঝে পামর জন মদে গুণ গায়।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাকে ধেয়ানে না পায় ॥২৪
সতত কুকথা কহে নানা মনোরথে।
তে কারণে দুষ্ট লোক ভ্রমে কর্ম্মপথে ॥২৫
মদ্যমাংস স্ত্রীসেবা লোক ব্যবহার।
বেদে কভু না বুঝায় এসব আচার ॥২৬
এসব লোকের ধর্ম্ম বেদ আজ্ঞা নয়।
ব্যবস্থা করিয়া বেদ লোকেরে বুঝায় ॥২৭
স্ত্রীসেবা করে যদি কামে হৈয়া অন্ধ।
বিবাহ করিয়া যেবা করয়ে স্ত্রীসঙ্গ ॥২৮
মদ্যমাংস খায় যেন পাসরিতে নারে।
যজ্ঞ লক্ষ্য করি যেন পশুবধ করে ॥২৯
নহে বা ইহাতে কিছু আছে বেদবিধি।
বেদতত্ত্ব না বুঝিয়া বোলে পশুবুদ্ধি ॥৩০
ধনে ধর্ম্ম সাধিব ধনের প্রয়োজন।
ধন হৈতে তত্ত্বজ্ঞান হয় উৎপন্ন ॥৩১
দেহ গেহ ধরম করম হয় ধনে।
দুরন্ত দেহের মৃত্যু না দেখে নয়নে ॥৩২
মদ্যমাংস খায় যদি যমের বিধানে।
গন্ধমাত্র লৈব না করিব সুরাপানে ॥৩৩
পশুবধ করিব কেবল যজ্ঞকালে।
জীবহিংসা কদাচিত কেহো জানি করে ॥
পুত্রহেতু স্ত্রী সন্তোষিব বুধজনে।
স্ত্রীসঙ্গ না করিব সুরতি কারণে ॥৩৫
সর্ব্ববেদে কহে এই জীবের স্বধর্ম্ম।
অশান্ত দুরন্ত জনে না বুঝে মরম ॥৩৬
মূর্খ হৈঞা আপনাকে পণ্ডিত মনে ধরে।
না বুঝিয়া বেদবাণী পশুবধ করে ॥৩৭
যত পশুবধ করে দেবতা উদ্দেশে।
সেই পশুগণ তাকে খায় অবশেষে ॥৩৮
যে যাহাকে হিংসে তাহাকে সে করে হিংসা
প্রাণিবধ বুধজনে না করে প্রশংসা ॥৩৯
সভার ঈশ্বর হরি এক ভগবান্।
সর্ব্বভূতে বসে হরি সর্ব্বত্র সমান ॥৪০
কেবল ঈশ্বরদ্রোহী প্রাণী বধ করে।
প্রাণ অনুরক্ত তার মৃত্যু কলেবরে ॥৪১
দুরন্ত পণ্ডিত তার হয় অধোগতি।
বিবিধ নরক ভোগ করে প্রাণঘাতী ॥৪২
মোক্ষগতি না বুঝায় কিঞ্চিৎ পণ্ডিত।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কেবল বঞ্চিত ॥৪৩
নানা কর্ম্ম করে নাহি ক্ষণেক বিশ্রাম।
আত্মঘাতী পাপী তার নাহি পরিত্রাণ ॥৪৪
সেই আত্মঘাতী যার নাহি শান্তি দয়া।
আপনে বোলয়ে জ্ঞানে অজ্ঞান মূল হৈঞা
দৈবে তারে কালে হরে সকল বঞ্চিত।
এই লোক পরলোক হয়ত বঞ্চিত ॥৪৬
নানা দুঃখ নিরমিল সুত বিত্ত দার
দাস ভৃত্য অশেষ সম্পদ পরিবার ॥৪৭
অন্তকালে যায় পাপী সব পরিহরি।
পাপ পুণ্য দুই সবে নিজ অঙ্গে করি ॥৪৮
নরকে মজিঞা পাপী দুঃখ ভোগ করে।
শ্রীমুখ বিমুখ জন কভো নাহি তরে ॥ ৪৯
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল নিমি মতিমান।
কোন যুগে কোন বর্ণ ধরে ভগবান্ ॥৫০

কোন যুগে কোনরূপে পূজিব নরগণে।
কি নাম কি বিধাতার কহিবে এখনে ॥৫১
কহে করভাজনে রাজার বাক্য শুনি।
অবতার কথা কহি কলুষঘাতিনী ॥৫২
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে।
নানা বর্ণ নাম ধরে হরি নানারূপে ॥৫৩
নানা বিধি বিধানে পূজয়ে নানালোকে।
যুগ অবতার রাজা শুন একে একে ॥৫৪
সত্যযুগে শুক্লবর্ণ শিরে জটাভার।
কৃষ্ণাজিন অক্ষমালা পরে বৃক্ষছাল ॥৫৫
চারু চতুর্ভুজ দণ্ড কমণ্ডলু ধরে।
শান্তদান্ত হিতরত জনে পূজা করে ॥৫৬
শম দম তপ করি সাধুজনে ভজে।
সম জ্ঞানে মুনিগণ সম ভাবে পূজে ॥৫৭
বৈকুণ্ঠ সুধর্ম হংস ধর্ম্ম যোগেশ্বর।
পরমাত্মা পুরুষ নির্ম্মল ঈশ্বর ॥৫৮
বিষ্ণুযজ্ঞ পিঙ্গগর্ভ সর্ব্বদেব মানে।
উরুক্রম বৃষাকপি বোলে সর্ব্বজনে ॥৫৯
বেদবাদী কন্ম সব ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণে।
বেদ বাদময় যজ্ঞ করে আরাধনে ॥৬০
সত্যযুগে ধরে হরি এই সব নাম।
শুক্লবর্ণ অবতার হবে ভগবান্ ॥৬১
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ চারি ভুজ ধরে।
কনকবরণ কেশ স্রুক্ স্রুব করে ॥৬২
কেশের মেখলা ধরে যজ্ঞ কলেবর।
সর্ব্বদেবময় হরি ভুবন ঈশ্বর ॥৬৩
দ্বাপরযুগেতে হরি শ্যাম কলেবর।
পীতবাস পরিধান নিজ অস্ত্রধর ॥৬৪
শ্রীবৎস কৌস্তুভ আদি লক্ষণে লক্ষিত।
মহারাজ রাজেশ্বর ভুবনপূজিত ॥৬৫
ইতি দ্বাপরমুর্ব্বিশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথাশৃণু।
ইতি দ্বাপরে শ্যাম পীত বাসাংনিজ্যায়ুধা।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কাশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানিগণে হরি তন্ত্র মন্ত্রে ভজে।
সর্ব্বদেবময় হরি সর্ব্বভাবে ভজে ॥৬৮
নমো বাসুদেব নমোঃসঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্নায় নম অনিরুদ্ধ নারায়ণ ॥৬৯

ওঁ নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ
সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সত্ততাং পতয়ে নমঃ।
নমো বিশ্বেশ্বর বিশ্বময় বিশ্বপতি।
নমো মহাপুরুষ ঈশ্বর সর্ব্বগতি ॥৭১
এইমতে স্তুতি কৈল দ্বাপরের যুগে।
নানা মন্ত্র বিধানে পূজিল তিন লোকে ॥৭২
কলিযুগ অবতার শুন সাবধানে।
কলিযুগে কেবল ভজিব সঙ্কীর্ত্তনে ॥৭৩
শেষপদে কৃষ্ণ বলি বর্ণ পদে নাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জানিব বিধান ॥৭৪
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনৈঃ প্রায়ৈর্যজন্তি হি
সুমেধসঃ ॥৭৫
ত্বিষায় কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ নিজধাম।
গৌরচন্দ্র অবতার বিদিত বাখান ॥৭৬
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে।
গৌরচন্দ্র অবতরি নৃত্য রসরঙ্গে ॥৭৭
যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তন যজ্ঞ লক্ষ করি।
বিচারিয়া সুপণ্ডিত ভজএ শ্রীহরি ॥৭৮
কৃষ্ণ অবতার যদি বুলি কলিযুগে।
তার পূর্ব্বাপর গ্রন্থী বিরোধ না লাগে ॥৭৯
তেকারণে বুধজন মোর পরিহার।
দোষ দিহ পূর্ব্বাপর করিঞা প্রচার ॥৮০
ধ্যানগম্য পরিভব হরি তীর্থপদ।
সকল অভীষ্ট দাতা অখিল সম্পদ্ ॥৮১
শঙ্কর বিরিঞ্চি করে শরণ স্তবন।
নিজ কৃত্য আর্ত্তিহর প্রণয় পালন ॥৮২
ভবসিন্ধু-তরণি ভকত সুখানন্দ।
বন্দো মহাপুরুষ তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥৮৩
ইন্দ্র আদি দেব যার ধ্যানে বাঞ্ছা করে।
হেন রাজলক্ষ্মী হরি দূরে পরিহরে ॥৮৪
ধর্ম্মময় প্রভু করে ধর্ম্মের পালনে।
অরণ্যে প্রবেশ কৈল বাপের কারণে ॥৮৫
ভকতবৎসল প্রভু ভক্ত ইচ্ছা পালে।
শিরারে ইচ্ছাস গেলা মৃগ অনুসারে ॥৮৬
হেন মহাপ্রভু তুমি পুরুষ শেখর।
বন্দো নিরন্তর তার চরণ যুগল ॥৮৭

এইরূপে করি হরি যুগ অবতার।
যুগে যুগে সর্ব্বলোক ভজে সর্ব্বকাল ॥৮৮
সারভাগী তুলুক পণ্ডিত মহাজনে।
তার সব কলিযুগ সতত ব্যাখানে ॥৮৯
ধন্য কলিযুগ যাতে কেবল কীর্ত্তনে।
সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বফল লভে সর্ব্বজনে ॥৯০
এই সে পরম লাভ জানিহ সংসারে।
যেন তেন মতে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করে ॥৯১
যাহা হৈতে শান্তি হয় খণ্ডয়ে সংসার।
কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন বিনে গতি নাঞি আর ॥৯২
সত্যযুগে প্রজাগণ বঞ্চে নিরন্তরে।
কলিযুগে জন্ম যেন হয় ক্ষিতিতলে ॥৯৩
কলিযুগে হৈব নর কৃষ্ণপরায়ণ।
ধন্য জন জন্মিয়াছে এই সে কারণ ॥৯৪
ক্ষিতিতলে কোন কোন আছে পুণ্যদেশ।
ধন্য মহাপুণ্য দেশ দ্রাবিড় বিশেষ ॥৯৫
তাম্রপর্ণী নদী যাতে নদী কৃতমালা।
প্রিয়াম্ভাংসি নদী যাতে মহা পাপহরা ॥৯৬
প্রতীচি-কাবেরী যাতে নদী মহাগণ্যা।
সর্ব্বতীর্থ ফল লভে সর্ব্বলোক ধন্যা ॥৯৭
এ সব নদীর জল যেবা করে পান।
কৃষ্ণভক্তি লভে তার নির্ম্মল গেয়ান ॥৯৮
দেব ঋষি পিতৃগণের নাহি রহে ঋণ।
না হয় কিঙ্কর কারো না ধারায় ঋণ ॥৯৯
সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি তেজি সর্ব্ব কর্ম্ম।
সর্ব্বভাবে ভজে যেবা কৃষ্ণের চরণ ॥১০০
নিজ চরণারবিন্দ করিতে ভজন।
সর্ব্বকর্ম্ম পরিহরি যে করে চিন্তন ॥১০১
তার মধ্যে দৈবযোগে হয় কথঞ্চিত।
কোনমতে হয় যদি বিকর্ম্ম উদিত ॥১০২
হৃদয়ে প্রবেশ করে আপনে শ্রীহরি।
সর্ব্বপাপ হরে তার নিজ ভক্ত করি ॥১০৩
এইরূপে কত হয় নানা ভোগ ধর্ম্ম।
কহিল যোগেন্দ্রগণ বিচারিয়া মর্ম্ম ॥১০৪
শুনিঞা বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিমি নরেশ্বর।
পিরিতে পূরল তনু বাহ্য অন্তর ॥১০৫
মুনিগণ মেলি পূজা করেন বিধানে।
অন্তর্ধান কৈল তারা সভা বিদ্যমানে ॥১০৬

সেই ধর্ম্ম নিমি রাজা করিল আশ্রয়।
বিষ্ণুপদে গেল রাজা হৈঞা বিষ্ণুময় ॥১০৭
তুমি বসুদেব এই বিষ্ণুধর্ম্ম ধর।
বিষ্ণু আরাধিয়া তুমি বিষ্ণুপদে চল ॥১০৮
ধন্য বসুদেব তুমি দৈবকী ভামিনী।
রহিল দুহার যশ ত্রিভুবন জিনি ॥১০৯
আপনে ঈশ্বর হৈঞা পুত্র ভগবান্।
পুত্র হৈয়া জনমিল পুরুষ পুরাণ ॥১১০
শয়ন ভোজন কালে কর দরশন।
পুত্রভাবে কর তুমি চুম্বন আলিঙ্গন ॥১১১
পুত্র প্রেম ধর তুমি দেব নারায়ণে।
বসুদেব ধন্য তুমি হৈলে ত্রিভুবনে ॥১১২
দন্তবক্র বিদুরথ শাল্ব শিশুপাল।
কংস জরাসন্ধ আদি নৃপ দুরাচার ॥১১৩
তারা সব বৈরভাব কবি নারায়ণে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণ তারা চিন্তিল ধেয়ানে ॥১১৪
বৈরভাব ভাবি তারা হৈল কৃষ্ণময়।
প্রেমভাবে ভাবিলে না জানি কিবা হয় ॥
তুমি বসুদেব না করহ পুত্রবুদ্ধি।
সর্ব্বেশ্বর ঈশ্বর অখিল গুণনিধি ॥১১৬
গূঢ়রূপে মায়ায় মানুষরূপ ধরি।
হরিতে পৃথ্বীর ভার নবলীলা করি ॥১১৭
অজ হৈয়া করে হরি নর অবতার।
জগতে তোমার যশ রহিল বিস্তার ॥১১৮
পুত্রের মহিমা শুনি নারদের মুখে।
বসুদেব দৈবকী পূরিল প্রেমসুখে ॥১১৯
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভু নারায়ণে।
বসুদেব তত্ত্ব জানি স্থির কৈল মনে ॥১২০
ধন্য পুণ্য ইতিহাস পুরাণে গোপিত।
নব ঋষিসংবাদ নারদ মুখোদিত ॥১২১
যেবা কহে যেবা শুনে মুক্তভাব ধরে।
বিষ্ণুপদে বাস তার সর্ব্বপাপ হরে ॥১২২

৫ম অধ্যায় সমাপ্ত।

মুনি বোলে শুন রাজা ভুবন বিচিত্র।
বৈকুণ্ঠ বিজয় লীলা অদ্ভুত চরিত্র ॥১
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর শশী দিবাকর।
কুবের বরুণ যম গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥২

রুদ্রগণ সিদ্ধগণ বিপ্রদেবগণ।
পিতৃগণ ঋষিগণ গুহ্যক চারণ ॥৩
সুরমুনি সিদ্ধবিদ্যাধর ফণধর।
অহিপতি সুরপতি রুদ্র অনুচর ॥৪
সভেই চলিয়া গেল যার যে বাহনে।
দ্বারকা নগরে গেলা কৃষ্ণদরশনে ॥৫
নর-কলেবর হরি করি অবতার।
কলিমল হর যশ করিতে বিস্তার ॥৬
কৌতুকে চলিলা দেব দ্বারকামণ্ডলে॥
দেখিব প্রভুর রূপ ভুবন মণ্ডলে ॥৭
অশেষ সম্পদসুখে পুরী বিরাজিতা।
মূর্ত্তিমতী সর্ব্বসিদ্ধি ভুবনমোহিতা ॥৮
আকাশমণ্ডলে দেব রহি নিজরথে।
দ্বারকামণ্ডলে কৃষ্ণ দেখিল সাক্ষাতে ॥৯
লবঙ্গ মল্লিকা জাতী পারিজাতমালা।
বৃষ্টি কৈল দেবগণ যেন জলধারা ॥১০
আচ্ছাদিল যদুগণে মাল্য বারবণে।১১
বিবিধ স্তবন স্তুতি কৈল দেবগণে ॥১২
নমো নম প্রাণনাথ চরণে তোমার।
অভয়চরণারবিন্দে শরণ আমার ॥১৩
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র চিন্তে হৃদয়কমলে।
যে পদ মুনীন্দ্রবৃন্দ ভক্তিভাবে পূজে ॥১৪
কর্ম্ম মহাপাশ যাহা বিনাশের হেতু।
হৃদিগত মোহ হরে ভবসিন্ধুসেতু ॥১৫
হেন চরণারবিন্দে পশিলু শরণ।
কৃপা কর দেবদেব করহ পালন ॥১৬
রজোগুণ ধরি তুমি সৃষ্টিলীলা কর।
তমোগুণ ধরি তুমি সকল সংহার ॥১৭
সত্ত্বগুণে পাল তুমি মায়াযোগবলে।
তভু বদ্ধ নহ নাথ তুমি সর্ব্বকালে ॥১৮
নিজ সুখে থাক তুমি সর্ব্বত্র সমান।
শুভাশুভবিবর্জ্জিত নিত্য ভগবান্ ॥১৯
দানব্রত তপোযোগ সমাধি ধারণে।
তভু শুদ্ধ নহে লোক এসব সাধনে ॥২০
যেরূপে তোমার যশ করিতে শ্রবণ।
শুদ্ধ ভক্তি করিয়া যে শুনে অনুক্ষণ ॥২১
যেন শুদ্ধ হয় লোক কথা সুধাপানে।
তেন রূপ শুদ্ধ জীব নহে কর্ম্ম হীনে ॥২২

তোমার পদারবিন্দ ভবসিন্ধু হেতু।
দুরাশয় দুরিত দহন ধূমকেতু ॥২৩
মুনিগণে ধরি যাহা হৃদয়কমলে।
আত্মজ্ঞানিজনে যাহা পূজে নিরন্তরে ॥২৪
সে পদপঙ্কজে নাথ পশিনু শরণে।
এই বর মাগোঁ নাথ তোমার চরণে ॥২৫
তোমার অঙ্গের নাথ বিগলিত মালা।
তাহাতে শোভিনী ভাব করয়ে কমলা ॥২৬
হেন লক্ষ্মীদেবী তোমার পদযুগ ভজে।
কমল ধরিয়া করে নিরবধি পূজে ॥২৭
সভে এই পাদপদ্ম কুশলের হেতু।
দুরাশয় দুরিত দহন ধূমকেতু ॥২৮
নাকে দড়ি দিয়া যেন বলদ গাথনি।
দামদড়ি মাঝে যেন সভার বান্ধনি ॥২৯
এইরূপে ব্রহ্মাদি সব চরাচর।
তোমার মায়ায় নাথ গাথুনি সকল ॥৩০
পুরুষ উত্তম তুমি পুরুষ পুরাণ।
জগতের উত্‌পত্তি তুমি প্রলয় পালন ॥৩১

* * * * *

তুমি সে সভার পতি সভার কারণ ॥৩২
প্রকৃতি পুরুষ নাথ তোমাতে সংহার।
সেহো কাল অংশ লেশ ধরয়ে তোমার ॥৩৩
তোমা হৈতে প্রথম পুরুষ উৎপন্ন।
প্রকৃতি সংযোগে কৈল বীর্য্য আরোপণ ॥
তথাহি—
আদ্যাবতারপুরুষঃ পরস্য জগতে
পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভ্যঃ।
বিষ্ণুস্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বন্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।
তবে তাহা হৈতে কৈল মহত্তত্ত্ব উদয়।
তাহা হৈতে জন্মিল ব্রহ্মাণ্ড হিমালয় ॥৩৫
সপ্তাবরণ সত্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘটনা।
তাহার ভিতরে নাথ এ লোক রচনা ॥৩৬
স্থাবর জঙ্গম নাথ এ চৌদ্দভুবন।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে নাথ এ সব ঘটন ॥৩৭
তোমার মায়ায় নাথ এ সব কল্পনা।
ত্রিগুণজনিত যত এ সব ঘটনা ॥৩৮

জীবরূপে কর তুমি বিষয় বিলাস।
তভু বদ্ধ নও নাথ নিত্য পরকাশ ॥৩৯
ষোল সহস্র দেবী রমণী তোমার।
কামবাণে না পারিল তোমা জিনিবার ॥৪০
কটাক্ষ লাবণ্যহানা ভ্রূভঙ্গবাণে।
যবে মন জিনিতে নারিল নারীগণে ॥৪১
একলা জানিল তোমার কথা অমৃতময়ী।
আর নদী পদনীর বহে গঙ্গা হই ॥৪২
তিন লোকের পাপ হরে দুহার শকতি।
দুই তীর্থে স্নান করে ধন্য মহামতি ॥৪৩
প্রতিযোগে স্নান করে এক তীর্থ জলে।
অঙ্গে সঙ্গে আর তীর্থে স্নান পান করে ॥৪৪
এইরূপে দুই তীর্থে করে স্নান পান।
মহদ্ ভাগবত হয় বিমল গেয়ান ॥৪৫
এইরূপে নানা স্তুতি করে দেবগণে।
তবে ব্রহ্মা প্রজাপতি করে নিবেদনে ॥৪৬
যাহার উপরে রহি আকাশ মণ্ডলে।
প্রণাম করিয়া ব্রহ্মা বোলে জোড়করে ॥৪৭
হে দেব নিবেদন করি চরণে তোমার।
ক্ষিতিতলে অবতার হরিলে ভূভার ॥৪৮
দেবদেব জগন্নাথ প্রভু হৃষীকেশ।
দেবকার্য্য কৈলে কিছু নাহি অবশেষ ॥৪৯
সত্যশান্ত শুদ্ধজনে ধর্ম্ম আরোপিলে।
জগত ভরিয়া পুণ্য যশ বিস্তারিলে ॥৫০
দশদিগ্ যুড়িয়া চলিল কীর্ত্তিভার।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম লোকে চমৎকার ॥৫১
সেই গুণকর্ম্ম কলিমল-বিনাশন।
সুখে লোকে কলিযুগে করিব কীর্ত্তন ॥৫২
শ্রবণ কীর্ত্তন করি তরিব সংসার।
ধন্য যদুবংশ তুমি কৈলে অবতার ॥৫৩

* * *

পচিঁশ অধিক নাথ শতেক বৎসর ॥৫৪
এখানে থাকিতে আমার নাহি প্রয়োজন।
বিপ্রশাপে হৈব যদুকুল-বিনাশন ॥৫৫
ইচ্ছা যদি কর নাথ কর অবধান।
সম্প্রতি বৈকুণ্ঠে তুমি চল নিজধাম ॥৫৬
নিজভৃত্য আমি সব পুরাণ কিঙ্কর।
রক্ষ রক্ষ প্রাণনাথ দেবদেবেশ্বর ॥৫৭

চতুর্ম্মুখে স্তুতি শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিলা তবে দৈবকীনন্দন ॥৫৮
তুমি যে কহিলে ব্রহ্মা সব সুগোচর।
হরিল পৃথ্বীর ভার চলিব সত্বর ॥৫৯
কিন্তু যদুকুল আছে সর্ব্বশক্তি ধ'রে।
লোক আচ্ছাদিব তারা নিজ ভুজবলে ॥৬০
যদুকুল আমি যদি না করিব ক্ষয়।
আপনি করিব যদি বৈকুণ্ঠ বিজয় ॥৬১
যদুকুল লোক সব নাশিব সকল।
হরিয়া পৃথ্বীর ভার না কৈল কুশল ॥৬২
যদুকুল বিনাশিব সম্প্রতি এখনে।
তবে আমি আপনে চলিব নিজধামে ॥৬৩
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীহরি।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ পরণাম করি ॥৬৪
আনন্দে চলিল তবে নিজ নিজ স্থানে।
এথা কোন কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবানে ॥৬৫
দ্বারকামণ্ডলে দেখি নানা উৎপাত।
বৃদ্ধ সব আনি যুক্তি কৈল জগন্নাথ ॥৬৬
দেখ দেখ বহুবিধ উঠে উৎপাত।
দ্বারকামণ্ডলে কিবা ফলে পরমাদ ॥৬৭
ব্রহ্মশাপ হৈব যদুকুল-বিনাশন।
কোনমতে না দেখিব তাহার খণ্ডন ॥৬৮
এথাতে রহিতে আর উচিত না হয়।
প্রভাস উত্তম তীর্থ আছে পুণ্যময় ॥৬৯
বিলম্ব না কর তথা চল যাই ঝাঁটে।
যাবৎ প্রমাদ কিছু এথা নাহি ঘটে ॥৭০
দক্ষশাপে জন্মিয়া কাস চন্দ্রের আছিল।
প্রভাসে আসিয়া তেঁহো পরিত্রাণ পাইল।
আমি সব সেই তীর্থে করিব মার্জ্জন।
দান পুণ্য দেবপিতৃ করিব তর্পণ ॥৭২
দ্বিজগণ ভুঞ্জাইব দিব্য অন্নপানে।
পণ দিব বিপ্রেরে তবে বহুমূল্য ধনে ॥৭৩
পরিত্রাণ পাইব তবে ব্রহ্মশাপ তরি।
দান হৈতে কোন কার্য্য সাধিতে না পারি।
নৌকায় সাগরে যেবা তরে বাণিজ্যারে।
দান হৈতে কোন কার্য্য না হয় কাহারে ॥
এত বাক্য বলি তথে বৃদ্ধ যদুগণে।
সত্য করি লইল সবে কৃষ্ণের বচনে ॥৭৬

প্রভাসে চলিতে তবে স্থির কৈল মতি।
সাজিঞা আনিল রথ রথের সারথি ॥৭৭
অস্ত্রশস্ত্র ধনুর্ব্বাণ করিয়া বাছনি।
চলিল সকল লোক করিয়া সাজনি ॥৭৮
দেখিয়া উদ্ধব তবে চিন্তে মনে মনে।
জানিল সকল-তত্ত্ব কৃষ্ণের বচনে ॥৭৯
মহাঘোর অরিষ্ট দেখিতে ভয়ঙ্কর।
বিস্ময় ভাবিয়া মনে চিন্তিল অন্তর ॥৮০
কান্দিতে কান্দিতে গেলা কৃষ্ণ সন্নিধানে।
গোপতে উদ্ধব করে আত্মনিবেদনে ॥৮১
প্রণাম করিয়া দুই ধরিঞা চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে উদ্ধব করে নিবেদন ॥
দেবদেবেশ্বর পুণ্য শ্রবন কীর্ত্তন।
কুল সংহারিবে হেন বুঝিল কারণ ॥৮৩
নরলোক তেজিঞা চলিব নিজধাম।
ব্রহ্মশাপ না খণ্ডাইলে হৈঞা ভগবান্ ॥৮৪
তিলেক ছাড়িতে নারোঁ এ দুই চরণ।
না ছাড় না ছাড় নাথ পশিল শরণ ॥৮৫

* * *

তোমার অদ্ভুত লীলামৃত মধু পান ॥৮৬
সকল পাসরে লোক স্মরণ শ্রবণে।
অশন ভোজন পান মর্জ্জন শয়নে ॥৮৭
তিলেক না ছাড় মুঞি এ দুই চরণে।
তোমার অমৃত কথা না শুনি শ্রবণে ॥৮৮
তুমি যে তেজিবে নাথ অঙ্গ অলঙ্কার।
গন্ধচন্দনমাল্য বসন উপহার ॥৮৯
সেই দিঞা নিজ অঙ্গ করিব ভূষণ।
দাস হৈঞা করোঁ যেন উচ্ছিষ্ট ভোজন॥৯০
এইরূপে তরিব সকল মায়াবন্ধ।
কৃপা করি নাথ মোকে দেহ নিজ সঙ্গ ॥৯১
দিগম্বর ঋষিগণ অমৃত অন্তর।
সন্ন্যাস করিঞা ব্রহ্ম চিন্তে নিরন্তর ॥৯২
শান্ত দান্ত ঊর্দ্ধরেতা নিরমল মতি।
ব্রহ্মধ্যান করি তারা পায় ব্রহ্মগতি ॥৯৩
কর্ম্মপথে যথা তথা না হয় জনম।
তোমার অমৃত কথা শুনে অনুক্ষণ ॥৯৪
সাধু সঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তন যদি করি।
তবে নাথ হেলে যাই ভবসিন্ধু তরি ॥৯৫
এই নিবেদন করে -
শুনিঞা উত্তর দিল প্রভু ভগবান্ ॥৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

শুনহে উদ্ধব তুমি ভকত প্রধান।
সকল কহিলে তুমি বুঝি অনুমান ॥১
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর আদি দেবগণ।
নিবেদন কৈল আমি বৈকুণ্ঠ গমন ॥২
দেবকার্য্য কৈল আমি সব সমাধান।
এখনে চলিঞা আমি যাব নিজধাম ॥৩
ব্রহ্মার বচনে আমি কৈল অবতার।
দৈত্যবধ করি আমি হরিল ভূভার ॥৪
কুলনাশ হৈব এবে অনন্ত কন্দলে।
সপ্তম দিবসে পুরী মজিবে সাগরে ॥৫
যখনে তেজিব আমি এ মহীমণ্ডল।
হতভাগ্য হৈব লোক খণ্ডিব মঙ্গল ॥৬
দুষ্ট কলি এইক্ষণে করিব সঞ্চার।
তুমিও উদ্ধব এথা না থাকিও আর ॥৭
পাপমতি হৈব লোকে দুষ্ট কলিযুগে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজিবে মজিবে দুঃখশোকে ॥৮
তুমি শত বিত্ত দারে প্রেম পরিহর।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমাতে চিত্ত কর ॥৯
তবে সুখে কর এই পৃথ্বী পর্য্যটন।
অসত্য দেখিবে তবে এ তিন ভুবন ॥১০
বুদ্ধি মন শ্রবন কীর্ত্তন জড় নয়।
জানিও অসত্য বশ সব মায়াময় ॥১১
চিত্তের ভরমে হয় অশেষ ভরম।
ভেদবুদ্ধি হয় দোষ গুণনিরূপণ ॥১২
কর্ম্ম অকর্ম্ম তার বিকর্ম্ম বিচার।
গুণদোষবুদ্ধি করে ভেদব্যবহার ॥১৩
বেদে যে বুঝায় সেই ধর্ম্ম অবধারি।
কর্ম্ম যদি না করি অকর্ম্ম করি বুলি ॥১৪
বিকর্ম্ম জানিবা পুন সেই ধর্ম্মাচার।
গুণদোষ বুদ্ধি করে ভেদ ব্যবহার ॥১৫
এবোল বুঝিয়া তুমি স্থির কর চিত্ত।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করি নিয়োজিত ॥১৬
আপনাতে আমি আছি সব অশেষান।
আপনাতে আমি আছি দেহের দেয়ান॥১৭

জ্ঞান অজ্ঞান দুই হয় আমিময়।
তুষ্ট হৈঞা থাক তুমি খণ্ডিঞা সংশয় ॥১৮
গুণদোষে বুদ্ধি যার হৃদয় না ধরে।
সেজন নিষেধ বিধি কিছুই না করে ॥
বালক্রীড়া করে যেন বালক সমান।
শুভাশুভ কর্ম্ম তার নাহি বস্তু জ্ঞান ॥২০
সর্ব্বভূতহিত পর শাস্ত্রাইঞা থাক।
জ্ঞানচিত্ত দিয়া মন স্থির করি রাখ ॥২১
আমার স্বরূপ সব দেখিও সংসার।
পুনরপি না ঘটিবে বিপদ্ তোমার ॥২২
কৃষ্ণের বচন শুনি উদ্ধব সমিতি।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল কারিঞা প্রণতি ॥২৩
মহাযোগ যোগেশ্বর প্রভু যোগময়।
এসব বচন মোর হৃদয় না লয় ॥২৪
যোগধর্ম্ম কৈলে তুমি সন্ন্যাসলক্ষণ।
কিরূপে করিব ত্যাগ কামে দৃঢ়মন ॥২৫
বিষয় লম্পট যার কামে দৃঢ়মতি।
যার নাহি হয় নাথ তোমাতে ভকতি ॥২৬
সে জন কিরূপে নাথ তেজিব সংসার।
মুঞি নিবেদন করোঁ চরণে তোমার ॥২৭
আমি মূঢ়মতি নাথ মায়া বিলসিত।
মুঞি মোর করি আমি কেবল বঞ্চিত॥২৮
দারা পরিবার যত অসত্য ধেয়ানে।
কেবল মজিঞা আছোঁ এভব বন্ধনে ॥২৯
এসব অজ্ঞান জাল ছিঁড় হৃষীকেশ।
নিজ ভৃত্য করি রাখ দিঞা উপদেশ ॥৩০
তুমি আমি নিত্য সত্য তুমি প্রভু বিনে।
আর বক্তা নাহি নাথ বিবুধদশনে ॥৩১
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সব বিমোহিত।
বিষয় ধেয়ানে নাথ মায়ায় বঞ্চিত ॥৩২
তারা সব কি কহিব তত্ত্ব অবধারি।
সর্ব্বগুণনিধি তুমি সর্ব্ব অধিকারী ॥৩৩
অনন্ত মহিমা তোমার তুমি সর্ব্বেশ্বর।
অদূর বৈকুণ্ঠ ধাম শ্রুতি অগোচর ॥৩৪
নারায়ণ প্রাণনাথ পশিল শরণ।
ত্বরিতে দহন পাপ কর বিমোচন ॥৩৫
উদ্ধবের বচন শুনিঞা দয়াময়।
কহিতে লাগিলা তার বুঝিয়া হৃদয় ॥৩৬
লোকতত্ত্ব বিচক্ষণ যে জন সংসারে।
প্রায় তারা আপনাকে আপনে উদ্ধারে ॥
আপনে আপন গুরু হয় মতিমান্।
সাক্ষাতে দেখিয়া আর করে অনুমান ॥৩৮
সর্ব্বত্র কল্যাণ তার হয় মহাবুদ্ধি।
সকল করে তারা না হয় তার সিদ্ধি ॥৩৯
তত্ত্বযোগেবিশারদ মহাধীরগণে।
সর্ব্বশক্তিযুত রূপ দেখি সর্ব্বস্থানে ॥৪০
কহিব তোমারে ইতিহাস পুরাতন।
অবধূত যদুরাজার সম্বাদ কথন ॥৪১
অবধৌত এক দ্বিজ আইল আচম্বিতে।
সর্ব্বভূতে দয়া তার ভয় বিবর্জ্জিতে ॥৪২
যদুরাজা দেখিঞা পুছিল তার তরে।
কি কারণে দ্বিজ তুমি ভ্রম একেশ্বরে ॥৪৩
কোথাতে শিখিলে বুদ্ধি কহিবে নিশ্চিত।
বালবৎ ভ্রম তুমি হৈয়া সুপণ্ডিত ॥৪৪
ধর্ম্ম অর্থ কামলোভে ব্যাকুল হয় চিত।
নানাধর্ম্ম সাধে লোক হঞা বিমোহিত॥৪৫
তুমি হও শান্তদান্ত শুদ্ধ কলেবর।
না কহ না বোলে কিছু দেখিতে সুন্দর ॥৪৬
জড় উনমত্তবত ভ্রম কি কারণে।
না শুনে না বোলে কিছু শ্রবণ নয়নে ॥৪৭
নানা তাপে সর্ব্বলোকে দহে নিরন্তর।
তারমধ্যে আছ তুমি শান্ত কলেবর ॥৪৮
কহ দেখি দ্বিজ তুমি আনন্দ কারণ।
অবধৌত দ্বিজ তবে কহে বিবরণ ॥৪৯
বিস্তর আমার গুরু কহি বিদ্যমানে।
যে যে শিক্ষা লৈলে আমি যায় যার স্থানে॥
পৃথিবী পবন বহ্নি আকাশ মণ্ডল।
রবি শশী আপ সিন্ধু গজ মধুকর ॥৫১
পতঙ্গ কপোত অজগর সর্প মীন।
পিঙ্গলা কুড়র শিশু কুমারী হরিণ ॥৫২
উর্ণনাভ মোর যুত আর মধুহারী।
এ সব আমার গুরু কীট পেষকারী ॥৫৩
এই সে চব্বিশ গুরু করিয়া আশ্রয়।
যার ঠাঞি যে শিক্ষা তা শুন মহাশয় ॥৫৪
অদৃষ্ট অধীন জীব অদৃষ্ট কারণ।
নানা দুঃখ পীড়া যদি করে নানা জন ॥৫৫

অদৃষ্ট মানিয়া চিত্ত করি সমাধানে।
পরহিতহেতু সব করে সমর্পণে ॥৫৬
পরহিত হেতু যার এধন যৌবন।
এ না করিলে তার বৃথায় যৌবন ॥৫৭
এ ধর্ম্ম শিখিল আমি তরুগণ স্থানে।
এ ধর্ম্ম শিখিল আমি পৃথিবীর স্থানে ॥৫৮
এ ধর্ম্ম শিখিল আমি পর্ব্বতের স্থানে।
দেহমাত্র ধারণা কেবল প্রয়োজনে ॥৫৯
সুখভোগ না করিব ইন্দ্রিয়তর্পণ।
উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান না করিব ধ্বংস ॥৬০

* * * *

মন বচনের কভু না করিব সঙ্গ ॥৬১
গুণদোষ না দেখিব বিষয় সংযোগ।
অদেষ্ট ছাড়িব যদি থাকে সুখভোগ ॥৬২
সব ঠাঞি বসে বায়ু অন্তরে বাহিরে।
নানা গন্ধ হরি লয় সর্ব্বত্র সঞ্চারে ॥৬৩
সব ঠাঞি বসে বায়ু হৈয়া উদাসীন।
কার কর্ম্ম নহে বায়ু কারু নহে ভিন ॥৬৪
বায়ুবৎ আছি আমি এই শিক্ষা ধরি।
কোন কালে কারো নাহি আসক্তি না করি॥
আকাশ নির্লেপ যেন থাকে সব ঠাঞি।
এই শিক্ষা লৈঞা আমি সর্ব্বত্র বেড়াই॥৬৬
আকাশে জনমে মেঘ আকাশে সঞ্চরে।
তবু মেঘ আকাশ পরশ নাহি করে ॥৬৭
এই শিক্ষা লৈঞা আমি সর্ব্বত্র বেড়াই।
পরশ না করি কিছু থাকি সর্ব্ব ঠাঞি ॥৬৮
মধুর মূরতি নিরমিল কলেবর।
সর্ব্বলোক পবিত্র হৈব যেন তীর্থজল ॥৬৯
দরশন পরশন শ্রবণ কীর্ত্তন।
তীর্থজলে করে যেন পাপ বিমোচন ॥৭০
এই শিক্ষা লৈঞা আমি দেখি তীর্থজল।
লোকপরিত্রাণহেতু ভ্রমি নিরন্তর ৭১॥
মহাতেজ ধরি আমি দীপ্ত কলেবর।
কেবল উদান মাত্র লোক ভয়ঙ্কর ॥৭২
সর্ব্বভক্ষ হৈত আমি থাকি যোগবলে।
এ কর্ম্ম শিখিল আমি দেখিয়া অনলে ॥৭৩
জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধি সুখ দুঃখ ভয়।
এসব সংসার ধর্ম্ম জীবের বিষয় ॥৭৪

চন্দ্রকলা তুল্য যেন বাড়ে কোন কালে।
যেই চন্দ্র সেই চন্দ্র না টুটে না বাড়ে ॥৭৫
এইরূপে নিত্য চন্দ্র অজর অমর।
এধর্ম্ম শিখিল আমি চন্দ্রের গোচর ॥৭৬
সকল ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সঞ্চরে।
যে যার বিষয় যেই সেই ভোগ করে ॥৭৭
নিত্য শুদ্ধ আত্মা কিছু না করে বিষয়।
সূর্য্যের কিরণ যেন রশ্মি হরি লয় ॥৭৮
রশ্মি জলে হরে রস সূর্য্য শুদ্ধময়।
এইরূপে নিত্য আত্মা না করে বিষয়॥৭৯
কারো সঙ্গে না করিব অধিক পিরীতি।
কার সনে সঙ্গ না করিব মহামতি ॥৮০
কার কার সনে যদি পিরীতি বাড়ায়।
তবে জীব কপোত সমান দুঃখ পায় ॥৮১
আছিল কপোত এক বনের ভিতর।
কপোতিনী ভার্য্যা সঙ্গে গৃহে বাস করে ॥
বৃক্ষে বাসা তোলাইয়া আছে কতকাল।
স্নেহ পাশে বান্ধাবান্ধি হৃদয় দুহার ॥৮৩
দিঠে দিঠে অঙ্গে অঙ্গে দুহার বন্ধন।
ক্রীড়া করি কুতূহল একত্র মিলন ॥৮৪
তিলেক না করে কেহো আঁখির অন্তর।
এইরূপে থাকে পক্ষী বনের ভিতর ॥৮৫
একত্র ভোজন পান একত্র বেড়ায়।
যে যে ভার্য্যাবাঞ্ছা করে আনিঞা যোগায় ॥
কথোদিন রহি গর্ভ ধরিল কপোতী।
পতি সন্নিধানে প্রসবিল মহামতি ॥৮৭
কথোগুটী অণ্ড তার জন্মিল উদরে।
দোঁহে মেলি নিরবধি অণ্ড সেবা করে ॥৮৮।
কথোদিন রহি অণ্ড কুটিল সকল।
জনমিল শিশুগণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥৮৯
কপোত কপোতী দুহে মিলঞা দম্পতী।
নিরবধি শিশু পোষে করিয়া পিরীতি ॥৯০
তা সভার কল ভাষা কাণ পাতি শুনে।
মুদিত নয়নে সুখ করে নিরীক্ষণে ॥৯১
দোঁহে মিলি শিশু রাখে দিঠে দিঠে ধরি।
অলপে অলপে পাখা উঠে লোমাবলী ॥৯২
পুত্র দরশনে দোহার বাড়য়ে পিরীতি।
বিষ্ণুমায়া বিমোহিত কপোত কপোতী॥৯৩

এইরূপে দোহে মিলি শিশু সব পোষে।
আকুল হৃদয় হৈঞা মরে কর্ম্মদোষে ॥৯৪
একদিন গেল তারা আনিতে আহার।
কপোত কপোতী মেলি বনের ভিতর॥৯৫
ভূমিতলে শিশুগণ চরে বনে বনে।
তা দেখিয়া জাল দড়ি পাতিল সন্ধানে॥৯৬
আহার ধরিয়া হাতে রহে কথোদুরে।
তা দেখিয়া শিশুগণ বন্দি হৈল জালে ॥৯৭
কপোত কপোতী আইল হেন অবসরে।
আহার করিয়া ঠোঁটে বাসর নিয়ড়ে ॥৯৮
শিশু না দেখিয়া দোহে চলে বনে বনে।
দেখি জালে বন্দী হৈঞা আছে শিশুগণে ॥
জালে পড়ি শিশু সব করে ধড় ফড়।
ভয়েতে ব্যাকুল হৈঞা করে কোলাহল॥১০০
দেখিয়া কপোতী হৈলা অন্তরে দুঃখিতা।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে শোক বিমোহিতঃ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে কপোতী দুঃখিনী।
ঝাপ দিয়া জালে বন্দী হৈল স পাপিনী॥
কপোত দেখিয়া তবে এতেক বিধান।
লোটাঞা লোটাঞা কান্দে হইয়া অজ্ঞান ॥
প্রাণের অধিক মোর সব শিশুগণ।
কোনকাজে আমি আর রাখিব জীবন॥১০৪
প্রাণের অধিক মোর ভার্য্যা গুণবতী।
কোথাতে রহিল মোর হৈব কোন গতি ॥
বিধি মোরে বাম হৈল ঘটিল অপায়।
আর কি জীবন মোর রাখিতে যুয়ায় ॥১০৬
পিরীতি না হৈল মোর না পুরিল কাম।
গৃহ সুখ গেল মোর বিধি হৈল বাম ॥১০৭
পতিব্রতা নারী মোর প্রাণের ঘরণী।
আমি না খাইলে প্রিয়া না খায় অন্নপানি ॥
স্বর্গবাসে গেলা মোরে শূন্য ঘরে থুঞা।
সব হরি নিল মোর পুত্রগণ লৈঞা ॥১০৯
এই মনে কান্দে পক্ষী করিয়া বিলাপ।
ধরিতে নারিল পক্ষী মনের সন্তাপ ॥১১০
ঝাপ দিয়া কপোত পড়িল সেই জালে।
পক্ষিগণ লৈঞা ব্যাধ গেলা নিজঘরে ॥১১১
কপোত কপতী আর কপোত ছাওয়াল।
পক্ষিগণ লৈঞা ব্যাধ গেলা নিজঘর ॥১১২

এই রূপে গৃহস্থ কুটুম্ব দুরাশয়।
কুটুম্ব ভরণে যার আনন্দ হৃদয় ॥১১৩
এঘোর সংসারে মরে অবোধ বঞ্চিত।
এবোল বুঝিয়া রাজা স্থির কর চিত ॥১১৪
মানুষ জনম দেখি মুকতি দুয়ার।
নরদেহে পারে সভে ভব তরিবার ॥১১৫
নরদেহ পাঞা যার গৃহে দৃঢ়মতি।
সর্ব্বদুঃখ মাত্র ভোগ অন্তে অধোগতি ॥১১৬

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অবধূত বোলে শুন যদু আর কহি।
অজগর ধর্ম্মে আমি সব ঠাঞি রহি ॥১
স্বর্গ নরক আমি এক করি জানি।
সুখ দুঃখ দুই আমি সম করি মানি ॥২
ভাল মন্দ যখন যে মিলায় আহার।
তাহা পাইয়া তুষ্ট হই না করি বিচার ॥৩
অজগর ধর্ম্মে থাকি কিছুই না বুলি।
না মিলে আহার যদি উপবাস করি ॥৪
অদৃষ্ট মানিঞা থাকি যেন অজগর।
ভালমন্দ সুখ দুঃখ না করি অন্তর ॥৫
প্রসন্ন হৃদয় থাকি বিমল শরীর।
নিপিত অন্তরে যেন সাগর গভীর ॥৬
স্ত্রীজাতি জানিব সহবাস দেবমায়া।
স্ত্রীর দরশনে চিত্ত রাখিব বন্ধিয়া ॥৭
যদি বা অবোধ জন করয়ে স্ত্রীসঙ্গ।
অনলে পড়িয়া যেন মরয়ে পতঙ্গ ॥৮
আছুক অন্যের কাজ স্ত্রী দারুমই।
চরণে পরশ না করে যতি হই ॥৯
স্ত্রীসঙ্গ করে যদি মতি মন ভঙ্গে।
গজরাজ বন্দী যেন গজিনীর সঙ্গে ॥১০
গজের বন্ধন দেখি স্ত্রীর সঙ্গ তেজি।
নিজ সুখে আছি আমি জ্ঞান রসে মজি ॥
দুঃখে ধন অরজিয়া করয়ে সঞ্চয়।
দানভোগ নাহি করে কৃপণ দুরাশয় ॥১২
তাকে মারি তার ধন অন্যে লৈঞা যায়।
মধুমাছি মারি যেন মধু লৈঞা খায় ॥১৩
গ্রাম্যগীত না শুনিব যতি বনচর।
তত্ত্বেমন ধরিয়া থাকিব নিরন্তর ॥১৪

লুব্ধকের গীতে যেন মৃগসয়ে বনে।
তা দেখিঞা গ্রাম্যগীত না শুনিব বনে ॥১৫
নানা মনোহর গীত নৃত্য বাদ্য শুনি।
বেশ্যা সঙ্গে বন্দী যেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ॥১৬
জিহ্বার সোয়াদে বন্দী হয় রসলোভে।
মীন বন্দী হয় যেন বরিষার টোপে ॥১৭
সকল বর্জ্জিত রসে তেজিঞা রসনা।
রসনা জিনিব হেন আছে কোন জনা ॥১৮
এ বোল বুঝিয়া যতি তেজিব রসনা।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিয়া বোধনা ॥১৯
আছিল পিঙ্গলা বেশ্যা বিদেহ নগরে।
তার ধর্ম্মশিক্ষা যত্ন কহিব তোমারে ॥২০
একদিন যুক্তি কৈল স্বৈরিণী পিঙ্গলা।
ধনলোভে কামভাবে হইঞা ব্যাকুলা ॥২১
সঙ্কেত করিয়া এক ধনিক কুমারে।
মন্দিরে আনিতে তাকে চিন্তিল প্রকারে ॥
বসন ভূষণে কৈল অঙ্গ বিভূষণ।
রজনী সময় আসি দিল দরশন ॥২৩
ঘর হৈতে যায়া বেশ্যা বাহির দুয়ারে।
পথে যত লোকে আইসে সভাকে নেহালে
হের কান্ত আইস মোর কিবা অন্য হয়।
কত আইসে কত যায় কি তার নির্ণয় ॥২৫
না জানি সঙ্কেত করি আইল কি কারণ।
সেই বা ধনিক আইসে কিবা অন্যজন ॥২৬
এইরূপে মনে মনে চিন্তিত পিঙ্গলা।
ছটফট্ করে অঙ্গ কামেতে ব্যাকুলা ॥২৭
ঘর হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর।
এইরূপে গতাগত করে নিরন্তর ॥২৮
অর্দ্ধরাত্রি বহি গেল এই পরকারে।
বৈরাগ্য জন্মিল তার হেন অবসরে ॥২৯
দেখ দেখ মোর এত বড় মোহজ্ঞান।
ধন হৈতে সর্ব্বনাশ করিল আপন ॥৩০
অশান্ত পুরুষ মুঞি কান্ত বুদ্ধি করি।
এত কাল নিলু ব্যর্থ ধন আশ করি ॥৩১
নিকটে উত্তম কান্ত সর্ব্ব ফলদাতা।
সর্ব্বলোকে গতিপতি বিধির বিধাতা ॥৩২
হেন কান্ত রতন পুরুষ দূরে তেঁজো।
অশান্ত দুরন্ত কান্ত দুঃখময় ভজো ॥৩৩
অতি মতিহীন মুঞি বিধি বিমোহিতা।
কুপুরুষ পতি সঙ্গে কেবল বঞ্চিতা ॥৩৪
আমি নারী পরবেশ করো এই ঘরে।
নিরন্তর ঘরে ঘর এ দশ দুয়ারে ॥৩৫
বিষ্ঠামাত্র পরিপূর্ণ ঘরের ভিতরে।
নখলোম কেশ তার চাউনি উপরে ॥৩৬
হাড়ময় বাঁশ দিয়া ঘরের সৃজনি।
হেন ঘরে প্রবেশিলা মুঞি দুরাশিনী ॥৩৭
সকলের আত্মা প্রিয়নাথ হিতকারী।
হেন প্রভু সুখদাতা দূরে পরিহরি ॥৩৮
দুর্গত কামুক সঙ্গে রমিমু বিস্তর।
ব্যর্থকাল গেল মোর জনম বিফল ॥৩৯
জনম মরণ যার নানা দুঃখশোক।
তার সঙ্গে কোন কাজে কৈল পতিভোগ ॥
আছু যে মানুষ দেখ সেহো যায় নাশ।
বিনে কৃষ্ণ না ভজিলে না ছাড়ে মায়াপাশ
হেন বুঝোঁ মোকে তুষ্ট হৈলা ভগবান্।
বৈরাগ্য কারণে মোর হৈল দিব্যজ্ঞান ॥৪২
শরণ পশিমু মুঞি সোদর চরণে।
সকল দুরাশা ত্যজি ভজি ভগবানে ॥৪৩
সে প্রভুর সঙ্গে আমি করিমু অন্তরে।
যেন তেন মতে প্রাণ রাখিব সাদরে ॥৪৪
ভবকূপে নিপতিত বঞ্চিত সে জন।
বিষয় প্রবল যার এই দুনয়ন ॥৪৫
কাল সর্প গরাসিল যার কলেবরে।
কৃষ্ণ বিনে পরিত্রাণ কে করিতে পারে ॥৪৬
সেই সে আপনে কৈল আপন উদ্ধার।
অন্তরে বৈরাগ্য থাকে বিষয়ে যাহার ॥৪৭
এইরূপে বিস্তর চিন্তিল মনে মনে।
সকল চিন্তিলা বেশ্যা চিন্ত সমাধানে ॥৪৮
নিরাশা পরম সুখ আশু দুঃখময়।
বুঝিয়া পিঙ্গলা বেশ্যা দৃঢ় কৈল হৃদয় ॥৪৯
ত্যজিয়া সকল আশা আনন্দে রহিল।
পিঙ্গলা দেখিঞা আমি এ ধর্ম্ম শিখিল ॥৫০
শুনিয়া উদ্ধবযোগ স্থির কর মতি।
প্রাণদেহ সমান সকল কৃষ্ণগতি ॥৫১

৮ম অধ্যায় সমাপ্ত।

অবধূত বলে যদু শুন আর কহি।
কহিব সকল তত্ত্ব তোমাতে গোচরি ॥১
পরিগ্রহ দুঃখ হেতু নাহি সুখলেশ।
সুখে রহে অকিঞ্চন বুঝিয়া বিশেষ ॥২
হরিয়া কুরর পক্ষী মীন লৈঞা যায়।
তাকে মারি তার মীন অন্যে লৈঞা যায় ॥৩
তে কারণে কোথাও না চলি কিছু লৈঞা
নিজ সুখে থাকি আমি জ্ঞানে চিত্ত লৈয়া॥৪
মান অপমান আমি বিচার না করি।
পুত্রদার পরিবার চিন্তা পরিহরি ॥৫
আপনাতে রত আমি আপনাতে রমি।
বালবত যথাতথা নিজসুখে ভ্রমি ॥৬
এক দ্বিজ ঘরে এক আছিল কুমারী।
তাহাকে বরিতে আইল জনা দুই চারি ॥৭
পিতা মাতা বন্ধু কেহ না ছিল মন্দিরে।
আপনে ব্রাহ্মণ কন্যা পূজিল আদরে ॥৮
অতিথিবিধানে পূজি ঘরে পরবেশে।
তণ্ডুল কারণে ধান্য গোপতে আপশে ॥৯
ধান্য আপশিতে শঙ্খ শব্দ ত উঠিল।
কুচ্ছিত মানিঞা কন্যা মনে লাজ পাইল ॥
একে একে হাতের সকল শঙ্খ ভাঙ্গি।
দুই দুই শঙ্খমাত্র দুই হাতে রাখি ॥১১
তবে আরবার ধান্য আপশে কুমারী।
তবেত ও শব্দ হৈল শঙ্খে শঙ্খে মেলি ॥১২
দুই হাতে দুই গাছি শঙ্খকে রাখিঞা।
এক গাছি শঙ্খ করি ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥১৩
তবে শঙ্খ শব্দ না হইল আরবার।
সেই শিক্ষা লই আমি ভ্রমিঞা সংসার ॥১৪
বহু সঙ্গে রহিলে কলহ নিতি নিতি।
দুইজনে কথাবার্ত্তা হয় নিরবধি ॥১৫
কুমারীর শঙ্খ দেখি যুক্তি করি মনে।
একেশ্বর হৈঞা আমি ভ্রমি তেকারণে ॥১৬
আসনে পবন জিনি মন নিরোধিয়া।
বৈরাগ্য অভ্যাসে মন রাখিব বান্ধিয়া ॥১৭
একত্র ধরিব মন গোবিন্দ চরণে।
ধীরে ধীরে কর্ম্মরজ তেজিব যতনে ॥১৮
সত্ত্বগুণে রজতম ফেলিব ধুয়িঞা।
বৈরাগ্য অভ্যাসে মন রাখিব বাঁধিঞা ॥১৯
সত্ত্বগুণে সত্ত্বগুণ ছাড়িব জিনিঞা।

* * *

নির্ব্বাণ পরম পদে নিয়োজিব মন।
বাহ্য অভ্যন্তরে মন নহে স্মোঙরণ ॥২১
শরযুত যেন শর গাঢ় হেঠ মাথে।
না দেখিল রাজা চলি গেল সেই পথে ॥২২
শরগণ চিত্ত তার নহে সমাধানে।
এ ধর্ম্ম শিখিল আমি শরযুত স্থানে ॥২৩
একা হারি হৈব আনি না করিব ঘর।
সাবধানে থাকিব ভ্রমিব নিরন্তর ॥২৪
আচার লখিতে কেহ না পারয়ে মুনি।
গৃহারম্ভ ছাড়িব কহিব অল্প বাণী ॥২৫
আপন কারণে ব্যর্থ না করিব ঘর।
পরঘরে সুখে যেন রহে ফণাধর ॥২৬
মায়ায় করয়ে সৃষ্টি এক নারায়ণে।
কাল মূর্ত্তি ধরি সেই সংহারে আপনে ॥২৭
নিরাধার নিরালম্ব অখিল আশ্রয়।
সর্ব্বশক্তি সম্বরিয়া সেই মাত্র বয় ॥২৮
প্রকৃতি পুরুষ পর পরাপর পর।
উপাধি বর্জ্জিত মাত্র এক মহেশ্বর ॥২৯
যখনেহ ইচ্ছা হয় সৃষ্টি করিবারে।
মায়া লক্ষ্য করিয়া সৃজয়ে এ সংসারে ॥৩০
সেই সে ত্রিগুণময় বুলি বিষ্ণুমায়া।
জগৎ সৃজয়ে সেই নানা মূর্ত্তি হৈঞা ॥৩১
মায়ায় করয়ে হরি জগত নির্ম্মাণ।
প্রবেশ পালন করে এক ভগবান্ ॥৩২
উর্ণা নাভি উর্ণা সূত্র সৃজয়ে বদনে।
সেই উর্ণাসূত্রে পুন বিহরে আপনে ॥৩৩
সেই উর্ণাসূত্রে পুন করয়ে গরাস ॥
সেইরূপে সৃষ্টি লীলা করে শ্রীনিবাস ॥৩৪
যথা তথা রহে মন একান্ত ধেয়ানে।
স্নেহদ্বেষ ভয় কিবা করে নিরূপণে ॥৩৫
যেই ধ্যান করি মরে সেই মূর্ত্তি ধরে।
কুমারিয়া কীট যেন নিজ মূর্ত্তি করে ॥৩৬
প্রবেশ করয়ে নিজ ঘরে এহি মনে।

* * *

ভয়ে তার রূপ কীট চিন্তে নিরন্তর.
নিজ মূর্ত্তি ছাড়ে ধরে সেই কলেবর ॥৩৮

সেই সে কারণে আমি কৃষ্ণে ধরি মনে।
আবদ্ধ হইয়া করি তীর্থ পর্য্যটনে ॥৩৯
এত গুরু হৈতে এত উপদেশ ধরি।
নিজ সুখে পূর্ণ হৈঞা আনন্দে বিহরি ॥৪০
আপনার গুরু হৈঞা শিখিল আপনে।
নিজ কলেবর গুরু ধরি তেকারণে ॥৪১
বিচার করিয়া দেখ মনের ভিতর।
জ্ঞানবিজ্ঞানহেতু নিজ কলেবর ॥৪২
দেহের জনম মাত্র দেহের মরণ।
আপনারে জন্ম সেই না রহে ভরম ॥৪৩
এ বোল বুঝিঞা দেহে না করি পিরীতি।
দেহে উদাসীন হৈঞা থাকি দিনরাতি ॥৪৪
পশু ভৃত্য গৃহদ্বার পরিবারগণ।
পোষণ পালন করে দেহের কারণ ॥৪৫
অন্তকালে যায় পাপী সকল তেজিয়া।
আপনার নিজকর্ম্ম সংহতি করিয়া ॥৪৬
বৃক্ষ ধর্ম্ম কলেবর অন্তে যায় নাশ।
তেকারণে নিজদেহে না করি বিশ্বাস ॥৪৭
একদিকে জিহ্বায় বান্ধিয়া লৈঞা যায়।
আর দিকে তৃষ্ণায় আকুল হৈঞা ধায় ॥৪৮
একদিকে শ্রবণ নয়ান আর দিগে।
লিঙ্গে উদরে আর বান্ধি দুই ভাগে ॥৪৯
কোন ঠাঞি বান্ধে গিয়া নাসিকা উপরে।
বিস্তর সৌতিনী যেন গৃহপতি মারে ॥৫০
কি কর্ম্ম করিবে জীব কি তার শকতি।
সৌতিনী মিলিয়া যেন কাটে গৃহপতি ॥৫১
আপনে করিঞা হরি এ লোকরচনা।
কীট পতঙ্গ আদি ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞাপনা ॥৫২
তবু তুষ্ট না হইলা করিঞা নির্ম্মাণ।
তবে নররূপ সৃষ্টি কৈল ভগবান্ ॥৫৩
মানুষ জনম ব্রহ্মা দেখিব নয়ানে।
তবে তুষ্ট হৈঞা হরি রহিল আপনে ॥৫৪
বহু কোটি জনম লভিয়া কর্ম্মদোষে।
মানুষ জনম যদি হয় ভাগ্যবশে ॥৫৫
দুর্লভ মনুষ্যজন্ম অনিত্য সংসার।
হেন জন্ম লভিয়া চিন্তিব পরকাল ॥৫৬
যাবৎ শরীর আছি পড়ে অকারণ।
শরীরের সঙ্গে মৃত্যু রহে অনুক্ষণ ॥৫৭
তাবত যতন করি সাধিব মুকতি।
সব ঠাঞি বিষয় মিলয় জীবগতি ॥৫৮
এই মনে জনমিল হৃদয় নির্ব্বেদ।
জ্ঞান চক্ষে দেখে সব ঈশ্বর অভেদ ॥৫৯
সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগী তেজি অহঙ্কার।
আনন্দ বিহার করি ভ্রময়ে সংসার ॥৬০
এতেক বচন বলি দ্বিজ অবধূত।
গম্ভীর চরিত্র মহাবীর গুণযুত ॥৬১
যদু রাজা প্রশংসিয়া চলিলা ব্রাহ্মণ।
পিরীতি পূজিল রাজা বিপ্রের চরণ ॥৬২
অবধূত বচন শুনিয়া যদু রাজা।
প্রণতি করিয়া কৈল অবধূত পূজা ॥৬৩
পূরুর বংশেতে এক আছিল পূরুবে।
একচিত্তে কৃষ্ণ আরাধিল একভাবে ॥৬৪
সর্ব্বসঙ্গ তেজিয়া ভজিল গদাধর।
বিষ্ণুপদে গেলা তিঁহো সাধিয়া সকল ॥৬৫
উদ্ধবসংবাদ কথা কৃষ্ণগুণ বাণী।
সুখ পরিহরি শুন প্রেমতরঙ্গিণী ॥৬৬

৯ম অধ্যায় সমাপ্ত।

তবে পুন কহিতে লাগিলা ভগবান্।
শুন হে উদ্ধব তুমি ভকত প্রধান ॥১
আমি যে কহিল ধর্ম্ম আগম পুরাণ।
যে ধর্ম্ম আশ্রয় করি বহু সমাধান ॥২
বর্ণধর্ম্ম কুলধর্ম্ম আশ্রম আচার।
কর্ম্মফল ত্যজি কর্ম্ম করিব বিচার ॥৩
শুদ্ধচিত্তে দেখিব সকল মায়াময়।
বুঝিব আরম্ভমাত্র সব বিপর্য্যয় ॥৪
নানা উপভোগ যেন মিলায় স্বপনে।
নানা মনোরথ যেন মিলায় ধেয়ানে ॥৫
যত নানা রূপ দেখি জানিব বিফল।
জাগিলে স্বপন যেন জানিব সকল ॥৬
সাধিব নিবৃত্তি কর্ম্ম প্রবৃত্তি তেজিয়া।
আদরে শিখিব ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া ॥৭
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া যদি পাই উপদেশ।
তবে কর্ম্ম তেজিয়া ভজিব হৃষীকেশ ॥৮
জনমিঞা যমদূত সাধিব যতনে।
শান্ত গুরু আশ্রয় করিব শুদ্ধ মনে ॥৯

চরণবিতে যাহার আমার সমর্পণ।
আমি তার প্রাণধন আমি সে জীবন ॥১০
হেন গুরু আশ্রয় করিব শুদ্ধমতে।
মান মদ অহঙ্কার না করিব চিতে ॥১১
সর্ব্বভূতে সুহৃদ্ নির্ম্মল দয়াপর।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া জীব না হৈব চঞ্চল ॥১২
দোষদৃষ্টি না দেখিব অসত্য ভাষণ।
সব ঠাঞি উদাসীন বিগতবন্ধন ॥১৩
ধন পুত্র সকল দেখিব মায়াময়।
সব ঠাঞি উদাসীন বিগতসংশয় ॥১৪
দেহ ভিন্ন আপনাকে দেখিব গেয়ানে।
কাষ্ঠ হৈতে ভিন্ন যেন রহে হুতাশনে ॥১৫
এ বোল বুঝিঞা গুরু উপদেশ লৈঞা।
সব ঠাঞি বস্তু বুদ্ধি ছাড়িব বুঝিঞা ॥১৬
কর্ত্তা হৈয়া কর্ম্ম করে ভোক্তা হৈয়া ভুঞ্জে।
তবুও স্বতন্ত্র নহে সুখ দুঃখ ভুঞ্জে ॥১৭
দেহযোগে দেহের না দেখি সুখলেশ।
যদিবা পণ্ডিত হয় সেহো পাএ ক্লেশ ॥১৮
সুখ দুঃখ ভোগ করে দুঃখ সুখ বুদ্ধি।
ব্যর্থ অহঙ্কারে জীব ভ্রমে নিরবধি ॥১৯
সুখ দুঃখ জীব যদি জানে আপনার।
তবে কেন মৃত্যু নাহি পারে জিনিবার ॥২০
অর্থকামে দৈব যদি হয় উপাসন।
তবে সুখ নহে তার দুঃখ নিবারণ ॥২১
বান্ধি লৈঞা যায় যদি কাটিবার তরে।
তবে অর্থকামে তার কোন সুখ ধরে ॥২২
দেখিছ নিয়ত যাহা সব দুঃখময়।
মোহমদ কাম ক্রোধ লোভ অপচয় ॥২৩
দুঃখময় কেবল জগত হেন জান।
কর্ম্মে কোন গতি হয় চিত্ত দিয়া শুন ॥২৪
নানা পুণ্য দান কর্ম্ম বিবিধ বিধানে।
নানা যজ্ঞ করি দেব করে আরাধনে ॥২৫
স্বর্গলোকে গিয়া তবে করে নানা ভোগ।
দেবমত মিলে নানা দ্রব্য উপভোগ ॥২৬
নিজ কর্ম্ম বিনির্ম্মিত উজ্জ্বল বিমানে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গীত গায় বিদ্যমানে ॥২৭
দেবীগণ লৈঞা দিব্য বিমানে বিহরে।
বিলোল কিঙ্কিণীজাল বিনোদ মন্দিরে ॥২৮
তাবত বিনোদ করে স্বর্গের উপরে।
যাবত সকল সাঙ্গ হয় কর্ম্মফলে ॥২৯
পুণ্যক্ষয় হইলে পুন হয় নিপতনে।
কালে সব হয়ে তার অদৃষ্ট কারণে ॥৩০
অসন্তের সঙ্গ যদি দৈব নিবন্ধনে।
অধর্ম্ম নিয়ত হয় কুসঙ্গ মিলনে ॥৩১
কামরত স্ত্রীজিত কপট কৃপণ।
ভূত বিহিংসক পরপীড়াপরায়ণ ॥৩২
বিধিহীন পশুবধ করে যজ্ঞচ্ছলে।
ভূতপ্রেতগণ ভুঞ্জে পিতৃযজ্ঞ করে ॥৩৩
তবে অন্তকালে ঘোর নরকে গমন।
তবে নানা যোনি জীব করয়ে ভ্রমণ ॥৩৪
স্থাবর জঙ্গম আদি কীট পতঙ্গম।
পশুপক্ষী মৃগ নানা সিংহ মতঙ্গম ॥৩৫
এই মতে নানা যোনি করয়ে ভ্রমণ।
তবে অবশেষে হয় মানব জনম ॥৩৬
এইরূপে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে।
পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করি দুঃখভোগ করে ॥৩৭
দুঃখময় কর্ম্ম তাতে নাহি সুখলেশ।
কর্ম্ম করি দেহযোগে করে নানা ক্লেশ ॥৩৮
কুবের বরুণ যম বহ্নি পুরন্দর।
মোর ভয়ে তারা সভে কম্পিত অন্তর ॥৩৯
আছুক অন্যের কাজ কর অধিকারী।
ব্রহ্মা হৈঞা মোরে ভয় খণ্ডাইতে নারি ॥৪০
গুণে কর্ম্ম সৃজে গুণে সৃজয়ে বিষয়।
কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীব হৈয়া কর্ম্মময় ॥৪১
যাবত বিষয়গতি গুণের কল্পনা।
তাবত বিবিধরূপ জীবের ভাবনা ॥৪২
নানারূপ যাবত তাবত পরাধীন।
তাবত ঈশ্বরে ভয় ঈশ্বরের ভিন ॥৪৩
সংসারে ভ্রময়ে তারা এ ঘোর সংশয়।
এসব যাহার হয় মতি বিপর্য্যয় ॥৪৪
এতেক বচন যদি উদ্ধব সুমতি।
এই জিজ্ঞাসিল তারে করিয়া প্রণতি ॥৪৫
সত্ত্ব রজ তম দেহে হয় উৎপন্ন।
সেই দেহে বৈসে সত্য শুদ্ধ নিরঞ্জন ॥৪৬
গুণে বন্দী হইয়া জীব নিত্য নিরাধার।
কি কারণে তিনগুণে বন্ধন তাহার ॥৪৭

সেই গুণে বদ্ধ জীব নহে কোন মতে।
কিরূপে বিহরে জীব থাকয়ে কোথাতে ॥৪৮
জানিবার পারে জীব কেমন লক্ষণে।
কোনরূপে করে জীব ভোজন শয়নে ॥৪৯
কিরূপে গমন তার কোথা তার স্থিতি।
কহ নাথ অচ্যুত মাধব প্রাণপতি ॥৫০
সহজে বন্ধন জীব কি রাখত দৃঢ়।
এক জীব কিবা মান করিব গড়ব ॥৫১
এই ভ্রম চিত্তে নাথ কৈনু নিবেদন।
জ্ঞান দিয়া কর মোর অজ্ঞান খণ্ডন ॥৫২
জ্ঞানকল্পতরু শ্রীগদাধর জান
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥৫৩

১০ অধ্যায় সমাপ্ত।

উদ্ধবের বচন শুনিয়া ভগবান্।
কহিতে লাগিল জীবগতি তত্ত্বজ্ঞান ॥১
মুক্ত বদ্ধ বলি জীব কেবল বাখানি।
বস্তুগত বন্ধ মোক্ষ একো নাহি জানে ॥২
গুণে হৈতে বদ্ধ জীব গুণে মায়াময়।
বদ্ধ মুক্ত দুই মিথ্যা একো সত্য নয় ॥৩
সুখ দুঃখ শোক মোহ জনম মরণ।
এতেক কেবল মায়া কেবল ভরম ॥৪
স্বপনে অনর্থ যেন দরশন হয়।
জাগিলে স্বপন মিথ্যা জানি মায়াময় ॥৫
বিদ্যা অবিদ্যা দুই শরীরে আধার।
বন্ধ মোক্ষ করে দুই মায়ার প্রচার ॥৬
তাতে এক জীব অংশ আমায় অভিন্ন।
অবিদ্যা বন্ধনে তিহো হৈঞা মতিহীন ॥৭
নিত্যমুক্ত এক আর নিজ বিদ্যাবলে।
অখণ্ড পরমানন্দে আনন্দে বিহরে ॥৮
দুই গুটি হংস এক বৃক্ষে করে বাস।
সমযুক্তি দুই শাখা আনন্দে বিলাস ॥৯
এক গুটি হংস তার খায় বৃক্ষ ফল।
নিরাহারে এক পক্ষী থাকে নিরন্তর ॥১০
নিজানন্দে পরিপূর্ণ ধরে মহাবল।
জ্ঞান চক্ষে ভাল মন্দ জানয়ে সকল ॥১১
নিজরূপ দেখি সব বিমল জ্ঞেয়ানে।
বৃক্ষ ফল খাঞা পক্ষী কিছুই না জানে ॥১২
অবিদ্যা সংযোগে জীব এহি রূপে বন্দী।
নিজানন্দে বিহরে ঈশ্বর মহানন্দি ॥১৩
আছে দেহ নাহি দেহ সে হয় পণ্ডিত।
দেহ পাইি আছে দেহ সে হয় বঞ্চিত ॥১৪
মিথ্যা যেন জানি কেন জাগিলে স্বপন।
কুমতি জনের যেন স্বপনে ভরম ॥১৫
ইন্দ্রিয় বিষয় ভুঞ্জে জীব উদাসীন।
অহঙ্কারে কর্ত্তা হয় মূর্খ মতিহীন ॥১৬
অদৃষ্ট অধীন নহে গুণ কর্ম্মময়।
তাহে অহঙ্কারে জীব কর্ত্তা ভোক্তা হয় ॥১৭
এইরূপে সব ঠাঞি হইবে স্বাধীন।
কারো কভু কোন ঠাঞি না হব পরাধীন ॥
শয়ন ভোজন পান আসন মজ্জন।
দরশন পরশন গমন শ্রবণ ॥১৯
*　　*　　*　　*
দেহে গেহে না করিব নিজ অভিমান ॥২০
মনে কভু না করিব সঙ্কল্প ভাবনা।
দেহে গেহে চিত্ত নাহি ভোগের বাসনা ॥২১
কেহ হিংসা করে কেহ করে অপকার।
কেহ পূজা করে কেহ করে নমস্কার ॥২২
স্তুতি নিন্দা তাহাতে না করে বুধজন।
অদৃষ্ট মানিয়া চিত্ত করে সমাধান ॥২৩
সমদৃষ্টি হৈব দোষ গুণ বিবর্জ্জিত।
না করে না বোলে তাহা না চিন্তে পণ্ডিত
আত্মারাম জড়বৎ আনন্দে বিহরে।
দেখে শুনে ভাল মন্দ কিছুই না বোলে ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সর্ব্বধর্ম্ম জানে।
তবে যদি ব্রহ্ম নাহি না লয় সেখানে ॥২৬
ব্যর্থ সর্ব্বশাস্ত্র তার শ্রম মাত্র সার।
কুধেনু রাখিলা যেন নাহি খায় কাল ॥২৭
দুগ্ধ হৈলে না পায় দুগ্ধ হেন ধেনু রাখি।
দুষ্ট ভার্য্যা যদি রাখে নানা দোষ দেখি ॥২৮
পরাধীন কলেবর কৃপণ কুবাণী।
আমার মহিমা যশ যাতে নাহি শুনি ॥২৯
পাত্র পায়া না কৈল যে ধন সমর্পণ।
এ সব রাখয়ে যে কুমতি অচেতন ॥৩০
দুঃখের অধিক দুঃখ বলিয়ে তাহারে।
ইহলোকে বঞ্চিত পতিত পরকালে ॥৩১

আমার নির্ম্মল যশ নাম গুণবাণী।
যাহাতে না থাকে সে বচন ব্যর্থ মানি ॥৩২
সে বাণী পণ্ডিত জন কভু না লয় সুখে।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিয়া রহে হয় পরম সুখে ॥৩৩
কহিল উদ্ধব যোগ গতিতত্ত্বজ্ঞান।
যদি চিত্ত করিতে না পারে সমাধান ॥৩৪
যদি চিত্ত আমাতে ধরিতে নাই পার।
তবে তুমি সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ কর ॥৩৫
শ্রদ্ধা করি আমার পবিত্র কথা শুন।
জন্ম কর্ম্ম নাম গুণ সত্য করি মান ॥৩৬
সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে করহ সমর্পণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন গুণ কর স্মরণ ॥৩৭
ধর্ম্মকর্ম্ম আমাতে করহ সমর্পণ।
এই মতে উদ্ধব করিবে উপাসন ॥৩৮

* * * *

আমাতে লভিবে তবে ভক্তি অকিঞ্চন ॥৩৯
সত সঙ্গ করিলে হয় নিরমল মতি।
ভকতি করিয়া তবে লভে শুদ্ধমতি ॥৪০
তবে তত্ত্বপদ তুমি লভিবে সাক্ষাতে।
ভক্তিপথ তোমাকে কহিল সুনিশ্চিতে ॥৪১
উদ্ধবে জিজ্ঞাসা তবে করে জোড়করে।
ভকত লক্ষণ নাথ কহিবে আমারে ॥৪২
কিরূপ ভকত নাথ কিরূপ ভকতি।
কেমন লক্ষণ চিহ্ন ভকতের গতি ॥৪৩
তুমি ব্রহ্মা তুমি পূর্ণ প্রকৃতির পর।
ভকত হইয়া ধর নর কলেবর ॥ ৪৪
প্রলয় পালন তুমি পুরুষ পুরাণ।
ভকত লক্ষণ মোকে কহ ভগবান ॥৪৫
প্রভু বলে কহি শুন ভকত লক্ষণ।
সত্য যার শুদ্ধমতি সম দরশন ॥৪৬
ত্যাগশীল শান্ত পরদ্রোহবিবর্জ্জিত।
ধৃতিযুক্ত কৃপালু সকল লোকহিত ॥৪৭
শুচি মৃদু মৃত ভুজি মুনি স্থিরমতি।
অমানী মানদ কর্ম্ম করি মহামতি ॥৪৮
অপ্রমাদী জিতকাম গভীর আশ্রয়।
এত গুণে জানিব বৈষ্ণব পরিচয় ॥৪৯
এইরূপে গুণদোষ বুঝিয়া নির্ণয়।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজিঞা যে ভজে মহাশয় ॥৫০
ভকত উত্তম তারে বুঝিব বিচারি।
বৈষ্ণব লক্ষণ এই কহিল বিস্তারি ॥৫১
জানুক বা না জানুক আমার মহিমা।
যেন তেন মতে ভজে যেন তেন জনা ॥৫২
একান্ত করিয়া ভজে তেজি সর্ব্বধর্ম্ম।
সেই সে আমার প্রিয় ভকত উত্তম ॥৫৩
আমার মধুর মূর্ত্তি ভকত যে জন।
তাহার করিব দরশন পরশন ॥৫৪
অর্চ্চন বন্দন স্তুতি করিব দুহার।
পরিচর্য্যা করিব করিব নমস্কার ॥৫৫
আমার অমৃত কথা শ্রবণে পিরীতি।
আমার মধুররূপ ধ্যানে দৃঢ়মতি ॥৫৬
সর্ব্বকর্ম্ম করিব আমাতে সমর্পণ।
দাসাভাবে করি প্রাণ মন নিবেদন ॥৫৭
আমার জনম কর্ম্ম কথন শ্রবণ।
দেখিব আমার পর্ব্ব করিব মোদন ॥৫৮
নৃত্য গীত বাদ্য গোষ্ঠী করি বহু মেলি।
আমার মন্দির পুরে মহোৎসব করি ॥ ৫৯
পূর্ব্বে যাত্রা করি বিধি করিব বিধানে।
করিব বৈষ্ণব দীক্ষা মাত্র সন্নিধানে ॥৬০
ধরিব আমার ব্রত বৈষ্ণব লক্ষণ।
আমার সুন্দর মূর্ত্তি করিব স্থাপন ॥৬১
আপনে সাধিব যদি থাকে নিজশক্তি।
নহে বা উদ্যম করি করিব সংহতি ॥৬২
পুষ্পবন ক্রীড়াবন নানা উপবন।
আপনে করিব পুন মন্দির মার্জ্জন ॥৬৩
আপনেত জলসেক মণ্ডলী রচনা।
দাসবত গৃহ কর্ম্ম বিধান ঘটনা ॥ ৬৪
দম্ভ মান তেজিব কৈতব ছল মায়া।
চিত্তগত বাসনা সব ছাড়িব বুঝিয়া ॥ ৬৫
নিবেদিয়া আপনে না লইব আরবার।
প্রদীপ পর্য্যন্ত না করিব অধিকার ॥৬৬
আমারই প্রিয়তম যে যে বস্তু মিলে।
সেই নিবেদন করি চরণ কমলে ॥৬৭
তাহার অনন্ত ফল কৃপায় আমার।
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘর করিব সংস্কার ॥৬৮
গো ব্রাহ্মণ দিনমণি আকাশ মণ্ডল।
পৃথিবী বৈষ্ণব আত্মা আপনে হুতাশন ॥৬৯

এই সব স্থানে হরি পূজিব যতনে।
শুন কহি যে যে রূপে পূজিব সেই স্থানে ॥৭০
বেদবিদ্যা মন্ত্রে পূজা করি দিনকর।
ঘৃতদানে পূজা করি জ্বলন্ত অনল ॥৭১
অতিথি বিধানে পূজা করিব ব্রাহ্মণে।
গুরুকে পূজিব জনবিনোদ কল্যাণে ॥৭২
বৈষ্ণব পূজিব বন্ধু সংস্কার সম্মানে।
হৃদয় আকাশে হরি পূজিব বিধানে ॥৭৩
পবনে পূজিব হরি সুখ বুদ্ধি ধরি।
জলময় দ্রব্য দিয়া জলে পূজা করি ॥৭৪
স্থলে পূজা করিব আর নানা উপহার।
আত্মা পূজি করি নানা ভোগ উপহার ॥৭৫
সর্ব্বভূতে পূজিব অন্তর্যামিরূপে।
এই মনে নানা ঠাঞি পূজি নানাভাবে ॥৭৬
এই সব স্থানে মূর্ত্তি করিব চিন্তন।
জলধর কলেবর রাজীবলোচন ॥৭৭
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে।
এইরূপে চিন্তিয়া পূজিব নিরন্তরে ॥৭৮
যজ্ঞ দান কার্য্যে কর্ম্ম করিয়া নির্ম্মাণ।
সর্ব্বভাবে আমাকে পূজিব মতিমান্ ॥৭৯
এই মনে ভক্তিলাভ আমার চরণে।
নিরন্তর স্মৃতি হয় সাধু সেবা সনে ॥৮০
ভক্তিযোগ বিনে পাপ গতি নাহি আন।
সাধু সঙ্গ বিনে ভক্তি নহে উপাদান ॥৮১
কহিল পরমগুহ্য আর এককথা।
তুমি ভৃত্য পরম বান্ধব প্রিয়সখা ॥৮২
কহিল উদ্ধব যোগ কৃষ্ণ গুণ বাণী।
ভক্তিফল পাবে শুন প্রেমতরঙ্গিণী ॥৮৩

১১শ অধ্যায় সমাপ্ত।

কর্ম্মযোগ সাংখ্যযোগ আর নানা ধর্ম্ম।
বেদপাঠ তপত্যাগ আর নানা কর্ম্ম ॥১
মহাধন মহাপুরী দীঘি সরোবর।
ব্রতদান নানা কর্ম্ম করে নিরন্তর ॥২
বিবিধ দক্ষিণা যজ্ঞ নানা মূল্যধনে।
যমনিয়ম নানা তীর্থ করে পর্য্যটনে ॥৩
এতরূপে কেহো বশ করিতে না পারে।
বিনা সাধু সঙ্গে কেহো না পায় আমারে ॥৪
সাধু সঙ্গে সকল কুসঙ্গ দোষ হরে।
পতিত পামর হীন সাধু সঙ্গে তরে ॥৫
দৈত্য দানব মৃগ আর বিদ্যাধর।
সিদ্ধ চারণ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥৬
স্ত্রী শূদ্র আদি যত পতিত চণ্ডাল।
সৎসঙ্গে এ সব হৈল ভবনদীপার ॥৬
বৃষপর্ব্বা বলি বাণ ময় হনুমান।
প্রহ্লাদ সুগ্রীব গজরাজ জাম্বুবান্ ॥৭
গৃধ্রব্যাধ বণিক কুবজি আদি করি।
যদুপত্নীগণ আর ব্রজপুরনারী ॥৮
এ সব পুরাণ বেদ শাস্ত্র নাহি জানে।
মহান্তের সেবা জপতপ নাহি করে ॥৯
কেবল সৎসঙ্গ হৈতে আমাকে লভিল।
যার ভাবে কেবল রমণীগণ পাইল ॥১০
কীট পতঙ্গ আদি পশু পক্ষিগণ।
এ সভে আমাকে পাইল ভকতি কারণ ॥১১
সৎসঙ্গে আমাকে মাত্র ভজিল সক্ষাতে।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যাকে চিন্তে ধ্যানপথে ॥১২
সাংখ্যযোগ কোটি কোটি ব্রতযজ্ঞ দানে।
সত্যত্যাগ করে কিবা সন্ন্যাস বিধানে ॥১৩
তবু ত আমাকে কেহো না পাবে লভিতে।
এ সব সৎসঙ্গে আমা লভিল সাক্ষাতে ॥১৪
যখন অক্রূর আমা নিল মধুপুরী।
তখন মজিল শোকে ব্রজপুরনারী ॥১৫
অনুরাগে চিত্ত ধরে আমার চরণে।
ত্রিভুবন শূন্য হৈল দেখি আমা বিনে ॥ ৬
যত রাত্রি বঞ্চিল গোপী আমা সনে বনে।
আধ তিল হেন গোপী মানিল তখনে ॥১৭
আমারে বিচ্ছেদে তার এক অর্দ্ধরাতি।
কল্পকোটি সম করি মানিল যুবতী ॥১৮
আমা বিনে গোপীগণ না জানয়ে আন।
আমাতে ধরিয়া গোপী তনু মন প্রাণ ॥১৯
কি নাম কথাতে থাকে আমা নাহি জানে।
ত্রিভুবন শূন্য হেন দেখি আমা বিনে ॥২০
সমাধি করিয়া যেন রহে যোগিগণে।
আপনার নাম গুণ পাশরে আপনে ॥২১
এই মত গোপীগণ আমার কারণে।
তত্ত্ব না জানিঞা গোপী যার বুদ্ধি জানে ॥২৩

ধর্ম্ম কর্ম্ম না জানিঞা যার বুদ্ধি করি।
আমি সে পরম ব্রহ্ম পাইল প্রেম ধরি ॥২৪
সৎসঙ্গে আমাকে পাইল কীট পতঙ্গ।
কত কত রবি গেল স্থাবর জঙ্গম ॥২৫
এ বোল বুঝিয়া তুমি তেজ সর্ব্বকর্ম্ম।
লোক বেদ সব তেজ বিধিবৎ কর্ম্ম ॥২৬
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর্ম্ম সকল তেজিবে।
শুনিবে শুনাইবে দেখিবে দেখাইবে ॥২৭
আমার বচনে তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজ।
লোক বেদ পরিহরি সভে আমা ভজ ॥২৮
সকলের আত্মা আমি মহা মহেশ্বর।
আমার প্রসাদে ভব তরিবে সকল ॥২৯
স্মরণ করিয়া থাক চরণ আমার।
আমি রক্ষা কৈলে ভবভয় নাহি আর ॥৩০
কৃষ্ণের বচন শুনি মনে পাইল ভয়।
উদ্ধবে পুছিল তবে পাইয়া সংশয় ॥৩১
এখনে বুলিলে নাথ কর্ম্ম নাহি তেজ।
এখনে বোলহ মাত্র সভে আমা ভজ ॥৩২
কিবা কর্ম্ম কৈলে নাথ হৈব প্রতীকার।
কি কর্ম্ম করিলে ভবসংসারের পার ॥৩৩
যে হয় উচিত নাথ কহিবে নিশ্চয়।
জ্ঞানখড়্গে কাট মোর চিত্তের সংশয় ॥৩৪
উদ্ধবের বচন শুনিয়া দয়াময়।
কহিতে লাগিল জীবগতি তত্ত্বময় ॥৩৫
আপনে নির্গুণ জীব সহজে ঈশ্বর।
মায়া লক্ষ্য করি ধরে নর কলেবর ॥৩৬
অবিদ্যা বন্ধন হেতু কর্ম্ম অধিকার।
তে কারণে করি বিধি নিষেধ আচার ॥৩৭
সত্যে বুদ্ধি পর্য্যন্তে করিব শুদ্ধ কর্ম্ম।
তবে ভক্তি সাধিব তেজিঞা সব ধর্ম্ম ॥৩৮
শুভাশুভ কর্ম্মে তার নাহি অধিকার।
তার বিবরণ কহি শুন যুক্তি তার ॥৩৯
এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন স্পষ্ট মহেশ্বর।
ষট্‌চক্র ভেদি জানি প্রকাশ তাহার ॥৪০
প্রথমে আধার চক্রে জীব স্পষ্টময়।
দ্বিতীয়ে মধ্যম চক্রে করিব নির্ণয় ॥৪১
মণিপুর চক্রে কিছু পরকাশ হয়।
চক্রভেদে বুঝিব জীবের পরিচয় ॥৪২
তুলিয়া বিশুদ্ধ চক্রে নিব হৃদি দেশ।
ব্রহ্মরন্ধ্রে তুলিয়া সাক্ষাতে পরবেশ ॥৪৩
শূন্য যেন আনন কেবল মাত্র লিখি।
কাষ্ঠে কাষ্ঠ মথিলে কেবল মাত্র লখি ॥৪৪
কাষ্ঠ দিলে সেই অগ্নি বাড়ে অতিশয়।
ঘৃত দিলে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয় ॥৪৫
এই মনে আমার শ্রীমুখ বিগলিত।
ষট্‌চক্র ভেদিঞা বেদবাণী প্রকাশিত ॥৪৬
এহি মনে জানিব জীবের তত্ত্বগতি।
নিত্য সনাতন জীব অনন্ত শকতি ॥৪৭
প্রথমে আছিল এক জীব নিরাধার।
অবক্র ঈশ্বর নিরালম্ব নিরাকার ॥৪৮
যেই জীব এক হৈতে নানা শক্তি ধরি।
নানা রূপে পরকাশ নানা মূর্ত্তি ধরি ॥৪৯
রজোগুণে সেই জীব সৃষ্টি লীলা করি।
সত্ত্বগুণে তমোগুণে পালন সংহারি ॥

* * * *

নানা পরকাশ করি সৃষ্টি নিরাকার ॥৫০
প্রভুর মায়ায় হয় জগত নির্ম্মাণ।
জগতে না দেখি ভিন্ন এক ভগবান্ ॥৫১
দীঘল পাথরা যেন সূতার গাথনি।
সূতার সনে যেন মতে পুষ্পগাথে মণি ॥৫২
এই মতে জগত গাথনি নারায়ণে।
অন্তরে বাহিরে কিছু নাহি প্রভু বিনে ॥৫৩
অনাদি সংসার বৃক্ষ এই কর্ম্মময়।
ভোগ উপভোগ মাত্র এই ফল হয় ॥৫৪
পুণ্য পাপ বীজ দুই বৃক্ষ উৎপন্ন হন।
অনন্ত বাসনা মূলে বৃক্ষের স্থাপন ॥৫৫
তিন গুণ বৃক্ষের হইল তিন ডাল।
পঞ্চভূত বিরচিত এ পাচ রসাল ॥৫৬
পঞ্চ রস ধরে বৃক্ষ এ পাঁচ বিষয়।
একাদশ ইন্দ্রিয় বৃক্ষের শাখা হয় ॥৫৭
দুই গুটি হংস পক্ষী বৃক্ষে করে স্থিতি।
তিন ধারে তিন ফল বৃক্ষের ব্যাপিতি ॥৫৮
পুণ্য পাপ দুই গুটি বৃক্ষে ধরে ফল।
এক গুটি পাখী তার খায় বৃক্ষ ফল ॥৫৯
নিজ গুণ পাসরিয়া চরে মরে মর।
কৃষ্ণ গুণ পাসরিয়া মরে অনন্তর ॥৬০

* * * *

না খায় গাছের ফল আর এক পাখী ॥৬১
দিনমণি পর্য্যন্ত দীঘল পরিসর।
নিজ গুণ পাসরিয়া চরে ঘরে ঘর ॥৬২
চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত সংসার বৃক্ষ কহি।
তবে আর সংসার না বলি তাহা রহি ॥৬৩
এক গুটি পাখী তবে খায় বৃক্ষ ফল।
পুণ্য পাপ দুই গুণ বৃক্ষে ধরে ফল ॥৬৪
না খায় গাছের ফল আর এক পাখী।
জনে জনে বসে সব দেখে সেই পাখী ॥৬৫
সে পাখী সংসার জানে সব মায়াময়।
এক ব্রহ্ম বহুরূপ নানা ভেদ হয় ॥৬৬
সেই সে জানি যে বেদ বেদান্তের সার।
তবে তার নাহি আর কর্ম্মে অধিকার ॥৬৭
এ বোল বুঝিঞা কর গুরু উপদেশ।
ভকতি কুঠারে ছেদ কর যত ক্লেশ ॥৬৮
সাবধান হৈয়া তুমি আপনাকে চিন।
অস্ত্র তেজি আপনাকে ব্রহ্ম বলি মান ॥৬৯

১২শ অধ্যায় সমাপ্ত।

শুনহে উদ্ধব তুমি যে কহিব আর।
ভক্তিযোগ বিনে আর নহে প্রতিকার ॥১
কহিল তোমারে আমি সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজ।
একান্ত ভকতি করি সভে আমা ভজ ॥২
তার পরকার কহি সাবধানে শুন।
এই পরকারে তুমি তিন গুণ জিন ॥৩
প্রকৃতির তিন গুণ সত্ত্ব রজ তম।
ঈশ্বর নির্গুণ নিত্য সত্য সনাতন ॥৪
রজোগুণ তমোগুণ জিন সত্ত্বগুণে।
ভক্তির লক্ষণ ধর্ম্ম হয় যাহা হৈলে ॥৫
সাত্ত্বিক সেবায় সত্ত্ব হয় সাধু জনে।
রজোগুণ তমোগুণ জিনি সত্ত্বগুণে ॥৬
রজ তম তেজিলে অধর্ম্ম যায় নাশ।
সত্ত্বে ধর্ম্মতত্ত্ব হয় পরকাশ ॥৭
কাল কর্ম্ম জনম আগম পূজা দেব।
ধ্যান মন্ত্র পূজা আর সংস্কার বিশেষ ॥৮

* * * * * *

একান্ত ভকতি করি পূজ হৃষীকেশ ॥৯
জানিব এ সব বস্তু ত্রিগুণজনিত।
সুবোধ ধরিব তাহা যে হয় পণ্ডিত ॥১০
তামস রাজস সব দূরে পরিহরি।
সাত্ত্বিক আশ্রয় করি সত্ত্ববুদ্ধি করি ॥১১
তবে সত্ত্বময় কর্ম্ম হয় উপাদান।
যাহা হৈতে জনময় নিরমল জ্ঞান ॥১২
পরমার্থ শাস্ত্র মাত্র করিব অভ্যাস।
কুতর্ক পাষণ্ড শাস্ত্র না নিব সম্পাশ ॥১৩
সুগন্ধি শীতল জল তেজিব পুণ্যবান্।
সত্ত্বময় তীর্থ জলে করি স্নান পান ॥১৪
রাজস তামস দুরাচার সঙ্গ তেজি।
সাত্ত্বিক নিবর্ত্ত ধর্ম্ম পরায়ণ ভজি ॥১৫
সাত্ত্বিক প্রধান পুণ্য দেশে করি বাস।
দ্যূতক্রীড়া দুষ্ট দোষ না নিব সম্পাশ ॥১৬
পুণ্যকালে পুণ্য কর্ম্ম করি সমাধান।
নিষেধ সময়ে কর্ম্ম না করি বিধান ॥১৭
রাজস তামস কর্ম্ম দূরে পরিহরি।
কেবল সাত্ত্বিক ধর্ম্ম রীতি সত্য করি ॥১৮
বিষ্ণু মাত্র উপাসনা সার্থক জনম।
শৈব শাক্ত রুদ্র দীক্ষা তেজে বুধ জন ॥১৯
সত্ত্বময় বিষ্ণু ধ্যান করে বুদ্ধিমান্।
সুত দারা গৃহ নিত্য না করে ধেয়ান ॥২০
বিষ্ণু মন্ত্র উপদেশ নৈব সত্ত্বময়।
অন্য মন্ত্র উপদেশ পণ্ডিত না লয় ॥২১
সাত্ত্বিক সংস্কার চিত্তে করিব শোধন।
কেবল বাহিরে মাত্র অঙ্গের মার্জ্জন ॥২২
এহি দশ বিধ চিত্ত ত্রিগুণে জন্মিল।
সাত্ত্বিক সেবায় সত্ত্ব বাঢ়ে তিল তিল ॥২৩
তবে তত্ত্বজ্ঞান উপজয় নিরমল।
উত্তান উপজিলে গুণ খণ্ডয়ে সকল ॥২৪
বাঁশে বাঁশে ঘসিলে আগুনি জলি যায়।
পুড়িয়া সকল বন আপনে নিভায় ॥২৫
এই মনে গুণময় দেহে পরিহরি।
শান্ত হৈয়া রহ তুমি সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি ॥২৬
উদ্ধব পুছিল তবে ভকত প্রধান।
মোর নিবেদন নাথ কর অবধান ॥২৭
বিষয় আপদ পদ সর্ব্বলোকে বলে।
তথাপি বিষয় ভোগ ছাড়িতে না পারে ॥২৮

ছাগ গর্দ্দভ রত কুক্কুর সমান।
সাক্ষাতে দেখিতে আছে নানা অপমান ॥২৯
তথাপি বিষয় ভোগ করে কি কারণ।
এ বড় বিস্ময় মোর কৈনু নিবেদন ॥৩০
উদ্ধবের বচন শুনিয়া চক্রপাণি।
কহিতে লাগিলা চিতগত শ্রম জানি ॥৩১
আমি হেন মিছা বুদ্ধি মনে জনময়।
তে কারণে রজোগুণ করয়ে উদয় ॥ ৩২
তে কারণে হয় তার মনের বিলাস।
সঙ্কল্প বিকল্প হয় নানা পরকাশ ॥৩৩
বিষয় ধেয়ানে তার বাঢ়ে নানা কাম।
কুমতি জনেরে বাঢ়ে নানা কুসন্ধান ॥৩৪
কামময় হৈয়া কর্ম্ম করে নিরবধি।
দুঃখময় কর্ম্ম তাতে না বুঝে কুবুদ্ধি ॥৩৫
মনের বিক্ষেপ রজোগুণে বিমোহিত।
আছুক অন্যের কাজ ভরমে পণ্ডিত ॥৩৬
এ বোল বুঝিয়া কর্ম্ম করিবে সজ্জন।
দোষময় সকল দেখিবে বুধজন ॥৩৭
চিত্তের আশ্রয় ছাড়ি রহি সাবধানে।
মন নিয়োজিব ধীর আমার বচনে ॥৩৮
অলপে অলপে চিত্ত করিব অর্জ্জন।
এ নব দুয়ার বান্ধি বান্ধিব নিজ মন ॥৩৯
আসন ভোজন ধীর জিনিব সন্ধানে।
মন নিয়োজিব ধীর আমার চরণে ॥৪০
এই যোগ কহিল আমার শিষ্যগণে।
সনকাদি চারি পুত্র ব্রহ্মার নন্দনে ॥৪১
সব ঠাঞি হৈতে মন আনি নিবারিঞা।
আনন্দে রহিব মন আমাতে ধরিয়া ॥৪২
উদ্ধবে পুছিল তবে ভাবিঞা বিস্ময়।
সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মার তনয় ॥৪৩
কি যোগ কহিলে তুমি কোন মূর্ত্তি হৈয়া।
সে যোগ কহিলে তুমি কোন মূর্ত্তি হৈয়া ॥ ৪৪
সে যোগ কহিবে নাথ যদি কর দয়া।
কৃপা করি কহ নাথ সদয় হইয়া ॥৪৫
কহিতে লাগিলা তবে দেব চক্রপাণি।
ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি মুনি ॥৪৬
মুক্তি জিজ্ঞাসিল তারা রূপ বিস্ময়মানে।
সংসারসাগর জীব তরিত কেমনে ॥৪৭

বিষয় প্রবেশ গিয়া করে নিরন্তর।
সতত বিষয় থাকে চিত্তের ভিতর ॥৪৮
অন্যান্য সংযোগ হয় ছাড়ান না যায়।
কহি পিতা যোগ গতি করিয়ে উপায় ॥৪৯
চিন্তিয়া চাহিল ব্রহ্মা চিত্ত সমাধানে।
তত্ত্ব না বুঝিয়া ব্রহ্মা রহিলা ধেয়ানে ॥৫০
সমধিক করিয়া ব্রহ্মা চিন্তিল আমারে।
এই তত্ত্বযোগ গতি জানিবার তরে ॥৫১
তবে আমি হংসরূপে দিল দরশন।
মুনিগণে কৈল মোর চরণ বন্দন ॥৫২
ব্রহ্মা আদি পুছিলেন ব্যাস মুনিগণে।
কি নাম কি তুমি এথা আইলে কি কারণে॥
তত্ত্বজ্ঞান তবে মুনিগণে জিজ্ঞাসিল।
তবে তাহা শুনিয়া উত্তর আমি দিল ॥৫৪
বস্তুগত স্থান নাহি নানা পরকার।
কিরূপে এতেক পাপ ঘটিলা তোমার ॥৫৫
পঞ্চভূতে বিরচিত সমান সব কায়।
কে তুমি বচন ঘটে কেমন উপায় ॥৫৬
কেবল আরম্ভ মাত্র অনর্থ কারণ।
কে তুমি পুছিলে ব্যর্থ না হয় ঘটন ॥৫৭
দেখিহ নিয়ত কিছু শ্রবণ নয়নে।
বুদ্ধ মন লয় যত ইন্দ্রিয় বচনে ॥৫৮
আমা হৈতে আর সব কিছু নহে ব্যর্থ।
সর্ব্বময় প্রভু আমি এই মাত্র সত্য ॥৫৯
বিষয় প্রবেশে চিত্ত এই হয় বিস্ময়।
চিত্তে পরবেশ করে সতত বিস্ময় ॥৬০
দেহ মাত্র চিত্ত গত বিষয় বাসনা।
কিন্তু করিবারে পারি উপায় খণ্ডনা ॥৬১
বিষয় সেবিতে চিত্ত হয় গুণময়।
গুণময় হয় দেহ বিষয় না লয় ॥৬২
যে জন আমার হয় দুই পরিহরে।
কদাচিত চিত্তগত বিষয় না করে ॥৬৩
তিন কাল সত্য জীব সব ঠাঞি থাকে।
সর্ব্বত্র সমান জীব সাক্ষিরূপে দেখে ॥৬৪
যদি বা জীবে রহয় অনাদি বন্ধনে।
মায়াগুণ বিচলিত দোহের কারণে ॥৬৫
আমাতে থাকিব চিত্ত করিয়া নিশ্চলে।
বিষয় বাসনা চিত্তে তেজিব সকলে ॥৬৬

জীবের সংসারবন্ধ ব্যর্থ অহঙ্কারে।
অকারণে ভ্রমে জীব এ ঘোর সংসারে ॥৬৭
আমাতে ধরিব চিত্ত যে হয় পণ্ডিত।
ত্যজিয়া সংসার চিন্তা স্থির কর চিত ॥৬৮
যাবৎ চিত্তের থাকে অশেষ ভরম।
জাগিতেছে তাবত না জানে মূর্খ জন ॥৬৯
এ বোল জানিঞা চিত্তে কর বিচরিয়া।
সুখ দুঃখ দুই সবে তেজিব বিশেষ।৭০
সাধু মধুমুখরিত জ্ঞান খড়্গা ধরি।
চিত্তের জড়িমা কাটি ফেল দূর করি ॥৭১
চিত্তগত সকল সংশয় জড়তেজ।
একান্ত ভকতি করি সভে আমা ভজ ॥৭২
জগত দেখিও তুমি মনের বিলাস।
কেবল ভরম মাত্র তড়িৎ প্রকাশ ॥৭৩
অতিলোল বিলোল অনিল সমরূপ।
জ্ঞানময় এক ব্রহ্ম ধরে নানারূপ ॥৭৪
অনিত্য সংসার মাত্র চিত্তে অনুমানে।
সব ঠাঞি হৈতে চিত্ত নিবারিঞা আনে ॥৭৫
অনন্ত বাসনা সব তৃষ্ণা পরিহর।
নিজ সুখে পরিপূর্ণ অনন্তে বিহর ॥৭৬
ভক্তি রসে মহামত্ত সিদ্ধি ঋষিগণে।
আছে নাহি নিজ দেহ না দেখিনু আনে ॥৭৭
অদৃষ্ট মিলয়ে দেহ অদৃষ্টে সঞ্চরে।
জ্ঞানযোগে আছে নাহি বিচার না করে ॥৭৮
মদিরা করিয়া পান ঘূর্ণিত নয়নে।
আছে নাহি নিজ বাস একো নহি জানে।৭৯
এই মনে পূর্ণ যোগী পূর্ণজ্ঞানরসে।
সুখময় সিন্ধু জনে নিরবধি ভাসে ॥৮০
তুমি সব সনকাদি ব্রহ্মার নন্দন।
কহিল পরম গুহ্য যোগের লক্ষণ ॥৮১
সভার আশ্রয় আজি সর্ব্বযোগ্য পতি।
সাংখ্যযোগ রীতি সত্য ত্রিজগতপতি ॥৮২
ধর্ম্ম কহিবার তরে কৈল আগমন।
পরম আশ্রয় আমি সভার কারণ ॥৮৩
সকলের গতি পতি জীবের আধার।
সত্ত্ব রজ তম গুণ কিঙ্কর আমার ॥৮৪
সকলের আত্মা আমি প্রিয় হিতকারী।
নিরপেক্ষ নির্গুণ অনন্তরূপধারী ॥৮৫
অষ্টৈশ্বর্য্য অষ্টসিদ্ধি অষ্টমহানিধি।
সর্ব্বশক্তি সর্ব্বগুণ ভজ নিরবধি ॥৮৬
সভেই আমাকে ভজে আমার কিঙ্কর।
তথাপি কাহার আমি নহে নিজ পর ॥
তুমি সব সনকাদি ব্রহ্মার নন্দন।
কহিল সকল তত্ত্ব হিতের কারণ ॥৮৮

* * * *

তে কারণে হংসরূপ কৈল অবতার ॥৮৯
কহিল পরম যোগ দৃঢ় করি ধর।
তুমি সব সুখে গিয়া পর্য্যটন কর ॥৯০
আমার বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন।
সনকাদি চারি মুনি ব্রহ্মার নন্দন ॥৯১
ব্রহ্মার সাক্ষাতে আমি কৈল অন্তর্ধান।
তবে আমি আপনি চলিল নিজধাম ॥৯২
আনন্দিত হৈল সব খণ্ডিল সংশয়।
স্তুতি ভক্তি করিয়া পূজিল অতিশয় ॥৯৩
কহিল তোমারে সব যোগগত কথা ॥
কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী মধুরস গাথা ॥৯৪

১৩ অধ্যায় সমাপ্ত।

উদ্ধবে পুছিল তবে বুঝিতে নির্ণয়।
কত কত যুকতি লক্ষণ ধর্ম্ম হয় ॥১
নানা মোক্ষ ধর্ম্ম কহে বেদবাদিগণে।
কিবা এক মোক্ষ কিবা সকল প্রমাণে ॥২
তুমি সব কহ এক যোগ মাত্র সার।
ভক্তিযোগ বিনে কভো না কহিলে আর ॥৩
সর্ব্ব সঙ্গ সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজি সর্ব্ব কর্ম্ম।
ভজিব তোমারে আমি এই মাত্র ধর্ম্ম ॥৪
এই সব আছে মোর চিত্তের সংশয়।
কৃপা করি নাথ মোরে কহিতে নির্ণয় ॥৫
উদ্ধবের বচন শুনিয়া ভগবান্।
আদি বেদবাণী কহে পুরুষ পুরাণ ॥৬
প্রলয় সময়ে নষ্ট হৈল বেদ বাণী।
তব আমি ব্রহ্মাকে কহিল তত্ত্বজানি ॥৭
স্বায়ম্ভুব মুনি ছিল ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মা তার মুখে কৈল বেদ সমর্পণ ॥৮
সপ্ত মহাঋষিগণ ভৃগু আদি করি।
তারা সব দেববাণী মনু মুখে ধরি ॥৯

তা সভার মুখে বেদ পাইল পিতৃগণে।
দেব দানব তারে গুহ্যক চারণে ॥১০
সিদ্ধ বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
কিন্নরে কিন্নর নাগ রাক্ষস বানর ॥১১
এই মতে সর্ব্বলোক বেদবাণী শুনি।
নানামতি হৈল বেদতত্ত্ব নাহি জানি ॥১২
সত্ত্ব রজ তম তমোগুণ সব উৎপত্তি।
তে কারণে ভিন্ন হয় সভার প্রকৃতি ॥১৩॥
যার যেমন প্রকৃতি তাহার তেন বাণী।
মতি ভেদ বোলে বেদতত্ত্ব নাহি জানি ॥১৪
পাষণ্ড পণ্ডিত কেহো কুতর্ক খণ্ডনে।
এক বেদ নানা ভেদ করিয়া বাখানে ॥১৫
সর্ব্বলোক কর্ম্ম করে শ্রদ্ধা অনুরোধে।
কর্ম্ম অনুসারে ধর্ম্ম নহে নানারূপে ॥১৬
কেহ ধর্ম্ম মনে কেহ অর্থ যশ কাম।
কেহ সত্য দমময় কেহ পুণ্য দান ॥১৭
ত্যাগ ভোগ ঐশ্বর্য্য কাহার চিত্তে ধরে।
কেহো ব্রত নিয়ম আচরে যজ্ঞ করে ॥১৮
নানা ফল নানাকর্ম্ম নানা পরকার।
সকল বিনাশ যদি অন্তে দুঃখ সার ॥১৯
কর্ম্ম বিনির্ম্মিত ফল নাহি সুখ লেশ।
ত্যাগ ভোগ আর যত পর মাত্র ক্লেশ ॥২০
আমি আত্মা প্রিয় সখা সর্ব্বফলদাতা।
আমি গতি পতি হিত সর্ব্বলোকপিতা ॥২১
আমাকে ভজিলে লোক হয় সুখময়।
এ ঘোর সংশর লীলায় মাত্র হয় ॥২২
বিষয় সংযোগ সুখ নহে কদাচিত।
কর্ম্মপথে ভ্রমে মাত্র কেবল বঞ্চিত ॥২৩
অকিঞ্চন সমচিত্ত শুদ্ধ শান্ত দান্ত।
আমার আনন্দ রসে রসিক নিতান্ত ॥২৪
আমার কৃপায় তার নাহি দুঃখ ভয়।
অন্তরে বাহিরে দশ দিগ্ সুখ হয় ॥২৫
ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ সার্ব্বভৌম পদ।
অষ্টযোগ অষ্টসিদ্ধি সম্পদ বৈভব ॥২৬
না মাগে নির্ব্বাণ পদ ভকত আমার।
চিত্ত বিত্ত সমর্পিত আমাতে তাহার ॥২৭
পুত্র হৈঞা ব্রহ্মপ্রিয় নহে তত বড়।
আত্মা হৈঞা তেন প্রিয় নহেত শঙ্কর ॥২৮

ভক্ত মোর প্রিয় বড় কহিল সত্বর ॥২৯
ভাই সঙ্কর্ষণ মোর তেন প্রিয় নহে।
লক্ষ্মী ভার্য্যা দেবী মোর বক্ষঃস্থলে রহে ॥৩০
নিজ মূর্ত্তি প্রিয় মোর নহে সাধু সম।
যেরূপে উদ্ধব তুমি মোর প্রিয়তম ॥৩১
নিরপেক্ষ শান্ত দান্ত বৈর বিবর্জ্জিত।
সম দরশন প্রেম যত পরহিত ॥৩২
তার পাছে পাছে আমি ততই গোঞাই।
কোন মতে যেন তার পদরজ পাই ॥৩৩
অকিঞ্চন সমচিত বৎসল মহান্ত।
জিত কাম প্রেমযুক্ত কেবল সুশান্ত ॥৩৪
এ সবে আমার নিজ সুখ অনুভায়।
অন্যে কি তাহার তত্ত্ব বিচারিলে পায় ॥৩৫
যার অনুভব সুখ সেই মাত্র জানে।
কহনে না যায় সে যে অন্যের বয়ানে ॥৩৬
মোর ভক্ত হয় যদি বিষয় বাধিত।
আমিও ইন্দ্রিয় দোষে মতি বিচলিত ॥৩৭
তভু তার বিষয় বাধিতে নাহি পারে।
মোর ভক্ত ভক্তিরসে আনন্দ বিহরে ॥৩৮
জলন্ত অনল যেন পোড়ে কাষ্ঠচয়।
তেন মোর ভক্তিরসে পাপ হয় ক্ষয় ॥৩৯
গুহ্য কথা কহি শুন উদ্ধব তোমারে।
সাংখ্যযোগে বশ মোরে করিতে না পারে ॥
দান ব্রত তপ ত্যাগ স্বধর্ম্ম আচার।
এ সবে না পায় মোকে বশ করিবার ॥৪১
ভকতের বশ আমি ভকতি কারণে।
অন্যে মোরে বান্ধিতে না পারে ভক্তি বিনে ॥
ভকতে বান্ধিতে মোরে পারে ভক্তি পাশে।
ভকতের বশ আমি থাকি ভক্তিরসে ॥৪৩
মোর ভক্ত ভক্তিনিষ্ঠা জন্মদোষ হরে।
শ্বপচ পামর পাপ পামর উদ্ধারে ॥৪৪
দয়া সত্যযুক্ত ধর্ম্ম তপ বিদ্যা ধরে।
ভকতিবিহীন জনে পবিত্র না করে ॥৪৫
নয়নে আনন্দ জল অঙ্গ পুলকিত।
দ্রবিত অন্তর আর মতি বিলসিত ॥৪৬
এ সব লক্ষণ বিনে ভকতি না হয়।
ভক্তি বিনে শুদ্ধ কভু না হয় আশয় ॥৪৭

গদ গদ বাণী যার দ্রবিত অন্তর।
খেনে হাসি খেনে কান্দি করি উচ্চস্বর ॥৪৮
উনমত কত নাচে লাজ পরিহরি।
ভকত-লক্ষণ মোর এই অবধারি ॥৪৯
মোর ভক্ত জনে করে জগত পবিত্র।
হেন মলা ছাড়ে যেন অনলে পুড়িত ॥৫০
এইরূপে ভক্তিযোগ সাধিতে আমারে।
পুনঃ পুনঃ পুড়ি যদি নিজরূপ ধরে ॥৫১
চিত্তগত অশেষ বাসনা দূর করে।
মোর ভক্ত সাধুজন আনন্দে বিহরে ॥৫২
মোর পুণ্যকথা গুণশ্রবণকীর্ত্তনে।
যত যত দুব হয় অন্তরশোধনে ॥৫৩
তত তত সূক্ষ্ম বস্তু পরমার্থ দেখে।
আঁখির মলা যেন যায় অঞ্জনসংযোগে ॥৫৪
বিষয় প্রবেশ চিত্ত বিষয় ধেয়ানে।
আমাতে প্রবেশ চিত্ত আমার শরণে ॥৫৫
এ বোল বুঝিয়া ছাড় অসত্যধেয়ানে।
সর্ব্বভাবে কর মোতে চিত্তসমাধানে ॥৫৬
স্ত্রীসঙ্গে জনের স্ত্রীরঙ্গ পরিহরি।
চিন্তিব আমারে সব চিন্তা পরিহরি ॥৫৭
বিরল কুসত্য জ্ঞানে কল্পিব আসন।
আমার মধুর রূপ করিব চিন্তন ॥৫৮
স্ত্রীসঙ্গিজনের স্ত্রীসঙ্গে যেন হয়।
আন সঙ্গে সংসারবন্ধন তেন নয় ॥৫৯
উদ্ধবে পুছিল তবে ত্রিভুবননাথ।
কিরূপে তোমার ধ্যান জগতবিখ্যাত ॥৬০
ভকতবৎসল শতসত্রবিলোচন।
ধ্যান করি চিন্তে যাহা মুক্ত মুনিগণ ॥৬১
কিরূপ চিন্তিব নাথ কিরূপ ধেয়ান।
কহ প্রভু করুণাসাগর ভগবান্ ॥৬২
উদ্ধবের বচন শুনিয়া জগন্নাথ।
জ্ঞানযোগ কহি নিজ ভকত সাক্ষাৎ ॥৬৩
সমানআসন বসি সম কলেবরে।
দুই হাত তুলি ধরে কোলের উপরে ॥৬৪
নাসিকার আগ ধরি এ দুই লোচন।
পবন দুয়ারে করে অন্তর শোধন ॥৬৫
পূরক কুম্ভক করি অচির পবন।
অলপে অলপে চিত্ত করিব সংযম ॥৬৬
হৃদয়কমল হৈতে তুলিব ওঙ্কার।
ঘণ্টানাদরত যে পদ্মের মৃণাল ॥৬৭
পুনঃ পুনঃ প্রবেশই তুলিয়া পবন।
ওঙ্কার সংযোগে পুনঃ করিব সংযম ॥৬৮
এইরূপে সাধিব দিবসে তিনবার।
একবারে জপ করে দশ দশ বার ॥৬৯
এইরূপে যদি জীব সাধে নিরন্তরে।
একমাসে প্রাণবায়ু জিনিবারে পারে ॥৭০
হৃদয়কমল মাঝে বসে অষ্টদল।
উদ্ধমুখ অধোমুখ চিন্তিব কমল ॥৭১
ধ্যানে উৰ্দ্ধমূল করি পদ্ম কর্ণিকার।
সূর্য্যসম বহ্নি চিন্তি তাহার উপর ॥৭২
বহ্নি মধ্যে দিব্যমূর্ত্তি চিন্তিব আমার।
আজানুলম্বিত চারু ভুজ সুবিশাল ॥৭৩
সুমুখ সুন্দর বর সুচারু কপোলে।
মকর কুণ্ডল যুগ বনমালা দোলে ॥৭৪
জলধর শ্যাম তনু কৌস্তুভ ভূষণ।
পীতবাস পরিধান শ্রীবৎসলক্ষণ ॥৭৫
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ভুজ বিরাজিত।
সিঞ্চিত মঞ্জরী পদযুগ বিলসিত ॥৭৬
কটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র হবে মনোহর।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চারু বদনমণ্ডল ॥৭৭
এই দিব্যমূর্ত্তি ধ্যান করিব আমার।
রাখিব ইন্দ্রিয়গণ করিয়া নিবার ॥৭৯
পণ্ডিত যে হয় বুদ্ধি করিব সারথি।
যতনে আমাতে চিত্ত ধরি নিরবধি ॥৮০
সব ঠাঞি হৈতে মন আনিব ছেদিঞা।
আমাতে ধরিব মন নিশ্চয় করিঞা ॥৮১
শ্রীমুখমণ্ডল বিনে না চিন্তিব আন।
স্থিরচিত্তে করিব আমার রূপ ধ্যান ॥৮২
তবে ধ্যান তেজি চিত্ত ধরিব আকাশে।
তখনে কেবল ব্রহ্ম হৃদয় প্রকাশে ॥৮৩
যদি চিত্ত স্থির হৈঞা রহিল আমাতে।
তবে অন্য আর না চিন্তিব ধ্যানপথে ॥৮৪
সমাহিত চিত্ত যদি হৈল নারায়ণে।
অন্যান্য দেখিব কিছু আমি আত্মা বিনে ॥৮৫
এইরূপে ধ্যানে মন করিতে সংযম।
সব দূর যায় যত চিত্তগত ভ্রম ॥৮৬

ভাগবত আচার্য্যের প্রেম তরঙ্গিণী।
উদ্ধব সংবাদ জ্ঞান যোগ তত্ত্ববাণী ॥৮৭
১৪শ অধ্যায় সমাপ্ত।

এইরূপে জ্ঞানযোগ সাধে যোগিগণে।
জ্ঞানযোগ সিদ্ধ যদি হৈল চিরদিনে ॥১
ভকতি সাধিতে ভক্তি হৈল উৎপন্ন।
হেনকালে সর্ব্বসিদ্ধি হৈল আগমন ॥২
এবোল শুনিয়া তবে বলিল উদ্ধবে।
কোন ধারণায় সিদ্ধি হৈব কোনরূপে ॥৩
কত কত সিদ্ধি কেবা কি কি রূপ হয়।
কহিবে সকল নাথ করিয়া নির্ণয় ॥৪
শুনিয়া উত্তর তবে দিল ভগবান্।
কহিব সকল সিদ্ধি কর অবধান ॥৫
অষ্টাদশ সিদ্ধি কহে সিদ্ধ যোগিগণে।
অষ্টসিদ্ধি তাহাতে প্রধান করি মানে ॥৬
অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি ভকতিলক্ষণ।
আর দশ সিদ্ধি তবে জানিব সন্ধান ॥৭
যোগিগণে সাধে যোগ ধারণা ধেয়ানে।
ভক্ত জনে সাধে ভক্তি শ্রবণ কীর্ত্তনে ॥৮
সর্ব্বযোগে সিদ্ধি তার হয় সেই কালে।
ভকত জনের কিবা দুর্লভ সংসারে ॥৯
বিঘ্ন হেতু কেবল জানিয়া সিদ্ধগণ।
জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ বিরোধ কারণ ॥১০
সিদ্ধপথে ভকতের ব্যর্থ কাল যায়।
জ্ঞানযোগে ভক্তিযোগে সর্ব্বসিদ্ধি পায় ॥১১
সর্ব্বসিদ্ধি হেতু আমি হই গতিপতি।
আমা হৈতে সর্ব্বযোগ সিদ্ধি উৎপত্তি ॥১২
আমি সিদ্ধিযোগ ধর্ম্ম আমি ধর্ম্মময়।
অন্তরে বাহিরে আমি সভার আশ্রয় ॥১৩
সকলের আত্মা আমি সর্ব্বভূতে বসি।
সর্ব্বসিদ্ধি হেতু আমি সর্ব্বগুণরাশি ॥১৪
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা।
সর্ব্বধর্ম্ম তেজ ভাই কৃষ্ণে ধর-আশা ॥১৫
১৫শ অধ্যায় সমাপ্ত।

উদ্ধবে জিজ্ঞাসে তবে বিনয়বচনে।
একনিষ্ঠন ম রাখি তোমার চরণে ॥১
তুমি সে পরমব্রহ্ম অনাদি নিধন।
বিশ্ব উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় পালন ॥২
সর্ব্বভূতের পিতা ভুবনের পতি।
বুঝিতে না পারি ইহা কাহার শকতি ॥৩
ভকতি করিয়া নাথ মহা ঋষিগণে।
তোমার পদারবিন্দ নিয়ত ধেয়ানে ॥৪
উপাসনা করিয়া মুকতিপদ লভে।
সর্ব্বভূতে বস প্রভু তুমি গুরুরূপে ॥৫
তুমি সব দেখ কেহ না দেখে তোমারে।
তোমায় আমায় নাথ মোহিত সংসারে ॥৬
দশদিক্ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আকাশে।
আমার বিভূতি দেব যথা তথা বসে ॥৭
কহিবে সকল মোকে করিঞা বিস্তার।
তীর্থ পদযুগ মোর হয় নমস্কার ॥৮
হাসিঞা উত্তর তবে দিল গদাধর।
ভাল জিজ্ঞাসিলে তুমি ভকতশেখর ॥৯
রিপুগণ সঙ্গে হৈল তুমুল সমরে।
অর্জ্জুন বুঝাইল যাথে রণ ভয়ঙ্করে ॥১০
জ্ঞাতিবধ দেখিয়া অর্জ্জুনে তরাসিল।
রণ এড়ি মহাবীর চিন্তিয়া বসিল ॥১১
অর্জ্জুনে বুঝাল আমি জ্ঞান উপদেশে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন তবে আমাকে জিজ্ঞাসে ॥১২
এই জিজ্ঞাসিল তবে বিহিত বিস্তর।
তখনে কহিল আমি রণের মাঝার ॥১৩
এখনে কহিব বৎস তোমা বিদ্যমানে।
বিভূতি বিস্তার তুমি শুন সাবধানে ॥১৪
সকলের আত্মা আমি সুহৃদ ঈশ্বর।
সর্ব্বভূতময় আমি প্রকৃতির পর ॥১৫
আমা হৈতে উৎপত্তি প্রলয় পালন।
আমি গতি পতি কাল সংহার কারণ ॥১৬
সত্ত্বরজতম আমি পুরুষ প্রকৃতি।
জগৎ কারণসূত্র সুমহা দুষ্কৃতি ॥১৭
সৃষ্টি মাঝে জীব দুর্জ্জয় মাঝে মন।
দেব মধ্যে ব্রহ্মা আমি জগত কারণ ॥১৮
মন্ত্রগণ মাঝে আমি সাক্ষাৎ ওঙ্কার।
অক্ষরের মধ্যে আমি কেবল আকার ॥১৯
চন্দ্র মধ্যে ত্রিপদ দেব মাঝে পুরিন্দর।
আদিত্যের মাঝে বিষ্ণু নাম দিনকর ॥২০

নীললোহিত আমি রুদ্রগণ মাঝে।
ব্রহ্ম ঋষিগণে আমি ভৃগু মুনি রাজে ॥২১
রাজঋষি মাঝে আমি মনু অবতার।
দেব ঋষিগণ মাঝে নারদ কুমার ॥২২
ধেনুগণ মাঝে আমি নামে হরিদ্ধানী।
সিদ্ধগণ মাঝে আমি কপিল মহামুনি ॥২৩
পক্ষিগণ মাঝে আমি গরুড় খগপতি।
প্রজাপতিগণ মাঝে দক্ষ মহামতি ॥২৪
বীরগণ মাঝে আমি অর্জ্জুন নাম ধরি।
দৈত্যগণে প্রহ্লাদ দৈত্যের অধিকারী ॥২৫
নক্ষত্রগণের মাঝে আমি শশধর।
যক্ষে যক্ষপতি নামে আমি ধনেশ্বর ॥২৬
গজগণ মাঝে আমি ঐরাবত নামে।
বরুণ স্বরূপ আমি জলচরগণে ॥২৭
তেজোগণ মধ্যে আমি সূর্য্য দিনকর।
মনুষ্যের মাঝে আমি নৃপরূপধর ॥২৮
অশ্বগণ মাঝে আমি উচ্চৈঃশ্রবা নামে।
ধাতুগণ মধ্যে আমি কাঞ্চন প্রধানে ॥২৯
যম ধর্ম্মরাজ আমি সংহারকর্ত্তা রাজে।
সর্পগণ মাঝে আমি বাসুকি সর্পরাজে ॥৩০
সাক্ষাতে অনন্ত আমি নাগরাজগণে।
শৃঙ্গিগণ মাঝে আমি ধরি পিঙ্গ নামে ॥৩১
বর্ণ মাঝে দ্বিজরূপে করি পরকাশ।
* * * * ৩২
তীর্থ মাঝে গঙ্গা আমি সিন্ধু সরোবর।
অস্ত্রমধ্যে ধনু আমি ধরি কলেবর ॥৩৩
ধনুর্দ্ধর মাঝে আমি শিব ত্রিপুরারি।
স্থাণু মাঝে আমি সুমেরুরূপ ধরি ॥৩৪
গিরিগণ মাঝে আমি হিমালয় গিরি।
বৃক্ষগণ মাঝে আমি অশ্বত্থরূপ ধরি ॥৩৫
ঔষধের মাঝে আমি ধরি যবরূপ।
পুরোহিত মাঝে আমি বশিষ্ঠ স্বরূপ ॥৩৬
ব্রহ্মবাদিগণ মাঝে বৃহস্পতি নামে।
কার্ত্তিক কুমার দেব সেনাপতি নামে ॥৩৭
সৃষ্টি মাঝে আপনে সাক্ষাৎ ভগবান্।
যজ্ঞ মাঝে ধরি আমি ব্রহ্মযজ্ঞ নাম ॥৩৮
অহিংসা স্বরূপ আমি ব্রত মাঝে ধরি।
যোগ মাঝে তত্ত্বজ্ঞানরূপে অবতরি ॥৩৯

শতরূপা নারী আমি স্ত্রীগণের মাঝে।
পুরুষের মাঝে স্বায়ম্ভুব মনু রাজে ॥৪০
মুনিগণ মাঝে নরনারায়ণ নামে।
সনৎকুমার আমি ব্রহ্মচারিগণে ॥৪১
ধর্ম্মগণ মাঝে আমি সন্ন্যাস স্বরূপ।
গুহ্যগণ মাঝে আমি ধরি সত্যরূপ ॥৪২
কালমাঝে বৎসর বসন্ত ঋতুগণে।
মাসমাঝে ধরি আমি অগ্রহায়ণ নামে ॥৪৩
নক্ষত্রগণের মাঝে অভিজিৎ নাম।
যুগমাঝে সত্যযুগ আমি ভগবান্ ॥৪৪
ধীরমধ্যে অসিত দেবলরূপ আমি।
ব্যাস সত্যবতীসুত কবি মহামুনি ॥৪৫
কবি মধ্যে শুক্র আমি ভক্ত মধ্যে তুমি।
কপিগণ মাঝে হনুমান্ রূপ আমি ॥৪৬
বিদ্যাধরগণ মাঝে সুদর্শন নাম।
রত্নমাঝে পদ্মরাগ রতন প্রধান ॥৪৭
তৃণ মধ্যে কুশ আমি গব্যমধ্যে ঘৃত।
ছলগ্রহরূপ আমি কৈতব বিদিত ॥৪৮
সত্যবন্তগণ মাঝে সত্যরূপে বসি।
বলবন্ত মাঝে আমি নররূপ আছি ॥৪৯
গন্ধর্ব্বের মাঝে চিত্ররথ নাম ধরি।
অপ্সরীগণের মাঝে হই উর্ব্বশী নারী ॥৫০
গন্ধগণরূপে আমি বসি ক্ষিতিতলে।
সর্ব্বগুণরূপ ধরি বসি সর্ব্বস্থলে ॥৫১
আকাশ উজ্জ্বল যেন চন্দ্রসূর্য্য প্রভা।
তেজস্বীর তেজ আমি নক্ষত্রের আভা ॥৫২
দৈত্যমাঝে আমি বলি দৈত্যের ঈশ্বর।
বীর মাঝে আমি অর্জ্জুন ঈশ্বর ॥৫৩
গুণগুণিরূপ আমি নিগুণ ঈশ্বর।
সর্ব্বভূতে আত্মা আমি সর্ব্বরূপধর ॥৫৪
স্থূল সূক্ষ্ম আর কিছু নাহি আমা বিনে।
কে বুঝে আমার লীলা এ তিন ভুবনে ॥৫৫
সৃষ্ট পরমাণু যাহা পারি গণিবার।
আমার বিভূতিগণে শকতি কাহার ॥৫৬
কহিল তোমায় সব বিভূতি বিস্তার।
সকল দেখিও তুমি মনের বিকার ॥৫৭
এ সব সকল দেখ মনের বিলাস।
স্বপন সমান যেন তড়িত প্রকাশ ॥৫৮

বাহ্যবুদ্ধি ছাড় তুমি এমন্ন পবন।
আপনে আপন ছাড় এ সব কল্পন ॥৫৯
বাক্য মন ছাড় তুমি সর্ব্বধর্ম্ম তেজ।
একান্ত ভকতি করি সবে আমা ভজ ॥৬০
শান্ত হৈঞা রহ কিছু না চিন্তিহ আর।
তবে তুমি হৈবে ঘোর সংসারের পার ॥৬১

১৬শ অধ্যায় সমাপ্ত।

ভকতি মহিমা শুনি উদ্ধব সুধীর।
ভাবে গদগদ বাণী পুলক শরীর ॥১
ভকতি লক্ষণ ধর্ম্ম বুঝিবার তরে।
পুছিল বৈষ্ণবধর্ম্ম চরণকমলে ॥২
কর্ত্ত কত্ত দেব নাথ রাজীবলোচন।
যে তুমি কহিলে ধর্ম্ম ভকতিলক্ষণ ॥৩
কিরূপে সে ধর্ম্ম লোক করিব কিরূপে।
বৈষ্ণব লক্ষণ ধর্ম্ম কহত স্বরূপে ॥৪
পূরবে পরম ধর্ম্ম সনকাদি স্থানে।
হংসরূপ ধরি তুমি কহিলা আপনে ॥৫
তখনে সে ধর্ম্ম নষ্ট হৈলে চিরকালে।
তোমা বিনে কে আর কহিব ক্ষিতিতলে ॥৬
ধর্ম্মকর্ত্তা বক্তা আর নাহি তোমা বিনে।
বিরস সভায় কিবা ব্রাহ্মণ সদনে ॥৭
ধর্ম্মকর্ত্তা বক্তা তুমি তেজিলে মেদিনী।
কে আর কহিবে ধর্ম্ম লোকতত্ত্ব জানি ॥৮
সর্ব্বধর্ম্ম জান তুমি সর্ব্বজ্ঞ শেখর।
সর্ব্বলোক গতিপতি সভার ঈশ্বর ॥৯
নিজভৃত্য মুখ মুখরিত বাণী শুনি।
কহিতে লাগিলা ধর্ম্ম প্রভু চক্রপাণি ॥১০
ধর্ম্মযুত প্রশ্ন তুমি কৈলে মহামতি।
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কহি কর অবগতি ॥১১
সত্যযুগে শুক্লবর্ণ আছিল আমার।
হংসরূপে কৈল আমি যুগ অবতার ॥১২
কেবল ওঁকারবেদ আছিল যখনে।
বৃষরূপ ধরি ত্যজি আছিল তখনে ॥১৩
তখনে আছিল সর্ব্বলোক ধর্ম্মপর।
তপ করি আমাকে ভজিল নিরন্তর ॥১৪
ত্রেতাযুগ জনমিল হৃদয় আমার।
বেদবিদ্যা যাহা হৈতে যজ্ঞ পরচার ॥১৫
ত্রেতাযুগে যজ্ঞরূপে আছিল আপনে।
চারিবর্ণে জনমিল আমার চারি স্থানে ॥১৬
বাহুযুগে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হৈল মুখে।
উরে বৈশ্য জনমিল শূদ্র পদতলে ॥১৭
বিরাট বিগ্রহ আমি পুরুষ পুরাণ।
আমা হৈতে সকল আচার উপাদান ॥১৮
গৃহাশ্রম জনমিল জঘনে আমার।
ব্রহ্মচর্য্য হৃদয় কমলে পরচার ॥১৯
বক্ষঃস্থলে আমার জনমিল বনবাসী।
জন্মিল উদ্ধব তত্ত্ব মস্তকে সন্ন্যাসী ॥২০
সর্ব্ববর্ণ সর্ব্বাশ্রম তিন তিন মতি।
জন্মভূমি অনুসারে সভার প্রকৃতি ॥২১
উত্তমের সঙ্গে হয় উত্তম আচার।
নীচ জন সঙ্গে হয় নীচ ব্যবহার ॥২২
শম দম তাপ শৌচ আমার ভকতি।
ক্ষমাদয়া সত্যব্রত অকুটিল মতি ॥২৩
ব্রাহ্মণ সভায় বসে এসব লক্ষণ।
ক্ষত্রিয় লক্ষণ তবে কহিব এখন ॥২৪
তেজোবল ঐশ্বর্য্য তিতিক্ষা উত্তম।
শৌর্য্য বীর্য্য দ্বিজভক্তি ঐশ্বর্য্য বিক্রম ॥২৫
এসব ক্ষত্রিয়-কুল-ধর্ম্ম নিত্যময়।
বৈশ্যকুল ধর্ম্ম কহি শুন মহাশয় ॥২৬
দান দিয়া বিপ্র সেবা দম্ভবিবর্জ্জিত।
অর্থ উপার্জ্জন নিত্য ধর্ম্ম সসঞ্চিত ॥২৭
বৈশ্যকুল ধর্ম্ম এহি শূদ্রধর্ম্ম কহি।
শূদ্রকুলে ধর্ম্ম নাহি দ্বিজ সেবা বহি ॥২৮
বিপ্রসেবা দেবসেবা না করিবে মায়া।
এহি শূদ্র লক্ষণ করিব শূদ্র দয়া ॥২৯
দম্ভ মান কাম ক্রোধ অমিত ভাষণ।
বিরোধক কুলবাদ আচার লক্ষণ ॥৩০
পরহিংসা পরদার চুরি পরবাদ।
অন্ত্যজ পতিত জনে এ সব প্রমাদ ॥৩১
কাম ক্রোধ দম্ভ মান হিংসাবিবর্জ্জিত।
সত্যবাদী প্রেমভাষা সর্ব্বভূতহিত ॥৩২
সর্ব্বলোক এহি ধর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণে।
দ্বিজধর্ম্ম কহি তে আশ্রম লক্ষণে ॥৩৩
দ্বিজকুলে জনমিয়া ব্রাহ্মণ কুমারি।
ব্রহ্মমন্ত্র দীক্ষা লব বেদমন্ত্র সার ॥৩৪

ব্রহ্মমন্ত্র গায়ত্রী লভিয়া গুরু মুখে।
গুরুকুলে ব্রাহ্মণ বসিব নিজ সুখে ॥৩৫
গুরু সন্নিধানে বেদ পঠিব ব্রাহ্মণ।
তিনকাল হোম কর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যা সেবন ॥৩৬
দণ্ড কমণ্ডলু করে অজিন মেখলা।
মলিন বসন দন্তপঙ্ক্তে অক্ষমালা ॥৩৭
মন্ত্র জপ পূজা হোম মঙ্গুলভোজন।
মৌন আচরিয়া কর্ম্ম করিবে ব্রাহ্মণ ॥৩৮
কক্ষ লিঙ্গগত লোম নখ না তেজিবে।
ব্রহ্মচারী বীর্য্যপাত কভু না করিবে ॥৩৯
কদাচিত যদি বীর্য্য খসয়ে আপনে।
জলেতে মজ্জিয়া স্নান করিবে তখনে ॥৪০
জপিব গায়ত্রী মন্ত্র সূর্য্যদরশনে।
গুরু সেবা ব্রাহ্মণ করিবে সাবধানে ॥৪১
গো ব্রাহ্মণ দিনমণি করিব সেবন।
ত্রিকাল জপিব মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা বন্দন ॥৪২
সাক্ষাত ঈশ্বর আমি গুরুকে জানিব।
গুরুদেহে নর বুদ্ধি কভু না করিব ॥৪৩
সর্ব্বদেহময় গুরুরূপে ভগবান্।
গুরুদেহ না করিব মানুষের জ্ঞান ॥ ৪৪
নিত্য নিত্য ভিক্ষা করি আনিব প্রভাতে।
ভক্ষ্য নিবেদিব নিয়া গুরুর সাক্ষাতে ॥৪৫
কিছু আজ্ঞা করেন যদি গুরু কৃপা করি।
তাহা খাইয়া রজনী বঞ্চিবে ব্রহ্মচারী ॥৪৬
সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবা করিবে যতনে।
নীচবৎ দাণ্ডাইবে গুরুসন্নিধানে ॥৩৭
গুরুর সংসর্গ শয্যা আসন নিয়ড়ে।
না রহিবে শিষ্য কভু গুরুসন্নিধানে ॥৪৮
দ্বারে দাণ্ডাইব শিষ্য জুড়ি দুই কর।
সতত সেবিব গুরু হইয়া তৎপর ॥৪৯
এই মনে গুরু সেবা করিবে ব্রাহ্মণে।
সুখভোগ সকল তেজিব দিনে দিনে ॥৫০
যাবত পর্য্যন্ত বেদ পঠে ব্রহ্মচারী।
তাবত রহিবে শিষ্য মৌনব্রত ধরি ॥৫১
যদি ব্রহ্মপদে বাঞ্ছা করে কদাচিত।
দেহ মন করিবে গুরুতে নিয়োজিত ॥৫২
ব্রহ্মচারী না করিবে স্ত্রীদরশন।
স্ত্রীসঙ্গ আলাপ বর্জ্জিত শুদ্ধমন ॥৫৩

তমোগুণ রজোগুণ না করিবে সঙ্গ।
সঙ্গদোষে হয় পুন নিজ কর্ম্ম ভঙ্গ ॥৫৪
শৌচ আচমন স্নান সন্ধ্যা উপাসনা।
তীর্থসেবা জপহোম মায়ার অর্চ্চনা ॥৫৫
অসম্ভাষ্য সম্ভাষণ অভক্ষ্য ভক্ষণ।
না করিবে ব্রহ্মচারী স্ত্রীদরশন ॥৫৬
সামান্য কহিল ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ।
সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্ববর্ণ এহি আশ্রম লক্ষণ ॥৫৭
কায় মন সংযম করিবে ব্রহ্মচারী।
আমার ভোজনে সর্ব্ব বর্ণ অধিকারী ॥৫৮
এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য সাধিব ব্রাহ্মণ।
ব্রহ্মতেজ জ্বলে জেন দীপ্ত হুতাশন ॥৫৯
আমার ভকতি বিপ্র ব্রততপোবলে।
সর্ব্বকর্ম্ম দহে বিপ্র ভকতি অনলে ॥৬০
যদি বেদ পড়িল সকল ব্রহ্মচারী।
গুরুকে দক্ষিণা দিবে গুরু আজ্ঞা ধরি ॥৬১
স্নান করি ব্রহ্মচর্য্য তেজিবে ব্রাহ্মণে।
ঘরে প্রবেশিবে কিবা প্রবেশিবে বনে ॥৬২
আপনে আশ্রম তবে করিবে আরোহণ।
পূর্ব্ব আশ্রম তবে তেজিব ব্রাহ্মণ ॥৬৩
যদি গৃহবাসেই ইচ্ছা করে ব্রহ্মচারী।
কুলবতী কন্যা বিভা করিব বিচারি ॥৬৪
আপন সদৃশ ভার্য্যা করিব প্রধান।
বিপ্রকুলে ধর্ম্ম যজ্ঞ দান অধ্যয়ন ॥৬৫
গৃহধর্ম্ম সাধিব গৃহস্থ মহাশয়।
প্রতিগ্রহ না করিব না করিব অন্যায় ॥৬৬
প্রতিগ্রহ অধ্যয়ন যজন যাজন।
যে কর্ম্ম করিব সব গুরুতে অর্পণ ॥৬৭
যদি বিপ্র জানে প্রতিগ্রহ দোষময়।
যাহা হইতে তপতেজ সব দূর হয় ॥৬৮
তবে বিপ্র করিবে যজন অধ্যয়ন।
বিপরীত কর্ম্ম কভু না করি ব্রাহ্মণ ॥৬৯
যথা লাভ তুষ্ট বিপ্র থাকিব গৃহবাসে।
আমাতে অর্পিত চিত্ত রহে ভক্তিরসে ॥৭০
হরিপরায়ণ বিপ্র গৃহ ধর্ম্ম তার।
শুদ্ধভাবে আপনাকে আপনে উদ্ধার ॥৭১
দুঃখিত ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ শোকে অবসন্ন।
দুঃখ ভাব দেখি তার যেকরে রক্ষণ ॥৭২

তার রক্ষা করি আমি বিপদ বিনাশ।
দ্বিজ মুখে করি আমি ব্রহ্ম পরকাশ ॥৭৩
বিপদে পড়িলে বিপ্র হইব বাণিয়ার।
বিকি কিনি করিয়া তরিব দুঃখ ভার ॥৭৪
খড়্গা ধরি যেবা বিপ্র হইবে পদাতিক।
নীচসেবা না করিবে ব্রাহ্মণ কদাচিত ॥৭৫
ক্ষত্রিয় আপদ কালে বৈশ্যবৃত্তি করি।
আপদ পড়িলে কিবা বিপ্ররূপ ধরি ॥৭৬
নীচ সেবা না করিবে ক্ষত্রিয় প্রধান।
বৈশ্যকুলে শূদ্রবৃত্তি বিপদ বিধান ॥৭৭
আপদ্ পড়িলে শূদ্র বেতন করিব।
নিজকর্ম্ম আচরিয়া আপদ তরিব ॥৭৮
সর্ব্ববর্ণ ধর্ম্ম এই কহিল সংক্ষেপে।
যে ধর্ম্ম করিয়া লোক তরিবে যে রূপে ॥৭৯
কুটুম্বে আসক্তি না করিবে বুদ্ধিমান্।
কুলমাদ ধনমাদ হইবে সাবধান ॥৮০
দেখি শুনি সকল ঈশ্বর রহেন জানি।
মিছা হেন সকল জানিব অনুমানি ॥৮১
পুত্রদার বহুসঙ্গ পথিকের সঙ্গ।
ক্ষণেক মিলেবে সব ক্ষণেক ভঙ্গ ॥৮২
স্বপন সমান মানি গৃহকরি বাস।
ধন পুত্র সকল তিলেকে যায় নাশ ॥৮৩
স্বপনে দেখিয়ে যেন নানা চমৎকার।
এইরূপে জান তুমি সকল সংসার ॥৮৪
এই অবধারি তুমি চিত্ত কর স্থির।
অনিত্য সকল দেখ অনিত্য শরীর ॥৮৫
অতিথি সমান তুমি গৃহে কর বাস।
ধন পুত্র সকল তিলেক যার নাশ ॥৮৬
মোর মোর বলিয়া ধন পুত্র পাইয়া।
অহঙ্কারে না করিব সব দেব মায়া ॥৮৭
গৃহধর্ম্ম সাধিব সকল যজ্ঞ দান।
ভক্তিভাবে আমাকে ভজিবে মতিমান্ ॥৮৮
এইরূপে গৃহে নিবসিব কত কাল।
তবে নববাসে বিপ্র করিব সঞ্চার ॥৮৯
পুত্র বালক হয় যদি করিবে সন্ন্যাস।
যার যত দূর হয় চিত্ত পরকাশ ॥৯০
গৃহে দৃঢ় চিত্ত যার নিঃশঙ্ক হৃদয়।
ধন পুত্র করিয়া আকুল অতিশয় ॥৯১
স্ত্রীজাতি দৃঢ় মতি কৃপণ বঞ্চিত।
মুঞি মোর করি সব হয় ত মোহিত ॥৯২
বালক তনয় মোর বৃদ্ধ পিতা মাতা।
কিরূপ বঞ্চিবে মোর দুঃখের বনিতা ॥৯৩
এইরূপে দুরাশয় আকুল হৃদয়।
ছাড়িতে না পারে চিন্তা বারে অতিশয় ॥৯৪
পুত্রদার ধেয়ান চিন্তিত নিরবধি।
এইরূপে গৃহে মজে গৃহস্থ দুর্ম্মতি ॥৯৫
ঘরে থাকি মরিয়া নরক ভোগ করে।
নিরন্তর ভ্রমে জীব এঘোর সংসারে ॥৯৬

১৭ শ অধ্যায় সমাপ্ত।

বানপ্রস্থ ধর্ম্ম কহি সন্ন্যাস লক্ষণ।
সাবধানে শুন বৎস ধর্ম্মপরায়ণ ॥১
যদি বনে প্রবেশিবে বিপ্র মতিমান্।
পুত্রে ভার্য্যা সমর্পিয়া করিব পয়ান ॥২
নহে ভার্য্যা নিয়া বিপ্র চলিব আপনে।
দুই ভাগ পরমায়ু রহিব যখনে ॥৩
কভু মূল ফলপত্রে নীহার আহার।
গাছের বাকল কিবা পরে মৃগসার ॥৪
তৃণ পত্রে শয়ন করিব বনবাসী।
নখ লোম লাভে জীব অঙ্গমল খসি ॥৫
দন্ত না খসিব বিপ্র না যাইব ঘরে।
ত্রিকাল করিবে স্নান পুণ্য নদী জলে ॥৬
গৃহে পঞ্চ অগ্নি জ্বালি সহিবে সন্তাপ।
বরিষা সময়ে মহাবৃষ্টি ধারাপাত ॥৭
আকণ্ঠ মজিয়া জলে শীত কালে রহি।
তপকরি বনবাসী নানা তাপ সহি ॥৮
অগ্নিপক্ক না খাইব কাল পক্ক করি।
পাথরে কুটিয়া কিবা খাইব দন্তে ছিড়ি ॥৯
আপনে আপন দাস আপন ঈশ্বর।
আপনে আপন কর্ম্ম করিব সকল ॥১০
আপনে দ্রব্য দিলে না লইব বনবাসী।
বন্যফলে সাধিব সকল কর্ম্মরাশি ॥১১
অগ্নিহোত্র চাতুর্মাস্য পৌর্ণমাসী সাধি।
বনবাসী আমাকে ভজিব নিরবধি ॥১২
এইরূপে তপ করি ভজিব আমাকে।
ঋষিলোক যায় তবে দিব্য তপোবলে ॥১৩

যদি তপ করিতে জন্মিল দুঃখশোক।
জরা পরাবশ কৈল জন্মিল রোগ ॥১৪
যোগবলে অগ্নি জ্বালিয়া কলেবরে।
পোড়াইয়া শরীর তবে যাইব বিষ্ণুপুরে ॥১৫
সর্ব্বত্র বৈরাগ্য যদি ভাগ্যবশে হয়।
ইহলোক পরলোক দেখ দুঃখময় ॥১৬
সন্ন্যাস করিব তবে তেজিয়া সকল।
গুরু উপদেশ লইয়া চলিব সত্বর ॥১৭
আচার্য্য করিয়া দিব সর্ব্বস্ব দক্ষিণা।
নিরপেক্ষ হইব বিপ্র তেজিয়া বাসনা ॥১৮
হেনকালে দেবগণ স্ত্রীবেশ ধরি।
ভ্রূভঙ্গ করে তারা নানা বিঘ্ন করি ॥১৯
আমা সভা লঙ্ঘিয়া যাইব বিষ্ণুপুরে।
তেকারণে দেবগণ নানা বিঘ্ন করে ॥২০
তার বশে সব বিঘ্ন হইয়া সাবধানে।
তবে ধ্যান ধরি করে চিত্ত সমাধানে ॥২১
যদি বস্ত্র পরে মুনি নহে দিগম্বর।
কৌপীন বসন মাত্র পরিব কেবল ॥২২
দণ্ড কমণ্ডলু করে ধরিব সন্ন্যাসী।
যোগানলে দহিব সকল পাপরাশি ॥২৩
দৃষ্টিপূত পদগতি বস্ত্রপূত জল।
সত্যপূত বচন বলিব দণ্ডধর ॥২৪
মৌনব্রত মনপূত করিব আচার।
জিনিব পবন মন বচন আহার ॥২৫
দণ্ডমাত্র সন্ন্যাসী না হয় দণ্ডধর।
জিনিব পবন মন ইন্দ্রিয় সকল ॥২৬
চারিবর্ণ হইতে ভিক্ষা আনিব মাগিয়া।
পতিত পাবম দ্বার চোর বিবর্জ্জিয়া ॥২৭
দ্বার দ্বার শতঘর ভিক্ষা মাগি লইব।
যে কিছু মিলয়ে তাতে তুষ্ট হইয়া লইব ॥২৮
ঘরে বনে থাকে যথা গ্রামের বাহিরে।
ভিক্ষা মাগি লইব তথা যায় একেশ্বরে ॥২৯
ভিক্ষা বিবর্জ্জিয়া তবে করিব ভোজন।
একেশ্বর দণ্ডধর করিব ভ্রমণ ॥৩০
সমমতি হইব তবে পরসঙ্গ বিবর্জ্জিত।
আত্মবহ আত্মহারা উদার রচিত ॥৩১
বিমল কুশল সেবি বিমল আশায়।
অভেদ দেখিব বিশ্ব সব ব্রহ্মময় ॥৩২

আপনার বন্ধ মোক্ষ দেখিব জ্ঞানে।
মনের বিক্ষেপে বন্দ মোক্ষ সমাধানে ॥৩৩
ষড়রিপু তেজিব ভকতি রসে সুখী।
আনন্দিত হইয়া সব তবে জ্ঞানে দেখি ॥৩৪
পুরগ্রামে প্রবেশিব ভিক্ষার কারণে।
পুণ্যদেশে ভ্রমণ গমন পুণ্য স্থানে ॥৩৫
পুণ্যতীর্থ নদ নদী গিরি সরোবর।
ভ্রমণ করিব মুনি দিবা দণ্ডধর ॥৩৬
সব ঠাই পিরীতি বর্জ্জিব বুদ্ধিমানে।
বস্তু বুদ্ধি না দেখিব এ তিন ভুবনে ॥৩৭
মনে বিচারিব তবু মনের মায়ায়।
অনুমানে চিত্তগত খণ্ডিবে সংশয় ॥৩৮
দাননিষ্ঠা ভক্তিনিষ্ঠা যে জন আমার।
সর্ব্বঠাই নিরপেক্ষ বৈরাগ্য যাহার ॥৩৯
তেজিয়া সকল ধর্ম্ম আশ্রম লক্ষণ।
যথা তথা নিজ সুখে করে পর্য্যাটন ॥৪০
কর্ম্মদোষ নাহি তার বিধি অধিকার।
বুঝাইয়া বলবত আহার ব্যবহার ॥৪১
সর্ব্বকর্ম্ম জানে জড়বত হইয়া কহে।
বুঝিতে হইনু মত কত কথা কহে ॥৪২
বেদবাদে রত মুনি নহিব পাষণ্ড।
তর্কবাদ বিবাদ বিবর্জ্জিব পর দণ্ড ॥৪৩
পক্ষপাত না করিব কার ভাল মন্দ।
কারসনে চিত্তগত না করিব দ্বন্দ্ব ॥৪৪
অতিবাদ বিবাদ না করিব কার সনে।
উদ্বেগ না করিব কাহার কার মনে ॥৪৫
এক আত্মা সর্ব্বভূতে বিবিধ কল্পনা।
একচন্দ্র জল ভেদে যেন দেখ নানা ॥৪৬
না ভাবিবে অবসাদ না করিব চিন্তে।
লভিলে হরিষ না করিব ধ্রুব দিগন্তে ॥৪৭
অদৃষ্ট অধীন সব বিধি নিয়োজিত।
দৈবযোগে সুখ দুঃখ মিলে আচম্বিত ॥৪৮
উপায় করিব কিছু তাহার কারণে।
দেহের ধারণা হেতু করিব যতনে ॥৪৯
দেহ রক্ষা হইলে উপার্য্যয়ে তত্ত্বজ্ঞান।
তবে দান হইলে মুক্তিপদ উপাদান ॥৫০
দৈবযোগে অন্ন যদি ভাল মন্দ মিলে।
তৃণবাস তৃণশয্যা ভাল মন্দ পাইলে ॥৫১

তাহা পাইয়া তুষ্ট হইব মুনি দণ্ডধর।
সন্তোষ পরম সুখ জানিব কেবল ॥৫২
শৌচ আচমন স্নান বিধি বোধ করি।
না করে আচার ধর্ম্ম মুনি দণ্ডধারী ॥৫৩
ভাল মন্দ দণ্ডধর মুনি না বিচারে।
লীলায় ঈশ্বর যেন সর্ব্বকর্ম্ম করে ॥৫৪
স্বর্গবাস সুখভোগ দুঃখ পরকালে।
এতেক জানিব যার বৈরাগ্য অন্তরে ॥৫৫
জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু করিব আশ্রয়।
পরিচর্য্যা করিয়া ভজিব অতিশয় ॥৫৬
আমি গুরু কেবল মানিব শুদ্ধ মনে।
শ্রদ্ধা করি গুরু আরাধিব অনুক্ষণে ॥৫৭
উপদেশ লইয়া ভক্তি সাবিধ আমার।
তবে মুনি লীলায় এ সংসার হয় পার ॥৫৮
যদি ষড়রিপু না জিনিব দণ্ডধর।
প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়গণ পীড়ি নিরন্তর ॥৫৯
বিষয় বৈরাগ্য হয় দান উৎপন্ন।
দণ্ডধরি জীবে মাত্র সন্ন্যাস লক্ষণ ॥৬০
সে না পাপী সর্ব্বদোষ কৈল অপহার।
আপনাকে আপনে হরিলে দুরাচার ॥৬১
ইহলোক পরলোক সকল বিনাশি।
বিনাশের হেতু মাত্র কেবল সন্ন্যাসী ॥৬২
অহিংসা পরম ধর্ম্ম তপ যোগে শান্তি।
বানপ্রস্থ ধর্ম্ম তপ তবে দান চিন্তি ॥৬৩
গৃহস্থ কুলের ধর্ম্ম সব হয় রক্ষা।
ব্রহ্মচারিধর্ম্ম গুরুসেবা ব্রত শিক্ষা ॥৬৪
ব্রহ্মচর্য্য তপ শৌচ আমার সেবন।
ঋতুকালে ধর্ম্মপত্নী করিবে সম্ভাষণ ॥৬৫
গৃহস্থ কুলের ধর্ম্ম এসব লক্ষণ।
চারিবেদ চারিধর্ম্ম কৈল নিরূপণ ॥৬৬
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া যে ভজিবে আমারে।
সর্ব্বভূতে বসি আমি দেখে চরাচরে ॥৬৭
আমার ভজন বিনে যে আর নাহি জানে।
ভক্তিযোগ হয় তার দেব নারায়ণে ॥৬৮
আমি ব্রহ্ম পরিপূর্ণ প্রলয় পালম।
সর্ব্বলোক গতি পতি সভার কারণ ॥৬৯
হেন আমি ব্রহ্ম পায় ভকতি কারণে।
পরিত্রাণ হেতু আর নাহি ভক্তি বিনে ॥৭০
কহিল উদ্ধব তুমি যে কিছু পুঁছিলে।
যেরূপে আমাকে পায় ভক্তগণ তরে ॥৭১

১৮শ অধ্যায় সমাপ্ত।

পুনরপি কহে কথা প্রভু ভগবান্।
শুনহ উদ্ধব তুমি ভকত প্রধান ১
তত্ত্বজ্ঞান হইল যার শ্রুতি তত্ত্বগতি।
অনুমানে বিচক্ষণ নিরমল মতি ॥২
মায়ামাত্র সব যদি জানিল জ্ঞানে।
জ্ঞান সমর্পিব তবে আমার চরণে ॥৩
জ্ঞানীর বাঞ্ছিত আমি ইষ্ট প্রাণধন।
আমাকে লভিলে জ্ঞান কোন্ প্রয়োজন ॥৪
স্বর্গ অপবর্গ নাহি বাঞ্ছে আমা বিনে।
জ্ঞান বিচক্ষণ মাত্র মোরে তবে জানে ॥৫
জ্ঞানে প্রিয়তম মোকে জ্ঞানে অবধারি।
আমাকে লভিলে জ্ঞান সব পরিহরি ॥৬
তীর্থ কাম জপ তপ পুণ্য কর্ম্ম যত।
এক কলাসম জ্ঞান নহে ধর্ম্মযুত ॥৭
বুঝিয়া উদ্ধব তুমি জ্ঞানে আমা ভজ।
আমাকে লভিলে তুমি সর্ব্বধর্ম্ম তেজ ॥৮
দান যজ্ঞে আমাকে ভজিয়া মুনিগণে।
মুক্তিপদ পাইয়া গেল বৈকুণ্ঠভবনে ॥৯
যে তুমি উদ্ধব দেখ ত্রিবিধ প্রকার।
এসব কেবল মায়া অনাদি সংসার ॥১০
প্রলয়ে না থাকে কিছু না ছিল পূরবে।
মধ্যকালে মায়ায় বিলাস নানা রূপে ॥১১
আদি অন্ত মধ্যে সবে সেই মাত্র সত্য।
আমার সব যত কিছু সকল অসত্য ॥১২
শুনিয়া উদ্ধব তবে জ্ঞানের মহিমা।
জ্ঞান জিজ্ঞাসিল ভক্তি বৈরাগ্যের সীমা ॥১৩
বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তি পুরুষ পুরাণ।
ভক্তিযোগ কহ নাথ ভক্তির বিধান ॥১৪
বিশুদ্ধ বিদ্বান্ কহ ভকতি লক্ষণ।
ভক্তিযোগ কহ যাহা বাঞ্ছে মুনিগণ ॥১৫
এঘোর সংসার তাপে মুঞি সে তাপিত।
নিরবধি তাপ ভয়ে কেবল পীড়িত ॥১৬
তোমার পদারবিন্দ আশ্রয় শীতল।
অমৃতের ধারা যাতে বহে নিরন্তর ॥১৭

সবে এই চরণে শরণ মোর আশা।
এ দুঃখ তরিতে আর না দেখি ভরসা ॥১৮
কালসর্পে ধ্বংসিল সকল কলেবর।
ভবকূপে নিপতিত মুঞি সে কেবল ॥১৯
সেবকবৎসল মোকে কৃপায় উদ্ধার।
চরণ অমৃতে অঙ্গ অভিষেক কর ॥২০
উদ্ধবের বচন শুনিয়া জগন্নাথ।
কহিতে লাগিল কিছু পূরব সংবাদ ॥২১
যুধিষ্ঠির রাজা ছিল ধর্ম্মকলেবর।
এই জিজ্ঞাসিল তবে ভীষ্মের গোচর ॥২২
হইল ভারতযুদ্ধ কুল হইল ক্ষয়।
জ্ঞাতিবধভয়ে যার আকুল হৃদয় ॥২৩
এই জিজ্ঞাসিল তিহোঁ আমা বিদ্যমানে।
ভীষ্মমুখে নানা ধর্ম্ম শুনিয়া শ্রবণে ॥২৪
মোক্ষধর্ম্ম জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
সেই ধর্ম্ম কহি শুন মুকতি লক্ষণ ॥২৫
ভীষ্মমুখে শুনিয়া এসব তত্ত্বজ্ঞান।
বৈরাগ্য বিজ্ঞান যুত ভকতি নিদান ॥২৬
কহিব উদ্ধব যোগে ভীষ্ম মুখরিত।
ভক্তিজ্ঞানযুত হইয়া স্থিরকর চিত ॥২৭
জগত কারণ তত্ত্ব কহি নানা ভেদ।
সবে এক তত্ত্ব মাত্র জানিব অভেদ ॥২৮
এইসে আমার মত এই তত্ত্বজ্ঞান।
আর সব যত দেখ কিছু নহে আন ॥২৯
জগতের উৎপত্তি প্রলয় পালন।
জগতের ভিন্ন ভিন্ন এক নারায়ণ ॥৩০
এক হইতে একের জনম মৃত্যু হয়।
এক হইতে একের সন্তোষ সুখ হয় ॥৩১
এ সব জানিহ তুমি মিছা মায়াময়।
মধ্যকালে দেখি আদি অন্ত সত্য হয় ॥৩২
আদি অন্ত মধ্যে যার না দেখি বিনাশ।
নিত্যময় সুখময় নিত্য পরকাশ ॥৩৩
সেই সে জানিহ সত্য আর সব মিছা।
জ্ঞানে বিচারিলে বৎস কিছু নহ সাচা ॥৩৪
শুনিয়া সাক্ষাতে দেখি কর অনুমান।
বিকল্প কল্পনা হয় সব পরমাণ ॥৩৫
এক আত্মা সর্ব্বদেহে দেখি তার রূপ।
জ্ঞানভেদে চন্দ্র সূর্য্য দেখি নানা রূপ ॥৩৬

এই মতে আত্মা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্।
সর্ব্ব জীবের তিঁহো সর্ব্বত্র সমান ॥৩৭
আত্মা অভেদ করিয়া নিবে জ্ঞানে গড়ে।
ভেদবুদ্ধি পাষাণ্ড পামর জনে করে ॥৩৮
কর্ম্মে বিনির্ম্মিত নব কর্ম্মের বিনাস।
কর্ম্মক্ষয়ে ব্রহ্ম পঞ্চত্বের হয় নাশ ॥৩৯
প্রথমে কহিল ভক্তি যোগের মহিমা।
পুনরপি কহি ধর্ম্ম মুকুতিলক্ষণা ॥৪০
আমার অমৃত কথা শ্রদ্ধা করি শুনে।
আমার কীর্ত্তন মাত্র করে অনুক্ষণে ॥৪১
পূজার একান্ত ভক্তি আদর স্তবনে।
পরিচর্য্যা-পরায়ণ সর্ব্বাঙ্গ বন্দনে ॥৪২
আমার ভকতি পূজা অধিক করিব।
সর্ব্বভূতে আমি মাত্র কেবল দেখিব ॥৪৩
করিব সকল চেষ্টা আমার কারণ।
আমার মহিমা গুণ করিব বচন ॥৪৪
সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে করিবে সমর্পণ।
আমার কারণে সর্ব্ব কর্ম্ম বিবর্জ্জিত ॥৪৫
সুখভোগ পরিত্যাগ ধন সমর্পণে।
যজ্ঞদান তপ হোম আমার কারণে ॥৪৬
আমার কারণে করে আত্ম নিবেদন।
এ সব উপায় ভক্তি যে করে সাধন ॥৪৭
ভক্তিযোগ হয় যার আমার চরণে।
ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্য লভিল সেইক্ষণে ॥৪৮
আমায় ভকতি করি লয় উপাদান।
আত্মতত্ত্ব দরশন হয় তত্ত্বজ্ঞান ॥৪৯
বিষয় বৈরাগ্য হয় ভকতি উদয়।
অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সাক্ষাতে মিলয় ॥৫০
উদ্ধব পুছিল তবে বিনয় বচনে।
এই জিজ্ঞাসিয়ু নাথ অভয় চরণে ॥৫১
কত প্রকার বলে সংযম নিয়ম।
কাকে শম দম বলে কাকে বলে মন ॥৫২
বিভু সত্য কাকে বলে কাকে বলে ত্যাগ।
কি দক্ষিণা দেখে বল হয় যজ্ঞভাগ ॥৫৩
বিদ্বান্ যশস্বী কাকে বলেহ ঈশ্বর।
সুখ দুঃখ লাভ কাকে বলে যদুবর ॥৫৪
পথ উপপথ কেবা কে মূর্খ পণ্ডিত।
ধনাঢ্য কাহাকে বলে দরিদ্র দুঃখিত ॥৫৫

কেবা বন্ধু কেবা পর ঈশ্বর কৃপণ।
কহ নাথ এই সব মো সম নিবেদন ॥৫৬
এই সব পশু মম চিত্তে প্রসংশয়।
যে হয় যেন তাহা করিব নির্ণয় ॥৫৭
ভৃত্যের বচন শুনি পুরুষকেশরী।
কহিত লাগিলা তবে ধর্ম্ম অধিকারী।৫৮
সত্যবাণী হিংসা শৌর্য্য কর্ম্ম বিপর্য্যয়।
সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ লজ্জা সঞ্চয়প্রত্যয় ॥৫৯
অবধারি শৌর্য্য ব্রহ্মচর্য্য মৌন আস্তিক্যসাধন।
ক্ষেমা ভয় আর এই দ্বাদশ লক্ষণ ॥৬০
শৌচতপ হোম আর আমার অর্চ্চন।
শ্রদ্ধাতিথি তীর্থসেবা আচার্য্য সেবন ॥৬১
পরহেতু সর্ব্ব চেষ্টা তুষ্টি আলম্বন।
দ্বাদশ প্রকার এই কহিব লক্ষণ ॥৬২
আমাতে অর্পিত মন এই সব বলি।
ইন্দ্রিয়সংযম বুদ্ধি বুঝিব বিচারি ॥৬৩
সর্ব্ব দুঃখ সহিব তিতিক্ষা এই বলি।
জিজ্ঞাসিনু জয়ধৃতি এই সেবা খানি ॥৬৪
পরদণ্ড পরিত্যাগ এই মহাদান।
সর্ব্বকাম বিবর্জ্জিত মহাতপা নাম ॥৬৫
সভাকে জিনিব শৌর্য্য পদ বলি।
সত্যপদে সমদৃষ্টি এই অধিকারী ॥৬৬
সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ শৌচের লক্ষণ।
সন্ন্যাস উত্তম ত্যাগ কহে বুধজন ॥৬৭
ইষ্টধন কর্ম্মমাত্র যজ্ঞরূপ আমি।
উত্তম দক্ষিণা ধন উপদেশ বাণী ॥৬৮
সেই সে পরম লাভ পরম ধারণা।
এই মহাভাগ্য করি ঈশ্বর ভাবনা ॥৬৯
সেই সেই উত্তম লাভ ভকত আমাব।
সেই বিদ্যা ভেদে বুদ্ধি না দেখ যাহার ॥৭০
কি কর্ম্ম দেখিয়া লজ্জা তাকে মন্দ বলি।
সবঠাঞি নিরপেক্ষ গুণ কহে শ্রেণী ॥৭১
সুখ দুঃখ বিবর্জ্জিত এই মহা সুখ।
কাম ভোগ সুখাপেক্ষা এই মহাদুঃখ ॥৭২
ধর্ম্ম মোক্ষ জানে সেই পণ্ডিত প্রধান।
দেহে গেহে অহঙ্কার মূর্খতার নাম ॥৭৩
যে পথে আমাকে ভজে সেপথ উত্তম।
চিত্তের বিক্ষেপ সেই উৎপথ লক্ষণ ॥৭৪
সেই স্বর্গ সত্ত্বগুণ দেখি যে যাহার।
তমোগুণ বটে সেই নরক দুয়ার ॥৭৫
আমি সে পরম ব্রহ্ম গুরু হিতকারী।
সর্ব্বত্র সঞ্চয় যশ অখিল গুণধারি ॥৭৬
সে জন ধনিক আঢ্য পূর্ণ সর্ব্বগুণে।
অসন্তুষ্ট দরিদ্র জানিব ত্রিভুবনে ॥৭৭
অজিত ইন্দ্রিয় যার সেজন কৃপণ।
পুণ্যে সঙ্গ নহিবার ঈশ্বর লক্ষণ ॥৭৮
কহিল সকল উদ্ধব যে তুমি পুছিলে।
সর্ব্বঠাঞি গুণ দোষ বুদ্ধি বিচারিলে ॥৭৯
প্রয়োজন নাহি আর বিস্তার বর্ণনে।
সেই দোষ সেই গুণ দেখি অনুক্ষণে ॥৮০
সেই দোষ সেই গুণ নাহিক বর্ণন।
কহিল উদ্ধব সব প্রশ্ন বিবরণ ॥৮১
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা।
সব পরিহর ভাই কৃষ্ণে ধর আশা ॥৮২

১৯শ অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রভুর বচন শুনি উদ্ধব সুধীর।
তবে আর জিজ্ঞাসিল পুলক শরীর ॥২
তোমার নিগম বাণী বিধি প্রতিষেধ।
সবঠাঞি কহি দেব গুণ দোষ ভেদ ॥৩
বর্ণাশ্রমে দোষ গুণ দৃষ্টি নাহি ধরে।
দ্রব্য দেশ কালগত দোষ ভেদ করে ॥৪
স্বর্গ আর নরক দুই বেদ মুখে শুনি।
গুণ দোষ ভেদ এত জানি তত্ত্ববাণী ॥৫
সভার ঈশ্বর বেদ সর্ব্বলোকসাক্ষী।
বেদ চক্ষে দেখি সব বেদ মুখে সাক্ষী ॥৬
গুণ দোষ ভেদ দৃষ্টি নিগম তোমার।
গুণ দোষে ভেদে শুন না ছুটে সংসার ॥৭
সেই বেদ করে পুন ভেদ নিবারণ।
এই মত নাথ মোর চিত্তগত ভ্রম ॥৮
উদ্ধবের বচন শুনিয়া ভগবান্।
কহিতে লাগিলা তবে ভ্রম সমাধান ॥৯
লোক পরিত্রাণ হেতু তিন যোগ কহি।
কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ এহি ॥১০
উপায় না দেখি আর সংসার তরণে।
তেকারণে তিন যোগ কহিল কারণে ॥১১

কর্ম্মন্যাস করিয়া নির্ব্বিণ্ণ হইয়া থাকে।
সবে এহি মাত্র অধিকার কর্ম্মযোগে ॥১২
নির্ব্বিণ্ণ না হয় কামভোগ গত চিত্ত।
তার হেতু কর্ম্মযোগ বেদ বিনির্ম্মিত ॥১৩
কিঞ্চিত বৈরাগ্য মাত্র নির্ব্বিণ্ণ না হয়।
সুখভোগ গত চিত্ত হয় অতিশয় ॥১৪
মহাভাগ্যোদয়ে ছুটে ভবভয় তার।
শ্রদ্ধা মাত্র করে কথা শ্রবণ আমার ॥১৫
ভক্তিযোগ হয় তার ছুটে ভবভয়।
কর্ম্মবন্ধন নহে আর সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥১৬
বিষয় বৈরাগ্য যার নহে যতকাল।
তবে ত না করি কর্ম্ম এ লোক আচার ॥১৭
আমার অমৃতকথা শ্রবণ কথনে।
শ্রদ্ধা নাহি যাবত জন্মে যতদিনে ॥১৮
তবেত করিবে কর্ম্ম এই সুনিশ্চিত।
তিনযোগ অধিকারী এতিন বর্ণিত ॥১৯
স্বধর্ম্ম করিয়া নানা যজ্ঞ করি জ্ঞানে।
সর্ব্বফল তেজিয়া কেবল আমায় মানে ॥২০
স্বর্গ নরক দুই সেজন না যায়।
যদি কদাচিত মন বিকর্ম্মে না ধায় ॥২১
এই দেখ সর্ব্বশক্তি হয় উপাদান।
ভক্তিযোগ আমার বিশুদ্ধ তবে জ্ঞান ॥২২
নরদেহ বাঞ্ছা করে স্বর্গবাসিগণে।
নারকী না তরে দুঃখ নরদেহ বিনে ॥২৩
ভক্তিজ্ঞান সাধি মাত্র নর কলেবরে।
স্বর্গবাসী হইয়া কিছু সাধিতে না পারে ॥২৪
মনুষ্য জনম হইয়া সাধে ভক্তিযোগ।
স্বর্গ নরক মাত্র পাপপুণ্য ভোগ ॥২৫
এ বোল বুঝিয়া বিচক্ষণ মতিমান্।
স্বর্গ নরক দুই দেখিব সমান ॥২৬
সকল ঈশ্বর মায়া মনে বিচারিব।
স্বর্গ নরক দুই একেলা বঞ্চিব ॥২৭
মনুষ্য জনমে না বঞ্চিব কদাচিত।
দেহে গেহে এ ঘোর সংসারে নিপতিত ॥২৮
এবোল বুঝিয়া মৃত্যু যাবত না ঘটে।
তাবত সাধিয়া মোক্ষ তরি যাই ঝাঁটে ॥৩০
অনিত্য মনুষ্য জন্ম সর্ব্বসিদ্ধি হেতু।
অপার সংসার সিন্ধু পরিত্রাণ সেতু ॥৩১
হংস পক্ষী রহে ভববৃক্ষ করি বাস।
যমদূতে কাটিয়া সমানে করে নাশ ॥৩২
বুঝিয়া ছাড়িব বৃক্ষ হংস মতিমানে।
নিজ সুখে পরিপূর্ণ নিরমল জ্ঞানে ॥৩৩
রাত্রি দিনে পরমায়ু কাল মৃত্যু হরে।
বুঝিয়া সকল ধর্ম্ম কল্পিব অন্তরে ॥৩৪
সর্ব্বসঙ্গ তেজিব সব চেষ্টা পরিহরি।
শান্ত হইয়া রহে বুধ তাবে মনে ধরি ॥৩৫
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেবর নরদেহ ধরি।
সুলভ দুর্লভ তবে ভবসিন্ধু তরি ॥৩৬
আমি অনুকূল যার গুরু কর্ণধার।
তবে যদি নহে জীব ভবসিন্ধু পার ॥৩৭
আত্মঘাতী সেনা পাপী জানিহ নিশ্চিত।
ভবকূপে নিপতিত কেবল বঞ্চিত ॥৩৮
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী নির্ব্বিণ্ণ সংসারে।
অভ্যাসে চঞ্চল মন বান্ধিব অন্তরে ॥৩৯
যদি মন ধরিতে না পারে কদাচিত।
অনুরোধে তবে মন বান্ধে সুপণ্ডিত ॥৪০
মনের গতি না ছাড়িব পবন দুয়ারে।
জিনিব ইন্দ্রিয় মন প্রাণে অহঙ্কারে ॥৪১
সত্ত্বগুণে মনোবশ করিব যতনে।
এই সে পরম যোগে মন নিরোধনে ॥৪২
চঞ্চল তুরঙ্গ যেন বুঝি তার মন।
অল্পে অল্পে রাখে মন করিয়া দমন ॥৪৩
এই মত বশ করি মন দুরাচার।
জনম মরণ মাত্র দেখিব সভার ॥৪৪
যাবত চঞ্চল মন নহেত প্রসন্ন।
তাবত দেখিব সত্য নহে ত্রিভুবন ॥৪৫
গুরু উপদেশে যদি স্থির চিত্ত হইল।
সর্ব্বত্র বৈরাগ্য যদি কেবল জন্মিল ॥৪৬
তেজিতে তেজিতে মনে তেজে দুর্ব্বাসনা।
স্থির হইয়া রহে মন তেজিয়া কল্পনা ॥৪৭
সংযম নিয়ম আদি যোগপথ সাধি।
তবে ত সকলে মন বশ করে নিরবধি ॥৪৮
আমার মধুর মূর্ত্তি করে উপাসনা।
শ্রবণ কীর্ত্তন আদি অর্চ্চন বন্দনা ॥৪৯
এই মতে বশ করি মন ভুজঙ্গম।
আমার চরণে ধরি করিব সংযম ॥৫০

যদি যোগী প্রমাদে নিন্দিত কর্ম্ম করে।
ভুলিব সকল পাপ নিজ যোগবলে ॥৫১
আমার কথায় যার শ্রদ্ধা জনমিল।
সর্ব্বকর্ম্ম তেজে সেই নির্ব্বিঘ্ন রহিল॥৫২
যদি বিচারিব কাম ভোগ দুঃখময়।
তেজিতে না পারি রাগ দূরে নাহি হয় ॥৫৩
পিরীতি করিয়া তবে ভজিবে আমারে।
হৃদয় নিশ্চল করি শ্রদ্ধা পুরস্কারে ॥৫৪
কামভোগ পরকালে দেখি দুঃখময়।
ভোগমাত্র করে দুঃখ ভাবিয়া হৃদয় ॥৫৫
ভক্তিভাবে নিরবধি সভে আমা ভজে।
তবে আমি রহি তার হৃদয়পঙ্কজে ॥৫৬
হৃদিগত পাপ তার সব দূরে যায়।
সংসার তরিব এই উত্তম উপায়॥৫৭
আমাকে দেখিবে সকল জীবময়।
হৃদি গ্রন্থি ছিন্দি ছুটে ভববন্ধ যায় ॥৫৮
সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় তার হয় সেইক্ষণে।
এই বলে বুঝিব ভক্তি সাধিব যতনে ॥৫৯
আমার ভকতিযুত যোগি-মহাশয়।
জ্ঞান বৈরাগ্য তার যদি বা না হয়॥৬০
পায় ভক্তি মুক্তিপদ হয় উপাদান।
এই সে কারণে ভক্তি সাধে মতিমান্ ॥ ৬১
নানা তপ পুণ্য কর্ম্ম দান ধর্ম্ম সাধি।
* * * *৬২
স্বর্গ অপবর্গ যদি বাঞ্ছে কদাচিত।
ভকত জনের মিলে অশেষ বাঞ্ছিত ॥৬৩
আমার ভকত কিছু বাঞ্ছা নাহি করে।
দিলেহ সম্পদ্ আমি দূরে পরিহরে ॥৬৪
কেবল সম্পদ্ আমি দিলে নাহি লয়।
সবঠাঞি নিরপেক্ষ উদয়ে আমায় ।৬৫
নিরপেক্ষ নিষ্কাম যেজন মহামতি।
সেই সে আমাতে লভে একান্ত ভকতি ॥৬৬
একান্ত ভকত হয় যেজন আমার।
শুভাশুভ গুণদোষ একো নাহি তার ॥৬৭
সমুচিত সাধুসঙ্গ বুদ্ধি বচনের পার।
শুভাশুভ কর্ম্মে তার নাহি অধিকার ॥৬৮
আমি যে কহি যেরূপ যে করে আশ্রয়।
সর্ব্বত্র কল্যাণ বিষ্ণুপদে গতি হয় ॥৬৯

২১শ অধ্যায় আরম্ভ।

এই সে আমার পথ ভকতি কারণ।
তত্ত্বজ্ঞানে বৈরাগ্য যাহাতে উপাদান ॥১
এ পথ তেজিয়া যেবা অন্য পথে চলে।
চঞ্চল জীবন পাইয়া কাম ভোগ করে ॥২
গতাগত দুঃখভোগ না যায় তাহার।
জনম মরণ মাত্র দুঃখ সবে সার॥৩
ভক্তিজ্ঞান গুণদোষ একে নাহি ধরে।
কর্ম্মপথে গুণদোষ বুঝিয়া বিচারে ॥৪
যার যেবা অধিকার সেই গুণ কহি।
নিজকর্ম্ম বিলম্বিয়া দোষ হয় সেহি ॥৫
দ্রব্যগত দোষ গুণ করিয়া বিচার।
শুদ্ধাশুদ্ধ নিরূপিয়া করে ব্যবহার।৬
ধর্ম্ম ব্যবহারে দেহধারণ কারণে।
আচার করিয়া কর্ম্ম করে নিরূপণে ॥৭
ধর্ম্ম প্রয়োজন এই দেখাই আচার।
ভক্তিযোগে নাহি কভু কার অধিকার ॥৮
নানারূপ নাম তার বেদ বাণী ধরে।
সকল সমান দৃষ্ট নানা ভেদ করে ॥৯
পঞ্চভূত দেহে করে বিবিধ ভাবনা।
লোক ব্যবহার হেতু বিবিধ কল্পনা ॥১০
দেশকাল দ্রব্যগত বিচার করিয়া।
গুণদোষ ধরি আমি দ্রব্য বিচারিয়া ॥১১
কৃষ্ণসার মৃগ দ্বিজ ভক্তিহীন দেশ।
স্বদেশ বর্জ্জিয়া তাহে নাহি পুণ্য লেশ ॥১২
সুপুরুষ বেশে যথা বৈসে কৃষ্ণসার।
সে দেশে পাপের কিছু নাহি অধিকার ॥১৩
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সংস্কার বর্জ্জিত।
যে দেশ অসুর ভূমি সে দেশ পতিত ॥১৪
শুদ্ধাশুদ্ধ করি কর্ম্ম করে শুদ্ধকালে।
অশুদ্ধ সময়ে কিছু নাহি ধরে ফলে ॥১৫
শুদ্ধকাল পাইয়া কর্ম্ম করে বিচক্ষণে।
অশুদ্ধ সময়ে সর্ব্ব কর্ম্ম বিবর্জ্জনে ॥১৬
দ্রব্যগত শুদ্ধাশুদ্ধ করিয়া নির্ণয়।
শুদ্ধদ্রব্য দিয়া কর্ম্ম করে শুদ্ধাশয় ॥১৭
কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় সলিল প্রক্ষণে।
কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় ব্রাহ্মণবচনে ॥১৮

কোন দ্রব্য শুদ্ধ হয় সংস্কার বিশেষে।
অশুদ্ধ জানিবে দ্রব্য অশুদ্ধ পরশে ॥১৯
কোন দ্রব্য অন্ত্যজ পতিত পরশনে।
কোন দ্রব্য দুষ্ট হয় অশুদ্ধ বচনে ॥২০
কোন দ্রব্য কালে শুদ্ধ কালে দুষ্ট হয়।
এইমত শুদ্ধাশুদ্ধ করিয়া নির্ণয় ॥২১
অশৌচ সময়ে হয় অশুদ্ধ সকল।
গ্রহণ সময়ে হয় পবিত্র কেবল ॥২২
ধান্য তৃণ দারু শুদ্ধ হয় চিরকালে।
অস্থি চর্ম্ম ভূমি শুদ্ধ হয় বারিজালে ॥২৩
রস দ্রব্য ধাতু দ্রব্য শুদ্ধ হুতাশনে।
পথ ভূমি শুদ্ধ হয় সমীর পরশে ॥২৪
মার্জ্জনা গোমূত্র শুদ্ধ প্রাঙ্গণ চত্বর।
জল মৃত্তিকায়ে শুদ্ধ বাহ্য কলেবর ॥২৫
স্নান দান তপ শৌচ বিবিধ সংস্কার।
বাহ্য কলেবর শুদ্ধ বিবিধ প্রকার ॥২৬
আমার স্মরণে ধীর সুধীর অন্তর।
শুদ্ধ হৈঞা কর্ম্ম তবে সাধিবে কেবল ॥২৭
গুরুমুখে মন্ত্রজ্ঞান মন্ত্রের শোধন।
কর্ম্ম শুদ্ধ আমার চরণে সমর্পণ ॥২৮
শুদ্ধ হৈঞা শুদ্ধ দ্রব্য শুদ্ধ কর্ম্ম করি।
তবে সে পরমধর্ম্ম সাধিবারে পারি ॥২৯
শুদ্ধকালে শুদ্ধকর্ম্ম শুদ্ধ দ্রব্য দিঞা।
বিচার করে শুদ্ধ কর্ম্ম শুদ্ধ হৈঞা ॥৩০
সেইত অধর্ম্ম হয় ধর্ম্ম বিপরীত।
সেই গুণ সেই দোষ শুদ্ধ বিবর্জ্জিত ॥৩১
সেই দোষ সেই গুণ বিধিযুত হইলে।
গুণদোষ ধরি বিধি নিয়মের তরে ॥৩২
গুণদোষ যার যার সহজ আচারে।
গুণদোষ নাহি তাতে কোন ব্যবহারে ॥৩৩
কর্ম্মদোষ পাতকীর পাতক নাহি হয়।
সহজে পাতকী কর্ম্ম করে দোষময় ॥৩৪
সুরাপান আদি যত নিন্দিত আচার।
পাতক না হয় তার মহা দুরাচার ॥৩৫
পাতক দেখিয়া যেবা কর্ম্ম করে বড়।
আছাড়ে পড়িলে আর না পড়ে আছাড় ॥৩৬
যাতে হৈতে লোক সব হয় নিবারণ।
তাতে তাতে হৈতে তার হয় বিমোচন ॥৩৭
সেই সে পরমধর্ম্ম দুঃখ নিবারণ।
বিষয় আসক্ত হয় বিষয় ধেয়ান ॥৩৮
আসক্তি বাড়িলে কাম বাড়ে অনুক্ষণ।
কাম বাড়াইলে সব হয় যে চেতন ॥৩৯
কামজন মিলে বাড়ে বিরোধ কন্দল।
কন্দল জন্মিলে ক্রোধ বাড়ে নিরন্তর ॥৪০
তমোগুণে তবে তার চেতন সংহরে।
চেতন হইলে হয় শূন্য কলেবরে ॥৪১
বুদ্ধিভ্রম হয় তার মূর্চ্ছিত সমান।
মৃততুল্য নিজপর নাহি হয় জ্ঞান ॥৪২
বৃক্ষপ্রায় জিয়ে সে যে জন চর্ম্মকোষ।
বিষয়ের সঙ্গে এহি সব নানাদোষ ॥৪৩
যত কর্ম্ম শ্রুতি শুনি যত কর্ম্মফল।
কর্ম্ম-রুচি হেন মাত্র জানিবে কেবল ॥৪৪
পবিত্রাণ হেতু মাত্র নাহি ফল শ্রুতি।
তবে বা বুঝিঞা ফল কহে মতি ॥৪৫
রোগ নিবারণ হেতু ঔষধ খাওয়াই।
খণ্ড লাড়ু দিঞা যেন বালক ভাণ্ডাই ॥৪৬
এই মত ফলশ্রুতি মূর্খ বুঝাইতে।
প্রকট করাই বেদ তত্ত্ব জানাইতে ॥৪৭
জনমিঞা মাত্র লোক কামভোগে রত।
আকুল হৃদয় ধন সুত-দারগত ॥৪৮
অনর্থ কারণ ধন সুত পরিবার।
ইহাতে আকুল চিত্ত সহজে সভার ॥৪৯
তবে বিস্মরিঞা লোক এঘোর সংসারে।
সহজে আকুলচিত্ত কর্ম্মপথে চলে ॥৫০
তবে কেন নিষেধোক্তি নিজকর্ম্ম যত।
আপনে পণ্ডিত বেদ জানায় সাক্ষাত ॥৫১
বেদতত্ত্ব না জানিঞা কুপণ্ডিতগণে।
কুসুমিত ফলশ্রুতি তত্ত্ব করি মানে ॥৫২
অজ্ঞান পণ্ডিত তারা জ্ঞানে বিমোহিত।
পুষ্পফল শ্রুতি ধরে কৃপণ বঞ্চিত ॥৫৩
কামলোভ মূঢ়মতি করে মধুপান।
নিজলোক পরলোক নাহি ভেদজ্ঞান ॥৫৪
এসবে আমাকে না জানিল কদাচিত।
হৃদিগত প্রভু আমি সাক্ষাতে বিদিত ॥৫৫
প্রাণ মাত্র তৃপ্তিকরায় বেদবাণী যত।
বিষয় ধেয়ানে চিত্ত আকুল অবিরত ॥৫৬

আমার সম্মত পথ এহি সুনিশ্চিত।
তবে না জানিঞা ফল মানে কুপণ্ডিত ॥৫৭
যদি হিংসা করিব ছাড়িতে নাহি পারে।
তবে পশুহিংসা কেবল যজ্ঞকালে ॥৫৮
নহিব ইহাতে কভু আছে কথঞ্চিত।
বেদ তবে না বুঝিঞা ভ্রমে কুপণ্ডিত ॥৫৯
পশুবধ কৌতুক করি হরে যে যে জনা।
নানা যজ্ঞ করি নানা বেদের আরাধনা ॥৬০
ইহলোক পরলোক স্বপন সমান।
দেখিতে শুনিতে মাত্র প্রিয়ভাগ হেন ॥৬১
ইহার কারণে নানা প্রাণিবধ করে।
ধনের কারণে ধন নিজে পরিহরে ॥৬২
সত সংকল্প করিয়া ধন তেজি আপনার।
ধন দিয়া ধন যেন কিনি বণিয়ার ॥৬৩
রজোগুণে তমোগুণে হরয়ে চেতনা।
ইন্দ্র আদি দেবগণে করে উপাসনা ॥৬৪
শ্রদ্ধায় না ফিরে চিত্ত অসার ভজনে।
নানা যজ্ঞ করি দেব পিতৃ আরাধনে ॥৬৫
এহি অনুমান করে চিত্তের ভিতরে।
এথা কি দেব পিতৃ ভজে নিরন্তরে ॥৬৬
এই পুণ্য স্বর্গভোগ করিব বিহার।
এথা আসি জনম লভিব আরবার ॥৬৭
মহাধন মহাপুরী দিব্যঘর দ্বারে।
তাহাতে থাকিয়া মন করহ বিহারে ॥৬৮
এই প্রকার চিত্ত ভ্রমে নিরবধি।
পুষ্পিত বচনে উপজয় তবে বুদ্ধি ॥৬৯
কামেতে ব্যাকুল চিত্ত বাড়ে মদ মনে।
শুদ্ধ হৈঞা কার গুরু দ্বিজ অবজ্ঞানে ॥৭০
আছুক আমার ভক্তি সাধিবে যেজনে।
আমার পবিত্র কথা না শুনে শ্রবণে ॥৭১
কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড দৈবকাণ্ড শ্রুতি।
শব্দ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম ব্রহ্মে উৎপত্তি ॥৭২
পরমুখে ব্রহ্মমাত্র পরোক্ষে বুঝায়।
সাক্ষাতে না করে পরদ্বারেতে দেখায় ॥৭৩
শব্দ ব্রহ্মবেদ যেন সমুদ্র বিশাল।
দুর্ব্বুদ্ধি গম্ভীর বেদ নাহি অন্তপর ॥৭৪
পরিপূর্ণ ব্রহ্ম আমি অনন্ত শকতি।
আমাতেই আশ্রিত আমাতে উৎপতি ॥৭৫
অনন্ত মহিমা নানা স্বর ভেদ শ্রুতি।
কে বুঝিবে বেদ তবে স্থূল সূক্ষ্মগতি ॥৭৬
ষট্‌চক্র ভেদিঞা নাদ উঠে ব্রহ্মময়।
সেই নাদে নানা বস্তু স্বর ভেদ হয় ॥৭৭
পদ্য গদ্য ছন্দ মাত্র বিবিধ ভাষণ।
নানা ছন্দ স্বর ভাষা করে নিরূপণ ॥৭৮
কিবা করে কিবা বোলে বিবিধ কল্পনা।
বেদ তাহে বুঝে হেন আছে কোন্ জনা ॥৭৯
সবে আমি বিচক্ষণ বেদ তবে জানি।
আমা বিনে কে আর জানিবে বেদবাণী ॥৮০
আমাকে বুঝায় তারা নানা ভেদ করি।
মায়ামাত্র সকল দেখায় আশাবহি ॥৮১
না বুঝিয়া বেদ তবে জড়মতি জনে।
তর্কবলে বহুবিধ কল্পিত বাখানে ॥৮২

২১শ অধ্যায় সমাপ্ত।

উদ্ধবে পুছিল তত্ত্ব তবে জানিবারে।
একতত্ত্ব কিবা কৃষ্ণ বহু পরকারে ॥১
নানা পরকার তত্ত্ব কহে যোগিগণে।
কেহ ছয় সাত চারি একাদশ মানে ॥২
পঁচিশ ছাব্বিশ কেহ বলে সপ্তদশ।
কেহ নববোলে একাদশ ত্রয়োদশ ॥৩
কেহ বলে তত্ত্বভেদ ষোড়শ প্রকার।
নব একাদশ তিন সম্মত আমার ॥৪
তিন পাঁচ নব একাদশ তত্ত্ব বিনে।
অন্য নাহি শুনি নাম তোমার বদনে ॥৫
নানা পরকার তত্ত্ব মুনিগণে কহে।
সব সত্য কিবা নাথ নানাভেদ কহে ॥৬
ভৃত্যের বচন শুনি দেব চূড়ামণি।
কহিতে লাগিলা চিত্তগত ভ্রম জানি ॥৭
সবঠাঞি মুক্তিমূল কহে মুনিগণে।
বচনে দুর্ঘট কিছু নাহি ত্রিভুবনে ॥৮
বিমোহিত মুনিগণ মায়ায়ে আমার।
তর্কবলে বোলে বেদ নানা পরকার ॥৯
কুতর্ক বিস্তার বলে নানা শক্তি ধরে।
নানা তত্ত্বভেদে কহে নানা পরকারে ॥১০
মুনিগণে তত্ত্ব কহে নানা, পরকার।
আমি যে কহিল তত্ত্ব সেই মাত্র সার ॥১১

বিবাদবচনে তর্ক বাড়ে অতিশয়।
তেকারণে মুনি সবে নানা ভেদ কয় ॥১২
সভার বচনে আছে দুর্ঘট ঘটনা।
তেকারণে করে বাক্য না করি খণ্ডনা ॥১৩
আমার মায়ায় মুনি নানা যুক্তি বলে।
সভার বচন আমি স্থাপি যুক্তি মনে ॥১৪
তিলে করি বিচ্ছেদ নাহি পুরুষ ঈশ্বরে।
বিকল্প কল্পনা মাত্র জ্ঞানহীন করে ॥১৫
তথাপি সভার আমি স্থাপিয়ে বচন।
মতি ভেদ যুক্তি কহে সব মুনিগণ ॥১৬
মুক্তিভেদ তত্ত্ব ঘটে যত পরকার।
কহিল সকল সার করিয়া বিচার ॥১৭
মুক্তিমূল ন্যায়বাণী শুনিতে শোভন।
পণ্ডিতজনের নাহি দুর্ঘট ঘটন ॥১৮
ঈশ্বরের বচন শুনিঞা দয়াময়।
উদ্ধবে জিজ্ঞাসিল তবে ভাবিঞা নিশ্চয় ॥১৯
ঈশ্বরে ভেদ যদি পুরুষ প্রকৃতি।
অন্যান্য আশ্রয় দেহ একত্র বসতি ॥২০
পুরুষ প্রকৃতি থাকে প্রকৃতি পুরুষে।
দোহার বিচ্ছেদ নাহি দোহে দোহা বসে ॥২১
চিত্তের সংশয় মোর ছেদহ শ্রীহরি।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষকেশরী ॥২২
তোমার মায়ায় সব জীব বিমোহিত।
তোমার কৃপায় হৃদয়ে জ্ঞান উদিত ॥২৩
সর্ব্বজীব আত্মা তুমি জানি মায়াগতি।
জ্ঞানগম্য গুরু তুমি সর্ব্বজীবপতি ॥২৪
এতেক বচন শুনি দৈবকীনন্দন।
পুরুষপ্রকৃতিগত কহিল কারণ ॥২৫
প্রকৃতি পুরুষগত সংযোগবিচ্ছেদ।
বিস্তার করিব সব দোষগুণ ভেদ ॥২৭
পুরুষ প্রকৃতি ভেদ করিঞা নির্ণয়।
নিজ ভৃত্য উদ্ধবকে বুঝান দয়াময় ॥২৮
তবে আর কহিল উদ্ধব মতিমান্।
মোর নিবেদন নাথ কর অবধান ॥২৯
তোমার বিমুখ জন নানা দেহ ধরে।
কর্ম্মপথে গতাগত দুঃখভোগ করে ॥৩০
কিরূপ শরীর তার তেজ কোনরূপ।
গতাগত কর্ম্মভোগ করে কর্ম্মপাকে ॥৩১
কৃপা কর যদি নাথ ভকতবৎসল।
কহ দেব গোবিন্দ মাধব দামোদর ॥৩২
উদ্ধবের বচন শুনিঞা জগন্নাথ।
জীবগতি কহে প্রভু ভৃত্যের সাক্ষাৎ ॥৩৩
মনে নানা কর্ম্ম সৃজে মন কর্ম্মময়।
যে যে দেহে সঞ্চারে মন জপ যথা হয় ॥৩৪
যথা চলে আত্মা তথা চলে মন।
অহঙ্কারে বদ্ধ আছে অদৃষ্ট কারণ ॥৩৫
বিষয় ধেয়ানে মন নানা মনোরথে।
ইন্দ্রপদ সুরপদ চিন্তে শ্রুতি পথে ॥৩৬
রাজপদ সুখভোগ দেখিঞা ধেয়ায়।
চিন্তিতে চিন্তিতে মন সর্ব্বত্র বেড়ায় ॥৩৭
ভাবিতে চিন্তিতে যথা স্থির হয় মন।
সেইক্ষণ পূর্ব্বদেহ হয় বিস্মরণ ॥৩৮
একান্ত প্রবেশ গিঞা পরদেহে করে।
অতিশয় স্মরণপূর্ব্বক কলেবরে ॥৩৯
পূর্ব্বদেহ বিস্মরিঞা পরদেহ সঙ্গ।
এইমত জীবের হয় পূর্ব্বস্মৃতি ভঙ্গ ॥৪০
পূর্ব্বদেহ বিস্মরিঞা পরদেহ ধরি।
সর্ব্বভাবে রহে মন আত্মভাব করি ॥৪১
জীবের জনম হয় শরীর স্বীকার।
পূর্ব্ববিস্মরিঞা পর শরীর সঞ্চার ॥৪২
স্বপ্ন মনোরথ জীব যে যে রূপ ধরে।
সেইরূপ ধরিঞা পূর্ব্ব বিস্মরে ॥৪৩
জনম মরণ দুই একো নহে সাঁচা।
জাগিলে স্বপন যেন সব হয় মিছা ॥৪৪
জন্ম আদি পর্য্যন্ত মরণ জীবকর্ম্ম।
কহিল সকলি হরি বিচারিঞা মর্ম্ম ॥৪৫
তরু গিরি কাঁপে যেন জলের কাঁপনে।
পৃথিবী ভ্রময়ে যেন অক্ষির ভ্রমে ॥৪৬
স্বপনে অনর্থ যেন কেবল ভরম।
এইরূপে দুই মিথ্যা জনম মরণ ॥৪৭
শুনহ উদ্ধব তুমি চিত্ত স্থির কর।
বিষয় আপদ পদে দূরে পরিহর ॥৪৮
কিছু সত্য নহে বৎস বিকল্পে কল্পিত।
ভ্রম পরিহর তুমি স্থির কর চিত্ত ॥৪৯
আদিক্ষেপে কেহ যদি করে অপমান।
ভর্ৎসন তাড়ন কেহ করে অপজ্ঞান ॥৫০

স্তুতি পূজা করে কেহ করে উপহাস।
কেহ মারে বাঁধে কেহ ধন করে নাশ ॥৫১
খেলাতে খাপরে কেহ মূলা ফেলি মারে।
অঙ্গে লঙ্ঘি করে কেহ বা পাছাড়ে ॥৫২
তথাপি না চলে ধীর গভীর আশয়।
অদৃষ্ট মানিঞা চিত্ত স্থির হৈঞা রয় ॥৫৩
উদ্ধব পুছিল তবে মনে পাঞা ভয়।
কে হেন পুরুষ আছে এত দুঃখ সয় ॥৫৪
কুবচন সব যার বিন্ধিল মরমে।
চিত্ত নিবারিবে হেন আছে কোন্ জনে ॥৫৫
তোমার পদারবিন্দ সুরাসুর পান।
নিরবধি মত্ত হৈঞা রহে মহাজন ॥৫৬
কে আর সহিবে দুষ্ট বচন প্রহার।
এই বড় নাথ মোর চিত্তে চমৎকার ॥৫৭

২২শ অধ্যায় সমাপ্ত।

উদ্ধবের বচন শুনিঞা দামোদর।
ভৃত্য প্রশংসিয়া কিছু বলিল উত্তর ॥১
ভাল তুমি কহিলে উদ্ধব মতিমান্।
যে তুমি কহিলে সত্য কভু নহে আন ॥২
চিত্ত সমাধিতে পারে দুৈছন বচনে।
হেন স্ত্রী পুরুষ নাহি এ তিনভুবনে ॥৩
রিপুবাণে অঙ্গ যদি হৈল জর জর।
তভু ত না ধরে দুঃখ চিত্তের ভিতর ॥৪
যে রূপে দুর্জ্জন কুবচন তীক্ষ্ণ বাণে।
অন্তর ভেদিঞা বিন্ধে মর্ম্ম স্থানে স্থানে ॥৫
কিন্তু এক মহাপুণ্য আছে ইতিহাস।
তোমার সাক্ষাতে আমি করিব প্রকাশ ॥৬
অবন্তিনগরে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
দম্ভমতি কাম ক্রোধ লোভ পরায়ণ ॥৭
কুবুদ্ধি করিয়া ধন উপার্জ্জন করে।
বাণিজ্য বন্দন কৃষি বার উপধারে ॥৮
জ্ঞাতি বন্ধু অতিথি না সেবে কদাচিত।
বাক্য মাত্র ব্রাহ্মণ না পুরোহিত ॥৯
দুঃশীল কদর্য্য বিপ্র দুষ্ট দুরাচার।
দাস দাসী ভরণ না করে আপনার ॥১০
কাকে কিছু না দেয় বিপ্র আপনে না খায়।
যক্ষবৎ ধন রাখে আকুল সদায় ॥১১
এইরূপে বাঞ্ছিতে রহিল কতকাল।
ক্রুদ্ধ হৈল জ্ঞাতি বন্ধু ভৃত্য সুতদার ॥১২
কত ধন হরি নিল পুত্র পরিবারে।
দাস দাসী কথো ধন নিল দস্যু চোরে ॥১৩
অগ্নিতে পুরিল কথো জলে নষ্ট হৈল।
নানাপাকে ব্রাহ্মণের সব ধন গেল ॥১৪
পুত্রদার তেজিল তেজল বন্ধুগণ।
দাস দাসী তেজি গেল নিজপরিজন ॥১৫
চিন্তিতে লাগিল বিপ্র মনে পাঞা খেদ।
ধন নাশ হৈল বহু বন্ধুর বিচ্ছেদ ॥১৬
ভেদ বৈর অবিশ্বাস ধন জন দর্প।
সকলি বিনাশ হৈল মন হৈল খর্ব্ব ॥১৭
এসব অনর্থ চিন্তিতে বিপ্র পড়িল সংশয়।
অন্তরে বৈরাগ্য হৈল মনে পাঞা ভয় ॥১৮
তেহ ধিক্ ধিক্ জীবনে মোর জনম বিফল।
এই চিন্তা করিতে সদা বিবাক সফল ॥১৯
বৃথা জন কলেবর পোড়াইবে তাপে।
সর্ব্বত্র বঞ্চিত হৈল নিজকর্ম্ম-পাকে ॥২০
পুত্রমিত্র বান্ধব সকল পরিবার।
বৃথা দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চারে অপার ॥২১
ধর্ম্ম কাম তেজিল সকল সুখ ভোগ।
প্রায়ধন হৈল মোর বিনাশের যোগ ॥২২
ইহলোকে সর্ব্বনাশ করিল আমার।
পরলোকে কেবল নরক মাত্র সার ॥২৩
আর্জ্জিত সাধিতে ধন করিতে সঞ্চয়।
খাইতে বাড়াইতে ধন ব্যয় অপচয় ॥২৪
তার চিন্তা ভয় ভ্রম সবে এই সার।
ধন হইতে সর্ব্বনাশ হয় আপনার ॥২৫
চুরি হিংসা মিথ্যাদম্ভ কাম ক্রোধ গর্ব্ব।
এই বুদ্ধি হয় আর সদা বাড়ে দর্প ॥২৬
ধন হেতু স্ত্রীভেদ পিতা পুত্রে ভেদ।
পুত্রদার পরিবারে করায় বিচ্ছেদ ॥২৭
অল্প কারণে নষ্ট সকল মহিমা।
অপর হেতু হয় মর্য্যাদা লঙ্ঘনা ॥২৮
অল্প কারণে বৈর বারে নিরন্তর।
অল্প কারণে বারে বিবাদ কন্দল ॥২৯
একেত মনুষ্যজন্ম তাতে দ্বিজকুলে।
অমর নগর রাজ্য বাঞ্ছা মনে করে ॥৩০

হেন জন্ম পাঞা তাথে কৈল অনাদর।
ধনের কারণে মুঞি তেজিনু সকল ॥৩১
স্বর্গ হেতু মনুষ্য জনম ধারণ।
তাহা উপেক্ষিনু মুঞি ধনের কারণ ॥৩২
দেব ঋষি পিতৃগণ না পূজিনু ধনে।
তেজিনু সকল আমি ধনের কারণে ॥৩৩
দেব ধর্ম্ম তেজিনু তেজিনু বন্ধুগণ।
আপনা বঞ্চিনু মুঞি রাখি যক্ষধন ॥৩৪
বয়স টুটিল মোর ব্যর্থ গেল কাল।
ধননাশ হৈল মোর কি করিব আর ॥৩৫
ঈশ্বর মায়ায়ে লোক সব বিমোহিত।
ধনহেতু বৃথা দুঃখ পায় কুপণ্ডিত ॥৩৬
ধন বা ধাম্মিকে আর কোন প্রয়োজন।
যে সকল করিল সব অকারণ ॥৩৭
নিশ্চয় জানিল তুষ্ট হৈল নারায়ণ।
বৈরাগ্য জন্মিল মোর নিস্তার কারণ ॥৩৮
পূর্ব্বপুণ্যে মিলে মোর হেন পুণ্য দশা।
তেজিনু সকল মুঞি ধন জন আশা ॥৩৯
সাধিলে সকল সিদ্ধি হৈব উপাদান।
খণ্ডিল দুর্গতি মোর হৈল পরিত্রাণ ॥৪০
আছিল খট্টাঙ্গ নামে এক মহীপাল।
তিলেক সাধিঞা সিদ্ধি হৈল ভবপার ॥৪১
মুঞি আজি মনে এহি দৃঢ় হৈল যুক্তি।
সাধিঞা সকল সিদ্ধি তরিব দুর্গতি ॥৪২
এবোল বুঝিঞা বিপ্র চলিল সত্বরে।
শান্ত দান্ত হৈঞা পৃথ্বী পর্যাটন করে ॥৪৩
অলক্ষিত ভ্রমে দ্বিজ অলক্ষিত বেশে।
ভিক্ষাহেতু পুর গ্রাম নগরে প্রবেশে ॥৪৪
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ কপট মলিন।
অবধৌত বেশ ধরে জাতি বর্ণ হীন ॥৪৫
দুর্গতি দেখিয়া কেহ করে অপজ্ঞান।
দুষ্টগণে বেড়ি করে নানা অপমান ॥৪৬
কেহ দণ্ড কমণ্ডলু কাড়ি লৈয়া যায়।
যজ্ঞসূত্র ছিণ্ডি কেহ সত্বরে পলায় ॥৪৭
কেহ অঙ্গবস্ত্র কাড়ি তার লৈঞা যায়।
হাসিয়া খেদায় কেহ ভর্ৎসে অতিশয় ॥৪৮
মাঙ্গিয়া যে কিছু বিপ্র আনে অন্নজল।
মুতিঞা ভাবায় কেহ তাহার উপর ॥৪৯
অধোবায়ু ছাড়ি কেহ সমুখে আসিঞা।
মারিঞা খেদায় কেহ না বলে দেখিঞা ॥৫০
তর্জ্জন গর্জ্জন কেহ ভর্ৎসন তাড়ন।
ধর মার করে কেহ বন্ধন মারণ ॥৫১
সর্ব্বনাশ হেতু তেজি গেল বন্ধুগণ।
কপটে সন্ন্যাস বেশ ধরে সেকারণ ॥৫২
চুরি করে বিপ্র কার ঘরে জানি বৈসে।
মারিঞা খেদায় যেন হেথা না আইসে ॥৫৩
বকবত্ চাহে বিপ্র মৌন আচরিঞা।
কার ঘরে চুরি জানি করে প্রবেশিয়া ॥৫৪
এত বলি দুষ্টজনে দেখায় তরাসে।
কেহ মারে কেহ বান্ধে করে উপহাসে ॥৫৫
ধৈর্য্য আরম্ভিঞা বিপ্র মনে দুঃখ পায়।
অদৃষ্ট মানিঞা বিপ্র সব দুঃখ সয় ॥৫৬
যখনে যে হয় বিপ্র কহে এককথা।
অদৃষ্ট ঘটনা দুঃখ মিলিল সর্ব্বথা ॥৫৭
ধৈর্য্য আরম্ভিয়া বিপ্র কহে এককথা।
কার কেহ নহে কভু সুখ দুঃখদাতা ॥৫৮
দুঃখ সুখ হেতু নহে এলোক আমার।
দেব নহে গ্রহ নহে হেন কর্ম্ম কার ॥৫৯
দুঃখ সুখ কারণ কেবল মাত্র মন।
দুঃখ সুখ দুই মিথ্যা মনোময় ভ্রম ॥৬০
মনে দোষ গুণ সৃজে মনে নানা কর্ম্ম।
মনে দুঃখ সুখ সৃজে মনে নানা ধর্ম্ম ॥৬১
মন নিবারিলে সব হয় নিরোধন।
মন বশ হৈলে বশ হয় ত্রিভুবন ॥৬২
সমাধি ধারণা ধ্যানে করে ব্রতদান।
কত পরকার মন করিব সমাধান ॥৬৩
শত্রু মিত্র নিজ পর মনের কল্পনা।
মানসে সৃজিতে পারে দুর্ঘট ঘটনা ॥৬৪
চঞ্চল দুর্জ্জয় মন শত্রু মহাবলী।
মন নিরোধিলে সব নিরোধিতে পারি ॥৬৫
দুরন্ত দুর্জ্জয় শত্রু না জানিঞা মন।
মিথ্যাশত্রু মিত্র করি করে মূঢ়জন ॥৬৬
অসত্য মনুষ্য তনু পাঞা মনোময়।
মুঞি মোর করিঞা বঞ্চিত দুরাশয় ॥৬৭
অন্ধমতি হৈঞা ভ্রমে এঘোর সংসারে।
শত্রু মিত্র নিজ পর অকারণে করে ॥৬৮

সুখ দুঃখ দাতা কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
মিথ্যা কার্য্য শত্রু মিত্র করে অকারণে ॥৬৯

আপনার জিহ্বা কাটে আপন দশনে।
করিব কাহাকে ক্রোধ বুঝি অনুমানে ॥৭০
একদেহে আর দেহ করে অপকার।
কি দোষে জীবের তাথে জীব নির্ব্বিকার ॥৭১
এক অঙ্গে আপনার আর অঙ্গ হানে।
বুঝ দেখি কারে ক্রোধ করিব তখনে ॥৭২
যদি বল গ্রহদোষে সুখ দুঃখ মিলে।
সেই মিথ্যা একগ্রহ আর গ্রহ পীড়ে ॥৭৩
কর্ম্ম সুখ দুঃখ হেতু সেহ নিত্য নয়।
আত্মা নিরমল ব্রহ্ম সত্য সুখময় ॥৭৪
যদি বল সুখ দুঃখ হয়ে এককালে।
আত্মার কি দায় তাথে কালে সব হরে ॥৭৫
সুখ দুঃখ নাহি তাথে দেহ জড়ময়।
পরম পুরুষ আত্মা হিংসা নিরাশ্রয় ॥৭৬
কার সুখ কার দুঃখ কারো নিজপর।
বিচারে বুঝিল এই অনিত্য সকল ॥৭৭
অহঙ্কারে বদ্ধ জীব এঘোর সংসারে।
শত্রু মিত্র সুখ দুঃখ মানে অহঙ্কারে ॥৭৮
এতেক বলিয়া বিপ্র মনে কৈল সার।
শ্রীকৃষ্ণ বচন বিনে না চিন্তিল আর ॥৭৯
ধন নষ্ট হৈয়া বিপ্র নিরমল চিত্তে।
পৃথ্বীপর্য্যাটন বিপ্র করে হরষিতে ॥৮০
মুকুন্দ পদারবিন্দ করিয়া চিন্তন।
বিষ্ণুপদে প্রবেশিল ছুটিল বন্ধন ॥৮১
এবোল বুঝিঞা বাপু সব পরিহর।
আমাতে অর্পিঞা মন স্থির করি ধর ॥৮২
ভীমগীতা পুণ্যময় যেই করয়ে শ্রবণ।
শ্রদ্ধা করি ধরে শুনে যে করে পঠন ॥৮৩
কাম ক্রোধ খণ্ডে তার সুখ দুঃখ নাশ।
নিজ সুখে পরিপূর্ণ বিষ্ণুপদে বাস ॥৮৪
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস ভাষা।
গদাধর পদরজ পরম ভরসা ॥৮৫

২৩শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সাংখ্যযোগে কহিব বৎস কর অবধান।
তুমি ভৃত্য প্রিয়সখা ভকত প্রধান ॥১
বিকল্প বর্জ্জিত জ্ঞান প্রথমে আছিল।
বিবেকপ্রধান লোক যখনে আছিল ॥২
জ্ঞানময় ব্রহ্ম আদি ছিল সত্যযুগে।
এক ব্রহ্ম দুইরূপে হৈল দুইভাগে ॥৩
একভাগ হৈল মায়া প্রকৃতি স্বরূপ।
একভাগে হৈল তিঁহ পুরুষ বিরূপ ॥৪

* * * *

দুইব্রহ্ম নিরমল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ॥৫
প্রকৃতির তিনগুণ সত্ত্ব রজ তম।
তিনগুণ হৈতে হৈল শক্র উৎপন্ন ॥৬
শমযুত হৈঞা তবে মহত্ত্ব জন্মিল।
তাহা হৈতে গুণময় অহঙ্কার হইল ॥৭
তিনভাগে অহঙ্কার হৈল তিন গুণে।
পঞ্চ বিষয় হৈল সত্ত্বময় হনে ॥৮
একাদশ ইন্দ্রিয় হইল তামস অহঙ্কারে।
রাজস তামস দেব হইল সংসারে ॥৯
এসব জন্মিয়া কেহ একত্র না হয়।
তবে আমি প্রবেশিব সভার হৃদয় ॥১০
সকলে মিলিঞা তবে সৃজিল ব্রহ্মাণ্ড।
হেমময় আমার ক্রীড়ার ভাণ্ড ॥১১
জলের উপরে ভাসে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল।
আপনে রহিল আমি তাহার ভিতর ॥১২
পদ্ম জনমিল নাভি বিবরে আমার।
তাহাতে জন্মিল ব্রহ্মা আদি অবতার ॥১৩
রজোগুণে জনমিল ব্রহ্মা সুরেশ্বর।
দিব্য তপ কৈল ব্রহ্মা শতেক বৎসর ॥১৪
অনুগ্রহ আমার লভিল সেইকালে।
সৃষ্টি করে প্রজাপতি বিবিধ প্রকারে ॥১৫
চতুর্দ্দশ ভুবনে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
শূন্যে সূক্ষ্ম সকল জন্মিব একই বারে ॥১৬
স্বর্গলোকে জিনিঞা ব্রহ্মা দেবের বসতি।
ভূলোক জিনিল তাতে সত্যলোক স্থিতি ॥১৭
ভুবলোক সৃজে যাতে ভূত প্রেত গতি।
তাহার উপরে সৃষ্টি করে প্রজাপতি ॥১৮
সিদ্ধগণ যোগিগণ যাহাতে সঞ্চারে।
সৃষ্টি করে ব্রহ্মা তিন লোকের উপরে ॥১৯
পৃথিবীর তলে ব্রহ্মা সৃজিল পাতাল।
অসুর কিন্নর নাগ যাহাতে সঞ্চার ॥২০

এই তিন লোক মাঝে ভ্রমে কর্ম্মিগণ।
যোগী সন্ন্যাসীর গতি উপরে গমন ॥২১
মহর্লোক জন তপঃ সত্যলোকে স্থিতি।
ভক্তিযোগে আমার বৈকুণ্ঠ পদে গতি ॥২২
ব্রহ্মরূপে সৃজি আমি এলোক আধার।
কালরূপে করি আমি জগৎ সংহার ॥২৩
অনিত্য সংসার গুণযুত কর্ম্মময়।
ইহাতে জন্মিয়া দুঃখ ভুঞ্জে অতিশয় ॥২৪
শূন্য সূক্ষ্ম তৃণ ধেনু স্থাবর জঙ্গম।
মায়াবিনির্ম্মিত সব এ চৌদ্দ ভুবন ॥২৫
সভাতে ঈশ্বর বৈসে সর্ব্বত্র সমান।
অনিত্য সংসার সত্য সবে ভগবান্ ॥২৬
ব্যবহারে রত সব যত কবিকার।
আদ্য অন্ত মধ্য সত্য সেই মাত্র সার ॥২৭
প্রকৃতি পুরুষ তুমি জনম আধার।
বিশ্বপ্রকাশের হেতু নিবাশ্রয় কাল ॥২৮
এইরূপে সৃষ্টি হয় ব্রহ্মাণ্ড ঘটন।
যাবত কটাক্ষ আমি করি নিরীক্ষণ ॥২৯
ভুরুক্ষেপ করি আমি যদি অবিনাশ।
তিলেক ব্রহ্মাণ্ডঘট সব যায় নাশ ॥৩০
যাতে যাহা রত যাহার উৎপত্তি যে হয়।
তবে তার হয় গিঞা আমাতে পরলয় ॥৩১
সকল প্রবেশ করে প্রকৃতি ভিতরে।
কালরূপ দেবমায়া প্রকৃতি সঞ্চারে ॥৩২
কালের প্রলয় হয় জীব মহেশ্বরে।
আমায় প্রবেশে জীব নির্গুণ বিকারে ॥৩৩
তবে আমি কেবল আপনে মাত্র থাকো।
আমা বিনে কিছু আর বিচারে না লিখো ॥৩৪
আপনার আপনে আশ্রয় নিরাধার।
আমি বিনে অবশেষ কিছু নহে আর ॥৩৫
এই সাংখ্যযোগ বৎস সংশয় ভঞ্জন।
চিত্তগত ভ্রম হয় কেবল অকারণ ॥৩৬
নিরন্তর চিন্তি যদি করিঞা সন্ধান।
অজ্ঞান বিচ্ছেদ হয় স্ফুরে দিব্যজ্ঞান ॥৩৭

২৪শ অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রভু বলে শুন তুমি পুরুষ উত্তম।
সত্ত্ব রজ তমো গুণ কহিব লক্ষণ ॥১
শম দম তপ ত্যাগ সত্য দয়া শ্রুতি।
তুষ্টি দয়া শ্রদ্ধা লজ্জা ধৃতি সূক্ষ্মগতি ॥২
সত্ত্বগুণে অনুমানি এসব লক্ষণে।
রজোগুণের লক্ষণ কহিব বিদ্যমানে ॥৩
কাম চেষ্টা মদ গর্ব্ব হিংসা অভিলাষ।
ভেদ মতি সুখবাঞ্ছা যশ পুরস্কার ॥৪
হাস্য বীর্য্য পরাক্রম বল অহঙ্কার।
এসব জানিবে রজোগুণের বিকার ॥৫
ক্রোধ ভেদ হিংসা দম্ভ অসত্য ভাষণ।
বিষাদ কন্দল শোক আলস্য শয়ন ॥৬
এসব লক্ষণ তমোগুণে অনুমানি।
তবে শুন উদ্ধব আমার হিতবাণী ॥৭
ধর্ম্ম অর্থ কাম যার গৃহে দৃঢ়চিত।
সেজন জানিব বৎস ত্রিগুণ জড়িত ॥৮
শম দম শান্তি দয়া দেখিতে যেজনে।
সত্যযুত সেজন বুঝিয়ে অনুমানে ॥৯
দম্ভ মাৎসর্য্য ক্রোধ দেখিবে যাহার।
সেজন জানিবে তমোময় দুরাচার ॥১০
যেজন আমাকে ভজে শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
সর্ব্বঠাঞি নিরপেক্ষ সব পরিহরি ॥১১
যেজন সাত্ত্বিক মহাপুরুষ জানিব।
রজোগুণ তমোগুণ বিচারে বুঝিব ॥১২
রজোগুণ তমোগুণ জিনিব সত্ত্বগুণে।
সত্ত্বগুণে হইবে সব সিদ্ধ উপাক্ষণে ॥১৩
সত্ত্বগুণে বাস হয় সভার উপরে।
তমোগুণে অধোগতি নরক সঞ্চরে ॥১৪
রজোগুণে এহ লোক করে গতাগত।
সুখভোগ দুঃখভোগ সম্পদ বিপদ্ ॥১৫
সত্ত্বগুণে মরণে উত্তম গতি হয়।
নরলোক ভ্রমে রজোগুণে পরলয় ॥১৬
তমোগুণে মরণে নরকে ভোগ করে।
নির্গুণ পুরুষ আমি আমাতে সঞ্চারে ॥১৭
আমাতে অর্পিত কিবা ফলবিবর্জ্জিত।
এসব সাত্ত্বিক কর্ম্ম জগতে বিদিত ॥১৮
সংকল্পিত যত কর্ম্ম রাজস লক্ষণ।
দম্ভ মাৎসর্য্য হিংসা তামস সাধন ॥১৯
সম্প্রতি লক্ষণ জ্ঞান সত্ত্বগুণে জানি।
বিকল্প কল্পিত রজোগুণে অনুমানি ॥২০

প্রকৃত তামস জ্ঞান সংসার কারণ।
আমাতে অর্পিত জ্ঞান নির্গুণ লক্ষণ॥ ২১
বনবাসী জানিবে সাত্ত্বিক মহাফল।
গ্রামবাসী জানিবে রাজস ধর্ম্মপর॥২২
দ্যূতক্রীড়া পানাসক্ত মায়িক স্থাপনে।
আমার মন্দির পুরি নির্গুণ প্রধানে॥২৩
সাত্ত্বিক কর্ত্তা কর্ম্মফল পরিত্যাগী।
রাজসিক জন ধর্ম্ম ভোগ অনুরাগী॥২৪
অচেতনে মূঢ় লোক তমোগুণ ধরে।
আমার আশ্রয় যতন নির্গুণ সংসারে॥২৫
জানিবে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা তত্ত্বজ্ঞান রসে॥
কর্ম্ম করি ফলবাঞ্ছা রজোগুণ বসে॥২৬
অধর্ম্মে তামস শ্রদ্ধা করে নিরন্তর।
আমার সেবায় শ্রদ্ধা নির্গুণ কেবল॥২৭
সাত্ত্বিক আহার পথ্য পবিত্র ভোজন।
ইন্দ্রিয় পিরীতি হেতু রাজস লক্ষণ॥২৮
দুঃখময় আহার সকল গুণহীন।
অসঙ্গ দুর্গতি সেই তামসের চিন্॥২৯
দ্রব্যদেশ কালক্রম জ্ঞান অধিকারী॥
সকল ত্রিগুণময়ী বুঝিব বিচারি॥৩০
দেখি শুনি যত কিছু ত্রিগুণ জনিত।
প্রকৃতি পুরুষ যোগে সকল নিমিত্ত॥৩১
তিনগুণ জিনিব যে জন মহামতি।
সে যদি কেবল সাধে আমার ভকতি॥৩২
আমার আশ্রয় করি ভক্তিযোগ সাধে।
সেই সে আমাকে পায় সংসার না বাধে॥৩৩
এবোল বুঝিয়া জীব নরদেহ ধরি।
ভজুক আমাকে মাত্র সব পরিহরি॥৩৪
সর্ব্বকাজ তেজিয়া ভজুক মতিমানে।
সর্ব্বঠাঞি নিরপেক্ষ হইঞা সাবধানে॥৩৫
তবে সে জিনিব তিনগুণ দেহধর্ম্ম।
জীবগতি জিনিব সকল গুণকর্ম্ম॥৩৬
আমাকে লভিঞা পূর্ণ হয় ভক্তিরসে।
ভবভয় নহে আর যথা তথা বসে॥৩৭
ভাগবত আচার্য্যের প্রেমতরঙ্গিণী।
শুনিলে দুর্গতি হরে হরিগুণ বাণী॥৩৮

২৫শ অধ্যায় সমাপ্ত।

তবে আর কথা কহে ত্রিভুবন রায়।
নানা উপদেশ দিয়া উদ্ধবে বুঝায়॥১
নর কলেবর ধরে যে হয় পণ্ডিত।
আমার পদারবিন্দে নিযোজিত চিত॥২
লভিঞা পরমানন্দ নিত্য সুখময়।
কেবল আমাকে পাঞা পূর্ণ হৈঞা রয়॥৩
গুণময় কলেবর নহে তার সঙ্গ।
অবিদ্যা জড়িত দোষ নহে স্মৃতিভঙ্গ॥৪
অশান্ত দুরন্ত শিশ্নোদরপরায়ণ।
তার সঙ্গে সঙ্গ জানি করে বুধজন॥৫
পুরুরবা নরপতি আছিল সুধীর।
উর্ব্বশী বিচ্ছেদে তেঁহো তেজিল শরীর॥৬
লাঙ্গট উন্মত্ত হৈঞা ভ্রমিল সংসারে।
উর্ব্বশী না পাঞা বীর কান্দিল অপারে॥৭
দেখ দেখ এতকাল উর্ব্বশীর সঙ্গে।
কত রাত্রি দিন গেল না জানি তরঙ্গে॥৮
দেখি এত বড় আমি কামে বিমোহিত।
ব্যর্থ পরমায়ু গেল ভেগল বঞ্চিত॥৯
দিন রাত্রি না জানিনু উদিত দিনকর।
স্ত্রী সঙ্গে গেল মোর জনম বিফল॥১০
রাজচক্রবর্ত্তী মুঞি নৃপ শিরোমণি।
স্ত্রীজিত হইনু মুঞি আপনা বিকলি॥১১
তৃণবত হৈল মুঞি হেন কলেবর।
উর্ব্বশী বিচ্ছেদ মুঞি তেজিনু সকল॥১২
কোথাতে রহিল মোর এহেন সম্পদ।
একেশ্বর হৈঞা আমি হইল উনমত॥১৩
উনমত্তবত আমি চলি যাও পাছে।
লাঙ্গট হইয়া কান্দো আউদর কেশে॥১৪
তবু ত উর্ব্বশী মোকে ফিরিঞা না চায়।
চিত্ত নিবারিতে নারে কি হয় উপায়॥১৫
খরবত করে মোরে চরণ তাড়না।
হেন সে নির্লজ্জ আমি না করি গণনা॥১৬
কি বিদ্যা কি তপ তার কি বেদ পঠন।
কিরূপে হয় মোর জীবন রক্ষণ॥১৭
ধিক্‌ধিক্ থাকুক মোর জনম বিফল।
স্ত্রী সঙ্গ হইয়া মুঞি তেজিনু সকল॥১৮
উর্ব্বশীর সঙ্গে মোর গেল সর্ব্বকাল।
তাতে না টুটিল মোর কাম দুরাচার॥১৯

বেশ্যানারী চিত্ত যদি হরিল যাহার।
বিনে কৃষ্ণ উদ্ধারিলে কে করিবে পার ॥২০
আত্মারাম নিকর ঈশ্বর ভগবান্।
হরি বিনে কে আর করিবে পরিত্রাণ ॥২১
রক্ত মাংস বিষ্ঠা মূত্র পূর্ণিত অন্তরে।
অস্থি চর্ম্ম বিনির্ম্মিত নর কলেবরে ২২
অমেধ্য মন্দির নর কলেবর ধরি।
ইহাতে মরয়ে মন নিত্য বুদ্ধি করি ॥২৩
কৃমি কীট সহে তাব নর কলেবর।
ইহার কারণে চিত্ত তেজিল সকল ॥২৪
এবোল বুঝিয়া তেজি স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গ।
বুধজন কভু না করিব মতিভঙ্গ ।২৫
বিষয় ইন্দ্রিয় দুই একত্র মিলন।
মনেতে বিক্ষেপ বাড়ে সতত দেয়ান ॥২৬
না দেখি না শুনি যদি না উঠে তরঙ্গ।
এবোল বুঝিঞা না করিবে স্ত্রীসঙ্গ ॥২৭
পণ্ডিত জনের সঙ্গ দোষে মনোহরে।
এবোল বুঝিঞা কেহ জানি সঙ্গ-করে ।২৮
এতেক বচন বলি নৃপতি প্রধান।
তেজিয়া উর্ব্বশী নারী দিল সমাধান ॥২৯
জনককালে ধরি আমার চরণ।
ভক্তিযোগে নিরবধি কৈল আরাধন ॥৩০
চিত্তগত মোহজাল সব গেল দূর।
আমার মূরতি ধরি গেল বিষ্ণুপুর ॥৩১
এ বোল বুঝিঞা জীব বঙ্গ সঙ্গ তেজিব।
সাধু সঙ্গে নিরবধি আনন্দে রহিব ॥৩২
শান্তজন ছিণ্ডে সব বিপদ বাসনা।
মধুর ভাষণে করে কুমতি খণ্ডনা ॥৩৩
শান্তজনে নিরপেক্ষ সম দরশন।
আমাতে অর্পিত চিত্ত শান্ত পরায়ণ ॥৩৪
নিষ্কাম নিস্পৃহ গৃহ নির্ম্মিত মণিগম্য।
এই সব জন সঙ্গ করিহ সত সঙ্গ ॥৩৫
শান্ত সঙ্গে আমার অমৃত কথা শুনে।
অশেষ দুরিত দুঃখ হরে সেইক্ষণে ॥৩৬
শান্তজন স্বভাব না কহে অন্যকথা।
অন্যে অন্যে আমার মাত্র কহে গুণ গাথা।৩৭
শুনে বা শুনায় করে আদর মোদন।
অশেষ দুরিত দুঃখ হরে সেই ক্ষণ ॥৩৮
শ্রদ্ধাযুত অর্পিত আমাতে মন যার।
আমার চরণে ভক্তিযোগ হয় তার ॥৩৯
ভকত হইল যদি আমার চরণে।
কিবা অবশেষ তার আছে ত্রিভুবনে ॥৪০
আমি তত্ত্ব ব্রহ্ম তার আনন্দ স্বরূপ।
নির্গুণ অনন্ত গুণ নিরপেক্ষ রূপ ॥৪১
আমাতে ভকতি তবে লভে অকিঞ্চনা।
কভু না হইবে তার হিংসার বাসনা ॥৪২
অগ্নির আশ্রয়ে যেন শীত দূর হয়।
এরূপ সাধু সেবায় খণ্ডয়ে সংশয় ॥৪৩
মহাঘোর ভয়ঙ্কর এ ঘোর সংসার।
মজিয়া মজিয়া জীব উঠে নিরন্তর ॥৪৪
শান্তজন সবে মাত্র পরম আশ্রয়।
নৌকা বিনে যেন লোক পার নাহি পায় ॥৪৫
অন্নগত প্রাণ যেন জীবের জীবন।
দুর্গত জনের আমি কেবল শরণ ॥৪৬
ধর্ম্মমাত্রশীল যেন ধর্ম্মশীলগণে।
শান্তজন শরণ লয়ে ভব জনে জনে ॥৪৭
শান্তজন বিনে কেবা উদ্ধারিতে পারে।
জ্ঞান আঁখি দিয়া হৃদিগত পাপ হরে ॥৪৮
সূর্য্য অন্ধকার হরে কেবল বাহিরে।
নির্ম্মল করিতে নারে অন্তর শরীরে ॥৪৯
এ বোল বুঝিয়া কেবল সঙ্গ পরিহরি।
ভকত সেবিঞা জীব যায় ভবে তরি ॥৫০

২৬শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

উদ্ধবে পুঁছিল তবে প্রভুর বচনে।
কর্ম্মযোগ কহ নাথ ভকতি বিধানে ॥১
ভকত যেরূপ পূজে তোমার চরণে।
সেই সে পরম ধর্ম্ম কহে মুনিগণে ॥২
বেদব্যাস নারদ অঙ্গিরা আদি করি।
কর্ম্মযোগ তাঁরা সব কহে অবধারি ॥৩
তোমার বদন সরোরুহ বিগলিত।
কর্ম্মযোগ বিনে কভু স্থির নহে চিত ॥৪
আপনে কহিলে তুমি মুনিগণ স্থানে।
কহিল শঙ্করদেব দেব বিদ্যমানে ॥৫
কর্ম্মযোগ সর্ব্ববর্ণের হয় অধিকার।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত জীবের উদ্ধার ॥৬

অমল কমল পত্র বিশাল লোচন।
কর্ম্মযোগ কহ মোকে বন্ধ বিমোচন ॥৭
উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান্।
কর্ম্মযোগ কহে প্রভু ভৃত্য বিদ্যমান ॥৮
অনন্ত কর্ম্মের গতি কে বল অন্ত পায়।
কত রূপে কত কর্ম্ম গণনা না যায় ॥৯
সংক্ষেপে কহিব কিছু কর্ম্মের বিধান।
যাহা হইতে সর্ব্ব জীব পায় পরিত্রাণ ॥১০
বেদ আগম শাস্ত্র পুরাণে বুঝায়।
ত্রিবিধ আমার যজ্ঞ পূজিতে উপায় ॥১১
যার যেন মত ইচ্ছা তেন মত পূজে।
কর্ম্মযজ্ঞ করিয়া কেবল আমা ভজে ॥১২
দ্বিজকুলে জনমিঞা যজ্ঞসূত্র ধরি।
গায়ত্রী পড়িয়া গুরুর উপদেশ ধরি ॥১৩
শ্রদ্ধা ভক্তি করি সভে ভজিব আমারে।
পূজাবিধি কহি বৎস তোমার গোচরে ॥১৪
প্রতিমাতে পূজে কেবা অতিথি অনলে।
সূর্য্য জলে পূজে কিবা হৃদয় কমলে ॥১৫
ভক্তিযুক্ত হৈঞা দ্রব্য করিব সঞ্চয়।
আমাকে পূজিব নিজ গুরু অতিশয় ॥১৬
দন্ত মুখ পাখালিঞা সুধীর শরীরে।
প্রভাতে করিব স্নান পুণ্য নদীনীরে ॥১৭
বেদ আগম মন্ত্র করিব পুনঃ স্নান।
সন্ধ্যা আদি নিত্য কর্ম্ম করি সমাপন ॥১৮
পূজিব আমারে নিত্যকর্ম্ম না তেজিব।
কেবল ঈশ্বর মাত্র সংকল্পে ভাবিব ॥১৯
শৈল দারু ময় হেম ময় বিনিপেতা।
বিচিত্র লিখিত মূর্ত্তি সতো বিনির্ম্মিতা ॥২০
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমা বিধান।
অষ্ট পরকারে করি প্রতিমা নির্ম্মাণ ॥২১
চরাচর দুই মূর্ত্তি প্রভুর মন্দির।
মূর্ত্তি নিরমিঞা কৃষ্ণ পূজিব সুধীর ॥২২
অচলে না করি আরোহণ বিসর্জ্জন।
চল রূপে বিকল্প করয়ে বুধজন ॥২৩
চিত্ত নিরমিত রূপে না করাই স্নান।
অঙ্গ মার্জ্জন কিবা দর্পণ প্রধান ॥২৪
প্রসিদ্ধ উত্তম দ্রব্য আনিব যতনে।
মায়া পরিহরি পূজা করিবে বিধানে ॥২৫

ভকতের যে কিছু মিলে তাহা দিঞা পূজে।
হৃদয়কমলে ধরি সর্ব্বভাবে পূজে ॥২৬
প্রতিমাতে পূজে যদি দ্রব্য উপহারে।
মনোরম অনুপাম বস্ত্র অলঙ্কারে ॥২৭
স্থলেতে পূজিবে কিবা তত্ত্বন্যাস ধরি।
অগ্নিতে পূজয়ে যদি ঘৃত হোম করি ॥২৮
সূর্য্য যদি পূজি অর্ঘ্য করি পরম উদ্দেশে।
জলময় দ্রব্য জলে পূজিব বিশেষে ॥২৯
ভকতে যে কিছু মোরে করে সমর্পণ।
জল মাত্র দেয় যদি পাত্র আরোপণ ॥৩০
তাহাতে পিরীতি যদি করিতে না পারি।
ভকতে অল্প দিলে মানি বহু করি ॥৩১
মেরু তুল্য ধন দেই অভক্ত জনে।
অশ্রদ্ধায় করে নানাদ্রব্য সমর্পণে ॥৩২
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নানা উপহার।
তাহাতে নাহিক কিছু পিরীতি আমার ॥৩৩
তবে শুন উদ্ধব কহিব পূজাবিধি।
যেরূপে পূজিলে লোক লভে সর্ব্বসিদ্ধি ॥৩৪
স্নান আচমন করি হৈব শুদ্ধবেশ।
পূজা দ্রব্য লৈঞা ঘরে করিব প্রবেশ ॥৩৫
পূর্ব্বভাগ করি কুশ কল্পিত আসন।
পূর্ব্বমুখ হৈঞা তাথে বসিবে ব্রাহ্মণ ॥৩৬
অঙ্গন্যাস করি অঙ্গ করিব শোধন।
আমার মূরতি হয়ে করিব মার্জ্জন ॥৩৭
পূজা দ্রব্য পূজা তুমি নিজ কলেবর।
প্রোক্ষণ করিব শুদ্ধ দিঞা দিব্য জল ॥৩৮
তিল পাত্র সম্মুখে স্থাপিব শুদ্ধ করি।
পাদ্য অর্ঘ আচমন হেতু দ্রব্যভরি ॥৩৯
নমোমন্ত্র পাত্রে ভরি করিব শোধন।
স্বাহামন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র করিব শোধন ॥৪০
স্বধামন্ত্রে আচমন পাত্র শুদ্ধ করি।
সর্ব্বদ্রব্য সুধীর পায় ত্রিমন্ত্র পড়ি ॥৪১
হৃদয়কমলে হরি পূজিব ধেয়ানে।
দিব্যমূর্ত্তি আমার চিন্তিব মতিমানে ॥৪২
মূর্ত্তিময় হৈঞা পাছে পূজিব মণ্ডলে।
আরোহণ করি স্থাপি মূর্ত্তি কলেবরে ॥৪৩
ন্যাসমন্ত্র পড়ি তবে করে মূর্ত্তিন্যাস।
দিব্য উপহারে পূজা করিব বিশেষ ॥৪৪

পাদ্য অর্ঘ্য দিব দিব্যজল আচমন।
তবে নানা উপহার করি নিবেদন ॥৪৫
ধর্ম্ম আদি অষ্টমূর্ত্তি কল্পিব আসনে।
নবমূর্ত্তি স্থাপিত তবে যথাযোগ্য স্থানে ॥৪৬
অষ্টদল পদ্ম তবে রচিব উজ্জ্বল।
কর্ণিকা কেশরযুত রচি মনোহর ॥৪৭
বেদমন্ত্রে পূজি তবে এসব বিধানে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পূজি শরাসনে ॥৪৮
লাঙ্গল মুষল অস্ত্রে পূজা নিজ করে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বনমালা বক্ষঃস্থলে ॥৪৯
গরুড় পূজিঞা পূজিব ভক্ত সুনন্দ।
মহাবল পূজি আর চণ্ড প্রচণ্ড ॥৫০
কুমুদ কুমদক্ষণে গণেশ পার্ব্বতী।
ব্যাস ভীম শুক্র পূজি গুরু সুরপতি ॥৫১
সব পারিষদ পূজি নিজ নিজ স্থানে।
গন্ধ চন্দনে পূজা করি সুবিধানে ॥৫২
সুগন্ধি শীতল জলে করাই মার্জ্জনে।
দিব্য উপহারে নিত্য করিব অর্চ্চনে ॥৫৩
বেদমন্ত্রে পূজিব কিবা পুরাণ বচনে।
বস্ত্র আভরণ মাল্য সুগন্ধি চন্দনে।৫৪
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন সুগন্ধি কুসুমে।
ধূপদীপ উপহার দিব্য মনোরমে ॥৫৫
পিষ্টক মোদক ঘৃত পণ্ডক গুড় পাক।
বিবিধ ব্যঞ্জন বহুবিধ সূপ শাক ॥ ৬
দধি দুগ্ধ ঘটিত বিবিধ সম্ভার।
ধরিব প্রভুর আগে বিবিধ বিস্তার ॥৫৭
প্রেম অনুবন্ধ কবি সব নিবেদিব।
বিচিত্র সুন্দর করি অঙ্গ বিলেপিব ॥৫৮
প্রথমে মার্জ্জন তাহা অভিষেক করি।
বিধি অনুসারে তবে মহাপূজা করি ॥৫৯
ভক্ষ্য ভোজ্য নৃত্য গীত বাদ্য সুমঙ্গলে।
প্রতিদিন পূজিব বৈভব অনুসারে ॥৬০
তবে হোম নিমিত্তক কুণ্ডলিব মানে।
কুণ্ডগত বহ্নিমুখে করি ঘৃত দানে ॥৬১
চিন্তিবে আমার রূপ আগুন ভিতরে।
তপ্তকাঞ্চন তুল্য অঙ্গ মনোহরে ॥৬২
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারিভুজে।
কমল কেশর তুল্য পীতবাস সাজে ॥৬৩
মকর কুণ্ডল কটি শত বিরাজিত।
কঙ্কণ কেউর হার শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ॥৬৪
বনমালা বিকসিত কৌস্তুভ ভূষণ।
বহ্নিমধ্যে দিব্যরূপ করিবে চিন্তন ॥৬৫
মূল মন্ত্রে বহ্নিমুখে করি ঘৃত দান।
এইরূপে হোম কর্ম্ম করি সমাধান ॥৬৬
পারিষদ হোম করি নিজ নিজ নামে।
অর্চ্চন বন্দন করি চরণ প্রণামে ॥৬৭
পারিষদগণে করি বলি সমর্পণ।
মূল মন্ত্র জপি ব্রহ্ম করিয়া স্মরণ ॥৬৮
বুঝিয়া ভোজন শেষ দিব আচমন।
বিশ্বক্‌সেনে করিব নৈবেদ্য সমর্পণ ॥৬৯
মুখবাস দিব তবে কর্পূর তাম্বুল।
অঞ্জলি করিঞা দিব কুসম প্রচুর ॥৭০
আমার পবিত্র যশ গুণ নাম গান।
উচ্চস্বরে গাইব তবে মহিমা বাখান ॥৭১
শুনিব আমার কথা শুনাইব জনে।
প্রসিদ্ধ কমলাকান্ত কৃষ্ণ ভগবানে ॥৭২
প্রদক্ষিণ করি করে দণ্ড পরণাম।

* * * *

শিরে পরশিয়া দুই চরণ আমার।
ত্রাহি ত্রাহি কর প্রভু ভবসিন্ধু পার ॥৭৪
এইরূপে করে পুনঃ পুনঃ পরণাম।

* * * *

শেষে শির ধরি করে পূজা সমাধান।
বিসর্জ্জন করিব বুঝিঞা মতিমান্ ॥৭৬
জানিব সাক্ষাতে ব্রহ্মমূর্ত্তি ভগবান্।
মূর্ত্তি প্রকাশিব মনে করিঞা নির্ম্মাণ ॥৭৭
প্রকাশিব মূর্ত্তি তবে যা হয় পিরীতি।
সেই মূর্ত্তি স্থাপিয়া পূজিবে নিতি নিতি ॥৭৮
এইরূপে যেবা আমায় পূজে নিরন্তর।
সর্ব্বত্র সিদ্ধি তার সর্ব্বত্র মঙ্গল ॥৭৯
আমার মধুর মূর্ত্তি করিঞা প্রকাশ।
বিচিত্র মন্দির পুরি করিব আওয়াশ ॥৮০
পুষ্পবন ক্রীড়াবন করিব নির্ম্মাণ।
যাত্রাকালে বহুবিধ উৎসব বিধান ॥৮১
পূর্ব্বে পূর্ব্বে মহাযাত্রা কবি অনুবন্ধ।
বহুবিধ করি পূজা উৎসব আনন্দ ॥৮২

কৃষিকর্ম্ম করিব বাণিজ্য ব্যবহার।
পুরগ্রাম সমর্পিব চরণে আমার ॥৮৩
সারূপ্য মুকুতি তার বৈকুণ্ঠে গমন।
কহিল আমার পূজা বিবিধ লক্ষণ ॥৮৪
ত্রিভুবনে এক পতি হয় গৃহ দানে।
সার্ব্বভৌম পদ লভে প্রতিষ্ঠা বিধানে ॥৮৫
ব্রহ্মলোক পায় নর ভজিয়া আমারে।
সারূপ্য মুকুতি হয় এ তিন প্রকারে ॥৮৬
নিরপেক্ষ ভক্তিযোগে যেই আমা ভজে।
আমার কারণে লোক সর্ব্ব ধর্ম্ম তেজে ॥৮৭
সে কেবল আমাকে ভজিয়া পূর্ণ হয়।
বিবিধ সন্তাপ দুঃখ কভু তার নয় ॥৮৮
এইরূপে যে আমাকে পূজে নিরবধি।
ভক্তিযোগ মিলে তার হয় সর্ব্ব সিদ্ধি ॥৮৯
স্বদত্ত পরদত্ত বা হৈঞা অচেতন।
দেব ব্রাহ্মণের বৃত্তি যে করে হরণ ॥৯০
বিষ্ঠার কৃমি হৈঞা সে যে পরে নিরন্তর।
বিষ্ঠাভুক্তী হয় দশ সহস্র বৎসর ॥৯১
কৃষ্ণ কর্ম্ম করে যেই হয় সে সহায়।
হেতু হৈঞা কৃষ্ণ কর্ম্ম যে জন করায় ॥৯২
দেখিঞা যে জনা হয় মুদিত নয়ান।
সমভাগি সম ফল লভে চারি জন ॥৯৩

২৭শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

কহিতে লাগিলা তবে প্রভু ভগবান্।
শুনহে উদ্ধব তুমি ভকত প্রধান ॥১
সর্ব্বলোক কর্ম্ম করে স্বভাব বিহিত।
না নিন্দে না প্রসংশে যে হয় পণ্ডিত ॥২
জগত দেখিয়া এক নাহি নিজ পর।
প্রকৃতি পুরুষ যোগে নির্ম্মায় সকল ॥৩
দেখিঞা পরের ধর্ম্ম স্বভাব আচার।
যদি নিন্দা করে কিবা প্রসংশা তাহার ॥৪
জ্ঞান ভঙ্গ হয় তার অসত্য ধেয়ানে।
নিদ্রাগত জীব যেন রহে অচেতনে ॥৫
দেখি শুনি যত কিছু নহে সব সত্য।
ভাল মন্দ বুলি যদি তবে হয় তথ্য ॥৬
বচনে যে কিছু বুলি দেখিয়া নয়নে।
মনে ধ্যান করি তবে করি অনুমানে ॥৭
এ সব জানিবে তুমি অসত্য সকল।
ব্যবহার হেতু মায়া রচিত সকল ॥৮
অসত্য ধেয়ান মাত্র জন্ম মৃত্যু হবে।
এ বোল বুঝিঞা ভ্রম ছাড় সর্ব্বভাবে ॥৯
যদি বল সব সত্য বলে শ্রুতিগণে।
আত্মা বিনে সত্য করি কিছুই না মানে ॥১০
আত্মা হর্ত্তা আত্মা কর্ত্তা ত্রাতা মহেশ্বর।
ঐ সৃজে এই পালে সংহরে সকল ॥১১
আত্মা বিনে কিছু সত্য নহে চরাচর।
ত্রিবিধ কারণ মায়া নির্ম্মিত কেবল ॥১২
ত্রিগুণ জনিত সব মায়া বিলসিত।
বুঝিঞা ছাড়িবে ভ্রম যে হয় পণ্ডিত ॥১৩
স্তুতি নিন্দা না করিবে কভু নিজপর।
লোক মধ্যে যেন বৈসে দেখি দিনকর ॥১৪
সাক্ষাতে দেখ আর করে অনুমান।
আগু মধ্য অসত্য আর জানি ত্রিভুবনে ॥১৫
আগমে বুঝায় আর মন্ত্র উপদেশে।
সকল ঘুচায় মাত্র রহে এক অবশেষে ॥১৬
বুঝিয়া কুসঙ্গ তেজিবে বুধ জনে।
এ মত করিয়া তবে বুঝায় নারায়ণে ॥১৭
উদ্ধব জিজ্ঞাসে তবে বুঝিয়া বিস্ময়।
অসত্য সংসার যদি জানিব নিশ্চয় ॥ ৮
জীবের সংসারে নাহি নির্গুণ বিকার।
পঞ্চভূত বিরচিত শরীর অসার ॥১৯
জনম মরণ কারো কে হয় সংসারী।
কহ নাথ কৃপা কর ভ্রম দূর করি ॥ ০
আত্মা নিরঞ্জন গুণহীন ব্রহ্মময়।
সর্ব্বভূতে বৈসে আত্মা সমান উদয় ॥২১
কাষ্ঠভেদে অগ্নি যেন ছোট বড় দেখি।
এই মতে আত্মা বসে ব্রহ্মময় সাক্ষী ॥২২
কাহার সংসার নাথ জনম মরণ।
আত্মা পরিপূর্ণ ব্রহ্ম দেখ অচেতন ॥২৩
উদ্ধবের বচন শুনিঞা ভগবান্।
হাসিঞা উত্তর তবে দিল সমাধান ॥২৪
যাবত ইন্দ্রিয় মন দেহ অহঙ্কার।
তাবত জানিহ তুমি জীবের সংসার ॥২৫
জীবের সংসার হেতু না দেখি ঘটনে।
তথাপি সংসারে লোকে ভ্রমে অকারণে ॥২৬

জাগ্রত পুরুষ যেন বিষয় ধেয়ায়।
বিবিধ অনর্থ যেন স্বপন দেখায় ॥২৭
স্বপনে স্বপন যেন সত্য করি জানে।
জাগিলে স্বপন যেন অসত্য করি মানে ॥২৮
কাম ক্রোধ লোভ মোহ হরিষ বিষাদ।
অহঙ্কারে হয় সব বিবিধ প্রমাদ ॥২৯
এই মনে জ্ঞানযোগ করিয়া বিস্তার।
দূর কৈল চিত্ত গত সব মোহ জাল ॥৩০
জ্ঞান উপদেশে কৈল অজ্ঞান খণ্ডন।
চিত্তগত কৈল সব মোহ নিবারণ ॥৩১
অজ্ঞান কল্পিত সব বিবিধ সংসার।
নানা পরকারে নিবারিল মোহজাল ॥৩২
উদ্ধবে বুঝিঞা হরি জ্ঞান উপদেশে।
নিজ ভক্তিযোগ কিছু বিস্তারিল শেষে ॥৩৩

২৮শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

উদ্ধব শুনিঞা তবে যোগতত্ত্ব বাণী।
মনে ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসিল মহামতি ॥১
যোগবর্ম্ম তুমি নাথ কহিলে বিস্তারি।
কাহার শকতি যোগ সাধিবারে পারি ॥২
বহুজন্ম করি সাধে মহাযোগিগণে।
সমাধি ধারণা জ্ঞান চিত্ত সমাধানে ॥৩
তবু কার যোগ সিদ্ধি হয় বা না হয়।
হেন যোগ উপদেশ কহ মহাশয় ॥৪
হেন উপদেশ কহ জগত নিবাস।
সুখে যেন তরে লোক ছিণ্ডে ভব পাশ ॥৫
অরবিন্দলোচন হরি যদুবর ধীর।
তোমার পদারবিন্দ আনন্দ মন্দির ॥৬
আশ্রয় করিয়া নাথ চরণ পঙ্কজে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে চতুরগণ ভজে ॥৭
সুখে তরে লোক সব ভকতি সাধিঞা।
যোগপথে যোগিগণ না যায় তরিঞা ॥৮
এ কোন বিচিত্র নাথ বুঝন না যায়।
কৃপা করি উদ্ধারহ প্রভু দয়াময় ॥৯
তোমা বিনে নাহি আর কাহার স্মরণ।
তার বস হইঞা তুমি থাক অনুক্ষণ ॥১০
এ কোন্ অদ্ভুত প্রভু চরিত্র তোমার।
বন পশু বানর সঙ্গে কৈলে অবতার ॥১১
রঘুবংশ তিল করি খ্যাত রামতত্ত্ব।
সুরেন্দ্র মুকুট বিঘটিত-পদরেণু ॥১২
হেন প্রভু করে পশু বানর সহায়।
তোমার চরিত্র নাথ বুঝন না যায় ॥১৩
তুমি নাথ প্রাণধন সভার জীবন।
অখিল ভুবনপতি পরম কারণ ॥১৪
ভৃত্য কৃত্য বুঝ তুমি সর্ব্ব-ফল-দাতা।
জগতের গতিপতি সর্ব্বলোক-পিতা ॥১৫
কে হেন বঞ্চিত আছে তোমা পরিহরি।
যোগপথে যাইবে নাথ ভবসিন্ধু তরি ॥১৬
তোমাকে তেজিঞা নাথ অন্যদেব পূজে
তপ জপ সাধে কিবা মোক্ষধর্ম্ম ভজে ॥১
সে কেবল অচেতন নহে কোন সিদ্ধি।
মায়া বিমোহিত তার বাম হয় বিধি ॥১
যেন তেন মতে মাত্র ভজুক আমারে।
তার বশ হৈঞা তুমি কর উপকারে ॥১
আনন্দ সাগরে ভাসে ব্রহ্মঋষিগণে।
তোমার মাহমা গুণ করিতে স্মরণে ॥২০
সুধিতে না পারে ঋণ ব্রহ্মার বয়সে।
কেবল মজিঞা রহে প্রেম সুধারসে ॥২
জীব পরিত্রাণ হেতু তোমার বিহার।
গুরুরূপ ধরি কর জীবের উদ্ধার ॥২২
অন্তর্যামিরূপে কর দুরিত খণ্ডন।
কে নাথ বুঝিবে তুমি সভার স্মরণ ॥২৩
উদ্ধবের বচন শুনিঞা শ্রীনিবাস।
কহিতে লাগিল তবু মন্দ মধুহাস ॥২৪
কহিব পরম ধর্ম্ম আমার মঙ্গল।
শুনিলে তরিত তবে মৃত্যু ভয়ঙ্কর ॥২৫
কহিব পরম ধর্ম্ম তোমার কারণে।
বুদ্ধি মন নিয়োজিত আমার চরণে ॥২৬
সাধিয়া আমার ধর্ম্ম পাইবা পিরীতি।
পিরীতি করিঞা তবে ভজে মহামতি।
ভকত আশ্রিত দেশ করিব আশ্রয়।
সেই দেশ জানি ধন্য সর্ব্ব তীর্থময় ॥২৮
আমার ভকত জনে যে ধর্ম্ম আচরে।
সেই সেই ধর্ম্ম জীব করিব আমারে ॥২
পর্ব্বে পর্ব্বে যাত্রাবিধি করিবে আনন্দ
নৃত্য গীত কীর্ত্তন মঙ্গল অনুবন্ধ ॥৩০

মহারাজ বৈভব করিব মহোৎসবে।
সর্ব্বত্যাগ করি আমা ভজে সর্ব্বভাবে ॥৩১
সর্ব্বভূতে বসি আমি দেখিব ধেয়ানে।
অন্তরে বাহিরে কিছু নাহি আমা বিনে ॥৩২
সর্ব্বভূতে বসি নিরালম্ব নিরাধার।
সর্ব্বত্র আকাশ যেন দেখি নিরাকার ॥৩৩
সর্ব্বঠাঞি বসি আমি করিব ধেয়ান।
সর্ব্বজীব প্রেম ধরি করিব সম্মান ॥৩৪
ব্রাহ্মণ বেদ-বিহীন পতিত পামর।
অগ্নির কণা কিবা শশী দিনকর ॥৩৫
স্থাবর জঙ্গল কিবা দেখিব সমান।
সেই সে পণ্ডিত তাকে বলি বুদ্ধিমান্ ॥৩৬
সর্ব্বজীব আমাকে চিন্তিবে নিরন্তর।
মদ মান অহঙ্কার তেজিব সকল ॥৩৭
কুক্কুর চণ্ডাল খর পর্য্যন্ত দেখিঞা।
দণ্ড পরণাম হইবে ভূমিতে পড়িয়া ॥৩৮
লজ্জা মান ছাড়িয়া করিবে পরণাম।
গুণ দোষ পরিহরি দেখিবে সমান ॥৩৯
যাবত ঈশ্বরভাব সর্ব্বভূতে হয়।
তাবত সাধিব জীব না করিব ভয় ॥৪০
আমার সম্মত এই সর্ব্বধর্ম্ম সার।
সেই সে উত্তম গতি ধর্ম্ম নাহি আর ॥৪১
সঙ্গে অমুবন্দ নাহি তিল মাত্র ধ্বংস।
ইহ ধর্ম্ম আশ্রয় করি তবে হীনবংশ ॥৪২
সেই সে পরম ধর্ম্ম করিব বিশেষে।
* * *৪৩
ফল উপেক্ষিঞা কর্ম্ম করিবে কেবল।
এই সে আমার ধর্ম্ম জগত মঙ্গল ॥৪৪
আছুক আমার ধর্ম্ম করিব আচার।
ব্যর্থশ্রম করে মাত্র লোকব্যবহার ॥৪৫
সেই যদি আমাতে অর্পণ করি করে।
তথাপি হেলায় লোক ভবসিন্ধু তরে ॥৪৬
এই বুদ্ধিমান্ জন বুদ্ধির চাতুরী।
এই বুধজন বিচারিব অবধারি ॥৪৭
অসত্য সাধিব সত্য মর্ত্ত্য কলেবরে।
কেবল আনন্দ ধাম লভিব তাহারে ॥৪৮
কহিল উদ্ধব যোগ সর্ব্ববেদ সার।
সুরমুনিগণ যারে নাহি পায় পার ॥৪৯

এই সে পরম ধর্ম্ম কহিল তোমারে।
এই ধর্ম্ম জানিলে মাত্র ভব ভয় তরে ॥৫০
এ ধর্ম্ম জানিলে তার আছুক মহিমা।
শ্রবণ সাধন মাত্র করয়ে যে জনা ॥৫১
সেই পরিত্রাণ পায় কি কহিব আর।
এই ধর্ম্ম সাধি কেবা নহে ভবপার ॥৫২
কহিল পরম ধর্ম্ম ব্রহ্মনিরূপণ।
পরম গোপিত নিত্য শুদ্ধ সনাতন ॥৫৩
আছুক জানিতে মাত্র করুক স্থাপন।
ব্রহ্মময় হৈঞা তার ব্রহ্মপদে সন্ধান ॥৫৪
আমার ভকত জনে যে করে প্রণাম।
উপদেশ দেই ধন্য পুণ্য বাখান ॥৫৫
আপনে আপন আমি দেখি তার তরে।
ব্রহ্মপদে অধিকার ব্রহ্মদান করে ॥৫৬
পরম পবিত্র পাপ হরে উপাখ্যানে।
যেবা পড়ে যেবা শুনে যে করে বাখানে ॥৫৭
আমাতে ভকতি লাভ ছিন্দে ভবপাশ।
পরম গোপিত ধর্ম্ম করিব প্রকাশ ॥৫৮
শুনিলে উদ্ধব তুমি কৈলে অবধান।
বুঝিলে সকল খণ্ডে ঘুচে মদমান ॥৫৯
কাম ক্রোধ খণ্ডিল ছিন্দিল শোকভয়।
দূরে গেল মোহজাল খণ্ডিল সংশয় ॥৬০
দাম্ভিক নাস্তিক আর শ্রদ্ধাহীনজনে।
ভক্তিশূন্য বিনয় বিহিত মতিহীনে ॥৬১
লোকপ্রিয় শুচিধন্য সাধু সুচরিত।
ব্রহ্মণ্য ভকত দোষ সব বিবর্জ্জিত ॥৬২
কহিবে এসব জনে এ ধর্ম্ম আচার।
ভক্তিপথে স্ত্রী শূদ্র ধরয়ে অধিকার ॥৬৩
ভক্তি পথে স্ত্রী শূদ্রে দিবে উপদেশ।
এসব জানিলে কিছু নাহি অবশেষ ॥৬৪
পান কৈলে অমৃত কিবা অন্যরসে কর্ম্ম।
এধর্ম্ম জানিলে কিবা জানিব অন্যধর্ম্ম ॥৬৫
জ্ঞানে কর্ম্ম ভক্তিযোগ কহিল সকল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বিধ ফল ॥৬৬
সর্ব্বধর্ম্ম তেজি জীব ভজিব যখনে।
সব নিবেদিব জীব আমার চরণে ॥৬৭
তখনে নির্ব্বাণ পদ জানিবে তাহার।
আমাকে লভিলে সেই ছাড়য়ে সংসার ॥৬৮

এতেক বচন যদি বলিল শ্রীহরি।
শুনিঞা উদ্ধব কহে কর যোড় করি ॥৬৯
প্রেমে কণ্ঠ রুদ্ধিল না ধরে কলেবর।
পুলকে পূরিল অঙ্গ না সরে উত্তর ॥৭০
ক্ষণে চিন্তা নিবারিঞা কৈল অবধান।
করযোড় করি শির করিঞা প্রণাম ॥৭১
দূরে গেল সব মোহময় অন্ধকার।
অভয় পদারবিন্দ নিকটে তোমার ॥৭২
শীতবায়ু বহে কিবা অগ্নি সন্নিধানে।
কভু কি অজ্ঞান রহে তোমা বিদ্যমানে ॥৭৩
ভৃত্য দেখি অনুগ্রহ কৈল এত বড়।
জ্ঞানদীপ প্রকাশিল পরম উজ্জ্বল ॥৭৪
তুমি হেন প্রভু নাথ জানিব যেজনে।
সে কেনে ভজিব অন্য তোম নাথ বিনে ॥৭৫
দূরে গেল দৃঢ় মোর মায়াময় জাল।
নিজ পরিজন গত মোহ অন্ধকার ॥৭৬
নমো নমো মহাযোগী প্রপন্নতারণ।
যোগেন্দ্র-মুনীন্দ্রবৃন্দবন্দিতচরণ ॥৭৭
হেন উপদেশ দিয়া বুঝাইলে মোরে।
নিরন্তর ভক্তি যেন রহে পদতলে ॥৭৮
প্রভু বলে উদ্ধব আমার বাণীধর।
বদরিকা আশ্রমে তুমি শীঘ্রগতি চল ॥৭৯
তথা গিয়া আমার চরণ-তীর্থজলে।
স্নান পান করিয়া সুস্থির কলেবরে ॥৮০
অশেষ কলুষ নাশ গঙ্গা দরশনে।
করিহ সুধীর চিত্ত স্নান ও মার্জ্জনে ॥৮১
বন ফল মূল মাত্র করিবে আহার।
সুখভোগ তেজিঞা পরিবে বৃক্ষছাল ॥৮২
শীতবায়ুর জনিত সব দুঃখ সহিয়া।
সুশীতল সংযত শান্ত সমাহিত হইয়া ॥৮৩
আমার শিক্ষিত ধর্ম্ম সতত ভাবিয়া।
জ্ঞান বিজ্ঞান যুত সমচিত্ত হইয় ॥৮৪
বুদ্ধি মন আমাতে করিহ নিয়োজিত।
সাধিঞা আপন ধর্ম্ম হৈঞা শুদ্ধচিত্ত ॥৮৫
তেজিঞা ত্রিগুণ গতি লভিবে আমারে।
বদরিকাশ্রমে চল তীর্থ মনোহরে ॥৮৬
আজ্ঞাশিরে ধরিঞা উদ্ধব মতিমান্।
প্রদক্ষিণ করি কৈল দণ্ড পরণাম ॥৮৭
কান্দিতে কান্দিতে তবে পড়িল চরণে।
পড়িল উদ্ধব নাহি বাহ্য অবধানে ॥৮৮
বিরহ কাতর হৈঞা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কহিতে না পারে কিছু বচন না স্ফুরে ॥৮৯
পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা দেন প্রভু ভগবান্।
উদ্ধবের নাহি কিছু বাহ্য অবধান ॥৯০
বিরহে কাতর হৈঞা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করে ॥৯১
উদ্ধব দুঃখিত দেখি বিরহ কাতর।
কৃপা করি দেন প্রভু পাদুকা যুগল ॥৯২
পুনরপি আজ্ঞা যদি দিলেন শ্রীহরি।
পুনরপি প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করি ॥৯৩
পাদুকা করিঞা মাথে আকুল হৃদয়।
ধীরে ধীরে চলিলা উদ্ধব মহাশয় ॥৯৪
হৃদয়-কমলে হরি করি আরোপণ।
চলিল উত্তরদিগে করিয়া রোদন ॥৯৫
মহাভাগবত ধীর বিরহকাতর।
চলিলা উত্তরদিগে মরমে বিহ্বল ॥৯৬
বদরিকাশ্রমে গিঞা হৈলা উপসন্ন।
কৃষ্ণ উপাসনা করে কৃষ্ণ আরাধন ॥৯৭
তপোযোগ সাধিঞা লভিল কৃষ্ণগতি।
জগতে বিস্তার কিছু স্থাপিল ভকতি ॥৯৮
লোক বুঝাইতে ধর্ম্ম উদ্ধব বুঝায়।
প্রভুর ইঙ্গিত কেবা বিচারিয়া পায় ॥৯৯
নিজ ভৃত্য হেতু বিগলিত জ্ঞানামৃত।
যেজন শুনয়ে কৃষ্ণ সুখে বিস্মিত ॥১০০
আনন্দ সাগরে ভক্তিরস সুধানিধি।
ভক্তি শ্রদ্ধা করি যেবা শুনে নিরবধি ॥১০১
ভবসাগরের পার হয় অনায়াসে।
জগতে নিস্তার পায় যায় স্বর্গবাসে ॥১০২
নিজ জন ভবভয় করিতে নিবার।
ভৃঙ্গবত প্রভু উদ্ধারিল বেদসার ॥১০৩
জ্ঞান বিজ্ঞানযুত ভক্তি সুধাসিন্ধু।
ভক্তিজল পিয়াইল নিজভৃত্য বন্ধু ॥১০৪
পুরুষ প্রধান সেই অনাদি নিধন।
সে নন্দনন্দনে রহু চরণে শরণ ॥১০৫

২৯শ অধ্যায় সমাপ্ত।

তবে রাজা জিজ্ঞাসিল, উদ্ধব চলিঞা গেল
প্রভু গেলা দ্বারকামণ্ডলে ।
কোন কর্ম্ম কৈলে আন, কালরূপী ভগবান্
বিস্তারিঞা কহিবে সকলে ॥১
তবে নিজ যদুকুলে, নিবসিঞা দ্বিজচ্ছলে,
হরে তবে যদুকলেবর ।
অশেষ মঙ্গলধাম, নন্দের নন্দন নাম
কিরূপে তেজিল কলেবর ॥২
অবলা নয়ানকোণে, যে অঙ্গ পুর লাগিলে
নিবারিঞা আনিতে না পারে ।
সাধুকুল শ্রুতিগণ, যদি হিত হয় পুন,
আর বিসর করিতে না পারে ॥৩
যার আভাকরি আর, বচন আনন্দকার,
সমর সুমতি সুরগণে ।
রথগত দরশন, শ্যামরূপ অনুক্ষণ,
হেন অঙ্গ তেজিল কি রণে ॥৪
বহুবিধ উৎপাত, উপগত দেখি তাত,
তবে হরি দৈবকীনন্দনে ।
স্বধর্ম্মসভায় বসি, কহিতে লাগিলা ঋষি
শুন রাজা কহিব কারণে ॥৫
ধূমকেতু সমাইল, উৎপত্তি উপজিল,
দেখ লোক সব যদুপুরে ।
এথা আর রহিতে, তিলেক নহে চিতে,
চল যাই প্রভাসে সত্বরে ॥৬
তীর্থজলে স্নান পান, বহুবিধ ধন দান,
তথা গিঞা কর উপবাস ।
বৃদ্ধ বাল্য যত থাকে, সত্বরে চলুক আগে,
ছাড় সভে দ্বারকার আশ ॥৭
নানা উপহার সাজি, দেব পিতৃগণ পূজি,
দ্বিজগণে করি নানা দান ।
মণি রজত কাঞ্চন, রথ গজ মহাধন,
গো ভূমি মন্দির পুরজনে ॥৮
এই সে বিধি উত্তম, সকল মঙ্গল ধাম,
দেব পিতৃ গো ব্রাহ্মণপূজা ।
অরিষ্ট খণ্ডন সিদ্ধি, দেব বিনিহিত বিধি,
ধন্য হউক দ্বারকার প্রজা ॥৯
এতেক শুনি বচন, বৃদ্ধ বাল্য যদুগণ,
ধন্য ধন্য করিঞা বাথানে ।

রথে আরোহণ করি, প্রভাসে চলিলা হরি,
পুণ্য তীর্থে করি স্নান পানে ॥১০
কৃষ্ণ উপদেশ ধরি, ব্রত উপবাস করি,
সর্ব্বকর্ম্ম কৈল সমাধান ।
ঈশ্বর আদেশ তবে, বিঘটিত যদু সবে
সবে মিলে মধু কৈল পান ॥১১
কৃষ্ণ মায়া বিমোহিত, যদুগণ মায়ামত্ত,
গালাগালি বাড়িল কন্দল ।
গদা খড়্গ মুদ্গরে, তোমর ধনুক শরে,
সিন্ধুতীরে তুমুল সমর ॥১২
রথিগণ যুঝে রথে, কেহ কেহ ভূমি পথে,
কেহ যুঝে তুরঙ্গ বাহনে ।
মুষল মুদ্গর শরে, হানাহানি ধীরে ধীরে
সমর বাজিল মহারণে ॥১৩
শাম্ব প্রদ্যুম্নে রণ, ক্রোধে ঘন গরজন,
ভোজ অক্রূরে করে কাটাকাটি ।
অনিরুদ্ধ সাত্যকি, সুমন্ত সংগ্রামে জিতি
দারুণ বাণের ছটাছটি ॥১৪
অন্যান্যে বাজিল রণ, মধুপানে বীরগণ,
এইখানে সব যদুগণে ।
মথুরার সুরসেন, মধুভোজ বৃষ্ণিগণ,
তার সঙ্গে যুঝে জনে জনে ॥১৫
পিতাপুত্রে মিত্রে মিত্রে, সুহৃদ সভাই গোত্রে,
শ্বশুর পিতৃব্য মণ্ডলে ।
হানাহানি কাটাকাটি, জ্ঞাতি জ্ঞাতি পরিপাটী
কেহ কার পিরীত না ধরে ॥১৬
ক্ষয় গেল সুরগণ, ক্ষমাইল শরাসন,
খড়্গ ধনু কৈল খণ্ড খণ্ড ।
এড়কা ছিণ্ডিয়া আনি, মধ্যে ২ টানাটানি,
বাজি গেল সমর প্রচণ্ড ॥১৭
অস্ত্র সব মহাধাম, মহাঘোর সংগ্রাম
মহাঘোর হইল বীরগণে ।
প্রভু নিবারিতে নারে, বেড়িঞা বিন্ধিল তারে
মদে মত্ত কোপে অচেতনে ॥১৮
যদুবর বলভদ্রে, বেড়িঞা বিন্ধিল তারে,
নিজপর নাহিক জ্ঞেয়ান ।
সব হৈল নিপাতে, এড়কা মুষ্টির ঘাতে,
তবে রণ হৈল সমাধান ॥১৯

কৃষ্ণমায়া বিমোহিত, ব্রহ্মশাপ উপগত,
পড়িল সকল বীরগণ।
ক্রোধে কুলক্ষয় করি, বাঁশে বাঁশে অগ্নিজ্বলি
যেন পোড়ে সব মহাবন ॥২০
কুলক্ষয় দিন হৈল, পৃথিবীর ভার গেল,
কালরূপে ভগবান্ হরে।
বলভদ্র নির্জ্জন তবে, নিজযোগ অবলম্বে,
তেজিল মনুষ্য অবতারে ॥২১
নিজরাম গেল ধাম, দেখিল বৈকুণ্ঠ ধাম,
বসিলা অশ্বথবৃক্ষমূলে।
নিজ নিজ প্রকটিত, চতুর্ভুজ বিরাজিত,
সূর্য্য কোটী যিনি কলেবরে ॥২২
নিজ আভা বিরাজিত, দশদিক্ প্রকাশিত,
শ্রীবৎসলক্ষণ ঘনশ্যাম।
তপ্তকাঞ্চনের যুত, পীতবাস বিরাজিত,
সকল মঙ্গল গুণধাম ॥২৩
সুন্দর সুধাধার, শ্বেতরক্ত কমল আর,
লাল কুণ্ডল বিলসিত।
নয়ন যুগল তার, মকরকুণ্ডল ভাল,
বিলসিত গণ্ডেতে শোভিত ॥২৪
কটীসূত্র ব্রহ্মসূত্র, কিরীট মণি অদ্ভুত,
কঙ্কণ হার অঙ্গুরি।
বনমালা বিলসিত, কৌস্তুভ বিরাজিত,
অস্ত্রগণ নিজমূর্ত্তি ধরি ॥২৫
তুলিয়া দক্ষিণ উরু, তাহাতে বসিলা বনমালী

* * *

জরানাম ব্যাধ আইল, অবশেষ মুষল নিল,
লোহার নির্ম্মিত শর ধরি ॥২৬
রাতুল চরণ দেখি, মৃগকর্ণ হেন দেখি,
সন্ধান পূরিল সেই শরে।
চতুর্ভুজরূপ দেখি, ভয়ে ব্যাকুল আঁখি,
পড়ি ব্যাধ প্রভু পদতলে ॥২৭
না জানিঞা মুঞি পাপী, হেন কৈল অপরাধি
কেমন কেমন মুঞি দুরাচার।
যার নামে স্মঙরণে, অজ্ঞান তিমির হানে,
সংসার সাগর হয় পার ॥২৮
আমি ছারু কি বলিব, সকল তোমার জীব,
ব্যাধজাতি পতিত বঞ্চিত।
সকালে মারহ মোরে, এভব পাতক হরে,
হেন কর্ম্ম না করি দুষ্কৃত ॥২৯
যার যোগ লীলাগত, না বুঝে বিরিঞ্চিত,
বেদ বিশারদ মুনিগণে।
তোমার মায়ায় নাথ, সকল লোক বিমোহিত,
মুঞি পাপী জানিব কেমনে ॥৩০
ব্যাধের বচন শুনি, কৃপা কৈল চক্রপাণি,
উঠ জরা পরিহর ভয়।
আমার ইঙ্গিত এহি, উঠ জরা আমি কহি,
স্বর্গে চলহ পুণ্যময় ॥৩১
ইচ্ছাকলেবর হরি, আজ্ঞা দিল কৃপা করি,
শিরে ধরি উঠিল সত্বরে।
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ, দণ্ডবত পরণাম,
দিব্যরথে গেল স্বর্গপুরে ॥৩২
জরা স্বর্গবাস গেল, দারুক সারথি আইল,
দিব্য গন্ধ বায়ু অনুসারে।
নিজপতি জ্যোতিমন্দ, অখিল জগতকান্ত,
দেখিল অশ্বত্থ তরুতলে ॥৩৩
প্রেমভাবে জরজর, বিগলিত কলেবর,
পড়ে দুই চরণ ধরিঞা।
হা কৃষ্ণ হা নাথ বলি, কান্দে লোটাইঞা ধূলি
কেন নাথ কর এত মায়া ॥৩৪
আজি আমি অন্ধাইনু, ঘোরতরে প্রবেশিনু,
দশদিক্ না দেখি নয়নে।
কি করিব কি বলিব, তোমা বিনে কেমনে জীব,
তুমি প্রভু প্রাণনাথ বিনে ॥৩৫
এইরূপে করে স্তুতি, দারুক সে মহামতি,
রথ লৈঞা উঠিল আকাশে।
ভূষণ বাহন যত, দেবগণ উপগত,
তবে আজ্ঞা দিল শ্রীনিবাসে ॥৩৬
তার পাছে অস্ত্রগণ, কৈল ধাম আরোহণ,
তবে আজ্ঞা দিল জনার্দ্দন।
চল সবে যদুপুরে, পুর পরিজন তারে,
জ্ঞাতি বন্ধু নিধন কারণ ॥৩৭
বলভদ্র গতে কথা, কহিয়া আমার দশা,
কেহ জানি রহে যদুপুরে।
আমি পরিহরি আসি, নিজপদে পরবেশি,
যদুপুরি মজিবে সাগরে ॥৩৮

পুর পরিজন লৈঞা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাইঞা,
অর্জ্জুনে রাখিঞা নিব সাথে।
তুমি জ্ঞানে নিষ্ঠা হৈয়, সর্ব্বধর্ম্ম উপেক্ষিয়,
থাকিয় আমার নিজ পথে ॥৩৯
জানিহ আমার মায়াতত্ত্ব, রচিত সব লোকমত
শান্ত হৈঞা চল নিঃশবদে।
প্রভুর যতেক বাণী, দারুক সারথি শুনি,
ভূমিতলে পড়ি প্রণিপাতে ॥৪০
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ, দণ্ডবত পরিণাম,
পদযুগ ধরি নিজ শিরে।
দেখি শোকে ব্যাকুল, চলিলা দ্বারকাপুর,
কান্দিতে কান্দিতে উচ্চৈঃস্বরে ॥৪১
ইতি ৩০শ অধ্যায় সমপ্ত ॥

তবে ব্রহ্মা কৈল সেবা, শিবাণী শঙ্করদেবা,
ইন্দ্র আদি গেল পিতৃগণ।
সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর, আর যক্ষ কিন্নর,
অহিপতি গুহ্যক চারণ।১
কৃষ্ণের গগন খেলা, দেখিব উৎসব লীলা
দেবগণ আইল হরিষে।
রথের উপরে রথ, যুড়িল আকাশ পথ
ক্ষিতিতলে কুসুম বরিষে ॥২
কেহ স্তুতি কীর্ত্তন, কেহ অদ্ভুত কথন,
কোন দেব পুষ্প বরিষে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেবে, আনন্দে মঙ্গল সেবে
গান স্তুতি আথিত্য বিশেষে ॥৩
ভক্তিযুত সুরগণ, পদ্ম পত্র বিলোচন,
দেখিঞা চিন্তিল মনে মনে।
যার যার নিজপুরে, আমাকে নিবার তরে
সব দেব কৈল আগমনে ॥৪
আমি হেন কর্ম্ম কৈল, লিখিতে ত না পারিল
দেখাইব সমাধি লক্ষণে।
এতেক বচন বলি, সমাধি ধারণা করি
রহে প্রভু মুদিত নয়নে ॥৫
আপনে আপনে জানে, যোগ করি যোগাসনে
দেখাইলে ব্রহ্মা দেবগণে।
ধারণা আগুলি জানি, দেখাইল শ্রীহরি
নিজরূপে গেলা নিজবামে ॥৬

লোকের আশ্রয়গতি, জ্ঞান ধারণা স্তুতি,
অশেষ মঙ্গল গুণগানে।
* * * *
* * * *৭
দহিল সকল দেহে, তেকারণে তনুসহে
অচ্যুত অচ্যুতপুরে গেলা।
দুন্দুভি বাজনা বাজে, সুরবধূগণ নাচে,
পুষ্পবরিষণ দিব্যমালা ॥৮
সুরবধূগণ বলে, এই পথে হরি চলে,
আমি সব পূজিব চরণে।
বিবিধ উৎসব করি, চলিলাত দেবপুরী
কৃষ্ণ সঙ্গে আনন্দে দেবগণে ॥৯
কোনপথে গেলা শ্রীপতি, কেহ না বুঝিল মতি
যেন মেঘে বিজুলি সঞ্চার।
ব্রহ্মাভব আদি দেব, নিজ নিজ পুরে গেল
হৃদয়ে লাগিল চমৎকার ॥১০
আছুক প্রভুর কথা, জীবের জীবন যথা,
মৃত্যু সেই মায়াগতি হয়।
নিজপুরে গেলা হরি, কেহ না বুঝিল গতি
বৈকুণ্ঠ ভুবনে গিঞা রয় ॥১১
আপনে সৃজয়ে হরি, আপনে প্রবেশ করি
আপনা মহিমা বলে রয়।
* * * *
* * * *১২
দেখ রাজা পরীক্ষিত, যে আনিল গুরুসুত
যমলোকে গত চিরকাল।
ব্রহ্ম অস্ত্রে দগ্ধ তুমি, গর্ভে রাখে চক্রপাণি
সে কি হয় নর অবতার ॥১৩
অন্তকের অন্তকারী, প্রলয় পালন হরি,
হেন হরি লীলা সম্বরে।
জরাব্যাধ অপরাধ, সকল ক্ষমিল তার
প্রভুদেহ পাইল নিজপুরে ॥১৪
সেই প্রভু নিজ মূর্ত্তি, রাখিতে নহিল শক্তি,
হেন কিছু মতি মনে লয়।
সৃষ্টি প্রলয় লীলা, ইচ্ছামাত্র যার খেলা,
তাতে কুপণ্ডিত বিপর্য্যয় ॥১৫
যদ্যপি প্রকৃতপর, অশেষ শকতি ধর,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারণ।

কুলসংহার করিঞা, নিবারিল তথা গিঞা,
আর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥১৬
তে কারণে মর্ত্ত্যলোক, তেজি নিজ নিজশোক,
নিজপুরে করিল প্রবেশ।
দেখাইল দিব্যগতি, সুরগণে সুরপতি,
নাট্যলীলা কৈল হৃষীকেশ ॥১৭
উঠিয়া প্রভাতকালে, শ্রবণ কীর্ত্তন করে,
ভক্তিভাবে করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণের অদ্ভুত গতি, সে হব নির্ম্মল মতি,
বিষ্ণুপদে করে আরোহণ ।১৮
দারুক সারথি তবে, দ্বারকা মণ্ডলে যাবে,
বসুদেব উগ্রসেন আগে।
পড়িল চরণে ধরি, আর্ত্তনাদ বহু করি,
কহিক সকল কথা ভাগে ॥১৯
শুনিল দারুক মুখে, সর্ব্বপুরজন শোকে,
মূর্চ্ছিত হইল অচেতন।
তুলিতে চলিল লোক, বিবশবিন্ধনে শোক,
যথা যদুকুলবিনাশন ॥১৯

* * * * *
* * *

আখি মুখ শিরটানি, কান্দে সব রাজরাণী,
ভূমিতে লোটাঞা সর্ব্বজন ॥২০

* * * * *
* * *

বসুদেব দৈবকী, রোহিণী আর সব সখী,
কান্দে রামকৃষ্ণ না দেখিঞা ॥২১
পত্নীগণ পতিসঙ্গ, চিতার উপরে অঙ্গ,
ভুজপাশে দিঞা আলিঙ্গনে।
নিজ নিজ তনু ছাড়ি, চলিলা বৈকুণ্ঠপুরী,
প্রবেশিল দীপ্ত হুতাশনে ।২২
কৃষ্ণ পত্নী অষ্টজনে, প্রবেশিল হুতাশনে,
বিদর্ভদুহিতা আদি করি।
অর্জ্জুন চিন্তিঞা মনে, কৃষ্ণগীতা শ্লোকরণে,
শান্ত হৈল কৃষ্ণে মন ধরি ॥২৩

* * * * *
* * *

যত যত বন্ধুজন, পিণ্ডদান করি তর্পণ,
অগ্নিকার্য্য করে একে একে ॥২৪
কৃষ্ণ গেলা পরিহরি, সমুদ্রে দ্বারকাপুরী,
মজিল দেখিতে সর্ব্বজনে।
কৃষ্ণের দেউল ছাড়ি, মজিল সকল পুরী,
যাতে হরি নিত্য সন্নিধানে ॥২৫

* * * * *
* * * *

শুনিলে দুরিত হরে, ধন্য পুণ্য পাপতরে,
সর্ব্বগুণ মঙ্গল বিধানে ॥২৬
বজ্রমাথে ছত্রধরি, রাজ অভিষেক করি,
বৃদ্ধ বাল্য স্ত্রীগণ লৈঞা।
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ দেশে, অর্জ্জুন চলিলা শেষে,
দুঃখ শোক হতমতি হৈঞা ॥২৭
সব পিতামহগণে, কথা কহেন অর্জ্জুনে,
মৃত্যুবার্ত্তা সব বিবরণ।
তুমি বংশধর রাজা, রাজাভোগে পাল প্রজা,
তবে কৈল স্বর্গে আরোহণ ॥২৮
এ সব কৃষ্ণের লীলা, বিহার চরিত্র খেলা,
শ্রবণ কীর্ত্তন যেবা করে।
ত্রিভুবনে সেই ধন্য, ব্রহ্মাদি দেবের মান্য,
কৃষ্ণময় হৈঞা সেই চলে ॥২৯
হেলায় প্রসঙ্গ সঙ্গে, যদি বসে লয়ে রঙ্গে,
কৃষ্ণের মহিমাগুণ গায়।
পাপাচারযুত কিবা, অশেষ দুরিত কিবা,
সেই পাপ পরিত্রাণ পায় ॥৩০
জন্ম কর্ম্ম যেবা শুনে, ধন্য জনে কৃষ্ণ জানে,
কৃষ্ণলভে হৈঞা কৃষ্ণময়।
যথা তথা যেবা নরে, শ্রবণ কীর্ত্তন করে,
নারায়ণে শুদ্ধ ভক্তি হয় ॥৩১
একাদশ ভাগবত, কৃষ্ণগুণ সমুদিত,
কহিল সকল অনুবন্ধে।
শ্রীরঘুনাথ পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ নিয়োজিত,
শ্রীচৈতন্য চরণারবিন্দে ॥৩২
ইতি একাদশস্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণী সম্পূর্ণ ॥

মুনি বলে শুন রাজা কহিব দ্বাদশ।
ভবিষ্য কহিব যাতে কৃষ্ণগুণ যশ ॥১
পুরঞ্জয় রাজা হৈব ক্ষিতিতলে।
পুত্র হৈঞা জনমিব বৃহদ্রথ-ঘরে ॥২

তার মন্ত্রী শুনক মারিব তাখে বনে।
আপনা পুত্রকে রাজা করিব আপনে ॥৩
প্রদ্যোত তাহার নাম বসিব আসনে।
তাহার পুত্র জনমিব বিশাখযূপ নামে ॥৪
রাজক তার পুত্র হইব ক্ষিতীশ্বর।
নন্দিবর্দ্ধন তার পুত্র মহাধনুর্দ্ধর ॥৫
এই পঞ্চ প্রদ্যোত তনয় হৈব ক্ষিতিতলে।
একশত আটত্রিশ বর্ষ অভ্যন্তরে ॥৬
তবে আর রাজা হৈব শিশুনাগ নাম।
তার পুত্র জনমিব কাকবর্ণ বলবান্ ॥৭
ক্ষেমধর্ম্ম তার পুত্র ক্ষেত্রধর্ম্ম হৈব।
ক্ষেত্রজ্ঞ তাহার পুত্র পৃথিবী শাসিব ॥৮
বিধিসার তার পুত্র জাতুকর্ণনাম।
তার পুত্র জনমিব দর্ভক বলবান্ ॥৯
তার পুত্র অজয় হয় তার নন্দিবর্দ্ধন।
আজেয় কুমার তার লভিব জনম ॥১০
মহানন্দি তার পুত্র অতি জ্ঞানবান্।
শিশুনাগ বংশে রাজা হইবে উৎপন্ন ॥১১
তিন শত ষাটি বৎসর পরমাণ।
পৃথিবী ভুঞ্জিব তারা মহাবলবান্ ॥১২
মহানন্দির সুত হৈব বৃষলীর উদরে।
মহাপদ্ম পতিনাম ধরিব সংসারে ॥১৩
নন্দ নামে হৈব তার পুত্র মহাজন।
সেই হইতে শূদ্ররাজা হইব উৎপন্ন ॥১৪
মহানন্দি রাজা হৈব দ্বিতীয় ভাস্কর।
একছত্র পৃথিবী শাসিব মহাবলবান্ ॥১৫
সুমাল্য প্রধান তার হয় অষ্ট কুমার।
শতেক বৎসর হৈব রাজ্য অধিকার ॥১৬
নবদণ্ড রাজা হৈব দ্বিজপরায়ণ।
একবিপ্রে উদ্ধারিঞা করিব পালন ॥১৭
সভার অভাবে রাজ্য পাইব মৌর্য্যগণে।
চন্দ্রগুপ্ত রাজা সেই করিব ব্রাহ্মণে ॥১৮
তার পুত্র বারিসার হৈব ক্ষিতিপাল।
অশোকবর্দ্ধন তার জন্মিব কুমারে ॥১৯
সুযশা তনয় তার সঙ্গত তনয়।
শালিশুক তার পুত্র হৈব মহাশয় ॥২০
সোমশর্ম্মা তার সুত শতধন্বা নাম।
তার পুত্র বৃহদ্রথ হৈব বলবান্ ॥২১
দশমৌর্য্য হৈব রাজা মেদিনীমণ্ডলে।
একশত সাতত্রিশ বৎসর ভিতরে ॥২২
অগ্নিমিত্র তার পুত্র সুজ্যেষ্ঠ তনয়।
বসুমিত্র ভদ্রক পুলিন্দ মহাশয় ॥২৩
তার সুত ঘোষ তার বজ্রমিত্র সুত।
তার সুত ভাগবত মহাবলযুত ॥২৪
দশ শুঙ্গ রাজা হৈব মহাবলবান্।
দশোত্তর একশত বৎসর প্রমাণ ॥২৫
তবে কণ্ববংশে রাজা হৈব গুণহীন।
কলিযুগে পৃথিবী ভুঞ্জিব কথদিন ॥২৬
শুঙ্গবংশে কামি রাজা দেবভূতি নামে।
কণ্বামাত্য মহাবলি বধিব সংগ্রামে ॥২৭
আপনে করিব রাজ্য বসুদেব নাম।
তার পুত্র ভূমিমিত্র জন্মিব বলবান্ ॥২৮
তার পুত্র নারায়ণ হৈব নরেশ্বর।
তিনশত পঞ্চাধিক চল্লিশ বৎবর ॥২৯
কণ্ববংশে পৃথিবী পালিব কলিকালে।
তারপুত্র বৃষল জন্মিব ক্ষিতিতলে ॥৩০
সুশর্ম্মা বধিয়া রাজা হৈব অন্ধ্রজাতি।
কতকাল রাজ্যভোগ করিব দুর্ম্মতি ॥৩১
কৃষ্ণনাম তার ভাই বসিব আসনে।
তার পুত্র জন্মিব শ্রীশাতকর্ণ নামে ॥৩২
তার পুত্র পৌর্ণমাস হৈব ক্ষিতীশ্বর।
তারপুত্র রাজা হৈব নাম লম্বোদর ॥৩৩
তার পুত্র চিবিলক হৈব নরপতি।
তার পুত্র রাজা হৈব নামে মেঘস্বাতি ॥৩৪
* * * *
তারপুত্র রাজা হৈব নামে দৃঢ়মতি ॥৩৫
তারপুত্র জন্মিব অনিষ্টকর্ম্মা নাম।
হালেয় তনয় তার পুরীষ তাহার নাম ॥৩৬
জনমিব তার পুরে যতেক কুমার।
* * * * ৩৭
তারপুত্র রাজা হইবে নামে সুনন্দন।
চকোর তনয় তার বটুক নন্দন ॥৩৮
শিবস্বতী পুত্র তার অরিন্দম নাম।
তাহার গোমতী পুত্র তার পুরীনাম ॥৩৯
মেদশিরা পুত্র তার শিবস্কন্দ হইব।
যজ্ঞশ্রী তাহার সুত বিজয় জন্মিব ॥৪০

অন্ধ্রবংশ শূদ্রজাতি ত্রিংশ ক্ষিতিশ্বর।
ছয়পঞ্চাশত চারিশতেক বৎসর ॥৪১
পৃথিবী ভুঞ্জিব তারা নিজ ভুজবলে।
সাত আভীর বীর হৈব তাহার অন্তরে ॥৪২
জন্মিব গর্দ্দভকুলে দশ নরপতি।
তবে আর ষোড়শ জন্মিব কঙ্ক জাতি ॥৪৩
তবে অষ্ট যবন জন্মিব ক্ষিতিতলে।
চতুর্দ্দশ তুরুষ্কক তাহার অন্তরে ॥৪৪
তবে দশ মুরুণ্ড পৃথিবীপতি হৈব।
তবে একাদশ মৌন্য এ মহী ভুঞ্জিব ॥৪৫
নয় অধিক নব্বই বৎসর দশশত।
সভেই পৃথিবী ভোগ করিব তাবত ॥৪৬
একাদশ মৌল তবে হইব আবরার।
তিনশত বৎসর করিব অধিকার ॥৪৭
তবে কিলকিলা নামে আছে একপুরি।
তাতে ভূতনন্দ রাজা হৈব অধিকারী ॥৪৮
তবে রাজা অঙ্গ শিশুনন্দি তার পাছে।
তবে যশোনন্দী প্রবীরক তার শেষে ॥৪৯
ছয়াধিক একশত বৎসর প্রমাণ।
এ সব করিব রাজ্য মহাবলবান্ ॥৫০
তা সভার ত্রয়োদশ জন্মিব কুমার।
তবে হৈব বাহ্লিকের রাজা অধিকার ॥৫১
তবে পুষ্পমিত্র হৈব ক্ষত্রিয় কুমার।
দুর্মিত্র পাইব তবে রাজ্য অধিকার ॥৫২
এক কালে এসব নৃপতিগণ হৈব।
সপ্ত অন্ধ্র সপ্ত কোশল জনমিব ॥৫৩
জন্মিব বিদূরপতি তাহার অন্তরে।
তবে কত রাজা হৈব নিষধের কুলে ॥৫৪
মগধ বংশের হৈব বিশ্বস্ফূর্জ্জি নাম।
তবে পুরঞ্জয় রাজা হৈব বলবান্ ॥৫৫
আন বর্ণ করিয়া স্থাপিব আন জাতি।
ইহ মাত্র পুলিন্দ করিব মন্দমতি ॥৫৬
নিজরাজ্য তেজিয়া স্থাপিব আনস্থান।
পদ্মাবতী নামে পুরি করিয়া নির্ম্মাণ ॥৫৭
প্রয়াগ অবধি ভাগীরথী সন্নিধান।
তথা রহি পৃথিবী ভুঞ্জিব বলবান্ ॥৫৮
সে রাজা অরুণা রাজা হৈব তার শেষে।
অর্জ্জুন নামের রাজা হৈব তার পাছে ॥৫৯

তবে শূর অভীর নৃপতিগণ হৈব।
শূদ্রবৃত্তি হৈয়া বিপ্র কেবল বর্ত্তিব ॥৬০
শূদ্র প্রায় হইয়া সিন্ধুতীরে হৈব বাস।
চন্দ্রভাগা কুন্তি দেশ কাশ্মীর নিবাস ॥৬১
শূদ্রজাতি রাজা হব পতিত ব্রাহ্মণ।
কোন রাজ্যে ম্লেচ্ছ কোন রাজ্যে হীনজন ॥৬২
প্রায় ম্লেচ্ছ রাজা হব দুষ্ট কলিকালে।
অসত্য অধর্ম্ম মাত্র জানিব সংসারে ॥৬৩
অল্পদাতা তীব্রক্রোধ হৈব নৃপগণ।
পরদারা পরধন লঙ্ঘন কারণ ॥৬৪
স্ত্রীবধে গো ব্রাহ্মণ বধিব পরাণে।
অল্পধন অল্প সত্ত্ব হইব সর্ব্বজনে ॥৬৫
অল্প পরমায়ু হৈব নিন্দিত আচার।
কুলকর্ম্মহীন দেহ গেহ অহঙ্কার ॥৬৬
রজোগুণে তমোগুণে সবে ব্যাপিত।
ক্ষত্রি বেশে ম্লেচ্ছরাজ করিব নিন্দিত ॥৬৭
প্রজাক্ষয় করিব ভক্ষিব সর্ব্বজন।
অন্যায়ে সকল লোক করিব লঙ্ঘন ॥৬৮
দুষ্টরাজা দেখি প্রজা হৈব দুষ্টাচার।
সেই ধর্ম্ম লইব সেই শীল ব্যবহার।৬৯
এই রূপে কলিযুগে হৈব প্রজাক্ষয়।
কৃষ্ণকথা আলাপনে সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥৭০

১ম অধ্যায় সমাপ্ত।

তবে বলি সত্য শৌচ ক্ষমা দয়া ধর্ম্ম।
দিনে দিনে টুটিবে সকল কুলকর্ম্ম ॥১
বিত্তমাত্র সুধর্ম্ম আচার গুণ ধরে।
বিত্তমাত্র সর্ব্বলোক পূজিব সংসারে ॥২
ন্যায় ব্যবস্থায় বল কেবল কারণ।
কর্ম্ম ব্যবহার মাত্র মায়া প্রতারণ ॥৩
স্ত্রী পুরুষের মাত্র রতি প্রয়োজন।
যজ্ঞসূত্র মাত্র সভে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ॥৪
অন্যায় কুবৃত্তি মাত্র চাপল্য ভাষণ।
এই সব গুণে ধরি পাণ্ডিত্য লক্ষণ ॥৫
দম্ভ মাত্র সাধুধর্ম্ম নিত্য অঙ্গীকার।
স্নান মাত্র কেবল দেহের পরিষ্কার ॥৬
দূরে জলাশয় দেখি হৈব তীর্থ জ্ঞান।
উদর ভরণ মাত্র পুরুষের মান ॥৭

কুটুম্ব ভরণ মাত্র কেবল দক্ষতা।
যশহেতু ধর্ম্মসেবা কেবল মূর্খতা ॥৮
এই রূপে দুষ্টপ্রজা পূরিব সংসারে।
বল বড় সেই রাজা হৈব ক্ষিতিতলে ॥৯
লোভী রাজা দস্যুপ্রায় কপটী নির্দ্দয়।
ধন দারা হরিব করিব প্রজাক্ষয় ॥১০
বন গিরি গহ্বরে করিব পরবেশ।
শাক মূল ফল পত্র আহার বিশেষ ॥১১
কর-পীড়া অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ পীড়িত।
শীত বাত আদি নানা সন্তাপ তাপিত ॥১২
ক্ষুধা তৃষ্ণা নানা ব্যাধি দুঃখ শোকভয়।
সর্ব্ব ঠাঞি ব্যাকুল চিন্তা অতিশয় ॥১৩
পরমায়ু বিশ কিংবা ত্রিশ বৎসর।
নানা উৎপাতে লোক সতত বিকল ॥১৪
কলিযুগে হৈব ধর্ম্ম পাষণ্ড প্রচুর।
দস্যুপ্রায় রাজা হৈব নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ॥১৫
কলিযুগে বেদপথ সব যাইব নাশ।
চুরি মিথ্যা ব্যর্থ হিংসা কুসঙ্গ বিলাস ॥১৬
শূদ্রপ্রায় বিপ্র ছাগ প্রায় ধেনুগণ।
তৃণপ্রায় বৃক্ষ গৃহ প্রায় বনাশ্রম ॥১৭
বিদ্যুত সমান মেঘ শূন্য প্রায় ঘর।
গর্দ্দভ সমান লোক শূন্য কলেবর ॥১৮
এইরূপে হৈব যদি কলি যুগ শেষ।
অবতার করিব আপনে হৃষীকেশ ॥১৯
ধর্ম্ম পরিত্রাণ হেতু দুষ্ট বিনাশিতে।
আপনে আসিয়া হরি জন্মিব সাক্ষাতে ॥২০
জন্মিব শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশার ঘরে।
দ্বিজপুত্র হৈব হরি কল্কি অবতারে ॥২১
অশ্ব আরোহণ করি বায়ুবেগে গতি।
খড়্গ ধরি চকিতে চলিব সুরপতি ॥২২
এক অশ্বে করিব পৃথিবী পর্য্যটন।
কোটী কোটী ম্লেচ্ছ কাটি করিব নিধন ॥২৩
দস্যুগণ পলাইব ধরি নৃপবেশ।
কাটিয়া সকল সংহারিব হৃষীকেশ ॥২৪
দস্যু বিনাশিব যদি কল্কি সুরপতি।
তবে সর্ব্বলোক হৈব নিরমল মতি ॥২৫
কল্কি অঙ্গ পুণ্য গন্ধ বারি পরশনে।
পুণ্যযুত শুদ্ধচিত্ত হৈব সর্ব্বজনে ॥২৬

ধর্ম্মপতি প্রভু ধর্ম্ম করিতে পালন।
কল্কি রূপে অবতার করিব যখন ॥২৭
সত্যযুগ সেই ক্ষণে হৈব সত্যময়।
সত্যযুত সর্ব্বলোক হৈব শুদ্ধাশয় ॥২৮
পৃথিবী তেজিয়া কৃষ্ণ চলিলা যখনে।
দুষ্টকলি পরবেশ কৈল সেইক্ষণে ॥২৯
যাবত পদারবৃন্দে ধরণী পরশি।
আপনে আছিলা রমাপতি গুণরাশি ॥৩০
তাবত না ছিল দুষ্টকলি পরাক্রম।
উদ্দেশে কহিল কিছু ভবিষ্য লক্ষণ ॥৩১
হৈল হৈব যত রাজা আছে বিদ্যমান।
তা সভার কৈল গুণ চরিত্র বাখান ॥৩২
চন্দ্রবংশে সূর্য্যবংশে যত দণ্ডধর।
তা সভার গুণকর্ম্ম কহিব সকল ॥৩৩
কথামাত্র অবশেষে রহিল সংসারে।
কীর্ত্তিমাত্র কেবল থাকিল ক্ষিতিতলে ॥৩৪
সূর্য্যবংশে মরুনাম সন্ততি কারণে।
চন্দ্রবংশে থাকিব দেবাপি হেন নামে ॥৩৫
যোগবলে রহিব দোহার কলেবর।
থাকিবে কলাপ গ্রামে দুই বংশধর ॥৩৬
কলিযুগে অন্তে নারায়ণ আজ্ঞাপাঞা।
ধর্ম্ম প্রচারিব সবে পূর্ব্ববত হইয়া ॥৩৭
এইরূপে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি।
এইরূপে পুনঃ পুনঃ হয় যুগ চারি ॥৩৮
কহিল তোমারে রাজা যত নৃপগণ।
অতুল সম্পদ মহাবল পরাক্রম ॥৩৯
ভূমিতে মর্ত্ততা করি তেজি কলেবরে।
সভার নিধন হৈল এই মহীতলে ॥৪০
কৃমি বিষ্ঠা ভস্ম হয় রাজকলেবর।
কি কারণে গর্ব্বকরে মতিহীন নর ॥৪১
দেহের কারণে পর প্রাণ বধ করে।
সবে প্রয়োজন মাত্র নরকে সঞ্চারে ॥৪২
আমার পূরব কত পুরুষ সাশিল।
এ ভূমির কারণে সকল গোষ্ঠী মৈল ॥৪৩
আছিল আমার পিতৃ পিতামহগণ।
তা সভা মৈল এই ভূমির কারণ ॥৪৪
সংপ্রতি সকল ভূমি এখনে আমার।
পূর্ব্ব হইতে আমার বংশের অধিকার ॥৪৫

পুত্র পৌত্র আমারি ভুঞ্জিব বসুমতী ।
এই বলি মরিল কত কত ক্ষিতিপতি ॥৪৬
মাটির নির্ম্মিত ভাণ্ড তুল্য কলেবর ।
ইহার লাগিয়া কত কত দণ্ডধর ॥৪৭
মোর মোর করিতে সকল তেজি গেল ।
কালে সব সংহারিল কথা মাত্র রৈল ॥৪৮
ভাগবত সুধা রস অপূর্ব্ব কাহিনী ।
পদবন্ধে কহি কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ॥৪৯
ইতি ২য় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

মুনি বলে শুন রাজা বিচিত্র কথন ।
পৃথিবী শাসিয়া বাহুবলে নৃপগণ ॥১
* * * আমার কারণে ।
অন্যোন্যে যুঝিয়া ব্যর্থ মরে অভিমানে ॥২
ধরণী হাসিয়া বলে অহো দেবমায়া ।
* * ভাণ্ড নরদেহ পাইয়া ॥৩
আছুক অন্যের কাজ পরম পণ্ডিত ।
বাজ অভিমানে সেহ কামে বিমোহিত ॥৪
ফেণের সমান দেহ তড়িত চঞ্চল ।
তারে বশে আশা করে মুক্তি নরেশ্বর ॥৫
প্রথমে জিনিব আমি বাজমন্ত্রিগণ ।
পাত্র সামন্ত জিনিব পুরজন ॥৬
তবে মত্ত মাতঙ্গ জিনিব সব সেনা ।
তবে রাজা জিনি রাজপুরে দিব হানা ॥৭
ধরণীর শেষ সীমা সাগর পর্য্যন্ত ।
এই আশা বন্ধ করে কার্য্য অনুবন্ধ ॥৮
নিকটে না দেখি যম কামে অচেতন ।
পৃথিবী হাসিয়া বলে অহো বিড়ম্বন ॥৯
আমাকে জিনিয়া করে সাগরে প্রবেশ ।
ইহ লোকে পরিশ্রম পরলোকে ক্লেশ ॥১০
আমাকে তেজিয়া মনু মনুপুত্রগণ ।
কত কত গেল রাজা তেজিয়া জীবন ॥১১
বাপে পুত্রে হানাহানি আমারি কারণে ।
অন্যে অন্যে যুঝি মরে ভাই বন্ধুগণে ॥১২
আমি রাজা আমার সকল ভূমিখণ্ড ।
সাগর পর্য্যন্ত ফিরে পরচণ্ড দণ্ড ॥১৩
এই বলি নৃপগণ মরে অভিমানে ।
আমার কারণে মরে যুঝিয়া সংগ্রামে ॥১৪
পৃথু গয় পুরূরবা নহুষ ভরত ।
মান্ধাতা সগর তৃণবিন্দু ভগীরথ ॥১৫
খট্টাঙ্গ অর্জ্জুন নৃগ গাধি নরপতি ।
নৈষধ শন্তনু আর যযাতি শর্য্যাতি ॥১৬
হিরণ্যকশিপু বৃত্র নমুচি শম্বর ।
নরক রাবণ বাণ তারক ঈশ্বর ॥১৭
আর যত দৈত্যগণ নৃপতি মণ্ডলে ।
সর্ব্বজিৎ সর্ব্ববিৎ সরিল সকলে ॥১৮
আমাতে মমতা করি মর্ত্ত্য কলেবরে ।
কথামাত্র অবশেষ সংহারিল কালে ॥১৯
মহাজনগণ কথা কহিল তোমারে ।
যশ বিস্তারিয়া তারা গেল ক্ষিতিতলে ॥২০
বৈরাগ্য অজ্ঞান হেতু তা সভার কথা ।
কহিল তোমারে ন তু পরমার্থ সাঁচা ॥২১
যে কৃষ্ণপদারবৃন্দে ভক্তি বাঞ্ছা করে ।
সে যেন গোবিন্দগুণ শুনে নিরন্তরে ॥২২
ব্রহ্মা ভব সনকাদি নিরবধি গায় ।
হেন কৃষ্ণগুণ কথা শুনিব সদায় ॥২৩
তবে বিষ্ণুরাত রাজা মুনির চরণে ।
এই সব জিজ্ঞাসিল বিনয় বিধানে ॥২৪
কলিদোষ বিনাশিতে কেমনে উপায় ।
কোন পরকারে কলিদোষ দূরে যায় ॥২৫
লোকহিত হেতু গুরুর উপদেশ ।
চারি যুগ যুগধর্ম্ম কহিব বিশেষ ॥২৬
কালগতি কল্প পরলয় পরমাণ ।
মুনি বলে শুন রাজা কর অবধান ॥২৭
সত্য যুগে ধর্ম্ম চারি চরণে আছিল ।
সত্য দান দয়া তপ চারি পদ হৈল ॥২৮
সন্তুষ্ট শান্ত দান্ত ক্ষমা দয়াপর ।
সমদৃষ্টি আত্মারাম শ্রমণ সকল ॥২৯
সত্যযুগে ধর্ম্মজনে ধর্ম্মরক্ষা কৈল ।
ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম একপদ হীন হৈল ॥৩০
দান, ব্রত তপোযোগ কর্ম্মপরায়ণ ।
সর্ব্ব বর্ণ পুণ্যযুক্ত আছিল তখন ॥৩১
দুইপদ ধর্ম্ম মাত্র হইব দ্বাপর যুগে ।
দয়া দান তপ সত্য হৈব আধ ভাগে ॥৩২
মহাগুণ শীল যশ ধর্ম্মপরায়ণ ।
হৃষ্ট পুষ্ট ধনযুক্ত হৈব সর্ব্বজন ॥৩৩

এক পদ ধর্ম্ম মাত্র হৈব কলিকালে।
অসত্য কপট লোভে পূরিব সংসারে ॥৩৪
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর দুরাচার সর্ব্বজন।
দুর্ভাগ্য দরিদ্র দম্ভ ক্রোধ পরায়ণ ॥৩৫
সত্ব রজ তমোগুণে জনিত বিকার।
কালধর্ম্ম বিগলিত মতি দুরাচার ॥৩৬
বুদ্ধিমান সত্বগুণে বাড়িব যখনে।
যখনে জন্মিব মতি তপোযোগ জ্ঞানে ॥৩৭
তখনে জানিবে সত্যযুগ উৎপন্ন।
কাম্য কর্ম্মে রত যদি রাজস লক্ষণ ॥৩৮
তখনে জানিবে ত্রেতা যুগের উদয়।
শুনহ দ্বাপর যুগ লক্ষণ নির্ণয় ॥৩৯
মদ মান দম্ভ হিংসা লোভ অসন্তোষ।
তখন জীবের এই দেখি নানা দোষ ॥৪০
তখনে জানিবে রজ তমোগুণ দ্বাপর।
কলিযুগ লক্ষণ কহিব নরেশ্বর ॥৪১
নিদ্রা তন্দ্রা হিংসা মায়া অসত্য বিষাদ।
শোক মোহ এসব যখনে পরমাদ ॥৪২
তখনে জানিবে কলি তামস প্রধান।
গুণ ভেদ কহি চারি যুগ পরমাণ ॥৪৩
ক্ষুদ্র দৃষ্টি ক্ষুদ্র ভোগ্য বিস্তার আহার।
ধনহীন মহাকামী নিন্দিত আচার ॥৪৪
সতী কুলবতী নারী হৈব দুশ্চারিণী।
পাষণ্ড দুঃশীল বেদপথ বেদবানী ॥৪৫
প্রজাভক্ষ্য রাজা ধন দারা অপহারী।
ব্রহ্মচর্য্য বিহীন হইব ব্রহ্মচারী ॥৪৬
দ্বিজগণ হৈব শিশ্নোদর পরায়ণ।
লোলুপ সন্ন্যাসী বহু কুটুম্ব সঙ্গম ॥৪৭
বাণপ্রস্থ হৈব গ্রামবাসী মন্দাচার।
হাস্যকার হৈব সর্ব্বলোক মহামার ॥৪৮
কুলবতী কপটিনী কুবাক্য ভাষিণী।
নানা মায়া উচ্চহাস বিবাদকারিণী ৪৯
কপটি কিংবট লোক হৈব কূটকারী।
করিব নিন্দিত বৃত্তি কুলধর্ম্ম ছাড়ি ॥৫০
নির্দ্ধন দেখিয়া পতি তেজিব কিঙ্করে।
দুর্গতি দেখিয়া ভৃত্য ছাড়িব ঈশ্বরে ॥৫১
পিতা মাতা ভাই বন্ধু জ্ঞাতি পরিজন।
সকলে তেজিব নারী সুরতি কারণ ॥৫২
দীন হীন স্ত্রীজিত হৈব কলিকালে।
শূদ্রে প্রতিগ্রহ লৈব তপস্যার ছলে ॥৫৩
সভাতে কহিব ধর্ম্ম অধার্ম্মিক জনে।
বসিব অধিক হইয়া উত্তম আসনে ॥৫৪
পরপীড়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত অতিশয়।
অনাবৃষ্টি দুঃখ শোক আকুল হৃদয় ॥৫৫
অন্ন পান বসন শয়ন বিবর্জিত।
পিশাচ সম্মানহীন দেখিতে কুৎসিত ॥৫৬
কিঞ্চিত কারণে লোক তেজিব জীবন।
অল্পধন কাড়ি লৈব বধি বন্ধুগণ ॥৫৭
বাপে পুত্রে তেজিব তেজিব পুত্রে পিতা।
পতি কুলবতী ভার্য্যা পুত্রে বৃদ্ধমাতা ॥৫৮
কলিযুগে হীন দীন হৈব সর্ব্বনর।
তেজিব সকল কর্ম্ম শিশ্নোদরপর ॥৫৯
কলিযুগে কেহই না ভজিব শ্রীহরি।
পাষণ্ড খণ্ডিত মতি ভেদ বুদ্ধি ধরি ॥৬০
ত্রিভুবন নাথ গণ বন্দিত চরণ।
ত্রিজগত গতি গুরু অখিল কারণ ॥৬১
হেন প্রভু কলিযুগে কেহনা ভজিব।
পাষণ্ড কুসঙ্গি সঙ্গে সতত মজিব ॥৬২
যার নাম বারেক স্মরিয়া অন্তকালে।
স্খলিত পতিত কিবা আকুল শরীরে ॥৬৩
দৃঢ় করি নিগড় ছিঁড়িয়া সেই ক্ষণে।
কৃষ্ণময় হইয়া তরে বৈকুণ্ঠ গমনে ॥৬৪
হেন হরি কলি যুগে না ভজিব নর।
না করিয়া সাধুসঙ্গ মজিব সকল ॥৬৫
ভক্তিভাবে হৃদয়ে ধরিয়া নারায়ণ।
চিত্তগত কলিমল করে বিমোচন ॥৬৬
শ্রবণ করুক কিবা করুক কীর্ত্তন।
ধ্যান পূজন কিবা পদ্মদ্বর সেবন ॥৬৭
হৃদয়ে থাকিয়া তার প্রভু দয়াময়।
অযুত জনম পাপ সব করে ক্ষয় ॥৬৮
হেম গত বহ্নি যেন বর্ণদোষ হরে।
এইরূপ চিত্তগত যদি হরি করে ॥৬৯
অশুভ হরিয়া হরি করে শুভাশয়।
পুনরপি তার আর নাহি ভবভয় ॥৭০
বিদ্যা যম তপ জপ তীর্থ পর্য্যটন।
যজ্ঞ দান তীর্থ-স্নান দেব আরাধন ॥৭১

এ সব অন্তর শুদ্ধি তত বড় নহে।
হৃদিগত কৃষ্ণ যেন পাপরাশি দহে ॥৭২
এই রূপ বুঝিয়া রাজা স্থিরকর মন।
মরণ সময়ে আসি দিবে দরশন ॥৭৩
হৃদিগত কর হরি পরম যতনে।
হৃদয়ে চিন্তিলে হয় গতি নারায়ণে ॥৭৪
নয়নে দেখিয়া হরি চিন্তিবে হৃদয়।
সর্ব্বময় সর্ব্বগতি সভার আশ্রয় ॥৭৫
হৃদয়ে চিন্তিলে হরি অঙ্গে ভাব করে।
অশেষ পাতক বদ্ধ ভৃত্য-ভাব ধরে ॥৭৬
কলিকাল দোষময় গভীর সাগর।
এক মহাগুণ মাত্র আছে নৃপবর ॥৭৭
কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন মাত্র ভববন্ধ নাশ।
কৃষ্ণময় হইয়া চলে কৃষ্ণপদে বাস ॥৭৮
সত্যযুগে ধ্যানে যত পুণ্য উপচয়।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞদানে যত পুণ্য হয় ॥৭৯
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যায় হয় যত ফল।
কলিযুগে সব লাভ সংকীর্ত্তন কেবল ॥৮০
কৃতে যদ্ধ্যায়তোবিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ ॥

ইতি ৩য় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শুকমুনি বলে রাজা কর অবধান।
কহিল তোমারে কালগতি পরিমাণ ॥১
চারিযুগ যুগপরিমাণ কহিল সকল।
এখন প্রলয় কল্প শুন নরেশ্বর ॥২
চারিসহস্র বর্ষ যুগ প্রমাণ করি।
এতেকে ব্রহ্মার একদিন হয় বলি ॥৩
চতুর্দ্দশ মনু হয়ে কল্পের ভিতরে।
এক এক মনু রহে এক মন্বন্তরে ॥৪
রজনী জানিবে তত যুগপরিমাণে।
সেইসে প্রলয় যাতে ব্রহ্মার শয়নে ॥৫
এই পরলয়ে হয় তিন লোক নাশ।
অনন্তশয়নে যাথে শুয়ে শ্রীনিবাস ॥৬
তিন লোক উদরে করিয়া নারায়ণ।
প্রলয় সাগরে করে অনন্ত শয়ন ॥৭
এই দেহ রহিব বলি খণ্ড পরলয়।
এইরূপে কত কত কল্পকোটী হয় ॥৮
শত বৎসর হয় যদি ব্রহ্মার প্রমাণে।
গ্রাসিব ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে জানিব তথনে ॥৯
প্রকৃতি পুরুষ কাল যাথে যায় নাশ।
এই মহাপরলয় কৃষ্ণের বিলাস ॥১০
অনাবৃষ্টি হৈব একশতেক বৎসর।
অন্যান্যে ভক্ষিয়া প্রজা মরিব সকল ॥১১
দ্বাদশ সম্বর্ত্ত সহ সূর্য্য প্রচণ্ড।
রসপান করিয়া শুষিব পৃথ্বীখণ্ড ॥১২
সম্বর্ত্তক নামে বহ্নি সঙ্কর্ষণ মুখে।
উঠিব পাতাল তল দহি মর্ত্ত্য লোকে ॥১৩
উঠে বহ্নি উপরে দহিব শিখাজালে।
পুড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড জিনিব অনলে ॥১৪
দেখিব ব্রহ্মাণ্ড যেন পোড়ে ঘসিথান।
তবে সম্বর্ত্তক বহ্নি হৈব উপাদান ॥১৫
তবে প্রচণ্ড বাত শতেক বৎসর।
রহিব ধূলায় পূরি আকাশ মণ্ডল ॥১৬
তবে মহামেঘগণ ধারা বরিষণে।
শতেক বৎসর বৃষ্টি করিব তথনে ॥১৭
নিষ্ঠুর গর্জ্জন ঘোর মহাভয়ঙ্কর।
জলময় হৈব সব ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ॥১৮
পঞ্চ ভূত তত্ত্বগণ সব যাইব নাশ।
তাতে পরবেশ যার যাতে পরকাশ ॥১৯
সব প্রবেশিব গিয়া প্রকৃতি ভিতরে।
প্রকৃতি প্রবেশ গিয়া করিব ঈশ্বরে ॥২০
আদি অন্ত নাহি যার না দেখিব কাত।
না বাড়ে না টুটে কিন্তু থাকয়ে সাক্ষাত ॥২১
মন বচনের যাতে নাহি পরবেশ।
সত্ত্ব রজ তমোগুণ কহিল বিশেষ ॥২২
বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় সকল দেবগণে।
উদ্দেশ না জানে যার নহে সন্নিধানে ॥২৩
যাতে জল নহে ভূমি পবন আকাশ।
নহে চন্দ্র নহে জ্যোতি দিনেশ হুতাশ ॥২৪
অতএব মহিমা শূন্যবৎ নিরালম্ব।
সেই সে সভার মূল প্রকট আনন্দ ॥২৫
কহিল তোমারে রাজা মহাপরলয়।
ব্রহ্মা পর্য্যন্তের ব্রহ্মে পরবেশ হয় ॥২৬

জ্ঞানময় রসময় সুখময় মাত্র।
আনন্দ পরমব্রহ্ম বিশ্রামের পাত্র ॥২৭
তথি পরলয় হয় উৎপত্তি তথিবিনে।
কিঞ্চিত মাত্র সত্য নাহি হয় তাহা বিনে ॥২৮
নানারূপ যত দেখি সব তারি মায়া।
বিচারিলে বুঝি সব যেন ঘন ছায়া ॥২৯
একে সে না বহুভেদ যেন দেখি নানা।
এইরূপ লোক বেদ বিবিধ কল্পনা ॥৩০
ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জীব হয় ব্রহ্মময়।
অহঙ্কারে অনাদি সংসারে বন্দহয় ॥৩১
তে কারণে অহঙ্কারে দেখি নানা ভেদে।
গুরু জিজ্ঞাসিলে হয় অজ্ঞান বিচ্ছেদে ॥৩২
মায়াময় অহঙ্কার জীবের বন্ধন।
গুরু জিজ্ঞাসিলে বন্ধ হয় বিমোচন ॥৩৩
উপাধি বর্জ্জিত জীব হয়ে ব্রহ্মময়।
এই রাজা কহিল আত্যন্তিক পরলয় ॥৩৪
নিত্য পরলয় আর কহে জ্ঞানিগণে।
ব্রহ্মা আদি সর্ব্ব জীব হয়ে অনুক্ষণে ॥৩৫
কালবেগে জন্ম প্রলয় হয় ক্ষণে ক্ষণে।
প্রতিদেহ নিরন্তর বুঝি অনুমানে ॥৩৬
চতুর্ব্বিধ প্রলয় কহিল সমাধানে।
বিস্তরিয়া কহিতে ব্রহ্মাও নাহি জানে ॥৩৭
কাল রূপি ভগবান্ জগত বিধাতা।
উৎপত্তি প্রলয় যত তার নানা কথা ॥৩৮
দুরন্ত সংসার ঘোর সাগর তরিতে।
ভাগ্য বশে যদি বাঞ্ছা হয় কার চিতে ॥৩৯
অন্য নৌকা নাহি কৃষ্ণ-কথা রস বিনে।
বহুবিধ দুঃখ পর দহন কারণে ॥৪০
এই মহাভাগবত পুরাণ সংহিতা।
প্রকাশিল ভগবান্ সর্ব্বলোক পিতা ॥৪১
স্থাপিল ব্রহ্মার মুখে প্রভু হৃষীকেশ।
ব্রহ্মা নারদেরে তবে দেন উপদেশ ॥৪২
নারদে ব্যাসের মুখে কৈল সমর্পণে।
বেদব্যাস বিস্তারিলা আমার বদনে ॥৪৩
এই মহাভাগবত পুরাণ সংহিতা।
সর্ব্বশ্রুতি সারবেদ বেদান্ত সংহিতা ॥৪৪
কহি আদ্যোপান্তে সৌনকাদি মুনিগণে।
দীর্ঘ সত্রে সমুদিত নৈমিষ অরণ্যে ॥৪৫
এই ভাগবতাচার্য্যের মধুরস বাণী।
মনদিয়া শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥৪৬

ইতি ৪র্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পদে পদে ইহাতে বর্ণিত নিরন্তর।
পরম পরুষ হরি অখিল মঙ্গল ॥১
ব্রহ্মা সৃষ্টি করে যার প্রসাদ ভাজন।
ক্রোধে রুদ্র জনমিল সংহার কারণ ॥২
তুমি রাজা কুমতি ছাড়িয়া হরি ভজ।
মরিব আপনে হেন পশুবুদ্ধি ত্যজ ॥৩
না ছিলে পুরবে তুমি জন্মিলে এখন।
দেহবৎ নাহি রাজা তোমার মরণ ॥৪
আছিল নাহিব আমি হৈব আরবার।
পুত্র পৌত্র রূপে হৈব জনম আমার ॥৫
এসব সকল মিছা মান হেন মনে।
দেহ ভিন্ন তুমি ভিন্ন বিচারিয়া মনে ॥৬
কাষ্ঠ হৈতে ভিন্ন যেন বেকত অনল।
এইরূপে ভিন্ন তুমি ভিন্ন কলেবর ॥৭
মাথা কাটা গেল যেন দেখয়ে স্বপনে।
স্বপনে আপনে মৈল হেন লয়ে মনে ॥৮
সেহ রাজা কেবল দেহের মাত্র দেখি।
অজর অমর জীব অজ সর্ব্ব সাক্ষী ॥৯
ভাঙ্গিলে মাটীর ঘট যেন দূরে যায়।
ঘটের আকাশ যেন আকাশে মিলয় ॥১০
এইরূপে ব্রহ্ম জীব দেহের মরণে।
ব্রহ্মময় হয়ে নিত্যময় সনাতনে ॥১১
দেহকর্ম্ম গুণ মনে করয়ে সৃজন।
দেবমায়া সৃজে মন বন্ধন কারণ ॥১২
এসব সংযোগে যেন প্রদীপ আকার।
* * * * ॥১৩
যাবত এসব থাকে দীপের দীপত্ব।
এইরূপে দেহযোগে জীবের দেহত্ব ॥১৪
তিন গুণে দেহের জনম মৃত্যু হয়।
কার্য্য কারণ পরমাত্মা নিত্য ময় ॥১৫
আকাশ স্বরূপ ধ্রুব অনন্ত স্বরূপ।
নিরাকার নিরাধার নিরুপম রূপ ॥১৬
এইরূপে আত্মা তুমি অনুমানে বুঝ।
বিবেচনা করি চাহ পশুবুদ্ধি তেজ ॥১৭

গুরু উপদেশ চিত্তে পর বোধ কর।
কৃষ্ণচরণারবিন্দে বুদ্ধি মন ধর ॥১৮
কে তুমি আপনে রাজা বুঝহ বিচারে।
তক্ষকে তোমারে না দংশিবে কোন কালে ॥
যে প্রভু যমের যম কাল বিচালন।
সর্ব্বভাবে কর তার চরণ সেবন ॥২০
আমি সেই ব্রহ্ম যেই ব্রহ্ম সেই আমি।
আপনাকে ভাব তুমি ব্রহ্ম হেন জানি ॥২১
তক্ষকে দংশিব তবু তুমি না জানিবে।
আপনার ভিন্ন দেহ কাকে না দেখিবে ॥২২
যে তুমি পুছিলে রাজা কহিল সকল।
কৃষ্ণের চরিত্র লীলা ভুবন মঙ্গল ॥২৩
আর কি শুনিতে রাজা ইচ্ছাকর মনে।
জিজ্ঞাসিলে কহিব তোমার বিদ্যমানে ॥২৪
ভাগবত কৃষ্ণকথা সুধারস বাণী।
পরীক্ষিত জ্ঞান দাতা প্রেমতরঙ্গিণী ॥২৫

ইতি ৫ম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সূত বলে শুন রাজা মুনির বচনে।
পড়িয়া ধরণী তলে ধরিয়া চরণে ॥১
দণ্ড পরণাম করি যুড়ি দুই কর।
কহে বিষ্ণুরাত রাজা শুকের গোচর ॥২
অনুগ্রহ কৈলা মোরে হৈল সর্ব্বসিদ্ধি।
ভবকূল উদ্ধারিলা তুমি গুণনিধি ॥৩
শ্রবণ গোচর মোর কৈলা ভগবান্।
সাক্ষাতে দেখাইয়া কৃষ্ণ কৈলা পরিত্রাণ ॥৪
মহান্ত অচ্যুত চিত্ত যে পুরুষ হয়।
তার এহো অদ্ভুত নহে অতিশয় ॥৫
অনুগ্রহ করয়ে যে দীন জন পাইয়া।
জ্ঞানহীন ভব বহ্নি তাপিত দেখিয়া ॥৬
শুনিল সকল মুঞি পুরাণ সংহিতা।
যাথে পদে পদে কহ কৃষ্ণগুণ কথা ॥৭
তক্ষক করিনা আর ভয়মাত্র লেশ।
নির্ব্বাণ পরম পদে কৈল পরবেশ ॥৮
তুমি যে দেখাইলে মোরে অভয় শরণ।
আজ্ঞা দেহ শুরু মোর ছুটিল বন্ধন ॥৯
বাক্য মন প্রবেশিয়া দেব নারায়ণে।
তেজিব শরীর আজ্ঞা মাগিল চরণে ॥১০
অজ্ঞান খণ্ডিল মোর ভ্রম গেল দূর।
তত্ত্বজ্ঞান জনমিল মনোরথ পূর ॥১১
তুমি দেখাইলে হরিপদ সুমঙ্গল।
অচ্যুত পরমানন্দ অভয় কুশল ॥১২
রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি।
ধন্য সাধুবাদ করি রাজারে বাখানি ॥১৩
চলিলা আপন সুখে ব্যাসের নন্দন।
পূজিয়া পাঠাইল রাজা সঙ্গে মুনিগণ ॥১৪
তবে পরীক্ষিত রাজা বসিল ধেয়ানে।
আপন হৃদয় কৈল আত্ম সমাধানে ॥১৫
পূর্ব্ব অগ্রে কুশ পাতি তাহার উপরে।
বসিল উত্তর মুখে ভাগী-রথী কূলে ॥১৬
পবন রোধিয়া রহে যেন তরুবর।
মহাযোগী যোগবলে রহিল নিশ্চল ॥১৭
হেনকালে দ্বিজসুত আজ্ঞা শিরে ধরি।
চলিল তক্ষক নাগ মনে ভয় করি ॥১৮
পথেতে কশ্যপের সহ হৈল দরশন।
কশ্যপ পুছিল তারে করি সম্ভাষণ ॥১৯
তক্ষকে কহিল তবে সব বিবরণ।
দ্বিজসুত শাপে পরীক্ষিত বিনাশন ॥২০
দ্বিজসুত বাক্য লাহি করিতে পালন।
দংশিয়া রাজারে ভস্ম করিব এখন ॥২১
এ কথা শুনিয়া দিল কশ্যপ উত্তর।
আমি জিয়াইব রাজা তোমার গোচর ॥২২
তবে তাকে বহুধন দিয়া ফণধর।
বাহুড়িয়া কশ্যপ পাঠাইল নিজ ঘর ॥২৩
কামরূপী তক্ষক ধরিয়া দ্বিজবেশ।
জল মাঝে কৈল রাজমন্দিরে প্রবেশ ॥২৪
সূক্ষ্মরূপ ধরি রাজার দংশিল চরণে।
ভস্ম হৈল রাজার কলেবর সেই ক্ষণে ॥২৫
গরল অনলে ভস্ম হৈল কলেবর।
হাহাকার শব্দ উঠিল কোলাহল ॥২৬
এসব দেখিয়া লাগিল চমৎকার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে উঠিল হাহাকার ॥২৭
স্বর্গে সুরবধূ করে পুষ্প বরিষণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাচে দুন্দুভি বাজন ॥২৮
সাধু সাধু করিয়া বাখানে সুরগণে।
চলিল বৈকুণ্ঠে রাজা ছুটিল বন্ধনে। ২৯

শুনিঞা জনমেজয় সব বিবরণ।
তক্ষকে ভক্ষিল পিতা যাহার কারণ ॥৩০
ক্রোধে রাজা চলে যেন প্রলয় অনল।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আনিল সত্বর ॥৩১
সর্পসত্র আরম্ভিল সর্প বিনাশন।
কুণ্ডে আসি পড়ে সর্প মন্ত্রের কারণ ॥৩২
পুড়িল অনেক সর্প সৃষ্টি নাশ হয়।
তক্ষক পলাইয়া রৈল আকুল হৃদয় ॥৩৩
ইন্দ্রের শরণ গিয়া পশিল তরাসে।
লুকাইয়া খট্টার তলে রহে গুপ্তবেশে ॥৩৪
ক্রোধিত জনমেজয় বলে কোন বাণী।
পুড়ুক সকল সর্প কিছু রাখে জানি ॥৩৫
পোড়া গেল সব সর্প যজ্ঞ অবশেষে।
তবু বলে দ্বিজগণ তক্ষক না আইসে ॥৩৬
রাজার বচন শুনি বলে দ্বিজগণ।
তক্ষক লইল গিয়া ইন্দ্রের শরণ ॥৩৭
দেখিয়া শরণাগত ইন্দ্রে রক্ষা করে।
অতএব তক্ষক না আইসে এথাকারে ॥৩৮
শুনি জনমেজয় তবে বিপ্রের বচন।
ইন্দ্র সহিত তক্ষক না পড়ে কি কারণ ॥৩৯
রাজার বচন শুনি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে।
ইন্দ্রের সহিত তক্ষক বলিল হুতাশনে ॥৪০
পড় পড় স্বাহা মন্ত্রে বেদ বাণীধর।
ইন্দ্রসহ পড় সর্প বিলম্ব না কর ॥৪১
চলিল আসন ইন্দ্রের রহিল বিমানে।
সগণে তক্ষকসহ উঠিল গগনে ॥৪২
সগণে পড়িব ইন্দ্র দেখি বৃহস্পতি।
শান্তিল রাজারে তবে করি নানা স্তুতি ॥৪৩
না কর না কর রাজা যতন বিফল।
না পুড়িব না মরিব তক্ষক অমর ॥৪৪
অমৃত মন্থনে এহি কৈল সুধাপান।
মারিতে নারিবে সর্প দেহ সমাধান ॥৪৫
জনম মরণ দেখ নিজ কর্ম্ম ফলে।
যার যেমন অদৃষ্ট তাহার তেন মিলে ॥৪৬
উত্তম অধম গতি অদৃষ্টে ঘটায়।
যার যেন শুভাশুভ সেই গিয়া পায় ॥৪৭
তার তেন ফল ধরে যে করে বিধাতা।
যার যেন কর্ম্ম তাহা না হয় অন্যথা ॥৪৮
সর্প চোর ক্ষুধা ব্যাধি অদৃষ্টে করায়।
যার হাতে যার মৃত্যু সংযোগে ঘটায় ॥৪৯
নিজ নিজ কর্ম্ম জন্তু ভুঞ্জে আপনার।
তার তেন ঘটে যেন অদৃষ্ট যাহার ॥৫০
অদৃষ্টে যে ঘটে যার অদৃষ্ট প্রধান।
এ বোল বুঝিয়া যজ্ঞ কর সমাধান ॥৫১
বিনা দোষে সর্প পুড়ি মারিলা বিস্তর।
এত দূর সমাধিয়া রহ নরেশ্বর ॥৫২
প্রবোধ বচন শুনি নৃপতি প্রধান।
মুনির বচনে যজ্ঞ দিল সমাধান ॥৫৩
বৃহস্পতি পুজিয়া পাঠাইল সুরপুরে।
* * * * ॥৫৪
এহি বিষ্ণুমায়া বিমোহিত চরাচর।
বিষ্ণুমায়া বিনির্ম্মিত আব্রহ্ম স্থাপর ॥৫৫
মায়া আজ্ঞাকারী যার মায়া রহে দূরে।
যার আজ্ঞা সাবধানে বহে সুরাসুরে ॥৫৬
বিবিধ বিবাদ যাথে নাহি ছল তর্ক।
সঙ্কল্প বিকল্প নাহি কপট সম্পর্ক ॥৫৭
ক্ষুদ্র নহে শ্রেষ্ঠ নহে নহে জীবাকার।
বাধ্য বাধক নাহি নিষেধ যাহার ॥৫৮
সেই সে পরম পদ কহে মুনিগণ।
অশেষ নিষেধ শেষ ব্রহ্ম সনাতন ॥৫৯
একান্ত সৌহার্দ্দ ভাবে সমাহিত চিত্তে।
দুর্ম্মতি ছাড়িয়া যদি চিন্তে হৃদিগত ॥৬০
সেই সে পরম ব্রহ্ম বিষ্ণুপদ পায়।
আমি মোর হেন যার ভেদ দূর যায় ॥৬১
দেহ গেহ আমি মোর ছাড়িব এ জ্ঞান।
অতিবাদ না করিব কারো অপমান ॥৬২
বৈরি না করিব কভু নরদেহ পাইয়া।
শত্রু মিত্র কেহ নহে সর্ব্ব বিষ্ণুমায়া ॥৬৩
নমো নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান্।
নমো নমো হৃষীকেশ পুরুষ প্রধান ॥৬৪
যার পাদপদ্ম মকরন্দ ধ্যান বশে।
পুরাণ সংহিতা এহি পড়িব বিশেষে ॥৬৫
শুনিঞা শৌনক মুনি হরষিত মনে।
আর এক জিজ্ঞাসিল সুত সন্নিধানে ॥৬৬
বেদ বিশারদ বেদব্যাস শিষ্যকুলে।
একবেদ বিভজিল কত পরকারে ॥৬৭

কহ সূত মহাভাগ বেদের বিস্তার।
তবে সূত মুনি দিল উত্তর তাহার ॥৬৮
হৃদয় আকাশে যাঁদ দিল দরশনে।
তবে নাদ জনমিল ব্রহ্মার আননে ॥৬৯
যে নাদ চিন্তিয়া যোগী হৈল ভাবপর।
সেই নাদ তিনবর্ণে জন্মিল ওঁকার ॥৭০
ওঁকারে জন্মিল বেদ হইয়া চারিভেদ।
বহুশাখা হৈল তার নাহি পরিচ্ছেদ ॥৭১
সেই চারি বেদ বেদব্যাস শিষ্যগণে।
বহুশাখা করিয়া পাঠাইল জনে জনে ॥৭২
তারা তারা নিজশাখা বহুশাখা করি।
বিস্তারিল বেদশাখা গণিতে না পারি ॥৭৩
কিছু বিস্তরিলা সূত মুনিগণ স্থানে।
আমি কিছু কহিত অল্প সমাধানে ॥৭৪
কহিল বেদের কথা অল্পাক্ষর জানি।
পরীক্ষিত প্রাণত্যাগ প্রেমতরঙ্গিণী ॥৭৫
৬ষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

বেদাচার্য্য মুনিগণে বহুশাখা করি।
পড়াইল বহুশিষ্য বেদ অধিকারী ॥১
কহিল সকল তোমা সব বিদ্যমানে।
পুরাণ লক্ষণ কহি শুন সাবধানে ॥২
সর্গ বিসর্গ বৃত্তি রক্ষা মন্বন্তর।
বংশাবলী রাজবংশ চরিত্র সুন্দর ॥৩
প্রলয় বাসনা আর জীবের আশ্রয়।
এইদশ পুরাণ লক্ষণ পরিচয় ॥৪
কেহ পঞ্চাধিক কহে পুরাণ লক্ষণ।
অল্প বড় ব্যবস্থায় করি নিরূপণ ॥৫
অষ্টাদশ পুরাণ বাখানে মুনিগণে।
ব্রহ্মপুরাণ পদ্ম বিষ্ণু শিব নামে ॥৬
লিঙ্গ পুরাণ আর গরুড় পুরাণ।
নারদ পুরাণ মহাভাগবত নাম ॥৭
অগ্নিপুরাণ স্কন্দ ভবিষ্যপুরাণ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আর মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥৮
বামন বরাহ মৎস্য কূর্ম্ম নামধরি।
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এই অষ্টাদশ বলি ॥৯
বিস্তারিয়া বেদশাখা কহিল সকল।
তবে আর কি কহিব কহ মুনিবর ॥১০
কহে মুনি যোগেশ্বর পুরাণ আখ্যান।
চরিত্র মধুর কৃষ্ণগুণ গাথা গান ॥১১
৭ম অধ্যায় সমাপ্ত।

শুনিয়া শৌনক মুনি সূতের কথন।
আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয় সর্ব্বজন ॥১
জিয় জিয় সূত তুমি জিয় চিরকাল।
তুমি দেখাইলা ঘোর সংসারের পার ॥২
হেন শুনি চিরজীবী মার্কণ্ডেয় মুনি।
কল্পক্ষয়ে নৈল যার মৃত্যু ধ্বনি ॥৩
আমারি পূরব বংশে তাহারি উৎপত্তি।
প্রলয়ে আছিল তিহ একোন যুকতি ॥৪
নাহি হয় পরলয়ে ইহার ভিতরে।
কিরূপে ভাসিলা তিহো প্রলয় সাগরে ॥৫
অদ্ভুত বালক মুনি দেখিল নিকটে।
শয়নে আছিল শিশু বটপত্র পুটে ॥৬
এ বড় সংশয় সূত অতি কুতূহল।
কহিবে তোমারে নাহি কিছু অগোচর ॥৭
সূত বলে ধন্য ধন্য মুনির প্রধান।
ভাল প্রশ্ন কৈলে তুমি লোকে পরিত্রাণ ॥৮
নারায়ণ কথা যথা কলি মলহরা।
সর্ব্বতীর্থ বসে তথা শ্রুতিমনোহরা ॥৯
মার্কণ্ডেয় মহামুনি মৃকণ্ড কুমার।
বাপে যদি কৈল তার ব্রাহ্মণ সংস্কার ॥১০
পড়িল সকল বেদ গুরুকুলে বসি।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধর পরম তপস্বী ॥১১
দণ্ডকমণ্ডলু করে শিরে জটাভার।
যজ্ঞসূত্র কৃষ্ণাজিন পরে ব্যাঘ্রছাল ॥১২
গুরু দ্বিজ বহ্নি সূর্য্য পূজে স্নানকালে।
ত্রিকাল পূজএ হরি হৃদয় কমলে ॥১৩
ভিক্ষামাগি আনি করে গুরু সমর্পণ।
গুরু যদি আজ্ঞা করে করএ ভোজন ॥১৪
গুরু আজ্ঞা নহে যদি করে উপবাস।
এইরূপে করে দ্বিজ গুরুকুলবাস ॥১৫
তবে তপ আরম্ভিল মুনির প্রধান।
অযুত অযুত কত বৎসর প্রমাণ ॥১৬
কৃষ্ণ আরাধিয়া মৃত্যু জিনিল ব্রাহ্মণ।
ব্রহ্মা ভব আদি যত সবমুনিগণ ॥১৭

দেব ঋষি পিতৃগণ শুনিয়া বিস্মিত।
হেন মহাব্রত ধরে মুনি সুচরিত ॥১৮
হৃদয় পঙ্কজে হরি করিয়া ধেয়ান।
যোগবলে কৈল যোগী চিত্তসমাধান ॥১৯
সমাধি করিয়া যোগী রহিলেন ধ্যানে।
ছয় মন্বন্তর গেল বহি এহি মনে ॥২০
শত মন্বন্তরে বলে দেব পুরন্দর।
শুনিঞা মুনির তপ চিন্তিত অন্তর ॥২১
তপোভঙ্গ করিতে চিন্তিল পরকার।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণ পাঠাই তৎকাল ॥২২
বসন্ত মলয় বাত কাম পঞ্চস্বর।
দম্ভ লোভ মদ মান পাঠায় সত্বর ॥২৩
তারা সব শীঘ্র গেল মুনির আশ্রমে।
হিমালয় পর্ব্বত উত্তর তপোবনে ॥২৪
পুষ্পভদ্রা নদী যাথে বিচিত্র পাষাণ।
পুণ্যদ্রুম লতাবলী ললিত উদ্যান ॥২৫
পুণ্যদ্বিজ কুলাকুল পুণ্যজলাশয়ে।
মত্ত শুক পিকবর ভ্রমরঝঙ্কার ॥২৬
মত্ত বিহঙ্গমকুল শারদ ঝঙ্কার।
মত্ত ময়ূর নট নটনা বিহার ॥২৭
মন্দ মারুত বহে হিম কল জাল।
কুসুম বরিষে গন্ধ মদন-বিকার ॥২৮
উদিত রজনীনাথ রজনী বদন।
প্রবাল স্তবক জলে ক্রম আলিঙ্গন ॥২৯
মূর্ত্তিমান্ হৈল আসি সাক্ষাতে বসন্ত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় সঙ্গীত সমুদ্র ॥৩০
রতিপতি দরশন দিল ফুলশরে।
যড় বিদ্যাধরি নৃত্য করে মনোহরে ॥৩১
আসিয়া দেখিল মুনি মুদ্রিতলোচন।
মহাতেজোময় যেন দীপ্ত হুতাশন ॥৩২
ইন্দ্রের নাচনি নাচে মুনির গোচরে।
বীণাবেণু বাদন মৃদঙ্গ মনোহরে ॥৩৩
পঞ্চশর মদন যুড়িল শরাসনে।
সাক্ষাতে বসন্ত করে পুষ্প বরিষণে ॥৩৪
সম্মুখে পুঞ্জিকস্থলী গেণ্ডুয়া খেলায়।
স্তন ভরে মন্থর ললিত গতি যায় ॥৩৫
বিগলিত কেশবন্ধ বিলম্বিত মালা।
বিঘটিত তনুবাস কটিতে মেখলা ॥৩৬
পবন-চলিত বাস মদন-বিলাস।
ভ্রূভঙ্গ বিকসিত মন্দ মধুহাস ॥৩৭
পঞ্চস্বরে পঞ্চবাণে বিন্ধিল অন্তর।
চৌদিগে বেড়িল মুনি ইন্দ্রের কিঙ্কর ॥৩৮
কেবা কত লীলা কৈল কত পরকার।
কেহ না পারিল তপোভঙ্গ করিবার ॥৩৯
মুনির শরীর তেজে দহে কলেবর।
বাহুড়িয়া গেল যত ইন্দ্রের গোচর ॥৪০

*   *   *   *

বিস্ময়ে পড়িয়া ইন্দ্র চিন্তিত বিস্তর ॥৪১
এইরূপে তপযোগে সমাধির ধ্যানে।
নিরন্তর চিন্তি হরি চিত্ত সমাধানে ॥৪২
অনুগ্রহ করিতে আপনে ভগবান্।
দরশন দিলা নর-নারায়ণ নাম ॥৪৩
শুক্ল কৃষ্ণ দোহার বরণ মনোহর।
নবকুঞ্জ বিলোচন ভুবন সুন্দর ॥৪৪
চারুচতুর্ভুজ মহাপুরুষ লক্ষণ।
ব্যাঘ্রছাল বৃক্ষছাল দেহের বসন ॥৪৫
দণ্ড কমণ্ডলু ধরে পবিত্র মেখলা।
ব্রহ্মসূত্র কটিসূত্র ধরে অক্ষমালা ॥৪৬
দীর্ঘ মহাভুজ রুচি তড়িত প্রকাশ।
নরনারায়ণ ঋষি জগত নিবাস ॥৪৭
দেখিয়া সংভ্রমে মুনি উঠিল সত্বর।
দণ্ড পরণাম করে পড়ি ভূমিতল ॥৪৮
অন্তর বাহিরে হৈল আনন্দ তরঙ্গ।
নয়নে আনন্দ জল পুলকিত অঙ্গ ॥৪৯
করযোড়ে করে স্তুতি প্রণতকন্ধর।
নমোনমো নারায়ণ গরুড় অক্ষর ॥৫০
রতন আসনে মুনি বসায়ে আদরে।
পুণ্যজল দিয়া দুই চরণ পাখালে ॥৫১
ধূপ দীপে পূজে মুনি গন্ধ চন্দনে।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম বিনয় বিধানে ॥৫২
স্তুতি করে মহারাজ শিরে ধরি কর।
কি বর্ণিব প্রভু তুমি প্রকৃতির পর ॥৫৩
তোমা হৈতে সর্ব্ব জীব হয়ে উৎপন্ন।
সকল ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধি বাণী মন ॥৫৪
তোমা হইতে উৎপত্তি সকার সংহার।
তুমি সর্ব্বগতি পতি ভুবন আধার ॥৫৫

তথাপি ভকতবন্ধু প্রিয় হিতকারী।
তোমার মহিমা নাথ কি কহিতে পারি ॥৫৬
লোক পরিত্রাণ হেতু কর অবতার।
আপনে সৃজিয়া কর পালন সংহার ॥৫৭
শ্রুতিমুখে যেরূপ ধেয়ায় মুনিগণে।
স্তবন প্রণাম করে অর্চ্চন বন্দনে ॥৫৮
সেই নারায়ণ তুমি প্রভু ভগবান্।
দরশন দিয়া মোরে কৈল পরিত্রাণ ॥৫৯
তোমার পদারবিন্দ নির্ব্বাণ নিধান।
না ভজিলে কভু নহে এ লোক কল্যাণ ॥৬০
কালরূপে কর তুমি জগৎ সংহার।
তুয়া ভজে হয় ব্রহ্ম পদ অধিকার ॥৬১
তোমার মায়ায় তিন গুণ উপাদান।
সত্ব রজ তম এহি ধরে তিন নাম ॥৬২
সেই তিন গুণ সৃষ্টি স্থিতি পরলয়।
এ সব তোমার লীলা কত কত হয় ॥৬৩
নমো নমো নারায়ণ ঋষি পুরাতন।
নমো বিশ্ব গুরু বিশ্বময় নরোত্তম ॥৬৪
নমো নমো নারায়ণ ভবভয়ধ্বংস।
নমো নমো নিগম ঈশ্বর পরহংস ॥৬৫
কেবল ইন্দ্রিয়গণে ভ্রমমতি জনে।
হৃদয় থাকিতে কেহ তত্ব নাহি জানে ॥৬৬
সভার হৃদয়ে বাস অন্তর্যামিরূপে।
তথাপি তোমারে কেহ না জানে স্বরূপে ॥৬৭
শঙ্কর বিরিঞ্চি তোমার মায়া বিমোহিত।
না বুঝে তোমার তত্ব নিগম গোপিত ॥৬৮
বন্দো মহাপুরুষ তোমার পাদপদ্ম।
নিগূঢ় পরমানন্দ ভক্তচিত্তসদ্ম ॥৬৯
এইরূপে স্তুতি কৈল মুনি যোগেশ্বর।
কৃষ্ণকথা ভাগবত পরম সুন্দর ॥৭০

৮ম অধ্যায় সমাপ্ত।

এইরূপে স্তুতি কৈল মার্কণ্ডেয় মুনি।
নর-নারায়ণ দেব বলে কোন বাণী ॥১
শুন শুন যোগেশ্বর হৈল সর্ব্বসিদ্ধি।
সমাধি ধারণা ধ্যান কৈল নিরবধি ॥২
ভক্তিভাবে তপ তুমি কৈলে নিরন্তর।
বর মাগ তুষ্ট হৈল দিব দিব্য বর ॥৩
বর মাগ যোগেশ্বর যে হয় বাঞ্ছিত।
দরশন বিফল নহিব কদাচিত ॥৪
করযোড়ে কহে মুনি দেব দেবেশ্বর।
অচ্যুত পরমানন্দ ভকতবৎসল ॥৫
এই বর বরে আর নাহি প্রয়োজন।
চর্ম্ম-চক্ষু সাক্ষাতে তোমার দরশন ॥৬
অজ ভব করে যার চরণ ধেয়ান।
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিল বিদ্যমান ॥৭
শতপত্র নেত্র পুণ্য শ্লোক শিক্ষা মুনি।
যদি বর দিবে নাথ দেব চক্রপাণি ॥৮
দেখায় তোমার মায়া দেব দেবেশ্বর।
কিঞ্চিৎ হাসিয়া প্রভু দিল সেই বর ॥৯
বর দিয়া গেলা হরি বদরিকাশ্রমে।
চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি রহিলা ধ্যানে ॥১০
সব ঠাঞি বসে হরি চিন্তিতে বিহ্বল।
প্রেমভরে ক্ষণে ক্ষণে পাশরে সকল ॥১১
পুষ্পভদ্রা নদীতটে পুণ্য তপোবনে।
এইরূপে আছে মুনি গোবিন্দের ধ্যানে ॥১২
হেন কালে হৈল মহা পরচণ্ড বাত।
মহা ভয়ঙ্কর মেঘ শবদ উৎপাত ॥১৩
চলিত তড়িত জলে বিশাল গর্জ্জন।
পরচণ্ড মহামেঘ ধরা বরিষণ ॥১৪
চারিদিগে দেখা দিল এ চারি সাগর।
গভীর সমীর ঘোর তরঙ্গ বিহ্বোল ॥১৫
মহাবর্ত ভয়ঙ্কর মকর কুম্ভীর।
জগত মজিল জলে শবদ গম্ভীর ॥১৬
ধরণী মজিল যদি প্রলয় সাগরে।
তরাসে মুদিল আঁখি মুনি যোগেশ্বরে ॥১৭
দশদিক অন্তরীক্ষ নক্ষত্রমণ্ডল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন শশী দিনকর ॥১৮
মজিল প্রবাল জলে সব জলচর।
সবে মাত্র ভাসে মুনি জলের উপর ॥১৯
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মুনি ভ্রমিএ বেড়ায়।
এদিকে ওদিকে ঘোর তরঙ্গ চাপায় ॥২০
মৎস্য মকরে বেড়ি খাইবার আইসে।
আকুল হৃদয় মুনি সিন্ধুজলে ভাসে ॥২১
ক্ষণে ক্ষণে মহাবাত জলে বহে তল।
ডুবি ডুবি উঠে ক্ষণে দেখিয়া কাফর ॥২২

তরঙ্গে তুলিয়া ক্ষণে আছাড়ে নিশ্বাসে।
ক্ষণে ক্ষণে মহামৎস্য ধরিয়া গরাসে ॥২৩
ক্ষণে শোক ক্ষণে মোহ ক্ষণে দুঃখভয়।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে উঠে আকুল হৃদয় ॥২৪
এরূপে ভ্রমে বিপ্র প্রলয় সাগরে।
অযুত অযুত শত সহস্র বৎসরে ॥২৫
এইরূপে কত কোটী ভাসিল বৎসর।
আকুল হৃদয় বিপ্র ভ্রমে নিরন্তর ॥২৬
একদিন দেখি বিপ্র একখানি স্থল।
এক বট বৃক্ষ দেখে তাহার উপর ॥২৭
ফলে ফুলে লম্বিত পল্লব বিরাজিত।
ললিত কমল নবদল সুরঞ্জিত ॥২৮
পূর্ব্বোত্তর ভাগে আছে এক এক শাখা।
তাহার উপরে এক অংশ দিল দেখা ॥২৯
এক বটপত্রে শিশু করিয়া শয়ন।
মহা মরকত শ্যাম রাজীবলোচন ॥৩০
নিজ তেজ নিবারিল মহা অন্ধকার।
কম্বুগ্রীব সুবলিত বক্ষ সুবিশাল ॥৩১
সুন্দর ভুরুভঙ্গ মন্দ মধুহাস।
ললিত লহরী বাত বিলোলিত বাস ॥৩২
বিদ্রুম অধর ভাষা বদন মণ্ডল।
বিলোল অলকাবলী কপোল সুন্দর ॥৩৩
মনোহর শ্রুতি ঘন সকল কুণ্ডল।
কি বলিত নাভি গভীর উদর ॥৩৪
চরণ পঙ্কজ ধরি বয়ান পঙ্কজে।
অঙ্গুলি পল্লব চুষে ধরি দুই ভুজে ॥৩৫
দেখিয়া বিস্মিত মুনি ফুল্ল বিলোচন।
শিশু দরশনে গেল সব পরিশ্রম ॥৩৬
ভাবে পুলকিত অঙ্গ গদ গদ ভাষে।
পুছিবার তরে মুনি গেলা শিশু পাশে ॥৩৭
মুখের শোয়াসে মুনি গর্ভে প্রবেশিলা।
সহস্রেক গুটী যেন ভ্রমিতে লাগিলা ॥৩৮
গর্ভের ভিতরে মুনি দেখি ত্রিভুবন।
পূর্ব্ববৎ বিস্ময়ে পড়িল ততক্ষণ ॥৩৯
দশদিক্ অন্তরীক্ষ আকাশমণ্ডল।
নদনদী গিরিদরী কন্দর সাগর ॥৪০
বন উপবন পুর নগর আশ্রম।
পঞ্চভূতা বিরাজিত স্থাবর জঙ্গম ॥৪১
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নরী বিদ্যাধরী।
শশি সূর্য্য গ্রহগণ নক্ষত্রমণ্ডল ॥৪২
পুষ্পভদ্রানদী সেই গিরিহিমালয়।
দেখিয়া আকুল মুনি পড়িল বিস্ময় ॥৪৩
ত্রিভুবন দেখি মুনি উদর ভিতরে।
মুখের নিশ্বাসে পুন পড়িল বাহিরে ॥৪৪
পুনরায় ভাসে সেই প্রলয় সাগরে।
সেই বটবৃক্ষ শিশু দেখি আরবারে ॥৪৫
সেই বটপত্র পুটে করিয়া শয়ন।
করে ধরি চুষে শিশু আপন চরণ ॥৪৬
বালক দেখিয়া মুনি পূরিল হরিষে।
আলিঙ্গন দিতে ধাঞা গেলা শিশুপাশে ॥৪৭
হেন কালে অন্তর্ধান কৈল শিশুবর।
নাহি বট নাহি জল প্রলয় সাগর ॥৪৮
পূর্ব্ববৎ রহে মুনি আপন আশ্রমে।
সেই পুষ্পভদ্রানদী সেই তপোবনে ॥৪৯
কৃষ্ণকথা সুধারস অপূর্ব্ব কাহিনী।
মার্কণ্ডেয় উপখ্যান প্রেমতরঙ্গিণী ॥৫০

৯ম অধ্যায় সমাপ্ত।

সূত বলে শুন মুনি অপূর্ব্ব কাহিনী।
বিস্ময় পড়িয়া রহে মার্কণ্ডেয় মুনি ॥১
ঈশ্বর নির্ম্মিত মায়া প্রভাব দেখিয়া।
নিশ্চলে রহিল মুনি বিস্ময় ভাবিয়া ॥২
প্রভুর চরণে মুনি পশিয়া শরণে।
বহুবিধ কৈল স্তুতি প্রণতি বন্দনে ॥৩
হেনকালে ভবদেব ভবানী সহিতে।
বৃষ আরোহণ করি যায় শূন্যপথে ॥৪
সিদ্ধগণ সঙ্গে শিব করে পর্য্যটন।
দেখিয়া পার্ব্বতী বিপ্র কি বলে বচন ॥৫
দেখ দেখ শিবদেব শঙ্কর মহেশ।
তপস্যাতে মহামুনি করি নানা ক্লেশ ॥৬
সকল ইন্দ্রিয় তার রুধিল শরীরে।
পবন রুধিয়া যোগী রহে যোগবলে ॥৭
তপসিদ্ধি কর তুমি দেহ বরদান।
সিদ্ধিদাতা প্রভু তুমি হর ভগবান্ ॥৮
এতেক বচন শুনি দেব মহেশ্বর।
পার্ব্বতীর তরে দিল প্রবোধ উত্তর ॥৯

এ ধন সম্পদ্ বিপ্র না মাগে যুকতি।
গোবিন্দ চরণে মাঙ্গে একান্ত ভকতি ॥১০
হরিভক্তি হৈল দূরে গেল ভবতাপ।
তথাপি বিপ্রের সঙ্গে করিব আলাপ ॥১১
এই সে পরম লাভ বৈষ্ণব সম্ভাষা।
ভক্তগণ সহ করে ভকতি জিজ্ঞাসা॥ ২
এতেক বচন শুনি ভবানী সহিতে।
স্বগণে নামিলা শিব বিপ্র সম্ভাষিতে ॥১৩
সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শাস্ত্রজনগতি।
বিপ্র সম্ভাষণে গেলা ত্রিভুবনপতি ॥১৪
সাক্ষাতে রহিলা গিয়া পার্ব্বতী শঙ্কর।
না জানে ব্রাহ্মণ কিছু কিবা নিজপর ॥১৫
নিশ্চলে আছিল মুনি সমাধি ধারণে।
সাক্ষাতে শঙ্কর দেবী সে কিছুই জানে ॥১৬
তবে শিব কৈল তার হৃদয়ে প্রবেশ।
অষ্টভুজ তড়িত পিঙ্গল জটা কেশ ॥১৭
বাঘছাল পরিধান এ তিন লোচন।
ভস্ম বিভূষিত কোটী সূর্য্য বিলোচন ॥১৮
খড্গ চর্ম্ম ধনুর্ব্বাণ ডম্বুর কপাল।
অষ্টভুজ বিরাজিত ত্রিশূল কুঠার ॥১৯
হৃদয়ে দেখিয়া শিব ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
একি একি বলি বিপ্র হৈল চমকিত ॥২০
সমাধি ভাঙ্গিয়া বিপ্র মেলিল নয়নে।
স্বগণে দেখিল তবে শিব সন্নিধানে ॥২১
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র করযোড় করি।
দণ্ড পরণাম কৈল ভূমিতলে পড়ি ॥২২
কুশল জিজ্ঞাসা কৈল স্বগত বচনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শিব পূজিল স্বগণে ॥২৩
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প দিব্য উপহারে।
ভক্তিভাবে পূজে শিব ব্রাহ্মণ কুমারে ॥২৪
নমো নমো হর মহাদেব মহেশ্বর।
নমো নমো ভবভয় হর গিরীশ শঙ্কর ॥২৫
এত স্তুতি করি বলে দুইকর যুড়ি।
পূর্ণকাম তুমি প্রভু সর্ব্ব অধিকারী ॥২৬
আমি কি কহিব নাথ তোমার গোচর।
আমি দীন হীন তুমি মহামহেশ্বর ॥২৭
এত স্তুতি কৈল যুদি ব্রাহ্মণ তনয়।
কহিতে লাগিলা তবে শিব দয়াময় ॥২৮
বর মাগ বিপ্র তুমি যত ইচ্ছা মনে।
সেই বর দিব আমি তোমার কারণে ॥২৯
আমার সাক্ষাৎ কভু না হয় বিফল।
বর মাগ বরদাতা আমি মহেশ্বর ॥৩০
শান্ত ভূতহিতে রত নির্ম্মল শরীর।
ভক্তিযুত সঙ্গবিবর্জ্জিত দয়াশীল ॥৩১
সমদৃষ্ট দয়াযুক্ত নির্ব্বেদ ব্রাহ্মণ।
সর্ব্ব দেব করে তার অনুবন্দন ॥৩২
ইন্দ্র আদি দেব তারে করে উপাসনা।
ত্রিভুবনে কেবা জানে বৈষ্ণব মহিমা ॥৩৩
আমি ভব ব্রহ্মা দেব আপনে শ্রীহরি।
অর্চ্চন বন্দন সেবা আমি সবে করি ॥৩৪
আমি ভব ব্রহ্মা বিষ্ণু এ তিন ঈশ্বরে।
তিলেক না দেখি ভেদ ভক্ত সাধুবরে ॥৩৫
তে কারণে বিপ্র আমি তোমাকে সম্ভাষি।
পরম বৈষ্ণব তুমি সর্ব্বগুণরাশি ॥৩৬
জলময় তীর্থ দেব শিলা ধাতুময়।
এ সবে পবিত্র কায় চিরকালে হয় ॥৩৭
তুমি সবে দৃষ্টিমাত্র কর পরিত্রাণ।
তে কারণে আইনু আমি তোমার বিদ্যমান॥
নিতি নিতি করি বিপ্রকুলে নমস্কার।
ব্রাহ্মণ প্রসাদে সব সম্পদ্ আমার ॥৩৯
বেদময় বিপ্র সর্ব্ব দেব রূপ ধরে।
সর্ব্ববেদ সর্ব্বদেব বিপ্র কলেবরে ॥৪০
হরিভক্তি যুত বিপ্র উদার চরিত্র।
শ্রবণ কীর্ত্তনে করে জগত পবিত্র ॥৪১
পতিত পামর মহাপাতকী চণ্ডাল।
দরশন মাত্র শুদ্ধ হয়ে অনাচার ॥৪২
এতেক বচন যদি বলিল শঙ্কর।
অমৃতের ধারা যেন শ্রুতি মনোহর ॥৪৩
প্রলয় সাগরে বিপ্র ভ্রমিঞা দুঃখিত।
তাপে চিরকাল বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত ॥৪৪
শিবের অমৃত বাণী শুনিঞা শ্রবণে।
খণ্ডিল সকল ক্লেশ কহে সাবধানে ॥৪৫
ঈশ্বর চরিত্র নাথ বুঝান না যায়।
কে বুঝে ঈশ্বর লীলা কেবা অন্ত পায় ॥৪৬
ঈশ্বরে প্রণাম করে অধীন কিঙ্করে।
ধর্ম্ম লও যাইতে ভৃত্য জনে স্তুতি করে ॥৪৭

ঈশ্বরে বুঝিয়া ধর্ম্ম ঈশ্বরে লওয়ায়।
ঈশ্বরে করিয়া কর্ম্ম জগতে করায় ॥৪৮
এতেক ঈশ্বরতেজ না টুটে না বাড়ে।
কুহকের মায়া যেন কুহকে না ধরে ॥৪৯
নমো নমো ভগবান্ কেবল ঈশ্বর।
ত্রিজগত-গুরু জ্ঞানময় মহেশ্বর ॥৫০
কি বর চাহিব নাথ তোমার চরণে।
সর্ব্বকাম সিদ্ধি কৈল তোমা দরশনে ॥৫১
তথাপি মাগিব এক বর বরেশ্বর।
শ্রীহরি চরণে ভক্তি রহু নিরন্তর ॥৫২
হরিভক্তি জনে ভক্তি তোমার চরণে।
না মাগিব অন্য বর এই বিবরণে ॥৫৩
এত স্তুতি কৈল বিপ্র চরণ অমৃতে।
তুষ্ট হৈলা ভবদেব ভবানী সহিতে ॥৫৪
এই বর দিল ভক্তি রহু নারায়ণে।
আকল্প রহুক যশ এ তিন ভুবনে ॥৫৫
অজর অমর হও হোক দিব্যজ্ঞান।
বিষয় বৈরাগ্য হোক রচিয় পুরাণ ॥৫৬
এত বর দিয়া শিব শিবানীর তরে।
বিপ্রের পুরব কথা কহিলে সকলে ॥৫৭
অন্তর্ধান কৈল শিব মুনির গোচর।
মার্কণ্ডেয় মুনি হৈল অজর অমর ॥৫৮
সূত বলে শুন মুনি শৌনক প্রধান।
কহিল তোমারে মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান ॥৫৯
এ পুণ্যচরিত কৃষ্ণগুণ সমুদিত।
যেবা শুনে শুনায় শুনিঞা আনন্দিত ॥৬০
হরিভক্তি হয় তার ছিণ্ডে ভবপাশ।
বিষ্ণুমূর্ত্তি হয় অন্তে বিষ্ণুপদে বাস ॥৬১

১০ম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শুনিঞা শৌনকমুনি পুণ্য উপাখ্যান।
সূত মুখে মুখরিত অমৃত নিদান ॥১
এই জিজ্ঞাসিল আর সূত সন্নিহিত।
কহ সূত তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ॥২
ভাগবত গান করে কৃষ্ণ উপাসনা।
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র করিয়া কল্পনা ॥৩
কি কি রূপে করে তারা কৃষ্ণ আরাধন।
যাহা হৈতে তরে নর দুরন্ত বন্ধন ॥৪
কহিবে সে সব সূত করিয়া নির্ণয়।
কহিতে লাগিলা তবে সূত মহাশয় ॥৫
গুরুর চরণারবিন্দে করিয়া প্রণাম।
ঈশ্বর বিভূতি কহে সূত মতিমান্ ॥৬
ব্রহ্মা আদি যোগিগণ করিয়া কল্পনা।
বিরাট বিগ্রহ করে ঈশ্বর ভাবনা ॥৭
এই সে পুরব রূপ আদি নারায়ণ।
আকাশমণ্ডলে নাভি পৃথিবী চরণ ॥৮
স্বর্গে শির সূর্য্য আখি নাসিকা পবন।
ব্রহ্মা লিঙ্গ দশদিক্ এই দুইশ্রবণ ॥৯
লোকপাল চারি বাহু মন শশধর।
ভুরু যম লজ্জা লোভ অধরযুগল ॥১০
জ্যোতির্গণ শাস্ত্র যার তরুলোমাবলী।
মেঘগণ কেশ যার বিশ্ব অধিকারী ॥১১
জীবের চৈতন্য জ্যোতি কৌস্তুভ ভূষণ।
কৌস্তুভ মণির প্রভা শ্রীবৎস লক্ষণ ॥১২
নিজমায়া গুণমালা নানা গুণময়ী।
ছন্দগুণ রহে অঙ্গে পীতবস্ত্র হই ॥১৩
ব্রহ্মসূত্র হৈয়া অঙ্গে রহিল ওঁকার।
মকর কুণ্ডল লক্ষ্যা সাংখ্যযোগ আর ॥১৪
প্রকৃতি অনন্তরূপে প্রভুর শয়ন।
সত্ত্বগুণে পদ্মরূপে বসিতে আসন ॥১৫
প্রাণতত্ত্ব গদারূপ ধরি রহে করে।
গদা হস্তে করি প্রভু পাষণ্ড সংহারে ॥১৬
খড়্গারূপ ধরিয়া আকাশ তত্ত্বময়।
চর্ম্মরূপ ধরি তমোগুণ তমোময় ॥১৭
সুদর্শনচক্ররূপে সেবিতে যোগগণ।
ধনরূপ ধরি কাল বসে অনুক্ষণ ॥১৮
সকল ইন্দ্রিয়গণ ভজে ষড়রূপে।
ধরিয়া চামররূপ ধর্ম্মযশ সেবে ॥১৯
ছত্ররূপ ধরিয়া বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
গুরুরূপে চারিবেদে দেখ মূর্ত্তিমান্ ॥২০
নিজশক্তি সেবাকরে লক্ষ্মীরূপ ধরি।
অণিমাদি অষ্টগুণ দুয়ার-প্রহরী ॥২১
সর্ব্বরূপে সর্ব্বজন করে উপাসনা।
কে কহিতে পারে হরিমহিমা বর্ণনা ॥২২
সেই নারায়ণ পরিপূর্ণ ভগবান্।
শ্রুতিময় শ্রুতিগণ উৎপত্তিস্থান ॥২৩

শঙ্কর বিরিঞ্চি হরি ধরে তিন নাম।
পালন সংহার সেই করে উপাদান ॥২৪
তথাপি কিঞ্চিত নাহি লভে অপচয়।
অদ্বৈত পরমানন্দ শুদ্ধ জ্ঞানময় ॥২৫
নিজ রাজ্য নাহি তার সর্ব্বত্র সমান।
তথাপি ভকতজন পালন সন্ধান ॥২৬
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণসখা বৃষ্ণিবংশ সঙ্গ।
যাত্রক্রহ রাজবংশ বর্ণন রঙ্গ ॥২৭
গোবিন্দ মাধব গোপবনিতা বিহার।
নিজভৃত্য সনকাদি কৃত পরিবার ॥২৮
তীর্থ গুণ শ্রবণ মনন তপধাম।
স্বার্থ প্রাণ নিজভৃত্য কর পার ত্রাণ ॥২৯
প্রভাতে উঠিয়া মহাপুরুষ লক্ষণ।
একচিত্তে নিরবধি যে করে শ্রবণ ॥৩০
জ্ঞদিগত [illegible] সেই জ্ঞানে মহাশয়।
অন্তে বিষ্ণুপদে বাস পায়ে ভবক্ষয় ॥৩১
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী।
হরিপাদপদ্ম বিনা প্রেমতরঙ্গিণী ॥৩২

১১শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

প্রণাম করিয়া ধন্য বৈষ্ণব চরণে।
কৃষ্ণপদ বন্দিয়া বন্দিব দ্বিজগণে ॥১
কাহব সকল ধর্ম শুন মুনিগণ।
ভাগবত ধর্ম কহি পুরাণ কথন ॥২
ইহাতে সাক্ষাতে কৃষ্ণ কহি নারায়ণ।
সব পাপ হর হরি শ্রীমধুসূদন ॥৩
ইহাতে পরমব্রহ্ম কহি জ্ঞানময়।
ইহাতে বর্ণি যে সৃষ্টি স্থিতি পরলয় ॥৪
ভাগবত কহি তত্ত্ব জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান।
ভক্তিযোগ কহি পরীক্ষিত উপাখ্যান ॥৫
বিষম বৈরাগ্য কহি নারদ সংবাদ।
বিপ্রশাপ কহি পরীক্ষিত দেহত্যাগ ॥৬
শুকদেব পরীক্ষিত সম্বাদ কথন।
সমাধি ধারণা যোগ যোগীন্দ্র গমন ॥৭
বিরিঞ্চি নারদে কহি পুরুষ সম্বাদ।
নানা অবতার গুণ কর্ম্ম অনুবাদ ॥৮
বিদুর উদ্ধবে যোগে সম্বাদ কথন।
মৈত্রেয় মুনির পায়ে বিদুর মিলন ॥৯

পুরাণ সংহিতা আর পুরুষ লক্ষণ।
প্রকৃতি পুরুষ তিনগুণ উপাদান ॥১০
প্রথমে কারণ সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ।
বিরাট বিগ্রহ তবে পুরুষ পুরাণ ॥১১
লোকপদ্ম উৎপত্তি ভুবন আধার।
প্রলয় পাতাল জলে ধরণী উদ্ধার ॥১২
হিরণ্যাক্ষ বধ কথা বরাহ চরিত্র।
চরাচর জীব সৃষ্টি মায়া বিনির্ম্মিত ॥১৩
অর্দ্ধনারী নররূপ ধরে প্রজাপতি।
স্বায়ম্ভুব মনু সাতরূপা উৎপত্তি ॥১৪
একাদশরুদ্র জন্ম কর্দ্দম সন্ততি।
দেবহূতি গর্ভে নরকন্যা উৎপত্তি ॥১৫
কপিল মূরতি নারায়ণ অবতার।
ভক্তিযোগে উপদেশে জননী উদ্ধার ॥১৬
নবঋষি উৎপত্তি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস।
ধ্রুবমহাচরিত্র পাবন মনুবংশ ॥১৭
প্রাচীন বর্হি রাজা সহ নারদ সম্বাদ।
পৃথুরাজ চরিত পাবন গুণবাদ ॥১৮
নদী গিরি সপ্তদ্বীপ বরষ কথন।
*　　*　　*　　*　॥১৯
নাভিরাজ চরিত্র ঋষভদেব কথা।
ভরত চরিত্র তিন জন্ম গুণগাথা ॥২০
জ্যোতিষ মণ্ডল স্থিতি পাতাল কথন।
প্রাচেতস দক্ষ জন্ম নরক বর্ণন ॥২১
দশ প্রচেতস জন্ম চরিত্র বাখানে।
দক্ষসৃষ্টি চরাচর জীব উপাদানে ॥২২
বৃত্রবধ হিরণ্যকশিপু বধ কথা।
প্রহ্লাদচরিত্র মহাপুণ্য গুণগাথা ॥২৩
মন্বন্তর চরিত্র গজেন্দ্র বিমোচন।
*　　*　　*　　*　॥২৪
মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বামন বিহার।
ক্ষীরোদ মথনে হয়গ্রীব অবতার ॥২৫
দেবাসুর সংগ্রাম ইক্ষ্বাকু উপাদানে।
সুদ্যুম্ন চরিত্র পুরোরবা উপাখ্যান ॥২৬
সূর্য্যবংশ কথা শশাদাদি গুণগ্রাম।
নৃগ উপাখ্যান আর শর্য্যাতি বাখান ॥২৭
খট্বাঙ্গ চরিত্র কথা সগর বর্ণন।
মান্ধাতা সৌভরিমুনি সম্বাদ কথন ॥২৮

রাম অবতার লীলা চরিত্র বর্ণন।
নিমিদেহ পরিত্যাগ জনম খণ্ডন ॥২৯
আঁখির নিমিষ হইয়া রহিলা যে জন।
* * * * ॥৩০
ভৃগুপতি রাম অবতার গুণকথা।
চন্দ্রবংশ চরিত্র যযাতি পুণ্যগাথা ॥৩১
দুষ্মন্ত চরিত্র পুণ্য ভরত আখ্যান।
শান্তনু চরিত্র যদুবংশ গুণগ্রাম ॥৩২
যে বংশ সাক্ষাতে পূর্ণ কৃষ্ণ অবতার।
বসুদেব গৃহে জন্ম গোকুলে বিহার ॥৩৩
তার পুণ্য যশ কহি এই ভাগবতে।
অতুল বিক্রম লীলা বর্ণিল সাক্ষাতে ॥৩৪
পুতনা রাক্ষসীর করিল স্তন পানে।
সকট ভঞ্জনপদ অঙ্গুলি ঠেকনে ॥৩৫
তৃণাবর্ত্ত বধ কথা বৎস বিনাশন।
ধেনুক প্রলম্ব বধ গোবর্দ্ধন রক্ষণ ॥৩৬
কালি নাগ দমিঞা কালিন্দী জলপান।
দাবাগ্নি করিয়া পান গোপ পরিত্রাণ ॥৩৭
মহানাগ বধি নন্দগোপের উদ্ধার।
গোপকন্যা ব্রতচর্য্যা বস্ত্র অপহার ॥৩৮
যজ্ঞপত্নী অন্নভিক্ষা বিপ্র অনুতাপ।
গোবর্দ্ধন বিধারণ ইন্দ্রস্তুতি বাদ ॥৩৯
শক্র সহ গোলকে সুরভি আগমন।
কৃষ্ণ অভিষেক কৈল সর্ব্বদেবগণ ॥৪০
রমণী মণ্ডলে রাসক্রীড়া অবতার।
শঙ্খচূড় বধ কথা অরিষ্ট সংহার ॥৪১
কেশিবধ গোকুলে অক্রূর আগমন।
অক্রূরের সহ রাম কৃষ্ণের সম্ভাষণ ॥৪২
মথুরা প্রবেশ ব্রজযুবতী বিলাপ ॥
রজকার মালাকার প্রচুর প্রসাদ ॥৪৩
রঙ্গভূমি-প্রবেশ গজ-বিনাশন।
চানুর মুষ্টিক-বধ কংস-নিপাতন ॥৪৪
যমপুরে গুরুপুত্র আনিঞা প্রদান।
মধুপুরে যদুবংশ স্থাপন বিধান ॥৪৫
জরাসন্ধ সৈন্যবধ সহ বারে বার।
মুচকুন্দ নৃপকৃপা যবন-সংহার ॥৪৬
দ্বারকা-নির্ম্মাণ দ্বারাবতী পুরীবাস।
পারিজাত-হরণ নরককুল নাশ ॥৪৭
দেবগণ অপমান অধর্ম্ম হরণ।
রুক্মিণী-হরণ বিপ্রকুল-বিদ্রবন ॥৪৮
বাণযুদ্ধ রণভঙ্গ হয় পরাজয়।
ষোল-সহস্র কন্যা করি পরিণয় ॥৪৯
দন্তবক্র জরাসন্ধ শাল্ব শিশুপাল।
বিবিধ সমর বধ বিপক্ষ সংহার ॥৫০
কুরু পাণ্ডু বিবাদ ভারত যুদ্ধ কথা।
ক্ষিতিভার হরণ গোবিন্দ গুণগাথা ॥৫১
বিপ্রশাপে ছলে যদুবংশ কুলনাশ।
উদ্ধব-সম্বাদ ভক্তিযোগ পরকাশ ॥৫২
মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ বৈকুণ্ঠ গমন।
কালগতি চারিযুগ প্রমাণ লক্ষণ ॥৫৩
চতুর্ব্বিধ প্রলয় বিবিধ উৎপত্তি।
পরীক্ষিত দেহত্যাগ বিষ্ণুপদে গতি ॥৫৪
চারিবেদ বহুশাখা বিস্তার কথন।
মার্কণ্ডেয় মুনির প্রলয় দরশন ॥৫৫
তুমি সব যত জিজ্ঞাসিলা মুনিগণ।
আনন্দেতে কহিলে সকল বিবরণ ॥৫৬
লীলা অবতার কথা চরিত বিহার।
কহিব কৃষ্ণের যশ মহিমা বিস্তার ॥৫৭
মহানন্ত পাতক আর কামনাশ বশে।
উচ্চ করি হরি হরি শব্দ পরকাশে ॥৫৮
সর্ব্বপাপ বিমোচন হয়ে সেইক্ষণে।
কি কহিব নিরবধি শ্রবণ কীর্ত্তনে ॥৫৯
অনন্ত পরমানন্দ প্রভু ভগবান্।
যে জন কীর্ত্তন তার করে গুণগান ॥৬০
চিত্তে প্রবেশয় তার প্রভু নারায়ণ।
শুনিঞা পলায় দুঃখ দুরিত বন্ধন ॥৬১
সূর্য্যতাপ হরে যেন রাহু ঘনবর্ণী।
এইরূপ ভবভয় হরয়ে শ্রীহরি ॥৬২
অসত্য প্রলাপ কথা যথা যথা কহি।
মিথ্যাবাণী মানিহ কেবল পাপময়ী ॥৬৩
যে কথায় না থাকে কৃষ্ণের গুণনাম।
সাধুজন নহে কভু তায় সন্নিধান ॥৬৪
সেই সত্য সুমঙ্গল সেই পুণ্যময়।
যাথে কৃষ্ণগুণ নাম মহিমা উদয় ॥৬৫
সেই রম্য বস্তু সবে নব মহোৎসব।
সেই শোকে শোষণ সমুদ্র সভার ॥৬৬

যাহে কৃষ্ণগুণ নাম চরিত্র বর্ণনা।
যাতে পদে পদে কহি গোবিন্দ মহিমা ॥৬৭
বিচিত্র অক্ষর পদ শ্রুতি মনোহর।
কৃষ্ণকথা কহে খ্যাত জগত মঙ্গল ॥৬৮
সে বচন কাক সমান নরগণ বাস।
* * * * ॥৬৯
হংসম সাধু জনে না শুনে শ্রবণে।
* * * * ॥৭০
যে বচন গর্ব্বজন অঘরি প্লাবন।
যাতে প্রতিপদে হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥৭১
অপশব্দযুক্ত মর্য্যাদি সে বচন হয়।
তথাপি শ্রবণ মাত্র সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥৭২
যে নাম শ্রবণ গান সাধুজন করে।
উচ্চারণ কীর্ত্তন মোদন নিরন্তরে ॥৭৩
নিরমল জ্ঞান যদি ভক্তি বিবর্জ্জিত।
সেহো অতিশয় শোভা না করে বিদিত ॥৭৪
কি পুন বলিব কর্ম্ম যদি অনর্পিত।
নাহুক অন্যের কাজ কাম বিবর্জ্জিত ॥৭৫
বর্ণ ধর্ম্ম তপ যোগ আশ্রম আচার।
সম্পাদ করিল মাত্র পরিশ্রম সার ॥৭৬
শ্রবণ কীর্ত্তন গুণ আদর বন্দনে।
ঈশ্বর পদারবিন্দ নহে বিস্মরণে ॥৭৭
কৃষ্ণপদ আশ্রিত অভদ্র-নাশন।
সত্ত্ব শুদ্ধি ভক্তিজ্ঞান বৈরাগ্য কারণ ॥৭৮
তুমি সব দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ধন্য মহাভাগ।
নারায়ণ চিত্তে করি সব অনুরাগ ॥৭৯
দেব দেবেশ্বর হরি সর্ব্ব দেবময়।
ভক্তিভাবে তুমি সর্ব্ব ভজ অতিশয় ॥৮০
তুমি সব মোরে করাইলে বিস্মরণ।
শ্রীভাগবত কথা কহিতে কারণ ॥৮১
পরীক্ষিত মহারাজ মুনি সভাসদে।
গঙ্গার ভিতরে ছিলা উপবাসব্রতে ॥৮২
শুকদেব কহিল পুরাণ পুণ্যকথা।
ভক্তি জ্ঞান যুত মহাভাগবত গাঁথা ॥৮৩
মুনির কৃপায় আমি শুনিনু তখনে।
সেকারণে কহি তোমা সভা বিদ্যমানে ॥৮৪
নারায়ণ চরিত্র পবিত্র পাপহর।
হরির বিক্রম যশ শ্রবণ মঙ্গল ॥৮৫

যে পুন শুনাএ পুণ্য কৃষ্ণ উপাখ্যান।
প্রতিজ্ঞা সাবহিতে শুনে অবিরাম ॥৮৬
নিজকুল উদ্ধারএ ভুবনপাবন।
একান্ত ভকতি লভে বৈকুণ্ঠে গমন ॥৮৭
যেবা শুনে একাদশী দ্বাদশীর দিনে।
উপবাস ব্রত করি পরম যতনে ॥৮৮
অশেষ পাতক তার হয় বিমোচন।
ভক্তিভাবে করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন ॥৮৯
পুষ্কর মথুরা দ্বারাবতী পুরে বসি।
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যদি পঠে উপবাসী ॥৯০
বিষ্ণুপদে গতি তার খণ্ডে ভবভয়।
সর্ব্বকাম সিদ্ধি হয় চুরিত সঞ্চয় ॥৯১
সর্ব্ব বেদ সর্ব্ব যজ্ঞ সমফল লভে।
শ্রদ্ধাযুত হৈয়া দ্বিজ পড়ে ভক্তিভাবে ॥৯২
ব্রাহ্মণ পড়িলে মাত্র পায়ে দিব্যজ্ঞান।
ক্ষত্রিয় পৃথিবীপতি হয় বীর্য্যবান্ ॥৯৩
শূদ্র যদি পড়ে সর্ব্ব পাপে বিমোচন।
শুনিলে বৈষ্ণব শাস্ত্র তরে সর্ব্বজন ॥৯৪
কলি-মলহর শুভ সর্ব্বগুণনিধি।
পদে পদে ভাগবত কহে নিরবধি ॥৯৫
সে দেব চরণে মোর রহুক প্রণাম।
সৃষ্টি স্থিতি উৎপত্তি প্রলয় নিদান ॥৯৬
অনন্ত শকতি যার অজ নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর না বুঝে মরম ॥৯৭
সর্ব্বশক্তি ধরে প্রভু সভার আশ্রয়।
আপনাতে আপনে স্থাপিল জীবচয় ॥৯৮
চরাচর নিকর নিবাস ভগবান্।
জ্ঞান গম্য সুরবর পুরুষ পুরাণ ॥৯৯
নমো নমো অনাদি নিধন সনাতন।
নমো নমো নিরবধি রহুক বন্দন ॥১০০
নিজ সুখ পরিপূর্ণ নিবৃত্তি সংসার।
অনন্ত রুচির লীলা গুণ সর্ব্বসার ॥১০১
কৃপায় রচিল মুনি পরম পুরাণ।
জ্ঞান দীপ প্রকাশক ভাগবত নাম ॥১০২
মোর গুরু সেই শুক ব্যাসের নন্দন।
নমো নমো নিরবধি রহুক বন্দন ॥১০৩

১২শ অধ্যায় সমাপ্ত।

১৩শ অধ্যায় আরম্ভ।

তবে সূত শুকদেবে করিয়া বন্দনা।
স্তুতি রূপে কহে কিছু অনন্ত মহিমা ॥১
কুবের বরুণ যম ব্রহ্মা সুরপতি।
মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র রুদ্র করে দিব্য স্তুতি ॥২
বসুগণ পারে যার দিব্য সামস্বরে।
ধ্যানগত চিত্ত যাথে চিন্তে যোগেশ্বরে ॥৩
অন্ত নাহি জানে যার * * *
* * * দেবসুরগণে ॥৪
সতত প্রণাম রহু সে দেব চরণে।
গুরু বর মন্দর পর্ব্বত পরমাণে ॥৫
* * * ধান বরিষণে।
নিদ্রা যায় কূর্ম্মরূপ পৃষ্ঠ চুলকানে ॥৬
কমঠ বিগ্রহ হরি নিশ্বাস পবন।
তোমা সভা নিরবধি করুক রক্ষণ ॥৭
এইরূপে কোটি কোটি স্তবন বন্দন।
তবে আর করে সূত পুরাণ লক্ষণ ॥৮
দান ফল পাঠফল পুরাণে মহিমা।
একে একে সূত সব করিয়া গণনা ॥৯
পাঁচ পঞ্চাশ দশ সহস্র প্রমাণ।
ব্রহ্মপুরাণের সংখ্যা এই সাবধান ॥১০
তেইশ সহস্র বিষ্ণুর পুরাণ লক্ষণ।
চব্বিশ সহস্র শিবপুরাণ লিখন ॥১১
শ্রীভাগবত অষ্টাদশ পরমাণ।
পঞ্চবিংশতি লিখি নারদপুরাণ ॥১২
মার্কণ্ডেয় পুরাণ নব সহস্র লিখনে।
পঞ্চদশ চারিশত অগ্নিপুরাণে ॥১৩
চৌদ্দদশ সহস্র সংখ্যা ভবিষ্যের দেখি।
তাহাতে অধিক আর পাঁচশত লিখি ॥১৪
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত অষ্টাদশ পরমাণ।
একাদশ সংখ্যা করি লিঙ্গপুরাণ ॥১৫
এক শত একাশীতি সহস্রসংখ্যা করি।
স্কন্দপুরাণের এই লেখা অবধারি ॥১৬
যোল সহস্র লিখি বরাহ পুরাণ।
বামন পুরাণ দশ সহস্র বিধান ॥১৭
কূর্ম্মে সপ্তদশ সহস্র সংখ্যা করি।
মৎস্য পুরাণে চতুর্দ্দশ সংখ্যা ধরি ॥১৮
উনবিংশ সহস্র লেখি গরুড় পুরাণ।
দ্বাদশ সহস্র হয় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ॥১৯
চারিলক্ষ অষ্টাদশ পুরাণের সংখ্যা।
তাতে অষ্টাদশ শ্রীভাগবত লেখা ॥২০
পূর্ব্বে এই ভাগবত দেব নারায়ণে।
নাভিপঙ্কজবাসী ব্রহ্মার কারণে ॥২১
করুণা সাগরে হরি সর্ব্বজীব গতি।
প্রকাশিল ভাগবত দেখি প্রজাপতি ॥২২
আদি মধ্য অবসানে কৃষ্ণগুণ কর্ম্ম।
ভক্তিজ্ঞান বৈরাগ্য সংযুক্ত নানা ধর্ম্ম ॥২৩
হরি কথা বিনে ভাগবত নাহি আন।
হরি কথা লীলা যার অমৃত নিদান ॥২৪
কেবল কৈবল্য নিষ্ঠ দ্বৈত বিবর্জ্জিত।
বেদ বেদান্তের সার ব্রহ্ম সুলক্ষিত ॥২৫
দান করে যেবা ভাদ্র পৌর্ণমাসী দিনে।
হেম সিংহযুত ভাগবত মহাদানে ॥২৬
সে পায় পরমগতি ভব বিমোচনে।
ভাগবত সম শাস্ত্র নাহি ত্রিভুবনে ॥২৭
ভাগবত যাবত সাক্ষাতে নাহি দেখি।
অন্যশাস্ত্র তাবত ভকতগণ রাখি ॥২৮
শ্রীভাগবত তাবত বেদমন্ত্র সার।
মহাভাগবত শাস্ত্রে নাহি আর ॥২৯
ভাগবত রসসিন্ধু মধুবিন্দু পানে।
অন্যশাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাহি করে বুদ্ধজনে ॥৩০
নদীমধ্যে যেন গঙ্গা দেব মধ্যে হরি।
বৈষ্ণবের মধ্যে যেন শম্ভু ত্রিপুরারি ॥৩১
পুরাণের মধ্যে যেন ভাগবত শাস্ত্র।
হরিকথামৃতপান বিনির্ম্মিত পাত্র ॥৩২
ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবের জীবন।
পরম বৈরাগ্য প্রেম আনন্দ বিধান ॥৩৩
পড়িলে শুনিলে কিবা করিলে বিচার।
ভক্তিযুক্ত হৈয়া নর হয় ভবপার ॥৩৪
জ্ঞানদীপ ভাগবত ব্রহ্মে যে বাখানে।
উপদেশ দিয়া প্রকাশিলা নারায়ণে ॥৩৫
ব্রহ্মকৈল নারদেরে বেদ উপদেশ।
বেদব্যাস সমর্পিলা ধরি মুনিবেশ ॥৩৬
ব্যাসরূপে শুকমুখে কৈল সমর্পণ।
শুকরূপে পরীক্ষিত মুখে নিবেদন ॥৩৭

হেন সত্য পরমত্য নিত্য ভগবান্।
সে দেব চরণে বহু সতত প্রণাম ॥৩৮
নমোনমো বাসুদেব দেবগুণধাম।
কৃপায় ব্রহ্মার মুখে অর্পিল পুরাণ ॥৩৯
শুকদেব যোগেশ্বর বন্দো নিরন্তর।
মুনীন্দ্রবন্দিতপদ লীলা কলেবর ॥৪০
বর্ণিল সকল ভাগবত উপখ্যান।
যাহার কৃপায় বিষ্ণুপদে পরিত্রাণ ॥৪১
রঘুনাথ পণ্ডিত রচিত গীতছন্দ।
শুনিল সকল লোকে বাড়িল আনন্দ ॥৪২
সুখে ভাগবত লোক বুঝিবার তরে।
রঘুনাথ পণ্ডিতের রচিল কথা ছলে ॥৪৩
বুধজনে সবে মোরে এই পরিহার।
দোষ ক্ষমা করি গুণ করিহ বিচার ॥৪৪
শ্রীযুত গৌরচন্দ্র গদাধর পদযুগ ধ্যান।
শুনিলে দুরিত হরে পুণ্যগুণ গান ॥৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরীক্ষিতসংবাদে

দ্বাদশস্কন্ধঃ সম্পূর্ণঃ।

ইতি ১৩শ অধ্যায় সমাপ্ত।